مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ

# فتاوى فقيه الملة

# ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত

তত্ত্বাবধান ও দিকনির্দেশনায়

**ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান (রহ.)**

প্রতিষ্ঠাতা : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

বসুন্ধরা, ঢাকা।

৯

প্রকাশনায়

ফকীহুল মিল্লাত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

বসুন্ধরা, ঢাকা।

Scanned by CamScanner

# ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত

## (খণ্ড-৯)

[পরিচ্ছেদ : মসজিদের বিধান ও আদব, মাদরাসা, ঈদগাহ, কবরস্থান
অধ্যায় : ক্রয়-বিক্রয়, ক্রয়-বিক্রয়ের শর্ত ও বিধান, বৈধ-অবৈধ ব্যবসা, খেয়ার, কিস্তিতে ক্রয়-বিক্রয়, স্বত্বাধিকারের ক্রয়-বিক্রয়, মুদ্রা ও আর্থিক পেপার, বাইয়ে সলম, মুরাবাহা, মুদারাবা]

তত্ত্বাবধান ও দিকনির্দেশনায়

**হযরত আকদাস ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান (রহ.)**

প্রতিষ্ঠাতা : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ
বসুন্ধরা, ঢাকা।

**প্রকাশনায়**

**ফকীহুল মিল্লাত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ**

বসুন্ধরা, ঢাকা।

Scanned by CamScanner

# ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত

(খণ্ড-৯)

তত্ত্বাবধান ও দিকনির্দেশনায়

**হযরত আকদাস ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান (রহ.)**

**সার্বিক ব্যবস্থাপনায়**

**মুফতী আরশাদ রহমানী (দা. বা.)**

মুহতামিম : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

বসুন্ধরা, ঢাকা।

**সংকলন ও সম্পাদনায়**

মুফতী এনামুল হক কাসেমী

মুফতী নূর মুহাম্মদ

মুফতী মঈনুদ্দীন

মুফতী শরীফুল আজম

**শব্দ বিন্যাস ও তাখরীজ**

মুফতী মুহাম্মদ মুর্তাজা

মুফতী মাহমুদ হাসান

**প্রকাশকাল : মার্চ ২০১৮**

**হাদিয়া : ৮৫০ (আটশত পঞ্চাশ) টাকা**

Scanned by CamScanner

## সূচীপত্র

أحكام وآداب المساجد........................................................ ২৩
মসজিদের বিধান ও আদব ........................................................ ২৩
মসজিদে দুনিয়াবী কথা ও সালিস বসা........................................ ২৩
দুনিয়াবী কথাবার্তা চেনার মূলনীতি........................................ ২৪
কল্যাণমূলক আলোচনার জন্য মসজিদে সমবেত হওয়া ........................ ২৫
মসজিদে সামাজিক আলোচনা ........................................ ২৫
বেতন নিয়ে মসজিদে তা'লীম দেওয়ার হুকুম........................................ ২৬
নাবালেগ বাচ্চাদের মসজিদে তা'লীম দেওয়া........................................ ২৭
ওয়াক্তিয়া বা জামে মসজিদে পাঠদান........................................ ২৮
ভাড়ার বিনিময়ে মসজিদে তা'লীম ........................................ ২৮
নামাযের পর মসজিদে আত্মপ্রশংসা ও গীবত ........................................ ২৯
মসজিদে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান করা ........................................ ৩০
মসজিদে মসজিদসংক্রান্ত আলোচনা ........................................ ৩১
মসজিদের জিনিস মসজিদের ভেতর নিলাম করা........................................ ৩১
দানকৃত জিনিস মসজিদের ভেতর নিলাম করা........................................ ৩২
মসজিদের ভেতর আসবাব রাখা........................................ ৩৩
মসজিদে লাশ বহন করার খাট রাখা........................................ ৩৩
মসজিদের ভেতর ঢিলা রাখা........................................ ৩৪
মসজিদের ছাদে কাপড় শুকানো ........................................ ৩৪
মসজিদের ছাদে মাদরাসার ধান শুকানো ........................................ ৩৪
ঈদগাহ বা মহল্লাবাসীর আসবাব মসজিদে রাখা অবৈধ........................................ ৩৫
মসজিদের ভেতর জুতার বাক্স রাখা বৈধ ........................................ ৩৬
মসজিদের দ্বিতীয় তলায় নামাযের জন্য তৃতীয় তলা দিয়ে আসা-যাওয়া ........ ৩৭
বিনিময় নিয়ে মসজিদে খতম পড়া দরস দেওয়া........................................ ৩৭
স্মৃতিসৌধের মসজিদে নামায বৈধ ........................................ ৩৮
টিভি সেন্টারের মসজিদে নামায ও ইমামতি ........................................ ৩৮
দান করার জন্য মসজিদের ভেতর টাকা ভাঙানো বৈধ........................................ ৩৯
সাহায্যের জন্য মসজিদের এলান করা........................................ ৩৯
অসহায়ের জন্য মসজিদে চাঁদা উঠানো ........................................ ৪০
কারো চিকিৎসার জন্য মসজিদে টাকা উঠানো ........................................ ৪১
মসজিদে হারানো জিনিসের এলান করা ........................................ ৪১
মসজিদের ভেতরে অমুসলিমের বক্তব্য প্রদান........................................ ৪২
হেফাজতের উদ্দেশ্যে মসজিদে তালা লাগানো........................................ ৪২
মসজিদ বন্ধ করা ও বাতি, পাখা ব্যবহার প্রসঙ্গ ........................................ ৪৩

Scanned by CamScanner

মসজিদে মুয়াল্লিমের রাত্রি যাপন ও বিদ্যুৎ ব্যবহার ........ ৪৪
বেতন নিয়ে মসজিদে দ্বীনি ও দুনিয়াবী শিক্ষা প্রদান ........ ৪৫
ইমাম মেহরাবে আসা-যাওয়ার জন্য রং দিয়ে রাস্তা নির্ধারণ করা ........ ৪৬
মসজিদে মহিলাদের নামাযের ব্যবস্থা করা ........ ৪৭
মসজিদে নারীদের জন্য নামাযের স্থান নির্ধারণ করা ........ ৪৮
মহিলা মসজিদ ........ ৫০
মহিলাদের জন্য ভিন্ন মসজিদ নির্মাণ করা ........ ৫১
মসজিদের পাশে মহিলাদের জন্য পৃথক মসজিদ নির্মাণ ........ ৫২
মসজিদ নির্মাণকালীন মহিলাদের জন্য সুব্যবস্থা রাখা ........ ৫৩
মেহরাবের নামকরণ ........ ৫৪
মেহরাব ও তার মধ্যে ইমামের দাঁড়ানোর হুকুম ........ ৫৬
মেহরাব মসজিদের অন্তর্ভুক্ত, সেখানে অবস্থান করলে ই'তিকাফ নষ্ট হয় না.... ৫৭
মেহরাব মসজিদের অংশ ........ ৫৮
মেহরাব মসজিদের মধ্য ভাগে হবে ........ ৫৮
কাবা শরীফে মেহরাব না থাকার কারণ ........ ৬০
একদিকে মসজিদ সম্প্রসারিত হলে ইমামকে মধ্য কাতারেই দাঁড়াতে হবে...... ৬১
মিম্বরের স্থান কোথায় হবে ........ ৬৩
মিম্বরের রূপরেখা ও ধাপের সংখ্যা ........ ৬৩
মিম্বরের ধাপ দাঁড়ানোর ধাপ, উঁচু স্থান মিম্বর নয় ........ ৬৪
মিম্বরের সিঁড়ি ও বসার সিঁড়ি নির্দিষ্ট নয় ........ ৬৫
মিম্বর কাঠের বা পাকাও হতে পারে ........ ৬৬
মিম্বর কোথায় স্থাপিত হবে ........ ৬৭
স্থায়ী মিম্বর স্থাপনের স্থান ........ ৬৭
মিম্বর কে ব্যবহার করতে পারবে? ........ ৬৮
মেহরাবে কাবা শরীফ মিনার ও কালেমা শরীফ অংকিত টাইলস ব্যবহার করা . ৬৯
সতকর্তামূলক ও নসিহতমূলক বাক্য মসজিদের দেয়ালে লেখা ........ ৭০
রওজা মুবারকের প্রতিচ্ছবি সামনে নিয়ে ইমামের নামায আদায় ........ ৭০
প্রতিচ্ছবি দেখা যায় এমন টাইলস মসজিদের দেয়ালে লাগানো ........ ৭১
মসজিদে জিলাপি-বিস্কুট বিতরণ করা ........ ৭২
মসজিদের ভেতরে-বাইরে ও গেটে الله ، محمد، يا الله، يا محمد ইত্যাদি লেখার হুকুম ........ ৭৩
মেহরাবের উভয় পাশে বিভিন্ন লেখা ও ছবি রাখার হুকুম ........ ৭৪
মসজিদ-মক্তবের জন্য অমুসলিমের স্বেচ্ছা প্রদত্ত ইট গ্রহণ করা ........ ৭৫
মাইকসংক্রান্ত আসবাব মেহরাবের ভেতরে রাখা ........ ৭৬
দানের টাকার ব্যয়ের খাতসমূহ ........ ৭৭


Scanned by CamScanner

তাবলীগিদের মসজিদে অবস্থান ........ ৭৮
মসজিদে চিত কিংবা উপুড় হয়ে শয়ন করা ........ ৭৯
তাবলীগি বা কারোর মসজিদে রাত্রি যাপনের হুকুম ........ ৮১
মসজিদে অবস্থানকালে গোসল ফরয হলে করণীয় ........ ৮২
মসজিদে খানাপিনা ও ঘুমানোর বিধান ........ ৮৩
দ্বীনি কাজে মসজিদে অবস্থান ও রাত্রি যাপন করা ........ ৮৪
দ্বীনি জামাতের জন্য মসজিদে থাকা-খাওয়া ........ ৮৫
মসজিদের বারান্দায় তাবলীগীদের অবস্থান ........ ৮৬
মসজিদের ভেতর ইমামের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা ........ ৮৭
মসজিদে ইফতার করার হুকুম ........ ৮৭
মসজিদের পশ্চিম দিকে দরজা-জানালা বানানো ........ ৮৮
জানাযার উদ্দেশ্যে মেহরাবের পাশে দরজা রাখা ........ ৮৯
মসজিদের ভেতর দিয়ে লাশ আনা-নেওয়া করা ........ ৯০
পুরাতন গেট বন্ধ করে মুসল্লিদের ভোগান্তির শিকার করা ........ ৯০
হারাম টাকা দিয়ে নির্মিত মসজিদের হুকুম ........ ৯১
অবৈধ টাকা দিয়ে নির্মিত মসজিদে নামাযের বিধান ........ ৯২
সুদের টাকা দিয়ে নির্মিত মসজিদ-মাদরাসার হুকুম ........ ৯৩
মসজিদের হারাম টাকার নির্মিত জানার পর করণীয় ........ ৯৪
বৈধ-অবৈধ যৌথ আয়ের টাকা দিয়ে মসজিদ নির্মাণ ও নামাযের হুকুম ........ ৯৪
মাজারের টাকা দিয়ে মসজিদ নির্মাণ ও ব্যবহার ........ ৯৫
দেহ ব্যবসা ও হারাম পন্থায় উপার্জিত টাকা মসজিদের কাজে লাগানো ........ ৯৬
জোরপূর্বক অন্যের জমিতে ঘর করে মসজিদের ভোগ করা অবৈধ ........ ৯৬
মূর্তি ও পুতুল বিক্রয়ের টাকা দিয়ে মসজিদ নির্মাণ ........ ৯৭
ব্যাংকের সুদের টাকা মসজিদে খরচ করা ........ ৯৮
যাকাতের টাকা হিলা করে মসজিদে লাগানো ........ ৯৮
ইমাম-মুতাওয়াল্লীর যোগ্যতা ও দায়িত্ব ........ ৯৯
মসজিদের মুতাওয়াল্লী ও কমিটির সদস্য হওয়ার শর্ত ........ ১০০
কমিটি গঠন ও আজীবন মুতাওয়াল্লী থাকার বিধান ........ ১০১
কাবা শরীফ, মসজিদে নববী ও সাধারণ মসজিদে মশা-মাছি মারার বিধান... ১০২
কিবলামুখী নয়, এমন মসজিদে নামাযের হুকুম ........ ১০৩
কিবলা ১০ ডিগ্রি সরে গেলে নামাযের কোনো ক্ষতি হয় না ........ ১০৪
মসজিদে এসি লাগানোর হুকুম ........ ১০৫
গোবর দিয়ে তৈরি আগরবাতি মসজিদে জ্বালানো ........ ১০৬
অমুসলিমের মাল মসজিদে খরচ করা ........ ১০৬
ধূপ জ্বালিয়ে মসজিদ থেকে মশা তাড়ানো ........ ১০৭

Scanned by CamScanner

মসজিদে কয়েল জ্বালানো....................................................১০৭
নামাযের আগে বা পরে মসজিদে দান বাক্স চালানো..............................১০৮
মসজিদে বসে পথচারীদের কাছ থেকে কালেকশন করা ...........................১০৯
নিরাপত্তার খাতিরে মসজিদে প্রবেশে কড়াকড়ি ও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা ... ১১০
মসজিদে প্রবেশের সুন্নাতগুলো কার জন্য..........................................১১১
মসজিদ বিরাণ হওয়ার দায় কার ওপর বর্তাবে .....................................১১২
মসজিদের সম্পত্তি আত্মসাৎকারীর শাস্তির বিধান.....................................১১২
ছবিযুক্ত পত্রিকা মসজিদে রাখা অবৈধ ............................................ ১১৩
দু'আর জন্য মসজিদে সমবেত হওয়া ............................................ ১১৩
দুটি মসজিদের একটিকে পাঞ্জেগানা ও অপরটিকে জামে মসজিদে রূপান্তর করা ................................................................................ ১১৪
নামাযঘরের ওপরে টয়লেটের লাইন থাকলেও নামায সহীহ হবে ............. ১১৫
অপবিত্র অবস্থায় ট্রেনে অবস্থিত নামাযের স্থানে যাওয়ার হুকুম ................ ১১৫
মসজিদের সাইন বোর্ডে কাবা শরীফের ছবি রাখা.................................১১৬

باب المدارس.......................................................................১১৭

পরিচ্ছেদ : মাদরাসা..................................................................১১৭
মক্তবের জন্য ওয়াক্ফকৃত জায়গায় মসজিদ নির্মাণ করা ......................... ১১৭
মাদরাসার টাকা দিয়ে মসজিদের জায়গায় মার্কেট বানানো...................... ১১৭
শিক্ষকদের ফ্রি বাসা, বিদ্যুৎ, লাকড়ি ও ফলফলাদি দেওয়া ...................... ১১৮
মাদরাসার জমিতে নির্মিত মসজিদ শরয়ী মসজিদ নয় ...........................১১৯
সুযোগ-সুবিধার বিবেচনায় মাদরাসার সাথে মসজিদের জমি পরিবর্তন বিক্রয় প্রসঙ্গ .......................................................................... ১২০
মাদরাসার জমিতে মসজিদ করে পরিবর্তে জমি দেওয়া.......................... ১২২
দূরের ওয়াক্ফ সম্পত্তি বিক্রি করে মাদরাসার কাছে জায়গা কেনা.............. ১২৪
মাদরাসার নামে সম্পত্তি ওয়াক্ফ হয়ে গেলে তাতে মিরাছ চলবে না .......... ১২৫
খরচ বাঁচানোর জন্য ক্রয় করা জমি ওয়াক্ফ হিসেবে দলিলে উল্লেখ করা..... ১২৫
মাদরাসার জমিতে ইউনিয়ন কমপ্লেক্স বানানো অবৈধ ........................... ১২৬
মসজিদ বানানোরও নিয়্যাত ছিল বলে মাদরাসার জমিতে মসজিদ নির্মাণ করা ................................................................................ ১২৭
মাদরাসার স্বার্থে মাদরাসার জায়গায় মসজিদ নির্মাণ ও দরস প্রদান ........... ১২৮
মাদরাসার স্বার্থে মাদরাসার ভূমিতে নির্মিত মসজিদের হুকুম.................... ১২৯
মাদরাসার স্বার্থে নির্মিত মসজিদ স্থানান্তর করা যাবে না......................... ১৩০
মাদরাসা উচ্ছেদ করে মসজিদ নির্মাণ ও তার ওপর মাদরাসা করা বৈধ নয় .. ১৩১
মাদরাসার জায়গায় নির্মিত মসজিদে মাদরাসার কার্যক্রম চালানো ............. ১৩২

Scanned by CamScanner

মাদরাসার ভূমিতে নির্মিত ভবনের নিচে ঈদগাহ, দ্বিতীয় তলায় মসজিদ ও ওপরে মাদরাসা করার বিধান.......... ১৩৩
মাদরাসার খরিদকৃত জমি বিক্রীত টাকা দিয়ে মাদরাসার মসজিদ নির্মাণ করা ১৩৫
মাদরাসার ভূমিতে মসজিদ নির্মাণ করা.......... ১৩৫
মাদরাসার জায়গায় মসজিদ নির্মাণ ও বারবার স্থানান্তর করা .......... ১৩৬
ওয়াক্‌ফকারীর ছেলের জোরপূর্বক মুহতামীম হওয়া ও মাদরাসার নামে পিতার নাম সংযোজন করা.......... ১৩৭
মাদরাসার জমি মসজিদ করার শর্তে বিক্রি করা .......... ১৩৯
মাদরাসার জমির আয় অন্য মাদরাসায় ব্যয় করা .......... ১৪১
জোরপূর্বক মাদরাসা ভেঙে মসজিদ করা নাজায়েয.......... ১৪২
অন্যের জায়গায় জোরপূর্বক মসজিদ-মাদরাসা নির্মাণ করা অবৈধ.......... ১৪৪
বন্ধ হয়ে যাওয়া মাদরাসার সম্পত্তি অন্য মাদরাসায় দিয়ে দেওয়া.......... ১৪৫
মাদরাসার পরিত্যক্ত ঘর বিক্রি করে মসজিদে লাগানো.......... ১৪৬
এক মাদরাসায় দেওয়া জমি অন্য মাদরাসায় দেওয়ার সুযোগ নেই .......... ১৪৭
এক মাদরাসায় প্রদত্ত জমি ওয়ারিশদের অন্য মাদরাসায় দেওয়া অবৈধ.......... ১৪৮
মাদরাসার জায়গার পজিশন বিক্রি করা.......... ১৪৯
এক মাদরাসার জমি বিক্রি করে অন্য মাদরাসায় টাকা দেওয়া অবৈধ .......... ১৫০
প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাকে ধ্বংস করে মহিলা মাদরাসা করা অবৈধ .......... ১৫১
মাদরাসার জমিতে কাউকে দাফন করা বৈধ নয় .......... ১৫৪
কবরস্থান করার জন্য মাদরাসার জমি পরিবর্তন করা.......... ১৫৫
মুসলিম-অমুসলিম পরস্পরের প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানে দান করা .......... ১৫৬
কবরের স্থান রাখার শর্তে মাদরাসাকে ভূমি দেওয়া.......... ১৫৬
সব ধরনের চাঁদা ও অনুদানের টাকা একাকার করে ফেলার হুকুম.......... ১৫৭
মাদরাসার ফান্ড থেকে মৃত সভাপতির পরিবারকে অনুদান দেওয়া.......... ১৫৮
কালেকশন বাবদ পারিশ্রমিক দেওয়ার রূপরেখা ও কমিশনের হুকুম .......... ১৫৮
কমিশনভিত্তিক বোনাস প্রদান .......... ১৬১
উসূল ও কালেকশনভিত্তিক কমিশন দেওয়ার সিদ্ধান্ত.......... ১৬২
কালেকশনকারীকে নির্ধারণ করে বা না করে কমিশন দেওয়া .......... ১৬৪
কমিশনভিত্তিক চাঁদা-যাকাত উঠানো.......... ১৬৪
বেতনভুক্ত বা অবৈতনিক ব্যক্তির কমিশনের শর্তে কালেকশনের সঠিক পদ্ধতি ১৬৫
বেতনভুক্ত শিক্ষকের কমিশনের শর্তে কালেকশন করা.......... ১৬৬
কালেকশনকারীকে কমিশন দেওয়া .......... ১৬৭
সুদি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীর অনুদান গ্রহণ করার হুকুম .......... ১৬৮
ইয়াবা ব্যবসায়ীর অনুদান গ্রহণ করা .......... ১৬৮
ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে ব্যবসাকারীর অনুদান গ্রহণ করা .......... ১৬৯

Scanned by CamScanner

জালিয়াতি করে মাদরাসার ভূমিতে স্কুল নির্মাণ সম্পূর্ণ অবৈধ.................. ১৭০
হজে থাকাকালীন সময়ের বেতন .................................................. ১৭২
নফল হজের সময়ের বেতন গ্রহণ ................................................ ১৭৩
আইন লঙ্ঘন করে ওয়াজ করা.................................................. ১৭৪
আবাসিক নিয়োগপ্রাপ্তের অন্যত্র দায়িত্ব পালন ও বেতন প্রসঙ্গ ................. ১৭৪
ছুটিকালীন প্রতিষ্ঠানে থাকার বেতন ............................................ ১৭৫
শর্তবলে মসজিদ-মাদরাসার পরস্পরের জমি পরিবর্তন বৈধ........................ ১৭৬
প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড ভিডিও করা............................................... ১৭৭
খরচের পর বেঁচে যাওয়া অর্থকড়ি অন্য মাদরাসায় দেওয়া ........................ ১৭৮
যাকাতের টাকায় মাদরাসা পরিচালনার রূপরেখা ................................. ১৭৯
ফান্ডের টাকা রক্ষণাবেক্ষণে গাফিলতি হলে জরিমানা দিতে হবে................ ১৮১
বাক্সে রক্ষিত টাকা চুরি হয়ে গেলে জরিমানা দিতে হবে কি না ................. ১৮৩
অবৈতনিক উস্তাদের মাদরাসার জমি চাষ করে ভোগ করা ........................ ১৮৩
ভর্তি ফি নেওয়ার হুকুম ........................................................... ১৮৪
ভর্তি ফি تبرع এর অন্তর্ভুক্ত ..................................................... ১৮৫
ভর্তি ফির খাত ও মধ্য বছরে বিদায়ী ছাত্রের টাকা ফেরত দেওয়া.............. ১৮৫
ভর্তি ফি ও মাসিক চাঁদা নেওয়ার হার.......................................... ১৮৬
ভর্তি ফি শিক্ষার বিনিময় নয় .................................................... ১৮৭
যেকোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি ফি নেওয়া বৈধ................................. ১৮৭
মাদরাসার কিতাব প্রদান বাবদ ফি নেওয়া ...................................... ১৮৮
মাদরাসার ফান্ডের টাকায় মেহমানদারি করা ................................... ১৮৮
মেহমান ও যাদের জন্য খানা বরাদ্দ নেই তাদের বিনা মূল্যে মাদরাসার খানা খাওয়ানো........................................................................ ১৮৯
যাকাত ফান্ডের খানা উস্তাদ ও মেহমানকে দেওয়া ............................ ১৯০
কোরআন শরীফ ক্রয়ে প্রদত্ত টাকা অন্য খাতে ব্যয় করা ........................ ১৯০
মাদরাসার আয়-ব্যয় ও পরিচালনার রূপরেখা....................................১৯১
জোরপূর্বক মাদরাসার জমিতে রাস্তা তৈরি করা অবৈধ.......................... ১৯৭
মসজিদে ছাত্রদের সূরায়ে ইয়াসীন, ওয়াকিয়া পাঠ করা এবং বিভিন্ন খতম পড়া ........................................................................ ১৯৭
মসজিদ স্থানান্তর করে মাদরাসার স্থানে নির্মাণ করা...........................২০০
মাদরাসা ভবনের নিচতলায় মার্কেট ও ওপরে বাসা করা ........................ ২০১
মাদরাসার ওয়াক্ফ ও ক্রয় করা জমি বিক্রয় করা, রাস্তা ও কবরস্থানের জন্য দেওয়া ........................................................................ ২০২
মাদরাসার টাকা ঋণ নেওয়া ও দেওয়ার হুকুম.................................. ২০৫
যাকাত ফান্ড থেকে সাধারণ ফান্ডের ঋণ গ্রহণ.................................. ২০৬


Scanned by CamScanner

মসজিদ নির্মাণের জন্য মাদরাসার ফান্ড থেকে ঋণ নেওয়া ..................... ২০৭
কালেকশনের টাকা দিয়ে বেতন দেওয়া ও জমা দেওয়ার আগে খরচ করা.... ২০৭
মাদরাসার টাকায় ব্যবসা........................................................... ২০৮
মাদরাসায় অনুপস্থিতির কারণে আর্থিক দণ্ড ও সেই অর্থে তৈরি আসবাব...... ২০৯
বিলম্ব ফি নেওয়ার হুকুম........................................................ ২১১
অনুপস্থিতিতে আর্থিক দণ্ড........................................................ ২১২
ওয়াজ করে ও খতম পড়ে উস্তাদদের টাকা নেওয়া.............................. ২১৩
ফাতওয়া লিখে শিক্ষকের টাকা নেওয়া........................................... ২১৪
বিত্তশালী পিতার সন্তান হয়ে যাকাত ফান্ডের খানা খাওয়া....................... ২১৪
বন্ধ হয়ে যাওয়া মাদরাসার ঘর চলমান মাদরাসাকে দেওয়া....................... ২১৬
টাকা দেওয়ার শর্তে চাকরি/বেতন নির্ধারণ ......................................... ২১৭
বিদেশি সংস্থার অনুদান গ্রহণ করা................................................. ২১৯
বিদায়ী শিক্ষককে পূর্ণ মাসের বেতন না দেওয়া..................................... ২২০
নিয়োগপত্রে অঙ্গীকারনামার হুকুম ................................................. ২২২
বেতন কর্তন-বর্ধন করার নিয়ম-কানুন ............................................ ২২৩
ক্লাসে হাজিরাভিত্তিক বেতন কর্তন ................................................. ২২৩
মাঝ বছরে বিদায়ী উস্তাদের বকেয়া বেতন........................................ ২২৪
আইন লঙ্ঘনকারী উস্তাদের বেতন গ্রহণ ও প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা ভোগ করা.... ২২৬
অতিরিক্ত ছুটি কাটালে ছাত্রের খানা বন্ধ ও উস্তাদের বেতন কর্তন করা....... ২২৬
মাদরাসার স্বার্থে ফাসেককে শূরার সদস্য করা....................................... ২২৭
১৫ দিন খানা খাওয়া না খাওয়ার ভিত্তিতে খোরাকির কর্তন...................... ২২৮
ভর্তির এক সপ্তাহের মধ্যে ছাত্র চলে গেলে ভর্তি ফি ও খোরাকির টাকা ফেরত দেওয়া ................................................................................ ২৩০
না থাকার দিনগুলোর খানার টাকা ও বিদায় নেওয়া ছাত্রের বিদ্যুৎ বিল অফেরতযোগ্য বলা................................................................. ২৩১
দাওরায়ে হাদীসের ছাত্রদের স্পেশাল খানা দেওয়া................................ ২৩৩
মাদরাসার খানায় ছাত্রের মেহমানের মেহমানদারি ও টয়লেট ইত্যাদির ব্যবহার ................................................................................ ২৩৩
মাদরাসার টাকা দিয়ে ওয়াজ মাহফিল করা ...................................... ২৩৪
মাদরাসা ছাত্রের সরকারি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ...................................... ২৩৫
জমির সীমানা হাতে দেখানো এবং কাগজের পরিমাণে মিল না থাকলে কোনটি ধর্তব্য ................................................................................ ২৩৫
দাতার পক্ষ থেকে গরিব ছাত্রকে দেওয়া টাকা নিজে ভোগ করা................ ২৩৮
দানের পশুর কোনো অংশ মাদরাসার উস্তাদরা বাসায় নেওয়া .................. ২৩৯
এলাকার মাদরাসায় রাত্রি যাপন টয়লেট ব্যবহার ও খানা খাওয়া .............. ২৪০

Scanned by CamScanner

কালেকশনের ধান বিক্রীত টাকা বকেয়া বেতন বাবদ রেখে দেওয়া............২৪০
পুনর্নির্মাণকালে মাদরাসার-মসজিদের নিচে মার্কেট করা........................২৪১
উস্তাদদের সুবিধা খাদেমদের ভোগ করা অবৈধ ..................................২৪২
মাদরাসার জায়গায় ব্যক্তিগত গোয়ালঘর করা অবৈধ............................২৪৩
মাদরাসার ফান্ড থেকে পত্রিকার বিল পরিশোধ করা ..............................২৪৪
বিনা মূল্যে মাদরাসার ঘর কাউকে দিয়ে দেওয়া.....................................২৪৪
শিক্ষার্থীদের থেকে সংগৃহীত খোরাকি হতে মেহমান ও উস্তাদদের খাওয়ানো. ২৪৫
মাদরাসায় আসা বিভিন্ন জিনিসের ব্যবহারের বিধান .............................২৪৬
খোরাকির টাকা কম হলে ভর্তুকি দেওয়া উদ্বৃত হলে বিভিন্ন খাতে ব্যয় করা.. ২৪৭
কোনো ফান্ডের টাকা ঋণ হিসেবে নেওয়া বা হীলা ছাড়া ব্যবহার করা......... ২৪৭
ফান্ডে জমা করার পূর্বে যাকাতের টাকা কর্জ হিসেবে খরচ করা ................২৪৮
ওয়াক্‌ফকৃত কিতাব ও জিনিস ধার হিসেবে মাদরাসার বাহিরে নেওয়া ........ ২৪৮
এক মাদরাসার কিতাব অন্য মাদরাসার কাজে ব্যবহার করা .................... ২৪৯
মাদরাসার কালেকশন করতে বিদেশে গিয়ে বিভিন্ন সুবিধা ভোগ করা প্রসঙ্গে কিছু প্রশ্ন ........................................................................................ ২৫০
চাঁদা সংগ্রহকালীন প্রাপ্ত হাদিয়ার হুকুম..............................................২৫৩
অবৈধভাবে ভোগ করা জিনিস যেকোনোভাবে মাদরাসায় পৌঁছিয়ে দিলে দায়মুক্ত হবে ........................................................................................২৫৪
পরীক্ষার ফি উস্তাদদের মাঝে বণ্টন করা ..........................................২৫৫
মাদরাসার বিদ্যুৎ ছাত্র-উস্তাদদের খেয়াল খুশী মত ব্যবহার করা...............২৫৫
বালিকা মাদরাসার জন্য ক্রয়কৃত জমিতে বালক শাখা খোলা বৈধ.............. ২৫৬
মাসিক পত্রিকা রেজিস্ট্রেশনের খরচ মাদরাসার ফান্ড থেকে বহন করা......... ২৫৮
বিনা শর্তে জমি ওয়াক্‌ফ করে পরে নাম সংযুক্ত করার দাবি অগ্রাহ্য ........... ২৫৯
মায়ের নাম যুক্ত করার শর্তে মাদরাসায় জমি দান করা ......................... ২৬২
মানুষের কাছে গিয়ে মাদরাসার জন্য কালেকশন করা........................... ২৬২
বিবাদে জড়িয়ে অদূরে দ্বিতীয় মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতাদের বয়কট করা ........... ২৬৩
ইস্তফা দেওয়ার কারণে নূরানী ট্রেনিংকালীন সময়ের প্রদত্ত বেতন কর্তন করা. ২৬৫
প্রচারের উদ্দেশ্যে মাদরাসার টাকা দিয়ে জানাযা ও সভা-সমাবেশে যাওয়া ... ২৬৬
মাদরাসার খরচে উস্তাদের ট্রেনিং ও ওই সময়ের বেতন গ্রহণ ................. ২৬৬
মাদরাসার খরচে হজ ও ওমরার ভিসায় চাঁদা করতে যাওয়া ................... ২৬৭
অবিবেচক মুহতামীম ও তার পরিচালিত মাদরাসায় দান করা প্রসঙ্গ........... ২৬৮
প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখা কমিটি ও শূরার দায়িত্ব.................. ২৬৯
মাদরাসা বিক্রি করে আলিয়া করার সালিসের সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যানযোগ্য ........ ২৭০
এতিম-গরিব ছাত্রের খোরপোষের জন্য সংগৃহীত যাকাত-ফিতরা তাদের জন্য ব্যয় করা ........................................................................................ ২৭১


Scanned by CamScanner

বেতন নির্ধারণ বিষয়ে পরিচালকের গড়িমসি........................................২৭২
ঈসালে সাওয়াব বাবদ আগত খানা ও টাকার হুকুম..............................২৭৪
মিলাদ-দু'আ বাবদ আসা মিষ্টির হুকুম ..............................................২৭৪
যাকাত-ফিতরার টাকা চুরি হয়ে গেলে আদায় হবে কি না এবং দায় কার.....২৭৫
সদকার গরু বা ছাগল বিলম্ব করে জবাই করা....................................২৭৬
কোরবানীর পশুকে মাদরাসার গাছের পাতা খাওয়ানোর হুকুম..................২৭৬
দরগাহর আয় দিয়ে মাদরাসার শিক্ষকদের বেতন প্রদান করা...................২৭৭
মাদরাসার খরচে সালে পাঠানো ও বেতন জারি থাকার বিধান.................২৭৮
ঋণের টাকায় জমি ক্রয় করে নিজের নামে দলিল করে মাদরাসা করা.........২৭৯
মসজিদে প্রতিষ্ঠিত মাদরাসা বন্ধ হয়ে গেলে তার সম্পদের ব্যাপারে করণীয়.২৮০
শিক্ষার্থীকে পেটানোর কারণে শিক্ষকের সাথে দুর্ব্যবহার.........................২৮১
রাগে বা দীক্ষামূলক শিক্ষার্থীকে মারধর করা......................................২৮৩
বিশেষ কারণে রসিদ বইয়ে টাকার পরিমাণ লেখায় গরমিল করা...............২৮৫
প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যুর পর ওয়ারিশদের মাদরাসার ভবনে থাকা অবৈধ ............২৮৬
মাদরাসার রুমে পরিবারসহ বসবাস করা...........................................২৮৮
প্রয়াত পরিচালকের সন্তানদের মাদরাসার ফান্ড থেকে সাহায্য করা ............২৮৯
চামড়ার টাকা এক মাদরাসার কথা বলে অন্য মাদরাসায় দিলেও কোরবানী হবে
..................................................................................২৮৯
সরকারি ভূমিতে নির্মিত মসজিদের আশপাশের জায়গা মাদরাসার ভোগদখলে
রাখা..............................................................................২৯০
হীলা করে যাকাতের টাকা সাধারণ ফান্ডে খরচ করা.............................২৯১
লিল্লাহ ফান্ড থেকে উস্তাদের খানা ও বাবুর্চির বেতন প্রদান.......................২৯২
ধনী-গরিব ছাত্রের খানা এক পাতিলে রান্না করা.................................২৯৪
যাকাত ও চামড়া বিক্রীত টাকা দিয়ে বেতন দেওয়ার পদ্ধতি ..................২৯৪
যাকাতের টাকায় মাদরাসা পরিচালনার রূপরেখা.................................২৯৫
যাকাতের টাকায় হীলা করা বেতন ও ঋণ দেওয়ার হুকুম .......................২৯৬
হীলার একটি সহীহ পদ্ধতি.......................................................২৯৮
যাকাতের টাকা তামলীক করে ব্যয় করাই নিরাপদ...............................২৯৯
হীলার একটি ভুল পদ্ধতি ও যাকাতের টাকা সাধারণ ফান্ডে স্থানান্তর.........৩০০
যাকাতের টাকা সাধারণ ফান্ডে স্থানান্তর করার পদ্ধতি .........................৩০২
যাকাতের টাকায় ব্যবসা, হীলা ও সুদের টাকা তাহলীল করা ..................৩০৪
চামড়ার টাকা দিয়ে মাদরাসা নির্মাণ করা.........................................৩০৭
যাকাতের টাকা দিয়ে মাদরাসার ঋণ পরিশোধ করা.............................৩০৭
যাকাতের টাকায় শিক্ষকের বেতন ধনীদের সন্তান ও শিক্ষকগণ খোরাকের ব্যবস্থা
..................................................................................৩০৮

Scanned by CamScanner

উকিলের জন্য ধনী ও মেহমানদের খানার ব্যবস্থা করা ............................ ৩০৯
তামলীক, মান্নত কাফ্ফারা, নাবালেগের ওকালতনামা প্রসঙ্গ .................... ৩১০
উকিলের যাকাত গ্রহণ ও প্রতি বছর ওকালতনামা নবায়নযোগ্য.................. ৩১২
ছাত্রদের হাতে দিয়ে তামলীক ও ঘর ভাড়া বাবদ তা প্রদান করা................ ৩১৪
গোরাবা ফান্ডের টাকায় উন্নয়নমূলককাজ .............................................. ৩১৫
গোরাবা ফান্ডের জ্বালানি ব্যবহার করে উস্তাদদের অধ্যয়ন ও নাশতা তৈরি করা ............................................................................................. ৩১৬
যাকাত ও চামড়া উঠানোর ব্যয়ভার দরিদ্র তহবিল থেকে বহন করা ............ ৩১৬
সাধারণ তহবিল ও লিল্লাহ তহবিলকে একাকার করে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ভোগ করা প্রসঙ্গ ............................................................................... ৩১৭
লিল্লাহ বোর্ডিংয়ের টাকা দিয়ে শিক্ষকদের বেতন ও খরচাদির ব্যবস্থা করা.... ৩২০
ওকালতনামায় সর্বপ্রকারের ক্ষমতা প্রদান ............................................. ৩২০
চামড়া কালেকশনের পদ্ধতি.................................................................. ৩২১
باب مصلى العيد ............................................................................... ৩২৩
পরিচ্ছেদ : ঈদগাহ .............................................................................. ৩২৩
ঈদগাহের জায়গায় মসজিদ-মাদরাসা নির্মাণ করা................................... ৩২৩
ক্রয়কৃত ঈদগাহ মাঠে নামাযঘর নির্মাণ করা ........................................... ৩২৪
ঈদগাহের ভূমিতে ভবন নির্মাণ করে নিচে ঈদগাহ ওপরে মসজিদ করা ....... ৩২৫
প্রয়োজনে ঈদগাহে মসজিদ সম্প্রসারণ করা ........................................... ৩২৬
সরকারি মাঠকে ঈদগাহে পরিণত করা.................................................... ৩২৬
প্রয়োজনে ঈদগাহের জমি বিক্রি করে অন্যত্র ক্রয় করা ............................ ৩২৭
ঈদগাহ মাঠ স্থানান্তর করা.................................................................... ৩২৭
রাস্তা থেকে দূরের ঈদগাহকে পাশের জমির সাথে রদবদল করা................. ৩২৮
ঈদগাহের মাঠে খেলাধুলা ও চাষাবাদ করা............................................. ৩২৯
ঈদগাহে খেলাধুলা, পশু চরানো ও গানের আসর বসানোর হুকুম .............. ৩২৯
ঈদগাহের মাঠে খেলাধুলা করা.............................................................. ৩৩০
ঈদগাহের মর্যাদা.................................................................................. ৩৩১
ঈদগাহের মাঠে আনন্দ মেলা করা.......................................................... ৩৩১
ঈদগাহে খড়কুটা ও ধান ইত্যাদি শুকানোর হুকুম.................................... ৩৩২
ঈদগাহের ওয়াক্ফকৃত জমিতে স্কুল নির্মাণ, খেলাধুলা, হাট-বাজার, নাচগান অবৈধ ............................................................................................ ৩৩৩
ঈদগাহের মাঠকে বাজার বানিয়ে অন্যত্র জমি দেওয়া................................ ৩৩৫
ঈদগাহ মসজিদের হুকুমে কখন কোন ক্ষেত্রে হয়....................................... ৩৩৬
ঈদগাহের মাঠে স্কুল নির্মাণ, পরিবর্তে জমি প্রদান..................................... ৩৩৭
যেকোনো বিনিময়ে ঈদগাহের ভূমিতে স্কুল নির্মাণ করা অবৈধ ................. ৩৩৮

Scanned by CamScanner

ঈদগাহে বিচার-সালিস ও গবাদি পশু চরানো ....................................৩৩৯
ঈদগাহের মাঠে পশু বাঁধা ও খড়কুটা শুকানো স্তূপ দেওয়ার হুকুম..............৩৪০
পশু থেকে ঈদগাহকে রক্ষায় ব্যবস্থাগ্রহণ ........................................৩৪১
ভাড়া দিয়ে ঈদগাহের মাঠ ব্যবহার করা ........................................৩৪১
ঈদগাহের ভাড়া মসজিদের কাজে ব্যবহার করা....................................৩৪২
ঈদগাহের পরিবর্তন ও তাতে মাদরাসা নির্মাণ ....................................৩৪২
ঈদগাহকে বহুতলবিশিষ্ট করা ও সেখানে দ্বীনি শিক্ষা চালু করা ................৩৪৩
প্রয়োজনে ঈদগাহকে বহুতলবিশিষ্ট করা বৈধ ........................................৩৪৪
ঈদগাহ স্থানান্তর ও একই স্থানে ঈদের দ্বিতীয় জামাত করা ........................৩৪৫
ঈদগাহ স্থানান্তরিত হলে পুরাতনটির ব্যাপারে করণীয়..............................৩৪৬
সম্মিলিতভাবে পুরাতন ঈদগাহে নামায পড়লে নতুন ঈদগাহের ব্যাপারে করণীয় ..........................................................................৩৪৭
ঈদগাহের মাঠকে স্থায়ী রাস্তা হিসেবে ব্যবহার করা ..................................৩৪৯
ঈদগাহ পাকা করা বৈধ ..................................................................৩৫০
ঈদগাহের মাঠ সাজানোর হুকুম..........................................................৩৫০
ঈদগাহে পতাকা ও কাগজের ফুল দিয়ে মিনার সাজানো ..............................৩৫১
ঈদগাহের মাঠে ওয়াজ-মাহফিল করা ....................................................৩৫২
ঈদগাহ মাঠে মাহফিল করা...............................................................৩৫২
ঈদগাহের উন্নয়নে সুদখোর থেকে চাঁদা নেওয়া........................................৩৫২
মসজিদ ও ঈদগাহে মাদরাসার জন্য চাঁদা উঠানো.....................................৩৫৩
সন্দেহজনক কবরস্থানের জায়গায় ঈদগাহ সম্প্রসারণ করা..........................৩৫৪
ব্যক্তিবিশেষের নামে সরকারি বরাদ্দকৃত খাদ্য বিক্রি করে জমি ক্রয় করে ঈদগাহ করা ..................................................................................৩৫৫
দ্বন্দ্বের কারণে প্রতিষ্ঠিত নতুন ও পুরাতন উভয় ঈদগাহে নামায বৈধ ..........৩৫৬
ঈদগাহের মেহরাবকে ঘর আকৃতির করা ও নববী যুগে ঈদের নামাযের স্থান.৩৫৮
শতবর্ষী ঈদগাহ পরিবর্তন করা.........................................................৩৫৯
ঐক্যবদ্ধ হয়ে এক মাঠে নামায আদায় করলে দ্বিতীয় ঈদগাহের ব্যাপারে করণীয় ..........................................................................৩৬১
ক্রয়কৃত ঈদগাহে মসজিদ নির্মাণ করে সেখানে ঈদের নামায পড়া.............৩৬২
باب المقبرة ....................................................................৩৬৪
**পরিচ্ছেদ : কবরস্থান** ..........................................................৩৬৪
কবরস্থানের জন্য নিয়্যাত করা জমির বিক্রয় ........................................৩৬৪
কবরস্থানে রাস্তা ও মসজিদ সম্প্রসারণ করা..........................................৩৬৫
কবরস্থানের জায়গায় অস্থায়ী পাঞ্জেগানা মসজিদে জুমু'আ পড়া ................৩৬৬
কবরস্থানে ইবাদতখানা নির্মাণ করা ..................................................৩৬৮

Scanned by CamScanner

........................................................................৩৬৮
কবরস্থানে নির্মিত মসজিদের ব্যাপারে করণীয়........................................৩৬৯
কবরস্থানে মসজিদ নির্মাণ অবৈধ ........................................................৩৭০
মাটি ভরাট করে পুরাতন কবরে মসজিদ-মাদরাসা ......................................৩৭১
কবরস্থানের জায়গা পরিবর্তন করে মাদরাসা করা ....................................৩৭২
পরিবর্তীত জমি দেওয়ার শর্তে কবরস্থানে মাদরাসা করা ..............................৩৭৩
ওয়াক্ফকৃত পারিবারিক কবরস্থানে এতিমখানা নির্মাণ করা..........................৩৭৩
কবরস্থানের পরিত্যক্ত অংশে পশু বাঁধা এবং দোকান ও মাদরাসা করা ........৩৭৪
চলমান কবরস্থানে মসজিদ-মাদরাসা করা অবৈধ......................................৩৭৫
সংরক্ষিত কবরস্থানে মসজিদ-মাদরাসা ও ঈদগাহ করা.............................৩৭৬
কবরস্থানে ঈদগাহ করা ও বিলবোর্ড লাগানো.........................................৩৭৭
পুরাতন কবরস্থানের এক কোণে মসজিদ করা .........................................৩৭৮
কবরস্থানের জমি দিয়ে মাদরাসার জমির এওয়াজ-বদল
কবরস্থানের জমি মসজিদের কাছে বিক্রি করা ও গাছপালা জ্বালানি হিসেবে
........................................................................৩৭৯
ব্যবহার করা........................................................................৩৮০
কবরস্থান স্থানান্তর করা ........................................................................৩৮১
সরকারের দখলে যাওয়া কবরস্থানে দ্বীনি প্রতিষ্ঠান খোলা...........................৩৮২
পুরাতন কবরের ওপর মসজিদ সম্প্রসারণ করা..........................................৩৮৩
বিনা প্রয়োজনে কবরস্থানের জমিকে রাস্তা হিসেবে ব্যবহার করা ...............৩৮৪
মালিকানাধীন কবরের ওপর রাস্তা সম্প্রসারণ করা ....................................৩৮৪
কবরস্থ জমি রদবদল করে হাড়গুলো স্থানান্তর করা ....................................৩৮৫
ব্যক্তিগত কবরস্থানে চলাচলের রাস্তা করা ................................................৩৮৭
কবরস্থানে চাষাবাদ ও উৎপাদিত ফসলের হুকুম.......................................৩৮৮
ব্যক্তিগত পুরাতন কবরস্থানে চাষাবাদ...................................................৩৮৮
কবরের ওপর ফলের গাছ লাগানো.......................................................৩৮৯
ঘরে মধ্যে কবর বা কবরের ওপর ঘর বানানোর হুকুম...............................৩৯০
কবরের ওপর ঘর সম্প্রসারণ করা.........................................................৩৯০
ব্যক্তিগত পুরাতন কবরের স্থানে ঘর নির্মাণ করা .......................................৩৯১
বাড়ির উঠান থেকে কবর স্থানান্তর করা...................................................৩৯২
ক্রয়কৃত জমি থেকে কবর স্থানান্তর করা ..................................................৩৯৩
ভুলে অন্যের জমিতে কবর দিলে তা সরানোর হুকুম..................................৩৯৪
কবর রেখে তার ওপর ভবন নির্মাণ করা .................................................৩৯৫
বিনা অনুমতিতে অন্যের জমিতে দেওয়া কবর সরিয়ে নিতে বাধ্য করা........৩৯৬
পুরাতন কবরের ওপর ঘর নির্মাণ করা...................................................৩৯৭
কবরস্থানের আয়ের টাকায় কেনা জমিতে কলেজ স্থাপন করা......................৩৯৭
সামাজিক কল্যাণার্থে ওয়াক্ফকৃত জমিকে কবরস্থানে রূপান্তরিত করা .........৩৯৭

Scanned by CamScanner

নিচে কবরস্থান বহাল রেখে ওপরে মাদরাসা করা অবৈধ ........ ৩৯৮
মালিকানাধীন কবরস্থানের ওপর ছাদ দিয়ে মাদরাসা করা ........ ৩৯৯
মসজিদসংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের জন্য কবরের ওপর ছাদ সম্প্রসারণ করা ........ ৪০০
পিলারের সাহায্যে কবরের ওপর মসজিদের হাউজ নির্মাণ করা ........ ৪০১
সরকারি অনুমতিপ্রাপ্ত যৌথ জমিতে অবস্থিত মসজিদের নিচে কবর দেওয়া ........ ৪০২
কবরস্থানের জায়গা কবরের জন্য রেখে ওপরের অংশে মসজিদ নির্মাণ ........ ৪০৩
কবরস্থানে বৃক্ষ ও ফল গাছ লাগিয়ে ভোগ করা ........ ৪০৪
দূরের কবরস্থান বিক্রি করে কাছে কবরস্থান কেনা অবৈধ ........ ৪০৫
প্রাচীন কবরস্থানে মাটি ভরাট করে ঈদগাহে রূপান্তরিত করা ........ ৪০৭
কবরস্থানের ঘাস কেটে বা চরিয়ে পশুকে খাওয়ানো ........ ৪০৮
ব্যক্তিগত কবরস্থানের এক কোণে নামাযঘর করা ........ ৪০৯
কবরের ওপর মসজিদ সম্প্রসারিত হলে সেখানে নামায বৈধ ........ ৪০৯
সম্প্রসারিত মসজিদে কবর পড়লে তা মাটির সাথে মিটিয়ে দেবে ........ ৪১০
কবরস্থানের গাছ বিক্রীত টাকা মসজিদের কাজে লাগানো ........ ৪১১
কবরস্থার পরিষ্কার করা ও আয়ের লক্ষ্যে সারিবদ্ধ গাছ লাগানোর হুকুম ........ ৪১২
ব্যক্তিগত কবরের গাছের ফল বা বিক্রীত টাকা ভোগ করা ........ ৪১৪
জোরপূর্বক কবরস্থানের জমি চাষ করে ভোগ করা হারাম ........ ৪১৫
কবরস্থানের আয় কোনো ব্যক্তির ভোগ করা অবৈধ ........ ৪১৬
কবরস্থানের দল বিক্রীত টাকা মসজিদের খরচ করা ........ ৪১৭
কবরস্থানের আয়/ব্যয় করার খাত ........ ৪১৮
মসজিদ-মাদরাসার ওয়াক্ফ ভূমিতে কবরের জায়গা রাখার অনুরোধ করা ........ ৪১৮
মাজারের দান বাক্সের টাকা ব্যয় করার খাত ........ ৪১৯
কবরস্থানের জন্য বরাদ্দকৃত জায়গায় দোকান দেওয়া ........ ৪২০
কবরস্থান থেকে কতটুকু দূরত্বে টয়লেট করা যাবে ........ ৪২১
জোরপূর্বক কবরের ওপর মসজিদের টয়লেট নির্মাণ করা অবৈধ ........ ৪২২
প্রাচীন কবরস্থানের মাঝের খালি জায়গায় জানাযা ও ঈদগাহ বানানো ........ ৪২২
খরিদকৃত কবরস্থানের জায়গায় ঈদগাহ, মাদরাসা ও মসজিদ নির্মাণ করা ........ ৪২৩

كتاب البيوع ........ ৪২৫

অধ্যায় : ক্রয়-বিক্রয় ........ ৪২৫

**باب أركان البيع وشروطه ........ ৪২৫**

**পরিচ্ছেদ : ক্রয়-বিক্রয়ের শর্ত ও বিধান ........ ৪২৫**
ভালোটা বেছে নিলে ১০০ টাকা শর্তের বিধান ........ ৪২৫
রেলওয়ের জমি ক্রয় ........ ৪২৫
নির্দিষ্ট না করে একই দাগে অবস্থিত জমির কিছু ৩অংশ ক্রয় করা ........ ৪২৬
অনুমাননির্ভর পরিমাণের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় ........ ৪২৭

Scanned by CamScanner

পূর্বসূরির চুক্তিতে উত্তরসূরির অসম্মতি অগ্রহণযোগ্য ............................ ৪২৭
বায়নার টাকা ফেরত না দেওয়ার শর্ত করা ............................ ৪২৮
ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার জন্য রেজিস্ট্রেশনের শর্ত নয়............................ ৪২৯
কোনো অংশীদারের অনুপস্থিতিতে অন্য অংশীদারদের সম্পত্তি ক্রয় করা ..... ৪৩০
বাকি চুক্তিতে মূল্য বেশি ধরা বৈধ............................ ৪৩১
মাল আয়ত্তে না নিয়ে ভাউচারমূলে বিক্রি করা ............................ ৪৩২
আলু তোলার আগেই বিক্রি করে দেওয়া ............................ ৪৩৩
অনুমানের ভিত্তিতে জমির আলু বিক্রি করা............................ ৪৩৪
পুকুরের মাছ না ধরে বিক্রি করা............................ ৪৩৫
খাস বিলের মাছ ধরার আগেই বিক্রি করা............................ ৪৩৫
ফল গাছে থাকাবস্থায় বিক্রি করা ............................ ৪৩৬
মাছ শিকারের জন্য সরকারি মেইল দেওয়া ............................ ৪৩৮
হাউজের মাছ নিলামে বিক্রি করা............................ ৪৩৮
গোবরের ক্রয়-বিক্রয় ও জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার............................ ৪৩৯
টাকার বিনিময়ে মোবাইল চার্জ দেওয়া ............................ ৪৪০
বিক্রীত জিনিস বিক্রেতার ব্যবহার করা............................ ৪৪০
ধার গ্রহণকারীর কাছে ধারকৃত বস্তু বিক্রয়ের একটি পদ্ধতি ............................ ৪৪১
পিতা তার নাবালেগ সন্তানের জমি বিক্রি করতে পারে না ............................ ৪৪২
নাবালেগ সন্তানকে দেওয়া জমি পিতা নিজেই বিক্রি করে দেওয়া............................ ৪৪৪
বাকি চুক্তিতে মূল্য বেশি নির্ধারণ করা বৈধ............................ ৪৪৫
বাকি লেনদেনে মূল্য বেশি ধরা ............................ ৪৪৫
সময়মতো পরিশোধ না করলে অতিরিক্ত মূল্য নেওয়া বা বাইয়ে সলম করা.. ৪৪৬
মূল্য পরিশোধে দেরি করলে অতিরিক্ত মূল্য দাবি করা............................ ৪৪৭
বিনোদন পণ্যের ব্যবসা করা............................ ৪৪৯
প্রচলিত বাকি খাতার হুকুম............................৪৪৯_Toc508871964
মধ্যস্থতাকারী নিজেই জমির দখল নেওয়া ও ক্ষতিপূরণ প্রসঙ্গ............................ ৪৫২
চোরাই কাঠ বা তার দ্বারা তৈরি ফার্নিচারের ক্রয়-বিক্রয়............................ ৪৫৩
কোম্পানির তরফ থেকে বিনা মূল্যে বিতরণের জন্য দেওয়া পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় ............................ ৪৫৪
............................
মুকুল আসার পর গাছেই ফলমূলের ক্রয়-বিক্রয়............................ ৪৫৪
মুকুল আসার আগেই ফলমূলের ক্রয়-বিক্রয় ............................ ৪৫৭
অর্ধপাকা ফল গাছে বিক্রি করা বৈধ............................ ৪৫৯
ফলের বাগানের ক্রয়-বিক্রয় ............................ ৪৬০
বাগানের ইজারা, বন্ধক, পত্তন ও ফল বিক্রির হুকুম ............................ ৪৬১
মুকুল থেকে ফল পাকা পর্যন্ত একাধিক ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি ............................ ৪৬২

Scanned by CamScanner

টেন্ডার ব্যবসা ও উপার্জিত মুনাফার হুকুম........................................৪৬৩
আদায়কালীন সময়ের দরে মূল্য দেওয়ার শর্তে পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়...........৪৬৫
باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز ..........................................................৪৬৭
পরিচ্ছেদ : বৈধ-অবৈধ ব্যবসা...........................................................৪৬৭
হারাম উপার্জন ও ব্যবসায় মিথ্যার আশ্রয় নেওয়ার হুকুম .........................৪৬৭
স্বর্ণ-রুপার অলংকার খাদের মিশ্রণ.......................................................৪৬৮
ভাউচারে বিক্রয়মূল্যের চেয়ে বেশি উল্লেখ করা.......................................৪৬৯
সর্বাধিক বেশি পণ্য ক্রেতাদের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করা .....................৪৭০
ভাউচারে পণ্য বা মূল্যের পরিমাণ বেশি উল্লেখ করা.................................৪৭১
ক্যাশমেমোতে পণ্য বা মূল্যে বেশি দেখানো ...........................................৪৭২
বাকিতে বেশি মূল্যে কিনে বিক্রেতার কাছে কম মূল্যে নগদ বিক্রি করা .......৪৭২
বাইয়ে ঈনার সুরত ..........................................................................৪৭৩
সুদ থেকে বাঁচার অবৈধ হিলা ............................................................৪৭৪
বাইয়ে ঈনার একটি পদ্ধতি..................................................................৪৭৫
মূল্য ফেরত দিলে পণ্য ফিরিয়ে দেওয়ার শর্ত করা.....................................৪৭৬
বাই ব্যাক (হুঁ নধপশ) অবৈধ..............................................................৪৭৭
বায়নাপত্র করে অন্যত্র জমি বিক্রি করে দেওয়া.......................................৪৭৮
কাঁকড়ার চাষ ও ব্যবসার হুকুম.............................................................৪৭৯
কাঁকড়ার ব্যবসা...............................................................................৪৭৯
ছবির প্রিন্ট ও ডাউনলোড ব্যবসার হুকুম ...............................................৪৮০
চুলের বেচাকেনা অবৈধ.....................................................................৪৮১
রক্ত ও অঙ্গের ক্রয়-বিক্রয়..................................................................৪৮২
মৃত মানুষের হাড়গোড় বিক্রি করা অবৈধ...............................................৪৮৩
পণ্য মূল্য আদায়কালীন সময়ের দরে দেওয়ার শর্তে ক্রয়-বিক্রয় অবৈধ ......৪৮৩
মাছ ধরার জন্য বিল নিলামে বিক্রি করা.................................................৪৮৪
গাছের ক্রয়-বিক্রয় জমিতে কয়েক বছর থাকার শর্তে...............................৪৮৫
বিশেষ খাতে খরচ করার জন্য পণ্য মূল্য বেশি নির্ধারণ করা .....................৪৮৬
গ্রাহক থেকে খুচরা মূল্য নিয়ে পাইকারি মূল্যে পণ্য কিনে দেওয়া ..............৪৮৭
ক্রেতার কাছে উত্তরসূরিদের বেশি মূল্য দাবি করা...................................৪৮৮
বেশি মুনাফার জন্য আলু মজুদ করা .....................................................৪৮৯
অতি মুনাফার আশায় খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করা.....................................৪৯০
নিজস্ব জমির ফসল গুদামজাত করা.....................................................৪৯১
চোরাপথে আসা সামগ্রীর ক্রয়-বিক্রয় ...................................................৪৯২
অবৈধ পথে আসা পণ্যের ব্যবসা .........................................................৪৯৪
চোরাই পথে আসা ওষুধের ব্যবসা ......................................................৪৯৫

Scanned by CamScanner

..............................................................৪৯৫
ব্যাংকে ব্যবসা করার হুকুম ..............................................৪৯৬
চোরাই পথে আসা পণ্যসামগ্রীর ক্রয়-বিক্রয় ..............................৪৯৭
বাজেয়াপ্তকৃত ব্যাংকের মাল ছাত্র-শিক্ষকদের গ্রহণ করা ..................৪৯৮
কেনার পর জানতে পারল চোরাই মাছ, এখন কী করণীয়? ...............৪৯৮
রেজিস্ট্রি ফি কম দেওয়ার জন্য জমির মূল্য কম দেখানো ..................৫০০
ইক্ষু বিক্রয়ের সময় মূল্যের সাথে গুড়ের শর্তারোপ করা ...................৫০০
বাকিতে ধান বিক্রয়ের দুটি পদ্ধতি..........................................৫০২
বেশকম করে জমির পরিবর্তন জমির সাথে ...............................৫০২
কোম্পানির সদস্য কার্ড নিয়ে পণ্য মূল্যে কমিশন গ্রহণ করা.................৫০৩
একই কবর বারবার বেচাকেনার হুকুম.......................................৫০৪
কম্পিউটারের ব্যবসা ও উপার্জিত অর্থের হুকুম...............................৫০৪
অপরিশোধিত মূল্যের ওপর লাভ নেওয়া সুদের শামিল .....................৫০৫
বাটা জুতা কেনার হুকুম.......................................................৫০৬
ইসলামবিদ্বেষীদের পণ্যের ব্যবহার ও ব্যবসা করা ..........................৫০৬
আমেরিকান পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়ের হুকুম.....................................
কাদিয়ানীর কাছে জমি বিক্রি করা ............................ ৫০৭_Toc508872027
প্রাণ কোম্পানির এজেন্সি হওয়ার হুকুম ......................................৫০৮
অমুসলিম কোম্পানির পণ্য নকল করে বাজারজাত করা.......................৫০৮
সরকারের জুলুম থেকে বাঁচার জন্য জাল দলিল করা.........................৫০৯
রেজিস্ট্রি ফি কম দেওয়ার জন্য জমির মূল্য কম দেখানো ..................৫১০
সিম কিনে মোবাইল কোম্পানির বিশেষ সুবিধা ভোগ করা....................৫১১
রিচার্জ কার্ড ও লোড কমবেশিতে বিক্রি করা.................................৫১১
বেচাকেনা বেশি হওয়ার জন্য দোকানে টিভি রাখা ..........................৫১২
শোরুম দিতে গিয়ে বাধ্য হয়ে রেডিও-টিভি রাখা ...........................৫১৩
রেডিও-টেলিভিশন, ভিডিও-ভিসিডি ইত্যাদির ব্যবসা..........................৫১৪
কম্পিউটার ও এর সাথে সম্পৃক্ত ব্যবসা ....................................৫১৫
চুক্তি পূরণ না করলে জামানত ফেরত না দেওয়ার শর্ত করা .................৫১৫
এনজিওর কাছে জমি বিক্রি করা............................................৫১৬
এনজিওদের কাছে জমি বিক্রি করা..........................................৫১৮
হারাম পণ্য বিক্রি হয়, এমন দোকানের চাকরি করা ........................৫১৯
ফ্ল্যাট তৈরির আগেই তা বিক্রয় করে দেওয়া.................................৫২০
না জানিয়ে ছেঁড়া নোট প্রদান করা..........................................৫২১
আড়তদারির ব্যবসা সম্পর্কে কয়েকটি জিজ্ঞাসা................................৫২২
এমব্রয়ডারির ব্যবসার হুকুম ..................................................৫২৩

باب الخيار ..................................................................৫২৫

Scanned by CamScanner

পরিচ্ছেদ : খেয়ার ........................................ ৫২৫
বিক্রীত মাল ফেরত নেওয়া হয় না শর্তে ক্রয়-বিক্রয় ........................................ ৫২৫
ওয়ারেন্টি দিয়ে ক্রয়-বিক্রয় ........................................ ৫২৫
জাহাজে মাল বিক্রি করে অগ্রিম টাকা নেওয়া ........................................ ৫২৬

باب البيع بالتقسيط ........................................ ৫২৮

পরিচ্ছেদ : কিস্তিতে ক্রয়-বিক্রয় ........................................ ৫২৮
নির্দিষ্ট কিস্তিতে বেচাকেনা ........................................ ৫২৮
বাকি লেনদেনে অতিরিক্ত মূল্য ও ব্যাংক লোনের মধ্যে পার্থক্য ........................................ ৫২৯
কিস্তিতে জমি, বিল্ডিং ইত্যাদির ক্রয়-বিক্রয় ........................................ ৫৩০
বেশি মূল্যে ব্যাংক থেকে কিস্তিতে মাল কেনা ........................................ ৫৩০
নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ফ্ল্যাটের বেচাকেনা ........................................ ৫৩১
আসল ও লভ্যাংশ উসুল করার পৃথক পৃথক সময় নির্দিষ্ট করা ........................................ ৫৩২
সুদ দিয়ে রাজউকের প্লট কেনা ........................................ ৫৩৩
দৈনিক কিস্তি সদস্য ফি, প্রতিনিধিত্ব প্রসঙ্গ ........................................ ৫৩৩
বিক্রেতার সুদ ও ঋণ শোধ করার দায়িত্ব গ্রহণ ........................................ ৫৩৪
বিনিয়োগকৃত দোকান থেকে পণ্য কিনে গ্রাহকের কাছে লাভে বিক্রি করা ........................................ ৫৩৫
নগদ টাকায় কিনে বিক্রেতার কাছে বেশি দামে বাকিতে বিক্রি করা ........................................ ৫৩৭

باب بيع الحقوق ........................................ ৫৩৯

পরিচ্ছেদ : স্বত্বাধিকারের ক্রয়-বিক্রয় ........................................ ৫৩৯
প্রকাশনা স্বত্বের ক্রয়-বিক্রয় ........................................ ৫৩৯
প্রকাশনা স্বত্ব বিক্রির দুটি পদ্ধতি ........................................ ৫৪০
‘সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত’ পুস্তক অনুমতি ছাড়া ছাপানোর হুকুম ........................................ ৫৪২
প্রকাশকের অনুমতি ছাড়া কিতাব ফটোকপি করা ........................................ ৫৪৩
টিঅ্যান্ডটি লাইন ঋণদাতাকে ব্যবহার করতে দেওয়ার হুকুম ........................................ ৫৪৪
দান করার শর্তে পজিশন ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমোদন ........................................ ৫৪৬
পজিশনের ক্রয়-বিক্রয়ের হুকুম ........................................ ৫৪৭
মসজিদের দোকানের পজিশনের ক্রয়-বিক্রয় ........................................ ৫৪৮
পজিশন কিনে অন্যের কাছে বিক্রি করা ........................................ ৫৪৮
ট্রেডমার্কের ক্রয়-বিক্রয় ........................................ ৫৪৯
লাইসেন্সের ক্রয়-বিক্রয় ........................................ ৫৫১
ফার্মেসি লাইসেন্স বিক্রি ........................................ ৫৫২
পার্টনারশিপ ব্যবসায় লাইসেন্সকে মূলধন হিসেবে গণ্য করা ........................................ ৫৫৩
গুডউইল ও ট্রেডমার্কের ক্রয়-বিক্রয় ........................................ ৫৫৪
কোটা পদ্ধতির ক্রয়-বিক্রয় ........................................ ৫৫৬
বিনিময় নিয়ে সরকারি বিশেষ ছাড়পত্রের ক্রয়-বিক্রয় ........................................ ৫৫৬

Scanned by CamScanner

বিনিময় নিয়ে রেশন কার্ড অন্যকে ভোগ করতে দেওয়া ........ ৫৫৮
টিকিট কিনে যাত্রীদের কাছে বেশি দামে বিক্রি করা........ ৫৫৯
গাড়ির টিকিট ও রিচার্জ কার্ড বেশি দামে বিক্রি করার হুকুম ........ ৫৬১
কর্তনের শর্তে বিক্রীত টিকিট ফেরত দেওয়া........ ৫৬১
বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানির সরবরাহ ক্রয়-বিক্রয়ের শামিল ........ ৫৬২
লাইনে দাঁড়ানোর অধিকারের ক্রয়-বিক্রয় ........ ৫৬৩
باب الصرف والأوراق والسندات ........ ৫৬৪
**পরিচ্ছেদ : মুদ্রা ও আর্থিক পেপার** ........ ৫৬৪
সোনা-রুপার বাকিতে বেচাকেনা ........ ৫৬৪
ফরেন কারেন্সির ব্যবসা........ ৫৬৪
মানিচেঞ্জার ব্যবসার হুকুম ........ ৫৬৫
এক টাকার কয়েন অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রি করা ........ ৫৬৮
এক টাকার কয়েন ১০০-৫০০ টাকায় বিক্রি করা ........ ৫৬৯
চেকের ক্রয়-বিক্রয় ........ ৫৭০
অতিরিক্ত দিয়ে ভাংতি সংগ্রহ করা........ ৫৭২
ছেঁড়া-ফাটা নোটের পরিবর্তন কমবেশি করে........ ৫৭২
প্রাইজবন্ডের হুকুম ........ ৫৭৩
প্রাইজবন্ডের ক্রয়-বিক্রয় ও পুরস্কার গ্রহণ করা ........ ৫৭৪
বন্ড ক্রয় করে সরকার থেকে সুদ গ্রহণ ........ ৫৭৫
প্রাইজবন্ডের লটারিতে অংশগ্রহণ........ ৫৭৬
প্রাইজবন্ডের শরয়ী হুকুম........ ৫৭৬
প্রাইজবন্ডের পুরস্কার অবৈধ........ ৫৭৭
باب السلم........ ৫৭৮
**পরিচ্ছেদ : বাইয়ে সলম**........ ৫৭৮
আলুর ওপর সলম করা ........ ৫৭৮
বাইয়ে সলমে পণ্য না নিয়ে মূল্য নেওয়া ........ ৫৭৯
সলম পণ্য চালের পরিবর্তে টাকা নেওয়া ........ ৫৮০
বাইয়ে সলম পদ্ধতিতে বিনিয়োগ........ ৫৮২
বাইয়ে সলমে বিলম্বের কারণে পণ্য বেশি নেওয়া বৈধ নয়........ ৫৮৩
বাইয়ে সলমভিত্তিক বিনিয়োগ........ ৫৮৪
ঠকার আশঙ্কায় পণ্য বেশি চাওয়া ........ ৫৮৬
অগ্রিম টাকা দিয়ে ধান ক্রয় করা........ ৫৮৭
মূল্য নগদ পণ্য বাকি........ ৫৮৭
বাইয়ে সলমের একটি পদ্ধতি ........ ৫৮৯
কোরবানীর চামড়ায় বাইয়ে সলম করা........ ৫৮৯

Scanned by CamScanner

একই সাথে সলম ও ঋণ চুক্তি ..... ৫৯০
বাইয়ে সলমের অশুদ্ধ একটি পদ্ধতি ..... ৫৯২
মসজিদের টাকায় বাইয়ে সলম ..... ৫৯৪

باب المرابحة ..... ৫৯৫

পরিচ্ছেদ : মুরাবাহা ..... ৫৯৫
কবজার পর লাভ করে পণ্য অন্যের কাছে বেচা ..... ৫৯৫
শতকরা হারে লাভ নির্ধারণ করে মুরাবাহা ..... ৫৯৬
কমিশন বাবদ কর্তিত মূল্য মুরাবাহাকালে পণ্য মূল্যে হিসাব করা ..... ৫৯৭
সময়মতো মূল্য পরিশোধ না করলে আর্থিক জরিমানা করা ..... ৫৯৮
বাকিতে মুরাবাহাকালে চড়া মূল্য ধরা ..... ৫৯৯
মুরাবাহার ভিত্তিতে ঘর তৈরির আসবাব কি না? ..... ৫৯৯
মুদারাবাসংক্রান্ত কয়েকটি প্রশ্ন ..... ৬০০

باب المضاربة ..... ৬০৩

পরিচ্ছেদ : মুদারাবা ..... ৬০৩
শতকরা হিসাবে লভ্যাংশ নির্দিষ্ট করা ..... ৬০৩
অনুমাননির্ভর লভ্যাংশ দেওয়া ..... ৬০৩
নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থসম্পদ লভ্যাংশ হিসাবে নির্দিষ্ট করা ..... ৬০৪
একজনের শ্রম অন্যজনের শ্রম ও মূলধন ..... ৬০৬
পণ্য ও পশু মুদারাবার মূলধন হতে পারে না ..... ৬০৬
লভ্যাংশ হিসাবে লগ্নি করা অর্থের দুই গুণ নির্ধারণ করা ..... ৬০৭
নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দেওয়ার শর্তে মুদারাবা ..... ৬০৮
মুদারাবার টাকায় জমি লিজ নিয়ে চাষাবাদ করা ..... ৬০৯
কোন কোন খরচ মুদারাবা খাত থেকে কর্তিত হবে? ..... ৬১১
লাভ অনির্দিষ্ট ও মূলধন স্থিতিশীল থাকার শর্তে মুদারাবা অবৈধ ..... ৬১২
মুদারাবা সহীহ হওয়ার জন্য লভ্যাংশের হার নির্দিষ্ট হওয়া শর্ত ..... ৬১৪
চূড়ান্ত বণ্টনের আগে আনুপাতিক হারে মুনাফা বণ্টন করা ..... ৬১৪

Scanned by CamScanner

# أحكام وآداب المساجد
# মসজিদের বিধান ও আদব

## মসজিদে দুনিয়াবী কথা ও সালিস বসা

**প্রশ্ন :** মসজিদে দুনিয়াবী কথা বলা নিষেধ, দুনিয়াবী কথা বলতে কোন ধরনের কথাকে বোঝানো হয়েছে? এবং গ্রাম্য বিচার-সালিস মসজিদে বসে মীমাংসা করা বৈধ হবে কি না?

**উত্তর :** মসজিদ পবিত্র স্থান, যা ইবাদত-বন্দেগীর জন্য নির্ধারিত। মসজিদে বসে ব্যবসা-বাণিজ্য, খেলাধুলা, কারো সমালোচনা ইত্যাদি কথাবার্তা বলা (যা মসজিদের পবিত্রতা ও সম্মান পরিপন্থী) থেকে নিষেধ করা হয়েছে। গ্রাম্য বিচারও তার অন্তর্ভুক্ত। অতএব বর্তমান যুগে মসজিদে গ্রাম্য বিচারের অনুমতি দেওয়া যায় না। (১৯/৩৭/৭৯৯৮)

📖 سنن الترمذي (دار الحديث) ٤/ ٢٣٥ (٢٢١٠) : عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء» فقيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: «إذا كان المغنم دولا، والأمانة مغنما، والزكاة مغرما، وأطاع الرجل زوجته، وعق أمه، وبر صديقه، وجفا أباه، وارتفعت الأصوات في المساجد، الحديث۔

📖 شرح أبي داود للعيني (مكتبة الرشد) ٤/ ٤١١ : وقال الشيخ محيي الدين: ويلحق به ما في معناه من البيع والشرى والإجارة ونحوها من العقود، وكراهة رفع الصوت في المسجد. قال القاضي: قال مالك وجماعة من العلماء: يكره رفع الصوت في المسجد بالعلم وغيره. وأجاز أبو حنيفة، ومحمد بن مسلمة من أصحاب مالك رفع الصوت فيه بالعلم والخصومة وغير ذلك مما يحتاجُ إليه الناسُ، لأنه مجمعهم ولا بد لهم منه.

📖 منية المصلى ص ٣٥١ : والمرور فيها لغير ضرورة ورفع الصوت والخصومة وإدخال المجانين والصبيان لغير الصلاة ونحوها بجميع ذلك ورد النهى عنه صلى الله عليه وسلم -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱/ ۵۰۷ : الجواب—حامداً ومصلیاً—مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے کے لئے بیٹھنا ناجائز ہے البتہ اگر نماز وغیرہ عبادت کے لئے مسجد میں آنے کے بعد کوئی ضرورت پیش آئے تو مباح کلام کرنا ایسی طریقہ پر کہ دوسرے عبادت کرنیوالوں کو اذیت نہ ہو درست ہے اور غیر مباح کلام جیسے فحش گفتگو اور جھوٹے قصے کسی طرح درست نہیں۔

Scanned by CamScanner

## দুনিয়াবী কথাবার্তা চেনার মূলনীতি

**প্রশ্ন :** মসজিদে দুনিয়াবী কথাবার্তা বলা হারাম। আমি জানতে চাই, দুনিয়াবী কথাবার্তা বোঝার মূলনীতিগুলো কী?

**উত্তর :** মসজিদে শুধু দুনিয়াবী কথাবার্তা বলার উদ্দেশ্যে বসা বা মসজিদে দীর্ঘ সময় দুনিয়াবী কথাবার্তা বলা নিষেধ। কিন্তু মসজিদে ইবাদতের উদ্দেশ্যে গিয়ে প্রয়োজনে অন্য মুসল্লির ব্যাঘাত না করে দুনিয়াবী বৈধ কথাবার্তা বলতে কোনো অসুবিধা নেই। দুনিয়াবী কথাবার্তা বলতে এমন কথাবার্তা বোঝায়, যার সম্পর্ক দুনিয়ার সাথে যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্ষেত-খামার ইত্যাদির কথা। (১৮/৫২/৭৪৪১)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ١/ ٦٦٢ : وكل عقد إلا لمعتكف بشرطه، والكلام المباح؛ وقيده في الظهيرية بأن يجلس لأجله لكن في النهر الإطلاق أوجه -

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٦٦٢ : (قوله بأن يجلس لأجله) فإنه حينئذ لا يباح بالاتفاق لأن المسجد ما بني لأمور الدنيا. وفي صلاة الجلابي: الكلام المباح من حديث الدنيا يجوز في المساجد وإن كان الأولى أن يشتغل بذكر الله تعالى، كذا في التمرتاشي هندية وقال البيري ما نصه: وفي المدارك - {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} المراد بالحديث الحديث المنكر كما جاء «الحديث في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل البهيمة الحشيش»، انتهى. فقد أفاد أن المنع خاص بالمنكر من القول، أما المباح فلا. قال في المصفى: الجلوس في المسجد للحديث مأذون شرعا لأن أهل الصفة كانوا يلازمون المسجد وكانوا ينامون، ويتحدثون، ولهذا لا يحل لأحد منعه، كذا في الجامع البرهاني. أقول: يؤخذ من هذا أن الأمر الممنوع منه إذا وجد بعد الدخول بقصد العبادة لا يتناوله اهـ-

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١/ ۴۸۲ : سوال-مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کرنا منع ہے دنیاوی باتوں کی وضاحت کیجئے؟

الجواب-حامدا ومصلیا، دنیا کی باتیں جیسے خرید وفروخت کی باتیں مقدمات کی باتیں کھیت اور باغ کی باتیں یہ سب دنیا کی باتیں ہیں۔

Scanned by CamScanner

## কল্যাণমূলক আলোচনার জন্য মসজিদে সমবেত হওয়া

**প্রশ্ন :** আমাদের ইউনিয়নে একটি উলামা পরিষদ রয়েছে। যা ইউনিয়নের সর্বোচ্চ উলামায়ে কেরাম ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদায় বিশ্বাসী উলামায়ে কেরাম নিয়ে গঠিত। এ পরিষদের প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা আবদুল বারী সাহেব। সকলের মতামত নিয়ে সংগঠনটির নাম রাখা হয় ৫ নং সুতাখালী ইউনিয়ন সর্বোচ্চ উলামা পরিষদ। বছরে দু-তিনবার বৈঠক হয়। বৈঠকের জন্য পরিষদের সকল উলামাকে একত্রিত করা হয় কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের দ্বিতীয় তলায়। সেখানে সংগঠনের উন্নতির জন্য বা অন্য ব্যাপারে আলোচনা করা হয়। একজন পাঁচ কাঠা জায়গা দান করেছেন। পরিষদের জন্য সেখানে সামনে বৈঠক হবে। প্রশ্ন হলো, মানুষের কল্যাণের জন্য মাসআলার সমাধানের জন্য সকল উলামাকে একত্রিত করা মসজিদের দ্বিতীয় তলায় ও সেখানে আলোচনা শরীয়তে কতটুকু অনুমোদন দেয়?

**উত্তর :** মসজিদ আল্লাহর ঘর, যা নির্মিত হয় নামায, তিলাওয়াত ও যিকিরের জন্য। আর দ্বীনি আলোচনাও যিকিরের অন্তর্ভুক্ত। তাই মসজিদে নামায তিলাওয়াত ও দ্বীনি আলোচনা ছাড়া অন্য কোনো কাজ করা বৈধ নয়। বিধায় প্রশ্নে বর্ণিত বৈঠক দ্বীনি আলোচনার জন্য হলে বৈধ হবে, অন্যথায় নয়। (১৩/৪৯০/৫৩৪০)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥ / ٣٢١ : الجلوس في المسجد للحديث لا يباح بالاتفاق؛ لأن المسجد ما بني لأمور الدنيا، وفي خزانة الفقه ما يدل على أن الكلام المباح من حديث الدنيا في المسجد حرام. قال: ولا يتكلم بكلام الدنيا.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٦٦٠ : جمع العلماء سلفا وخلفا على استحباب ذكر الجماعة في المساجد وغيرها إلا أن يشوش جهرهم على نائم أو مصل أو قارئ.

📖 البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٣٦ : ويجوز الجلوس في المسجد لغير الصلاة ولا بأس به للقضاء كالتدريس والفتوى.

## মসজিদে সামাজিক আলোচনা

**প্রশ্ন :** গ্রামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মসজিদে আলোচনা করা, যা দ্বীনি কোনো কথাবার্তা নয় এবং মসজিদের মাইকে গ্রামের বৈঠক ইত্যাদির জন্য এলান করার শরীয়তের দৃষ্টিতে হুকুম কী?

Scanned by CamScanner

**উত্তর :** গ্রামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মসজিদে আলোচনা করা যা দ্বীনি কোনো বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয় নিষিদ্ধ। (১৫/৯৫৪)

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲/ ۷۳۴ : مسجدیں عبادت کیلئے بنائی گئی ہیں ان میں آکر عبادت میں لگا رہنا چاہئے یا کوئی دین کی بات ہو اس کا بھی مضائقہ نہیں وہ بھی عبادت ہے مگر ایسی واہیات باتوں کے واسطے بیٹھکیں ہوتی ہیں، پس مسجد کو بیٹھک ٹھہرانا بہت بری بات ہیں یہ لوگ قابل سزا کے ہیں۔

## বেতন নিয়ে মসজিদে তা'লীম দেওয়ার হুকুম

**প্রশ্ন :** আমি একজন মুফতী সাহেবের নিকট শুনেছি যে, যে সমস্ত উস্তাদ বেতন নিয়ে তা'লীম দিয়ে থাকেন তাঁদের জন্য মসজিদে তা'লীম দেওয়া জায়েয নেই। কিন্তু ঢাকার অনেক মসজিদের ওপর হেফজ বিভাগে তা'লীম দেওয়া হয়। অথচ ওই সমস্ত মাদরাসার উস্তাদগণ বেতন নিয়ে তা'লীম দিয়ে থাকেন। প্রশ্ন হলো, বেতন নিয়ে মসজিদে তা'লীম দেওয়া জায়েয কি নাজায়েয? যদি জায়েয হয় তাহলে মাকরূহ হবে কি না? মাকরূহ হলে মাকরূহে তাহরীমী হবে নাকি মাকরূহে তানযীহী?

**উত্তর :** মসজিদ মূলত নামায, তিলাওয়াত ও যিকির তথা ইবাদত-বন্দেগীর জন্য নির্ধারিত। তাই সাধারণ অবস্থায় বিনা প্রয়োজনে বেতনভোগী উস্তাদের জন্য মসজিদে তা'লীম দেওয়া নিষেধ। পক্ষান্তরে প্রয়োজনের খাতিরে মসজিদের ইবাদত-বন্দেগীতে ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয়, এমনভাবে মসজিদের পরিপূর্ণ আদব রক্ষা করে অস্থায়ীভাবে মসজিদে তা'লীম দেওয়ার অনুমতি দেওয়া যায়, যদিও বেতনভুক্ত উস্তাদগণের মাধ্যমেই হোক। (১৪/৩৭৮)

📖 رد المحتار (سعيد) ١ / ٦٦٣ : (قوله لا لدرس أو ذكر) لأنه ما بني لذلك وإن جاز فيه.

📖 غنية المتملي (سهيل اكيذيمى) صـ ٦١١ : أما الكاتب ومعلم الصبيان فإن كان بأجرة يكره وإن كان حسبة فقيل لا يكره، والوجه ما قاله ابن الهمام أنه يكره التعليم إن لم يكن ضرورة لأن نفس التعليم ومراجعة الأطفال لا يخلو عما يكره في المسجد.

Scanned by CamScanner

## নাবালেগ বাচ্চাদের মসজিদে তা'লীম দেওয়া

**প্রশ্ন :** এক মসজিদে প্রত্যেক দিন সকালে ছোট ছোট নাবালেগ বাচ্চাদের কায়েদা-আমপারা ইত্যাদি পড়ানো হয়। অনেক বাচ্চারা নাপাক কাপড় পরিধান করে আসে। আবার কিছু বাচ্চা জুতা ছাড়াই বাড়ি থেকে মসজিদে চলে আসে। যাতে মসজিদে নাপাক লাগার সম্ভাবনা থাকে। এদিকে পাঁচ ওয়াক্ত মুসল্লিগণ জামাতে নামায আদায় করেন। ছোট বাচ্চারা মসজিদের মধ্যে হৈ-হুল্লোড় করে থাকে, যা মসজিদের আদবের পরিপন্থী। এখন প্রশ্ন হলো, মসজিদে কি ওই সব বাচ্চাকে পড়ানো জায়েয হবে? তাদের অন্য কোনো জায়গা নেই যেখানে তারা কালেমা, নামায শিক্ষা করবে। যার কারণে তারা ইসলামী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকবে এবং মুসল্লিদের নামাযের মধ্যে কি কোনো ধরনের ত্রুটি হবে?

**উত্তর :** মসজিদ মূলত নামায ও ইবাদত-বন্দেগীর জন্য নির্মিত হয় এবং মসজিদ আল্লাহর ঘর বিধায় তার আদব রক্ষা করা সবার ঈমানী দায়িত্ব। তাই মসজিদের সম্মান বিনষ্ট হওয়ার কর্মকাণ্ড মসজিদে করার অনুমতি শরীয়তে নেই। মুসলমানের বাচ্চাদের ইসলামী তথা কুরআনী শিক্ষা দেওয়ার বিকল্প কোনো ব্যবস্থা না থাকলে অপরাগতার ক্ষেত্রে মসজিদের সম্মান বুঝে এ ধরনের বাচ্চাদের মসজিদে ইসলামী শিক্ষা দেওয়ার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। আর অবুঝ বাচ্চাদের থেকে মসজিদকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখা জরুরি এবং চেষ্টা চালাবে যেন মসজিদের বাইরে শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। (১৪/৪৮৩)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٦ / ٤٢٨ : وفي الخلاصة تعليم الصبيان في المسجد لا بأس به اهلكن استدل في القنية بقوله - عليه الصلاة والسلام - «جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم».

📖 الدر المختار (ايچ اى ايم سعيد) ١ / ٩٣ : ويحرم إدخال صبيان ومجانين حيث غلب تنجيسهم وإلا فيكره.

📖 البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ٥ / ٢٥٠ : لو علم الصبيان القرآن في المسجد لا يجوز ويأثم وكذا التأديب فيه أي لا يجوز التأديب فيه إذا كان بأجر وينبغي أن يجوز بغير أجر وأما الصبيان فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم».

Scanned by CamScanner

## ওয়াক্তিয়া বা জামে মসজিদে পাঠদান

**প্রশ্ন :** জামে মসজিদ বা ওয়াক্তিয়া মসজিদে শিক্ষা দেওয়া বৈধ হবে কি না? যদি বৈধ না হয় তাহলে মসজিদ ছাড়া অন্য জায়গা না থাকার কারণে কী করা যেতে পারে? উল্লেখ্য, শিক্ষক সাহেবকে মাসিক ৫০০ টাকা দেওয়া হয়।

**উত্তর :** মসজিদের মধ্যে সাধারণ শিক্ষা দেওয়া শরয়ী দৃষ্টিকোণে সম্পূর্ণ নাজায়েয। আর বেতনভুক্ত শিক্ষকদের মাধ্যমে মসজিদে সাধারণ অবস্থায় দ্বীনি শিক্ষা দেওয়ারও অনুমতি নেই। তবে অপারগ অবস্থায় সাময়িকভাবে মসজিদের পবিত্রতা এবং মসজিদের মালামাল হেফাজতের শর্তে দ্বীনি শিক্ষা দেওয়ার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। (৯/৮০)

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ١/ ٢٢٩ : أما المعلم الذى يعلم الصبيان بأجر إذا جلس فى المسجد يعلم الصبيان لضرورة الحر وغيره لا يكره.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥ / ٣٢١ : ويكره كل عمل من عمل الدنيا في المسجد، ولو جلس المعلم في المسجد والوراق يكتب، فإن كان المعلم يعلم للحسبة والوراق يكتب لنفسه فلا بأس به؛ لأنه قربة، وإن كان بالأجرة يكره إلا أن يقع لهما الضرورة، كذا في محيط السرخسي.

📖 البحر الرائق (سعيد) ٥ / ٢٥٠ : لو علم الصبيان القرآن في المسجد لا يجوز ويأثم وكذا التأديب فيه أي لا يجوز التأديب فيه إذا كان بأجر وينبغي أن يجوز بغير أجر وأما الصبيان فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم».

📖 کفایت المفتی (امدادیہ) ٣/ ١٢٨ : حتی الامکان مسجد یا عیدگاہ میں بچوں کی تعلیم کا سلسلہ جاری نہ کیا جائے کہ بچے پاکی ناپاکی اور احترام مسجد کا خیال نہیں رکھ سکتے لیکن اگر کسی دوسری جگہ کا انتظام نہ ہو سکے تو پھر مجبوری کی حالت میں مسجد یا عیدگاہ میں بھی تعلیم دینا ناجائز نہیں ہاں معلم کا فرض ہے کہ وہ مسجد یا عیدگاہ کی احترام وصفائی کا لحاظ رکھے۔

## ভাড়ার বিনিময়ে মসজিদে তা'লীম

**প্রশ্ন :** মসজিদ কমিটি টাকা ব্যতীত মসজিদ-মাদরাসার তা'লীম বা পড়াশোনার অনুমতি দেয় না। এখন টাকা দিয়ে অনুমতি গ্রহণের কোনো জায়েয পন্থা আছে কি?

Scanned by CamScanner

**উত্তর :** তা'লীম বা অন্য কাজের জন্য মসজিদ ভাড়া দেওয়া-নেওয়া জায়েয হবে না। তা'লীমের জন্য অন্য জায়গা ব্যবস্থা করবে। (১৯/৫২৪/৮২৬০)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤٥٥ : إذا أراد إنسان أن يتخذ تحت المسجد حوانيت غلة لمرمة المسجد أو فوقه ليس له ذلك، كذا في الذخيرة.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : [فرع] لو بنى فوقه بيتا للإمام لا يضر لأنه من المصالح، أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق تتارخانية، فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولو على جدار المسجد، ولا يجوز أخذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيئا منه مستغلا ولا سكنى بزازية.

## নামাযের পর মসজিদে আত্মপ্রশংসা ও গীবত

**প্রশ্ন :** আমরা একটি সমস্যা বোধ করছি। আমাদের এলাকার মসজিদ-মহল্লায় এমন কিছু লোক রয়েছে যাদের কেউ না কেউ জুমু'আর ফরয নামাযের পর বা অন্য কোনো নামাযের পর দাঁড়িয়ে যায় এবং প্রথমে নিজের ব্যক্তিগত প্রশংসা করতে আরম্ভ করে। অতঃপর একপর্যায়ে গীবত সমালোচনা বা দোষচর্চা আরম্ভ করে। এমন কর্মকাণ্ড তারা প্রায় সময়ই করে থাকে। এতে মুসল্লিদের নামায ও অন্যান্য ইবাদত যেমন বিঘ্নিত হয়, তেমনি সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত প্রবল হয়ে দেখা দেয়। এমতাবস্থায় আমার প্রশ্ন হলো,

১. ইমাম সাহেবের জন্য জানা সত্ত্বেও এ ধরনের বক্তব্য প্রদানের অনুমতি দেওয়া বৈধ কি?
২. ইমাম সাহেবের পূর্ব অনুমোদন না নিয়ে এমন বক্তব্য প্রদান করা বৈধ কি?
৩. কেউ কারো গীবত বা সমালোচনা করলে শরীয়তের দৃষ্টিতে তার সমাধান কী? তা কতটুকু শাস্তিযোগ্য অপরাধ?
৪. যারা এমন বক্তব্য প্রদান করে তাদেরকে এর থেকে বিরত রাখতে সংশ্লিষ্ট ইমাম সাহেব, অন্য আলেমগণ ও সাধারণ মুসল্লির দায়িত্ব কী?

**উত্তর :** মসজিদ আল্লাহর ঘর ও মুসলমানদের ইবাদত-বন্দেগীর স্থান। এর মর্যাদা বজায় রাখা প্রতিটি মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। গীবত, পরনিন্দা ও অন্যের সমালোচনা করা সর্বাবস্থায় হারাম ও অবৈধ। এ হারাম ও গোনাহের কাজ যদি মসজিদে হয় তাহলে সেটা হবে মারাত্মক অন্যায় ও জঘন্যতম অপরাধ। এসব অপকর্ম থেকে

Scanned by CamScanner

মসজিদকে পবিত্র রাখা সমাজ, মুসল্লি ও কমিটির অপরিহার্য। অতএব প্রশ্নে বর্ণিত ঘটনাবলি সত্য হলে ইমামের অনুমতি সাপেক্ষে হোক বা বিনা অনুমতিতে হোক কোনো অবস্থায় এরূপ বক্তব্য শরীয়তসম্মত নয়। এরূপ কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করা প্রয়োজনে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের মসজিদে আসা থেকে বাধা প্রদান করা মসজিদ কমিটি ও নামাযীদের দায়িত্ব, অন্যথায় সকলেই গোনাহগার হবে। এ ব্যাপারে কেবল ইমাম সাহেবকে দায়ী করার কোনো অবকাশ নেই। (১৬/৬২৫)

📖 سنن الترمذي (دار الحديث) (٢٢١٠) : عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء» فقيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: «إذا كان المغنم دولا، والأمانة مغنما، والزكاة مغرما، وأطاع الرجل زوجته، وعق أمه، وبر صديقه، وجفا أباه، وارتفعت الأصوات في المساجد، وكان زعيم القوم أرذلهم، وأكرم الرجل مخافة شره، وشربت الخمور، ولبس الحرير، واتخذت القينات والمعازف، ولعن آخر هذه الأمة أولها، فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خسفا ومسخا» -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥ / ٣٢١ : حرمة المسجد خمسة عشر ... ... ... والسابع أن لا يتكلم فيه من أحاديث الدنيا. والثامن أن لا يتخطى رقاب الناس. والتاسع أن لا ينازع في المكان. والعاشر أن لا يضيق على أحد في الصف. والحادي عشر أن لا يمر بين يدي المصلي. والثاني عشر أن لا يبزق فيه. والثالث عشر أن لا يفرقع أصابعه فيه. والرابع عشر أن ينزهه عن النجاسات والصبيان والمجانين وإقامة الحدود. والخامس عشر أن يكثر فيه ذكر الله تعالى، كذا في الغرائب.

الجلوس في المسجد للحديث لا يباح بالاتفاق؛ لأن المسجد ما بني لأمور الدنيا.

📖 نفع المفتى والسائل ٤ / ١٨١ : ولا يجوز الكلام المنكر كالقصص وحكايات الدنيا الكاذبة-

## মসজিদে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান করা

**প্রশ্ন :** মসজিদের ভেতরে দাঁড়িয়ে মসজিদের বারান্দায় ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয আছে কি না?

Scanned by CamScanner

**উত্তর :** মসজিদের মর্যাদা রক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ঈমানী দায়িত্ব। সুতরাং মসজিদে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান করা মসজিদের সম্মান ক্ষুণ্ন করার নামান্তর। কাজেই তা বর্জন করা অতীব জরুরি। (৭/৩৯৫/১৬৪৮)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۸/ ۲۰۴ : الجواب-جو جگہ نماز کے لئے متعین کی گئی ہے جہاں بلا غسل جانا ممنوع ہے وہ مسجد ہے وہاں نماز، تلاوت ذکر کیلئے جانا چاہئے دنیا کی باتیں کرنے کیلئے وہاں بیٹھنے پر وعید ہے جو وعید آپ نے نقل کی ہے وہ محل کلام ہے اگر جانا ہو تو نماز کیلئے اور تبعا کچھ مباح بات بھی کر لی اس پر وعید نہیں۔

## মসজিদে মসজিদসংক্রান্ত আলোচনা

**প্রশ্ন :** মসজিদের জমি ও ইমাম সাহেবের বেতন নিয়ে মসজিদে আলোচনা করা বৈধ আছে কি না?

**উত্তর :** ইমাম সাহেবের বেতন নির্ধারণ ও মসজিদের জমি ইত্যাদির আলোচনা মসজিদসংক্রান্ত বিধায় এসব আলোচনা আদবের প্রতি লক্ষ রেখে মসজিদে করার অবকাশ আছে। (১৫/৯৫৪)

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ۱۵/ ۲۰۰ : سوال— غرض یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر کچھ آدمی مسجد کی بابت میں مشورہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟
الجواب— بلا شور و شغب کے اس طرح بیٹھ کر مشورہ کر سکتے ہیں کہ مسجد کا ادب ملحوظ رہے اور کسی نماز میں خلل نہ آئے، مسجد کی ضروریات مثلا تقرر امام و تعیین اوقات نماز وغیرہ کے متعلق مشورہ کرنا دنیا کی بات نہیں ہے۔

## মসজিদের জিনিস মসজিদের ভেতর নিলাম করা

**প্রশ্ন :** মসজিদের উন্নয়ন প্রকল্পে কোনো জিনিস মসজিদের ভেতরে নিলামে বিক্রি করার হুকুম কী?

**উত্তর :** মসজিদের ভেতরে ক্রয়-বিক্রয় এবং কোনো জিনিস নিলাম ইত্যাদি করা অবৈধ। (১৬/১২১/৬৩৬৭)

Scanned by CamScanner

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٢/ ٤٦٥ (١٠٧٩) : عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه ضالة، وأن ينشد فيه شعر، ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة» -

📖 الدر المختار (سعيد) ٢/ ٤٤٩ : (وكره) أي تحريما لأنها محل إطلاقهم بحر (إحضار مبيع فيه) كما كره فيه مبايعة غير المعتكف مطلقا للنهي -

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٤٤٩ : (قوله إحضار مبيع فيه) لأن المسجد محرز عن حقوق العباد، وفيه شغله بها -

## দানকৃত জিনিস মসজিদের ভেতর নিলাম করা

**প্রশ্ন :** মসজিদে কেউ ডিম অথবা অন্য কিছু দান করল, উক্ত জিনিসগুলো মসজিদের ভেতরে নিলামে বিক্রি করা বৈধ হবে কি না?

**উত্তর :** মসজিদ মূলত ইবাদত-বন্দেগীর জন্য নির্মিত। তাই সেখানে বেচাকেনা ইত্যাদি নিষেধ। মসজিদের জিনিস হলেও তার বেচাকেনাও মসজিদের ভেতর নিষেধ। (১০/৯৭৭/৩৩৭৮)

📖 الهداية (دار إحياء التراث) ١ / ١٣٠ : (ولا بأس بأن يبيع ويبتاع في المسجد من غير أن يحضر السلعة) لأنه قد يحتاج إلى ذلك بأن لا يجد من يقوم بحاجته إلا أنهم قالوا: يكره إحضار السلعة للبيع والشراء. لأن المسجد محرر عن حقوق العباد، وفيه شغله بها، ويكره لغير المعتكف البيع والشراء فيه لقوله - عليه الصلاة والسلام - «جنبوا مساجدكم صبيانكم إلى أن قال وبيعكم وشراءكم» .

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٦٦٢ : (قوله وكل عقد) الظاهر أن المراد به عقد مبادلة ليخرج نحو الهبة تأمل، وصرح في الأشباه وغيرها بأنه يستحب عقد النكاح في المسجد وسيأتي في النكاح (قوله بشرطه) وهو أن لا يكون للتجارة، بل يكون ما يحتاجه لنفسه أو عياله بدون إحضار السلعة.

Scanned by CamScanner

## মসজিদের ভেতর আসবাব রাখা

**প্রশ্ন :** মসজিদের ভেতর মসজিদের আসবাব ছাড়া বাইরের অতিরিক্ত জিনিস যেমন–চেয়ার-টেবিল, রড-সিমেন্ট, ইত্যাদি রাখা জায়েয আছে কি না?

**উত্তর :** মসজিদ একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের জন্য নির্ধারিত। সুতরাং মসজিদের মধ্যে বাইরের সামানপত্র রাখা জায়েয হবে না। (৭/৩৯৫/১৬৪৮)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١ / ٥٠٢ : جو جگہ نماز پڑھنے کے لئے مسجد بنا کر وقف کردی گئی ہے اس جگہ کو مستقلا کسی دوسرے کام میں لانا غرض واقف کے خلاف ہے ایسی جگہ ہمیشہ مسجد ہی رہتی ہے اس کا احترام لازم ہوتا ہے۔

## মসজিদে লাশ বহন করার খাট রাখা

**প্রশ্ন :** মসজিদের মধ্যে মৃত ব্যক্তির খাট ঝুলিয়ে বা এমনি রাখার শরীয়তের দৃষ্টিতে কী হুকুম?

**উত্তর :** মসজিদ আল্লাহ তা'আলার ঘর। অত্যন্ত পবিত্র ও সম্মানের স্থান। এর পবিত্রতা বা সম্মানের বহির্ভূত যেকোনো কাজ যেমন অবৈধ, তেমনিভাবে একান্ত কোনো অপারগতা ব্যতীত মসজিদের মালামাল ছাড়া বাহ্যিক আসবাব তথা জানাযার খাট, চৌকি বা অন্য মালামাল রেখে নামাযের জন্য নির্ধারিত স্থানকে সংকীর্ণকরত মুসল্লিদের কষ্ট দেওয়াও সম্পূর্ণ অবৈধ। (৬/৯৩/১০৮৬)

📖 سنن ابن ماجة (٧٤٨) : عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " خصال لا تنبغي في المسجد: لا يتخذ طريقا، ولا يشهر فيه سلاح، ولا ينبض فيه بقوس، ولا ينشر فيه نبل، ولا يمر فيه بلحم نيئ، ولا يضرب فيه حد، ولا يقتص فيه من أحد، ولا يتخذ سوقا ".

📖 غنية المستملى صـ ٥٢٧ : فالحاصل ان المساجد بنيت لاعمال الأخرة مما ليس فيه توهم اهانتها وتلويثها مما ينبغى التنظيف منه ولم تبن لاعمال الدينا ولو لم يكن فيه توهم تلويث واهانة على ما اشاره اليه قوله عليه الصلوة والسلام فان المساجد لم تبن لهذا فما كان فيه نوع عبادة وليس فيه اهانة ولا تلويث لا يكره .

Scanned by CamScanner

## মসজিদের ভেতর ঢিলা রাখা

**প্রশ্ন :** আমাদের গ্রামের মসজিদগুলোতে ইস্তিঞ্জার জন্য মসজিদের কোণে মাটির ঢিলা রাখা হয়। এতে মসজিদের সৌন্দর্য নষ্ট হয় এবং মসজিদ ময়লাযুক্ত হয়ে যায়। এভাবে মসজিদের মধ্যে মাটির ঢিলা রাখা জায়েয আছে কি না?

**উত্তর :** ঢিলা মসজিদে রাখা যাবে না। (১১/৯২/৩৪৭৭)

📖 سنن الترمذى (دار الحديث) ٢/ ٣٧٦ (٥٩٤) : عن أبيه، عن عائشة، قالت: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف، وتطيب».

## মসজিদের ছাদে কাপড় শুকানো

**প্রশ্ন :** যদি কোনো ব্যক্তি মসজিদের ছাদে কাপড় ইত্যাদি শুকানোর জন্য দেয় তাহলে তা জায়েয আছে কি না?

**উত্তর :** যে জায়গা একবার শরয়ী মসজিদ হিসেবে গণ্য হয় কিয়ামত পর্যন্ত সে জায়গা এবং তার ওপর-নিচ মসজিদের অন্তর্ভুক্ত। আর সে জায়গায় নামাযবিষয়ক কাজ ব্যতীত অন্য কোনো কাজে ব্যবহার বৈধ নয়। তাই ই'তিকাফকারী ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তির জন্য মসজিদের ছাদ কাপড় ইত্যাদি শুকানোর কাজে ব্যবহার করার অনুমতি নেই। (১৬/৭০৯)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٢٢ : الصعود على سطح كل مسجد مكروه، ولهذا إذا اشتد الحر يكره أن يصلوا بالجماعة فوقه إلا إذا ضاق المسجد فحينئذ لا يكره الصعود على سطحه للضرورة، كذا في الغرائب.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٦/ ٤٤٥ : مسجد کے صحن یا دیوار پر کپڑے سکھانا جائز نہیں مؤذن اور خادم وغیرہ کے لئے اگر کوئی دوسری جگہ کپڑے سکھانے کی نہ ہو تو مسجد سے باہر ملحق جگہ میں سکھا سکتے ہیں۔

## মসজিদের ছাদে মাদরাসার ধান শুকানো

**প্রশ্ন :** মাদরাসার জমিতে চাষ করা ধান মাদরাসা কর্তৃপক্ষের জন্য মাদরাসার মসজিদের ছাদে শুকানো জায়েয হবে কি না?

Scanned by CamScanner

**উত্তর :** মসজিদের ছাদও মসজিদের মতো সম্মানিত। মাদরাসার জমির ধান মসজিদের ছাদের ওপর শুকাতে গেলে পবিত্রতার পরিপন্থী হয় বিধায় তা শরীয়তসম্মত হবে না। (১৭/৪০৬/৭০৭৭)

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۶/ ۴۴۵ : مسجد کے صحن یادیوار پر کپڑے سکھانا جائز نہیں مؤذن اور خادم وغیرہ کے لئے اگر کوئی دوسری جگہ کپڑے سکھانے کی نہ ہو تو مسجد سے باہر ملحق جگہ میں سکھا سکتے ہیں۔

## ঈদগাহ বা মহল্লাবাসীর আসবাব মসজিদে রাখা অবৈধ

**প্রশ্ন :** আমাদের গ্রামের জামে মসজিদে ঈদগাহের মালামাল যেমন ঈদগাহের কার্পেট, বিছানাপত্র ইত্যাদি এবং মহল্লার খাটপালঙ্ক এবং বিভিন্ন দ্বীনি কাজে ব্যবহৃত বিছানাপত্র রাখা হয়। এখন আমার জানার বিষয় হলো, ঈদগাহে ব্যবহৃত চট এবং বিছানাপত্র এবং মহল্লার খাটপালঙ্ক ইত্যাদি এবং বিভিন্ন দ্বীনি কাজে ব্যবহৃত মালামাল মসজিদে রাখা বৈধ হবে কি না?

**উত্তর :** মসজিদ ইবাদতের স্থান। ইবাদত-বন্দেগী ছাড়া অন্য কাজে ব্যবহার করার অনুমতি নেই। তাই মসজিদের মধ্যে ঈদগাহের কার্পেট, বিছানাপত্র মহল্লার খাটপালঙ্ক ইত্যাদি আসবাব রাখা কোনোক্রমেই জায়েয হবে না। (১২/৫৭২/৩৯৯৪)

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٥/ ٤٤٤ : والمسجد خالص لله سبحانه ليس لأحد فيه حق قال الله تعالى {وأن المساجد لله} مع العلم بأن كل شيء له فكان فائدة هذه الإضافة اختصاصه به، وهو بانقطاع حق كل من سواه عنه.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤/ ٣٥٨ : (قوله: ولو على جدار المسجد) مع أنه لم يأخذ من هواء المسجد شيئا. اهـ ط ونقل في البحر قبله ولا يوضع الجذع على جدار المسجد وإن كان من أوقافه. اهـ

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥ / ٣٢١ : وذكر شمس الأئمة الحلواني في شرح كتاب الصلاة ما يفعل في زماننا من وضع البواري في المسجد ومسح الأقدام عليها فهو مكروه عند الأئمة.

Scanned by CamScanner

## মসজিদের ভেতর জুতার বাক্স রাখা বৈধ

**প্রশ্ন :** রাজশাহী মারকায মসজিদে মুসল্লিদের পক্ষ থেকে মসজিদের পবিত্রতা রক্ষার্থে মসজিদের বিভিন্ন জায়গায় জুতা-স্যান্ডেল রাখার জন্য বাক্স স্থাপনের প্রস্তাব আসছে। এ বিষয়ে শরীয়তের দৃষ্টিকোণে কী করণীয়?

উল্লেখ্য, অন্যান্য দ্বীনি মারকাযে যেমন দিল্লি রায়বেন্ড, এমনকি কাকরাইল মসজিদেও বাক্স দেখা যায় না। দিল্লি এবং রায়বেন্ডে মসজিদের প্রবেশপথে ছোট ছোট খোপযুক্ত জুতা রাখার ব্যবস্থা দেওখা যায়। অথচ আমাদের দেশেও অধিকাংশ মসজিদে জুতা রাখার জন্য মসজিদের ভেতরে বাক্সের ব্যবস্থা আছে। এ বিষয়ে আপনাদের মূল্যবান রায়ের কামনা করছি।

**উত্তর :** মসজিদের ভেতরে মুসল্লিদের জুতা রাখার যে পদ্ধতি স্বয়ং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর প্রিয় সাহাবায়ে কেরামকে শিক্ষা দিয়েছেন তা হলো এই যে যদি নামাযীর বাম পাশে কোনো মুসল্লি না থাকে তাহলে জুতা বাম পাশে রাখবে। অন্যথায় দুই পায়ের মাঝখানে ফাঁকা জায়গায় বা উভয় হাঁটুর সামনে রাখবে। বর্তমানে যেহেতু উল্লিখিত পদ্ধতিতে জুতা রাখলে মসজিদ ময়লা হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে তাই মসজিদে জুতা রাখার ইচ্ছা পোষণ করলে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শিক্ষা-পদ্ধতি বাস্তবায়নের স্বার্থে জুতা কাপড় বা পলিথিনে ঢুকিয়ে রাখতে হবে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দেওয়া পদ্ধতির পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান অবস্থায় কাপড় বা পলিথিনে ঢুকিয়ে রাখা যেমন উত্তম পন্থা, তেমনিভাবে নামাযের স্থান বা কাতার নষ্ট না হয় এমন জায়গায় জুতার বাক্স বসিয়ে জুতা রাখাও সম্পূর্ণ বৈধ পদ্ধতি বলে বিবেচিত। (৮/৩৭১)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ١/ ٣٠٦ (٦٥٤) : عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه، ولا عن يساره، فتكون عن يمين غيره، إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه» -

📖 فيه أيضا ١/ ٣٠٦ (٦٥٥) : عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدا، ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما» -

Scanned by CamScanner

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۱/ ۴۴۳ : جوتہ میں اگر نجاست نہ لگی ہو تو مسجد کے اندر رکھدینا جائز ہے اور اگر چوری کا خوف نہ ہو تو مسجد سے باہر رکھنا اولی ہے، اور اگر ناپاکی لگی ہوں تو بدون اس کے دور کئے ہوئے جوتہ کو مسجد میں رکھنا جائز نہیں۔

## মসজিদের দ্বিতীয় তলায় নামাযের জন্য তৃতীয় তলা দিয়ে আসা-যাওয়া

**প্রশ্ন :** অত্র মারকাযের খানেকার লোকজন মসজিদের তৃতীয় তলা দিয়ে পূর্ব পাশের সিঁড়ি দিয়ে এসে নামায পড়ে এবং যাওয়ার সময় এভাবে যায়। প্রশ্ন হলো, এভাবে আসা-যাওয়ার দ্বারা মুরুরে মসজিদ হবে কি না?

**উত্তর :** মসজিদের মধ্যে মসজিদের আমল করার জন্য মুরুর নিঃসন্দেহে জায়েয, অন্যথায় মাকরূহ। খানেকার লোকজন তিনতলা হয়ে দ্বিতীয় তলায় মসজিদের আমলের জন্য যাচ্ছে, তাই জায়েয। আর যদি খানেকাহ হতে মসজিদ হয়ে বাইরে বের হয়ে যায় তখন মাকরূহ। (১৪/৩৬২/৫৬৩২)

📖 الفقه على المذاهب الأربعة (دار الكتب العلمية) ١/٥ ٢٥٨ : الحنفية قالوا: يكره تحريماً اتخاذ المسجد طريقاً بغير عذر، فلو كان لعذر جاز، ويكفي أن يصلي تحية لمسجد كل يوم مرة واحدة، وإن تكرر دخوله، ويكون فاسقاً إذا اعتاد المرور فيه لغير عذر بحيث يتكرر مروره كثيراً، أما مروره مرة أو مرتين فلا يفسق به ويخرج عن الفسق بنية الاعتكاف، وإن لم يمكث.

## বিনিময় নিয়ে মসজিদে খতম পড়া দরস দেওয়া

**প্রশ্ন :** আমাদের দেশের কোনো কোনো মাদরাসায় দেখা যায় কেউ কোনো খতম পড়ালে মাদরাসার ছাত্র ও উস্তাদগণ মিলে মসজিদের ভেতর খতম পড়ে পরবর্তীতে উক্ত খতমের বিনিময় গ্রহণ করে। প্রশ্ন হলো, যারা খতম পড়ে টাকা নেয় বা যে সমস্ত মুদাররিস বেতনভুক্ত তাদের জন্য মসজিদের ভেতর খতম পড়া ও বিনিময় নেওয়া বা মসজিদে দরস দেওয়া জায়েয হবে কি?

**উত্তর :** আল্লাহর ঘর মসজিদ একমাত্র আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী অর্থাৎ নামায, তিলাওয়াতে কোরআন, যিকির ও ই'তিকাফ ছাড়া অন্য কিছু করা বা নিজ স্বার্থে

Scanned by CamScanner

মসজিদকে ব্যবহার করা শরীয়তসম্মত নয়। যেমন টাকার বিনিময়ে খতম পড়া বা স্থায়ীভাবে বেতনভুক্ত শিক্ষকগণ মসজিদে শিক্ষা দেওয়া। তবে যদি দ্বীনি শিক্ষা দেওয়ার জন্য উপযুক্ত জায়গা পাওয়া না যায়–এমতাবস্থায় বেতনধারী শিক্ষকগণও মসজিদে শিক্ষা দিতে পারেন। তবে এ ক্ষেত্রে মসজিদের আদব বজায় রাখা, তেমনি অবুঝ শিশুদের থেকে মসজিদকে মুক্ত রাখা জরুরি। (১৫/২৭৩/৬০২৩)

📖 حاشية الطحطاوى على الدر (رشيديه) ۲/ ۵۳٦ : يجوز الدرس فى المسجد وان كان فيه استعمال اللبود والبوارى المسيلة للمسجد لو علم الصبيان القرآن فى المسجد.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۲/ ۱۸٦ : حامداً ومصلیاً۔ جو شخص مصالح مسجد کیلئے مثلا حفاظت مسجد کیلئے یا دوسری جگہ نہ ہونے کی وجہ سے مجبوراً مسجد میں بیٹھ کر تعلیم دے اس کو جائز ہے اور محض پیشہ بنا کر مسجد میں بیٹھنا اور تعلیم دینا ناجائز ہے اور احترام مسجد کے خلاف ہے۔

## স্মৃতিসৌধের মসজিদে নামায বৈধ

**প্রশ্ন :** সাভারে স্মৃতিসৌধের একটি মসজিদ রয়েছে। মসজিদটি স্মৃতিসৌধের এলাকায় অবস্থিত। এটিতে নামায আদায়ে কোনো শরয়ী নিষেধাজ্ঞা আছে কি না? কারণ স্মৃতিসৌধকে কেন্দ্র করেই মসজিদটি নির্মিত।

**উত্তর :** যেকোনো শরয়ী মসজিদে নামায পড়া জায়েয। তাই প্রশ্নোল্লিখিত মসজিদে নামায পড়তে কোনো আপত্তি নেই। (৬/২১৮/১১৪৭)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٥/ ٦ (٥٢٢) : عن حذيفة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا، إذا لم نجد الماء -

## টিভি সেন্টারের মসজিদে নামায ও ইমামতি

**প্রশ্ন :** রামপুরা টিভি সেন্টারের মসজিদে নামায পড়া যাবে কি না? এবং সেখানে ইমামতির দায়িত্ব নেওয়া যাবে কি না?

Scanned by CamScanner

**উত্তর :** রামপুরা টিভি সেন্টারের মসজিদে নামায পড়া যাবে এবং হারাম টাকা থেকে বেতন না নেওয়ার শর্তে ইমামতির দায়িত্বও নেওয়া যাবে। (১৭/৭৭৬)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٥/ ٦ (٥٢٢) : عن حذيفة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا، إذا لم نجد الماء -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥ / ٣٤٢ : أهدى إلى رجل شيئا أو أضافه إن كان غالب ماله من الحلال فلا بأس إلا أن يعلم بأنه حرام، فإن كان الغالب هو الحرام ينبغي أن لا يقبل الهدية، ولا يأكل الطعام إلا أن يخبره بأنه حلال ورثته أو استقرضته من رجل، كذا في الينابيع.

## দান করার জন্য মসজিদের ভেতর টাকা ভাঙানো বৈধ

**প্রশ্ন :** জুমু'আর দিন মসজিদে দান করার জন্য মসজিদের বাক্স থেকে টাকা ভাঙানো যেমন–পাঁচ টাকার নোট দিয়ে দুই টাকা দান করে বাকি তিন টাকা ফেরত নেওয়া জায়েয আছে কি না?

**উত্তর :** উল্লিখিত পদ্ধতিতে মসজিদের দানবাক্স থেকে টাকা ভাঙানো জায়েয হবে এবং অতিরিক্ত টাকা ফেরত নেওয়াও বৈধ হবে। (৯/৭৩৮)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٢/ ٢٥٤ : دینی ضرورت کے لئے چندہ کرنا مسجد میں مرحبا وسبحان اللہ کہکر درست ہے۔

## সাহায্যের জন্য মসজিদের এলান করা

**প্রশ্ন :** ফরয নামাযের পর কোনো ভিক্ষুক যদি বলে যে নামাযের পর আমাকে যে যা পারেন সাহায্য করে যাবেন। অথবা মসজিদের ইমাম বা মুতাওয়াল্লী উক্ত ভিক্ষুককে সাহায্য করার জন্য এলান করেন তা জায়েয আছে কি না? যদি জায়েয হয় তাহলে দেখা যায় যে প্রতি নামাযে ৪-৫ জন ভিক্ষুক এসে এ রকম ভিক্ষা চায়, ফলে মুসল্লিরা বিরক্তি বোধ করে থাকে।

Scanned by CamScanner

**উত্তর :** মসজিদ আল্লাহ তা'লার পবিত্র ঘর। তা একমাত্র ইবাদতের জন্যই নির্ধারিত। তাই মসজিদে ভিক্ষা চাওয়া এবং প্রদান করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবে কোনো অসহায় লোকের বিশেষ অপারগতার দিকে লক্ষ করে ইমাম-মুয়াজ্জিন বা মুতাওয়াল্লী নামাযীদের নামাযে ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয়—এমনভাবে নামাযের পরে সাহায্য করার জন্য যদি এলান করে এবং মুসল্লিরা মসজিদের বাইরে গিয়ে প্রদান করে, তখন অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। (৮/৪৫০)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/ ٦٥٩ : ويحرم فيه السؤال، ويكره الإعطاء مطلقا وقيل إن تخطى .

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٦٥٩ : (قوله وقيل إن تخطى) هو الذي اقتصر عليه الشارح في الحظر حيث قال: فرع يكره إعطاء سائل المسجد إلا إذا لم يتخط رقاب الناس في المختار لأن عليا تصدق بخاتمه في الصلاة فمدحه الله تعالىٰ بقوله {ويؤتون الزكاة وهم راكعون} .

📖 امدادالفتاوی (زکریا) ٢/ ٧٢٨ : اگر شق صفوف نہ ہو مرور بین یدی المصلی نہ ہو تشویش علی المصلین نہ ہو حاجت ضروریہ ہو تو درست ہے۔

📖 کفایت المفتی (امدادیہ) ٣/ ١٢٥ : مسجد میں سوال کرنا حرام ہے اور سائل کو دینا بھی ناجائز ہے کسی محتاج کو بغیر سوال کے مسجد میں دیدے تو جائز ہے یا مسجد میں سوال کرنے والے کو باہر نکل دیدے تو یہ بھی جائز ہے۔

## অসহায়ের জন্য মসজিদে চাঁদা উঠানো

**প্রশ্ন :** মসজিদে অসহায় ব্যক্তির জন্য টাকা চাঁদা উঠানো জায়েয আছে কি না? একজন মাওলানা সাহেব বলেছেন, মসজিদে শুধুমাত্র মসজিদের নির্মাণকাজ ছাড়া অন্য কোনো প্রয়োজনে চাঁদা উঠানো জায়েয নেই। মাওলানা সাহেবের কথা সঠিক কি না?

**উত্তর :** মসজিদ মূলত আল্লাহ পাকের ইবাদত-বন্দেগীর জন্যই নির্মাণ করা হয়। তাই ইবাদত-বন্দেগী ব্যতীত অন্য কাজ মসজিদে করার অনুমতি শরীয়তে নেই। সুতরাং ব্যক্তিগত সাহায্যের জন্য মসজিদে চাঁদা করার অনুমতি নেই। দ্বীনি কাজের জন্য চাঁদা করা ইবাদতের পর্যায়ভুক্ত বিধায় নামাযীদের ইবাদত-বন্দেগীতে ব্যাঘাত না হওয়া অবস্থায় দ্বীনি কাজের জন্য চাঁদা করার অনুমতি আছে। (১১/৬৯১/৩৬৮৯)

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ٤ / ٣٤٣ : ولا ينبغي أن يتصدق على السائل فى المسجد الجامع وفى سائر المساجد ينبغي أن يكون هكذا.

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى السراجية (سعيد) صـ ٧١ : لا ينبغي أن يتصدق على السائل في المسجد الجامع لكنه يتصدق قبل الدخول في المسجد أو بعده.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٦٥٩ : ويحرم فيه السؤال، ويكره الإعطاء مطلقا، وقيل إن تخطى.

## কারো চিকিৎসার জন্য মসজিদে টাকা উঠানো

**প্রশ্ন :** মসজিদ এলাকার গরিব ও অসহায় একজন মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এখন তার চিকিৎসার জন্য টাকার প্রয়োজন। এমন ব্যক্তির জন্য জুমু'আর দিন মসজিদে মুসল্লিদের থেকে টাকা-পয়সা উঠানো জায়েয আছে কি?

**উত্তর :** এলাকার গরিব ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য সাহায্যের ব্যাপারে মসজিদের মধ্যে মসজিদের আদব বাজায় রেখে পরস্পর উৎসাহিত করা যায়। কিন্তু টাকা-পয়সা মসজিদের বাইরে গিয়ে প্রদান করাই উত্তম। (৪/২৮১/৭০২)

📖 کفایت المفتی (امدادیہ) ۳/ ۱۲۵ : مسجد میں سوال کرنا حرام ہے اور سائل کو دینا بھی ناجائز ہے کسی محتاج کو بغیر سوال کے مسجد میں دیدے تو جائز ہے یا مسجد میں سوال کرنے والے کو باہر نکل دیدے تو یہ بھی جائز ہے۔

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۲/ ۱۴۳ : مسجد میں بھیک مانگنا ممنوع ہے ایسے لوگوں کو مسجد سے باہر کھڑے ہونا چاہئے اور مسجد میں مانگنے والوں کو دینا بھی نہیں چاہئے لیکن اگر کسی ضرورت مند کی امداد کیلئے دوسرا آدمی اپیل کرے تو یہ جائز ہے۔

## মসজিদে হারানো জিনিসের এলান করা

**প্রশ্ন :** মসজিদের বাইরে হারানো বা পাওয়া জিনিসের এলান নামাযের পর ইমাম-মুয়াজ্জিন বা মুতাওয়াল্লীর জন্য বৈধ কি না? এবং মসজিদের মাইক দিয়ে এসবের এলান করা জায়েয হবে কি না?

**উত্তর :** মসজিদে বাইরে হারানো বা পাওয়া জিনিসের এলান নামাযের পর মসজিদে করার অনুমতি নেই। মসজিদের বাইরে করার অনুমতি আছে। এ ক্ষেত্রে ইমাম-মুয়াজ্জিন বা মুতাওয়াল্লী ও মুসল্লিদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। (৮/৪৫০)

Scanned by CamScanner

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٢/ ٤٦٥ (١٠٧٩) : عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه ضالة، وأن ينشد فيه شعر، ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة»۔

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۹/ ۲۱۱ : مسجد میں گمشدہ چیز کے اعلان کرنے سے حدیث میں منع کیا گیا ہے لہذا جماعت خانہ میں گمشدہ چیز کا اعلان ممنوع ہے اگر مسجد میں کوئی چیز گم ہوئی ہو اور مسجد میں اسے تلاش کرنے کی ضرورت ہو تو مسجد کا آداب واحترام کا خیال کرتے ہوئے تلاش کرنے اور اس کے متعلق تحقیق کرنے کی گنجائش ہے۔

## মসজিদের ভেতরে অমুসলিমের বক্তব্য প্রদান

**প্রশ্ন :** দিনাজপুর জেলার হাকীমপুর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা সাহেব গত শবে বরাতে মসজিদের ভেতর প্রবেশ করে মুসল্লিদের উদ্দেশে ইসলাম সম্পর্কীয় ভালো কথা বলেছেন। তিনি বাবু শ্রী গৌরাঙ্গ চন্দ্র মহান্ত হিন্দু মানুষ। মসজিদে ইমামের অনুমতিক্রমে প্রবেশ করে এরূপ করা যায় কি না?

**উত্তর :** কোনো অমুসলিম পবিত্র অবস্থায় ইসলাম সম্পর্কে জানা বা তার আদর্শ থেকে উপকৃত হওয়ার উদ্দেশ্যে মসজিদে প্রবেশ করাতে কোনো আপত্তি নেই। এতে তার হেদায়েতের আশা করা যায়। তবে অন্য কোনো অসৎ উদ্দেশ্যে যথা–বক্তৃতার দ্বারা নিজের প্রভাব বিস্তার করা বা রাজনৈতিক সমর্থন ইত্যাদির লক্ষ্যে মসজিদে প্রবেশ করার অনুমতি নেই। (৮/৪৭৯)

📖 البحرالرائق (سعيد) ٥/ ٢٥١ : ولا بأس أن يدخل الكافر وأهل الذمة المسجد الحرام وبيت المقدس وسائر المساجد لمصالح المسجد وغيرها من المهمات۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۵/ ۲۵۱ : جب تک ناپاک ہونے کا علم نہ ہو اور دوسری بھی کوئی چیز مضرت ومفسدہ نہ ہو تو اجازت ہے اہل مسجد پر گناہ نہیں ہوگا۔

## হেফাজতের উদ্দেশ্যে মসজিদে তালা লাগানো

**প্রশ্ন :** জুমু'আ মসজিদে এশার জামাতের কিছুক্ষণ পরে মসজিদে তালা দেওয়া হয়। এতে পরবর্তী আগমনকারী লোকের নামায পড়তে অসুবিধা হয়। আবার অনেক সময়

Scanned by CamScanner

বারান্দাও বন্ধ হয়ে যায়, অর্থাৎ বারান্দায়ও তালা দেওয়া হয়। এতে যুক্তি দেওয়া হয় মসজিদের ভেতরে ঘড়ি, পাখা ও অন্যান্য জিনিসের হেফাজতের জন্য তালা দিতে হয়। প্রশ্ন হচ্ছে, এ কারণ দর্শিয়ে মসজিদে তালা দেওয়া কি জায়েয?

**উত্তর :** নামাযের জামাতের সময় ছাড়া অন্য সময়ে আসবাবপত্র হেফাজতের উদ্দেশ্যে মসজিদ তালাবদ্ধ রাখা জায়েয। (৬/২৫২/১১৯২)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/ ٦٥٦ : (و) كما كره (غلق باب المسجد) إلا لخوف على متاعه به يفتى.

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٦٥٦ : (قوله إلا لخوف على متاعه) هذا أولى من التقييد بزماننا لأن المدار على خوف الضرر، فإن ثبت في زماننا في جميع الأوقات ثبت كذلك إلا في أوقات الصلاة، أو لا فلا، أو في بعضها ففي بعضها، كذا في الفتح. وفي العناية: والتدبر في الغلق لأهل المحلة، فإنهم إذا اجتمعوا على رجل وجعلوه متوليا بغير أمر القاضي يكون متوليا انتهى بحر ونهر-

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ٢/ ١٤٠ : الجواب حفاظت کی خاطر مسجد میں رات کو تالا لگادینا جائز ہے۔

## মসজিদ বন্ধ করা ও বাতি, পাখা ব্যবহার প্রসঙ্গ

**প্রশ্ন :** আমি এক মসজিদের মুয়াজ্জিন। মসজিদের দরজা-জানালা, পাখা-বাতি চালানো ও বন্ধ করা আমার দায়িত্ব। কিন্তু অনেক সময় অনেক মুসল্লি জামাত পায় না, তাই তারা পরবর্তীতে মসজিদে নামায পড়ে। মসজিদের সভাপতি বলেন, প্রথম জামাত শেষ হওয়ার পর মসজিদ বন্ধ করে দিয়ে চলে যাবেন, যদি কেউ পরে আসে তাদের বারান্দায় নামায পড়তে বলবেন। তবে বারান্দায় আইপিএস না থাকায় হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে গেলে পাখা চালানো যায় না। এখন প্রশ্ন হলো, এক জামাত শেষ হওয়ার পর কতক্ষণ আমি মসজিদ খোলা রাখব?

দ্বিতীয়ত, মসজিদের পাখা-বাতি ইত্যাদি জামাতের পর কোনো নফল নামাযী বা তিলাওয়াতকারী বা যে নামায পায়নি তার জন্য ব্যবহার করা বৈধ হবে কি না? চাই তা বিদ্যুৎ দ্বারা হোক বা আইপিএসের দ্বারা হোক। যদি তারা ব্যবহার করে তাহলে তাদের নিষেধ করা শরীয়তসম্মত হবে কি না?

Scanned by CamScanner

**উত্তর :** মসজিদের পাখা-বাতি ইত্যাদি প্রশ্নোল্লিখিত সব ধরনের মুসল্লিদের জন্য ব্যবহার করা অনুমতি আছে। তবে এ ব্যাপারে সর্বাবস্থায় মসজিদ কমিটির পরামর্শক্রমে সুষ্ঠু নিয়ম-নীতির ব্যবস্থা থাকা উচিত। যাতে মুসল্লি ও কর্মচারী উভয় শ্রেণীর লোকদের সমস্যা না হয়। (১৭/৩১৩)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/ ٦٥٦ : (و) كما كره (غلق باب المسجد) إلا لخوف على متاعه به يفتى.

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٦٥٦ : (قوله إلا لخوف على متاعه) هذا أولى من التقييد بزماننا لأن المدار على خوف الضرر، فإن ثبت في زماننا في جميع الأوقات ثبت كذلك إلا في أوقات الصلاة، أو لا فلا، أو في بعضها ففي بعضها، كذا في الفتح. وفي العناية: والتدبر في الغلق لأهل المحلة، فإنهم إذا اجتمعوا على رجل وجعلوه متوليا بغير أمر القاضي يكون متوليا انتهى بحر ونهر-

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤٢٩ : ولو وقف على دهن السراج للمسجد لا يجوز وضعه جميع الليل بل بقدر حاجة المصلين ويجوز إلى ثلث الليل أو نصفه إذا احتيج إليه للصلاة فيه، كذا في السراج الوهاج ولا يجوز أن يترك فيه كل الليل إلا في موضع جرت العادة فيه بذلك كمسجد بيت المقدس ومسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - والمسجد الحرام، أو شرط الواقف تركه فيه كل الليل كما جرت العادة به في زماننا، كذا في البحر الرائق.

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ٢/ ١٤١ : مسجد کی بجلی وغیرہ نماز کے اوقات میں استعمال کرنی چاہئے دیگر اوقات میں اہل چندہ منع کر سکتے ہیں۔

## মসজিদে মুয়াল্লিমের রাত্রি যাপন ও বিদ্যুৎ ব্যবহার

**প্রশ্ন :** একজন মুহতামিম সাহেব রমাজান মাসে মাদরাসায় মুয়াল্লিম ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করেন। মুয়াল্লিমগণকে রাত্রে মসজিদে থাকার ব্যবস্থা করেন। তাঁরা মসজিদের বাতি-পাখা ইত্যাদি ব্যবহার করেন। জানার বিষয় হলো, উক্ত মুহতামিম সাহেবের জন্য তাঁদের মসজিদে রাখা এবং তাঁদের জন্য মসজিদের পাখা ব্যবহার করা কতটুকু শরীয়তসম্মত?

Scanned by CamScanner

উত্তর : মসজিদ যদি মাদরাসার হয়ে থাকে তাহলে মুহতামিম সাহেবের অনুমতি সাপেক্ষে অন্যথায় মসজিদ কমিটির অনুমতি সাপেক্ষে মুয়াল্লিমগণ ই'তিকাফের নিয়্যাতে মসজিদে অবস্থান করার সময় বাতি-পাখা ইত্যাদি ব্যবহার করা নাজায়েয হবে না। (১৭/৮৬৪/৭৩৬৯)

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ٦/ ٢١٤ : وإذا أراد أن يصرف شيئاً من ذلك إلى إمام المسجد، فليس له ذلك إلا إذا كان الواقف شرط ذلك في الوقف على إمام المسجد يصرف إليها غلتها وقت الإدراك -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٢١ : ويكره النوم والأكل فيه لغير المعتكف، وإذا أراد أن يفعل ذلك ينبغي أن ينوي الاعتكاف فيدخل فيه ويذكر الله تعالى بقدر ما نوى أو يصلي ثم يفعل ما شاء، كذا في السراجية. ولا بأس للغريب ولصاحب الدار أن ينام في المسجد في الصحيح من المذهب، والأحسن أن يتورع فلا ينام، كذا في خزانة الفتاوى.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۵/ ۲۲۲ : الجواب- مسجد نماز کی جگہ ہے، سونے اور آرام کرنے کی جگہ نہیں ہے، جو مسافر پردیسی ہو یا کوئی معتکف ہو اس کے لئے گنجائش ہے، جماعتیں عموماً پردیسی ہوتی ہیں یا پھر وہ مسجد میں رات کو رہکر تسبیح ونوافل میں بیشتر مشغول رہتی ہیں کچھ دیر آرام بھی کرلیتی ہیں اس طرح اگر ان کے ساتھ مقامی آدمی بھی شب گذاری کریں تونیت اعتکاف کرلیا کریں۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۶/ ۴۴۶ : الجواب—امام ومؤذن کا حجرہ چونکہ متعلقات مسجد میں سے ہے لہذا اس کے لئے مسجد کی بجلی منتقل کرنا جائز ہے اسی طرح مدرسہ بھی اگر مسجد کے تابع ہے اور عام طور پر لوگوں کو اس کا علم ہے اور چندہ دہندہ گان بھی اس کی کوئی تصریح نہیں کرتے کہ ان کا چندہ مدرسہ میں خرچ نہ کیا جائے تو اس صورت میں ملحقہ مدرسہ میں بھی بجلی دی جاسکتی ہے۔

## বেতন নিয়ে মসজিদে দ্বীনি ও দুনিয়াবী শিক্ষা প্রদান

প্রশ্ন : মসজিদের মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের থেকে ভর্তির ফি ও মাসিক বেতন নিয়ে বাংলা, ইংরেজি, অংকসহ ধর্মীয় শিক্ষা বা নূরানী বোর্ড কর্তৃক সিলেবাস অনুযায়ী ছোট ছোট বাচ্চাদের পড়ানো মসজিদের আদব পরিপন্থী হয় কি না? এতে শরীয়তের বিধান কী?

Scanned by CamScanner

**উত্তর :** বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া পারিশ্রমিক নিয়ে মসজিদে শিক্ষা দেওয়া অনুচিত। বিশেষ করে ছোট ছেলে-মেয়েদের মসজিদে শিক্ষা দেওয়া। কারণ এদের দ্বারা মসজিদের পবিত্রতা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা বেশি। তাই ধর্মীয় শিক্ষাও মসজিদের বাইরে ভিন্ন জায়গায় হওয়া সমীচীন। তবে ভিন্ন জায়গার ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত মসজিদের পবিত্রতা রক্ষাকরত দ্বীনি শিক্ষা দান করা যায়। (৬/৩৯৪/১২৩)

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ١/ ٢٢٩ : أما المعلم الذى يعلم الصبيان بأجر إذا جلس فى المسجد يعلم الصبيان لضرورة الحر وغيره لا يكره.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥ / ٣٢١ : ويكره كل عمل من عمل الدنيا في المسجد، ولو جلس المعلم في المسجد والوراق يكتب، فإن كان المعلم يعلم للحسبة والوراق يكتب لنفسه فلا بأس به؛ لأنه قربة، وإن كان بالأجرة يكره إلا أن يقع لهما الضرورة، كذا في محيط السرخسي.

📖 كفايت المفتى (امداديه) ٣/ ١٢٨ : حتی الامکان مسجد یا عیدگاہ میں بچوں کی تعلیم کا سلسلہ جاری نہ کیا جائے کہ بچے پاکی اور احترام مسجد کا خیال نہیں رکھ سکتے لیکن اگر کسی دوسری جگہ کا انتظام نہ ہو سکے تو پھر مجبوری کی میں مسجد یا عیدگاہ میں بھی تعلیم دینا ناجائز نہیں ہاں معلم کا فرض ہے کہ وہ مسجد یا عیدگاہ کی احترام وصفائی کا لحاظ رکھے۔

## ইমাম মেহরাবে আসা-যাওয়ার জন্য রং দিয়ে রাস্তা নির্ধারণ করা

**প্রশ্ন :** আমাদের জামে মসজিদের ইমাম সাহেব ইমামতির জন্য মেহরাবে যাওয়ার সময় মুসল্লিদের নামাযের ব্যাঘাত হয় এবং মুসল্লিদের ডিঙিয়ে যাওয়া হয় বলে সামনের দরজা থেকে সোজা মেহরাব পর্যন্ত রং দিয়ে দুটি দাগ দিয়েছেন এবং তিনি বলে দিয়েছেন যে আপনারা কেউ নামাযের সময় এই দুই দাগের মধ্যখানে নামায বা সুন্নাতের নিয়্যাত করবেন না। এখন মুসল্লিদের মধ্যে কেউ কেউ বলছেন যে এ কাজটি ঠিক হয়নি। এ ব্যাপারে শরীয়তের নির্দেশনা দয়া করে জানাবেন।

**উত্তর :** ইমাম সাহেব যে দুই কারণে রং দিয়েছেন এ কারণগুলো অন্য নামাযীর ক্ষেত্রে গোনাহের কাজ হলেও ইমাম-মুয়াজ্জিনের জন্য তা জায়েয। তাই রং দিয়ে দাগ দেওয়াটা অপ্রয়োজনীয় কাজ হয়েছে। (৮/৪৪৪)

📖 عمدة القاري (دار إحياء التراث) ٦/ ٢٠٨ : وقال شارح الترمذي: ويستثنى من التحريم أو الكراهة: الإمام أو من كان بين يديه فرجة لا

Scanned by CamScanner

يصل إليها إلا بالتخطي، وأطلق النووي في (الروضة) استثناء الإمام ومن بين يديه فرجه، ولم يقيد الإمام بالضرورة ولا الفرجة بكون التخطي إليها يزيد على صفين. وقيد ذلك في (شرح المهذب) فقال: فإن كان إماما لم يجد طريقا إلى المنبر والمحراب إلا بالتخطي لم يكره، لأنه ضرورة. وفي (الأم) : فإن كان الزحام دون الإمام لم أكره له من التخطي ما أكره للمأموم، لأنه مضطر إلى أن يمضي إلى الخطبة۔

📖 فتاوی دارالعلوم (مکتبۂ دارالعلوم) ۵/ ۵۵ : سوال-امام ومؤذن جامع مسجد وعید گاہ کے اگرامور متعلقہ ضروریہ متعلق نماز کی وجہ سے اول وقت منبر اور مصلی پر نہ جاسکیں بلکہ بعد جمع ہونے نمازیوں کے صفوف کو چیر کر اور گردنوں کو پھلانگ کر مصلی پر جانا درست ہے یا نہیں؟

الجواب-درمختار میں ہے کہ (لابأس بالتخطی ما لم یأخذ الإمام فی الخطبة ولم یؤذ أحدا) اس روایت سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کو ایذاء نہ ہو تو تخطی درست ہے خصوصا بضرورت مذکورہ امام ومؤذن کو آگے جانا صفوف چیر کر درست ہے۔

## মসজিদে মহিলাদের নামাযের ব্যবস্থা করা

**প্রশ্ন :** বিভিন্ন মসজিদে মহিলাদের জন্য নামাযের স্থান করা হয়। এমনকি মসজিদে নববীতে মহিলাদের জন্য নামাযের আলাদা ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং বাংলাদেশেও কিছু মসজিদে মহিলাদের জন্য নামাযের ব্যবস্থা আছে। যেমন–বায়তুল মোকাররম জামে মসজিদ, নিউ মার্কেট জামে মসজিদ, বায়তুশ শরফ জামে মসজিদ ফার্মগেট এবং আরো অন্যান্য জায়গায়। এ পরিস্থিতিতে আমাদের মসজিদে নতুনভাবে নির্মাণের সময় মহিলাদের জন্য নামাযের ব্যবস্থা করা শরীয়তের দৃষ্টিতে কী হুকুম রাখে?

**উত্তর :** মহিলাদের জন্য মসজিদে জামাতসহ নামায আদায় করার তুলনায় ঘরে একাকী নামায আদায় করার সাওয়াব ও ফজীলত অনেক গুণ বেশি বলে হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তদুপরি নেহায়েত জরুরত ছাড়া মহিলাদের জন্য ঘর থেকে বের না হওয়াই কোরআন-হাদীসের বিধান। বিশেষভাবে বর্তমান ফেতনার যুগে পর্দার প্রতি ফিকাহশাস্ত্রবিদগণ অতিমাত্রায় গুরুত্ব দিয়েছেন বিধায় মসজিদে মহিলাদের নামাযের ব্যবস্থা করা শরয়ী দৃষ্টিতে বৈধ বলা যাবে না। বরং তা হবে মহিলাদের ঘরে নামায না পড়ে মসজিদে নামায পড়ার প্রতি আহ্বান করার নামান্তর। সুতরাং এ বিষয়ে বিভিন্ন মসজিদের উদাহরণ পেশ না করে কোরআন-হাদীসের বিধানের প্রতি লক্ষ রাখাই জরুরি। (১৩/৬৯৯/৫৪০৬)

Scanned by CamScanner

📖 سورة الأحزاب الآية ٣٣ : ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾

📖 صحيح البخاری (دار الحديث) ١ / ٢١٩ (٨٦٩) : عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل» قلت لعمرة: أومنعن؟ قالت: نعم -

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ١ / ٢٧٥ (٥٧٠) : عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها».

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ / ٥٦٦ : (ويكره حضورهن الجماعة) ولو لجمعة وعيد ووعظ (مطلقا) ولو عجوزا ليلا (على المذهب) المفتى به لفساد الزمان.

📖 رد المحتار (سعيد) ١ / ٥٦٦ : (قوله ولو عجوزا ليلا) بيان للإطلاق: أي شابة أو عجوزا نهارا أو ليلا (قوله على المذهب المفتى به) أي مذهب المتأخرين.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٣ / ٢٨٣ : سوال- عورتوں کو جمعہ یا عیدین باجماعت پانچ وقتی نماز باجماعت مسجد کے اندر مرد امام کے پیچھے مسجد کے اوپر یا کہیں پردے کے اندر یا مدرسہ میں جو مسجد سے ملحق ہو اس میں ادا کرنا جائز ہے یا نہیں؟
الجواب- عورتوں کے لئے جماعت میں شریک ہونا مکروہ تحریمی ہے۔

## মসজিদে নারীদের জন্য নামাযের স্থান নির্ধারণ করা

**প্রশ্ন :** আমাদের শাহী মসজিদ কমপ্লেক্সটি লালমাটিয়া আবাসিক এলাকায় অবস্থিত। তৎসংলগ্ন দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত একটি মাদরাসাও রয়েছে। এখন আমাদের কমিটির কিছুসংখ্যক লোক উক্ত মসজিদের নিচতলায় মহিলাদের জন্য নামাযের ব্যবস্থা করছে। জানার বিষয় হলো, উক্ত কাজটি ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে কতটুকু সহীহ?

**উত্তর :** শরীয়তের বিধান মতে, মহিলাদের জন্য স্বীয় বাসস্থানে অবস্থান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নিতান্ত প্রয়োজন ও অপারগতা ছাড়া ঘর হতে বের হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি। যার কারণে মহিলাদের জিম্মা হতে জুমু'আ, ঈদের নামায ও অন্যান্য

Scanned by CamScanner

নামাযের জামাত রহিত করে দেওয়া হয়েছে। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে মহিলাদের মসজিদে যাওয়ার অনুমতি থাকলেও স্বয়ং নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ বলে মহিলাদের মসজিদে যাওয়া থেকে নিরুৎসাহিত করেছেন যে মহিলাদের মসজিদে নামায পড়ার তুলনায় বরং মসজিদে নববীতে নামায পড়ার তুলনায় তাদের নিজ নিজ ঘরের নির্জন স্থানে নামায পড়া উত্তম। তাই সাহাবায়ে কেরামের যুগেই মহিলাদের মসজিদে যাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল। হযরত আয়েশা (রা.)-এর বাণী প্রসিদ্ধ আছে যে, যদি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এখন জীবিত থাকতেন তাহলে মহিলাদের মসজিদে আসতে বাধা দিতেন। উপরন্তু এ ফিতনার যুগে মহিলাদের মসজিদে যাওয়ার জন্য ঘর হতে বের হওয়ার কারণে বিভিন্ন ধরনের ফিতনার সৃষ্টি ও শরয়ী হুকুমের লঙ্ঘন হয়। তাই উলামায়ে কেরাম ও ফিকাহবিদগণ মহিলাদের মসজিদে যাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন এবং এর জন্য মসজিদে মহিলাদের নামাযের ব্যবস্থা করে তাদের আসার পথ সুগম করে দেওয়া সাহাবীদের আমল ও ফকীহগণের সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ পরিপন্থী ও অনর্থক। এতে সাওয়াবের তুলনায় গোনাহের আশঙ্কাই বেশি, যা ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। (৯/৩৩১)

📖 سورة الأحزاب الآية ٣٣ : ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ١ / ٢١٩ (٨٦٩) : عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل» قلت لعمرة: أومنعن؟ قالت: نعم -

📖 سنن أبى داود (دار الحديث) ١ / ٢٧٥ (٥٧٠) : عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها».

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ / ٥٦٦ : (ويكره حضورهن الجماعة) ولو لجمعة وعيد ووعظ (مطلقا) ولو عجوزا ليلا (على المذهب) المفتى به لفساد الزمان.

📖 رد المحتار (سعيد) ١ / ٥٦٦ : (قوله ولو عجوزا ليلا) بيان للإطلاق: أي شابة أو عجوزا نهارا أو ليلا (قوله على المذهب المفتى به) أي مذهب المتأخرين.

Scanned by CamScanner

📖 معارف القرآن (المکتبۃ المتحدۃ) ۷/ ۲۰۸ : آپ ﷺ کی وفات کے بعد صحابہ کرام نے دیکھا کہ اب عورتوں کا مسجدوں میں آنا فتنہ سے خالی نہیں رہا اگرچہ برقع چادر وغیرہ لپیٹ کر آئیں تو ان حضرت نے باجماع وارفاق عورتوں کو مسجد کی جماعت میں آنے سے روک دیا۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۳ / ۲۸۳ : سوال—عورتوں کو جمعہ یا عیدین باجماعت پانچ وقتی نماز باجماعت مسجد کے اندر مرد امام کے پیچھے مسجد کے اوپر یا کہیں پردے کے اندر یا مدرسہ میں جو مسجد سے ملحق ہو اس میں ادا کرنا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب- عورتوں کے لئے جماعت میں شریک ہونا مکروہ تحریمی ہے۔

## মহিলা মসজিদ

**প্রশ্ন :** মহিলা মসজিদের বাস্তবতা ইসলামী শরীয়তে কতটুকু আছে?

**উত্তর :** বর্তমান যুগে মহিলাদের মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে নামায পড়া নির্ভরযোগ্য মতানুসারে মাকরূহে তাহরীমী। শরীয়তে তাদেরকে মসজিদে আসতে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। অনেক পর্যায়ে নিষেধ করা হয়েছে। তাই বর্তমান যুগে মহিলা মসজিদের নামে অথবা মহিলাদের জন্য নামাযের স্থানের নামে মসজিদ ও ঈদগাহে নামাযের ব্যবস্থা করা তাদেরকে ঘর থেকে বের করা শরীয়তের নিষিদ্ধ কাজে উৎসাহিত করার নামান্তর। (৮/৫১৯)

📖 العناية بهامش الفتح (مكتبة حبيبيه) ١/ ٣٦٥ : (ويكره لهن حضور الجماعات) كانت النساء يباح لهن الخروج إلى الصلوات، ثم لما صار سببا للوقوع في الفتنة منعن عن ذلك، جاء في التفسير أن قوله تعالى {ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين} .

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ١ /٦٢٧- ٦٢٨ : (قوله ولا يحضرن الجماعات) لقوله تعالى {وقرن في بيوتكن} وقال - صلى الله عليه وسلم - «صلاتها في قعر بيتها أفضل من صلاتها في صحن دارها وصلاتها في صحن دارها أفضل من صلاتها في مسجدها وبيوتهن خير لهن» ولأنه لا يؤمن الفتنة من خروجهن أطلقه فشمل الشابة والعجوز والصلاة النهارية والليلية قال المصنف في الكافي والفتوى اليوم على الكراهة في الصلاة كلها لظهور الفساد.

Scanned by CamScanner

الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ / ٥٦٦ : (ويكره حضورهن الجماعة) ولو لجمعة وعيد ووعظ (مطلقا) ولو عجوزا ليلا (على المذهب) المفتى به لفساد الزمان.

## মহিলাদের জন্য ভিন্ন মসজিদ নির্মাণ করা

**প্রশ্ন :** মসজিদের জায়গায় মসজিদের তহবিল থেকে বা সরকারি কোনো অনুদান দিয়ে মহিলাদের জন্য ভিন্ন মসজিদ নির্মাণ করা জায়েয আছে কি না? মসজিদের জায়গায় মসজিদের টাকা দিয়ে মসজিদ কমপ্লেক্স বা মসজিদের ওজুখানার নামে ঘর নির্মাণ করে সেখানে মহিলাদের জন্য নামাযের সুব্যবস্থা করে দেওয়া শরীয়তসম্মত কি না? উল্লিখিত কাজসমূহ যদি অবৈধ হয়ে থাকে তাহলে সেই কাজে সহযোগিতাকারী ব্যক্তি বা কমিটির শরয়ী হুকুম কী? এবং উক্ত মসজিদের ইমাম ও খতীবের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী?

**উত্তর :** ইসলামের শুরু যুগে মহিলাদের মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হলেও পরবর্তীতে ফিতনার কারণে এ হুকুম পরিবর্তন হয়ে যায়। সুতরাং ফরয কিংবা নফল কোনো নামাযের জন্য মহিলাদের মসজিদে গমন পর্দার সাথে হলেও বৈধ নয়। বরং তাদের জন্য ঘরে নামায পড়াই নিরাপদ এবং জরুরি। অতএব মহিলাদের জন্য ভিন্ন মসজিদ নির্মাণ অথবা মসজিদে তাদের জন্য পৃথক নামাযের ব্যবস্থা বৈধ হওয়ার প্রশ্নই আসে না। শরীয়তের বিধান লঙ্ঘন করে কেউ এমন পদক্ষেপ নিলে সে গোনাহগার হবে। সে ক্ষেত্রে ইমাম, খতীব ও সকল মুসল্লি মিলে তাদেরকে শরীয়তের বিধান বুঝিয়ে এমন কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখতে হবে। (১৯/২৪৫/৮১২০)

سورة الأحزاب الآية ٣٣ : ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾

صحيح البخارى (دار الحديث) ١ / ٢١٩ (٨٦٩) : عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل» قلت لعمرة: أومنعن؟ قالت: نعم -

سنن أبي داود (دار الحديث) ١ / ٢٧٥ (٥٧٠) : عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها».

Scanned by CamScanner

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ١ /٦٢٧- ٦٢٨ : (قوله ولا يحضرن الجماعات) لقوله تعالى {وقرن في بيوتكن} وقال - صلى الله عليه وسلم - «صلاتها في قعر بيتها أفضل من صلاتها في صحن دارها وصلاتها في صحن دارها أفضل من صلاتها في مسجدها وبيوتهن خير لهن» ولأنه لا يؤمن الفتنة من خروجهن أطلقه فشمل الشابة والعجوز والصلاة النهارية والليلية قال المصنف في الكافي والفتوى اليوم على الكراهة في الصلاة كلها لظهور الفساد.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ / ٥٦٦ : (ويكره حضورهن الجماعة) ولو لجمعة وعيد ووعظ (مطلقا) ولو عجوزا ليلا (على المذهب) المفتى به لفساد الزمان.

📖 رد المحتار (سعيد) ١ / ٥٦٦ : (قوله ولو عجوزا ليلا) بيان للإطلاق: أي شابة أو عجوزا نهارا أو ليلا (قوله على المذهب المفتى به) أي مذهب المتأخرين.

## মসজিদের পাশে মহিলাদের জন্য পৃথক মসজিদ নির্মাণ

**প্রশ্ন :** মহিলাদের জন্য নামায পড়ার জন্য মসজিদের পাশে পৃথক মসজিদ তৈরি করা শরীয়তসম্মত কি?

**উত্তর :** যে বা যারা মহিলাদের পৃথক মসজিদের ব্যবস্থা করে মহিলাদেরকে ঘরে নামায পড়ে বেশি সাওয়াব থেকে বঞ্চিত করছে তারা গোনাহের কাজে সাহায্যকারী বলে বিবেচিত হবে। তাই মুসলমানদের জন্য এসব কাজ বর্জনীয়। (১৭/৮৭৭/৭৩৬০)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ١ / ٢١٩ (٨٦٩) : عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل» قلت لعمرة: أومنعن؟ قالت: نعم -

📖 سنن أبى داود (دار الحديث) ١ / ٢٧٥ (٥٧٠) : عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها».

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد) ۵/ ۱۰۹ : الجواب-قرون اولی میں اگرچہ عورتوں کو مساجد میں آنے کی اجازت تھی، لیکن اس دور میں فتنہ وفساد کے عموم کی وجہ سے فقہاء نے انہیں مسجدوں میں جانے سے منع فرمایا ہے کیونکہ عورتوں کی مساجد میں حاضری کے اتنے فوائد نہیں جتنے نقصانات یقینی ہوتے ہیں، لہذا فساد زمانہ کی وجہ سے عورتوں کا مسجد میں آنا مستحسن نہیں۔

## মসজিদ নির্মাণকালীন মহিলাদের জন্য সুব্যবস্থা রাখা

**প্রশ্ন :** মসজিদ নির্মাণের সময় মহিলাদের নামাযের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা জায়েয আছে কি না?

**উত্তর :** পুরুষদের জামাতে নামায পড়ার জন্য মসজিদ তৈরি করা হয়। মহিলাদের যেহেতু জামাতই নেই, তাই তাদের জন্য মসজিদে পৃথক ব্যবস্থা রাখার প্রশ্নই আসে না। তদুপরি মহিলাদের জন্য মসজিদ অপেক্ষা ঘরে নামায পড়াতে সাওয়াব বেশি বলে হাদীস শরীফে উল্লেখ রয়েছে। বর্তমান যুগে মহিলাদের ঘর হতে বের হয়ে মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করলে সাওয়াবের পরিবর্তে গোনাহ হবে। এমতাবস্থায় মসজিদ কর্তৃপক্ষের মসজিদে মহিলাদের জন্য নামাযের ব্যবস্থা করা গোনাহের কাজে সহযোগিতা করার নামান্তর বিধায় এর অনুমতি দেওয়া যায় না। (১০/৮৫৩)

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ١ /٦٢٧- ٦٢٨ : (قوله ولا يحضرن الجماعات) لقوله تعالى {وقرن في بيوتكن} وقال - صلى الله عليه وسلم - «صلاتها في قعر بيتها أفضل من صلاتها في صحن دارها وصلاتها في صحن دارها أفضل من صلاتها في مسجدها وبيوتهن خير لهن» ولأنه لا يؤمن الفتنة من خروجهن أطلقه فشمل الشابة والعجوز والصلاة النهارية والليلية قال المصنف في الكافي والفتوى اليوم على الكراهة في الصلاة كلها لظهور الفساد.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ / ٥٦٦ : (ويكره حضورهن الجماعة) ولو لجمعة وعيد ووعظ (مطلقا) ولو عجوزا ليلا (على المذهب) المفتى به لفساد الزمان.

📖 رد المحتار (سعيد) ١ / ٥٦٦ : (قوله ولو عجوزا ليلا) بيان للإطلاق: أي شابة أو عجوزا نهارا أو ليلا (قوله على المذهب المفتى به) أي مذهب المتأخرين.

Scanned by CamScanner

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۳ / ۲۸۳ : سوال– عورتوں کو جمعہ یا عیدین یا جماعت پانچ وقتی نماز باجماعت مسجد کے اندر مرد امام کے پیچھے مسجد کے اوپر یا کہیں پردے کے اندر یا مدرسہ میں جو مسجد سے ملحق ہو اس میں ادا کرنا جائز ہے یا نہیں؟
الجواب- عورتوں کے لئے جماعت میں شریک ہونا مکروہ تحریمی ہے۔

## মেহ্‌রাবের নামকরণ

**প্রশ্ন :** মেহরাবকে মেহরাব বলে কেন নাম রাখা হলো? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে এর অস্তিত্ব ছিল কি না?

**উত্তর :** মেহরাবকে মেহরাব নামকরণ করার ব্যাপারে কয়েকটি মতামত পাওয়া যায়। সবচেয়ে বিশুদ্ধ মত হলো এই, মেহরাবের আভিধানিক অর্থ মজলিশের অগ্রভাগ। মেহরাব যেহেতু মসজিদের অগ্রভাগেই অবস্থিত, যা কিবলার দিকে দেয়ালের মধ্যখানে ইমামের দাঁড়ানোর স্থান নির্ধারণ করার জন্য নির্মাণ করা হয়। তাই মেহরাবকে মেহরাব বলে নামকরণ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে মেহরাবের অস্তিত্ব ছিল কি না–এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরামের ও ইতিহাসবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কারো কারো মতে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে বর্তমান যুগের ন্যায় মেহরাব ছিল না। বরং এজাতীয় মেহরাবের প্রচলন শুরু হয় হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহ.)-এর যুগে। তিনি যখন ওয়ালীদ ইবনে আব্দুল মালেক কর্তৃক মদীনার গভর্নর নিযুক্ত হয়ে মসজিদে নববীর পুনর্নির্মাণ করেছিলেন তখনই মেহরাবসহ মসজিদ নির্মাণ করেন। উল্লেখ্য, ইমাম কাতারের মাঝখানেই মুক্তাদিদের থেকে সামনে দাঁড়াবে, এটা শরীয়তের বিধান। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবাগণ তা-ই করেছেন। আর এভাবে দাঁড়াতে হলে বর্তমান যুগের মেহরাবের কিছুটা আকৃতি হয়ে যায়। তাই মেহরাবের অস্তিত্ব রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে ছিল বলা যায়। তবে প্রচলিত মেহরাবের ধরন-আকৃতি হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহ.)-এর যুগে শুরু হয়। এ কারণে কোনো ফকীহ এ মেহরাবকে বিদ'আত বলেননি এবং মসজিদের অংশে দাঁড়িয়ে মেহরাবে সিজদাসহ নামায পড়তে কেউ নিষেধ করেননি। ইবনে হুমাম (রহ.)-এর বক্তব্যে এটাই বোঝা যায়। সম্ভবত এ কারণেই হাদীস তাফসীর এবং ইতিহাসের মধ্যে এ নিয়ে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। (১৫/৪১৩/৬১০৮)

📖 المفردات فى غرائب القرآن (دار القلم) ص ۲۲٥ : ومحراب المسجد قيل: سمي بذلك لأنه موضع محاربة الشيطان والهوى، وقيل: سمي بذلك لكون حق الإنسان فيه أن يكون حريبا من أشغال الدنيا ومن

Scanned by CamScanner

توزع الخواطر، وقيل: الأصل فيه أن محراب البيت صدر المجلس، ثم اتخذت المساجد فسمي صدره به، وقيل: بل المحراب أصله في المسجد، وهو اسم خص به صدر المجلس، فسمي صدر البيت محرابا تشبيها بمحراب المسجد، وكأن هذا أصح، قال عز وجل: يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَتَماثِيلَ.

📖 وفاء الوفاء (دار الكتب العلمية) ١ / ٢٨٢ : أن المسجد الشريف لم يكن له محراب في عهده صلّى الله عليه وسلّم ولا في عهد الخلفاء بعده، وأن أول من أحدثه عمر بن عبد العزيز في عمارة الوليد.

📖 فتح القدير (حبيبيه) ١/ ٣٥٩ : (قوله في الطاق) أي المحراب، وفيه طريقان: كونه يصير ممتازا عنهم، وكي لا يشتبه على من عن يمينه ويساره حاله حتى إذا كان بجنبتي الطاق عمودان وراءهما فرجتان يطلع منها أهل الجهتين على حاله لا يكره، وإنما هذا بالعراق لأن محاريبهم مجوفة مطوقة، فمن اختار هذه الطريقة لا يكره عنده إذا لم يكن كذلك، ومن اختار الأولى يكره عنده مطلقا.

ولا يخفى أن امتياز الإمام مقرر مطلوب في الشرع في حق المكان حتى كان التقدم واجبا عليه، وغاية ما هنا كونه في خصوص مكان، ولا أثر لذلك فإنه بني في المساجد المحاريب من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ، ولو لم تبن كانت السنة أن يتقدم في محاذاة ذلك المكان لأنه يحاذي وسط الصف وهو المطلوب، إذ قيامه في غير محاذاته مكروه، وغايته اتفاق الملتين في بعض الأحكام. ولا بدع فيه على أن أهل الكتاب إنما يخصون الإمام بالمكان المرتفع على ما قيل فلا تشبه.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٦٤٥ : (وقيام الإمام في المحراب لا سجوده فيه) وقدماه خارجة لأن العبرة للقدم (مطلقا) وإن لم يتشبه حال الإمام إن علل بالتشبه.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٦٤٥ : وحاصله أنه صرح محمد في الجامع الصغير بالكراهة ولم يفصل؛ فاختلف المشايخ في سببها، فقيل كونه يصير ممتازا عنهم في المكان لأن المحراب في معنى بيت آخر وذلك صنيع أهل الكتاب، واقتصر عليه في الهداية واختاره الإمام السرخسي وقال إنه الأوجه.

Scanned by CamScanner

## মেহরাব ও তার মধ্যে ইমামের দাঁড়ানোর হুকুম

**প্রশ্ন :** মসজিদের মেহরাব মসজিদের অন্তর্ভুক্ত কি না? যদি অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে কিতাবে যে আছে ইমাম সাহেব যদি মেহরাবের ভেতর গিয়ে নামাযের ইমামতি করেন তাহলে নামায মাকরূহ হয়, এর কারণ কী?

**উত্তর :** মসজিদের মেহরাব মসজিদের অন্তর্ভুক্ত। তবে মেহরাবের নির্মাণের লক্ষ্য হচ্ছে কিবলার দিক চিহ্নিত করা ও ইমামের অবস্থান ঠিক মাঝে হওয়ার সুব্যবস্থা করা। ইমাম মেহরাবের ভেতরে দাঁড়িয়ে নামায পড়ার জন্য নয়। ইমাম দাঁড়ানোর আসল নিয়ম হলো, মেহরাব বরাবর এমনভাবে দাঁড়ানো, যাতে তার দাঁড়ানোর অবস্থান মুসল্লিদের নিকট অস্পষ্ট অদৃশ্য না হয় এবং তার উঠাবসা সবার দৃষ্টিতে পড়ে। এ কারণেই শরীয়তের দৃষ্টিতে বিশেষ কোনো কারণ ছাড়া মেহরাবের ভেতর ইমাম সাহেব দাঁড়ানোকে অপছন্দনীয় অর্থাৎ মাকরূহে তানযীহী বলা হয়েছে। কিন্তু মসজিদ সংকীর্ণ হলে প্রয়োজনে মেহরাবের ভেতরে দাঁড়ানোরও অবকাশ আছে। (১৭/১৭৩/৬৯৭৬)

📖 فتح القدير (حبيبيه) ١/ ٣٥٩ : (قوله في الطاق) أي المحراب، وفيه طريقان: كونه يصير ممتازا عنهم، وكي لا يشتبه على من عن يمينه ويساره حاله حتى إذا كان بجنبتي الطاق عمودان وراءهما فرجتان يطلع منها أهل الجهتين على حاله لا يكره، وإنما هذا بالعراق لأن محاريبهم مجوفة مطوقة، فمن اختار هذه الطريقة لا يكره عنده إذا لم يكن كذلك، ومن اختار الأولى يكره عنده مطلقا.

ولا يخفى أن امتياز الإمام مقرر مطلوب في الشرع في حق المكان حتى كان التقدم واجبا عليه، وغاية ما هنا كونه في خصوص مكان، ولا أثر لذلك فإنه بني في المساجد المحاريب من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ، ولو لم تبن كانت السنة أن يتقدم في محاذاة ذلك المكان لأنه يحاذي وسط الصف وهو المطلوب، إذ قيامه في غير محاذاته مكروه، وغايته اتفاق الملتين في بعض الأحكام. ولا بدع فيه على أن أهل الكتاب إنما يخصون الإمام بالمكان المرتفع على ما قيل فلا تشبه.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ١/ ٦٤٥ : (وقيام الإمام في المحراب لا سجوده فيه) وقدماه خارجة لأن العبرة للقدم (مطلقا) وإن لم يتشبه حال الإمام إن علل بالتشبه.

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١/ ٦٤٥ : وحاصله أنه صرح محمد في الجامع الصغير بالكراهة ولم يفصل؛ فاختلف المشايخ في سببها، فقيل كونه يصير ممتازا عنهم في المكان لأن المحراب في معنى بيت آخر وذلك صنيع أهل الكتاب، واقتصر عليه في الهداية واختاره الإمام السرخسي وقال إنه الأوجه.

## মেহরাব মসজিদের অন্তর্ভুক্ত, সেখানে অবস্থান করলে ই'তিকাফ নষ্ট হয় না

**প্রশ্ন :** আমাদের দেশে মসজিদের যে মেহরাব নির্মাণ করা হয় তা মসজিদের অন্তর্ভুক্ত কি না? অর্থাৎ মসজিদ ও মেহরাবের হুকুম এক কি না? অনেকে বলেন, মেহরাব মসজিদের অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রশ্ন হলো, যদি কোনো ব্যক্তি ই'তিকাফের সময় মেহরাবে দীর্ঘ সময় অবস্থান করে তাহলে তার ই'তিকাফের কী হুকুম হবে? আমরা জানি, জামাতের সময় ইমাম সাহেব যদি মেহরাবের একদম ভেতরে দাঁড়ান তাহলে নামায মাকরূহ হয়, এর কারণ কী? মেহরাব মসজিদের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া, নাকি অন্য কিছু?

**উত্তর :** আমাদের দেশে মসজিদ নির্মাণকালে মেহরাবকে মসজিদেরই অংশ মনে করে নির্মাণ করা হয় বিধায় মেহরাব মসজিদেরই অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং ই'তিকাফের সময় ই'তিকাফকারী মেহরাবে অবস্থান করতে কোনো আপত্তি নেই। ইমাম সাহেব মেহরাবের ভেতর দাঁড়িয়ে নামায পড়ালেও নামায হয়ে যায়। তবে ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন কারণে ইমামকে সম্পূর্ণ মেহরাবের ভেতর দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন, মেহরাব মসজিদের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার ধারণায় নয়। (৮/১৬৪)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٦٤٥ : (وقيام الإمام في المحراب لا سجوده فيه) وقدماه خارجة لأن العبرة للقدم (مطلقا) وإن لم يتشبه حال الإمام إن علل بالتشبه.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٦٤٥ : وحاصله أنه صرح محمد في الجامع الصغير بالكراهة ولم يفصل؛ فاختلف المشايخ في سببها، فقيل كونه يصير ممتازا عنهم في المكان لأن المحراب في معنى بيت آخر وذلك صنيع أهل الكتاب، واقتصر عليه في الهداية واختاره الإمام السرخسي وقال إنه الأوجه.

📖 فيه أيضا ١ / ٥٦٨ : مطلب في كراهة قيام الإمام في غير المحراب.

Scanned by CamScanner

[تنبيه] يفهم من قوله أو إلى سارية كراهة قيام الإمام في غير المحراب، ويؤيده قوله قبله السنة أن يقوم في المحراب، وكذا قوله في موضع آخر: السنة أن يقوم الإمام إزاء وسط الصف، ألا ترى أن المحاريب ما نصبت إلا وسط المساجد وهي قد عينت لمقام الإمام اهـ والظاهر أن هذا في الإمام الراتب لجماعة كثيرة لئلا يلزم عدم قيامه في الوسط، فلو لم يلزم ذلك لا يكره تأمل.

## মেহরাব মসজিদের অংশ

**প্রশ্ন :** আমরা জানি, মসজিদের মধ্যে যে মেহরাব ও মিম্বর থাকে তা মসজিদেরই অংশ। কিন্তু আমাদের এখানকার মুফতী সাহেব বলেন যে যদি ওয়াক্‌ফকারী মেহরাবকেও মসজিদের নামে ওয়াক্‌ফ করে, তাহলে তা মসজিদের অংশ। অন্যথায় নয়। এখন আমার প্রশ্ন, মেহরাব বাস্তবে মসজিদের মধ্যে দাখেল কি না? এবং এ ক্ষেত্রে ওয়াক্‌ফকারীর নিয়্যাতের কোনো গ্রহণযোগ্যতা আছে কি না? দলিলসহ জানতে চাই।

**উত্তর :** মেহরাব যেহেতু মসজিদেরই অংশবিশেষ, তাই ওয়াক্‌ফকারীর ভিন্নভাবে নিয়্যাত ছাড়াই তা মসজিদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (১১/৭২১/৩৭০৫)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٢١ : داخل المحراب له حكم المسجد كذا في الغرائب.

📖 امداد الفتاوى (زكريا) ١ /٤٢١ : سوال- محراب داخل مسجد ہے یا نہیں؟ اگر فقط محراب ہی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھائی جاوے صحیح ہو گی یا نہیں، بہر صورت صحت کیا ہے؟

جواب- فى الدر المختار باب مايفسد الصلاة وما يكره فيها (وقيام الإمام في المحراب لا سجوده فيه) وقدماه خارجة الخ اس سے ثابت ہوا کہ محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھانا مکروہ ہے گو محراب داخل مسجد ہے۔

## মেহরাব মসজিদের মধ্য ভাগে হবে

**প্রশ্ন :** দক্ষিণ বাড্ডা জামে মসজিদের সংস্কার ও সম্প্রসারণ করার ফলে মেহরাব নিয়ে সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো :

Scanned by CamScanner

প্রথমে মূল মসজিদ ৫০ ফুট প্রস্থ করে মেহরাব মধ্যস্থলে স্থাপিত করা হয়েছে। কিন্তু অতি সম্প্রতি উত্তর দিকে ২১ ফুট যার পশ্চিম অংশে কোনাকাটা এবং দক্ষিণ অংশে ১৯ ফুট সম্প্রসারণ করায় নিম্নরূপ ধারণ করেছে।

১. পূর্বে মূল মসজিদ উত্তর-দক্ষিণে প্রস্থ ছিল ৫০ ফুট।
২. বর্তমানে ডান অংশে ২১ ফুট বেড়েছে।
৩. বাম পাশে ১৯ ফুট বেড়েছে।

ফলে প্রথম কাতারে ৭২ ফুট প্রস্থ, দ্বিতীয় কাতার ৭৭ ফুট, তৃতীয় কাতার ৮৩ ফুট, চতুর্থ কাতার পর্যন্ত মোট ১৩ কাতার ৯০ ফুট। বর্তমান মসজিদের মেহরাব যে স্থানে রয়েছে ১৩ কাতার হিসাবে মধ্যস্থলে রয়েছে। কিন্তু প্রথম কাতারের ডান পাশে ১৭ ফুট কম এবং পর্যায়ক্রমে ডান পাশে বর্ধিত হয়ে চতুর্থ কাতারের উভয় পাশে মুসল্লির সংখ্যা সমান সমান হয়। উপরোক্ত বর্ণনার প্রেক্ষিতে মসজিদের বর্তমান স্থাপিত মেহরাব পরিবর্তন করতে হলে কোন ভিত্তিতে স্থান নির্ধারণ করতে হবে এবং প্রথম ১-২ কাতার ডান পাশে মুসল্লি কম হলে নামায শুদ্ধ হবে কি না?

**উত্তর :** মসজিদ যখন যেরূপ হবে তারই ঠিক মধ্যখানে মেহরাব হবে, নচেৎ নামায মাকরূহ হবে। প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় মেহরাব সরানোর দ্বারা মেহরাব প্রথম কাতারের মধ্যখানে হলেও দ্বিতীয় ও তৃতীয় কাতারের জন্য মেহরাব মধ্যখানে হবে না। পরের ১৪ কাতারের জন্যও হবে না, তাই মেহরাব তার পূর্বের জায়গায় বহাল রেখে সম্ভব হলে মুসল্লি কম হলে ইমাম সাহেব চতুর্থ কাতারের মধ্যখানে দাঁড়াবেন, আর মুসল্লি বেশি হলে প্রয়োজনে মেহরাবে দাঁড়াবেন। (৬/৩৪৯/১২৩৬)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ١ / ٥٦٨ : مطلب في كراهة قيام الإمام في غير المحراب.

[تنبيه] يفهم من قوله أو إلى سارية كراهة قيام الإمام في غير المحراب، ويؤيده قوله قبله السنة أن يقوم في المحراب، وكذا قوله في موضع آخر: السنة أن يقوم الإمام إزاء وسط الصف، ألا ترى أن المحاريب ما نصبت إلا وسط المساجد وهي قد عينت لمقام الإمام اهـ والظاهر أن هذا في الإمام الراتب لجماعة كثيرة لئلا يلزم عدم قيامه في الوسط، فلو لم يلزم ذلك لا يكره تأمل.

📖 فيه أيضا ١ / ٦٤٦ : في معراج الدراية من باب الإمامة: الأصح ما روي عن أبي حنيفة أنه قال: أكره للإمام أن يقوم بين الساريتين أو زاوية أو ناحية المسجد أو إلى سارية لأنه بخلاف عمل الأمة. وفيه أيضا: السنة أن يقوم الإمام إزاء وسط الصف، ألا ترى أن المحاريب ما نصبت إلا وسط المساجد وهي قد عينت لمقام الإمام.

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۸ / ۱۵۱ : امام کو ایسے جگہ کھڑا ہونا چاہئے کہ اس کے شمال وجنوب میں حدود مسجد کے اندر اندر دونوں طرف نمازی برابر ہوں۔

## কাবা শরীফে মেহরাব না থাকার কারণ

**প্রশ্ন :** মসজিদের সামনে ইমামের দাঁড়ানোর মেহরাব কখন-কিভাবে চালু হয়? কাবাঘরে তো আমাদের দেশের মতো বর্ধিত মেহরাব নেই।

**উত্তর :** বর্তমান প্রচলিত মেহরাব সর্বপ্রথম ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রা.) ৯১ হিজরী মসজিদে নববীতে মেহরাব তৈরি করেন, যা ইতিপূর্বে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবায়ে কেরামের জমানায় ছিল না। যদিও ওই যুগে ইমাম কাতারের মাঝে বরাবর পড়ানোর নির্দিষ্ট ছিল। যা মেহরাবের মুখ্য উদ্দেশ্য। মূলত ইমামের দাঁড়ানোর স্থান নির্ণয় করার জন্য মেহরাব তৈরির প্রথাটি চালু হয়। এতে শরীয়তের দৃষ্টিতে আপত্তিকর কিছু নেই। আর বায়তুল্লাহর ভেতরে যেহেতু ফরয নামায জামাতের সহিত পড়া হয় না। তাই এমন স্থাপনা তৈরির প্রয়োজন পড়ে না। (১৯/৩১৪/৮১৫৬)

📖 الموسوعة الفقهية الكويتية ٣٦/ ١٩٥ : أول من اتخذ المحراب :

لم يكن للمسجد النبوي الشريف محراب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد الخلفاء بعده، وأول من اتخذ المحراب عمر بن عبد العزيز، أحدثه وهو عامل الوليد بن عبد الملك على المدينة المنورة عندما أسس مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هدمه وزاد فيه، وكان هدمه للمسجد سنة إحدى وتسعين للهجرة، وقيل سنة ثمان وثمانين وفرغ منه سنة إحدى وتسعين - وهو أشبه - وفيها حج الوليد .

ويعني بمحراب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصلاه وموقفه؛ لأن هذا المحراب المعروف لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم .

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٦٤٦ : والمحراب وإن كان من المسجد فصورته وهيئته اقتضت شبهة الاختلاف اهـ ملخصا.

قلت: أي لأن المحراب إنما بني علامة لمحل قيام الإمام ليكون قيامه وسط الصف كما هو السنة، لا لأن يقوم في داخله ... ... وفيه أيضا:

Scanned by CamScanner

السنة أن يقوم الإمام إزاء وسط الصف، ألا ترى أن المحاريب ما نصبت إلا وسط المساجد وهي قد عينت لمقام الإمام. اهـ

## একদিকে মসজিদ সম্প্রসারিত হলে ইমামকে মধ্য কাতারেই দাঁড়াতে হবে

**প্রশ্ন :** মসজিদে লোকের সংকুলান হচ্ছে না বিধায় মসজিদটি বাড়াতে হচ্ছে। এদিকে বাম দিকে জায়গা না থাকায় শুধু ডান দিকেই বাড়াতে হচ্ছে। এমতাবস্থায় ডান দিকের কাতারগুলো ইমামের বাম দিকের তুলনায় অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে এবং মসজিদকে দেখতে অসুন্দরও মনে হবে। তদুপরি শরীয়তের দৃষ্টিতে মেহরাব সরাতে হবে কি না? না সরালে মাকরূহ হবে কি না? অথবা কাতার সোজা করার ক্ষেত্রে যে মাসআলা রয়েছে তাতে কোনো সুন্নাতের খেলাফ হয়ে যায় কি না?

**উত্তর :** ইমাম সাহেবের জন্য মসজিদের সামনের কাতারের সমান মধ্যখানে দাঁড়ানো সুন্নাত, অন্যথায় মাকরূহ হবে। এ উদ্দেশ্যেই মসজিদের মাঝখানে মেহরাব স্থাপন করা হয়। প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় বর্ধিত অংশটি পুরাতন মসজিদের সাথে একাকার না করে মাঝখানের দেয়ালটি রেখে যদি ওই অংশটি বৃদ্ধি করা হয় তাহলে মেহরাব পূর্বের স্থান থেকে সরানোর প্রয়োজন হবে না। আর উভয়টি মিলিয়ে একাকার করা হলে মেহরাব সরাতে হবে, সরানো সম্ভব না হলে ইমামকে মেহরাবে না দাঁড়িয়ে কাতারের ঠিক মাঝখানে দাঁড়াতে হবে। (৬/১৬৫/১১৪৪)

📖 فتح القدير (حبيبيه) ١ / ٣٥٩ : (قوله في الطاق) أي المحراب، وفيه طريقان: كونه يصير ممتازا عنهم، وكي لا يشتبه على من عن يمينه ويساره حاله حتى إذا كان بجنبتي الطاق عمودان وراءهما فرجتان يطلع منها أهل الجهتين على حاله لا يكره، وإنما هذا بالعراق لأن محاريبهم مجوفة مطوقة، فمن اختار هذه الطريقة لا يكره عنده إذا لم يكن كذلك، ومن اختار الأولى يكره عنده مطلقا.

ولا يخفى أن امتياز الإمام مقرر مطلوب في الشرع في حق المكان حتى كان التقدم واجبا عليه، وغاية ما هنا كونه في خصوص مكان، ولا أثر لذلك فإنه بني في المساجد المحاريب من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ، ولو لم تبن كانت السنة أن يتقدم في محاذاة ذلك المكان لأنه يحاذي وسط الصف وهو المطلوب، إذ قيامه في غير محاذاته

Scanned by CamScanner

مكروه، وغايته اتفاق الملتين في بعض الأحكام. ولا بدع فيه على أن أهل الكتاب إنما يخصون الإمام بالمكان المرتفع على ما قيل فلا تشبه.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٥٦٨ : مطلب في كراهة قيام الإمام في غير المحراب.

[تنبيه] يفهم من قوله أو إلى سارية كراهة قيام الإمام في غير المحراب، ويؤيده قوله قبله السنة أن يقوم في المحراب، وكذا قوله في موضع آخر: السنة أن يقوم الإمام إزاء وسط الصف، ألا ترى أن المحاريب ما نصبت إلا وسط المساجد وهي قد عينت لمقام الإمام اهـ والظاهر أن هذا في الإمام الراتب لجماعة كثيرة لئلا يلزم عدم قيامه في الوسط، فلو لم يلزم ذلك لا يكره تأمل.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبہ دار العلوم) ٣ / ٣٦٠ : سنت امام کیلئے محراب میں اور وسط قوم کھڑا ہونا ہے لہذا اگر باہر فرش صحن میں کھڑا ہو تب بھی محاذ محراب کے کھڑا ہو باقی نماز ہر طرح ہو جاتی ہے لیکن سنت وہی ہے جو مذکور ہوا۔

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ١ / ٤٣٠ : ردالمحتار میں اول معراج سے السنة ان يقوم فی المحراب اور اس کی علت یہ بیان فرمائی ہے ليعتدل الطرفان اس کے بعد امام صاحب کا قول نقل کیا ہے، اكره ان يقوم بين الساريتين او فی زاوية او فی ناحية المسجد او الی سارية لأنه خلاف عمل الامة اور اس پر اس حدیث سے استدلال کیا ہے توسطوا الإمام، اس کے بعد اس کی تائید اس طرح کی ہے ألا ترى أن المحاريب ما نصبت إلا وسط المساجد وهی قد عينت لمقام الإمام اس سبب سے ظاہر ہے کہ مقصود محراب نہیں بلکہ توسط امام ہے اور ترک محراب سے جبکہ ایک ناحیہ زاویہ میں ہو توسط کا ترک لازم آتا ہے یہی وجہ ہے کہ کراہت میں قیام بین الساریتین و قیام فی زاویة و قیام فی ناحیة کا ذکر کیا قیام فی الصحن کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ قیام فی الصحن مستلزم ترک توسط کو نہیں ہے چنانچہ اس کے بعد تصریح کردی والظاهر أن هذا فی الإمام الراتب لجماعة كثيرة لئلا يلزم عدم قيامه فی الوسط فلو لم يلزم ذلك لا يكره تأمل.

Scanned by CamScanner

## মিম্বরের স্থান কোথায় হবে

**প্রশ্ন :** আমাদের দেশে দেখা যায়, কোনো মসজিদে মিম্বর মেহরাবের ভেতরে থাকে এবং কোনো মসজিদে মেহরাবের বাইরে থাকে। প্রশ্ন হলো, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সময়ে মিম্বর কোথায় ছিল? এবং মিম্বর কোথায় স্থাপন করা সুন্নাত?

**উত্তর :** নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে মসজিদে বর্তমান যুগের ন্যায় মেহরাব ছিল না। তবে মিম্বর ইমাম সাহেবের ডান পাশে ছিল। তাই ফিকাহবিদদের মতানুযায়ী বর্তমান যুগে মিম্বর মেহরাবের ভেতরে ও বাইরে উভয় অবস্থায় থাকতে পারে। তবে সর্বাবস্থায় মিম্বর ইমামের ডান পাশে হওয়া সুন্নাত। (১১/৫৬৪/৩৬১৬)

📖 إرشاد الساري (المطبعة الكبرى) ٢/ ١٧٩ : وأن يكون المنبر على يمين المحراب، والمراد به يمين مصلّي الإمام قال الرافعي، رحمه الله: هكذا وضع منبره -صلى الله عليه وسلم-.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٣٧٠ : ومن السنة أن يخطب عليه اقتداء به-صلى الله عليه وسلم- بحر وأن يكون على يسار المحراب قهستاني.

## মিম্বরের রূপরেখা ও ধাপের সংখ্যা

**প্রশ্ন :** আমাদের মহল্লার মসজিদ বিগত দিনে কাঠের ছিল। আল্লাহর ইচ্ছায় বর্তমানে বিল্ডিং হতে যাচ্ছে, সকলের ইচ্ছা যে মসজিদের মিম্বর সুন্দর হোক। তাই মাননীয় মুফতী সাহেবের কাছে প্রশ্ন হলো, মসজিদের মিম্বরসংক্রান্ত ইসলামের বিধান কী? এবং কত সিঁড়িবিশিষ্ট হতে পারবে? ইতিহাসের আলোকে সূত্র এবং প্রমাণসহ জানালে কৃতজ্ঞ হব।

**উত্তর :** মিম্বরে খুতবা দেওয়া সুন্নাত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আমলে মিম্বর তিন সিঁড়িবিশিষ্ট ছিল। পরবর্তীতে হযরত মুআবিয়া (রা.)-এর যুগে আরো কিছু ধাপ এর সাথে যোগ করা হয়েছিল বিধায় তিন ধাপবিশিষ্ট সিঁড়ি দিয়ে মিম্বর তৈরি করা উত্তম। এর কমবেশি হওয়াও বৈধ। (১১/১৭৪/৩৪৬৪)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ١/ ٤٦٦ (١٠٨١) : عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدن قال له تميم الداري: ألا أتخذ لك منبرا يا رسول الله، يجمع - أو يحمل - عظامك؟ قال: «بلى»، فاتخذ له منبرا مرقاتين -

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ١٦١ : (قوله المنبر) بكسر الميم من النبر وهو الارتفاع. ومن السنة أن يخطب عليه اقتداء به - صلى الله عليه وسلم - بحر وأن يكون على يسار المحراب قهستاني، ومنبره - صلى الله عليه وسلم - كان ثلاث درج غير المسماة بالمستراح.

📖 عمدة القاري (دار إحياء التراث) ٦/ ٢١٥ : ثم إعلم أن المنبر لم يزل على حاله ثلاث درجات حتى زاده مروان في خلافة معاوية ست درجات من أسفله -

## মিম্বরের ধাপ দাঁড়ানোর ধাপ, উঁচু স্থান মিম্বর নয়

**প্রশ্ন :** আমাদের দেশে কিছু মসজিদ আছে যার মিম্বর তিন, চার বা পাঁচ সিঁড়িবিশিষ্ট, কোনো মসজিদে শুধু উঁচু জায়গা আছে। আমার প্রশ্ন হলো, মিম্বর কত সিঁড়ি হওয়া সুন্নাত। নাকি শুধু উঁচু জায়গা হলেই হবে? যদি সিঁড়িবিশিষ্ট হয় তাহলে কোন সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে খুতবা পাঠ করবে?

**উত্তর :** মসজিদের মিম্বর তিন ধাপবিশিষ্ট হওয়া সুন্নাত। তবে এর চেয়ে অধিক হলেও কোনো অসুবিধা নেই। মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবা দেওয়া সুন্নাত। মিম্বরের যেকোনো ধাপে দাঁড়িয়ে খুতবা দিলে মিম্বরের সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। কোনো নির্ধারিত ধাপের বাধ্যবাধকতা নেই। মিম্বর না থাকলে কোনো উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে খুতবা দেওয়ার অনুমতি থাকলেও তার দ্বারা মিম্বরের সুন্নাত আদায় হবে না। (১২/২০৭/৩৮৮৩)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ١/ ٤٦٦ (١٠٨١) : عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدن قال له تميم الداري: ألا أتخذ لك منبرا يا رسول الله، يجمع - أو يحمل - عظامك؟ قال: «بلى»، فاتخذ له منبرا مرقاتين -

📖 عمدة القاري (دار إحياء التراث) ٦/ ٢١٥ : ثم إعلم أن المنبر لم يزل على حاله ثلاث درجات حتى زاده مروان في خلافة معاوية ست درجات من أسفله -

📖 وفاء الوفاء (دار الكتب العلمية) ٢/ ١١ : أن منبره صلّى الله عليه وسلّم كان درجتين غير المجلس ونقله ابن النجار عن الواقدي، لكن سبق في رواية الدارمي «هذه المراقي الثلاث أو الأربع» على الشك، وفي صحيح مسلم «هذه الثلاث درجات» من غير شك، وقال الكمال الدميري في شرح المنهاج: وكان صلّى الله عليه وسلّم منبره ثلاث درج

Scanned by CamScanner

غير الدرجة التي تسمى المستراح، ولعل مأخذه ظاهر ذلك مع حديث أن النبي صلّى الله عليه وسلّم رقي المنبر فلما رقي الدرجة الأولى قال: آمين، ثم رقي الدرجة الثانية فقال: آمين، ثم رقي الدرجة الثالثة فقال: آمين، فقالوا: يا رسول الله سمعناك قلت آمين ثلاث مرات، قال: لما رقيت الدرجة الأولى جاء جبريل عليه السلام فقال: شقي عبد أدرك رمضان فانسلخ عنه فلم يغفر له، قلت: آمين، ثم قال: شقي عبد ذكرت عنده فلم يصل عليك، قلت: آمين، ثم قال: شقي عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، فقلت: آمين، رواه يحي بن الحسن عن جابر، ورواه الحاكم عن كعب بن عجرة» وقال: صحيح الإسناد، ولفظه: قال قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: احضروا المنبر، فحضرنا، فلما رقي درجة قال: آمين، فلما ارتقى الدرجة الثانية قال: آمين، فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال: آمين، فلما نزل قلنا: يا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه، قال: إن جبريل عرض لي فقال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، قلت: آمين؛ فلما رقيت الثانية قال: بعد من ذكرت عنده فلم يصل عليك، فقلت: آمين، فلما رقيت الثالثة قال: بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، قلت: آمين، ويمكن حمله على أنه صلّى الله عليه وسلّم ارتقى حينئذ على المجلس وهي الدرجة الثالثة.

## মিম্বরের সিঁড়ি ও বসার সিঁড়ি নির্দিষ্ট নয়

**প্রশ্ন :** মিম্বরের সিড়ি তিনটি কেন হলো চারটিও তো হতে পারত এবং ইমামের আসন কেন মাঝের সিঁড়িতে হলো?

**উত্তর :** নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মিম্বার যেহেতু তিন ধাপবিশিষ্ট ছিল তাই উম্মত তাঁর অনুসরণার্থে তিন ধাপবিশিষ্ট মিম্বর তৈরি করে। তবে বেশি করতেও কোনো আপত্তি নেই। ইমাম আসন হিসেবে যেকোনো ধাপ ব্যবহার করতে পারবেন। কোনো নির্দিষ্ট ধাপের ব্যবহার বাধ্যতামূলক নয়। (৯/২৭৩)

📖 سنن ابن ماجه (دار إحياء الكتب) ١/ ٤٥٤ ( ١٤١٤) : عن الطفيل بن أبي بن كعب، عن أبيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى

Scanned by CamScanner

جذع إذ كان المسجد عريشا، وكان يخطب إلى ذلك الجذع، فقال رجل من أصحابه: هل لك أن نجعل لك شيئا تقوم عليه يوم الجمعة حتى يراك الناس وتسمعهم خطبتك؟ قال: «نعم» فصنع له ثلاث درجات، فهي التي أعلى المنبر، فلما وضع المنبر، وضعوه في موضعه الذي هو فيه،

📖 مصنف عبدالرزاق (المكتب الإسلامى) ٣ /١٨٢ (٥٢٤٤) : عن صالح، مولى التوأمة أن باقول، مولى العاص بن أمية «صنع للنبي صلى الله عليه وسلم منبره من طرفاء ثلاث درجات» فلما قدم معاوية المدينة زاد فيه فكسفت الشمس حينئذ -

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۵/ ۱۱۶ : اس میں شرعا کوئی تحدید نہیں ہے جونسے درجہ پر کھڑا ہو جاوے جائز ہے اور سنت صعود علی المنبر ادا ہو جاوے گی۔

## মিম্বর কাঠের বা পাকাও হতে পারে

**প্রশ্ন :** মসজিদের মিম্বর পাকা করা যাবে, নাকি শুধু কাঠের তৈরি হতে হবে?

**উত্তর :** রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মিম্বর কাঠের ছিল। কেউ যদি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুসরণে কাঠের মিম্বর করে তা উত্তম হবে। পাকা করতেও শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো বাধা নেই। (১৭/৫৪৯/৭১৮২)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ١/ ٢٣٠ (٩١٧) : أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي، وقد امتروا في المنبر مم عوده، فسألوه عن ذلك، فقال: والله إني لأعرف مما هو، ولقد رأيته أول يوم وضع، وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة - امرأة من الأنصار قد سماها سهل - «مري غلامك النجار، أن يعمل لي أعوادا، أجلس عليهن إذا كلمت الناس» فأمرته فعملها من طرفاء الغابة، ثم جاء بها، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بها فوضعت ها هنا، ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقرى، فسجد في أصل المنبر ثم عاد، فلما فرغ أقبل على الناس، فقال: «أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي» -

Scanned by CamScanner

## মিম্বর কোথায় স্থাপিত হবে

**প্রশ্ন :** মসজিদের মিম্বর মসজিদের বাইরে অর্থাৎ মেহরাবে না মসজিদের ভেতরে থাকবে?

**উত্তর :** মসজিদের মিম্বর মেহরাবের ডান পাশে এমনভাবে রাখা সুন্নাত, যাতে খতিব সাহেব সমস্ত মুসল্লির সামনে দৃষ্টিগোচর হন। (৮/৬৪৩)

📖 عمدة القاري (دار إحياء التراث) ٦/ ٢١٦ : ويستحب أن يكون المنبر على يمين المحراب مستقبل القبلة.

📖 إرشاد الساري (المطبعة الكبرى) ٢/ ١٧٩ : وأن يكون المنبر على يمين المحراب، والمراد به يمين مصلّى الإمام قال الرافعي، رحمه الله: هكذا وضع منبره -صلى الله عليه وسلم-.

## স্থায়ী মিম্বর স্থাপনের স্থান

**প্রশ্ন :** মসজিদের ভেতর যদি স্থায়ী মিম্বর বানাতে হয়, তাহলে কোন জায়গায় বানাতে হবে? মেহরাবের ভেতর না বাইরে। মেহরাবের বাইরে বানালে মিম্বরের ওপর সিজদা করতে হয়, যার উচ্চতা আধ হাত বা কিছু বেশি। আর যদি মিম্বর বাদ দিয়ে দাঁড়ানো হয় তাহলে তিনজন লোক দাঁড়াতে পারে—এ পরিমাণ জায়গা খালি রাখতে হয় অথবা মিম্বর বরাবর পেছনে সরে দাঁড়ালে মসজিদের শেষ কাতার পর্যন্ত লোক পেছনে সরে দাঁড়াতে হয়, ফলে কাতার বাঁকা হয়।

**উত্তর :** মেহরাবের ভেতরে হোক বা বাইরে হোক তার ডান পাশে মিম্বর নির্মাণ করা সুন্নাত। তবে মেহরাবের ভেতর নির্মাণ করলে এমনভাবে করবে, যাতে করে খুতবাকালীন ডান-বামের মুসল্লিগণ ইমাম সাহেবকে দেখতে পায়। এতে যদি মিম্বরের কিছু অংশ প্রথম কাতারে এসে যায় এবং মুসল্লিগণ কাতার সোজা রাখতে গিয়ে ওই স্থানে সিজদা করে এবং মিম্বরের উচ্চতা আধ হাতের বেশি না হয়, তাহলে নামাযের কোনো অসুবিধা হবে না। তবে বর্তমানে অনেক মসজিদে এভাবে মিম্বর নির্মাণ করা হয়, যাতে কাতারেরও কোনো অসুবিধা হয় না এবং মিম্বরের ওপরও সিজদা করতে হয় না। তাই ওইরূপ মিম্বর দেখে মিম্বর নির্মাণ করাই হবে শ্রেয়। (৬/৮৫/১০৮৫)

Scanned by CamScanner

📖 إرشاد الساري (المطبعة الكبرى) ٢/ ١٧٩ : وأن يكون المنبر على يمين المحراب، والمراد به يمين مصلّى الإمام قال الرافعي، رحمه الله: هكذا وضع منبره -صلى الله عليه وسلم-.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/ ٥٠٣ : (ولو كان موضع سجوده أرفع من موضع القدمين بمقدار لبنتين منصوبتين جاز) سجوده (وإن أكثر لا) إلا لزحمة كما مر، والمراد لبنة بخارى، وهي ربع ذراع عرض ستة أصابع، فمقدار ارتفاعهما نصف ذراع ثنتا عشرة أصبعا، ذكره الحلبي -

## মিম্বর কে ব্যবহার করতে পারবে?

**প্রশ্ন :** আমাদের এলাকার মসজিদে মাঝে মাঝে তাবলীগ জামাত বা কোনো বড় আলেম-উলামা এলে তাঁরা এলাকার মুসল্লিদের উদ্দেশে কিছু দ্বীনি কথাবার্তা বলে থাকেন। কথাবার্তা বলার সময় তাঁরা মিম্বর ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু মসজিদের ইমাম ও খতীব সাহেব বলেন যে ইমামের অনুমতি ব্যতীত কোনো লোকের জন্য মিম্বর ব্যবহার করা জায়েয নেই। জানার বিষয় হলো, উক্ত কথা সঠিক কি না? এবং মিম্বর ব্যবহার কার জন্য জায়েয আর কার জন্য নিষেধ? এবং তা ব্যবহারে কারো অনুমতির প্রয়োজন আছে কি না?

**উত্তর :** শরয়ী দৃষ্টিকোণে মসজিদের মিম্বর শুধুমাত্র খুতবা পাঠের জন্য নির্ধারিত নয়, বরং খুতবার পাশাপাশি ওয়াজ, নসীহত, তা'লীম, তাফসীরের জন্যও বটে। সুতরাং শরীয়তের দৃষ্টিতে এসব কাজে মিম্বর ব্যবহার করার অনুমতি আছে এবং মিম্বর ব্যবহার করতে ইমাম সাহেবের অনুমতির প্রয়োজন নেই। তবে জুমু'আর দিনে খতীবের জন্য ওয়াজ করা কালীন মিম্বর ব্যবহার না করা সমীচীন। যাতে খুতবা ও ওয়াজের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান থাকে। (১৩/৪৫/৫১৬১)

📖 المستدرك على الصحيحين (دار الكتب العلمية) ١ / ١٩٠ (٣٦٧) : عن عاصم بن محمد بن زيد، عن أبيه، قال: كان أبو هريرة يقوم يوم الجمعة إلى جانب المنبر فيطرح أعقاب نعليه في ذراعيه ثم يقبض على رمانة المنبر، يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، قال محمد صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ثم يقول في بعض ذلك: «ويل للعرب

Scanned by CamScanner

من شر قد اقترب» فإذا سمع حركة باب المقصورة بخروج الإمام جلس.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٦/ ٤٢١ : التذكير على المنابر للوعظ والاتعاظ سنة الأنبياء والمرسلين.

📖 حاشية الطحطاوى على الدر (رشيديه) ٤/ ٢١٠ : (التذكير على المنابر) أى ولو فى غير يوم الجمعة (قوله للوعظ) لغيره والاتعاظ لنفسه.

## মেহরাবে কাবা শরীফ মিনার ও কালেমা শরীফ অংকিত টাইলস ব্যবহার করা

**প্রশ্ন :** আমাদের দেশে প্রায় মসজিদে মিম্বরে, মেহরাবে, ওপরে অথবা দুই পাশে হারামাঈনের মসজিদের মিনারের ছবি, কালেমা শরীফ ইত্যাদি, টাইলসের মাধ্যমে বা অংকনের মাধ্যমে প্রদর্শন করা হয় এ ব্যাপারে ইসলামী শরীয়তের নির্দেশনা কী?

**উত্তর :** প্রশ্নে বর্ণিত জিনিসগুলো যদি এমনভাবে প্রদর্শন করা হয় যে নামাযী ব্যক্তির দৃষ্টি সেগুলোর দিকে পড়ে, তাহলে নামায মাকরূহ হবে। (১৭/৫৪৯/৭১৮২)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦٥٨/١ : (ولا بأس بنقشه خلا محرابه) فإنه يكره لأنه يلهي المصلي. ويكره التكلف بدقائق النقوش ونحوها خصوصا في جدار القبلة قاله الحلبي. وفي حظر المجتبى: وقيل يكره في المحراب دون السقف والمؤخر انتهى. وظاهره أن المراد بالمحراب جدار القبلة فليحفظ (بجص وماء ذهب) لو (بماله) الحلال (لا من مال الوقف) فإنه حرام (وضمن متوليه لو فعل) النقش أو البياض إلا إذا خيف طمع الظلمة فلا بأس به كافي، وإلا إذا كان لإحكام البناء أو الواقف فعل مثله لقولهم: إنه يعمر الوقف كما كان، وتمامه في البحر.

📖 احسن الفتاوى (سعید) ٦/ ٤٥٩ : مسجد کی بیرونی دیواروں پر نقش ونگار جائز ہے، اندر کے حصے میں محراب اور قبلہ کی دیوار پر نقش ونگار مکروہ ہے اور دائیں بائیں کی دیواروں کے متعلق بھی ایک قول کراہت کا ہے بہر کیف اندر کے حصے میں عقبی حصے پر اور چھت پر نقش ونگار درست ہے سامنے کی دیوار اور دائیں بائیں کی دیواروں پر بھی اگر اس قدر اوپر کر کے نقش ونگار کیا جائے کہ نمازی کے نظر وہاں نہ پڑے تو جائز ہے۔

Scanned by CamScanner

## সতর্কতামূলক ও নসিহতমূলক বাক্য মসজিদের দেয়ালে লেখা

**প্রশ্ন :** মসজিদের ভেতরের দেয়ালে জুতা সাবধানে রাখুন, মসজিদের ভেতরে অপ্রয়োজনীয় কথা বলা নিষেধ ইত্যাদি লেখা জায়েয হবে কি না?

**উত্তর :** মসজিদের সামনের দেয়াল বিশেষ করে মেহরাবে যেকোনো ধরনের লেখা মুসল্লিদের নামাযে ব্যাঘাত ঘটানোর কারণে মাকরূহ। তবে ডানে ওপরে প্রয়োজনীয় লেখা থাকতে কোনো অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, যেসব লেখার সাথে মসজিদ বা নামাযের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই তা আদাবে মসজিদের পরিপন্থী হওয়ায় নিষেধ। বিশেষ করে এ ধরনের লেখা সামনের দেয়াল বা মেহরাবে লেখা একেবারেই অনুচিত। (৮/৯৩৫)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ١ / ٦٦٣ : (قوله ولا ينبغي الكتابة على جدرانه) أي خوفا من أن تسقط وتوطأ بحر عن النهاية.

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ١ / ٦٥٨ : (ولا بأس بنقشه خلا محرابه) فإنه يكره لأنه يلهي المصلي. ويكره التكلف بدقائق النقوش ونحوها خصوصا في جدار القبلة قاله الحلبي. وفي حظر المجتبى: وقيل يكره في المحراب دون السقف والمؤخر انتهى.

📖 فتاوی دار العلوم دیوبند ١٤ / ٢٠١ : سوال—مسجد میں کوئی کتبہ یا تاریخ وغیرہ کندہ کرا کے لگانے میں کچھ حرج تو نہیں ہے؟ کتبہ وسیع لفظ ہے کس کس امر کی اجازت ہے؟
جواب—کتبہ جس میں قرآن پاک وحدیث نہ ہو اس کا ونیز تاریخ وغیرہ کا کندہ کر دینا جائز ہے، اور جس میں آیت وغیرہ ہو اس کا کندہ کرانا جائز نہیں۔

## রওজা মুবারকের প্রতিচ্ছবি সামনে নিয়ে ইমামের নামায আদায়

**প্রশ্ন :** কোনো মসজিদে মেহরাবের সামনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর রওজা মুবারকের প্রতিকৃতি সংরক্ষিত করে ইমাম সাহেবের তা সামনে রেখে নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা শরীয়তের বিধান অনুযায়ী বৈধ কি না? উল্লিখিত অবস্থায় ইমাম সাহেবের পেছনে নামায সঠিকভাবে আদায় হবে, নাকি ত্রুটিযুক্তভাবে আদায় হবে?

**উত্তর :** সরাসরি কবরকে সামনে নিয়ে নামায পড়া মাকরূহ। কিন্তু কবরের প্রতিকৃতি সামনে থাকলে নামায মাকরূহ হবে না। তবে এ ধরনের প্রতিকৃতি তথা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর রওজা মুবারকের প্রতিকৃতি মসজিদের সামনের

Scanned by CamScanner

দেয়ালে মুসল্লিদের সরাসরি সামনে রাখা উচিত নয়। কেননা এতে নামাযীদের নামাযের একাগ্রতা বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এতদসত্ত্বেও প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় ইমাম সাহেবের পেছনে নামায সঠিকভাবে আদায় হবে। (১০/১৬৯/৩০৫১)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥ / ٣١٩ : وكره بعض مشايخنا النقوش على المحراب وحائط القبلة؛ لأن ذلك يشغل قلب المصلي.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۱ / ۲۹۰ : اگرچہ قبر کا سامنے ہونا مکروہ ہے لیکن قبر کا نقشہ سامنے ہونا کچھ حرج نہیں، کیونکہ نقشہ قبر کی کوئی فرستش نہیں کرتا۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۲ / ۲۵۹ : حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی تصویر مسجد میں لگانا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب- لگا سکتے ہیں، مگر سامنے نہ لگائیں جس سے نمازیوں کی نظر اس پر جائے۔

## প্রতিচ্ছবি দেখা যায় এমন টাইলস মসজিদের দেয়ালে লাগানো

**প্রশ্ন :** মসজিদের ওয়ালে টাইলস লাগানো জায়েয আছে কি না? প্রকাশ থাকে যে উক্ত টাইলসের সামনে দাঁড়ালে ছবি দেখা যায়, তবে স্পষ্ট নয়। যদি জায়েয হয় মাকরূহের সাথে কি না? যদি নাজায়েয হয় তাহলে যেসব মসজিদে না জেনে লাগিয়েছে তারা এখন কী করবে?

**উত্তর :** সাধারণত টাইলস মসজিদের মজবুত, টেকসই এবং বারবার রং করার প্রয়োজন না হওয়ার জন্য লাগানো হয়ে থাকে বিধায় নাজায়েয হওয়ার কোনো কারণ নেই। তবে মসজিদের পশ্চিম দেয়ালে ও মেহরাবে এ রকম টাইলস লাগানো উচিত নয়, যা দ্বারা নামাযীদের একাগ্রতা নষ্ট হয়। এ ধরনের টাইলস অজান্তে লাগানো হলে মুসল্লিরা ওই দিকে দৃষ্টি দিয়ে নামাযের একাগ্রতা নষ্ট না করে দৃষ্টি নিচের দিকে রেখে একাগ্রতার সাথে নামায আদায় করার চেষ্টা করবে। (৯/৮০৭)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦٥٨/١ : (ولا بأس بنقشه خلا محرابه) فإنه يكره لأنه يلهي المصلي. ويكره التكلف بدقائق النقوش ونحوها خصوصا في جدار القبلة قاله الحلبي. وفي حظر المجتبى: وقيل يكره في المحراب دون السقف والمؤخر انتهى. وظاهره أن المراد بالمحراب جدار القبلة فليحفظ (بجص وماء ذهب) لو (بماله) الحلال (لا من مال الوقف) فإنه حرام (وضمن متوليه لو فعل) النقش أو البياض إلا

Scanned by CamScanner

إذا خيف طمع الظلمة فلا بأس به كافي، وإلا إذا كان لإحكام البناء أو الواقف فعل مثله لقولهم: إنه يعمر الوقف كما كان، وتمامه في البحر.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥ / ٣١٩ : وكره بعض مشايخنا النقوش على المحراب وحائط القبلة؛ لأن ذلك يشغل قلب المصلي.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ٦/ ١٧٩ : ایسی مسجد میں نماز جائز ہے نمازی کو چاہئے کہ نظر نیچی رکھے تاکہ خشوع حاصل ہو اور دھیان نہ بٹنے پائے ورنہ اگر اس طرف توجہ کی اور خشوع نہ رہا تو نماز مکروہ ہوگی۔

## মসজিদে জিলাপি-বিস্কুট বিতরণ করা

**প্রশ্ন :** আমাদের এলাকায় জুমু'আর দিন মুসল্লিগণ জিলাপি, বিস্কুট ইত্যাদি নিয়ে আসে। অধিকাংশই মাতা-পিতার ঈসালে সাওয়াবের জন্য আবার কেউ কেউ রোগমুক্তির জন্যও নিয়ে আসে। খতীব সাহেব নামায শেষে মুসল্লিদের নিয়ে দীর্ঘ মুনাজাত করেন। জীবিত-মৃত সবার জন্য দু'আ করেন। দু'আ শেষে জিলাপি-বিস্কুট আমাদের জন্য খাওয়া বৈধ হবে কি না? এবং শবে বরাতে যে বিস্কুট বিতরণ করা হয় তা খাওয়া বৈধ হবে কি না?

**উত্তর :** জুমু'আর দিন মুসল্লিরা নামাযের জন্য মসজিদে গমন করে এবং ইমাম সাহেব নামাযান্তে সবার জন্য দু'আ করেন, তা খুবই প্রশংসনীয় কাজ। তবে জুমু'আর দিন মসজিদে জিলাপি, বিস্কুট, মিষ্টি ইত্যাদি বিতরণের প্রথা যেকোনো নিয়্যাতেই হোক না কেন, তা উচিত নয়। এ প্রথা ভবিষ্যতে ধীরে ধীরে বিদ'আতে পরিণত হওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকায় বর্জনীয়। এসব খানা থেকে বিরত থাকা উচিত। শবে বরাত ইবাদতের রাত; মিষ্টি-জিলাপি বিতরণ বা খাওয়ার রাত নয়। তাই এসব প্রথা বর্জন করে ইবাদতে মগ্ন থাকাই মুসলিম জাতির ঈমানী দায়িত্ব। (১৯/৩৭/৭৯৯৮)

📖 فتح القدير (مكتبہ حبيبيہ) ٢ / ١٠٢ : ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من اهل الميت لأنه شرع في السرور لا في الشرور وهي بدعة مستقبحة -

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ا/ ٥٩٥ : بہر حال ایصال ثواب کی جو صور تیں اوپر مذکور ہوئی ان میں سے لوگوں نے صرف اطعام یعنی دیگ چڑھا کر کھانا کھلانا ہی مقصود سمجھ رکھا ہے، جس میں کہ نمائش اور ریا اور دکھلاوے کا قوی احتمال ہے اگر ان حضرات کو یہ کہا جاوے کہ یہ رقم جو اس طرح کھانا پکا کر کھلانے میں صرف ہو گئی اس میں امیر اور غریب تھوڑا تھوڑا کھالیں گے اور کسی کا ایک وقت کا بھی گزارہ نہیں ہوگا بجائے اس طرح خرچ کرنے کے مستحقین کو

Scanned by CamScanner

بانٹ دو تاکہ ان کے مختلف ضروریات کا حل ہو جائے اور ان کا چند دن کا گذر اوقات ہو جائے تو ہر گز تیار نہیں ہوتے، حالانکہ اس صورت میں میت کو بوجہ زیادتی ثواب اور اجر کے زیادہ فائدہ ہے، فلھذا خیرات کی چند ضروری شرطیں بیان کی جاتی ہیں، تاکہ خیرات میں ثواب کافی ہو اور میت کو زیادہ سے زیادہ ثواب اور اجر مل سکے، (۱) خیرات جو بھی کی جائے اس میں یتیم کا مال نہ ہونا چاہئے، ورنہ کھانے اور کھلانے والا ہر دو گنہگار ہونگے جب ان کو گناہ ہوا تو میت کو کیا ثواب ملے گا۔

📖 کفایت المفتی (دارالاشاعت) ۱/ ۲۲۳ : الجواب-شب براءت یعنی شعبان کی پندرھویں رات ایک بابرکت رات ہے اس میں عبادت کرنا اولی افضل ہے مگر مروجہ نیاز اس کی مروجہ رسوم بے اصل اور بے ثبوت ہیں۔

## মসজিদের ভেতরে-বাইরে ও গেটে الله ، محمد، يا الله، يا محمد ইত্যাদি লেখার হুকুম

**প্রশ্ন :** মসজিদের ভেতরে বা বাইরের দেয়াল পোস্টার, ব্যানার, গেট ইত্যাদিতে الله এবং محمد নামদ্বয় বিভিন্নভাবে লিখতে দেখা যায়। যেমন–কোথাও الله এবং محمد নামের মাঝে দূরত্ব রেখে লেখেন محمد ----- الله কোথাও يا محمد - يا الله, কোথাও يا محمد আগে এবং পরে يا الله লেখেন এভাবে الله এবং محمد সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নাম লেখার হুকুম কী? এবং মসজিদের দেয়ালে কোরআনের আয়াত, সাহাবায়ে কেরামের নাম এবং বিজ্ঞপ্তি লেখার হুকুম কী?

**উত্তর :** মসজিদের ভেতরে বা বাইরের দেয়ালে ও গেটে আয়াত লিখন ব্যক্তিগত টাকা দিয়ে হলে বৈধ হবে, ওয়াক্‌ফকৃত টাকা বা সাধারণ দানের টাকা দিয়ে কাজগুলো করা বৈধ হবে না। তবে মসজিদের ভেতরে করতে হলে মসজিদের সামনের দেয়ালে কোনো রকমের অঙ্কন বা লেখালেখি না করাই উত্তম, এতে নামায মাকরূহ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তেমনিভাবে পোস্টার বা এজাতীয় জিনিস যা নিচে পড়ে অপদস্থ হওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে তাতে পবিত্র নাম, আয়াত বা এ ধরনের কিছু লেখা মাকরূহ।
আর আল্লাহ, মুহাম্মদ অথবা ইয়া আল্লাহ লেখা বৈধ, কিন্তু ইয়া মুহাম্মদ লেখা শরীয়তসম্মত নয়। (১৭/১৪৩/৬৯৬০)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ۱/ ٦٥٨ : (ولا بأس بنقشه خلا محرابه) فإنه يكره لأنه يلهي المصلي. ويكره التكلف بدقائق النقوش ونحوها

Scanned by CamScanner

خصوصا في جدار القبلة قاله الحلبي. وفي حظر المجتبى: وقيل يكره في المحراب دون السقف والمؤخر انتهى. وظاهره أن المراد بالمحراب جدار القبلة فليحفظ -

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٦٥٨ : مطلب: كلمة (لا بأس) دليل على أن المستحب غيره لأن البأس الشدة (قوله ولا بأس إلخ) في هذا التعبير كما قال شمس الأئمة: إشارة إلى أنه لا يؤجر، ويكفيه أن ينجو رأسا برأس. اهـ قال في النهاية لأن لفظ لا بأس دليل على أن المستحب غيره؛ لأن البأس الشدة اهـولهذا قال في حظر الهندية عن المضمرات: والصرف إلى الفقراء أفضل وعليه الفتوى اهـ وقيل يكره لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إن من أشراط الساعة أن تزين المساجد»، الحديث. وقيل يستحب لما فيه من تعظيم المسجد (قوله لأنه يلهي المصلي) أي فيخل بخشوعه من النظر إلى موضع سجوده ونحوه، وقد صرح في البدائع في مستحبات الصلاة أنه ينبغي الخشوع فيها، ويكون منتهى بصره إلى موضع سجوده إلخ وكذا صرح في الأشباه أن الخشوع في الصلاة مستحب. والظاهر من هذا أن الكراهة هنا تنزيهية فافهم -

📖 جامع الفتاوی (ربانی بکڈپو) ١/ ١٦٨ : شریعت میں ایسا کہیں نہیں ملتا کہ یہ الفاظ مساجد میں ضرور لکھا جائیں... ... اور یا اللہ یا محمد چونکہ عام طور پر اہل بدعت اپنی مساجد میں لکھتے ہیں اور لفظ یا سے اس کا اظہار مقصود ہوتا ہے کہ حق تعالی کی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی ہر جگہ موجود ہے، اور یہ عقیدہ محض باطل ہے، لہذا ان الفاظ کا لکھنا جائز نہیں، اگر کسی کو یہ عقیدہ نہ بھی ہو مگر جیسے شرک سے بچنا ضروری ہے، شائبۂ شرک سے بھی بچنا ضروری ہے۔

## মেহরাবের উভয় পাশে বিভিন্ন লেখা ও ছবি রাখার হুকুম

**প্রশ্ন :** মসজিদের মেহরাবের দুই পাশে ইমাম সাহেব যেখানে নামাযের জন্য দাঁড়ান এর ডান দিকে ও বাম দিকে, অর্থাৎ পশ্চিম দেয়ালে দুটি ছবি, যার ডান দিকে কাবা শরীফ, ইয়া আল্লাহসহ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম এবং বাম দিকে মদিনা শরীফ ও ইয়া মোহাম্মদ এবং বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম লেখা আছে। জানার বিষয় হলো, উক্ত লেখাগুলো শরীয়ত মোতাবেক কি না?

Scanned by CamScanner

**উত্তর :** মসজিদের মেহরাব এবং পশ্চিমের দেয়ালে কিছু লেখা বা যেকোনো জিনিসের ছবি টানানো অনুরূপ রং বা অন্য কিছুর দ্বারা দেয়ালে নকশা করা মাকরূহ তথা অনুচিত; শরীয়তে অনুমতি নেই। বিশেষত ইয়া মুহাম্মাদ লেখা, তা অর্থের দিক বিবেচনায় আকীদাগতভাবে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। (৭/১৭৪/১৫৭১)

📖 الدر المختار (سعيد) ١/ ٦٥٨ : (ولا بأس بنقشه خلا محرابه) فإنه يكره لأنه يلهي المصلي. ويكره التكلف بدقائق النقوش ونحوها خصوصا في جدار القبلة قاله الحلبي. وفي حظر المجتبى: وقيل يكره في المحراب دون السقف والمؤخر انتهى. وظاهره أن المراد بالمحراب جدار القبلة فليحفظ -

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٦٥٨ : مطلب: كلمة (لا بأس) دليل على أن المستحب غيره لأن البأس الشدة (قوله ولا بأس إلخ) في هذا التعبير كما قال شمس الأئمة: إشارة إلى أنه لا يؤجر، ويكفيه أن ينجو رأسا برأس. اهـ قال في النهاية لأن لفظ لا بأس دليل على أن المستحب غيره؛ لأن البأس الشدة اهـ ولهذا قال في حظر الهندية عن المضمرات: والصرف إلى الفقراء أفضل وعليه الفتوى اهـ وقيل يكره لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إن من أشراط الساعة أن تزين المساجد»، الحديث. وقيل يستحب لما فيه من تعظيم المسجد (قوله لأنه يلهي المصلي) أي فيخل بخشوعه من النظر إلى موضع سجوده ونحوه، وقد صرح في البدائع في مستحبات الصلاة أنه ينبغي الخشوع فيها، ويكون منتهى بصره إلى موضع سجوده إلخ وكذا صرح في الأشباه أن الخشوع في الصلاة مستحب. والظاهر من هذا أن الكراهة هنا تنزيهية فافهم -

📖 خير الفتاوی (زکریا) ۲ /۷۴۳ : یا محمد کے لفظ سے اہل بدعت کے غلط عقیدہ کی طرف ایہام ہوتاہے، لہذا مذکورہ اینٹیں نہ لگائیں۔

## মসজিদ-মক্তবের জন্য অমুসলিমের স্বেচ্ছা প্রদত্ত ইট গ্রহণ করা

**প্রশ্ন :** আমাদের এলাকার রাস্তা মেরামতের জন্য সরকারিভাবে তিনজন কন্ট্রাক্টর নিযুক্ত করা হয়। তিনজনের মধ্যে প্রধান যিনি, তিনি হিন্দু অন্য দুজন মুসলিম। সরকারি রাস্তা মেরামতের পর দুই হাজার ইট অবশিষ্ট থেকে যায়। ঘটনাস্থলে পাশের এক মসজিদের

Scanned by CamScanner

নির্মাণকাজ চলছিল। এ সময় প্রধান কন্ট্রাক্টর (হিন্দু ব্যক্তি) তাঁর নিচের পদের দুজন কর্মকর্তাকে বললেন যে উক্ত অবিশষ্ট দুই হাজার ইট মসজিদ-মক্তবের জন্য দিয়ে দাও। আমার প্রশ্ন হলো, উক্ত সরকারি মাল হিন্দুর হাতে মসজিদ-মক্তবের জন্য দিলে তা মসজিদ মক্তবে ব্যবহার করা জায়েয আছে কি? যদি উক্ত সরকারি মাল মসজিদ-মক্তবে ব্যবহার করা না যায় তাহলে তা কোন খাতে ব্যবহার করা যাবে?

**উত্তর :** কোনো অমুসলিম থেকে মসজিদ-মক্তবের জন্য কোনো প্রকার চাঁদা চেয়ে নেওয়া উচিত নয়। তবে অমুসলিম নিজ আগ্রহে দিলে এবং ভবিষ্যতে তার প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবনা না থাকলে নেওয়া যেতে পারে। বর্ণিত প্রশ্নে ঠিকাদার ইটের মালিক হলে মসজিদের জন্য নেওয়া যেতে পারে। আর সরকারি ইট হলে ঠিকাদারের দেওয়া এবং মসজিদ কর্তৃপক্ষ নেওয়া কোনোটাই সহীহ নয়। (১৩/৪৬২/৫৩০৯)

📖 منحة الخالق على البحر (سعيد) ٥ / ١٩٠ : قال في الإسعاف ولو أوصى الذمي أن تبنى داره مسجدا لقوم بأعيانهم أو لأهل محلة بعينها جاز استحسانا -

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ٢ / ٦٦٤ : الجواب-اگر یہ احتمال نہ ہو کہ کل کو اہل اسلام پر احسان رکھیں گے اور نہ یہ احتمال ہو کہ اہل اسلام ان کے ممنون ہو کر ان کے مذہبی شعائر میں شرکت یا ان کی خاطر سے اپنے شعائر میں مداہنت کرنے لگیں گے اس شرط سے قبول کر لینا جائز ہے۔

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ٧ / ٧٨ : ہندوں اگر اپنی خوشی سے کوئی مال دے تو اسے مسجد میں لگانا درست ہے البتہ اس سے مسجد کے لئے طلب کرنا نہیں چاہئے۔

## মাইকসংক্রান্ত আসবাব মেহরাবের ভেতরে রাখা

**প্রশ্ন :** মসজিদের মেহরাবের ভেতর মাইকের ইঞ্জিন, ব্যাটারি, চার্জার ইত্যাদি রাখার শরয়ী বিধান কী? যদি উক্ত সরঞ্জামাদি হেফাজত করার মতো ভিন্ন কোনো ব্যবস্থা করা মসজিদ কমিটির জন্য সম্ভব হয় তাহলে মসজিদের মেহরাবে না রেখে অন্য ব্যবস্থা করা জরুরি হবে কি না?

**উত্তর :** মসজিদের প্রয়োজনীয় ওয়াক্ফিয়া আসবাব যেমন মাইকের মেশিন, ব্যাটারি, চার্জার ইত্যাদি হেফাজতের প্রয়োজনে এবং অন্য কোনো নিরাপদ স্থান না থাকলে মেহরাবে রাখা যাবে। কিন্তু মেহরাবে না রেখে তার জন্য মসজিদের বাইরে নিরাপদ রুম বানিয়ে রাখাই শ্রেয়। (১৭/১৭৩/৬৯৭৬)

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : [فرع] لو بنى فوقه بيتا للإمام لا يضر لأنه من المصالح، أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق تتارخانية، فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولو على جدار المسجد، ولا يجوز أخذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيئا منه مستغلا ولا سكنى بزازية.

## দানের টাকার ব্যয়ের খাতসমূহ

**প্রশ্ন :** মসজিদের দানের টাকা কোন কোন খাতে ব্যয় করা বৈধ আছে?

**উত্তর :** মসজিদের দানকৃত টাকা শুধুমাত্র মসজিদের সংস্কার এবং উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করতে হবে। অন্য কোনো খাতে ব্যবহার করা যাবে না। মসজিদের সংস্কারমূলক কাজ ছাড়াও মসজিদের দানকৃত টাকার আরো উল্লেখযোগ্য বৈধ খাত হলো যেমন : ইমাম, মুয়াজ্জিন, খতীব, খাদেম ও হিসাবরক্ষকের বেতন-ভাতা প্রভৃতি এবং মসজিদের হিসাব বিভাগের দাপ্তরিক ব্যয়সমূহ ইত্যাদি। (৭/১৭)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٥/ ٢١٥ : وقوله إلى آخر المصالح أي مصالح المسجد فيدخل المؤذن والناظر لأنا قدمنا أنهم من المصالح وقدمنا أن الخطيب داخل تحت الإمام لأنه إمام الجامع فتحصل أن الشعائر التي تقدم في الصرف مطلقا بعد العمارة الإمام والخطيب والمدرس والوقاد والفراش والمؤذن والناظر وثمن القناديل والزيت والحصر ويلحق بثمن الزيت والحصر ثمن ماء الوضوء أو أجرة حمله أو كلفة نقله من البئر إلى الميضأة-

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٣٦٨ : الذي يبدأ من ارتفاع الوقف عمارته شرط الواقف أم لا، ثم ما هو أقرب إلى العمارة وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد والمدرس للمدرسة يصرف إليهم بقدر كفايتهم كذا في السراج والبسط كذلك إلى آخر المصالح هذا إذا لم يكن معينا، فإن كان الوقف معينا على شيء يصرف إليه بعد عمارة البناء كذا في الحاوي القدسي-

📖 الدر المختار (سعيد) ٤/ ٣٦٦- ٣٦٨ : (ويبدأ من غلته بعمارته) ثم ما هو أقرب لعمارته كإمام مسجد ومدرس مدرسة يعطون بقدر كفايتهم ثم السراج والبساط كذلك إلى آخر المصالح وتمامه في البحر (وإن لم يشترط الوقف) لثبوته اقتضاء-

Scanned by CamScanner

## তাবলীগিদের মসজিদে অবস্থান

**প্রশ্ন :** আমাদের মসজিদে তাবলীগি জামাত এসে তিন দিন ছিল। রাত্রে স্বপ্নদোষ হওয়ার কারণে গোসল করছিল। কিছু লোক দেখে বলছে, মসজিদে তাবলীগ জামাত থাকা নাজায়েয। হুজুরের নিকট আবেদন মসজিদে তাবলীগ জামাত থাকতে পারবে কি না, এ ব্যাপারে জানাবেন।

**উত্তর :** ইসলামের সোনালি যুগে ইবাদত ছাড়াও দ্বীন ও ইসলামের কর্মকাণ্ড তথা দীনি শিক্ষা-দাওয়াতী কাফেলা ও জিহাদ মসজিদকেন্দ্রিক পরিচালিত হতো, যার কারণে মসজিদে অবস্থান করা ও মসজিদে রাত কাটানোর প্রয়োজন পড়ত এবং তার অনুমতিও ছিল। বরং ই'তিকাফের নিয়্যাতে মসজিদে অবস্থান করা তো ইসলামের উল্লেখযোগ্য একটি ইবাদত। প্রচলিত তাবলীগি জামাত ইসলামের সোনালি যুগের অনুসরণে ঈমান ও ইসলামের দাওয়াতের সম্প্রসারণের লক্ষ্যে গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরের মসজিদে মসজিদে যে খিদমাত আঞ্জাম দিয়ে আসছে, তা শুধু জায়েযই নয়, বরং খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত ও সাওয়াবের কাজ, যার সহযোগিতা করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য সাধ্যানুযায়ী অপরিহার্য। এ ধরনের জামাতের লোক সাধারণত মুসাফিরই হয়ে থাকে। অথবা নফল ই'তিকাফের নিয়্যাতে মসজিদে অবস্থান করে বিধায় তা শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ জায়েয। এ ব্যাপারে কোনো আপত্তি শরয়ী দৃষ্টিকোণে ভিত্তিহীন ও অগ্রাহ্য বলে বিবেচিত। তবে মসজিদের পবিত্রতা রক্ষার লক্ষ্যে মোটা বিছানা বিছিয়ে সতর্কতার সহিত মসজিদে অবস্থান করা অত্যন্ত জরুরি। (৭/৬৩৬/১৮০৪)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ١ / ١٢١ (٤٤١) : عن سهل بن سعد، قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال: «أين ابن عمك؟» قالت: كان بيني وبينه شيء، فغاضبني، فخرج، فلم يقل عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: «انظر أين هو؟» فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع، قد سقط رداؤه عن شقه، وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه، ويقول: «قم أبا تراب، قم أبا تراب» -

📖 مصنف ابن أبي شيبة (إدارة القرآن) ٣ / ٥٦٣ (٤٩٥٨) : عن سعيد بن المسيب، أنه سئل عن النوم في المسجد فقال: أين كان أهل الصفة يعني ينامون فيه -

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٢١ : ويكره النوم والأكل فيه لغير المعتكف، وإذا أراد أن يفعل ذلك ينبغي أن ينوي الاعتكاف فيدخل فيه ويذكر الله تعالى بقدر ما نوى أو يصلي ثم يفعل ما شاء، كذا في السراجية. ولا بأس للغريب ولصاحب الدار أن ينام في المسجد في الصحيح من المذهب، والأحسن أن يتورع فلا ينام، كذا في خزانة الفتاوى۔

📖 کفایت المفتی (دارالاشاعت) ۲ /۴۳ : جواب—یہ تحریک اصل حقیقت کے اعتبار سے تو اسلام کی بنیادی چیز ہے کیونکہ اللہ تعالی کا پیغام اس کے بندوں کو پہنچانااور ان کے گھروں پر جاکر خود پہنچاناہی اصل تبلیغ ہے، قرون اولی میں ہر شخص بجائے خود یہ خدمت انجام دیتااور زندگی کے ہر شعبے میں اسکو پیش نظر رکھتا تھا، اسلئے اس وقت جماعتیں بنانے اور کسی نظام کے جداگانہ قائم کرنے کی ضرورت نہ تھی، صحابہ کرامؓ فردافرداًاور کئی ملکر یہ خدمت انجام دیتے تھے مگراس وقت یہ خدمت کلمہ پڑھانے اور نماز سکھانے کی صورت میں ہوتی تھی یعنی غیر مسلم کلمہ پڑھکر مسلمان ہوتے اور نماز وغیرہ سیکھتے تھے قرآن مجید پڑھتے اور یاد کرتے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کو فرداًاور بعض کو دوسرے رفقاء کے ساتھ تبلیغ اسلام و تعلیم احکام کے لئے بھیجاہے، آجکل بدقسمتی سے مسلمانوں کو کلمہ صحیح یاد کرایا جاتاہے اور انکو گھیر کر مسجد میں نماز کے لئے لایا جاتاہے، غیر مسلموں میں تبلیغ کے لئے جانے کا موقع ہی دستیاب نہیں ہوتا، ان نام کے مسلمانوں کے حالت اصلاح پذیر ہو تو پھر غیر مسلموں کی طرف توجہ کی جائے۔

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ٦/ ۴۴۸ : معتکف اور مسافر کے لئے مسجد میں کھانے پینے اور سونے کی گنجائش ہے، لہذا تبلیغی جماعت کا یہ دستور جائز ہے اس لئے کہ اہل تبلیغ بھی عموما مسافر ہوتے ہیں معھذا بہتر ہے کہ اعتکاف کی نیت بھی کرلیا کریں اور اس کا بھی اہتمام کریں کہ مسجد سے ملحق اگر کوئی حجرہ وغیرہ ہو جس میں تمام ساتھی سما سکتے ہوں تو مسجد میں نہ سوئے اور کھانا بھی باہر کھائیں۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ٦ / ۱۲۱ : جواب—تبلیغی جماعت والے اگر مسافر ہیں اور مسجد کی صفائی ادب واحترام کے لحاظ کرتے ہیں تو سونے کی گنجائش ہے۔

## মসজিদে চিত কিংবা উপুড় হয়ে শয়ন করা

**প্রশ্ন :** জামে মসজিদের ভেতর চিত কিংবা উপুড় হয়ে শয়ন করা হারাম না মাকরূহ?

Scanned by CamScanner

**উত্তর :** বিনা প্রয়োজনে মসজিদে শয়ন করা বা ঘুমানো যেমন নিষেধ, তদ্রূপ উপুড় হয়ে শয়ন করা সর্বস্থানেই নিষেধ। তাই দ্বীনের দাওয়াতের খাতিরে বা বিশেষ কোনো প্রয়োজনে মসজিদে শয়ন করতে হলে ই'তিকাফের নিয়্যাত করে সুন্নাত মোতাবেক তথা ডান কাতে কিবলামুখী হয়ে ডান হাত গালের নিচে রেখে মোটা বিছানায় শয়ন করবে। উপুড় হয়ে শয়ন করা মাকরূহ এবং চিত হয়ে শয়ন করাও অনুচিত। (৭/৭৯০/১৮৭০)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ١ / ١٢١ (٤٤٠) : عن عبد الله بن عمرؓ، «أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم» -

📖 مصنف ابن أبي شيبة (ادارة القرآن) ٣ / ٥٦٣ (٤٩٥٨) : عن سعيد بن المسيب، أنه سئل عن النوم في المسجد فقال: أين كان أهل الصفة يعني ينامون فيه -

📖 إنجاح الحاجة (قديمي كتب خانه) ١ / ٥٥ : كنا ننام الخ وهذه رخصة لابن السبيل والمسافر فإن ابن عمر ما كان له حينئذ أهل وأما لغيره فيكره الاعتياد بالنوم فيه ولو دخل أحد للصلاة فنام هنا فلا بأس به لأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك -

📖 سنن ابن ماجه (دار إحياء الكتب) ٢/ ١٢٢٧ (٣٧٢٤) : عن أبي ذر قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع على بطني، فركضني برجله وقال: «يا جنيدب، إنما هذه ضجعة أهل النار» -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٢١ : ويكره النوم والأكل فيه لغير المعتكف، وإذا أراد أن يفعل ذلك ينبغي أن ينوي الاعتكاف فيدخل فيه ويذكر الله تعالى بقدر ما نوى أو يصلي ثم يفعل ما شاء، كذا في السراجية. ولا بأس للغريب ولصاحب الدار أن ينام في المسجد في الصحيح من المذهب، والأحسن أن يتورع فلا ينام، كذا في خزانة الفتاوى.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۵ / ۲۲۲: الجواب۔ مسجد نماز کی جگہ ہے، سونے اور آرام کرنے کی جگہ نہیں ہے، جو مسافر پردیسی ہو یا معتکف ہو اس کے لئے گنجائش ہے، جماعتیں عموماً پردیسی ہوتی ہیں یا پھر وہ مسجد میں رات کو رہ کر تسبیح ونوافل میں بیشتر مشغول رہتی ہیں کچھ دیر آرام بھی کر لیتی ہیں اس طرح اگر ان کے ساتھ مقامی آدمی بھی شب گذاری کریں تو نیت اعتکاف کر لیا کریں۔

Scanned by CamScanner

## তাবলীগি বা কারোর মসজিদে রাত্রি যাপনের হুকুম

**প্রশ্ন :** ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহর ঘর মসজিদ পাক-পবিত্র জায়গা। আল্লাহর ঘর মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও জুমু'আ আদায় করা হয়। সেখানে তাবলীগ জামাত বা অন্য লোকের রাত্রিযাপন কোরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে জায়েয আছে?

**উত্তর :** ই'তিকাফকারী, এমন মুসাফির যাদের থাকার কোনো ব্যবস্থা নেই এবং ইলমে দ্বীন শিক্ষার্থী যাদের মসজিদে ছাড়া রাত্রিযাপন করার সুব্যবস্থা নেই তাদের মসজিদে রাত্রি যাপন করার অনুমতি শরীয়তে রয়েছে। উল্লিখিত বিষয়গুলো তাবলীগ জামাতের মধ্যে বিদ্যমান থাকায় তাদের মসজিদে ঘুমানো, রাত্রিযাপন শরীয়তসম্মত। উপরন্তু ই'তিকাফের নিয়্যাত থাকায় তাদের ঘুম-নিদ্রা সবই ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত বিধায় এ নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। উল্লেখ্য, মসজিদ কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনায় মসজিদসংলগ্ন কামরা থাকলে সেখানেও রাত্রি যাপন করতে পারে। তাবলীগের জন্য মসজিদে থাকাই জরুরি মনে করা ঠিক নয়। (১৫/৮৫৮/৬৩১৫)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ١ / ١٢١ (٤٤٠) : عن عبد الله بن عمر ، «أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم» -

📖 مصنف ابن أبي شيبة (ادارة القرآن) ٣ / ٥٦٣ (٤٩٠٨) : عن سعيد بن المسيب، أنه سئل عن النوم في المسجد فقال: أين كان أهل الصفة يعني ينامون فيه -

📖 إنجاح الحاجة (قديمي كتب خانه) ١ / ٥٥ : كنا ننام الخ وهذه رخصة لابن السبيل والمسافر فإن ابن عمر ما كان له حينئذ أهل وأما لغيره فيكره الاعتياد بالنوم فيه ولو دخل أحد للصلاة فنام هنا فلا بأس به لأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك -

📖 فيه أيضا ١/ ٢٣٧ : كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد محمول على الضرورة بقلة المكان والا فقد ورد لا تتخذه مبيتا ومقيلا وقال فقهاؤنا كل أمر لم يبن المساجد له كالخياطة والكتابة لا يجوز فيه، في الدر ويحرم أكل ونوم الا لمعتكف وغريب -

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١/ ٦٦١ : قوله: واكل ونوم، واذا اراد ذلك ينبغى ان ينوى الاعتكاف، فيدخل ويذكر الله تعالى بقدر مانوى او يصلى ثم يفعل ماشاء -

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥ / ٣٢١ : ويكره النوم والأكل فيه لغير المعتكف، وإذا أراد أن يفعل ذلك ينبغي أن ينوي الاعتكاف فيدخل فيه ويذكر الله تعالى بقدر ما نوى أو يصلي ثم يفعل ما شاء، كذا في السراجية. ولا بأس للغريب.

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ٦/ ٤٤٨ : معتکف اور مسافر کے لئے مسجد میں کھانے پینے اور سونے کی گنجائش ہے، لہذا تبلیغی جماعت کا یہ دستور جائز ہے اس لئے کہ اہل تبلیغ بھی عموما مسافر ہوتے ہیں معہذا بہتر ہے کہ اعتکاف کی نیت بھی کر لیا کریں اور اس کا بھی اہتمام کریں کہ مسجد سے ملحق اگر کوئی حجرہ وغیرہ ہو جس میں تمام ساتھی سا سکتے ہوں تو مسجد میں نہ سوئے اور کھانا بھی باہر کھائیں۔

## মসজিদে অবস্থানকালে গোসল ফরয হলে করণীয়

**প্রশ্ন :** তাবলীগ জামাতের লোকেরা যখন মসজিদে ঘুমায় তখন যদি স্বপ্নদোষ বা অন্য কোনো কারণে তাদের গোসল ওয়াজিব হয় তাহলে তাদের করণীয় কী? এ রকমভাবে যারা ই'তিকাফ করে এবং সাধারণ লোক যারা মসজিদে নামাযের আগে-পরে শুয়ে থাকে, তাদের কী হুকুম?

**উত্তর :** মসজিদে যদি স্বপ্নদোষ হয় তাহলে তায়াম্মুম করে বের হবে এবং গোসল করে নেবে। মুসাফির এবং ই'তিকাফকারীদের জন্য মসজিদে ঘুমানোর অনুমতি আছে, তবে মুসাফির ও ই'তিকাফকারী ছাড়া অন্য কারো জন্য মসজিদে ঘুমানো মাকরূহ। (১৪/৭৮/৫৪৯৬)

📖 البحر الرائق (سعيد) ١ / ١٤٧ : ولو أصابته الجنابة في المسجد قيل لا يباح له الخروج من غير تيمم اعتبارا بالدخول وقيل يباح؛ لأن في الخروج تنزيه المسجد عن النجاسة وفي الدخول تلويثه بها. اهـ

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٢١ : ويكره النوم والأكل فيه لغير المعتكف، وإذا أراد أن يفعل ذلك ينبغي أن ينوي الاعتكاف فيدخل فيه ويذكر الله تعالى بقدر ما نوى أو يصلي ثم يفعل ما شاء، كذا في السراجية. ولا بأس للغريب.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١/ ١٧٢ : (قوله: تيمم ندبا إلخ) أفاد ذلك في النهر توفيقا بين إطلاق ما يفيد الوجوب وما يفيد الندب. أقول:

Scanned by CamScanner

والظاهر أن هذا في الخروج، وأما في الدخول فيجب كما يفيده ما نقلناه آنفا عن العناية، ويحمل عليه أيضا ما في درر البحار من قوله: ولا نجيز العبور في المسجد بلا تيمم.

## মসজিদে খানাপিনা ও ঘুমানোর বিধান

**প্রশ্ন :** তাবলীগের লোকদের মসজিদে অবস্থান করা, খানাপিনা ও ঘুমানো শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয আছে কি না?

**উত্তর :** মসজিদ ইবাদতের স্থান। খাওয়াদাওয়া ও ঘুমানোর বিকল্প স্থান না থাকলে ই'তিকাফের নিয়্যাতে মসজিদে থাকতেও পারবে, খাওয়াদাওয়াও করতে পারবে। তবে মসজিদের আদব রক্ষা করা তাবলীগি জামাতের নৈতিক দায়িত্ব। তাবলীগি জামাতের জন্য বিকল্প কোনো স্থান না থাকলে সে ক্ষেত্রে ই'তিকাফের নিয়্যাতে তারাও মসজিদে খাওয়াদাওয়া করতে ও থাকতে পারবে। আমীর সাহেবের দায়িত্ব হবে মসজিদের আদব বজায় রাখার জন্য কঠোরভাবে তাগিদ দেওয়া, নতুবা সবাই গোনাহগার হবে। এ ব্যাপারে তাবলীগি ভাইদের ত্রুটিবিচ্যুতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। (১৬/৬৮৭)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ١ / ١٢١ (٤٤٠) : عن عبد الله بن عمرؓ، «أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم» -

📖 مصنف ابن أبي شيبة (ادارة القرآن) ٣ / ٥٦٣ (٤٩٥٨) : عن سعيد بن المسيب، أنه سئل عن النوم في المسجد فقال: أين كان أهل الصفة يعني ينامون فيه -

📖 إنجاح الحاجة (قديمي كتب خانه) ١ / ٥٥ : كنا ننام الخ وهذه رخصة لابن السبيل والمسافر فإن ابن عمر ما كان له حينئذ أهل وأما لغيره فيكره الاعتياد بالنوم فيه ولو دخل أحد للصلاة فنام هنا فلا بأس به لأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٢١ : ويكره النوم والأكل فيه لغير المعتكف، وإذا أراد أن يفعل ذلك ينبغي أن ينوي الاعتكاف فيدخل فيه ويذكر الله تعالى بقدر ما نوى أو يصلي ثم يفعل ما شاء، كذا في السراجية. ولا بأس للغريب ولصاحب الدار أن ينام في المسجد في

Scanned by CamScanner

الصحيح من المذهب، والأحسن أن يتورع فلا ينام، كذا في خزانة الفتاوى.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۵ / ۲۲۱ : الجواب۔ مسجد نماز کی جگہ ہے، سونے اور آرام کرنے کی جگہ نہیں ہے، جو مسافر پردیسی ہو یا معتکف ہو اس کے لئے گنجائش ہے، جماعتیں عموما پردیسی ہوتی ہیں یا پھر وہ مسجد میں رات کو رہکر تسبیح ونوافل میں بیشتر مشغول رہتی ہیں کچھ دیر آرام بھی کر لیتی ہیں اس طرح اگر ان کے ساتھ مقامی آدمی بھی شب گذاری کریں تو نیت اعتکاف کر لیا کریں۔

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۶/ ۴۴۸ : معتکف اور مسافر کے لئے مسجد میں کھانے پینے اور سونے کی گنجائش ہے، لہذا تبلیغی جماعت کا یہ دستور جائز ہے اس لئے کہ اہل تبلیغ بھی عموما مسافر ہوتے ہیں معہذا بہتر ہے کہ اعتکاف کی نیت بھی کر لیا کریں اور اس کا بھی اہتمام کریں کہ مسجد سے ملحق اگر کوئی حجرہ وغیرہ ہو جس میں تمام ساتھی سا سکتے ہوں تو مسجد میں نہ سوئے اور کھانا بھی باہر کھائیں۔

## দ্বীনি কাজে মসজিদে অবস্থান ও রাত্রি যাপন করা

**প্রশ্ন :** দাওয়াতে তাবলীগ অথবা দ্বীনি কোনো কাজে মসজিদে অবস্থান ও রাত্রিযাপন সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম কী? কিছু কিছু লোক বলে, এটা জায়েয নয়। এ ব্যাপারে কোরআন-হাদীস তথা শরীয়তের আলোকে জানতে চাই।

**উত্তর :** মসজিদ আল্লাহর ঘর। মসজিদ নির্মাণ করা হয় শুধু নামায-যিকির, এককথায় আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী করার জন্য। তাই এখানে ঘুমানো বা এটাকে বিশ্রামাগার মনে করা শরয়ী কারণ ছাড়া কারো জন্য উচিত হবে না। কিন্তু মুসাফির ই'তিকাফকারী ও দ্বীনি কাজেরত ব্যক্তিদের জন্য প্রয়োজনে ই'তিকাফের নিয়্যাতে মসজিদে ঘুমানোর অনুমতি শরীয়তে আছে। দাওয়াত ও তাবলীগেরত ব্যক্তি সাধারণত মুসাফির হয়ে থাকে। তারা দ্বীনি কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত। তাই তাদের জন্য শরয়ী দৃষ্টিকোণে মসজিদে ঘুমানোর অনুমতি আছে। এ ক্ষেত্রে তাদের জন্য ই'তিকাফে নিয়্যাত করে মসজিদে অবস্থান করা ও মসজিদের আদব-সম্মান ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে লক্ষ রাখা জরুরি। (৯/৭৭৫)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ۱ / ۱۲۱ (٤٤٠) : عن عبد الله بن عمر ؓ، «أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم» -

Scanned by CamScanner

📖 مصنف ابن أبي شيبة (ادارة القرآن) ٣ / ٥٦٣ (٤٩٥٨) : عن سعيد بن المسيب، أنه سئل عن النوم في المسجد فقال: أين كان أهل الصفة يعني ينامون فيه ـ

📖 إنجاح الحاجة (قديمي كتب خانه) ١ / ٥٥ : كنا ننام الخ وهذه رخصة لابن السبيل والمسافر فإن ابن عمر ما كان له حينئذ أهل وأما لغيره فيكره الاعتياد بالنوم فيه ولو دخل أحد للصلاة فنام هنا فلا بأس به لأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك ـ

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٢١ : ويكره النوم والأكل فيه لغير المعتكف، وإذا أراد أن يفعل ذلك ينبغي أن ينوي الاعتكاف فيدخل فيه ويذكر الله تعالى بقدر ما نوى أو يصلي ثم يفعل ما شاء، كذا في السراجية. ولا بأس للغريب ولصاحب الدار أن ينام في المسجد في الصحيح من المذهب، والأحسن أن يتورع فلا ينام، كذا في خزانة الفتاوى.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۵ / ۲۲۱ : الجواب- مسجد نماز کی جگہ ہے، سونے اور آرام کرنے کی جگہ نہیں ہے، جو مسافر پردیسی ہو یا معتکف ہو اس کے لئے گنجائش ہے، جماعتیں عموماً پرہی ہوتی ہیں یا پھر وہ مسجد میں رات کو رہکر تسبیح ونوافل میں بیشتر مشغول رہتی ہیں کچھ دیر آرام بھی کرلیتی ہیں اس طرح اگران کے ساتھ مقامی آدمی بھی شب گذاری کریں تو نیت اعتکاف کرلیا کریں۔

## দ্বীনি জামাতের জন্য মসজিদে থাকা-খাওয়া

**প্রশ্ন :** আমি নিম্নলিখিত মসজিদে বহুদিন যাবৎ ইমামতি করছি। কিন্তু ইদানীং উক্ত মসজিদে তাবলীগের জামাত আসাতে মহল্লাবাসীর পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত প্রশ্ন দেখা দেয়। প্রশ্ন হচ্ছে, মসজিদের দ্বীনের জামাতের থাকা-খাওয়া জায়েয আছে কি? থাকলে কী কী অবস্থায় জায়েয?

**উত্তর :** মসজিদ আল্লাহ পাকের পবিত্র ঘর, যা ইবাদতের জন্য নির্মিত বিধায় মসজিদে ঘুমানো ও খাওয়াদাওয়া করা অনুচিত। তবে মুসলমান মুসাফির এবং আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী জামাত ও দ্বীনি শিক্ষায় রত তালেবে ইলমের জন্য ই'তিকাফের নিয়্যাতে মসজিদে থাকা-খাওয়ার অনুমতি আছে। তবে ঘুমানোর সময় নিজ নিজ বিছানাপত্র ব্যবহার করা অত্যাবশকীয় এবং মসজিদের পবিত্রতার দিকে দৃষ্টি রাখা জরুরি। (৮/১৮২)

Scanned by CamScanner

📖 مصنف ابن أبي شيبة (ادارة القرآن) ٣ / ٥٦٣ (٤٩٥٨) : عن سعيد بن المسيب، أنه سئل عن النوم في المسجد فقال: أين كان أهل الصفة يعني ينامون فيه -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٢١ : ويكره النوم والأكل فيه لغير المعتكف، وإذا أراد أن يفعل ذلك ينبغي أن ينوي الاعتكاف فيدخل فيه ويذكر الله تعالى بقدر ما نوى أو يصلي ثم يفعل ما شاء، كذا في السراجية. ولا بأس للغريب ولصاحب الدار أن ينام في المسجد في الصحيح من المذهب، والأحسن أن يتورع فلا ينام، كذا في خزانة الفتاوى.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۵ / ۲۲۱ : الجواب- مسجد نماز کی جگہ ہے، سونے اور آرام کرنے کی جگہ نہیں ہے، جو مسافر پردیسی ہو یا معتکف ہو اس کے لئے گنجائش ہے، جماعتیں عموماً پر ہی ہوتی ہیں یا پھر وہ مسجد میں رات کو رہ کر تسبیح ونوافل میں بیشتر مشغول رہتی ہیں کچھ دیر آرام بھی کر لیتی ہیں اس طرح اگر ان کے ساتھ مقامی آدمی بھی شب گذاری کریں تو نیت اعتکاف کر لیا کریں۔

## মসজিদের বারান্দায় তাবলীগীদের অবস্থান

**প্রশ্ন :** তাবলীগ জামাতের লোকজন মসজিদের বারান্দায় রাত্রি যাপন করতে পারবে কি না? আমাদের মসজিদে জামাতের লোক থাকতে দেওয়া হয় না–এটা শরীয়তসম্মত কি না?

**উত্তর :** মসজিদ মূলত আল্লাহ পাকের ইবাদত-বন্দেগীর জন্য নির্মিত হয়। তাই মসজিদে ইবাদত-বন্দেগীর জন্য অবস্থান করার অনুমতি আছে। শরীয়তসম্মত কারণ ছাড়া মসজিদে রাত্রিযাপনের অনুমতি নেই। তবে মুসাফির ও ই'তিকাফকারীর জন্য মসজিদে রাত্রি যাপনের অনুমতি আছে। যেহেতু তাবলীগ জামাতের লোকজন দ্বীনের দাওয়াত ও আহকাম শিক্ষার উদ্দেশ্যে মসজিদে অবস্থান করেন। আর সাধারণত তাঁরা মুসাফির হয়ে থাকেন বিধায় শরীয়তের আলোকে তাঁদের মসজিদে ই'তিকাফের নিয়্যাতে অবস্থান করা নিঃসন্দেহে জায়েয হবে। (১১/৭৪১/৩৬৯৫)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٦٦١ : وأكل، ونوم إلا لمعتكف وغريب.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٦٦١ : (قوله وأكل ونوم إلخ) وإذا أراد ذلك ينبغي أن ينوي الاعتكاف، فيدخل ويذكر الله تعالى بقدر ما نوى، أو يصلي ثم يفعل ما شاء.

Scanned by CamScanner

## মসজিদের ভেতর ইমামের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা

**প্রশ্ন :** মসজিদের এক কোণে পর্দা লাগিয়ে ইমাম সাহেবের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মসজিদ কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলে অন্যত্র ব্যবস্থা করে দেওয়া সম্ভব। এমতাবস্থায় মসজিদে থাকা-খাওয়া জায়েয হবে কি না?

**উত্তর :** যেহেতু মসজিদ থাকা-খাওয়ার জায়গা নয়, তাই বিশেষ কোনো অপারগতা ছাড়া মসজিদে থাকা-খাওয়ার অনুমতি নেই। তাই মসজিদ কর্তৃপক্ষকে মাসআলা বুঝিয়ে অন্যত্র থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। অন্যত্র থাকার ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত সাময়িকভাবে ইমাম সাহেবের জন্য আদব বজায় রেখে মসজিদে থাকা-খাওয়ার অনুমতি আছে। এমতাবস্থায় প্রতিবার মসজিদে প্রবেশ করার সময় ই'তিকাফের নিয়্যাত করে নেওয়া উচিত। (১৮/৫২/৭৪৪১)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥٨ : [فرع] لو بنى فوقه بيتا للإمام لا يضر لأنه من المصالح، أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق تتارخانية، فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولو على جدار المسجد، ولا يجوز أخذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيئا منه مستغلا ولا سكنى بزازية.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥ / ٣٢١ : ويكره النوم والأكل فيه لغير المعتكف، وإذا أراد أن يفعل ذلك ينبغي أن ينوي الاعتكاف فيدخل فيه ويذكر الله تعالى بقدر ما نوى أو يصلي ثم يفعل ما شاء، كذا في السراجية. ولا بأس للغريب.

## মসজিদে ইফতার করার হুকুম

**প্রশ্ন :** মসজিদের ভেতরে ইফতার করা জায়েয আছে কি না? যদি জায়েয থাকে কোন অবস্থায় জায়েয আছে?

**উত্তর :** ই'তিকাফকারী ব্যতীত অন্য কারো জন্য মসজিদে পানাহার করা মাকরূহ। প্রয়োজনে মসজিদের ভেতর পানাহার ও ইফতার করতে হলে প্রবেশকালে নফল ই'তিকাফের নিয়্যাত করে যিকির-আযকার ও দু'আ-দরূদে কিছু সময় ব্যয় করলে মু'তাকিফ হিসেবে মসজিদে ইফতার করতে পারবে। (৩/১২৬/৫০৩)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ٢ /٤٤٨ : واعلم: أنه كما لا يكره الأكل ونحوه في الاعتكاف الواجب فكذلك في التطوع كما في كراهية جامع الفتاوى ونصه يكره النوم والأكل في المسجد لغير المعتكف وإذا أراد ذلك ينبغي أن ينوي الاعتكاف فيدخل فيذكر الله تعالى بقدر ما نوى أو يصلي ثم يفعل ما شاء.

## মসজিদের পশ্চিম দিকে দরজা-জানালা বানানো

**প্রশ্ন :** মসজিদের মেহরাবের পশ্চিম দিকে জানাযার জন্য দরজা বা জানালা রাখার শরীয়তের বিধান কী?

**উত্তর :** মসজিদের পশ্চিম দিকে ইমাম সাহেবের সুবিধার্থে অথবা জানাযার নামাযের জন্য বা যেকোনো উদ্দেশ্যে দরজা-জানালা করা বৈধ। হ্যাঁ, বিনা প্রয়োজনে লাশ বাইরে রেখেও মসজিদের ভেতরে জানাযার নামায আদায় করা অনুচিত। (৫/৪০৮/১০০২)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٣ / ١٣٨٩ (٣١٩١) : عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صلى على جنازة في المسجد، فلا شيء عليه» -

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ٥/ ٣٠٧ : وإن كانت الجنازة وحدها خارج المسجد، والقوم مع الإمام في المسجد فمن اعتبر المعنى الأول يقول بالكراهية ههنا، ومن اعتبر المعنى الثالث لا يقول بالكراهية ههنا.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ١٦٥ : وصلاة الجنازة في المسجد الذي تقام فيه الجماعة مكروهة سواء كان الميت والقوم في المسجد أو كان الميت خارج المسجد والقوم في المسجد أو كان الإمام مع بعض القوم خارج المسجد والقوم الباقي في المسجد أو الميت في المسجد والإمام والقوم خارج المسجد هو المختار، كذا في الخلاصة.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ٥ /٣٠٤ : سوال-ایک مسجد کے نمازی چاہتے ہیں کہ محراب کی جگہ ایک چھوٹا دروازہ بنایا جائے اور اس میں کواڑ لگائے جائیں اور میت کو باہر مسجد

Scanned by CamScanner

محراب مسجد کے سامنے رکھا جاوے اور دروازہ کھولا جائے اس طریق سے مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب- صحیح و مختار یہ ہے کہ اس سے کراہت مرتفع نہیں ہوتی۔

📖 فتاوی عثمانی (مکتبۂ معارف القرآن) ۱/ ۵۶۵ : میت کو محراب سے باہر رکھ کر اگر نماز جنازہ مسجد کے اندر پڑھی جائے تو راجح قول کے مطابق یہ صورت بھی مکروہ ہے۔

## জানাযার উদ্দেশ্যে মেহরাবের পাশে দরজা রাখা

**প্রশ্ন :** মসজিদের মেহরাবের বাম পাশে মসজিদের প্রাচীর কেটে দরজা তৈরি করে মসজিদের বাইরে লাশ রেখে ভেতরে কাতার করে জানাযা আদায় করা হয়ে থাকে। লাশ রাখার জায়গাটুকু অন্যের মালিকানাধীন, যা সে জানাযার কাজে ব্যবহারের জন্য ক্রয় ব্যতিরেকে ছাড় দিতে রাজি নয়। মেহরাবের ডান পাশে লাশ রাখলে ডান পাশের কাতার বাম পাশের তুলনায় অনেক ছোট হয়ে যায়। এমতাবস্থায় মেহরাবের ডান পাশে দরজা কেটে জানাযার ব্যবস্থা করতে শরয়ী কোনো অসুবিধা আছে কি না?

**উত্তর :** মসজিদের ভেতর জানাযার নামায পড়া মাকরূহ। প্রয়োজনে পড়তে হলে ইমাম ও কয়েকজন মুক্তাদী লাশের পেছনে মসজিদের বাইরে দাঁড়ানোর ব্যবস্থা করা উচিত। প্রয়োজনে মেহরাবের ডান পাশে দরজা কাটা যেতে পারে। (৪/৩৪৬/৭৪০)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢ /٢٢٤ : (وكرهت تحريما) وقيل (تنزيها في مسجد جماعة هو) أي الميت (فيه) وحده أو مع القوم. (واختلف في الخارجة) عن المسجد وحده أو مع بعض القوم (والمختار الكراهة) مطلقا خلاصة، بناء على أن المسجد إنما بني للمكتوبة -

📖 رد المحتار(سعيد) ٢ /٢٢٤ : (قوله: وقيل تنزيها) رجحه المحقق ابن الهمام وأطال؛ ووافقه تلميذه العلامة ابن أمير حاج، وخالفه تلميذه الثاني الحافظ الزيني قاسم في فتواه برسالة خاصة، فرجح القول الأول لإطلاق المنع في قول محمد في موطئه: لا يصلى على جنازة في مسجد. وقال الإمام الطحاوي: النهي عنها وكراهيتها قول أبي حنيفة ومحمد، وهو قول أبي يوسف أيضا -

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۳/ ۱۵۷ : الجواب- مسجد میں نماز جنازہ کی تین صورتیں ہیں اور حنفیہ کے نزدیک علی الترتیب تینوں مکروہ ہیں ایک یہ کہ جنازہ مسجد میں ہو اور

Scanned by CamScanner

امام ومقتدی بھی مسجد میں ہو؛ دوم یہ کہ جنازہ باہر ہو اور امام ومقتدی مسجد میں ہوں، سوم یہ کہ جنازہ امام اور کچھ مقتدی مسجد سے باہر ہوں اور کچھ مقتدی مسجد کے اندر ہوں اگر کسی عذر صحیح کی وجہ سے مسجد میں جنازہ پڑھا تو جائز ہے۔

## মসজিদের ভেতর দিয়ে লাশ আনা-নেওয়া করা

**প্রশ্ন :** মসজিদের ভেতর দিয়ে লাশ আনা-নেওয়া করা যাবে কি না?

**উত্তর :** মসজিদের ভেতর দিয়ে লাশ আনা-নেওয়া করা ঠিক নয়। (৪/৩৪৬/৭৪০)

📖 مبسوط السرخسي (دار المعرفة) ٢/ ٦٨ : إنما الكراهة في إدخال الجنازة لقوله -عليه الصلاة والسلام- «جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم» فإذا كان الصبي ينحى عن المسجد فالميت أولى-

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٢٢٥ : وكما تكره الصلاة عليها في المسجد يكره إدخالها فيه كما نقله الشيخ قاسم-

## পুরাতন গেট বন্ধ করে মুসল্লিদের ভোগান্তির শিকার করা

**প্রশ্ন :** মুসল্লিদের অতি নিকটবর্তী মসজিদে যাওয়ার হক নষ্ট করে মসজিদের গেট বন্ধ করা জায়েয হবে কি? গত ৫০ বছর পর্যন্ত উক্ত গেট বিদ্যমান ছিল এবং বর্তমানে মসজিদসংলগ্ন একটি হাফিজিয়া মাদরাসাও আছে। উল্লিখিত গেটটি বন্ধ হলে উক্ত মাদরাসার ছাত্রদের আসা-যাওয়ায়ও কষ্ট হয়। উক্ত গেটটি থাকলে মসজিদে যাতায়াত ছাড়াও দুনিয়াবী কাজেও এলাকাবাসীর সুবিধা হবে। গেট থাকলে মসজিদের কোনো রকমের আদব নষ্ট হওয়ার আশঙ্কাও নেই।

**উত্তর :** প্রশ্নের বর্ণনা মতে, বর্তমান স্থানে গেটটি বিদ্যমান থাকায় মসজিদে মুসল্লি ও ছাত্রদের যাতায়াত সুবিধাসহ সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্ম সহজভাবে পরিচালিত হচ্ছে এবং এতে সরকার ও জনগণের কোনো অসুবিধা ও মসজিদের আদবের খেলাফ হচ্ছে না উল্লেখ রয়েছে। পক্ষান্তরে উক্ত গেটটি বন্ধ করে দিলে সাধারণ মুসল্লিদের যাতায়াতের অসুবিধা হয়ে যায়, ফলে মুসল্লিদের সংখ্যা কমে যাওয়ার প্রবল আশঙ্কা।

Scanned by CamScanner

এমতাবস্থায় বিশেষ কোনো প্রয়োজন ছাড়া গেটটি স্থানান্তর করে জনসাধারণের মসজিদ-মাদরাসায় আসার সহজ ও পুরাতন পথটি বন্ধ করে দেওয়া কর্তৃপক্ষের জন্য উচিত হবে না। (৫/৩২৩/৯৫৬)

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٧/ ٣٠٦ : والحاصل أن القياس في جنس هذه المسائل أن يفعل صاحب الملك ما بدا له مطلقا لأنه يتصرف في خالص ملكه وإن كان يلحق الضرر بغيره، لكن يترك القياس في موضع يتعدى ضرره إلى غيره ضررا فاحشا كما تقدم وهو المراد بالبين فيما ذكر الصدر الشهيد وهو ما يكون سببا للهدم وما يوهن البناء سبب له أو يخرج عن الانتفاع بالكلية وهو ما يمنع من الحوائج الأصلية كسد الضوء بالكلية على ما ذكر في الفرق المتقدم واختاروا الفتوى عليه.

## হারাম টাকা দিয়ে নির্মিত মসজিদের হুকুম

**প্রশ্ন :** আমাদের এলাকায় এক ব্যক্তি একটি মসজিদ নির্মাণ করেছে, যার টাকা হারাম হওয়ার ব্যাপারে শতের অধিক ব্যক্তি সাক্ষ্য দিচ্ছে। কারণ হারাম পথ ছাড়া তার কাছে টাকা আসার কোনো পথ নেই। প্রশ্ন হলো, হারাম টাকা দিয়ে কেউ মসজিদ নির্মাণ করলে তা শরয়ী বলা যাবে কি না? সেখানে নামায পড়া বৈধ হবে কি না?

**উত্তর :** কোনো মুসলমানের আয় ও আয়ের উৎস সম্পূর্ণ হারাম বা অবৈধ বলে স্বীকার করলে বা প্রমাণ পাওয়া গেলে এবং সেই টাকা দ্বারা মসজিদ নির্মাণ করলে উক্ত মসজিদ শরয়ী বলে গণ্য হয় না এবং নামায মাকরূহ হয়। কিন্তু সাধারণত মুসলমানের আয়ের উৎস এক ধরনের হয় না, বরং বৈধ ও অবৈধ উৎস উভয়টির মিশ্রণ থাকে বিধায় সে টাকা দিয়ে নির্মিত মসজিদকে শরয়ী নয় বলা মুশকিল। সুতরাং নির্মাতার স্বীকারোক্তি ও তার স্পষ্ট বিবরণ না পাওয়া পর্যন্ত নির্মিত মসজিদকে শরয়ী মসজিদই বলতে হবে। এতে নামায নিঃসন্দেহে সহীহ হবে। যদি কারো সন্দেহ হয় সে অন্য মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করবে। (৯/৮৫৭)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ١ / ٦٥٨ : (قوله لو بماله الحلال) قال تاج الشريعة: أما لو أنفق في ذلك مالا خبيثا ومالا سببه الخبيث والطيب فيكره لأن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب، فيكره تلويث بيته بما لا يقبله.

Scanned by CamScanner

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۷/ ۷۹ : جس شخص کی تمام کمائی حرام کی ہو اور وہ اس حرام مال سے مسجد بنائے تو وہ مسجد صحیح مسجد نہیں ہوتی، نماز اس میں بھی ہو جاتی ہے مگر مسجد کا ثواب نہیں ملتا اور جس شخص کی کمائی حلال بھی ہو اور حرام بھی اور وہ مخلوط کمائی سے مسجد بنائے تو اگرچہ حرام مال خرچ کرنے کا اسے کچھ ثواب نہیں ملے گا لیکن احکام اور فتوی کی رو سے یہ مسجد مسجد ہو جائے گی، اور وقف صحیح ہونے کا حکم دیا جائے گا اور مسلمانوں کو حق ہو گا کہ وہ اس کو بحیثیت مسجد کے استعمال کریں اور اس کی حفاظت کریں۔

## অবৈধ টাকা দিয়ে নির্মিত মসজিদে নামাযের বিধান

**প্রশ্ন :** এক ব্যক্তি অবৈধ টাকা-পয়সা ব্যয়ের মাধ্যমে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছে। তার মালামাল, টাকা-পয়সা ইত্যাদি অবৈধ হওয়ার যথেষ্ট পরিমাণ প্রমাণও রয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, উক্ত মসজিদ শরয়ী মসজিদ হিসেবে গণ্য হবে কি না? এবং সেখানে নামায আদায় করলে নামায আদায় হবে কি না?

**উত্তর :** কোনো মুসলমানের আয় ও আয়ের উৎস সম্পূর্ণ হারাম বা অবৈধ বলে স্বীকার করলে বা প্রমাণ পাওয়া গেলে এবং সেই টাকার দ্বারাই মসজিদ নির্মাণ করলে উক্ত মসজিদ শরয়ী মসজিদ বলে গণ্য হবে না এবং নামাযও মাকরূহ হয়। কিন্তু সাধারণত মুসলমানের আয়ের উৎস এ ধরনের হয় না বরং বৈধ ও অবৈধ উৎস উভয়টির মিশ্রণ থাকে। বিধায় সে টাকা দিয়ে নির্মিত মসজিদকে শরয়ী নয় বলা মুশকিল। সুতরাং নির্মাতার স্বীকারোক্তি ও তার স্পষ্ট বিবরণ না পাওয়া পর্যন্ত নির্মিত মসজিদকে শরয়ী মসজিদই বলতে হবে। আর এতে নামায নিঃসন্দেহে সহীহ হয়ে যাবে। (৯/৬৮২)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥ / ٣٤٢ : أهدى إلى رجل شيئا أو أضافه إن كان غالب ماله من الحلال فلا بأس إلا أن يعلم بأنه حرام، فإن كان الغالب هو الحرام ينبغي أن لا يقبل الهدية، ولا يأكل الطعام إلا أن يخبره بأنه حلال ورثته أو استقرضته من رجل، كذا في الينابيع.

ولا يجوز قبول هدية أمراء الجور؛ لأن الغالب في مالهم الحرمة إلا إذا علم أن أكثر ماله حلال بأن كان صاحب تجارة أو زرع فلا بأس به؛ لأن أموال الناس لا تخلو عن قليل حرام فالمعتبر الغالب، وكذا أكل طعامهم، كذا في الاختيار شرح المختار.

Scanned by CamScanner

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۷/ ۶۹ : جس شخص کی تمام کمائی حرام کی ہو اور وہ اس حرام مال سے مسجد بنائے تو وہ مسجد صحیح مسجد نہیں ہوتی، نماز اس میں بھی ہو جاتی ہے مگر مسجد کا ثواب نہیں ملتا اور جس شخص کی کمائی حلال بھی ہو اور حرام بھی اور وہ مخلوط کمائی سے مسجد بنائے تو اگرچہ حرام مال خرچ کرنے کا اسے کچھ ثواب نہیں ملے گا لیکن احکام اور فتوی کی رو سے یہ مسجد مسجد ہو جائے گی، اور وقف صحیح ہونے کا حکم دیا جائے گا اور مسلمانوں کو حق ہو گا کہ وہ اس کو بحیثیت مسجد کے استعمال کریں اور اس کی حفاظت کریں۔

## সুদের টাকা দিয়ে নির্মিত মসজিদ-মাদরাসার হুকুম

**প্রশ্ন :** কোনো ব্যক্তি মসজিদ ও মাদরাসা করল। কিন্তু তার দেওয়া টাকা হারাম তথা সুদি মাল। তাহলে উক্ত মসজিদে নামায পড়া ও মাদরাসায় লেখাপড়া করা যাবে কি না?

**উত্তর :** হারাম মাল দ্বারা কোনো মসজিদ-মাদরাসা করা হলে উক্ত মাদরাসায় পড়াশোনা করার দ্বারা সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে এবং মসজিদে নামায আদায় করার দ্বারা নামায আদায় হলেও মাকরূহ হবে। (১৬/১২১/৬৩৬৭)

📖 رد المحتار (ایچ ایم سعید) ۱ / ٦٥٨ : (قوله لو بماله الحلال) قال تاج الشريعة: أما لو أنفق في ذلك مالا خبيثا ومالا سببه الخبيث والطيب فيكره لأن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب، فيكره تلويث بيته بما لا يقبله.

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۷/ ۶۹ : جس شخص کی تمام کمائی حرام کی ہو اور وہ اس حرام مال سے مسجد بنائے تو وہ مسجد صحیح مسجد نہیں ہوتی، نماز اس میں بھی ہو جاتی ہے مگر مسجد کا ثواب نہیں ملتا اور جس شخص کی کمائی حلال بھی ہو اور حرام بھی اور وہ مخلوط کمائی سے مسجد بنائے تو اگرچہ حرام مال خرچ کرنے کا اسے کچھ ثواب نہیں ملے گا لیکن احکام اور فتوی کی رو سے یہ مسجد مسجد ہو جائے گی، اور وقف صحیح ہونے کا حکم دیا جائے گا اور مسلمانوں کو حق ہو گا کہ وہ اس کو بحیثیت مسجد کے استعمال کریں اور اس کی حفاظت کریں۔

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ۱۵/ ۱۰۱ : مال حرام مسجد میں لگانا ناجائز ہے اگر حرام مال سے خرید کر زمین پر مسجد بنائی جائے تو اس میں نماز مکروہ ہے۔

Scanned by CamScanner

## মসজিদের হারাম টাকার নির্মিত জানার পর করণীয়

**প্রশ্ন :** হারাম টাকা দ্বারা মসজিদ করা হলে তাতে নামায পড়া জায়েয হবে কি না? নির্মাণের পর জানতে পারলে করণীয় কী?

**উত্তর :** হারাম টাকা দ্বারা মসজিদ নির্মাণ করা হলে তাতে নামায মাকরূহের সহিত শুদ্ধ হলেও নির্মাণের পর তা জানতে পারলে হালাল টাকা দ্বারা পুনর্নির্মাণের সামর্থ্য থাকলে ভেঙে ফেলা জরুরি। অন্যথায় পুনর্নির্মাণের চেষ্টা চালিয়ে যাবে। (১৪/৩৮৮/৫৬১৭)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٦٥٨ : (قوله لو بماله الحلال) قال تاج الشريعة: أما لو أنفق في ذلك مالا خبيثا ومالا سببه الخبيث والطيب فيكره لأن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب، فيكره تلويث بيته بما لا يقبله.

## বৈধ-অবৈধ যৌথ আয়ের টাকা দিয়ে মসজিদ নির্মাণ ও নামাযের হুকুম

**প্রশ্ন :** এক ব্যক্তির বিভিন্ন ধরনের আয়ের উৎস আছে। যেমন–মদের ব্যবসা, সিনেমা হল, গার্মেন্ট, বাড়িভাড়ার টাকা ও আবাসিক হোটেল। ওই ব্যক্তি তার নিজ এলাকাতে একটি মসজিদ নির্মাণ করছে। তাতে প্রায় ২০-২৫ লক্ষ টাকা খরচ হবে। উক্ত মসজিদে সাধারণ মানুষেরও দান আছে। তবে তুলনামূলক কম। উক্ত মসজিদে নামায পড়া জায়েয হবে কি না? নামায পড়া জায়েয না হলে ওই মসজিদকে এখন কী করতে হবে?

**উত্তর :** মসজিদ আল্লাহ তা'আলার পবিত্র ঘর। হালাল ও পবিত্র মাল দ্বারা মসজিদ নির্মাণ করা একান্ত অপরিহার্য। হারাম মাল বা অবৈধ ব্যবসার মাধ্যম উপার্জিত টাকা মসজিদে ব্যয় করা নাজায়েয ও গোনাহ। তাই প্রশ্নোক্ত ব্যক্তি হারাম মাল দিয়ে মসজিদ নির্মাণ করছে না বলা পর্যন্ত ওই মসজিদে নামায পড়া জায়েয। নচেৎ ওই মসজিদে নামায আদায় করা মাকরূহে তাহরীমী হবে। (৪/৩২০/৬৮৭)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٦٥٨ : (قوله لو بماله الحلال) قال تاج الشريعة: أما لو أنفق في ذلك مالا خبيثا ومالا سببه الخبيث والطيب فيكره لأن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب، فيكره تلويث بيته بما لا يقبله.

Scanned by CamScanner

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۷/ ۷۹ : جس شخص کی تمام کمائی حرام کی ہو اور وہ اس حرام مال سے مسجد بنائے تو وہ مسجد صحیح مسجد نہیں ہوتی، نماز اس میں بھی ہو جاتی ہے مگر مسجد کا ثواب نہیں ملتا اور جس شخص کی کمائی حلال بھی ہو اور حرام بھی اور وہ مخلوط کمائی سے مسجد بنائے تو اگرچہ حرام مال خرچ کرنے کا اسے کچھ ثواب نہیں ملے گا لیکن احکام اور فتوی کی رو سے یہ مسجد مسجد ہو جائے گی، اور وقف صحیح ہونے کا حکم دیا جائے گا اور مسلمانوں کو حق ہوگا کہ وہ اس کو بحیثیت مسجد کے استعمال کریں اور اس کی حفاظت کریں۔

## মাজারের টাকা দিয়ে মসজিদ নির্মাণ ও ব্যবহার

**প্রশ্ন :** মাজারের টাকা পয়সা দিয়ে মসজিদ তৈরি বা মসজিদের কাজে ব্যবহার করা যাবে কি না?

**উত্তর :** মাজারে টাকা-পয়সা দেওয়া বা মাজারের জন্য মান্নত আদায় করা সম্পূর্ণ শরীয়তবিরোধী কাজ। তাই ওই টাকা দিয়ে মসজিদের কাজ করা বা মসজিদ তৈরি করা নাজায়েয। (১/৫৮)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢/ ٤٣٩ : واعلم أن النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقربا إليهم فهو بالإجماع باطل وحرام ما لم يقصدوا صرفها لفقراء الأنام وقد ابتلي الناس بذلك -

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٤٣٩ : مطلب في النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام من شمع أو زيت أو نحوه (قوله تقربا إليهم) كأن يقول يا سيدي فلان إن رد غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب أو الفضة أو من الطعام أو الشمع أو الزيت كذا بحر (قوله باطل وحرام) لوجوه: منها أنه نذر لمخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق. ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك.

📖 فيه أيضا ١ / ٦٥٨ : (قوله لو بماله الحلال) قال تاج الشريعة: أما لو أنفق في ذلك مالا خبيثا ومالا سببه الخبيث والطيب فيكره لأن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب، فيكره تلويث بيته بما لا يقبله.

Scanned by CamScanner

## দেহ ব্যবসা ও হারাম পন্থায় উপার্জিত টাকা মসজিদের কাজে লাগানো

**প্রশ্ন :** দেহ ব্যবসা করে উপার্জিত টাকা বা অন্য কোনো হারাম পন্থায় উপার্জিত টাকা মসজিদে দান করলে তা দিয়ে মসজিদের কাজ করা যাবে কি না?

**উত্তর :** মসজিদ আল্লাহ তা'আলার পবিত্র ঘর। হালাল ও পবিত্র মাল মসজিদে খরচ করা জরুরি। হারাম মাল মসজিদের কাজে ব্যয় করা জায়েয নেই। (১৯/৭৩১)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٦٥٨ : (قوله لو بماله الحلال) قال تاج الشريعة: أما لو أنفق في ذلك مالا خبيثا ومالا سببه الخبيث والطيب فيكره لأن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب، فيكره تلويث بيته بما لا يقبله.

## জোরপূর্বক অন্যের জমিতে ঘর করে মসজিদের ভোগ করা অবৈধ

**প্রশ্ন :** অন্যের জমির ওপর জোরপূর্বক মসজিদের নামে মেস করে ভাড়া আদায় করে মসজিদের কাজে ব্যবহার করা যাবে কি না? অন্যের জমির ওপরে জোরপূর্বক ঘর করে মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিন সাহেবের থাকার জায়গা করা যাবে কি না?

**উত্তর :** মসজিদের আয়ের জন্য অন্যের জমির ওপর জোরপূর্বক দোকানপাট, মেস, ঘর ও ইমাম-মুয়াজ্জিনের বাসা নির্মাণ করা জায়েয হবে না। বরং এগুলোর ভাড়া মসজিদের কাজে ব্যয় করাও নাজায়েয। (৫/৩১৯)

📖 بدائع الصنائع (ايچ ايم سعيد) ٧ / ١٥١ : لأن الحكم الأصلي للغصب: هو وجوب رد عين المغصوب-

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٦٥٨ : (قوله لو بماله الحلال) قال تاج الشريعة: أما لو أنفق في ذلك مالا خبيثا ومالا سببه الخبيث والطيب فيكره لأن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب، فيكره تلويث بيته بما لا يقبله.

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۷/ ۶۹ : جس شخص کی تمام کمائی حرام کی ہو اور وہ اس حرام مال سے مسجد بنائے تو وہ مسجد صحیح مسجد نہیں ہوتی، نماز اس میں بھی ہو جاتی ہے مگر مسجد کا ثواب نہیں ملتا اور جس شخص کی کمائی حلال بھی ہو اور حرام بھی اور وہ مخلوط کمائی سے مسجد

Scanned by CamScanner

بنائے تو اگرچہ حرام مال خرچ کرنے کا اسے کچھ ثواب نہیں ملے گا لیکن احکام اور فتوی کی رو
سے یہ مسجد مسجد ہو جائے گی، اور وقف صحیح ہونے کا حکم دیا جائے گا اور مسلمانوں کو حق ہوگا
کہ وہ اس کو بحیثیت مسجد کے استعمال کریں اور اس کی حفاظت کریں۔

## মূর্তি ও পুতুল বিক্রয়ের টাকা দিয়ে মসজিদ নির্মাণ

**প্রশ্ন :** জনৈক ব্যবসায়ী বিদেশ থেকে ক্ষুদ্র আকৃতির মানবমূর্তি, পুতুল, জীবজন্তুর মূর্তি ও পুতুলের ব্যাপক আমদানি করে এবং তা পাইকারি ও খুচরা দামে বিক্রি করে। মানুষ তাদের শোকেজ সাজানোর জন্য কিনে নেয়। অনেকে তাদের গাড়িতে ঝোলানোর জন্য নেয়। এসব পুতুল বা মূর্তি প্লাস্টিকজাত দ্রব্য দ্বারা নির্মিত। উপরোক্ত দ্রব্যের ব্যবসায়ের টাকা দিয়ে মসজিদ নির্মাণ, উন্নয়ন, মুসল্লিদের জন্য খাওয়ার পানি এবং মুসল্লিদের রমাজান মাসের ইফতার করা জায়েয কি না?

**উত্তর :** মূর্তি বা পুতুলের কেনাবেচা এবং তার উপার্জন হারাম ও নাজায়েয। তাই তা থেকে প্রশ্নে উল্লিখিত পুণ্যের কাজগুলোতে ব্যয় করা জায়েয হবে না। তবে যদি তার মালিকানায় অন্য হালাল মাল থাকে, তাহলে উক্ত ব্যক্তি তার হালাল মাল হতে উল্লিখিত পুণ্যের কাজগুলোতে ব্যয় করতে পারবে। (১৮/৭৫৫/৭৮৩২)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٢/ ١١٤ (٢٢٣٦) : عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أنه: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عام الفتح وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة والخنزير والأصنام»، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لا، هو حرام»، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: «قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه» -

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢/ ٢٦٤ : قلت: وأفاد كلامهم أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريما وإلا فتنزيها نهر.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٦٥٨ : (قوله لو بماله الحلال) قال تاج الشريعة: أما لو أنفق في ذلك مالا خبيثا ومالا سببه الخبيث والطيب فيكره لأن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب، فيكره تلويث بيته بما لا يقبله.

Scanned by CamScanner

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۳ / ۳۹۷ : الجواب- تصویروں اور مجسموں کی تجارت کسی کے ساتھ بھی جائز نہیں، فإن المعصية قائم بعينه وفى الأولى قائمة بالفعل دون العين -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱/ ۴۶۹ : جواب- ناجائز آمدانی خواہ سود کے ذریعہ سے حاصل کی ہو خواہ اور کسی ذریعہ سے مسجد میں لگانا درست نہیں۔

## ব্যাংকের সুদের টাকা মসজিদে খরচ করা

**প্রশ্ন :** ব্যাংকের সুদের টাকা মসজিদে ব্যবহার করা যাবে কি না বা অন্য কোনো খাতে খরচ করা যাবে কি না?

**উত্তর :** ব্যাংকের সুদের টাকা মসজিদের কোনো কাজে ব্যবহার করা বা অন্য যেকোনো খাতে ব্যবহার করা হারাম। (১১/৩৩৮/৩৫৫৮)

📖 سورة آل عمران الآية ١٣٠- ١٣١ : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٦٥٨ : (قوله لو بماله الحلال) قال تاج الشريعة: أما لو أنفق في ذلك مالا خبيثا ومالا سببه الخبيث والطيب فيكره لأن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب، فيكره تلويث بيته بما لا يقبله.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۳ / ۳۷۶ : سود کا روپیہ مسجد، شب قدر وغیرہ میں خرچ کرنا جائز نہیں۔

📖 تالیفات رشیدیہ (ادارۂ اسلامیات) ص۴۴۲ : جواب—سب ناجائز ہے اور استعمال اس کا نہ درست ہے۔

## যাকাতের টাকা হিলা করে মসজিদে লাগানো

**প্রশ্ন :** যাকাতের টাকা তামলীক করে মসজিদে লাগানো বৈধ হবে কি না?

**উত্তর :** যাকাতের টাকা মসজিদে লাগানো নাজায়েয। (৩/১৭৯/৫০২)

Scanned by CamScanner

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ١/ ٣٠٠ : لا يجوز أن يبنى بالزكاة المسجد لأن التمليك شرط فيها ولم يوجد وكذا لا يبنى بها القناطر والسقايات وإصلاح الطرقات وكري الأنهار والحج والجهاد وكل ما لا تمليك فيه.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ٦/ ٩٤ : مسجد کی تعمیر میں یا امام ومؤذن، مسجد کے خدام کی تنخواہ میں زکوۃ کی رقم استعمال کرنا درست نہیں ہے مسجد کی تعمیر کے لئے للہ رقم دینے والے اہل خیر سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں اس لئے تعمیر مسجد میں زکوۃ کی رقم ہرگز استعمال نہ کی جائے، حیلہ کرکے بھی نہ لینا چاہئے۔

## ইমাম-মুতাওয়াল্লীর যোগ্যতা ও দায়িত্ব

**প্রশ্ন :** শরীয়তের দৃষ্টিতে মসজিদ পরিচালনায় মসজিদের মুতাওয়াল্লী ও ইমাম সাহেবকে কী কী গুণের অধিকারী হতে হবে এবং তাঁদের কী কী দায়িত্ব পালন করতে হবে?

**উত্তর :** শরীয়তের দৃষ্টিতে মসজিদের মুতাওয়াল্লী দ্বীনদার, পরহেজগার, আমানতদার, নিষ্ঠাবান, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদায় বিশ্বাসী ও সুন্নাতের অনুসারী হওয়া জরুরি। বিদ'আতে জড়িত, ভ্রান্ত মতবাদের অনুসারী মুতাওয়াল্লী হওয়ার উপযুক্ত নয়। ইমাম সাহেবের জন্য হক্কানী আলেম হওয়া ও ইলম অনুপাতে আমল করা, কিরাত সহীহ পড়া, শরীয়তের মাসায়েলে অভিজ্ঞ হওয়া, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদায় বিশ্বাসী হওয়া, সুন্নাতের পাবন্দ হওয়া এবং কমপক্ষে এক মুষ্ঠির নিচে দাড়ি না কাটা ও দ্বীনদার-পরহেজগার হওয়া জরুরি। বিদ'আত ও ভ্রান্ত আকীদার বিশ্বাসী, এক মুষ্ঠির ওপরে দাড়ি কর্তনকারী নিজে বা নিজের ঘরে শরয়ী পর্দা করে না–এমন ব্যক্তি ইমাম হওয়ার উপযোগী নয়।

ইমাম সাহেব নামাযবিষয়ক সব দায়িত্ব পালন করবেন এবং মুতাওয়াল্লী মসজিদ পরিচালনাবিষয়ক সব দায়িত্ব পালন করবেন। (১৭/৫৫৮/৭১৭৫)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٥/ ٢٢٦ : أما الأول فقال في فتح القدير الصالح للنظر من لم يسأل الولاية للوقف وليس فيه فسق يعرف قال وصرح بأنه مما يخرج به الناظر ما إذا ظهر به فسق كشربه الخمر ونحوه. اهـ وفي الإسعاف لا يولى إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبه لأن الولاية مقيدة بشرط النظر وليس من النظر تولية الخائن لأنه يخل بالمقصود وكذا تولية العاجز لأن المقصود لا يحصل به.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/ ٥٥٧ : (والأحق بالإمامة) تقديما بل نصبا مجمع الأنهر (الأعلم بأحكام الصلاة) فقط صحة وفسادا بشرط

Scanned by CamScanner

اجتنابه للفواحش الظاهرة، وحفظه قدر فرض، وقيل واجب، وقيل سنة (ثم الأحسن تلاوة) وتجويدا (للقراءة، ثم الأورع) أي الأكثر اتقاء للشبهات. والتقوى: اتقاء المحرمات (ثم الأسن) أي الأقدم إسلاما، فيقدم شاب على شيخ أسلم، وقالوا: يقدم الأقدم ورعا. وفي النهر عن الزاد: وعليه يقاس سائر الخصال، فيقال: يقدم أقدمهم علما ونحوه، وحينئذ فقلما يحتاج للقرعة (ثم الأحسن خلقا) بالضم ألفة بالناس (ثم الأحسن وجها) أي أكثرهم تهجدا ـ

📖 فتاوی محمودیہ (زکریابکڈپو) ۱۲ /۲۵۵ :الجواب- جوآدمی سب نمازیوں میں زیادہ لائق ہو، طہارت ونماز کے مسائل سے زیادہ واقف ہو، متبع شریعت ہو قرآن کریم صحیح پڑھتا ہو اس کو امام بنایا جائے۔

📖 کفایت المفتی (امدادیہ) ۷/ ۲۰۵ : متولی وہ شخص مقرر کیا جاسکتا ہے جو امین یعنی دیانتدار ہو اور انتظام ونگہداشت وقف کی صلاحیت رکھتا ہو اور صحت تولیت کے لئے متولی کا بالغ اور عاقل ہونا شرط ہے۔

📖 فیہ ایضا ۷/ ۱۸۰ : فاسق فاجر مرتکب کبائر ایسے عہدوں کا اہل نہیں ہے جن میں شرعی ضوابط وقوانین کی پابندی سے کام کرنے کی اہمیت زیادہ ہو۔

## মসজিদের মুতাওয়াল্লী ও কমিটির সদস্য হওয়ার শর্ত

**প্রশ্ন :** মসজিদের মুতাওয়াল্লী বা কমিটির সদস্য বা কর্মকর্তা হওয়ার জন্য অপরিহার্য শর্ত বা গুণাবলি কী কী? কোনো ফাসেক ব্যক্তির মসজিদ কমিটির সদস্য, কর্মকর্তা বা মুতাওয়াল্লী হওয়া শরীয়ত মতে দুরস্ত কি না?

**উত্তর :** মসজিদের মুতাওয়াল্লী হওয়ার জন্য ওয়াক্ফ সম্পত্তি ও মসজিদের কার্যাদি পরিচালনার ওপর শরীয়তসম্মত জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। অনুরূপ কমিটির সদস্য ও মসজিদের কর্মকর্তা হওয়ার জন্য ফাসেক না হওয়া, আমানতদার হওয়া একান্ত জরুরি। ফাসেক ব্যক্তিকে মসজিদ কমিটির সদস্য, মুতাওয়াল্লী ও কর্মকর্তা নিয়োগ না করা বা স্বেচ্ছায় না হওয়া উভয়টা শরীয়তের আলোকে অপরিহার্য। (৫/৪৫৮/১০২১)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٥/ ٢٢٦ : أما الأول فقال في فتح القدير الصالح للنظر من لم يسأل الولاية للوقف وليس فيه فسق يعرف قال وصرح بأنه مما يخرج به الناظر ما إذا ظهر به فسق كشربه الخمر ونحوه. اهـ

Scanned by CamScanner

وفي الإسعاف لا يولى إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبه لأن الولاية مقيدة بشرط النظر وليس من النظر تولية الخائن لأنه يخل بالمقصود وكذا تولية العاجز لأن المقصود لا يحصل به -

📖 فيه أيضا ٥/ ٢٢٦ : وأن الناظر إذا فسق استحق العزل ولا ينعزل لأن القضاء أشرف من التولية ويحتاط فيه أكثر من التولية والعدالة فيه شرط الأولوية حتى يصح تقليد الفاسق وإذا فسق القاضي لا ينعزل على الصحيح المفتى به فكذا الناظر -

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۷/ ۲۰۵ : متولی وہ شخص مقرر کیا جاسکتا ہے جو امین یعنی دیانتدار ہو اور انتظام و نگہداشت وقف کی صلاحیت رکھتا ہو... ...اور صحت تولیت کے لئے متولی کا بالغ اور عاقل ہونا شرط ہے۔

📖 فیہ ایضا ۷/ ۱۸۰ : فاسق فاجر مرتکب کبائر ایسے عہدوں کا اہل نہیں ہے جن میں شرعی ضوابط و قوانین کی پابندی سے کام کرنے کی اہمیت زیادہ ہو۔

## কমিটি গঠন ও আজীবন মুতাওয়াল্লী থাকার বিধান

**প্রশ্ন :** মসজিদের কমিটি গঠন করা জরুরি কি না? মসজিদের জমিদাতা এবং মসজিদ নির্মাণকারী আজীবন ওই মসজিদের মুতাওয়াল্লী থাকতে পারবে কি না? এবং সে এককভাবে দেখাশোনা করতে পারবে কি না?

**উত্তর :** যদি মসজিদের মুতাওয়াল্লী দ্বীনদার, মুত্তাকী ও আমানতদার হয়ে থাকে এবং সুন্দরভাবে মসজিদের পরিচালনা করে থাকে তাহলে সে-ই মসজিদের দেখাশোনা ও পরিচালনা করবে। পক্ষান্তরে যদি এর ব্যতিক্রম হয় তাহলে মসজিদের কার্যপরিচালনার জন্য দ্বীনদার, মুত্তাকী ও আমানতদার ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করে কার্য পরিচালনা করা উচিত। যদি মসজিদের জমিদাতা বা মসজিদ নির্মাণকারী নেককার, দ্বীনদার ও আমানতদার হয় তাহলে আজীবন তার এককভাবে দেখাশোনা করা ও মুতাওয়াল্লী থাকা শরয়ী দৃষ্টিতে আপত্তিকর নয়। তবে যদি মুতাওয়াল্লী মসজিদের কোনো খেয়ানত করে বা বদদ্বীন হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে মহল্লাবাসী পরামর্শক্রমে কোনো দ্বীনদার, মুত্তাকী ও আমানতদার ব্যক্তিকে মুতাওয়াল্লী নির্ধারণ করে নেবে। অথবা কমিটি গঠন করে পরামর্শ মোতাবেক মসজিদের কার্য পরিচালনা করতে পারবে। মুতাওয়াল্লী থাকা জরুরি নয়। (১৫/৯০২/৬৩৩৭)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٥ / ٢٣٣ : ثم اتفق المشايخ المتأخرون وأستاذونا أن الأفضل أن ينصبوا متوليا.

Scanned by CamScanner

📖 فيه أيضا ٥ / ٢٣٢ : الموضع الثالث في الناظر المولى من القاضي القاضي في مواضع الأول إذا مات الواقف ولم يجعل ولايته إلى أحد ولا ينصبه يجعله من الأجانب ما دام يجد من أهل بيت الواقف من يصلح لذلك إما لأنه أشفق أو لأن من قصد الواقف نسبة الوقف إليه.

📖 احسن الفتاوى (سعيد) ٦ / ٤٢١ : الجواب-خواہ واقف نے اپنے تولیت کی شرط لگائی ہو یانہ لگائی ہو بہر کیف وقف اور اس کی تولیت صحیح ہے۔

## কাবা শরীফ, মসজিদে নববী ও সাধারণ মসজিদে মশা-মাছি মারার বিধান

**প্রশ্ন :** মসজিদে নামাযের ভেতরে বা বাইরে মশা মারা বা তাড়ানো যাবে কি না? অনুরূপ মক্কা শরীফের মসজিদে হারামে এবং মদীনা শরীফের মসজিদে নববীতে মশা মারা যাবে কি না?

**উত্তর :** মসজিদে নামায না পড়া অবস্থায় আওয়াজ ব্যতীত মশা মারা বা তাড়ানো যাবে। আর নামাযের মধ্যে প্রয়োজনে আমলে কালীলের সাথে মশা মারা বা তাড়ানো যাবে। আর মসজিদে হারামে ও মদীনা শরীফেও মশা মারা যাবে। তবে কোনো অবস্থাতেই মৃত মশা বা ময়লা জাতীয় বস্তু মসজিদে রাখা যাবে না। (১৭/৮২৯/৭৩৪১)

📖 حاشية الطحطاوي على المراقي (قديمى كتبخانه) ص ٣٥٥ : قوله: "ومنه أخذ قلة" أي التعرض لها عند عدم الإيذاء قوله: "لا يكره الأخذ" لأن تركها يذهب الخشوع ويشغل القلب بالألم وتحمل الإساءة والكراهة المروية عن الإمام أبي يوسف على أخذها قصدا من غير عذر كما في الحلبي وإذا أخذها بعد التعرض بالإيذاء فإما أن يقتلها أو يدفنها والدفن أولى كما أشار إليه المصنف بقوله ويحترز الخ وهذا في غير المسجد أما فيه فلا بأس بالقتل بعمل قليل ولا يطرحها فيه بطريق الدفن أو غيره مطلقا سواء كان في الصلاة أم لا لحديث إذا وجد أحدكم القملة في ثيابه فليصرها ولا يطرحها في المسجد إلا إذا غلب على ظنه أنه يظفر بها بعد الفراغ من الصلاة فيخرجها قوله: "ولا يجوز عندنا إلقاء قشرها في المسجد" للنهي عن تقذيره ولو بطاهر-

Scanned by CamScanner

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٢/ ٢٠٧ : أما الذي يرجع إلى الصيد فهو أنه لا يحل قتل صيد الحرم للمحرم والحلال جميعا إلا المؤذيات المبتدئة بالأذى غالبا -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٢٥٢ : ولا شيء في الحية والعقرب والفأرة والزنبور والنمل والسرطان والذباب والبق والبعوض والبرغوث والقراد والسلحفاة ولا شيء في هوام الأرض كالقنفذ والخنفساء، كذا في فتاوى قاضي خان -

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ۲/ ۴۴۲ : بسااوقات نماز میں مکھیاں تنگ کرتی ہیں مکھی کو ہٹایا جائے توپھر اسی جگہ پر آ بیٹھتی ہے تو کیا مکھی کو ہٹا یا سکتے ہیں؟
الجواب- بوقت ضرورت عمل قلیل سے مکھی کواڑا سکتے ہیں۔

## কিবলামুখী নয়, এমন মসজিদে নামাযের হুকুম

**প্রশ্ন :** আমাদের এলাকায় একটি মসজিদ বানানো হয়েছে, যা সম্পূর্ণ কিবলার দিকে নয়। বরং দক্ষিণ দিকে ফিরানো এবং কাতারগুলোও মেহরাবের ন্যায় দক্ষিণমুখী। বর্তমানে মেহরাব পূর্বের ন্যায় থাকলেও কাতারগুলো কম্পাসের সাহায্যে মেপে কিবলার দিকে করা হয়েছে। এমতাবস্থায় উক্ত মসজিদের কিবলা ঠিক করার পূর্বের নামাযগুলোর বিধান কী? এবং বর্তমানে এ মসজিদের হুকুম কী? কাতারগুলো কিবলামুখী করে দিলেই হবে, নাকি মসজিদ ভেঙে নতুন করে নির্মাণ করতে হবে?

**উত্তর :** নামাযের মধ্যে কিবলামুখী হওয়া ফরয। মক্কা শরীফের বাইরে অবস্থানকারী লোকদের জন্য কিবলামুখী হওয়ার অর্থ সোজা বায়তুল্লাহ শরীফকে সামনে নেওয়া নয়, বরং বায়তুল্লাহ শরীফের দিককে সামনে নেওয়া। ফিকাহবিদদের বর্ণনা অনুযায়ী মসজিদের মেহরাব বায়তুল্লাহ শরীফ হতে ডানে বা বামে ৪৫ ডিগ্রি পর্যন্ত বাঁকা হলেও নামায সহীহ-শুদ্ধ হয়ে যাবে। ৪৫ ডিগ্রি থেকে বেশি বাঁকা হলে নামায সহীহ-শুদ্ধ হবে না। প্রশ্নোক্ত মসজিদের মেহরাব ডানে বা বামে ৪৫ ডিগ্রির বেশি বাঁকা না হলে ইতিপূর্বে আদায়কৃত নামায সহীহ-শুদ্ধ হয়ে গেছে। এ ক্ষেত্রে মসজিদ ভাঙার প্রয়োজন নেই। এ অবস্থায় নামায পড়লে চলবে। পক্ষান্তরে ৪৫ ডিগ্রির বেশি বাঁকা হলে নামায শুদ্ধ হবে না। এ ক্ষেত্রে মসজিদ না ভেঙে কাতার সোজা করে দিলে চলবে। (১৪/৯৩৮)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٤٢٩ : ولا بأس بالانحراف انحرافا لا تزول به المقابلة بالكلية، بأن يبقى شيء من سطح الوجه مسامتا للكعبة.

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٦٣ : وجهة الكعبة تعرف بالدليل والدليل في الأمصار والقرى المحاريب التي نصبها الصحابة والتابعون فعلينا اتباعهم.

📖 احسن الفتاوی(سعید) ۲/ ۳۱۳ : بیت اللہ سے پینتالیس درجہ تک انحراف مفسد صلاۃ نہیں اس سے زیادہ ہو تو مفسد ہے۔

## কিবলা ১০ ডিগ্রি সরে গেলে নামাযের কোনো ক্ষতি হয় না

**প্রশ্ন :** আমাদের উত্তরা ১ নং সেক্টরের নির্মাণাধীন জামে মসজিদটির তৃতীয় তলা পর্যন্ত ছাদের ঢালাই দেওয়া হয়েছে এবং এতে নিয়মিত নামাযও আদায় হচ্ছে। মসজিদের জমি রাজউক কর্তৃক বরাদ্দকৃত। রাজউক এতে চতুর্থ তলা পর্যন্ত মসজিদ ভবন নির্মাণের নকশাও অনুমোদন করেছে। মসজিদের জমিটি বিদ্‌ঘুটে আকৃতির ও এর অসংগতিপূর্ণ অবস্থানগত কারণে এতে মসজিদ ভবনটি নির্মাণের খুবই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। ইতিমধ্যে মসজিদটির মেহরাবটির নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং নিচতলা ও দ্বিতীয় তলার ফ্লোর টাইলস বসানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। নিচতলার ফ্লোর টাইলস বসানো কল্পে কিবলার সাথে কাতারসমূহের অবস্থান নির্ণয়কালে কম্পাসদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে মেহরাবটি ১০ ডিগ্রি বাঁ দিকে সরে গেছে। এখন মেহরাবের অবস্থান বাদ দিয়ে শুধু কিবলার সঙ্গে সংগতি করে কাতারসমূহে টাইলস বসানো হলে সমান ও সর্বশেষ কাতারের পরে বেশ কিছু জায়গা কাতারবহির্ভূত অব্যবহৃত অবস্থায় থাকবে। যার ফলে মসজিদে নামাযের স্থান সংকুচিত হবে। তা ছাড়া মেহরাবের সাথে কাতারের অসামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থানের কারণে মসজিদের অভ্যন্তর অসুন্দর দেখা যাবে। মেহরাবের অবস্থান ঠিক ধরে তার সমান্তরাল বরাবর কাতারে টাইলস বসানো সম্ভব হলে উদ্ভূত সমস্যা এড়ানো যায়। এমতাবস্থায় বিদ্যমান মেহরাবের অবস্থান ঠিক ধরে তার সমান্তরাল বরাবর নামাযের কাতার নির্ধারণপূর্বক তদানুযায়ী টাইলস বসানো যাবে কি না? মেহেরবানি করে সে ব্যাপারে শরীয়তের বিধান জানিয়ে আমাদের এ সমস্যা হতে পরিত্রাণ পেতে সাহায্য করার জন্য আপনাকে বিনীত অনুরোধ করছি।

**উত্তর :** প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় মেহরাবের অবস্থান বাদ দিয়ে শুধু কিবলার সঙ্গে সংগতি রেখে কাতারসমূহে টাইলস বসানো উত্তম। তবে সৌন্দর্য রক্ষার্থে ও মসজিদের সামনে ও পেছনের অংশবিশেষ অব্যবহৃত না থাকার খাতিরে মেহরাবের অবস্থান ঠিক ধরে তার সমান্তরাল বরাবর নামাযের কাতার নির্ধারণপূর্বক টাইলস বসানো ও তাতে নামায পড়া জায়েয হবে, বামে ১০ ডিগ্রি সরে যাওয়ার কারণে নামাযে কোনো রকম ত্রুটি হবে না। (১৮/২৬৬/৭৫৮৯)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٤٢٩ : ولا بأس بالانحراف انحرافا لا تزول به المقابلة بالكلية، بأن يبقى شيء من سطح الوجه مسامتا للكعبة.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٦٣ : وجهة الكعبة تعرف بالدليل والدليل في الأمصار والقرى المحاريب التي نصبها الصحابة والتابعون فعلينا اتباعهم.

📖 فتاوی عثمانی (مکتبۂ معارف القرآن کراچی) ۲ / ۵۲۰ : کوشش اس بات کی کرنی چاہئے کہ اہل مسجد سمت قبلہ کے سلسلے میں متفق ہو کر اپنا رخ صحیح کر لیں، تاہم اگر اہل مسجد اس پر آمدہ نہیں ہیں تو ۲۲ درجے انحراف سے نماز فاسد نہیں ہوتی، دفع شر کے لئے اسی رخ پر نماز پڑھ لینے کی گنجائش ہے جس رخ پر تمام اہل محلہ نماز پڑھ رہے ہیں۔

## মসজিদে এসি লাগানোর হুকুম

**প্রশ্ন :** বর্তমানে ঢাকা শহরের অনেকে এসি ব্যবহারে অভ্যস্ত। তাই তারা মসজিদে এসি লাগাতে চায়। আর অনেক লোক এমন আছে, যারা এসির বাতাস সহ্য করতে পারে না। তারা মসজিদে এসি লাগানো পছন্দ করে না। অন্যদিকে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সংকটের কারণে সরকার দিনেরবেলায় এবং সন্ধ্যা রাতে এসি ব্যবহার নিষেধ করে। এমতাবস্থায় মসজিদে এসি লাগানোর হুকুম কী হবে? যদি এসি লাগানো যায় তবে অনেক অসুস্থ ব্যক্তি মসজিদে জামাতের সাথে নামায পড়তে পারবে না, তারা কী করবে? তারা যদি ঘরে একা নামায আদায় করে তাহলে কি জামাতের সাথে নামায আদায়ের সাওয়াব পাবে?

**উত্তর :** প্রশ্নে যেসব সমস্যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার কারণে মসজিদে এসি লাগানো নিষিদ্ধ হবে না। যারা এসির বাতাস সহ্য করতে পারে না, তারা শুধুমাত্র জামাতের সময় মসজিদে যাবে বাকি সুন্নাত নামায বাড়িতে পড়বে অথবা নন-এসি মসজিদে নামায পড়ার চেষ্টা করবে। (১৮/৩২৯/৭৫৯৪)

📖 الأشباه والنظائر (دار الكتب العلمية) ١/ ٧٤ : تنبيه: يتحمل الضرر الخاص؛ لأجل دفع ضرر العام.

📖 فيه أيضا ١/ ٧٦ : إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما".

Scanned by CamScanner

## গোবর দিয়ে তৈরি আগরবাতি মসজিদে জ্বালানো

**প্রশ্ন :** গোবরের দ্বারা তৈরি আগরবাতি মসজিদে জ্বালানো মাকরূহ কি না?

**উত্তর :** প্রচলিত আগরবাতির মূল উপাদান যদি গোবর হয় তাহলে সেটা মসজিদে জ্বালানো জায়েয হবে না। গোবরের উপাদান সামান্য আর সিংহভাগ অন্য পবিত্র উপাদান দিয়ে আগরবাতি বানানো হলে তার ব্যবহার মসজিদে করার অনুমতি রয়েছে। (৬/৫৭৮/১৩৫৪)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٦٥٦ : (قوله وإدخال نجاسة فيه) عبارة الأشباه: وإدخال نجاسة فيه يخاف منها التلويث. اهـ ومفاده الجواز لو جافة، لكن في الفتاوى الهندية: لا يدخل المسجد من على بدنه نجاسة (قوله وعليه فلا يجوز إلخ) زاد لفظ عليه إشارة إلى أن ما ذكره من قوله فلا يجوز ليس بمصرح به في كتب المتقدمين؛ وإنما بناه العلامة قاسم على ما صرحوا به من عدم جواز إدخال النجاسة المسجد، وجعله مقيدا لقولهم: إن الدهن النجس يجوز الاستصباح به كما أفاده في البحر(قوله ولا تطيينه بنجس) في الفتاوى الهندية: يكره أن يطين المسجد بطين قد بل بماء نجس؛ بخلاف السرقين إذا جعل فيه الطين لأن في ذلك ضرورة، وہو تحصيل غرض لا يحصل إلا به، كذا في السراجية -

## অমুসলিমের মাল মসজিদে খরচ করা

**প্রশ্ন :** হিন্দুদের মাল মসজিদের কাজে খরচ করা যাবে কি না?

**উত্তর :** ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতির আশঙ্কা না থাকা অবস্থায় যদি কোনো অমুসলিম মসজিদকে পবিত্র জায়গা মনে করে সাহায্য করে তা গ্রহণ করা এবং মসজিদের কাজে ব্যয় করা জায়েয। (১/৩/৩)

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٥ / ٤١٧ : وأما الإسلام فليس بشرط، فلو وقف الذمي على ولده ونسله، وجعل آخره للمساكين جاز، ويجوز أن يعطي لمساكين المسلمين وأهل الذمة -

📖 منحة الخالق على البحر (سعيد) ٥ / ١٩٠ : قال في الإسعاف ولو أوصى الذمي أن تبنى داره مسجدا لقوم بأعيانهم أو لأهل محلة بعينها جاز استحسانا -

Scanned by CamScanner

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲ / ۲۶۴ : الجواب — اگر یہ احتمال نہ ہو کہ کل کو اہل اسلام پر احسان رکھیں گے اور نہ یہ احتمال ہو کہ اہل اسلام ان کے ممنون ہو کر ان کے مذہبی شعائر میں شرکت یا ان کی خاطر سے اپنے شعائر میں مداہنت کرنے لگیں گے اس شرط سے قبول کر لینا جائز ہے۔

## ধূপ জ্বালিয়ে মসজিদ থেকে মশা তাড়ানো

**প্রশ্ন :** মসজিদে ধূপ দিয়ে মাগরিব এবং ফজরের পূর্বে মশা তাড়ানো জায়েয কি না?

**উত্তর :** মসজিদকে সর্বদা সুগন্ধযুক্ত রাখা সুন্নাত এবং দুর্গন্ধ থেকে মুক্ত রাখা ওয়াজিব। অতএব দুর্গন্ধময় জিনিসসমূহ মসজিদে ব্যবহার করা মাকরূহ। সুতরাং ধূপ যদি সমস্ত মুসল্লির দৃষ্টিতে সুগন্ধিময় বলে বিবেচিত হয় তাহলে মসজিদে ব্যবহার করতে বাধা নেই। আর যদি ধূপ সুগন্ধি ও দুর্গন্ধ হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য থাকে বা সর্বসম্মতিক্রমে দুর্গন্ধময় বলে বিবেচিত হয় তাহলে ধূপ থেকে মসজিদকে পবিত্র রাখা মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য হবে। মশা তাড়ানোর জন্য প্রয়োজন বোধে দুর্গন্ধমুক্ত যেকোনো উপাদান ব্যবহার করার চিন্তা ও চেষ্টা করা উচিত। (১/১২৪/১০১)

📖 رد المحتار (ایچ ایم سعید) ۱ / ٦٦١ : (قوله وأكل نحو ثوم) أي كبصل ونحوه مما له رائحة كريهة للحديث الصحيح في النهي عن قربان آكل الثوم والبصل المسجد. قال الإمام العيني في شرحه على صحيح البخاري قلت: علة النهي أذى الملائكة وأذى المسلمين ولا يختص بمسجده - عليه الصلاة والسلام -، بل الكل سواء لرواية مساجدنا بالجمع، خلافا لمن شذ ويلحق بما نص عليه في الحديث كل ما له رائحة كريهة مأكولا أو غيره، وإنما خص الثوم هنا بالذكر وفي غيره أيضا بالبصل والكراث لكثرة أكلهم لها، وكذلك ألحق بعضهم بذلك من بفيه بخر أو به جرح له رائحة، وكذلك القصاب، والسماك، والمجذوم والأبرص أولى بالإلحاق -

## মসজিদে কয়েল জ্বালানো

**প্রশ্ন :** মসজিদের মধ্যে কয়েল জ্বালানো জায়েয আছে কি না?

Scanned by CamScanner

**উত্তর :** দুর্গন্ধময় যেকোনো জিনিস মসজিদে জ্বালানো নিষেধ। যদি কয়েল জাতীয় জিনিস দুর্গন্ধমুক্ত পাওয়া যায় তখন এ রকম কয়েল ব্যবহার করা যেতে পারে। (১৬/৮৪৩)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ١ / ٦٦١ : (قوله وأكل نحو ثوم) أي كبصل ونحوه مما له رائحة كريهة للحديث الصحيح في النهي عن قربان آكل الثوم والبصل المسجد. قال الإمام العيني في شرحه على صحيح البخاري قلت: علة النهي أذى الملائكة وأذى المسلمين ولا يختص بمسجده - عليه الصلاة والسلام -، بل الكل سواء لرواية مساجدنا بالجمع، خلافا لمن شذ ويلحق بما نص عليه في الحديث كل ما له رائحة كريهة مأكولا أو غيره، وإنما خص الثوم هنا بالذكر وفي غيره أيضا بالبصل والكراث لكثرة أكلهم لها، وكذلك ألحق بعضهم بذلك من بفيه بخر أو به جرح له رائحة، وكذلك القصاب، والسماك، والمجذوم والأبرص أولى بالإلحاق -

## নামাযের আগে বা পরে মসজিদে দান বাক্স চালানো

**প্রশ্ন :** জুমু'আর নামাযের আগে বা পরে মসজিদের জন্য টাকা উঠানোর জন্য দান বাক্স চালানো জায়েয হবে কি না?

**উত্তর :** মসজিদের প্রয়োজনে খুতবার পূর্বে বা নামাযের পরে মুসল্লিদের ইবাদতে ব্যাঘাত যেন না হয়—এমনভাবে দান বাক্স চালানো আপত্তিকর নয়। (১১/৭৯০/২৯২৮)

📖 جامع الترمذى (دار الحديث) ٥/ ٤٤٤ (٣٧٠٠) : عن عبد الرحمن بن خباب، قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحث على جيش العسرة فقام عثمان بن عفان فقال: يا رسول الله علي مائة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله، ثم حض على الجيش فقام عثمان بن عفان فقال: يا رسول الله علي مائتا بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله، ثم حض على الجيش فقام عثمان بن عفان فقال: يا رسول الله علي ثلاث مائة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله، فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عن المنبر وهو يقول: «ما على عثمان ما عمل بعد هذه، ما على عثمان ما عمل بعد هذه».

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۲/ ۲۵۴ : دینی ضرورت کے لئے چندہ کرنا مسجد میں مرحبا وسبحان اللہ کہکر درست ہے۔

## মসজিদে বসে পথচারীদের কাছ থেকে কালেকশন করা

**প্রশ্ন :** আমাদের এলাকার অনেক মসজিদের ইমাম বা মুয়াজ্জিন সাহেব মসজিদে বসে মসজিদের মাইক দিয়ে মসজিদের জন্য পথচারীদের থেকে টাকা কালেকশন করে। এভাবে টাকা কালেকশন করা জায়েয আছে কি না? যদি জায়েয না হয় তাহলে মসজিদের জন্য টাকা উঠানোর পদ্ধতি কী?

**উত্তর :** নামাযীদের নামাযে ব্যাঘাত না হয়–এমনভাবে মসজিদে বসে মসজিদের জন্য কালেকশন করা যায় এবং মসজিদের যেকোনো কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে মাইক দান করা হলে কালেকশনের কাজেও মাইক ব্যবহার করা যাবে। তবে পথচারীদের থেকে কালেকশন করা পূতঃপবিত্র-মর্যাদাসম্পন্ন আল্লাহ্ ঘর মসজিদের মানহানি করার শামিল। তা কখনো উচিত হবে না। অতএব এই পন্থা বর্জন করে নিকটতম কোনো আলেমের কাছে কালেকশন করার সঠিক পন্থা মৌখিকভাবে জেনে নেবেন। (১০/৮৪৩/৩৩১৫)

📖 جامع الترمذى (دار الحديث) ٥/ ٤٤٤ (٣٧٠٠) : عن عبد الرحمن بن خباب، قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحث على جيش العسرة فقام عثمان بن عفان فقال: يا رسول الله علي مائة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله، ثم حض على الجيش فقام عثمان بن عفان فقال: يا رسول الله علي مائتا بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله، ثم حض على الجيش فقام عثمان بن عفان فقال: يا رسول الله علي ثلاث مائة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله، فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عن المنبر وهو يقول: «ما على عثمان ما عمل بعد هذه، ما على عثمان ما عمل بعد هذه».

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ١٦٤ : (قوله ويكره التخطي للسؤال إلخ) قال في النهر: والمختار أن السائل إن كان لا يمر بين يدي المصلي ولا يتخطى الرقاب ولا يسأل إلحافا بل لأمر لا بد منه فلا بأس بالسؤال والإعطاء.

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۲/ ۲۵۳ : دینی ضرورت کے لئے چندہ کرنا مسجد میں مرحبا وسبحان اللہ کہکر درست ہے۔

## নিরাপত্তার খাতিরে মসজিদে প্রবেশে কড়াকড়ি ও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা

**প্রশ্ন :** দেশে সাম্প্রতিক বোমা হামলা ও আত্মঘাতী বোমা হামলার কারণে সর্বত্র মানুষের জানমাল নিরাপদ নয়। এমনকি মসজিদ ও মাদরাসায় অবস্থানরত ব্যক্তিবর্গও নিরাপদ নয়। এহেন পরিস্থিতিতে নিরাপত্তার খাতিরে মসজিদে নামায আদায়ের জন্য আগত অপরিচিত মুসল্লিদের মসজিদের প্রবেশের ক্ষেত্রে কড়াকড়ি করা ও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা শরীয়তের আলোকে জায়েয হবে কি না?

**উত্তর :** মসজিদ মানে আল্লাহর ঘর। এ ঘরের মালিক একমাত্র আল্লাহ। আর আল্লাহর ঘরে আল্লাহর ইবাদত করার অধিকার প্রত্যেক মুসলমানের রয়েছে। এতে সাধারণ অবস্থায় কেউ কোনো ধরনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারবে না। বিহিত কারণ ছাড়া যারা বাধা প্রদান করবে শরীয়তের দৃষ্টিতে মারাত্মক অপরাধী বলে বিবেচিত হবে। তবে প্রশ্নে বর্ণিত বিশেষ পরিস্থিতির কারণে কমিটির সভাপতি বা মুতাওয়াল্লীর অনুমতিক্রমে অপরিচিত বা সন্দেহযুক্ত মুসল্লিদের তল্লাশি বা কড়াকড়ি করা যেতে পারে। (১২/২৯৪/৩৮৮২)

📖 سورة النساء الآية ٧١ : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا﴾

📖 سورة البقرة الآية ١١٤ : ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

📖 تفسير القرطبي (دار الكتب المصرية) ٢ / ٧٨ : ولا تمنع أيضا من الصلاة في المساجد ما لم يخف عليها الفتنة، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) ولذلك قلنا: لا يجوز نقض المسجد ولا بيعه ولا تعطيله وإن خربت المحلة، ولا يمنع بناء المساجد إلا أن يقصدوا الشقاق والخلاف، بأن يبنوا مسجدا إلى جنب مسجد أو قربه، يريدون بذلك تفريق أهل المسجد الأول وخرابه واختلاف الكلمة، فإن المسجد الثاني ينقض ويمنع من بنيانه، ولذلك قلنا: لا يجوز أن يكون في المصر جامعان، ولا لمسجد واحد

Scanned by CamScanner

إمامان، ولا يصلي في مسجد جماعتان. وسيأتي لهذا كله مزيد بيان في سورة" براءة " إن شاء الله تعالى، وفي" النور " حكم المساجد وبنائها بحول الله تعالى. ودلت الآية أيضا على تعظيم أمر الصلاة، وأنها لما كانت أفضل الأعمال وأعظمها أجرا كان منعها أعظم إثما.

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٣/ ١٥ (٣٦٩٥) : عن أبي موسى رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمرني بحفظ باب الحائط، فجاء رجل يستأذن، فقال: «ائذن له وبشره بالجنة» ... الحديث-

📖 فتح الباری (دار الريان) ٦ / ٩٦ : وقال القرطبي : ليس في الآية ما ينافي الحراسة كما أن إعلام الله نصر دينه وإظهاره ما يمنع الأمر بالقتال وإعداد العدد وعلى هذا فالمراد العصمة من الفتنة والإضلال أو إزهاق الروح والله أعلم.

## মসজিদে প্রবেশের সুন্নাতগুলো কার জন্য

**প্রশ্ন :** আমরা জানি, মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার ৫টি করে ১০টি সুন্নাত রয়েছে। মহিলাদের যেহেতু মসজিদে যাওয়ার অনুমতি নেই সুতরাং তারা উক্ত সুন্নাতের ওপর আমল করার কোনো সুরত আছে কি না? না এই সুন্নাতগুলো শুধু পুরুষের জন্য?

**উত্তর :** মহিলারা ঘরের যে স্থানকে নামায ও ই'তিকাফের জন্য নির্ধারণ করে ওই স্থান তাদের জন্য মসজিদের সমতুল্য। তাই মহিলাগণ সে স্থানে পদার্পণের সময় উক্ত সুন্নাতসমূহের ওপর আমল করবে। (১২/৯০৩/৫১০০)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٢ / ١١٣ : ونحن نقول: بل هذه قربة خصت بالمسجد لكن مسجد بيتها له حكم المسجد في حقها في حق الاعتكاف؛ لأن له حكم المسجد في حقها في حق الصلاة لحاجتها إلى إحراز فضيلة الجماعة فأعطي له حكم مسجد الجماعة في حقها حتى كانت صلاتها في بيتها أفضل على ما روي عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «صلاة المرأة في مسجد بيتها أفضل من صلاتها في مسجد دارها وصلاتها في صحن دارها أفضل من صلاتها في مسجد حيها» وإذا كان له حكم المسجد في حقها في حق الصلاة

Scanned by CamScanner

فكذلك في حق الاعتكاف؛ لأن كل واحد منهما في اختصاصه بالمسجد سواء.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٢١١ : والمرأة تعتكف في مسجد بيتها إذا اعتكفت في مسجد بيتها فتلك البقعة في حقها كمسجد الجماعة في حق الرجل لا تخرج منه إلا لحاجة الإنسان.

## মসজিদ বিরাণ হওয়ার দায় কার ওপর বর্তাবে

**প্রশ্ন :** যদি কোনো মসজিদ এক ব্যক্তির কারণে বিরাণ হয় তাহলে মসজিদ বিরাণ হওয়ার গোনাহ উক্ত ব্যক্তির একারই ভোগ করতে হবে নাকি এলাকাবাসী সকলেরই ভোগ করতে হবে?

**উত্তর :** কোনো বিশেষ ব্যক্তির কারণে মসজিদ বিরাণ হলে এলাকাবাসী তা প্রতিহত করার শক্তি রাখা সত্ত্বেও প্রতিহত না করলে সবাই গোনাহগার হবে। (১৯/৮০৯)

📖 سورة البقرة الآية ١١٤ : ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

## মসজিদের সম্পত্তি আত্মসাৎকারীর শাস্তির বিধান

**প্রশ্ন :** মসজিদের সম্পদ আত্মসাৎকারীর দুনিয়াতে ও পরকালে শাস্তি কী হবে? কেউ জোর করে মসজিদের সম্পদ আত্মসাৎ করলে এলাকাবাসীর করণীয় কী?

**উত্তর :** মসজিদের সম্পদ আত্মসাৎকারী কঠিন গোনাহগার হবে এবং তাওবা করে মসজিদে আত্মসাৎকৃত সম্পদ ফেরত না দিলে আখেরাতে আজাবের সম্মুখীন হবে এবং এলাকাবাসী তাকে দায়িত্ব থেকে বরখাস্ত করে দেবে এবং প্রয়োজনে তার ব্যাপারে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে। (১৯/৮০৯)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٤ / ٤٥٥ : ومثله في الخانية وهو صريح أيضا بأنه يكون خيانة منه يستحق بها العزل وكأنه في البحر لم يره حيث قال: وينبغي أن يكون خيانة وقدمنا عند قوله: وينزع وجوبا لو خائنا

Scanned by CamScanner

عن شرح الأشباه للبيري أنه يؤخذ مما ذكرناه أن الناظر لو سكن دار الوقف ولو بأجر المثل للقاضي عزله لأنه نص في خزانة الأكمل أنه لا يجوز له السكنى ولو بأجر المثل -

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ٦/ ١٩٥ : في «فتاوي أبي الليث» رجل وقف ضيعة فغصبها منه إنسان فأقام الواقف البينة قبلت بينته وردت الضيعة عليه بالاتفاق -

## ছবিযুক্ত পত্রিকা মসজিদে রাখা অবৈধ

**প্রশ্ন :** আমাদের বাংলাদেশ ছবিমুক্ত দৈনিক পত্রিকা নেই। সুতরাং ছবিযুক্ত পত্রিকা মসজিদের রাখা বা পড়া জায়েয কি না?

**উত্তর :** মসজিদ ইবাদত-বন্দেগীর স্থান, দুনিয়াবী কাজ মসজিদে করা বৈধ নয়। বিশেষত ছবিযুক্ত প্রত্রিকা পবিত্র স্থানে আরো মারাত্মক বিধায় তা নাজায়েয। (১৬/৬৩১)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥ /٣٢١ : الجلوس في المسجد للحديث لا يباح بالاتفاق؛ لأن المسجد ما بني لأمور الدنيا، وفي خزانة الفقه ما يدل على أن الكلام المباح من حديث الدنيا في المسجد حرام. قال: ولا يتكلم بكلام الدنيا، وفي صلاة الجلابي الكلام المباح من حديث الدنيا يجوز في المساجد، وإن كان الأولى أن يشتغل بذكر الله تعالى – كذا في التمرتاشي.

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۲/ ۱۵۰ : سوال- کیا مسجد میں تصویریں اتارنا، اخبار پڑھنا، ٹیلویزن والوں کا فلم بنانا، نعرہ بازی کرنا وغیرہ جائز ہے؟
جواب- مسجد میں یہ تمام امور ناجائز ہیں۔

## দু'আর জন্য মসজিদে সমবেত হওয়া

**প্রশ্ন :** মসজিদে রোগমুক্তি বা আয়-রোজগার বৃদ্ধির দু'আ করার জন্য সকলে মিলিত হলে কোনো অসুবিধা আছে কি না?

Scanned by CamScanner

**উত্তর :** কোরআন-হাদীসে দু'আর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। অতএব এভাবে দু'আ করতে কোনো অসুবিধা নেই। তবে লক্ষ রাখতে হবে যেন অন্য নামাযীদের নামাযে কোনো প্রকার ব্যাঘাত না ঘটে। (১৬/৮২০)

📖 صحيح البخاري (مطبع أصح المطابع) ١/ ١٤٠ (١٠٢٩) : عن سليمان بن بلال، قال يحيى بن سعيد: سمعت أنس بن مالك، قال: أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، هلكت الماشية، هلك العيال هلك الناس، «فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، يدعو، ورفع الناس أيديهم معه يدعون»، قال: فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا، فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرى، فأتى الرجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، بشق المسافر ومنع الطريق -

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٦/ ٣٩٨ : وأما رفع الصوت بالذكر فجائز كما في الأذان والخطبة والجمعة والحج اهـ

## দুটি মসজিদের একটিকে পাঞ্জেগানা ও অপরটিকে জামে মসজিদে রূপান্তর করা

**প্রশ্ন :** কোনো এলাকায় পাশাপাশি স্থানেই দুটি জামে মসজিদ চালু ছিল। এখন এলাকাবাসীর যৌথ পরামর্শে জামাত বড় করার উদ্দেশ্যে একটি পাঞ্জেগানা করে অপরটিকে জামে মসজিদরূপে রাখতে চায়। মুসল্লি সংকুলান না হলে পরবর্তীতে উক্ত পাঞ্জেগানা মসজিদকেও জামে মসজিদ করার পরিকল্পনা তাদের রয়েছে। এতে শরীয়তের কী হুকুম?

**উত্তর :** শরীয়ত সমর্থিত প্রয়োজনের স্বার্থে প্রশ্নোল্লিখিত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। তবে পাঞ্জেগানা মসজিদ যাতে অনাবাদ না হয় সেদিকে যথেষ্ট খেয়াল রাখতে হবে। (৯/৮৪০)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٥/ ٢٥٠ : إذا ضاق بهم المسجد أهل المحلة قسموا المسجد وضربوا فيه حائطا ولكل منهم إمام على حدة ومؤذنهم واحد لا بأس له والأولى أن يكون لكل طائفة مؤذن كما يجوز لأهل المحلة أن يجعلوا المسجد الواحد مسجدين فلهم أن يجعلوا المسجدين واحدا لإقامة الجماعة -

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار (سعيد) ١/ ٦٦٣ : وجعل المسجدين واحدا وعكسه لصلاة لا لدرس -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ٦/ ١٦٥ : اگر مسجد قدیم میں لوگ جمعہ پڑھنے کیلئے نہیں آتے اور دوسری جگہ کے جامع مسجد کی ضرورت ہیں تو دوسری جگہ جامع مسجد بنانا جائز ہے لیکن علاوہ جمعہ کے دوسری نمازیں بھی اس میں پڑھا کریں تاکہ وہ آباد رہے صرف جمعہ کیلئے مخصوص نہ کریں اور مسجد قدیم کو حتی الوسع آباد رکھنا ضروری ہے۔

## নামাযঘরের ওপরে টয়লেটের লাইন থাকলেও নামায সহীহ হবে

**প্রশ্ন :** এধরণের ছাদের নিচে মসজিদের ছাদের ওপর অনেকগুলো টয়লেট রয়েছে তাই নামায পড়ার সময় মাথার ওপর টয়লেটের লাইনের গড়গড় আওয়াজ হয়। এর নিচে নামায জায়েয হবে কি না?

**উত্তর :** অ্যাপোলো হসপিটালের নিচে নামায পড়া জায়েয হবে। মাকরূহ হবে না। (১৭/৭৭৬)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥ /٣١٩ : قال محمد - رحمه الله تعالى -: أكره أن تكون قبلة المسجد إلى المخرج والحمام والقبر، ثم تكلم المشايخ في معنى قول محمد - رحمه الله تعالى -: أكره أن تكون قبلة المسجد إلى الحمام، قال بعضهم: لم يرد به حائط الحمام، وإنما أراد به المحم وهو الموضع الذي يصب فيه الحميم وهو الماء الحار؛ لأن ذلك موضع الأنجاس واستقبال الأنجاس في الصلاة مكروه، فأما إن استقبل حائط الحمام فلم يستقبل الأنجاس، وإنما استقبل الحجر والمدر فلا يكره

## অপবিত্র অবস্থায় ট্রেনে অবস্থিত নামাযের স্থানে যাওয়ার হুকুম

**প্রশ্ন :** ট্রেনের মধ্যে নামাযের পৃথক জায়গা রাখা হয় এগুলোতে জুনুবী অবস্থায় প্রবেশ করা যাবে কি না?

**উত্তর :** ট্রেনের নামায পড়ার জায়গা মসজিদ নয়, কেবল নামাযঘর হিসেবে বিবেচ্য তাই এ সমস্ত জায়গায় জুনুবী ব্যক্তি প্রয়োজনে প্রবেশ করতে পারবে। (১২/১৭৮/৫৫৬৫)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥١ : ولا بد من إفرازه أي تمييزه عن ملكه من جميع الوجوه فلو كان العلو مسجدا والسفل حوانيت أو بالعكس لا يزول ملكه لتعلق حق العبد به كما في الكافي.

📖 البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ٥ / ٢٥١ : وحاصله أن شرط كونه مسجدا أن يكون سفله وعلوه مسجدا لينقطع حق العبد عنه لقوله تعالى {وأن المساجد لله}.

## মসজিদের সাইন বোর্ডে কাবা শরীফের ছবি রাখা

**প্রশ্ন :** মসজিদের সাইন বোর্ডে কাবা শরীফের ছবি ব্যবহার করা যাবে কি না?

**উত্তর :** মসজিদের সাইন বোর্ডে কাবা শরীফের ছবি ব্যবহার করতে শরীয়তে কোনো বাধা নেই। (১৬/৩৬৩)

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد) ۵/ ۱۱۵ : الجواب- کعبۃ اللہ ایک قابل احترام جگہ ہے، اور ایسے ہی غیر ذی روح ہونیکی بنیاد پر اس کی تصویر مسجد میں آویزاں کرنا جائز ہے، البتہ کعبۃ اللہ کی ایسی تصویر آویزاں کرنا جس میں لوگوں کو طواف کرتے ہوئے دیکھا گیا ہو اور جس میں اشخاص کی معرفت ہوتی ہو شرعا ناجائز ہے، پھر جائز نہ ہونے کے علاوہ ایسی تصاویر کو مسجد میں آویزاں کرنا یہ زیادت علی الاثم ہے لہذا اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے، جیسا کہ مسجد میں تصویریں نکالنا مسجد کی عظمت کے منافی ہے۔

Scanned by CamScanner

# باب المدارس

# পরিচ্ছেদ : মাদরাসা

## মক্তবের জন্য ওয়াক্ফকৃত জায়গায় মসজিদ নির্মাণ করা

**প্রশ্ন :** আমাদের গ্রামের মহল্লায় আমরা অনেক লোক একটি জায়গার মালিক যৌথভাবে, অর্থাৎ এজমালি সম্পত্তি। এ সম্পত্তির ৪/৩ অংশ পূর্ব থেকেই কবরস্থানের জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে, বাকি এক অংশ জায়গা খালি পড়ে আছে। এজমালি হিসেবে যৌথভাবে কারো চিহ্নিত আলাদা কোনো অংশ নেই। এর মধ্যে এক অংশীদার সেখান থেকে এক গণ্ডা জায়গা মক্তবের জন্য ওয়াক্ফ করে দেয় এবং মহল্লাবাসী সবাই মিলে সেখানে মক্তব স্থাপন করে। তার সাথে সাথে আমরা সেখানের পাঞ্জেগানা জামাতও করি। কিছুদিন পর মহল্লাবাসী এবং মক্তব কমিটি মক্তবকে জামে মসজিদ করল। মসজিদের নামে একজন মুসল্লি এক গণ্ডা জায়গা ওয়াক্ফ করে দিল এবং সবার সম্মতিক্রমে ওই মসজিদের জায়গায় জুমু'আর নামায আদায় হচ্ছে। জায়গাদাতা ও কমিটি এতে রাজি আছে। এ অবস্থায় আমাদের জুমু'আর নামায পড়া বৈধ হবে কি না? এবং মসজিদ করাটা জায়েয হলো কি না?

**উত্তর :** ওয়াক্ফ সম্পত্তি ওয়াক্ফকারীর উদ্দেশ্য পরিপন্থী কাজে ব্যবহার করা বা ওয়াক্ফের খাত পরিবর্তন করা শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় মক্তবের নামে ওয়াক্ফকৃত জায়গায় মসজিদ নির্মাণ করা হলেও তা শরয়ী মসজিদ বলে বিবেচিত হবে না, যদিও সেখানে জুমু'আ ও পাঞ্জেগানা নামায আদায় করা সহীহ হয়ে যাবে। অতএব মসজিদের জায়গায় মসজিদ এবং মক্তবের জায়গায় মক্তব করাই হবে আসল কাজ। এর বিপরীত করার অনুমতি নেই। (৬/৬৫৭/১৩৮৬)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٤٩٥ : وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه، سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا اهوهذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم، شرط الواقف كنص الشارع فيجب اتباعه كما صرح به في شرح المجمع للمصنف.

## মাদরাসার টাকা দিয়ে মসজিদের জায়গায় মার্কেট বানানো

**প্রশ্ন :** জনৈক ব্যক্তি মসজিদের নামে কিছু জায়গা ওয়াক্ফ করে, যার কিছু অংশে পুকুর খনন এবং কিছু অংশ ভাড়া ও বাকি জায়গা মসজিদ নির্মাণ করা হয়। পরবর্তীতে ওই

Scanned by CamScanner

ব্যক্তি মসজিদসংলগ্ন মাদরাসার জন্যও কিছু জায়গা ওয়াক্ফ করে। উক্ত মসজিদ ও মাদরাসা জনগণ দ্বারা একই কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত। তাই কমিটি চাচ্ছে, মাদরাসার কালেকশনের টাকা দিয়ে মসজিদের পুকুরে মার্কেট করতে। তার আয় মসজিদ ব্যতীত শুধু মাদরাসা খাতে ব্যয় করতে। এটা কি বৈধ হবে?

**উত্তর :** মসজিদের নামে ওয়াক্ফকৃত জায়গার আয় একমাত্র মসজিদের জন্যই ব্যয় হবে। তেমনি মাদরাসার জন্য কালেকশন করা টাকা শুধুমাত্র মাদরাসার জন্যই ব্যয় হবে। অতএব কমিটির উক্ত পদক্ষেপ শরীয়ত সমর্থিত নয়। তবে মসজিদের জায়গার ভাড়া নির্ধারণকরত মাদরাসা কর্তৃক মার্কেট বানিয়ে মার্কেটের দোকানভাড়া মাদরাসার জন্য গ্রহণ করা এবং মাদরাসা কর্তৃপক্ষ মসজিদ ফান্ডে ওই জায়গার নিয়মিত ভাড়া প্রদান করলে তা বৈধ হবে। (১৬/৫৪০)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤٢٣ : وإذا دفع أرض الوقف مزارعة يجوز إذا لم تكن فيه محاباة قدر ما لا يتغابن الناس فيها-

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ۱۴ / ۳۰۹ : مسجد کی زمین پر مدرسہ بنانا کیسا ہے؟ ... ...

الجواب- جو زمین مسجد کے لئے وقف ہوں اور وہاں مدرسہ بنانے کی ضرورت ہوں تو مسجد کے پیسے سے تعمیر کرلیں اور اس کو مدرسہ کی واسطے کرایہ پر لے لیں، مدرسہ کی جانب سے مسجد کو کرایہ ادا کردیا کریں یا وہ زمین کرایہ پر لے کر مدرسہ کی تعمیر کرلیا جائے کہ تو زمین مسجد کو جس کا کرایہ مدرسہ کی طرف سے ادا کردیا جایا کرے اور عمارت مدرسہ کی ہو۔

## শিক্ষকদের ফ্রি বাসা, বিদ্যুৎ, লাকড়ি ও ফলফলাদি দেওয়া

**প্রশ্ন :** মাদরাসা কর্তৃক প্রদত্ত বাসা, ফ্রি বিদ্যুৎ ও অন্যান্য সুবিধা শিক্ষকদের জন্য ভোগ করা বৈধ হবে কি না? পরিত্যক্ত লাকড়ির টুকরা, যা মাদরাসায় ব্যবহৃত হয় না শিক্ষকদের জন্য জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা বৈধ কি না? মাদরাসায় উৎপাদিত ফলফলাদি শিক্ষকদের মধ্যে ফ্রি বণ্টন করা যাবে কি না?

**উত্তর :** কমিটি পরিচালিত মাদরাসার শিক্ষকদের জন্য যেসব সুবিধা ভোগ করার অনুমতি দেওয়া হয় তার অতিরিক্ত বিনা পয়সায় ভোগ করা অবৈধ। যদি কমিটি না থাকে তবে মুহতামীমের পক্ষ হতে যা ফ্রি করা হবে তার বেশি ভোগ করতে পারবে না। (৫/৩৬/৮১৩)

Scanned by CamScanner

📖 البحر الرائق (سعيد) ٥/ ٢٢٧ : والحاصل أن تصرف القاضي في الأوقاف مقيد بالمصلحة لا أنه يتصرف كيف شاء فلو فعل ما يخالف شرط الواقف فإنه لا يصح إلا لمصلحة ظاهرة -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٠/ ٢٠٨ : الجواب- جبکہ واقف کی غرض اصلی تعلیم ہے تو اصالۃ اس عمارت کو تعلیم ہی کے کام میں استعمال کرنا چاہیے، تعلیم کے کام کو بند کرکے رہائش میں استعمال کرنا منشأ واقف کے خلاف اور وقف کیساتھ خیانت ہے البتہ اگر تعلیم کیساتھ ساتھ رہائش کے کام میں بھی تبعا و ضرورۃ ارباب حل وعقد کے مشورہ سے استعمال کیا جائے تو گنجائش ہے مثلا مہتمم مدرسہ کے پاس رہنے کا مکان نہیں اور کرایہ پر لینے کی وسعت نہیں اور مدرسہ کا کام کرنے کی وجہ سے مدرسہ میں قیام ضروری ہے تو گنجائش ہے اسی طرح اگر عمارت مدرسہ کے مختلف حصے ہیں اکثر حصے تعلیمی کام میں مشغول ہیں اور کوئی حصہ خالی اور بیکار ہے جو کرایہ پر چل سکتا ہے تو اس کو کرایہ پر دینا درست ہے۔

📖 فیہ ایضا ١٠/ ٢٠٩ : اس میں گنجائش ہے مگر مہتمم کو چاہئے کہ مدرسہ کی خدمات حسبۃً للہ انجام دے اور اس قیام کو خدمات کا صلہ تصور نہ کرے، بلکہ خدمات مدرسہ کے لئے مدرسہ کی ضرورت سے مدرسہ میں قیام تجویز کر دیا جائے تاکہ ہر وقت پوری نگرانی اور حفاظت میں سہولت رہے جیسا کہ بعض مساجد میں امام یا مؤذن کا قیام مسجد کے حجرہ میں تجویز ہوتا ہے کہ وہ خدمت کی صلہ میں نہیں ہوتا بلکہ خدمت کا معاوضہ مستقل ہوتا ہے یا خدمت محض ثواب کی نیت سے کرتا ہے اور قیام ضرورت کیلئے ایسا ہی معاملہ مدرسین کیساتھ کیا جاتا ہے کہ وہ بھی مدرسہ کی عمارت میں قیام کرتے ہیں۔

## মাদরাসার জমিতে নির্মিত মসজিদ শরয়ী মসজিদ নয়

**প্রশ্ন :** এক ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে মাদরাসার জন্য ৫ শতাংশ জায়গা ওয়াক্‌ফ করেছে। কয়েক বছর পর মহল্লার লোকজন ওই জমিতে টিনশেড মসজিদ নির্মাণ করে দীর্ঘ ৭-৮ বছর যাবৎ পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে। অতঃপর টিনশেড মসজিদ ভেঙে তিনতলা ফাউন্ডেশন দিয়ে একতলা মসজিদ ভবন করে এবং জামে মসজিদ বানিয়ে জুমু'আর নামাযসহ ৫-৬ বছর যাবৎ নামায আদায় করছে। এখন জানার বিষয় হলো :

(ক) উক্ত মসজিদটি শরয়ী মসজিদ কি না?

(খ) উক্ত মসজিদে ই'তিকাফ না করলে মহল্লাবাসী গোনাহগার হবে কি না?

(গ) এ মসজিদের ব্যাপারে মহল্লাবাসীর করণীয় কী?

উক্ত মসজিদ ছাড়া মহল্লার কোনো মসজিদ নেই। ওয়াক্‌ফকৃত মসজিদের জমি মসজিদের জন্য প্রয়োজন না হলে উক্ত জমিতে মাদরাসা দেওয়া যাবে কি না?

Scanned by CamScanner

**উত্তর :** ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তি তার নির্ধারিত খাতে ব্যবহার করা শরীয়তের আলোকে জরুরি, অন্য খাতে ব্যবহার করার অনুমতি নেই। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত মাসআলায় মাদরাসার নামে ওয়াক্ফকৃত জমিতে এলাকাবাসীর জন্য মসজিদ নির্মাণ করা বৈধ হয়নি এবং এ ধরনের মসজিদে পাঞ্জেগানা ও জুমু'আর নামায সহীহ হলেও শরয়ী মসজিদ বলে বিবেচিত হবে না। সুতরাং এখানে ই'তিকাফ করলে সুন্নাত ই'তিকাফ আদায় হবে না এবং ই'তিকাফ না করলে এলাকাবাসী গোনাহগারও হবে না। এমতাবস্থায় এলাকাবাসীর দায়িত্ব হলো বর্তমান মসজিদকে মসজিদ হিসেবে বহাল রেখে ওই পরিমাণ জায়গা এলাকাবাসী মিলে মাদরাসার নামে ওয়াক্ফ করে দেওয়া। উক্ত ওয়াক্ফ সম্পাদন হলে মসজিদটি শরয়ী মসজিদ হয়ে যাবে। (১৯/৩২৩/৮১৩৬)

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ٥/ ٣٤٤ : وظاهر قولهم أن الوقف لا يملك ولا يباع يقتضي أن الوقفية لا تبطل بالخراب ولا تعود إلى ملك الواقف ووارثه وأنه لا يجوز الاستبدال ولذا قال الإمام قاضي خان ولو كان الوقف مرسلا لم يذكر فيه شرط الاستبدال لم يكن له أن يبيعها ويستبدل بها وإن كانت أرض الوقف سبخة لا ينتفع بها لأن سبيل الوقف أن يكون مؤبدا لا يباع.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٤٠ : أفاد أن الواقف لا بد أن يكون مالكه وقت الوقف ملكا باتا ولو بسبب فاسد، وأن لا يكون محجورا عن التصرف، حتى لو وقف الغاصب المغصوب لم يصح، وإن ملكه بعد بشراء أو صلح، ولو أجاز المالك وقف فضولي جاز.

📖 فيه أيضا ٤ / ٤٩٥ : وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه، سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا اهـ وهذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم، شرط الواقف كنص الشارع فيجب اتباعه كما صرح به في شرح المجمع للمصنف.

## সুযোগ-সুবিধার বিবেচনায় মাদরাসার সাথে মসজিদের জমি পরিবর্তন বিক্রয় প্রসঙ্গ

**প্রশ্ন :** ৮ বছর পূর্বে জনাব আলীম উদ্দীন নামক এক ব্যক্তি আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া চিরাং বাজার, কেন্দুয়া, নেত্রকোনা বরাবরে ৫ শতাংশ জমি মাদরাসা-মসজিদের জন্য রেজিস্ট্রিকৃত দলিলমূলে ওয়াক্ফ করে দেন। উক্ত জমি মাদরাসাসংলগ্ন না থাকায় যাতায়াত ও অন্যান্য দিক দিয়ে ছাত্র ও উস্তাদগণের জন্য অসুবিধার দরুন অদ্যাবধি

Scanned by CamScanner

মসজিদ নির্মাণ করা হয়নি বা উক্ত জায়গায় সিজদা হয়নি। মাদরাসা কমিটির লোকজনও উক্ত জায়গায় মসজিদ নির্মাণ করতে নারাজ। এমতাবস্থায় নিম্নে বর্ণিত প্রশ্নগুলোর ইসলামী সমাধান চাই :

১. ওয়াক্‌ফকৃত জমির পরিবর্তে ছাত্র-শিক্ষকদের সুবিধার্থে মাদরাসার সীমানার মধ্যে মাদরাসার নিজস্ব জায়গায় এওয়াজ হিসেবে মসজিদ নির্মাণ করা যাবে কি না?
২. উক্ত ওয়াক্‌ফকৃত জমি মাদরাসার প্রয়োজনে হস্তান্তর করা যাবে কি না?
৩. ওয়াক্‌ফদাতাকে উক্ত জমি ফেরত দেওয়ার বিধান আছে কি না?
৪. উক্ত ওয়াক্‌ফকৃত জমি বিক্রি করে মূল্যের টাকা দ্বারা মাদরাসাসংলগ্ন জায়গা ক্রয় করে মসজিদ বানানোর অনুমতি আছে কি না?
৫. উক্ত জায়গা পরিবর্তনের বা বিক্রি করে মূল্য দ্বারা অন্য জায়গা ক্রয় করে মসজিদ বানানোর সুযোগ থাকলে ওয়াক্‌ফদাতা পুরোপুরি সাওয়াব পাবে কি না?

**উত্তর :** ১, ২. কোনো মসজিদ বা মাদরাসার জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জায়গা ওয়াক্‌ফকারী ওয়াক্‌ফ করার সময় বিক্রয় বা পরিবর্তন করার অনুমতি না দিলে এবং উক্ত জায়গা দ্বারা কোনো উপায়ে উপকৃত হওয়া সম্ভব হলে তা বিক্রয় করা বা পরিবর্তন করার অধিকার নেই। তাই প্রশ্নোল্লিখিত ওয়াক্‌ফ জমি অন্য জমি দ্বারা পরিবর্তন, স্থানান্তর বা বিক্রয় করা বৈধ হবে না। তবে উক্ত জায়গায় মসজিদ নির্মিত না হওয়া পর্যন্ত ভিন্ন জায়গা ওয়াক্‌ফ করে মসজিদ নির্মাণ করা যেতে পারে। আর আলোচ্য জায়গাটির উপার্জন মসজিদ ফান্ডে ব্যবহৃত হবে। কোনো অবস্থায় এ জায়গায় মাদরাসা করা এওয়াজ-বদল করা বিক্রয় করে অন্যত্র জায়গা খরিদ করা বা ওয়াক্‌ফকারী নিজস্ব মালিকানায় ফিরিয়ে নেওয়া বৈধ হবে না। (১৭/৬৯১/৭২৩২)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٤ / ٣٨٤ : (قوله: وجاز شرط الاستبدال به إلخ) اعلم أن الاستبدال على ثلاثة وجوه: ... والثالث: أن لا يشرطه أيضا ولكن فيه نفع في الجملة وبدله خير منه ريعا ونفعا، وهذا لا يجوز استبداله على الأصح.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ / ٤٠١ : قد اختلف كلام قاضي خان ففي موضع جوزه للقاضي بلا شرط الواقف حيث رأى المصلحة فيه، وفي موضع منعه منه ولو صارت الأرض بحال لا ينتفع بها والمعتمد أنه يجوز للقاضي بشرط أن يخرج عن الانتفاع بالكلية وأن لا يكون هناك ريع للوقف يعمر به وأن لا يكون البيع بغبن فاحش.

Scanned by CamScanner

৩. উল্লিখিত জমির যেহেতু মাদরাসা মসজিদের জন্য ওয়াক্ফ সম্পন্ন হয়েছে, তাই কোনো ব্যক্তির জন্য ওই জমি ওয়াক্ফকারীকে ফেরত দেওয়ার ক্ষমতা নেই। কারণ ওয়াক্ফ সম্পন্ন হওয়ার পর ওয়াক্ফকৃত সম্পদের মালিক একমাত্র আল্লাহ।

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ / ٣٥٢ : وأما حكمه فعندهما زوال العين عن ملكه إلى الله تعالى وعند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - حكمه صيرورة العين محبوسة على ملكه بحيث لا تقبل النقل عن ملك إلى ملك.

৪, ৫. ওয়াক্ফকৃত জমি ওয়াক্ফকালীন সময় বিক্রয় পরিবর্তনের অনুমতি দেওয়া না হলে উক্ত জায়গা বিক্রয় করে অন্য জমি খরিদ বা পরিবর্তন, এওয়াজ-বদল করে মসজিদ নির্মাণ অবৈধ। সুতরাং যারা এ কাজ করবে তারা গোনাহগার হবে।

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥١ : (فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن).

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥٢ : (قوله: لا يملك) أي لا يكون مملوكا لصاحبه ولا يملك أي لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه.

📖 فيه أيضا ٤ /٣٨٨ : قال العلامة البيري بعد نقله أقول: وفي فتح القدير والحاصل: أن الاستبدال إما عن شرط الاستبدال أولا عن شرطه، فإن كان لخروج الوقف عن انتفاع الموقوف عليهم، فينبغي أن لا يختلف فيه وإن كان لا لذلك بل اتفق أنه أمكن أن يؤخذ بثمنه ما هو خير منه مع كونه منتفعا به، فينبغي أن لا يجوز لأن الواجب إبقاء الوقف على ما كان عليه دون زيادة ولأنه لا موجب لتجويزه؛ لأن الموجب في الأول الشرط وفي الثاني الضرورة ولا ضرورة في هذا إذ لا تجب الزيادة بل نبقيه كما كان. اهـ

## মাদরাসার জমিতে মসজিদ করে পরিবর্তে জমি দেওয়া

**প্রশ্ন :** আমি ইতিপূর্বে রেজিস্ট্রিকৃত ওয়াক্ফনামা দলিল ছাড়া ১৮ শতাংশ জমি হাফিজিয়া মাদরাসার বরাবরে ওয়াক্ফ করে দিয়েছি। পরবর্তীতে উক্ত ১৮ শতাংশ জমির পাশের ৬ শতাংশ জমিতে স্থায়ীভাবে একতলা মসজিদ নির্মাণ করেছি, বাকি ১২ শতাংশ জমি মাদরাসার জন্য নির্ধারিত আছে। ইসলামী আইন অনুযায়ী মাদরাসার ৬ শতাংশ জায়গায় মসজিদ নির্মাণ করার বৈধতা আছে কি না? নির্মিত জমির পশ্চিম পাশে

Scanned by CamScanner

আমার আরো জমি আছে। উক্ত জমি হতে মসজিদের বরাবরে ৬ শতাংশ জমি ওয়াক্ফ করে দিয়ে তা মাদরাসার দখলে বুঝিয়ে দিলে সমস্যার সমাধান হবে কি না?

**উত্তর :** ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তি তার নির্ধারিত খাতে ব্যবহার করা শরীয়তের আলোকে জরুরি। অন্য খাতে ব্যবহার করার অনুমতি নেই। তবে মাদরাসার জন্য ওয়াক্ফকৃত জমিতে মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকদের প্রয়োজনে মসজিদ নির্মাণ করা যেতে পারে। তাই প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় মাদরাসার ৬ শতাংশ জায়গায় মাদরাসার প্রয়োজনে মসজিদ নির্মাণ করতে কোনো দোষ নেই। এমতাবস্থায় উক্ত মসজিদ মাদরাসার তত্ত্বাবধানেই পরিচালিত হবে, উক্ত মসজিদে বাইরের মুসল্লিগণও নামায পড়তে পারবে। তবে বাইরের কারো কর্তৃত্ব চলবে না। (১৯/৭৭৬)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٣٦٢ : البقعة الموقوفة على جهة إذا بنى رجل فيها بناء ووقفها على تلك الجهة يجوز بلا خلاف تبعا لها، فإن وقفها على جهة أخرى اختلفوا في جوازه والأصح أنه لا يجوز كذا في الغياثية.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٤٩٥ : وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه، سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا اهوهذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم، شرط الواقف كنص الشارع فيجب اتباعه كما صرح به في شرح المجمع للمصنف.

📖 فيه أيضا ٤/ ٣٦٧ : (قوله: ثم ما هو أقرب لعمارته إلخ) أي فإن انتهت عمارته وفضل من الغلة شيء يبدأ بما هو أقرب للعمارة وهو عمارته المعنوية التي هي قيام شعائره قال في الحاوي القدسي: والذي يبدأ به من ارتفاع الوقف أي من غلته عمارته شرط الواقف أولا ثم ما هو أقرب إلى العمارة، وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد، والمدرس للمدرسة يصرف إليهم إلى قدر كفايتهم، ثم السراج والبساط كذلك إلى آخر المصالح، هذا إذا لم يكن معينا فإن كان الوقف معينا على شيء يصرف إليه بعد عمارة البناء اه.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۲/ ۴۶۲ : الجواب- اگرقریب کوئی دوسری مسجد نہیں جس میں اہل مدرسہ نماز ادا کرسکیں یا مسجد تو موجود ہے مگر تنگ ہے کہ سب اس میں سمانہیں سکتے یا وہاں نماز پڑھنے کیلئے جانے سے مدرسہ کی مصالح فوت ہوتی ہیں مثلاوقت کا زیادہ حرج ہوتا ہے یامدرسہ کی حفاظت نہیں رہتی وغیرہ وغیرہ تومدرسہ کی زمین میں مسجد بناناضروریات مدرسہ میں داخل ہے،ایسی حالت میں وہ مسجد مسجد شرعی ہوگی۔

Scanned by CamScanner

## দূরের ওয়াক্ফ সম্পত্তি বিক্রি করে মাদরাসার কাছে জায়গা কেনা

**প্রশ্ন :** জনৈক হাজী সাহেব মাদরাসার জন্য একটি জমি দান করেন, যা মাদরাসা থেকে একটু দূরে। মাদরাসার পাশের একটি জমি মাদরাসার জন্য খুবই প্রয়োজন। প্রশ্ন হলো, দাতার অনুমতিক্রমে উক্ত দানকৃত জমি বিক্রি করে মাদরাসার পাশের জমিটি ক্রয় করা বা এওয়াজ-বদল করা জায়েয হবে কি না?

**উত্তর :** মাদরাসার জন্য জমি দান করার দ্বারা সেটা ওয়াক্ফ হয়ে যায়। আর নিঃশর্তে ওয়াক্ফকৃত জমির মধ্যে দাতা বা অন্য কারো জন্য বিক্রি বা পরিবর্তনের অধিকার থাকে না। হ্যাঁ, যদি ওয়াক্ফের জমি দ্বারা কোনোভাবেই উপকৃত হওয়া সম্ভব না হয় তখন তা সঠিক মূল্যে বিক্রি করা বা অন্য জমি দ্বারা পরিবর্তন করা জায়েয। সুতরাং প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে ওয়াক্ফকৃত জমিটির দ্বারা কোনোভাবে উপকৃত হওয়া সম্ভব হলে তা বিক্রি করা বা পার্শ্ববর্তী জমি দ্বারা বদল করা জায়েয হবে না। (১৮/৪৮৫/৭৬৯৪)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٦ / ٥٨٩ : (قوله: وجاز شرط الاستبدال به إلخ) اعلم أن الاستبدال على ثلاثة وجوه: الأول: أن يشرطه الواقف لنفسه أو لغيره أو لنفسه وغيره، فالاستبدال فيه جائز على الصحيح وقيل اتفاقا. والثاني: أن لا يشرطه سواء شرط عدمه أو سكت لكن صار بحيث لا ينتفع به بالكلية بأن لا يحصل منه شيء أصلا، أو لا يفي بمؤنته فهو أيضا جائز على الأصح إذا كان بإذن القاضي ورأيه المصلحة فيه. والثالث: أن لا يشرطه أيضا ولكن فيه نفع في الجملة وبدله خير منه ريعا ونفعا، وهذا لا يجوز استبداله على الأصح المختار.

📖 فيه ايضا ٦ / ٥٩٤ : والحاصل: أن الاستبدال إما عن شرط الاستبدال أولا عن شرطه، فإن كان لخروج الوقف عن انتفاع الموقوف عليهم، فينبغي أن لا يختلف فيه وإن كان لا لذلك بل اتفق أنه أمكن أن يؤخذ بثمنه ما هو خير منه مع كونه منتفعا به، فينبغي أن لا يجوز لأن الواجب إبقاء الوقف على ما كان عليه دون زيادة ولأنه لا موجب لتجويزه؛ لأن الموجب في الأول الشرط وفي الثاني الضرورة ولا ضرورة في هذا إذ لا تجب الزيادة بل نبقيه كما كان. اهـ أقول: ما قاله هذا المحقق هو الحق الصواب.

Scanned by CamScanner

## মাদরাসার নামে সম্পত্তি ওয়াক্ফ হয়ে গেলে তাতে মিরাছ চলবে না

**প্রশ্ন :** এক ব্যক্তি তার সম্পত্তির একাংশ মাদরাসার জন্য ওয়াক্ফ করে দিয়েছে। অবশিষ্ট সম্পত্তি তার ১৬ জন সন্তানের মধ্য থেকে ১৩ জনের মধ্যে বণ্টন করে দেয়। তিন সন্তানকে ত্যাজ্যপুত্র করে কোনো সম্পদ না দিয়ে বঞ্চিত করে। পরবর্তীতে ওই ব্যক্তির অসুস্থতার সময় সেই তিন সন্তান উপস্থিত হয়ে পিতার ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তি থেকে তাদের অংশ উসুল করে নিতে চায়। এমতাবস্থায় ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তি থেকে তারা কি মিরাছ পাবে? এবং জোরপূর্বক ওই জমি দখল করা তাদের জন্য বৈধ হবে কি না?

**উত্তর :** মৌখিক বা লিখিতভাবে ওয়াক্ফ করে দেওয়ার পর ওয়াক্ফকৃত সম্পদ ওয়াক্ফকারীর মালিকানা হতে সম্পূর্ণরূপে বের হয়ে যায়। তাই ওয়াক্ফকৃত সম্পদের ক্রয়-বিক্রয়, পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও মালিকানা ফিরিয়ে দেওয়ার অধিকার স্বয়ং ওয়াক্ফকারী এবং তার ওয়ারিশদের থেকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যায়। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় যেহেতু পিতা তার সম্পত্তি থেকে একাংশ মাদরাসার জন্য ওয়াক্ফ করার পর অবশিষ্ট অংশ তার ১৩ পুত্রকে বণ্টন করে দিয়েছে, তাই উক্ত ওয়াক্ফ মাদরাসার মালিকানাধীন বলে বিবেচিত হবে এবং উক্ত সম্পত্তিতে ওয়াক্ফকারীর ছেলেরা কোনো অংশ পাবে না। এমতাবস্থায় জোরপূর্বক দখল করাও সম্পূর্ণ অবৈধ হবে। তবে শরীয়তের মধ্যে ত্যাজ্যপুত্র করার কোনো ভিত্তি নেই বিধায় পিতার ওয়াক্ফকৃত সম্পদ ছাড়া স্থাবর-অস্থাবর অন্য সম্পদ থাকলে তা থেকে বাকি তিন ছেলেরা তাদের অংশ নিতে পারবে। (১৬/২৪৯/৬৫১৪)

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٥/ ٤٣٢ : (قوله وإذا صح الوقف) أي لزم، وهذا يؤيد ما قدمناه في قول القدوري وإذا صح الوقف خرج عن ملك الواقف. ثم قوله (لم يجز بيعه ولا تمليكه) هو بإجماع الفقهاء.

## খরচ বাঁচানোর জন্য ক্রয় করা জমি ওয়াক্ফ হিসেবে দলিলে উল্লেখ করা

**প্রশ্ন :** আমাদের মাদরাসায় অনেক আগে এক ব্যক্তি কিছু জমি অল্প মূল্যে মাদরাসা কর্তৃপক্ষের নিকট বিক্রয় করে। কিন্তু এখনো জমির দলিল করা হয়নি। এখন ওই জমির দলিল করতে গেলে অনেক টাকার প্রয়োজন। তাই জমি বিক্রেতা বলছে–হুজুর, আপনারা যদি সম্মত হন, তাহলে এই জমি আমি ওয়াক্ফ হিসেবে বলে দিলে দলিল করার বড় ধরনের খরচ থেকে মাদরাসা বেঁচে যাবে, এতে মাদরাসা খুবই লাভবান হবে। এখন প্রশ্ন হলো, উক্ত বিক্রীত জমিকে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে ওয়াক্ফ হিসেবে সরকারি খাতায় লেখানো জায়েয হবে কি? দলিলসহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

Scanned by CamScanner

**উত্তর :** সরকারি আইন, যা শরীয়ত পরিপন্থী নয় সবার তা মানা জরুরি। এ ধরনের আইন লঙ্ঘন শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হবে না। বিশেষত মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে এ ধরনের আইন লঙ্ঘন আরো মারাত্মক ও অবৈধ হবে। তাই প্রশ্নের বিবরণে মাদরাসা কর্তৃপক্ষের নিকট বিক্রীত জমিকে মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে ওয়াক্ফ হিসেবে সরকারি খাতায় লিপিবদ্ধ করা জায়েয হবে না। তবে মূল্য হিসেবে গ্রহণকৃত অর্থ যদি ফেরত দেয় তখন ওয়াক্ফ হিসেবে দলিল করতে আপত্তি নেই। (১০/৮৮৮/৩৩৮৮)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٢/ ٩٥ (١٠١) : عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا» -

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٤/ ١٢٣ (٦٠٩٤) : عن عبد الله رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا» -

📖 فيه أيضا ٢/ ٣١٦ (٢٩٥٥) : عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية، فإذا أمر بمعصية، فلا سمع ولا طاعة» -

📖 احسن الفتاوى (سعید) ٨/ ٢١٧ : امور مباح میں حکومت کے قانون کی خلاف ورزی سخت گناہ ہے علاوہ ازیں نفس یا عزت کو خطرہ میں ڈالنا جائز نہیں۔

## মাদরাসার জমিতে ইউনিয়ন কমপ্লেক্স বানানো অবৈধ

**প্রশ্ন :** মাদরাসার নামে ওয়াক্ফকৃত জমির মধ্যে জনসাধারণের সুবিধার্থে ওয়াক্ফকারী মৃত্যুবরণ করার পর তার ওয়ারেশিনের অনুমতি নিয়ে ইউনিয়ন কমপ্লেক্স বা ভূমি অফিস বানানোর ব্যাপারে ইসলামী শরীয়তের বিধান কী? যদি বানানো হয় তাহলে আমরা এলাকাবাসীর জন্য করণীয় কী?

**উত্তর :** দ্বীনি মাদরাসার জন্য ওয়াক্ফকৃত জমিকে অন্য কোনো কাজে ব্যয় করা জায়েয নেই। সুতরাং সেখানে ইউনিয়ন কমপ্লেক্স ও ভূমি অফিস নির্মাণ করার অনুমতি নেই।

Scanned by CamScanner

এতদসত্ত্বেও যদি সেখানে এগুলো নির্মাণ করে ফেলে তাহলে আইনের আশ্রয় নিয়ে মাদরাসার জমি উদ্ধার করা এলাকাবাসী ও সংশ্লিষ্ট সকলের ঈমানী দায়িত্ব। (১৭/২০২/৮০৭৭)

📖 رد المحتار (۱۹ج ایم سعید) ٤ / ٤٩٥ : وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه، سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا اهوهذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم، شرط الواقف كنص الشارع فيجب اتباعه.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ۲/ ۳۸٦ : إذا جعل أرضا موقوفة على الفقراء والمساكين فاحتاج بعض قرابته أو احتاج الواقف لا يعطى له من تلك الغلة شيء عند الكل.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۲/ ۴۲۲ : علوم دینیہ کے لئے جو زمین وقف ہے اس کو کسی دوسرے مصرف میں لانا حرام ہے حکومت شہر کے لوگوں اور متولی کسی کو بھی اس میں اسکول بنانے کا حق نہیں، جو لوگ ایسی کوشش کررہے ہیں وہ سخت گنہگار ہیں، اگر متولی نے اجازت دی تو وہ بد دیانت وخائن ہونے کی وجہ سے واجب العزل ہوگا، حکومت پر فرض ہے کہ اوقاف اسلامیہ کی حفاظت کرے چہ جائیکہ وہ ایسا غاصبانہ اقدام کر کے دین کو نقصان پہنچائے۔

## মসজিদ বানানোরও নিয়্যাত ছিল বলে মাদরাসার জমিতে মসজিদ নির্মাণ করা

**প্রশ্ন :** এক ব্যক্তি এক খণ্ড জমি ফোরকানিয়া মাদরাসার নামে ওয়াক্‌ফ করে এবং সে জীবিত থাকতেই উক্ত জমিটি মাদরাসার নামে রেজিস্ট্রি করে নেয়। তারপর সে ব্যক্তি মারা যায়। অতঃপর ওই এলাকার লোকেরা মিলে ওই জমিতে একটি মসজিদ নির্মাণ করল এবং তার পাশাপাশি মাদরাসার জন্য ঘরও বানানো হয়। অভিযোগ করলে ওরা বলে যে ওয়াক্‌ফকারীর মসজিদ বানানোর নিয়্যাতও ছিল। এ মুহূর্তে ওয়াক্‌ফকারীকে জিজ্ঞেস করাও সম্ভব নয় যে তার নিয়্যাত কী ছিল? যেহেতু সে জীবিত নেই। এখন উক্ত জমিতে মসজিদ বানানো জায়েয হবে কি না?

**উত্তর :** ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি ওয়াক্‌ফকারীর উদ্দেশ্য মোতাবেক খাতে ব্যবহার করা জরুরি তার উদ্দেশ্য পরিপন্থী অন্য খাতে ব্যবহার করা নাজায়েয। আর শুধুমাত্র নিয়্যাত করার দ্বারা ওয়াক্‌ফ হয় না, বরং ওয়াক্‌ফের জন্য মৌখিকভাবে বলা বা লিখিতভাবে দেওয়া জরুরি। তাই প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে ওয়াক্‌ফকারী যেহেতু তার জীবদ্দশায় উক্ত জমি মাদরাসার নামে ওয়াক্‌ফ করে রেজিস্ট্রি করে দিয়েছেন তাই উক্ত জমি মাদরাসা ছাড়া

Scanned by CamScanner

মসজিদ বা অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করা জায়েয হবে না। তবে মাদরাসা প্রতিষ্ঠার পর মাদরাসার ছাত্রদের নামাযের প্রয়োজনে মসজিদ বানানো হলে তা বৈধ হবে। এক্ষেত্রে উক্ত মসজিদ মাদরাসারই তত্ত্বাবধানে থাকবে এবং মাদরাসার মসজিদ হিসেবে গণ্য হবে। (৯/৫৪৮/২৯২৭)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤ / ٤٣٣ : قولهم: شرط الواقف كنص الشارع أي في المفهوم والدلالة ووجوب العمل به -

📖 رد المحتار (سعيد) ٤ / ٤٩٥ : وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه، سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا اهوهذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم، شرط الواقف كنص الشارع فيجب اتباعه كما صرح به في شرح المجمع للمصنف.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ / ٣٦٢ : البقعة الموقوفة على جهة إذا بنى رجل فيها بناء ووقفها على تلك الجهة يجوز بلا خلاف تبعا لها، فإن وقفها على جهة أخرى اختلفوا في جوازه والأصح أنه لا يجوز كذا في الغياثية.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۲/ ۴۶۲ : الجواب- اگر قریب کوئی دوسری مسجد نہیں جس میں اہل مدرسہ نماز ادا کر سکیں یا مسجد تو موجود ہے مگر تنگ ہے کہ سب اس میں سمانہیں سکے یا وہاں نماز پڑھنے کیلئے جانے سے مدرسہ کی مصالح فوت ہوتی ہیں مثلا وقت کا زیادہ حرج ہوتا ہے یا مدرسہ کی حفاظت نہیں رہتی وغیرہ وغیرہ تو مدرسہ کی زمین میں مسجد بنانا ضروریات مدرسہ میں داخل ہے، ایسی حالت میں وہ مسجد مسجد شرعی ہوگی۔

## মাদরাসার স্বার্থে মাদরাসার জায়গায় মসজিদ নির্মাণ ও দরস প্রদান

**প্রশ্ন :** মাদরাসার ওয়াক্ফকৃত জমিতে মাদরাসাবাসীদের স্বার্থে মসজিদ নির্মাণ করতে পারবে কি না? এবং বেতনভুক্ত মাদরাসার শিক্ষকরা মাদরাসার মসজিদে এবং মহল্লার মসজিদে ক্লাস করতে পারবে কি না? এবং মাদরাসার মসজিদ ও মহল্লার মসজিদে কোনো ব্যবধান আছে কি না?

**উত্তর :** মাদরাসার জন্য ওয়াক্ফকৃত জমিতে মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকদের প্রয়োজনে মসজিদ নির্মাণ করতে পারবে। আর অত্যন্ত প্রয়োজন হলে মসজিদের বাইরে কোনো

Scanned by CamScanner

জায়গা ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত মসজিদের আদব বজায় রেখে নামাযীদের ব্যাঘাত না হলে ক্লাস করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে মহল্লা ও মাদরাসার মসজিদের বিধান এক ও অভিন্ন। (১৯/৩১৮/৮১৬২)

📖 حاشية الطحطاوى على الدر (رشيديه) ٢ /٥٣٩ : يجوز الدرس فى المسجد وإن كان فيه استعمال البود والبوارى المسبلة للمسجد لو علم الصبيان القرآن فى المسجد لايجوز يائم وكذا التاديب فيه إذا كان بأجرة وينبغى أن يجوز كان بغير أجر ـ

📖 فتاوى محموديه (زكريا) ٢/ ٣٦٦ : الجواب- اگر قریب کوئی دوسری مسجد نہیں جس میں اہل مدرسہ نماز ادا کر سکیں یا مسجد تو موجود ہے مگر تنگ ہے کہ سب اس میں سما نہیں سکے یا وہاں نماز پڑھنے کیلئے جانے سے مدرسہ کی مصالح فوت ہوتی ہیں مثلاً وقت کا زیادہ حرج ہوتا ہے یا مدرسہ کی حفاظت نہیں رہتی وغیرہ وغیرہ تو مدرسہ کی زمین میں مسجد بنانا ضروریات مدرسہ میں داخل ہے، ایسی حالت میں وہ مسجد مسجد شرعی ہوگی۔

📖 فیہ ایضا ٢ /١٨٦ : جو شخص مصالح مسجد کیلئے مثلاً حفاظت مسجد کیلئے یا دوسری جگہ نہ ہونے کی وجہ سے مجبوراً مسجد میں بیٹھکر تعلیم دے اس کو جائز ہے اور محض پیشہ بنا کر مسجد میں بیٹھنا اور تعلیم دینا ناجائز ہے اور احترام مسجد کے خلاف ہے۔

## মাদরাসার স্বার্থে মাদরাসার ভূমিতে নির্মিত মসজিদের হুকুম

**প্রশ্ন :** কোনো মাদরাসার জন্য মাদরাসার টাকায় খরিদকৃত জমিতে মাদরাসাঘর উঠানো হয়েছে। মাদরাসার ছাত্র ও শিক্ষকগণের নামায পড়ার জন্য কাছে কোনো মসজিদ না থাকায় তাদের নামাযের জন্য মাদরাসার টাকায় খরিদকৃত উক্ত জমিতে মসজিদ তৈরি করলে তা শরয়ী মসজিদ হবে কি না? এবং তাতে সুন্নত ই'তিকাফ আদায় হবে কি না? যদি উক্ত মসজিদ তিনতলা করা হয় তাহলে ওপরতলায় অথবা নিচতলায় নাজেরা বা হেফজখানা করা যাবে কি না?

**উত্তর :** মাদরাসার পার্শ্ববর্তী এলাকায় যদি কোনো মসজিদ না থাকে বা মাদরাসার বাইরের মসজিদে নামায আদায় করতে গেলে সময়ের অপচয় বা মালামালের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা কিংবা অন্য কোনো সমস্যা থাকে তখন মাদরাসার জমিতে মসজিদ তৈরি করা মাদরাসার প্রয়োজনীয় কাজের অন্তর্ভুক্ত বিধায় মসজিদ তৈরি করা হলে তা শরয়ী মসজিদ হিসেবে গণ্য হবে। শরয়ী মসজিদের সকল বিধান এই মসজিদের জন্যও প্রযোজ্য হবে। প্রথম থেকে নিয়্যাত ও ঘোষণা থাকলে প্রয়োজনে মসজিদের ওপরতলায় বা নিচতলায় কোরআন শিক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। (৩/১৭৯/৫০২)

Scanned by CamScanner

رد المحتار (سعيد) ٤ / ٤٩٥ : وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه، سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا اهـ وهذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم، شرط الواقف كنص الشارع فيجب اتباعه كما صرح به في شرح المجمع للمصنف.

الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ / ٣٦٢ : البقعة الموقوفة على جهة إذا بنى رجل فيها بناء ووقفها على تلك الجهة يجوز بلا خلاف تبعا لها، فإن وقفها على جهة أخرى اختلفوا في جوازه والأصح أنه لا يجوز كذا في الغياثية.

فتاوی محمودیہ (زکریا) ۲/ ۴۶۲ : الجواب- اگر قریب کوئی دوسری مسجد نہیں جس میں اہل مدرسہ نماز ادا کر سکیں یا مسجد تو موجود ہے مگر تنگ ہے کہ سب اس میں سا نہیں سکے یا وہاں نماز پڑھنے کیلئے جانے سے مدرسہ کی مصالح فوت ہوتی ہیں مثلاً وقت کا زیادہ حرج ہوتا ہے یا مدرسہ کی حفاظت نہیں رہتی وغیرہ وغیرہ تو مدرسہ کی زمین میں مسجد بنانا ضروریات مدرسہ میں داخل ہے، ایسی حالت میں وہ مسجد مسجد شرعی ہوگی۔

## মাদরাসার স্বার্থে নির্মিত মসজিদ স্থানান্তর করা যাবে না

**প্রশ্ন :** আমাদের মাদরাসাটি ১৯৯৬ ইং সালে স্থাপিত হয়। মাদরাসার ছাত্রদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য কয়েক বছর যাবৎ মাদরাসার ক্লাসরুমে পাঞ্জেগানা জামাত চালু হয়। এরপর কয়েক বছর পর নামাযের পৃথক একটি টিনের ছাপরা ঘর নির্মাণ করা হয়। এর মধ্যেই জুমু'আ, ঈদ চালু হয়। উল্লেখ্য, এখানে মসজিদের নামে ওয়াক্ফকৃত বা বরাদ্দকৃত কোনো সম্পদ নেই। এখানে ১৬ ডিং জমি সবটাই মাদরাসার নামে রেজিস্ট্রি করা। এই ১৬ ডিং-এর মধ্যেই অন্যত্র মসজিদ করা, এমনকি প্ল্যানও করা হয়েছিল; কিন্তু তা অদ্যাবধি কাগজেই রয়েছে, কোনো কাজ শুরু করেনি। এখন প্রশ্ন হলো, এখান থেকে মসজিদ সরিয়ে এ স্থানে মাদরাসাঘর করা যাবে কি না? এর হুকুম কী?

**উত্তর :** মাদরাসার জন্য ওয়াক্ফকৃত জায়গায় মাদরাসার স্বার্থে মসজিদ নির্মাণ জায়েয হয়েছে। কারণ মাদরাসার ছাত্রদের অন্যান্য প্রয়োজনের ন্যায় নামাযের জন্য মসজিদের একান্ত প্রয়োজন বিধায় ছাত্রদের সুবিধার্থে যে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে, তা শরয়ী মসজিদ বলে বিবেচিত হবে। তার হস্তান্তর বা পরিবর্তন কখনো জায়েয হবে না। (১২/৫৯২)

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ / ٣٦٢ : البقعة الموقوفة على جهة إذا بنى رجل فيها بناء ووقفها على تلك الجهة يجوز بلا خلاف تبعا لها، فإن وقفها على جهة أخرى اختلفوا في جوازه والأصح أنه لا يجوز كذا في الغياثية.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۲/ ۴۶۶ : الجواب- اگر قریب کوئی دوسری مسجد نہیں جس میں اہل مدرسہ نماز ادا کر سکیں یا مسجد تو موجود ہے مگر تنگ ہے کہ سب اس میں سما نہیں سکے یا وہاں نماز پڑھنے کیلئے جانے سے مدرسہ کی مصالح فوت ہوتی ہیں مثلاً وقت کا زیادہ حرج ہوتا ہے یا مدرسہ کی حفاظت نہیں رہتی وغیرہ وغیرہ تو مدرسہ کی زمین میں مسجد بنانا ضروریات مدرسہ میں داخل ہے، ایسی حالت میں وہ مسجد مسجد شرعی ہوگی۔

## মাদরাসা উচ্ছেদ করে মসজিদ নির্মাণ ও তার ওপর মাদরাসা করা বৈধ নয়

**প্রশ্ন :** ৮/৯/৬৯ ইং সালে মাদরাসার জন্য কিছু জমি ওয়াক্ফ করা হয়েছে। ওই ওয়াক্ফকৃত জমির কিছু অংশে মাদরাসা নির্মাণ করা হয়েছে এবং তা এযাবৎ চলে আসছে। আর উক্ত জমির বাকি অংশে এখন মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। এখন ওই মাদরাসা ভেঙে ওখানে মসজিদের জন্য ওজুখানা করার পরিকল্পনা চলছে। এরপর মসজিদের দোতলায় মাদরাসা করার নিয়্যাত আছে। প্রশ্ন হচ্ছে, মাদরাসার জন্য ওয়াক্ফকৃত জমিতে মসজিদ নির্মাণ করা বৈধ কি না? মসজিদ নির্মাণ করে ফেললে করণীয় কী? এবং ওই মসজিদে জুমু'আ বা ঈদের নামায আদায় করা যাবে কি?

**উত্তর :** মাদরাসার জন্য ওয়াক্ফকৃত জায়গা মাদরাসার জন্যই ব্যবহার করতে হবে। মাদরাসা উচ্ছেদ করে মসজিদ নির্মাণ এবং মসজিদের ওপর মাদরাসা নির্মাণ করার পরিকল্পনা শরীয়তসম্মত নয়। তাই প্রশ্নে উল্লিখিত কর্মকাণ্ড ও পরিকল্পনা বৈধ নয়। তবে মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকদের জন্য যদি মসজিদের ব্যবস্থা না থাকে এবং মাদরাসা করার পর মসজিদ নির্মাণের মতো অতিরিক্ত জায়গা থাকে তাহলে সেখানে মসজিদ করতে আপত্তি নেই। (১১/৪০৬/৩৫৬০)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۲/ ۲۷۴ : جبکہ چندہ مدرسہ کیلئے کیا گیا اور اسی نیت سے دینے والوں نے دیا ہے اور اس پیسے سے زمین خرید کر مدرسہ کے لئے اس کو وقف کر دیا گیا پھر مدرسہ تعمیر کر دیا گیا اور اس میں دینی تعلیم جاری ہے تو اب اس کو گرا کر مسجد تعمیر کرنا یا مسجد کیلئے اس کو خرید کرنا ہرگز جائز نہیں حتی کہ مدرسہ کی آمدنی مسجد میں خرچ کرنا جائز نہیں۔

Scanned by CamScanner

📖 فیہ ایضا۲/ ۴٦٦ : الجواب- اگر قریب کوئی دوسری مسجد نہیں جس میں اہل مدرسہ نماز ادا کر سکیں یا مسجد تو موجود ہے مگر تنگ ہے کہ سب اس میں سما نہیں سکے یا وہاں نماز پڑھنے کیلئے جانے سے مدرسہ کی مصالح فوت ہوتی ہیں مثلا وقت کا زیادہ حرج ہوتا ہے یا مدرسہ کی حفاظت نہیں رہتی وغیرہ وغیرہ تو مدرسہ کی زمین میں مسجد بنانا ضروریات مدرسہ میں داخل ہے، ایسی حالت میں وہ مسجد مسجد شرعی ہو گی۔

## মাদরাসার জায়গায় নির্মিত মসজিদে মাদরাসার কার্যক্রম চালানো

**প্রশ্ন :** আমরা মাদরাসার নামে কিছু জমি ওয়াক্ফ করে মাদরাসা হিসেবে চালিয়ে আসছিলাম। পরে আমরা এর সাথে মসজিদের জন্যও সামান্য জমি ওয়াক্ফ করে পুরোটা জমির ওপর মসজিদ নির্মাণ করি এবং ওই মসজিদের মধ্যেই মাদরাসা ও নামায চালিয়ে আসছি। এখন আমাদের মসজিদের দোতলায় কাজ চলছে। আমরা মসজিদের দোতলায় মাদরাসা রেখে নিচতলা মসজিদ অথবা নিচতলা মাদরাসা রেখে দোতলা মসজিদ হিসেবে ব্যবহার করলে ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক সহীহ হবে কি না?

**উত্তর :** শরীয়তের দৃষ্টিতে এক ওয়াক্ফের জায়গা ও সম্পদ অন্য ওয়াক্ফের খাতে ব্যবহার করা জায়েয নেই। তবে মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকের নামায আদায়ের প্রয়োজনে মাদরাসার প্রয়োজনীয় কাজ চলার জায়গা ব্যতিরেকে অবশিষ্ট জায়গায় মসজিদ করা যায়। প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় মাদরাসার জন্য ওয়াক্ফকৃত পুরো জায়গায় মসজিদ নির্মাণ করে মাদরাসার কার্যক্রম বন্ধ করা শরীয়তসম্মত হয়নি। উপরন্তু মসজিদের ওপরে বা নিচে স্থায়ীভাবে মাদরাসা করাও বৈধ হবে না। অতএব মাদরাসার নামে ওয়াক্ফ জায়গায় যতটুকু মসজিদের অংশ নির্মিত হয়েছে তা শরয়ী মসজিদ হিসেবে গণ্য হবে না। তাই সে অংশে মাদরাসার কার্যক্রম চালাতে থাকবে। তবে প্রয়োজনে সে অংশে নামায পড়াও বৈধ হবে। অবশিষ্ট অংশ শরয়ী মসজিদ বলে বিবেচিত হবে এবং মসজিদের যাবতীয় কার্যক্রম সে অংশে চালু থাকবে।

মসজিদ ফান্ড থেকে মাদরাসার অংশে যে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে তা মসজিদ কমিটি বহন করবে। অর্থাৎ ওই পরিমাণ অর্থ কমিটি ব্যক্তিগতভাবে মসজিদ ফান্ডে প্রদান করতে হবে। (১৪/২৩৪/৫৫৯৮)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤ / ٤٩٥ : وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه، سواء كان نصه في الوقف نصا أو

Scanned by CamScanner

ظاهرا اهـ وهذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم، شرط الواقف كنص الشارع فيجب اتباعه كما صرح به في شرح المجمع للمصنف.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ / ٣٦٢ : البقعة الموقوفة على جهة إذا بنى رجل فيها بناء ووقفها على تلك الجهة يجوز بلا خلاف تبعا لها، فإن وقفها على جهة أخرى اختلفوا في جوازه والأصح أنه لا يجوز كذا في الغياثية.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : وحاصله أن شرط كونه مسجدا أن يكون سفله وعلوه مسجدا لينقطع حق العبد عنه لقوله تعالى {وأن المساجد لله} بخلاف ما إذا كان السرداب والعلو موقوفا لمصالح المسجد.

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۷/ ۵۹ : مسجد کیلئے ضروری ہے کہ زمین جائز طور پر مسجد کیلئے وقف ہو اور صورت مذکورہ میں یہ بات نہیں اور جو زمین مسجد کے سوا اور کسی غرض کہ مثلا مدرسہ کیلئے وقف ہو اس پر مسجد بنانا جائز نہیں ہے۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۲ / ۲۷۴ : جبکہ چندہ مدرسہ کے لئے کیا گیا اور اسی نیت سے دینے والوں نے دیا ہے اور اس پیسے سے زمین خرید کر مدرسہ کے لئے اس کو وقف کر دیا گیا اور پھر مدرسہ تعمیر کر دیا اور اس میں دینی تعلیم جاری ہے تو اب اس کو گرا کر مسجد تعمیر کرنا یا مسجد کے لئے اس کو خریدنا ہرگز جائز نہیں۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۲/ ۴۶۶ : الجواب- اگر قریب کوئی دوسری مسجد نہیں جس میں اہل مدرسہ نماز ادا کر سکیں یا مسجد تو موجود ہے مگر تنگ ہے کہ سب اس میں سما نہیں سکے یا وہاں نماز پڑھنے کیلئے جانے سے مدرسہ کی مصالح فوت ہوتی ہیں مثلا وقت کا زیادہ حرج ہوتا ہے یا مدرسہ کی حفاظت نہیں رہتی وغیرہ وغیرہ تو مدرسہ کی زمین میں مسجد بنانا ضروریات مدرسہ میں داخل ہے، ایسی حالت میں وہ مسجد مسجد شرعی ہوگی۔

## মাদরাসার ভূমিতে নির্মিত ভবনের নিচে ঈদগাহ, দ্বিতীয় তলায় মসজিদ ও ওপরে মাদরাসা করার বিধান

**প্রশ্ন :** মাদরাসার নামে ওয়াক্ফকৃত জায়গায় যদি এভাবে মসজিদ করা হয় যে নিচতলায় ঈদগাহ, দোতলায় মসজিদ ও ওপরতলা থেকে যত তলা হবে সবগুলো হবে মাদরাসার নামে। আর মূলত ওই মসজিদ করার উদ্দেশ্য হলো, ছাত্ররা তাতে নামায পড়বে এবং মাদরাসার নমুনায় তৃতীয় তলা থেকে বিল্ডিং করা হয় তাহলে তা জায়েয

Scanned by CamScanner

হবে কি না? এবং ওই মসজিদ শরয়ী মসজিদ বলে গণ্য হবে কি না? যদি শরয়ী মসজিদ হয় তাহলে তার ওপর এভাবে স্থায়ী মাদরাসা করা জায়েয হবে কি না?

**উত্তর :** শরীয়তের দৃষ্টিতে এক ওয়াক্‌ফের জায়গা ও জিনিষ অন্য ওয়াক্‌ফে ব্যবহার করা জায়েয নেই বিধায় মাদরাসার জায়গায় মসজিদ ও ঈদগাহ করা বৈধ হবে না। তবে যদি মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকদের নামায পড়ার জন্য আশপাশে কোনো মসজিদে ছাত্র-শিক্ষকদের সংকুলান না হলে মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকদের জন্য প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে ঈদগাহ ও মসজিদ করা মাদরাসার প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে জায়েয হবে এবং ওপরতলা থেকে মাদরাসা করতেও আপত্তি নেই। (১৪/১৭৮/৫৫৬৫)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ / ٣٦٢ : البقعة الموقوفة على جهة إذا بنى رجل فيها بناء ووقفها على تلك الجهة يجوز بلا خلاف تبعا لها، فإن وقفها على جهة أخرى اختلفوا في جوازه والأصح أنه لا يجوز كذا في الغياثية.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : وحاصله أن شرط كونه مسجدا أن يكون سفله وعلوه مسجدا لينقطع حق العبد عنه لقوله تعالى {وأن المساجد لله} بخلاف ما إذا كان السرداب والعلو موقوفا لمصالح المسجد.

📖 فيه أيضا ٤/ ٣٥٦ : وفي القهستاني ولا بد من إفرازه أي تمييزه عن ملكه من جميع الوجوه فلو كان العلو مسجدا والسفل حوانيت أو بالعكس لا يزول ملكه لتعلق حق العبد-

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٦ / ٤٥٥ : ومن جعل مسجدا تحته سرداب أو فوقه بيت وجعل باب المسجد إلى الطريق وعزله فله أن يبيعه وإن مات يورث عنه، ولو كان السرداب لمصالح المسجد جاز كما في مسجد بيت المقدس كذا في الهداية.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ٢/ ٤٦٦ : الجواب- اگر قریب کوئی دوسری مسجد نہیں جس میں اہل مدرسہ نماز ادا کر سکیں یا مسجد تو موجود ہے مگر تنگ ہے کہ سب اس میں سما نہیں سکتے یا وہاں نماز پڑھنے کیلئے جانے سے مدرسہ کی مصالح فوت ہوتی ہیں مثلا وقت کا زیادہ حرج ہوتا ہے یا مدرسہ کی حفاظت نہیں رہتی وغیرہ وغیرہ تو مدرسہ کی زمین میں مسجد بنانا ضروریات مدرسہ میں داخل ہے، ایسی حالت میں وہ مسجد مسجد شرعی ہو گی۔

Scanned by CamScanner

## মাদরাসার খরিদকৃত জমি বিক্রীত টাকা দিয়ে মাদরাসার মসজিদ নির্মাণ করা

**প্রশ্ন :** মাদরাসার জন্য খরিদকৃত জমি বিক্রি করে মূল্য এবং মাদরাসার সাধারণ তহবিলের টাকা প্রয়োজনে মাদরাসার মসজিদে লাগানো যাবে কি না?

**উত্তর :** লাগানো যাবে। (৩/১৭৯/৫০২)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۲/ ۴۶۲ : الجواب- اگر قریب کوئی دوسری مسجد نہیں جس میں اہل مدرسہ نماز ادا کرسکیں یا مسجد تو موجود ہے مگر تنگ ہے کہ سب اس میں سما نہیں سکے یا وہاں نماز پڑھنے کیلئے جانے سے مدرسہ کی مصالح فوت ہوتی ہیں مثلا وقت کا زیادہ حرج ہوتا ہے یا مدرسہ کی حفاظت نہیں رہتی وغیرہ وغیرہ تو مدرسہ کی زمین میں مسجد بنانا ضروریات مدرسہ میں داخل ہے، ایسی حالت میں وہ مسجد مسجد شرعی ہوگی۔

## মাদরাসার ভূমিতে মসজিদ নির্মাণ করা

**প্রশ্ন :** মাদরাসার জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জমিতে মসজিদ নির্মাণ করা যাবে কি না? এবং মাদরাসার জন্য সেই ওয়াক্‌ফকৃত জমিটি পুনঃ মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফ করতে হবে কি না?

**উত্তর :** শরীয়তের বিধানুযায়ী যে সম্পদ যে খাতে ওয়াক্‌ফ করা হয় তা সেই খাতেই ব্যবহার করতে হয়, অন্য খাতে তার ব্যবহারের অনুমতি নেই বিধায় প্রশ্নে বর্ণিত মাদরাসার জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জমিতে মসজিদ নির্মাণ করা যাবে না। তবে মাদরাসার প্রয়োজনে মসজিদ নির্মাণ করতে হলে তা নির্মাণ করা যাবে এবং ওই মসজিদ মাদরাসার মসজিদ বলে গণ্য হবে। (১৯/৬৩৬)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤ / ٤٩٥ : وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه، سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا اهـ وهذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم، شرط الواقف كنص الشارع فيجب اتباعه كما صرح به في شرح المجمع للمصنف.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۲/ ۴۶۲ : الجواب- اگر قریب کوئی دوسری مسجد نہیں جس میں اہل مدرسہ نماز ادا کرسکیں یا مسجد تو موجود ہے مگر تنگ ہے کہ سب اس میں سما نہیں سکے یا وہاں نماز پڑھنے کیلئے جانے سے مدرسہ کی مصالح فوت ہوتی ہیں مثلا وقت کا زیادہ حرج ہوتا ہے یا مدرسہ کی حفاظت نہیں رہتی وغیرہ وغیرہ تو مدرسہ کی زمین میں مسجد بنانا ضروریات مدرسہ میں داخل ہے، ایسی حالت میں وہ مسجد مسجد شرعی ہوگی۔

Scanned by CamScanner

## মাদরাসার জায়গায় মসজিদ নির্মাণ ও বারবার স্থানান্তর করা

**প্রশ্ন :** মাদরাসার জায়গা, যা মসজিদের জন্য ওয়াক্ফ করা হয়নি সেখানে মসজিদের নিয়্যাতে মসজিদ করা হলে উক্ত মসজিদ শরয়ী মসজিদ হবে কি না? যদি মসজিদে শরয়ী হয়, তাহলে তার ওপরতলায় মাদরাসার ক্লাস রুম বানানো যাবে কি না? বিঃদ্রঃ. পূর্বেও এই মসজিদ মাদরাসার মাঠে তিন জায়গা হতে স্থানান্তরিত হয়ে এখানে এসেছে। পূর্বের মসজিদের স্থানগুলোর কী হুকুম?

**উত্তর :** এক খাতের ওয়াক্ফকৃত জায়গা অন্য খাতে ব্যবহারের অনুমতি ইসলামী শরীয়তে নেই বিধায় মাদরাসার জন্য ওয়াক্ফকৃত জায়গায় জনসাধারণের জন্য মসজিদ নির্মাণ করা যাবে না। তবে মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকদের নামাযের জন্য বাহিরে সুবিধাজনক স্থান না থাকলে মসজিদও মাদরাসার অপরিহার্য জরুরতের অন্তর্ভুক্ত বিধায় মাদরাসার ওয়াক্ফকৃত জমিতে ছাত্র-শিক্ষকদের সুবিধার্থে মসজিদ করার অনুমতি আছে এবং তা শরয়ী মসজিদ হিসেবেই গণ্য হবে এবং তাতে জনসাধারণ নামায পড়তে পারবে।

মসজিদের ওপরে-নিচে মসজিদসংক্রান্ত কাজ ছাড়া অন্য কোনো কিছু করার অনুমতি নেই বিধায় মসজিদের ওপরতলাতে স্থায়ী মাদরাসা বা ক্লাসরুম করা জায়েয হবে না।

ইতিপূর্বে মাদরাসার মাঠের তিন জায়গাতে নির্মিত মসজিদ শরয়ী মসজিদ হিসেবে গণ্য হবে কি না, তা মূলত নির্ভর করে স্থায়ীভাবে নামায পড়ার জন্য মসজিদ নির্মিত হওয়া বা না হওয়ার ওপর। স্থায়ীভাবে নামায পড়ার জন্য নির্মিত হলে উক্ত জায়গাগুলো মসজিদের হুকুমে গণ্য হবে এবং সেগুলোকে মসজিদের মতো সম্মান করতে হবে (১৩/১১৫/৫১৮৩)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۲/ ۴۶۶ : الجواب- اگر قریب کوئی دوسری مسجد نہیں جس میں اہل مدرسہ نماز ادا کرسکیں یا مسجد تو موجود ہے مگر تنگ ہے کہ سب اس میں سمانہیں سکے یا وہاں نماز پڑھنے کیلئے جانے سے مدرسہ کی مصالح فوت ہوتی ہیں مثلا وقت کا زیادہ حرج ہوتا ہے یا مدرسہ کی حفاظت نہیں رہتی وغیرہ وغیرہ تو مدرسہ کی زمین میں مسجد بنانا ضروریات مدرسہ میں داخل ہے، ایسی حالت میں وہ مسجد مسجد شرعی ہوگی۔

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤٥٥/٢ : إذا أراد إنسان أن يتخذ تحت المسجد حوانيت غلة لمرمة المسجد أو فوقه ليس له ذلك، كذا في الذخيرة.

📖 فيه أيضا ٤٦٢/٢ : قيم المسجد لا يجوز له أن يبني حوانيت في حد المسجد أو في فنائه؛ لأن المسجد إذا جعل حانوتا ومسكنا تسقط حرمته وهذا لا يجوز، والفناء تبع المسجد فيكون حكمه حكم المسجد، كذا في محيط السرخسي-

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : وحاصله أن شرط كونه مسجدا أن يكون سفله وعلوه مسجدا لينقطع حق العبد عنه لقوله تعالى {وأن المساجد لله} بخلاف ما إذا كان السرداب والعلو موقوفا لمصالح المسجد.

📖 فيه أيضا ٤/ ٣٥٨ : فلا يعود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر، سواء كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوى حاوي القدسي، وأكثر المشايخ عليه مجتبى وهو الأوجه فتح. اهـ بحر-

## ওয়াক্ফকারীর ছেলের জোরপূর্বক মুহতামীম হওয়া ও মাদরাসার নামে পিতার নাম সংযোজন করা

**প্রশ্ন :** ১. এক ব্যক্তি এক মাদরাসার জন্য জমি ওয়াক্ফ করে মৃত্যুবরণ করেন। ওয়াক্ফ করার সময় কোনো শর্ত দেননি। মৃত্যুর পর তাঁর বড় ছেলে যিনি আলেম, ওই মাদরাসার মুহতামীম হতে আগ্রহী, অথচ বর্তমানে তাঁর চেয়ে উপযুক্ত মুহতামীম ওই মাদরাসায় রয়েছে। কিন্তু পিতার ওয়াক্ফের কারণে তিনি জোরপূর্বক মুহতামীম হতে চান। প্রশ্ন হলো, শরীয়তের দৃষ্টিতে তাঁর এ অধিকার আছে কি না?

২. ওয়াক্ফকারী ওয়াক্ফ করার সময় তার নাম মাদরাসার নামের সাথে মিলিয়ে রাখার জন্য বলেনি। ওয়াক্ফকারীর মৃত্যুর পর তার ছেলেরা মাদরাসার নামের সাথে পিতার পূর্ণ নাম অথবা নামের কোনো অংশ মিলিয়ে রাখতে বাধ্য করে। অথচ মাদরাসার পূর্বের নাম দিয়ে বহু জমি এবং সরকারি কাগজপত্র রেজিস্ট্রি করা হয়েছে। এ নাম পাল্টিয়ে দিলে মাদরাসার বহু সমস্যা হবে। এমতাবস্থায় ওয়াক্ফকারীর নাম মাদরাসার নামের সাথে সংযুক্ত করা যাবে কি না? এবং ওয়ারিশদের জন্য তা করতে বাধ্য করার অধিকার আছে কি না?

**উত্তর :** ১. ওয়াক্ফকারীর মৃত্যুর পর তার বংশের মধ্য হতে মুতাওয়াল্লী হওয়ার যোগ্য কোনো ব্যক্তি পাওয়া গেলে তাকেই মুতাওয়াল্লী বানানো উচিত। অন্য কাউকে মুতাওয়াল্লী বানানো হলেও পরবর্তীতে ওয়াক্ফকারীর বংশের যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকেই মুতাওয়াল্লী বানিয়ে পূর্বের ব্যক্তিকে মুতাওয়াল্লী থেকে অব্যাহতি প্রদান শরীয়তসম্মত। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত মাদরাসার জন্য জমি ওয়াক্ফকারীর মৃত্যুর পর তার আলেম বড় ছেলে যদি মুহতামীম হওয়ার যোগ্য হয় তাহলে মুহতামীম হওয়ার ব্যাপারে তাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

২. ওয়াক্ফকারীর নামের দিকে লক্ষ করে মাদরাসার নামকরণ করা অহংকার ও গৌরবের নিয়্যাতে না হলে অবৈধ নয়। কিন্তু ওয়াক্ফকারী যখন নিজেই এটাকে পছন্দ

Scanned by CamScanner

করেনি, তখন সন্তানদের এমনটি না করা উচিত। উপরন্তু যখন মাদরাসার পূর্বের নাম দিয়ে বহু জমি ও সরকারি কাগজপত্র রেজিস্ট্রি করা হয়েছে এবং নাম পরিবর্তনে মাদরাসার বহুবিধ সমস্যার আশঙ্কা বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তাই ওয়ারিশদের পক্ষ হতে মাদরাসার নামের সাথে ওয়াক্‌ফকারীর নাম সংযুক্ত করতে বাধ্য করা জায়েয হবে না। (১৫/৪৩৬/৫৯৯১)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٥/ ٢٤٩ : والباني أحق بالإمامة والآذان وولده من بعده وعشيرته أولى بذلك من غيرهم وفي المجرد عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أن الباني أولى بجميع مصالح المسجد ونصب الإمام والمؤذن إذا تأهل للإمامة.

📖 الدر المختار (سعيد) ٤/ ٤٢٤ : (وما دام أحد يصلح للتولية من أقارب الواقف لا يجعل المتولي من الأجانب) لأنه أشفق ومن قصده نسبة الوقف إليهم -

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٤٢٤ : (قوله وما دام أحد إلخ) المسألة في كافي الحاكم ونصها: ولا يجعل القيم فيه من الأجانب ما وجد في ولد الواقف وأهل بيته من يصلح لذلك، فإن لم يجد فيهم من يصلح لذلك، فجعله إلى أجنبي ثم صار فيهم من يصلح له صرفه إليه اه ومفاده: تقديم أولاد الواقف وإن لم يكن الوقف عليهم بأن كان على مسجد أو غيره، ويدل له التعليل الآتي وفي الهندية عن التهذيب: والأفضل أن ينصب من أولاد الموقوف عليه، وأقاربه ما دام يوجد أحد منهم يصلح لذلك اه والظاهر: أن مراده بالموقوف عليه من كان من أولاد الواقف، فلا ينافي ما قبله، ثم تعبيره بالأفضل يفيد أنه لو نصب أجنبيا مع وجود من يصلح من أولاد الواقف يصح فافهم: ولا ينافي ذلك ما في جامع الفصولين من أنه لو شرط الواقف كون المتولي من أولاده وأولادهم ليس للقاضي أن يولي غيرهم بلا خيانة، ولو فعل لا يصير متوليا. اهـ لأنه فيما إذا شرطه الواقف وكلامنا عند عدم الشرط ووقع قريبا من أواخر كتاب الوقف من الخيرية ما يفيد أنه فهم عدم الصحة مطلقا كما هو المتبادر من لفظ لا يجعل فتأمل. وأفتى أيضا بأن من كان من أهل الوقف لا يشترط كونه مستحقا بالفعل بل يكفي كونه مستحقا بعد زوال المانع وهو ظاهر، ثم لا يخفى أن تقديم من ذكر

Scanned by CamScanner

مشروط بقيام الأهلية فيه حتى لو كان خائنا يولى أجنبي حيث لم يوجد فيهم أهل لأنه إذا كان الواقف نفسه يعزل بالخيانة فغيره بالأولى.

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۳/ ۹۷ : ولا يجعل القيم فيه من الأجانب ما وجد من ولد الواقف- پس جب واقف کی اولاد موجود ہے تو وہ سب سے زیادہ مستحق تولیت ہیں بشرطیکہ ان میں صلاحیت ودیانت موجود ہو اور جو لوگ از خود متولی بن کر خلاف شرط وصیت نامہ واقف کے عمل کر رہے ہیں ان کا یہ عمل جائز نہیں اور وہ اس رقم کے ضامن ہیں جس کو انہوں نے خلاف شرائط وقف دوسری جگہ صرف کیا ہے۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱/ ۵۱۴ :الجواب-ایصال ثواب کیلئے مسجد بنوادیناا ور اس نیت سے پتھر پر کھدوا کر لگانا کہ دوسروں کو اس قسم کے کاموں کی رغبت ہو یا کوئی شخص اس پتھر کو دیکھ کر میت کے لئے خصوصیت سے ایصال ثواب کرے درست ہے اور شہرت کی بناپر نام کھدوانا درست نہیں۔

## মাদরাসার জমি মসজিদ করার শর্তে বিক্রি করা

**প্রশ্ন :** আমাদের গ্রামে কওমী মাদরাসা করার জন্য প্রায় ১৫-২০ বছর পূর্বে কিছু জায়গা ওয়াক্ফ করা হয় এবং তা প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর মাদরাসা পরিচালনা ও উন্নয়নের জন্য অন্যান্য লোকজন কিছু ফসলি জমি ওয়াক্ফ করে। কয়েক বছর পূর্বে মাদরাসার মুহতামীম ও কমিটি মাদরাসার মূল জমি থেকে ১২ শতাংশ জায়গা অত্র এলাকার ধনাঢ্য চার ভাইয়ের কাছে এ শর্তে বিক্রি করে যে তারা সেই জমি মসজিদের জন্য ওয়াক্ফ করে মসজিদ করে দেবে। এর কয়েক বছর পর তাদের চার ভাইয়ের তিন ভাই মসজিদের জন্য ওয়াক্ফ করে এবং তাদের পিতা রজব আলীর নামে মসজিদের নামকরণ 'বাইতুর রজব' করে।

মাদরাসার বিক্রীত জমির টাকা দিয়ে মাদরাসার পাশে মাদরাসার জন্য কিছু জায়গা কেনা হয়েছে। কিন্তু উক্ত জায়গা ওয়াক্ফকারীর ওয়ারিশরা তা বিক্রি ও মসজিদ করার ব্যাপারে নারাজ।

উল্লেখ্য, উক্ত মাদরাসার নিকটেই একটি বড় জামে মসজিদ রয়েছে এবং এলাকার উক্ত জায়গায় আরেকটি মসজিদ হলে বড় মসজিদের ক্ষতির আশঙ্কা করছে। এখন আমাদের প্রশ্ন, মাদরাসার নামে ওয়াক্ফকৃত উল্লিখিত জায়গা বিক্রি করা জায়েয হয়েছে কি না? উক্ত জায়গায় মসজিদ করা জায়েয হবে কি না?

Scanned by CamScanner

**উত্তর :** মসজিদ বা মাদরাসার নামে ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তির দলিলে অনুমতি না থাকলে কারো পক্ষে বিক্রি করা জায়েয নেই। বিক্রি করলে তা বিক্রয় বলে গণ্য হয় না। এমতাবস্থায় টাকা ফেরত দিয়ে সম্পত্তিকে তার নিজস্ব খাতে ফিরিয়ে নেওয়া জরুরি হয়। তাই প্রশ্নোক্ত মাদরাসার নামে ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি মূল দলিলে বিক্রয়ের অনুমতি না থাকলে মুহতামীম বা কমিটি কারো জন্য বিক্রি করা বৈধ হয়নি। সুতরাং মসজিদ নির্মিত না হলে উক্ত সম্পত্তি মাদরাসার সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে। ক্রেতার মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফ করা বাতিল বলে ধর্তব্য হবে এবং গৃহীত অর্থ ফেরতযোগ্য হবে। তবে মসজিদ যদি নির্মাণ হয়ে যায় তখন উক্ত মসজিদ মাদরাসা মসজিদ হিসেবে গণ্য হবে। প্রয়োজনে ছাত্র-শিক্ষক পাঞ্জেগানা নামায আদায় করবে। তবে শিক্ষার্থীর সুবিধার লক্ষ্যে উক্ত মসজিদে জুমু'আ পড়া যাবে। এ অবস্থায় ক্রেতার অর্থ দ্বারা যে জমি খরিদ করা হয়েছে তা বিক্রি করে মূল্য ফেরত দিতে হবে। অন্যথায় ক্রেতাগণ থেকে অনুদান হিসেবে জমিটিও মাদরাসার মালিকানায় রাখা যাবে।

উল্লেখ্য, বায়তুর রজব নামটি ভুল, তা পরিবর্তন করে মাদরাসা মসজিদ হিসেবে নামকরণ করে কমিটির নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হবে। (১৭/১৭৯/৬৯৯৭)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٨٤ : اعلم أن الاستبدال على ثلاثة وجوه: الأول: أن يشرطه الواقف لنفسه أو لغيره أو لنفسه وغيره، فالاستبدال فيه جائز على الصحيح وقيل اتفاقا. والثاني: أن لا يشرطه سواء شرط عدمه أو سكت لكن صار بحيث لا ينتفع به بالكلية بأن لا يحصل منه شيء أصلا، أو لا يفي بمؤنته فهو أيضا جائز على الأصح إذا كان بإذن القاضي ورأيه المصلحة فيه. والثالث: أن لا يشرطه أيضا ولكن فيه نفع في الجملة وبدله خير منه ريعا ونفعا، وهذا لا يجوز استبداله على الأصح المختار-

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥١- ٣٥٢ : (فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن) فبطل شرط واقف الكتب، الرهن شرط كما في التدبير.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥٢ : (قوله: لا يملك) أي لا يكون مملوكا لصاحبه ولا يملك أي لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۲/ ۲۷۴ : جبکہ چندہ مدرسہ کیلئے کیا گیا اور اسی نیت سے دینے والوں نے دیا ہے اور اس پیسے سے زمین خرید کر مدرسہ کے لئے اس کو وقف کر دیا گیا پھر مدرسہ تعمیر کر دیا گیا اور اس میں دینی تعلیم جاری ہے تو اب اس کو گرا کر مسجد تعمیر کرنا یا مسجد کیلئے اس کو خرید کرنا ہرگز جائز نہیں حتی کہ مدرسہ کی آمدنی مسجد میں خرچ کرنا جائز نہیں۔

Scanned by CamScanner

📖 فیہ ایضا ۲/ ۴۶۲ : الجواب- اگر قریب کوئی دوسری مسجد نہیں جس میں اہل مدرسہ نماز ادا کر سکیں یا مسجد تو موجود ہے مگر تنگ ہے کہ سب اس میں سما نہیں سکتے یا وہاں نماز پڑھنے کیلئے جانے سے مدرسہ کی مصالح فوت ہوتی ہیں مثلا وقت کا زیادہ حرج ہوتا ہے یا مدرسہ کی حفاظت نہیں رہتی وغیرہ وغیرہ تو مدرسہ کی زمین میں مسجد بنانا ضروریات مدرسہ میں داخل ہے، ایسی حالت میں وہ مسجد مسجد شرعی ہوگی۔

## মাদরাসার জমির আয় অন্য মাদরাসায় ব্যয় করা

**প্রশ্ন :** আমাদের একজন পূর্বপুরুষ ১ বিঘা জমি একটি মাদরাসায় ওয়াক্‌ফ করে যায়। দীর্ঘদিন যাবৎ ওই ফসল উক্ত মাদরাসায় ব্যয় হয়ে আসছে। বর্তমানে ওই মাদরাসা যথেষ্ট সচ্ছল। বলতে গেলে এতে কোনো ধরনের আয়ের আর প্রয়োজন নেই। ওয়াক্‌ফকারীর বাড়ির নিকট আরো একটি মাদরাসা ও মসজিদ নতুন করে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যা অর্থের অভাবে বন্ধের পথে। এমতাবস্থায় পুরাতন মাদরাসায় ওয়াক্‌ফকৃত জমির আয় নতুন মাদরাসায় ব্যয়করত এ মাদরাসাটি চালু রাখা যাবে কি না?

**উত্তর :** শরীয়তের বিধান মতে ওয়াক্‌ফকারীর উদ্দেশ্য অনুযায়ী ওয়াক্‌ফকৃত জমির আয় তার নির্ধারিত খাতে ব্যয় করা জরুরি। নির্ধারিত খাত বহাল থাকাবস্থায় অন্য খাতে ব্যয় করা জায়েয হবে না। তবে নির্ধারিত খাত যদি এতই সচ্ছল হয় যে বর্তমানে ও ভবিষ্যতে উক্ত খাতে আয়ের প্রয়োজন পড়বে না বলে নিশ্চিত এবং তার পার্শ্ববর্তী ওয়াক্‌ফের সমকক্ষ অন্য খাত আয়ের অভাবে বিলুপ্তির পথে হয় তাহলে ওয়াক্‌ফকৃত জমির আয় হতে বন্ধ হওয়ার উপক্রম অন্য মাদরাসায় কিছু ব্যয় করা যেতে পারে, অন্যথায় ব্যয় করা জায়েয হবে না। (১২/৮৮/৩৮৪৫)

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ٦/ ٢٢٤ : رباط استغني عنه وله غلة فإن كان بقربه رباط صرفت الغلة إلى ذلك، وإن لم يكن بقربه رباط يرجع إلى ورثة الذين بنوا الرباط، هكذا ذكر المسألة في «فتاوي أبي الليث» قال الصدر الشهيد رحمه الله في «واقعاته» : وفيه نظر فيتأمل عند الفتوى، وقيل: إن عرف من بناه فالتصرف له وإن لم يعرف فالتصرف للقاضي.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲/ ۵۹۳ : الجواب- صورت مسئولہ میں اس آمدنی کو دوسری مساجد میں بھی صرف کر سکتے ہیں لیکن اس ترتیب سے کہ اول اقرب مساجد میں اور اگر اس میں ضرورت نہ ہو تو پھر اسی طرح اقرب فالاقرب میں

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۲/ ۲۸۳ : الجواب — اگر آمدنی زائد ہے جس کی نہ فی الحال ضرورت ہے نہ مستقبل میں ضرورت کا اندازہ ہے اور تحفظ کی کوئی قابل اطمینان صورت نہیں تو دوسری مسجد اور دوسری دینی مدرسہ میں حسب ضرورت ووسعت صرف کرنا درست ہے۔

📖 فیہ ایضا ۱۲/ ۲۵۱ : حامدا ومصلیا، ہر مسجد کی رقم اصالۃ اسی مسجد میں صرف کی جائے اگر اس مسجد میں ضرورت نہ ہو اور آئندہ بھی ضرورت متوقع نہ ہو یا رقم کی حفاظت دشوار ہو اور ضائع ہونے کا قوی اندیشہ ہو تو پھر قریب کی مسجد میں اس کے بعید کی مسجد میں حسب ضرورت ومصالح مسجد کی تعمیر، صرفہ پانی روشنی تنخواہ امام ومؤذن میں صرف کرنا درست ہے۔

## জোরপূর্বক মাদরাসা ভেঙে মসজিদ করা নাজায়েয

**প্রশ্ন :** আনুমানিক ১৪-১৫ বছর পূর্বে আমাদের গ্রামের সকল মান্যগণ্য ব্যক্তিকে নিয়ে একটি কওমী মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে একটি জেনারেল মিটিং ডাকা হয়। কিন্তু মাদরাসা করার মতো কোনো নির্ধারিত জায়গা না থাকায় ওই মিটিংয়ে তিন-চার শরীক মিলে মৌখিকভাবে হাজেরানে মজলিসের সকল গ্রামবাসীর সামনে মাদরাসার জন্য জমি ওয়াক্ফ করে। সেই মজলিসেই মাদরাসার ভূমি উন্নয়নের জন্য গ্রামবাসী মিলে মাটি কেটে ভূমি উন্নয়ন করা হয় এবং বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট হতে মাদরাসার ঘর নির্মাণ প্রকল্পে মাদরাসার জন্য চাঁদা নির্ধারণ করা হয়। আলহামদুলিল্লাহ জনগণ মাদরাসা করার জন্য টাকা, ইট, বালু, টিন, বাঁশ, খুঁটি, ইত্যাদি মনে-প্রাণে দান করে। আমি ওই দানের একজন শরীকদার। মাদরাসা বহালতবিয়তে নির্ধারিত শিক্ষদের তত্ত্বাবধানে প্রায় দেড়-দুই শত ছাত্রছাত্রীকে ইলমে দ্বীন শিক্ষা দিয়ে আসছিল। কিন্তু হঠাৎ করে বিগত কয়েক মাস আগে কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি মাদরাসাটিকে ভেঙে মসজিদ নির্মাণ করার উদ্যোগ নিলে জায়গা দাতাদের মধ্যে যারা উপস্থিত ছিল তারা বাধা দেয়, এ কথা বলে যে আমরা তো মসজিদ বানানোর জন্য জায়গা প্রদান করিনি। সুতরাং তোমরা মাদরাসা ভাঙবে না। কিন্তু স্বার্থান্বেষী মহল সে বাধা উপেক্ষা করে মাদরাসাটিকে ভেঙে মসজিদ নির্মাণ করে। যখন মাদরাসাটি তারা ভাঙতে থাকে মাদরাসা জায়গাদাতা কেউ কেউ প্রভাবশালী স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিবর্গের ধমকির সামনে দাঁড়িয়ে থেকে চোখের পানি ছাড়তে থাকে।

আরো একটি জঘন্য ঘটনা হচ্ছে, মাদরাসার জায়গার ওপর নির্মিত মসজিদটির কিবলা সোজা হচ্ছিল না বিধায় ক্বিবলা সোজা করার জন্য অন্য আরেক বান্দার কিছু জমি জবরদখল করে। প্রতিবাদ করতে আসলে উক্ত জায়গার মালিককে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয় এবং বলা হয় আবার এলে... ইত্যাদি। উল্লেখ্য, মাদরাসা ভেঙে মসজিদ নির্মাণ করার যুক্তিসংগত কারণ নেই। এ কারণে যে আমাদের গ্রামের পূর্বপাড়া

Scanned by CamScanner

এবং পশ্চিমপাড়ার প্রায় মধ্যবর্তী অবস্থানে একটি সুন্দর বড় আকারের মসজিদ রয়েছে এবং আমরা পূর্বপাড়া-পশ্চিমপাড়া মিলে এক সমাজ, যা আমাদের দীর্ঘকালের এক সুন্দর মুসলিম ঐতিহ্য। এখন মাননীয় মুফতী সাহেবের নিকট জানার বিষয় হচ্ছে,

১. দীর্ঘ ১৪-১৫ বছরের ওয়াক্ফকৃত (মৌখিকভাবে) মাদরাসার জায়গার ওপর মাদরাসা ভেঙে মসজিদ নির্মাণ জায়েয হবে কি?

২. উক্ত মসজিদের কিবলা ঠিক করতে অন্য আরেক বান্দার কিছু জমি ঘাড় ধাক্কা দিয়ে জবরদস্তি করে নিয়ে কিবলা সোজা করা কতটুকু শরীয়তসম্মত হয়েছে?

**উত্তর :** ওয়াক্ফকৃত সম্পদ ও ওয়াক্ফকারীর উদ্দেশ্য মোতাবেক নির্ধারিত খাতে ব্যবহার করা জরুরি। এর বিপরীত করা নাজায়েয। তাই প্রশ্নে উল্লিখিত বর্ণনা সত্য হলে মাদরাসার জন্য ওয়াক্ফকৃত জমি থেকে মাদরাসা উচ্ছেদ করে উক্ত জমিতে মসজিদ নির্মাণ করা এবং এতে অন্যের জমি তার অনুমতি ব্যতীত ব্যবহার করা সম্পূর্ণরূপে অবৈধ ও নাজায়েয। এরূপ জায়গায় মসজিদ নির্মাণ করলে শরীয়তের দৃষ্টিকোণে তা মসজিদ বলে পরিগণিত হবে না। সুতরাং যারা এ ধরনের কাজ করেছে মারাত্মক অন্যায় করেছে। এর জন্য তাদের অবশ্যই আল্লাহ পাকের দরবারে জবাবদিহি করতে হবে। বর্তমানে তাদের কর্তব্য হলো, পুনরায় সেখানে মাদরাসা বানানোর ব্যবস্থা করা এবং তাদের কৃতকর্মের জন্য মাদরাসা কর্তৃপক্ষ ও গ্রামবাসীর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া এবং আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাওবা করা। (১১/৭৩৮)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤ / ٤٣٣ : قولهم: شرط الواقف كنص الشارع أي في المفهوم والدلالة ووجوب العمل به -

📖 رد المحتار (سعيد) ٤ / ٤٩٥ : وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه، سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا اهـوهذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم، شرط الواقف كنص الشارع فيجب اتباعه كما صرح به في شرح المجمع للمصنف.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ / ٣٦٢ : البقعة الموقوفة على جهة إذا بنى رجل فيها بناء ووقفها على تلك الجهة يجوز بلا خلاف تبعا لها، فإن وقفها على جهة أخرى اختلفوا في جوازه والأصح أنه لا يجوز كذا في الغياثية.

📖 فتاوى قاضيخان (أشرفيه) ٤/ ٢٧٩ : رجل قال جعلت حجرتي هذه لدهن سراج المسجد ولم يرد على ذلك قال الفقيه ابوجعفر

Scanned by CamScanner

يصير الحجرة وقفا على المسجد اذا سلمها الى المتولى وعليه الفتاوى وليس للمتولى ان يصرف الغلة الى غيرالدهن.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۲/ ۲۷۴ : جبکہ چندہ مدرسہ کیلئے کیا گیا اور اسی نیت سے دینے والوں نے دیا ہے اور اس پیسے سے زمین خرید کر مدرسہ کے لئے اس کو وقف کر دیا گیا پھر مدرسہ تعمیر کر دیا گیا اور اس میں دینی تعلیم جاری ہے تو اب اس کو گرا کر مسجد تعمیر کرنا یا مسجد کیلئے اس کو خرید کرنا ہرگز جائز نہیں حتی کہ مدرسہ کی آمدنی مسجد میں خرچ کرنا جائز نہیں۔

## অন্যের জায়গায় জোরপূর্বক মসজিদ-মাদরাসা নির্মাণ করা অবৈধ

**প্রশ্ন :** আমাদের গ্রামের ঈদের মাঠে অন্যের মালিকানাধীন কিছু জমি রয়েছে। গ্রামের সর্দার ও মুরব্বিগণ ওই জমিতে মাদরাসা বানানোর ইচ্ছা করে। তখন জমির মালিককে মাদরাসার জন্য জমিটুকু ওয়াক্‌ফ করতে বললে সে রাজি হয়নি। মাদরাসার জন্য জমি ক্রয় করতে চাইলেও জমির মালিক বিক্রি করতে রাজি হয়নি। তখন গ্রামবাসী জবরদখল করে ওই জমি নিয়ে যায় এবং মাটি ফেলে মাদরাসা করে ফেলে। আজ ২ বছর যাবৎ এখানে লেখাপড়া হচ্ছে। ঈদের মাঠে মানুষ সংকুলান না হওয়ার কারণে ওই জমিতে ঈদের নামায হয়। কিছুদিনের মধ্যে উক্ত জমিতে মসজিদও নির্মাণ করা হবে বলে জানা গেছে। এখন প্রশ্ন হলো,

১. উক্ত জমিতে মাদরাসা নির্মাণ করা জায়েয হয়েছে কি না?
২. তাতে ঈদের নামায জায়েয হচ্ছে কি না?
৩. উক্ত জমিতে মসজিদ নির্মাণ করা বৈধ হবে কি না?
৪. বর্তমানে উক্ত মাদরাসা ও জমির ব্যাপারে হুকুম কী?

**উত্তর :** মসজিদ-মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা এবং এ জন্য জমি ইত্যাদি দান বা বিক্রি করা অত্যন্ত সাওয়াবের কাজ, যার সাওয়াব সদকায়ে জারিয়া হিসেবে কিয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে। সৌভাগ্যবান ব্যক্তিরাই তার ভাগী হতে পারে। তবে কেউ মসজিদ-মাদরাসার জন্য স্বেচ্ছায় জমি দান বা বিক্রি না করলে তার জমি জবরদখল করে তাতে মসজিদ-মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা বৈধ নয়। তাই উক্ত জমিতে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা জায়েয হয়নি। মালিকের সম্মতি ছাড়া তাতে ঈদের নামায মাকরূহ হবে। উক্ত জমিতে মসজিদ নির্মাণ করলে তা মসজিদই হবে না। সুতরাং গ্রামবাসী জমির মালিকের নিকট মসজিদ-মাদরাসার জন্য বিনা মূল্যে অথবা উচিত মূল্যে উক্ত জমি প্রদানের আবেদন জানাবে এবং স্বেচ্ছায় জমি পাওয়া গেলে মাদরাসা চালু রাখবে, নচেৎ মাদরাসা স্থানান্তর করে জমির মালিকের নিকট জমি হস্তান্তর করা জরুরি। (১২/৩৮৭)

Scanned by CamScanner

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٧/ ١٤٨ : وأما حكم الغصب فله في الأصل حكمان: أحدهما: يرجع إلى الآخرة، والثاني: يرجع إلى الدنيا. أما الذي يرجع إلى الآخرة فهو الإثم واستحقاق المؤاخذة إذا فعله عن علم؛ لأنه معصية، وارتكاب المعصية على سبيل التعمد سبب لاستحقاق المؤاخذة، وقد روي عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «من غصب شبرا من أرض طوقه الله تعالى من سبع أرضين يوم القيامة». وإن فعله لا عن علم، بأن ظن أنه ملكه فلا مؤاخذة عليه؛ لأن الخطأ مرفوع المؤاخذة شرعا ببركة دعاء النبي - عليه الصلاة والسلام - بقوله - عليه الصلاة والسلام -: «ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» وقوله - عليه الصلاة والسلام -: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦/ ٧٤٧ : (ولو) عمر (لنفسه بلا إذنها العمارة له) ويكون غاصبا للعرصة فيؤمر بالتفريغ بطلبها ذلك (ولها بلا إذنها فالعمارة لها وهو متطوع) في البناء فلا رجوع له.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ٦/ ٣٥٧ : جہاں اجازت کی ضرورت معلوم ہو وہاں اجازت کے بغیر نماز پڑھنا مکروہ ہوگا اور جس جگہ کے متعلق یہ معلوم ہو کہ یہ ناراض نہ ہوں گے بلکہ خوش ہوں گے تو اجازت کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں۔

## বন্ধ হয়ে যাওয়া মাদরাসার সম্পত্তি অন্য মাদরাসায় দিয়ে দেওয়া

**প্রশ্ন :** এক এলাকায় একটি মাদরাসা ছিল; কিন্তু পরিচালক ভালো না হওয়ায় মাদরাসাটি বন্ধ হয়ে গেছে বিধায় শিক্ষক-ছাত্র কেউ নেই। এখন এলাকাবাসী মিলে মাদরাসার ঘর এবং জায়গাসমূহ, যা ওয়াক্‌ফকৃত ছিল তা অন্য মাদরাসায় দিয়ে দিয়েছে। জানার বিষয় হলো, এটা কেমন হলো?

**উত্তর :** মাদরাসা অচল হয়ে যাওয়ায় প্রশ্নে উল্লিখিত কারণে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি অন্য মাদরাসায় দেওয়া যাবে না। বরং এলাকার মুসলমানদের ওই মাদরাসা চালু করার চেষ্টা করতে হবে। এটা তাদের ঈমানী দায়িত্ব। (৮/৬৪১/২২৫৯)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤ / ٤٣٣ : قولهم: شرط الواقف كنص الشارع أي في المفهوم والدلالة ووجوب العمل به -

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ٤ / ٤٩٥ : وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه، سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا اهوهذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم، شرط الواقف كنص الشارع فيجب اتباعه كما صرح به في شرح المجمع للمصنف.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ / ٣٦٢ : البقعة الموقوفة على جهة إذا بنى رجل فيها بناء ووقفها على تلك الجهة يجوز بلا خلاف تبعا لها، فإن وقفها على جهة أخرى اختلفوا في جوازه والأصح أنه لا يجوز كذا في الغياثية.

📖 فتاوى قاضيخان (أشرفيه) ٤/ ٢٧٩ : رجل قال جعلت حجرتى هذه لدهن سراج المسجد ولم يرد على ذلك قال الفقيه ابوجعفر يصيرالحجرة وقفا على المسجد اذا سلمها الى المتولى وعليه الفتاوى وليس للمتولى ان يصرف الغلة الى غيرالدهن.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۴/ ۲۸۴ : جبکہ چندہ مدرسہ کیلئے کیا گیااور اسی نیت سے دینے والوں نے دیا ہے اوراس پیسے سے زمین خرید کر مدرسہ کے لئے اس کو وقف کردیا گیا پھر مدرسہ تعمیر کردیا گیااور اس میں دینی تعلیم جاری ہے تو اب اس کو گرا کر مسجد تعمیر کرنا یا مسجد کیلئے اس کو خرید کرنا ہرگز جائز نہیں حتی کہ مدرسہ کی آمدنی مسجد میں خرچ کرنا جائز نہیں۔

## মাদরাসার পরিত্যক্ত ঘর বিক্রি করে মসজিদে লাগানো

**প্রশ্ন :** মাদরাসার পরিত্যক্ত ঘর বিক্রি করে তার অর্থ মসজিদের উন্নয়নকাজে ব্যয় করা যাবে কি না? উল্লেখ্য, প্রশ্নে বর্ণিত মসজিদের ইমাম সাহেবই উক্ত মক্তবে পড়ান এবং এ জন্য ভিন্ন কোনো বিনিময় তাঁকে দেওয়া হয় না।

**উত্তর :** মাদরাসার পরিত্যক্ত ঘর বিক্রি করে তার অর্থ মসজিদে ব্যয় করার অনুমতি নেই। ওই অর্থ উক্ত মাদরাসাতেই ব্যয় করতে হবে। যদি ওই মাদরাসা বিলীন হয়ে যায় তখন নিকটবর্তী অন্য মাদরাসায় ব্যয় করবে। (১২/৫৩৩/৩৯৭৭)

📖 الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ٤/ ٣٥١ : (فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن).

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥٢ : (قوله: لا يملك) أي لا يكون مملوكا لصاحبه ولا يملك أي لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه.

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : فلا يعود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر، سواء كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوى حاوي القدسي، وأكثر المشايخ عليه مجتبى وهو الأوجه فتح. اهـ بحر قال في الإسعاف وذكر بعضهم أن قول أبي حنيفة كقول أبي يوسف وبعضهم ذكره كقول محمد -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۲/ ۲۷۴ : جبکہ چندہ مدرسہ کیلئے کیا گیا اور اسی نیت سے دینے والوں نے دیا ہے اور اس پیسے سے زمین خرید کر مدرسہ کے لئے اس کو وقف کر دیا گیا پھر مدرسہ تعمیر کر دیا گیا اور اس میں دینی تعلیم جاری ہے تو اب اس کو گرا کر مسجد تعمیر کرنا یا مسجد کیلئے اس کو خرید کرنا ہرگز جائز نہیں حتی کہ مدرسہ کی آمدنی مسجد میں خرچ کرنا جائز نہیں۔

## এক মাদরাসায় দেওয়া জমি অন্য মাদরাসায় দেওয়ার সুযোগ নেই

**প্রশ্ন :** আমরা দুটি গ্রাম মিলে একসাথে থাকা অবস্থায় একটি মাদরাসা ছিল। উক্ত মাদরাসায় উভয় গ্রামের লোক জমি ওয়াক্ফ করেছিল। কিন্তু গ্রাম দুটি নদীতে ভেঙে যাওয়ায় পরবর্তীতে যখন অন্য জায়গায় নতুন বাড়িঘর করা হয় তখন উভয় গ্রামের লোক ভিন্ন ভিন্ন দুটি মাদরাসা করে। এখন প্রশ্ন হলো, যারা নতুন মাদরাসা করেছে তাদের মধ্য হতে যারা পূর্বের মাদরাসায় জমি ওয়াক্ফ করেছিল তারা এখন উক্ত ওয়াক্ফকৃত জমি তাদের নতুন মাদরাসায় দিয়ে দিতে চাচ্ছে। তা বৈধ হবে কি না?

**উত্তর :** শরীয়তের বিধানানুযায়ী ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তির খাত পরিবর্তন-পরিবর্ধন অথবা বাতিল করা সম্পূর্ণ নাজায়েয ও গোনাহ। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণনানুযায়ী পুরাতন মাদরাসা চালু থাকলে তার নামে ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তি নতুন মাদরাসায় দেয়া ওয়াকিফের জন্য বৈধ হবে না। (৭/৬২৬/১৭৮৭)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥١ : (فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن).

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥٢ : (قوله: لا يملك) أي لا يكون مملوكا لصاحبه ولا يملك أي لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه.

Scanned by CamScanner

📖 فيه أيضا ٤/ ٣٥٩ : (قوله: ومثله حشيش المسجد إلخ) أي الحشيش الذي يفرش بدل الحصر، كما يفعل في بعض البلاد كبلاد الصعيد كما أخبرني به بعضهم قال الزيلعي: وعلى هذا حصير المسجد وحشيشه إذا استغنى عنهما يرجع إلى مالكه عند محمد وعند أبي يوسف ينقل إلى مسجد آخر، وعلى هذا الخلاف الرباط والبئر إذا لم ينتفع بها اهـ وصرح في الخانية بأن الفتوى على قول محمد قال في البحر: وبه علم أن الفتوى على قول محمد في آلات المسجد وعلى قول أبي يوسف في تأبيد المسجد اهـ والمراد بآلات المسجد نحو القنديل والحصير، بخلاف أنقاضه لما قدمنا عنه قريبا من أن الفتوى على أن المسجد لا يعود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر (قوله: وكذا الرباط) هو الذي يبنى للفقراء بحر عن المصباح (قوله: إلى أقرب مسجد أو رباط إلخ) لف ونشر مرتب وظاهره أنه لا يجوز صرف وقف مسجد خرب إلى حوض وعكسه وفي شرح الملتقى يصرف وقفها لأقرب مجانس لها. اهـ. ط.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٢/ ١١٩ : یہ احاطہ دوام کیلئے مدرسہ بدرالاسلام کو دیا گیا ہے اس پر تاقیام مدرسہ مدرسہ کی ملکیت رہے گی اس کے واپس لینے کا نہ معطی کو حق ہے نہ معطی کے ورثہ کو حق ہے بدرالاسلام حسب مصالح اس پر تعمیر کا حق رکھتا ہے اور کسی کو مدرسہ بدرالاسلام کے علاوہ کوئی مکتب ومدرسہ وہاں قائم کرنے کا حق نہیں۔

## এক মাদরাসায় প্রদত্ত জমি ওয়ারিশদের অন্য মাদরাসায় দেওয়া অবৈধ

**প্রশ্ন :** কোনো ব্যক্তি তার একটি জমি সরকারি রেজিস্ট্রি ব্যতিরেকে আমাদের মাদরাসায় ওয়াক্ফ করে এবং উক্ত জমি অত্র মাদরাসা কয়েক বছর ভোগ করে। জমির ওয়াক্ফকৃত মালিক মারা গেলে তার ওয়ারিশগণ ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের কারণে সরকারি রেজিস্ট্রি না থাকায় অন্য মাদরাসায় দান করে দেয়। ওয়ারিশগণের উক্ত দান সঠিক হবে কি না? এবং ওয়ারিশগণের দান অর্থাৎ পরে দানকৃত মাদরাসায় উক্ত জমি ভোগ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে ঠিক হবে কি না?

**উত্তর :** শরীয়তের বিধান মতে, ওয়াক্ফ প্রমাণিত হওয়ার জন্য মৌখিকভাবে ওয়াক্ফ করে দেওয়াই যথেষ্ট। সরকারিভাবে রেজিস্ট্রি করা শর্ত নয়। নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নামে ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তি ওয়াক্ফ বা তার কোনো ওয়ারিশের জন্য অন্য প্রতিষ্ঠানে দান করা

Scanned by CamScanner

সম্পূর্ণ নাজায়েয ও অনধিকার চর্চার শামিল। সুতরাং উক্ত সম্পত্তি ওয়াক্ফকারী যে প্রতিষ্ঠানে ওয়াক্ফ করেছে সে প্রতিষ্ঠানেই ব্যবহার হবে। ওয়ারিশদের জন্য উক্ত সম্পত্তি অন্য প্রতিষ্ঠানে দান করা সম্পূর্ণ অবৈধ। (৭/৬৯৮/১৮৩৬)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٤ / ٣٥١ : (فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن).

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٤ / ٣٥٢ : (قوله: لا يملك) أي لا يكون مملوكا لصاحبه ولا يملك أي لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه.

📖 فيه أيضا ٤ / ٤٩٥ : وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه، سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا اهـ وهذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم، شرط الواقف كنص الشارع فيجب اتباعه كما صرح به في شرح المجمع للمصنف.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ٦/ ١٥٨ : وقف صحیح ہونے کیلئے رجسٹری ہونا شرط نہیں زبانی وقف بھی درست اور کافی ہوتا ہے۔

📖 فیہ ایضا ١٦/ ١١٩ : یہ احاطہ دوام کیلئے مدرسہ بدرالاسلام کو دیا گیا ہے اس پر تاقیام مدرسہ مدرسہ کی ملکیت رہے گی اس کے واپس لینے کا نہ معطی کو حق ہے نہ معطی کے ورثہ کو حق ہے بدرالاسلام حسب مصالح اس پر تعمیر کا حق رکھتا ہے اور کسی کو مدرسہ بدرالاسلام کے علاوہ کوئی مکتب و مدرسہ وہاں قائم کرنے کا حق نہیں۔

## মাদরাসার জায়গার পজিশন বিক্রি করা

**প্রশ্ন :** দক্ষিণ লাকসামে অবস্থিত জনতা বাজার দারুল উলূম কাওমিয়া মাদরাসার ভবিষ্যৎ আয়ের উৎস সৃষ্টি করার লক্ষ্যে মাদরাসাসংলগ্ন পুকুরের একাংশ ভরাট করে মার্কেট করার জন্য মাদরাসা কমিটি সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু ভরাটকাজের জন্য প্রয়োজন পরিমাণ অর্থ মাদরাসা তহবিলে না থাকায় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারেই জনৈক ব্যক্তির নিকট ১০x৮ বর্গ হাত জায়গা দোকানের পজিশন বিক্রিকরত ৩০ হাজার টাকা নগদ গ্রহণ করে কাজ সম্পন্ন করা হয়। উল্লেখ্য, পজিশন রেজিস্ট্রি করার সময় খরিদদারের ওপর এ মর্মে শর্ত নির্ধারণ করা হয় যে সে প্রতি বছর মাদরাসায় নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা খাজনা দিতে হবে। ইতিমধ্যে খরিদদার ঘর তৈরি করে ভাড়াও দিয়েছে। এখন জ্ঞাতব্য বিষয় হলো, এভাবে মাদরাসার ওয়াক্ফকৃত জায়গা দোকানের জন্য পজিশন বিক্রি

Scanned by CamScanner

করা শরীয়তসম্মত হলো কি না? যদি না হয় তাহলে মাদরাসা কমিটি এখন কী করবে? জনাব মুফতী সাহেবের খিদমতে সিদ্ধান্তমূলক দলিল ভিত্তিক জবাবের আবেদন করছি।

**উত্তর :** মাদরাসার জন্য দান বা ওয়াক্ফকৃত জায়গা বিক্রি বা দীর্ঘমেয়াদি ভাড়া দেওয়ার অনুমতি শরীয়তে নেই। ওয়াক্ফকৃত জায়গা কেবল ঊর্ধ্বে তিন বছরের জন্য ভাড়া দেওয়া যেতে পারে। সুতরাং উল্লিখিত মাদরাসার ওয়াক্ফকৃত জায়গাটির পজিশন বিক্রি করা সহীহ হয়নি এবং তার ওপর ব্যক্তি মালিকানার ঘর নির্মাণ করাও দুরস্ত হয়নি। এমতাবস্থায় জায়গা ও নির্মিত ঘরের টাকা ফেরত দিয়ে ওই জায়গাটি সম্পূর্ণ মাদরাসার স্বত্বাধীনে ও নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার ব্যবস্থা কমিটির করতে হবে। এ ক্রেতার প্রাপ্য হবে শুধু তার ব্যয়কৃত টাকা। অতঃপর মাদরাসা কর্তৃপক্ষ ওই দোকানটি বার্ষিক চুক্তিতে ভাড়া দিতে পারবে। (৬/৬৭১/১৩৮৮)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥١ : (فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن).

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥٢ : (قوله: لا يملك) أي لا يكون مملوكا لصاحبه ولا يملك أي لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه.

📖 فيه أيضا ٤/٤٠٠ : (وبها) أي بالسنة (يفتى في الدار وبثلاث سنين في الأرض) لأن المدة إذا طالت يؤدي إلى إبطال الوقف، فإن من رآه يتصرف بها تصرف الملاك على طول الزمان يظنه مالكا، إسعاف -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/ ٥١٤ : إذا استأجر وقفا من الأوقاف من المتولي مدة طويلة فإن كان الواقف شرط أن يؤاجر أكثر من سنة يجوز شرطه لا محالة وإن كان شرط أن لا يؤاجر أكثر من سنة يجب مراعاة شرطه لا محالة ولا يفتى بجواز هذه الإجارة أكثر من سنة إلا إذا كانت إجارتها أكثر من سنة أنفع للفقراء فحينئذ يؤاجر أكثر من سنة. كذا في التتارخانية.، وإن كان لم يشترط شيئا نقل عن جماعة من مشايخنا أنه لا تجوز أكثر من سنة واحدة-

## এক মাদরাসার জমি বিক্রি করে অন্য মাদরাসায় টাকা দেওয়া অবৈধ

**প্রশ্ন :** আল্লাহর মেহেরবানিতে আমাদের গ্রামের বাড়িতে একটা ফোরকানিয়া মাদরাসা আছে। তার খরচ, অর্থাৎ উস্তাদদের বেতনের জন্য আমি এক কানি জমি মৌখিকভাবে দুই মাদরাসার জন্য দান করি। বর্তমানে আয় ওই মাদরাসার জন্য যথেষ্ট নয়। তদুপরি গ্রামে এই জমি দেখাশোনার একমাত্র লোক আমার বড় ভাই, যাঁর বয়স ৭০-এর

Scanned by CamScanner

ওপর। নিজে খুবই অসুস্থ। তাঁর অবর্তমানে এই জমি দেখাশোনা করা খুবই কঠিন। আমিও বৃদ্ধ, প্রায় ৬৪ বছর। এমতাবস্থায় খোদার ফজলে আমরা একটা হাফিজিয়া কিতাবসহ একটি মাদরাসা ফেনী টাউনে করেছি। যা প্রায় আড়াই বছর হতে চলমান। এখানে প্রায় ৫০ জন ছাত্র পড়াশোনা করে। এই মাদরাসার ছাত্ররা নিজেদের পয়সায় খায়। ২-৪ জন ফ্রি খায়। উক্ত মাদরাসার একটা মাসিক আয়ের উৎস থেকে ৪-৫ হাজার টাকা আসে। এখন আমি চাচ্ছি যে গ্রামের ফোরকানিয়ার জন্য যে জমিটি দিয়েছি তা বিক্রি করে ওই টাকা ফেনী মাদরাসার কাজে লাগিয়ে দিয়ে ফেনী মাদরাসার পরিচালকের জিম্মাদারিতে মাসিক ৫০০-৬০০ টাকা ফোরকানিয়ার জন্য দেওয়া যেতে পারে। তাহলে গ্রামের ওই জমিটি থেকে বর্তমানে মাসে ২০০-১০০ টাকাও পাওয়া যায় না, পরে আরো কী হবে তা আল্লাহই জানেন। এটা শরীয়ত মতে জায়েয হবে কি না? জমিটির মূল্য ৬০০০০ টাকা হতে পারে।

**উত্তর :** উল্লিখিত ফোরকানিয়া মাদরাসার নামে ওয়াক্‌ফকৃত জমিটি বিক্রি করে তার মূল্য হাফিজিয়া মাদরাসার কাজে ব্যবহার করা উল্লিখিত উপায় অবলম্বন করলেও জায়েয হবে না। এ জমিটি ফোরকানিয়ার জন্যই নির্দিষ্ট হয়ে থাকবে। (৫/২৭৩/৯২০)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥١ : (فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن).

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥٢ : (قوله: لا يملك) أي لا يكون مملوكا لصاحبه ولا يملك أي لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٤٣٧ : لا لو اختلف، أو اختلفت الجهة بأن بنى مدرسة ومسجدا وعين لكل وقفا وفضل من غلة أحدهما لا يبدل شرطه.

📖 الدر المختار (سعيد) ٤/ ٣٥٩ : (حشيش المسجد وحصره مع الاستغناء عنهما و) كذا (الرباط والبئر إذا لم ينتفع بهما فيصرف وقف المسجد والرباط والبئر) والحوض (إلى أقرب مسجد أو رباط أو بئر) أو حوض (إليه)-

## প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাকে ধ্বংস করে মহিলা মাদরাসা করা অবৈধ

**প্রশ্ন :** আমি নিম্নে স্বাক্ষরকারী কোরআন শরীফের মুহাব্বতে আমার এলাকার ঘরে ঘরে কোরআন শরীফ সহীহ-শুদ্ধভাবে পড়ার উদ্দেশ্যে অত্র এলাকার ছেলেমেয়েদের কেবল

Scanned by CamScanner

নূরানী পদ্ধতিতে কোরআন শিক্ষা দেওয়ার জন্য একখানা নূরানী মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করি। লাকসাম আদর্শ (আবাসিক) নূরানী মাদরাসা নামে পরিচিত। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এক বছর যাবৎ আমি একাই অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হিসেবে যাবতীয় কার্যাদি সমাধা করেছি। অতঃপর আমার একা পরিচালনা করা কষ্টকর হওয়ার দরুন আমি অত্র প্রতিষ্ঠানটির সুষ্ঠু পরিচালনার উদ্দেশ্যে আমার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যকে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য একটি বলিষ্ঠ কমিটি গঠন করি এবং নিজ দখলীয় অনেক দামী সম্পত্তি ১৬ ডিং জায়গা মাদরাসার নামে সেক্রেটারির বরাবরে রেজিস্ট্রির মাধ্যমে ওয়াক্‌ফ করে দিই। ১৯৯৩ ইং সালের ২ ফেব্রুয়ারি হতে ২০০৫ ইং সালের ৩০ শে অক্টোবর পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের নূরানী মাদরাসা হিসেবে অত্যন্ত সুনামের সাথে লেখাপড়া চলে আসছিল। এ মাদরাসায় পড়ুয়া অনেক ছাত্র বর্তমানে আলেম হাফেজ হয়ে দেশ ও জাতির খিদমতে আঞ্জাম দিয়ে আসছে।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, কিছুদিন পূর্বে হঠাৎ অত্র নূরানী মাদরাসার কমিটির কিছু লোক একটি জরুরি মিটিং ডাক দেয় এবং আমার ওয়াক্‌ফকৃত আদর্শ নূরানী মাদরাসার নাম বাদ দিয়া ওই স্থানে একটি মহিলা মাদরাসা করার সিদ্ধান্ত নেয়। আমি জমিদাতা এবং যার বরাবরে আমি জমি ওয়াক্‌ফ করেছি অর্থাৎ বর্তমান সেক্রেটারি আমরা উভয় ব্যক্তি উক্ত মজলিসে উপস্থিত ছিলাম এবং জোরালো কণ্ঠে স্পষ্ট ভাষায় মহিলা মাদরাসা না করার জন্য বাধা প্রদান করি। কিন্তু উপস্থিত বাকি লোকজন আমাদের বক্তব্যের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে তাদের সিদ্ধান্তে তারা অটল রইল। তারা আমার এবং সেক্রেটারির কোনো কথাই শুনতে রাজি নয় এবং বলে, জমিদাতা হিসেবে আমার কোনো ক্ষমতা নেই এবং দলিলে আমি কোনো ক্ষমতা রাখিনি। আমি নূরানী মাদরাসা পরিচালনা করার জন্য সেক্রেটারিকে ক্ষমতা দিয়েছি। অথচ সেক্রেটারিও মহিলা মাদরাসা করতে রাজি নয়। মহিলা মাদরাসার ফেতনা-ফ্যাসাদের কথা কমবেশি সকলেই জানে।

এখন আমার প্রশ্ন হলো :

১. আমি উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক এবং জমিদাতা নূরানী মাদরাসা জন্য জমিন ওয়াক্‌ফ করেছি, অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ওয়াক্‌ফ করিনি। সুতরাং আমার উদ্দেশ্যের বাইরে উক্ত জায়গাতে মহিলা মাদরাসা স্থাপন করা জায়েয হবে কি?

২. সেক্রেটারি এবং দাতার কথা অমান্য করা তাদের উদ্দেশ্যের বিপরীত কাজ করা কেমন? আমার উদ্দেশ্যের বাইরে কোনো প্রতিষ্ঠান হোক এতে আমি কখনো রাজি নই। আশা করি, কোরআন-হাদীস ও ইজমা-কিয়াসের আলোকে জবাব প্রদান করে বাধিত করবেন।

**ওয়াক্‌ফের দলিলপত্রের মূল অংশ**

*(লাকসাম আদর্শ আবাসিক নূরানী মাদরাসার সেক্রেটারি বরাবর সাং-কান্দ্রা, পোঃ লাকসাত্র, নং হোসনাবাদ, থানাঃ লাকসাত্র, জেলাঃ কুমিল্লা, ওয়াক্‌ফনামা দলিলগ্রহীতা*

Scanned by CamScanner

লিখিত মোঃ অলিউল্লাহ, পিতাঃ মোঃ রমজান আলী, মুসলমান, ব্যবসা-গৃহস্থ সাং-কিই, পোঃ রমাভল্লবপুর নং হোসনাবাদ থানাঃ লাকসাত্র, জেলাঃ কুমিল্লা ওয়াক্ফনামা দলিলদাতা)

পরম করুণাময়ের নামে আরম্ভ করিতেছি ওয়াক্ফনামা দলিল সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে বলা হইতেছে যে জিলা কুমিল্লা, থানা ও সাং রেজিস্ট্রি মোকাম লাকসামের অধীনস্ত হোসনাবাদ ৩২৩ নং তৌজির বর্তমান মালিক বাংলাদেশ সরকার পক্ষে এ, লি, লেও অফিসার লাকসাম তদাধীনে সোনাকান্দ্রা মধ্যে মো: ৮৭ ডিং জমিন বার্ষিক ৪.০০ টাকা জমার ভূমি আদায়ে মো: ১৯ ডিং বার্ষিক ৮৫ পয়সা জমার ভূমি আমি বিগত ২৯/১/৯১ ইং তারিখের রেজিস্ট্রিকৃত ১৯৭৯ নং সাফকবলা দলিল মূলে খরিদ করিয়া মালিক ও দখলদার হই। যেহেতু এ পৃথিবীতে ধনজন পুত্রপরিবার কেহই কাহারো নয়। ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের জন্য আমার মৃত্যুর পর আমার পরবর্তী ওয়ারিশগণ কেহই কিছু করিবে কি না জানি না। এ সংসারে অনিত্য দেহমাত্রই জীবনের ভরসা নাই। কখন কী হয় বলা যায় না। আমার শরীরও জীর্ণশীর্ণ বৃদ্ধাবস্থায়, দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি আমার ইন্তেকালের পর অত্র ওয়াক্ফকৃত ভূমি কায়েম থাকা আবশ্যক। যেহেতু স্থানীয় মুসলমানের বর্তমান ও পরবর্তী ওয়ারিশগণের ছেলেমেয়েরা যেভাবে খোদার বাণী হাদীস কালাম পড়ে আল্লাহ তা'আলার ও আমাদের নয়নমণি হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর বাণী যাবতীয় কিছুর জ্ঞান অর্জন করিতে পারে তদুদ্দেশ্যে আমার সংকল্পিত ধর্ম উদ্দেশ্য অনুকরণে কতেক ভূমি উক্ত মাদরাসার নামে ওয়াক্ফ করিয়া দিতে যাহাতে এলাকার ছেলেমেয়েরা ধর্মীয় শিক্ষা পাইতে পারে, তদ উদ্দেশ্যে মাদরাসার নামে ওয়াক্ফ করিয়া দিতে মনস্থ করিয়াছি। সে মতে আমার উক্ত মালিকী দখলীয় নিজাংশের মোট ১৬ ডিং জমি বার্ষিক ৭১ পয়সা জমার ভূমির অনুমান মূল্য ২০০০.০০ টাকা হইবে, তাহা অত্র মাদরাসার নামে ওয়াক্ফ করিলাম ওয়াক্ফকৃত ভূমির ওপর খাজনা আমি নিজে পরিশোধ করিব। ওয়াক্ফকৃত ভূমির প্রতি ভবিষ্যতে আমি কি আমার ওয়ারিশগণ কেহ কোনো প্রকার দাবিদাওয়া করিতে পারিবে না। উক্ত ওয়াক্ফকৃত ভূমি মাদরাসার কমিটি যখন যিনি সেক্রেটারি নিযুক্ত হবেন তিনি রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন নিজ স্বার্থে তাহার আয়-ব্যয় করিতে পারিবেন না। করিলে তাহা আল্লাহ তা'আলার ও যখন যিনি সরকার নিযুক্ত থাকিবেন, ওই সরকারের নিকট দায়ী থাকবেন। এতদ্বার্থে স্বজ্ঞানে, সরল মনে, সুস্থ শরীরে, বহাল তবিয়তে অত্র ওয়াক্ফনামা দলিল সম্পাদন করিয়া দিলাম।

তাং : ১৪০৩ বাংলার ১৩ই আষাঢ় ২৭/৬/৯৬ ইং

ইতি ....

মোঃ অলিউল্লাহ ২৭/৬/৯৬ ইং

Scanned by CamScanner

**উত্তর :** প্রশ্নের বিস্তারিত বর্ণনা এবং দলিলের ভাষ্য মতে অলিউল্লাহ লাকসাম আদর্শ আবাসিক নূরানী মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা ও জমিদাতা। ইসলামী শরীয়ত একদিকে যেমন ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি তার নির্ধারিত খাতে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য বাধ্য করে, তেমনিভাবে ওয়াক্‌ফকারী বা মুতাওয়াল্লী শরীয়ত অসমর্থিত কোনো দুর্নীতির শিকার না হওয়া পর্যন্ত ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির বেলায় তাদের অধিকারকেও অক্ষুণ্ন রাখে। তাই ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি পরিচালনায় ওয়াকিফ বা মুতাওয়াল্লী সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, যতক্ষণ না ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি নিয়ে শরীয়তবিরোধী কর্মকাণ্ডের প্রমাণ হয়। তারা প্রয়োজন মনে করলে এ সম্পর্কীয় অভিজ্ঞ পরামর্শদাতার পরামর্শ নিতে পারে, বাধ্য নয়।

সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত নূরানী মাদরাসাকে মহিলা মাদরাসায় পরিণত করার অর্থ যদি নূরানী তা'লীমকে বাদ দেওয়া হয় তবে তা কোনো অবস্থাতে জায়েয হবে না। আর যদি ছেলেমেয়েদের জন্য নূরানী তা'লীমের ব্যবস্থা বহাল রেখে মহিলাদের জন্য উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থাও উদ্দেশ্য হয়, তবে তাতে ওয়াক্‌ফকারী ও মুতাওয়াল্লীর সম্মতিসহ বিজ্ঞ উলামা ও মুফতিয়ানে কেরামের ফাতওয়ারও প্রয়োজন রয়েছে। কারণ প্রাপ্তবয়স্ক মহিলাদের জন্য প্রতিষ্ঠানভিত্তিক দ্বীনি শিক্ষার ব্যবস্থা করা জায়েয কি না? এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মতানৈক্য রয়েছে। এ জন্য ওয়াকেফের অসম্মতিতে মহিলা মাদরাসা করা যেমন শরীয়ত সম্মত বলা যাবে না, তেমনিভাবে অভিজ্ঞ মুফতিয়ানে কেরামের ফাতওয়া নেওয়া ছাড়া ওয়াক্‌ফকারীর সম্মতিতে হলেও করা যাবে কি না, তাও যথেষ্ট প্রশ্নের দাবি রাখে। এমতাবস্থায় অলিউল্লাহ আদর্শ আবাসিক নূরানী মাদরাসাকে বিতর্কিত মহিলা মাদরাসায় রূপান্তর না করাটাই শরীয়তসম্মত। (১২/৫১৬/৪০১৪)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤ / ٤٣٣ : قولهم: شرط الواقف كنص الشارع أي في المفهوم والدلالة ووجوب العمل به -

📖 رد المحتار (سعيد) ٤ / ٤٩٥ : وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه، سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا اهـ وهذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم، شرط الواقف كنص الشارع فيجب اتباعه كما صرح به في شرح المجمع للمصنف.

📖 فيه أيضا ٤/ ٤٤٥ : على أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة -

## মাদরাসার জমিতে কাউকে দাফন করা বৈধ নয়

**প্রশ্ন :** মাদরাসার নামে ওয়াক্‌ফকৃত জমিতে কোনো ব্যক্তিকে দাফন করা যায় কি না?

**উত্তর :** মসজিদ বা মাদরাসার নামে ওয়াক্‌ফকৃত জায়গায় কোনো ব্যক্তিকে দাফন করা জায়েয নেই। (১৮/৮০৪/৭৮৭৭)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٢٣٥ : بل ينقل إلى مقابر المسلمين اه ومقتضاه أنه لا يدفن في مدفن خاص كما يفعله من يبني مدرسة ونحوها، ويبني له بقربها مدفنا تأمل.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٤ / ٤٤٥ : على أنهم صرحوا بان مراعاة الواقفين واجبة.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ٥ / ٤٠٨ : جواب—مسجد کی زمین میں دفن کرنا اس کو جائز نہ تھا لیکن بعد دفن کے وہاں سے نکالا نہ جاوے البتہ بضرورت مسجد اس قبر کو برابر کرنا جائز ہے اور بعد ایک زمانے کے جب کہ میت خاک ہو جائے اس جگہ مکان وغیرہ مسجد کا بنانا بھی درست ہے۔

## কবরস্থান করার জন্য মাদরাসার জমি পরিবর্তন করা

**প্রশ্ন :** আমি ফেনী শহরের মধ্যে মাদরাসার জন্য পাঁচ শতক জায়গা ওয়াক্ফ বা দান করি। উক্ত জায়গায় দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে দান করার পূর্বেই একটি কবর ছিল। বর্তমানে আমার খেয়াল হচ্ছে, উক্ত কবরের সঙ্গে মিলিয়ে দুই শতক জায়গা কবরস্থান বানাব এবং উপরোক্ত জায়গা পরিমাণ জায়গা মাদরাসাকে বর্তমান মাদরাসার সঙ্গে আমার নিজস্ব জায়গা হতে দেব। এটি বৈধ হবে কি না?

**উত্তর :** কবরস্থানের জন্য মাদরাসার জায়গা বদল করা জায়েয নয়। (৫/৪৩/৮১৮)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤ /٣٨٨ : قال العلامة البيري بعد نقله أقول: وفي فتح القدير والحاصل: أن الاستبدال إما عن شرط الاستبدال أولا عن شرطه، فإن كان لخروج الوقف عن انتفاع الموقوف عليهم، فينبغي أن لا يختلف فيه وإن كان لا لذلك بل اتفق أنه أمكن أن يؤخذ بثمنه ما هو خير منه مع كونه منتفعا به، فينبغي أن لا يجوز لأن الواجب إبقاء الوقف على ما كان عليه دون زيادة ولأنه لا موجب لتجويزه؛ لأن الموجب في الأول الشرط وفي الثاني الضرورة ولا ضرورة في هذا إذ لا تجب الزيادة بل نبقيه كما كان. اه
أقول: ما قاله هذا المحقق هو الحق الصواب اهـ كلام البيري وهذا ما حرره العلامة القنالي كما قدمناه.

Scanned by CamScanner

## মুসলিম-অমুসলিম পরস্পরের প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানে দান করা

**প্রশ্ন :** অমুসলিমদের দেওয়া দান-খয়রাত মুসলমান বা মুসলমানদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে গ্রহণ করতে পারবে কি না? অনুরূপ মুসলমানদের জন্য অমুসলিমদের বিবাহশাদি বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে দান করা যাবে কি না বা দান করলে গোনাহ হবে কি না?

**উত্তর :** অমুসলিমদের দেওয়া দান-খয়রাত মুসলমান বা মুসলমানদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তথা মসজিদ-মাদরাসা ইত্যাদিতে স্বেচ্ছা প্রদত্ত হলে এবং ভবিষ্যতে তার কোনো প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবনা না থাকলে তা গ্রহণ করা যেতে পারে। অমুসলিম প্রতিবেশীকে ইসলামের দিকে আহ্বানের উদ্দেশ্যে দান করা যাবে। তবে তাদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে দান করা যাবে না। (১৩/৫১৮/৫৩২৪)

📖 منحة الخالق على البحر (ايچ ايم سعيد) ٥ / ١٩٠ : ولو أوصى الذمي أن تبنى داره مسجدا لقوم بأعيانهم أو لأهل محلة بعينها جاز استحسانا لكونه وصية لقوم بأعيانها -

📖 الفقه الإسلامى وأدلته (دار الفكر) ١٠/ ٣٣٣ : فيصح وقف الكافر على المسجد؛ لأنه قربة في نظر الإسلام، ولا يصح وقفه على كنيسة أو بيت نار ونحوهما؛ لأنه ليس قربة في نظر الإسلام.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲ / ۶۶۴ : اگر یہ احتمال نہ ہو کہ کل کو اہل اسلام پر احسان رکھیں گے اور نہ یہ احتمال ہو کہ اہل اسلام ان کے ممنون ہو کر ان کے مذہبی شعائر میں شرکت یا ان کی خاطر سے اپنے شعائر میں مداہنت کرنے لگیں گے اس شرط سے قبول کر لینا جائز ہے۔

## কবরের স্থান রাখার শর্তে মাদরাসাকে ভূমি দেওয়া

**প্রশ্ন :** আমাদের মাদরাসার মুতাওয়াল্লী মাদরাসার নিচতলার একপাশে কিছু অংশ পারিবারিক কবরস্থানের জন্য রেখে ওপরতলায় মাদরাসা নির্মাণ করার শর্তে ওয়াক্‌ফ করতে চাচ্ছেন। এ মাসআলার শরয়ী সমাধান দানে বাধিত করবেন।

**উত্তর :** কবরস্থানের জন্য অন্যত্র জায়গা পাওয়া না গেলে অপারগতাবস্থায় বর্ণিত পদ্ধতিতে ওয়াক্‌ফ করলে তা অবৈধ হবে না। তবে যেন কবর ভিন্ন রূপ ধারণ না করে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। কবরের মান ক্ষুণ্ণ হয় এমন কোনো কাজ করা যাবে না। আর অন্যত্র কবরের জায়গা পাওয়া সত্ত্বেও এমন করা অনুচিত। (১৭/৫১/৬৯০৬)

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ٦/ ٢٠٧ : في «الحاوي» وفي «المنتقى» : إذا بنى الرجل مسجداً وبنى فوقه غرفة وهو في يده فله

Scanned by CamScanner

ذلك، وإن كان حين بناه خلى بينه وبين الناس ثم جاء بعد ذلك بنى لا يترك.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٤٣ : فإن شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع وهو مالك، فله أن يجعل ماله حيث شاء ما لم يكن معصية.

## সব ধরনের চাঁদা ও অনুদানের টাকা একাকার করে ফেলার হুকুম

**প্রশ্ন :** কোনো ব্যক্তি সাড়ে সাত বছর যাবৎ একটি মাদরাসার জন্য এবং মাদরাসার গরিব, এতিম ও অসহায় ছাত্রদের জন্য জেনারেল চাঁদা, অনুদান, যাকাত-ফিতরা ও কোরবানীর চামড়া বাবদ অজস্র টাকা কালেকশন করেন। তার অধিকাংশই নিজ বেতন, পরিবারের ভরণপোষণ এবং মাদরাসার গৃহ নির্মাণ বা মেরামতকার্যে খরচ করেন। কমিটির লোকজন জেনারেল ও গোরাবা ফান্ডের ভেদাভেদ সম্পর্কিত মাসআলা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু যিনি খরচ ও ভোগ করেছেন তিনি স্বয়ং মুফতী বলে কথিত। তা সত্ত্বেও তিনি জেনারেল ও গোরাবা নামে কোনো ফান্ডই রাখেননি এবং দীর্ঘ সাড়ে সাত বছরের সুষ্ঠু হিসাবও রাখেননি। এমতাবস্থায় উল্লিখিত ব্যক্তি ও কমিটির ওপর শরীয়তের কী হুকুম বর্তাবে?

**উত্তর :** যে খাতে ব্যয় করার অঙ্গীকার করে টাকা উসূল করা হয় সে খাতে ব্যয় করাই জরুরি। দাতার অনুমতি ছাড়া অন্য খাতে ব্যয় করা খিয়ানতের শামিল এবং কোনো হিসাব-নিকাশ ছাড়া ওই টাকা আত্মসাৎ করা মারাত্মক অন্যায় ও বড় গোনাহ। সঠিক হিসাবের মাধ্যমে এ ধরনের কাজ প্রতিহত করা কমিটির দায়িত্ব। দায়িত্বে অবহেলা করলে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে। সর্বাবস্থায় কমিটিকে বাস্তব ঘটনা সঠিকভাবে যাচাই করতে হবে এবং বিজ্ঞ আলেমে দ্বীনের পরামর্শে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। নিছক শোনা কথার ওপর ফয়সালা করা যাবে না। (৪/২৭০/৭০১)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٤٥٥ : ومثله في الخانية وهو صريح أيضا بأنه يكون خيانة منه يستحق بها العزل وكأنه في البحر لم يره حيث قال: وينبغي أن يكون خيانة وقدمنا عند قوله: وينزع وجوبا لو خائنا عن شرح الأشباه للبيري أنه يؤخذ مما ذكرناه أن الناظر لو سكن دار الوقف ولو بأجر المثل للقاضي عزله لأنه نص في خزانة الأكمل أنه لا يجوز له السكنى ولو بأجر المثل -

Scanned by CamScanner

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ٦/ ١٩٥ : في «فتاوي أبي الليث» رجل وقف ضيعة فغصبها منه إنسان فأقام الواقف البينة قبلت بينته وردت الضيعة عليه بالاتفاق -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۴/ ۱۵۷ : مدرسہ کی رقم ذاتی مصارف میں خرچ کرنا جائز نہیں اس کی واپسی ضروری ہے۔

## মাদরাসার ফান্ড থেকে মৃত সভাপতির পরিবারকে অনুদান দেওয়া

**প্রশ্ন :** এক মাদরাসার মজলিসে শূরার সভাপতি ইন্তেকাল করেছেন। তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে রয়েছে। এমতাবস্থায় মাদরাসার মুহতামীম সাহেব মাদরাসার ফান্ড থেকে মরহুম সভাপতির পরিবারের জন্য এককালীন অনুদানের ব্যবস্থা করতে পারবেন কি না?

**উত্তর :** মাদরাসার ফান্ডে জমাকৃত অর্থ/চাঁদা ওয়াক্ফ সম্পত্তির হুকুমে, যা দাতাদের অনুমতি ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী খরচ করা জরুরি। দাতাগণ সাধারণত মাদরাসার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের জন্য চাঁদা দিয়ে থাকেন। তাই মাদরাসার সভাপতির পরিবারের জন্য মাদরাসার ফান্ড হতে এককালীন অনুদান দেওয়া মুহতামীম সাহেবের জন্য বৈধ হবে না। (১৯/২৮৩/৮১২৭)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٤٣٥ : بخلاف القاضي إذا مات في أثناء المدة، فإنه يسقط رزقه لأنه ليس فيه شبه الأجرة له لعدم جواز أخذ الأجرة على القضاء -

📖 فيه أيضا ٤/ ٤١٧ : وعلى هذا مشى الطرسوسي في أنفع الوسائل على أن المدرس ونحوه من أصحاب الوظائف إذا مات في أثناء السنة يعطى بقدر ما باشر ويسقط الباقي -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۷/ ۱۲۱ : حامدا ومصلیا، مدرسہ کی ملازمت ختم ہونے پر اس کے ورثاء کو بطور امداد دینے کا حق نہیں ہے۔

## কালেকশন বাবদ পারিশ্রমিক দেওয়ার রূপরেখা ও কমিশনের হুকুম

**প্রশ্ন :** ১. বিভিন্ন কওমী মাদরাসায় প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নকাজে কোনো কোনো শিক্ষক রমাজানে বা অন্য সময় মেহনত করে থাকেন এবং শ্রম দিয়ে থাকেন। এটা তাঁদের

Scanned by CamScanner

নির্ধারিত তাদরিসী জিম্মাদারীর বহির্ভূত কাজ। এমতাবস্থায় তাঁদেরকে কর্তৃপক্ষ উক্ত অতিরিক্ত পরিশ্রমের পারিশ্রমিক দিতে চাইলে শরীয়তসম্মত কী পদ্ধতিতে দেওয়া যাবে?

২. কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে কমিশন প্রথা, অর্থাৎ আদায়কৃত অর্থ থেকে শতকরা হারে পারিশ্রমিক প্রদানের নিয়ম রয়েছে। সে বিষয়েও মতামত জানালে কৃতজ্ঞ হব।

৩. কোনো বেতনভুক্ত কর্মচারীর মাধ্যমে অর্থায়নের কাজ আদায় করা হলে কোনো কোনো সময় তার নির্ধারিত বেতন হতে আদায়কৃত টাকার পরিমাণ কম হয়-এমতাবস্থায় করণীয় কী?

উত্তর : ১. যদি কোনো শিক্ষককে মাদরাসা কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানের অর্থ সংগ্রহের কাজে পাঠায় এবং এই কাজ যদি তাদের জিম্মাদারীর বহির্ভূত হয় এবং তাদের জন্য এই কাজের পারিশ্রমিক ও নির্ধারিত না থাকে তাহলে তাদেরকে পারিশ্রমিক দিতে চাইলে এ কাজের সাধারণ পারিশ্রমিক দেওয়া যাবে, অথবা তাদের জন্য উক্ত কাজের বেতন নির্ধারিত করবে। (১৯/৩৯০/৮২১৩)

📖 مبسوط السرخسی (دار المعرفة) ١٦/ ٥٣ : (قال) - رضي الله عنه - كان شيخنا الإمام - رحمه الله - يقول العمل الذي يشترط للأستاذ فيه الأجر في ديارنا عمل المغازل فإنه يفسد الحسب حتى يتعلم، وكذلك الذي ينقب الجواهر، وما أشبه ذلك من الأعمال الذي يفسد المتعلم بعض ما هو متقوم حتى يتعلم. فإذا كان بهذه الصفة فالأجر للأستاذ ولو لم يكن الأجر مسمى عند العقد فيصار إلى أجر المثل.

📖 نظام الفتاوی (تاج پبلشنگ) ۴ / ۱۴۰ : مدارس میں کمیشن پر سفراء سے جو معاملہ رائج ہے وہ جائز نہیں ہوتا، بعض صورتوں میں یہ اجارہ باطل ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں فاسد ہوتا ہے اس کا جائز اور سفیر و مدرسہ دونوں کیلئے سودمند یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اس کام کیلئے سفیر کی ایک تنخواہ مقرر کردی جائے خواہ خشک یا خوراکی کے ساتھ اور جس علاقہ میں بھیجنا ہو اس علاقہ کے سابق اصولی کے مقدار کے مطابق یہ کہدیا جائے کہ اگر آپ کی اصولی اس مقدار سے نہیں بڑھے گی تو آپ کو انعام نہیں ملے گا ہاں اگر مقررہ مقدار سے زیادہ وصولی ہو تو انعام اس طرح ملے گا کہ آپ اپنی کل وصولی مدرسہ پر بھیجتے جائیں اور مدرسہ اس کو اپنے خزانۂ مدرسہ میں رکھتا جائے گا پھر جب آپ کام ختم کر کے آجائیں گے اور حساب وصولی کریں گے تو اس وقت مقررہ مقدار سے زائد میں اتنا فیصد (جو مناسب ہو و موزون ہو) آپ کو انعام دیا جائیگا۔

২. বর্তমানে মাদরাসার জন্য কমিশন হিসেবে চাঁদা করার যে প্রথা চালু আছে তা শরীয়তের আলোকে বৈধ নয়।

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٦ / ٤٦ : (تفسد الإجارة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد فكل ما أفسد البيع) مما مر (يفسدها) كجهالة مأجور أو أجرة أو مدة أو عمل.

📖 فيه أيضا ٦/ ٥ : وشرطها كون الأجرة والمنفعة معلومتين؛ لأن جهالتهما تفضي إلى المنازعة.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٣ / ٢٩٣ : ولا تصح حتى تكون المنافع معلومة، والأجرة معلومة" لما روينا، ولأن الجهالة في المعقود عليه وبدله تفضي إلى المنازعة كجهالة الثمن والمثمن في البيع.

📖 احسن الفتاوى (سعید) ۷ /۲۷۶ : سوال- بعض مدارس میں سفراء حصہ پر کام کرتے ہیں یعنی وصول شدہ رقم سے تیسرا یا چوتھا حصہ خود لیتے ہیں باقی رقم مدرسہ میں جمع کرواتے ہیں، آیا یہ طریقہ صحیح ہے یا نہیں؟

الجواب-یہ معاملہ دو وجہ سے جائز نہیں،

(۱) اجرت من العمل ہے جو ناجائز...... ...

(۲) اجیر اس عمل پر بنفسہ قادر نہیں، قادر بقدرۃ الغیر ہے، اس کا عمل چندہ دینے والوں کے عمل پر موقوف ہے اور قادر بقدرۃ الغیر بحکم عاجز ہوتا ہے جبکہ صحت اجارہ کے لئے قدرت بنفسہ شرط ہے، چنانچہ قفیز طحان کے فساد کی علت بھی یہی ہے کہ مستاجر قادر علی الاجرۃ بقدرۃ العامل ہے، بنفسہ قادر نہیں۔

৩. শরীয়তের দৃষ্টিতে বেতনভুক্ত কর্মচারী আদায়কৃত টাকার পরিমাণ তার নির্ধারিত বেতনের চেয়ে কম হলেও সে নির্ধারিত পূর্ণ বেতন পাবে।

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ٧/ ٥٨٦ : والأجير الخاص: من يستحق الأجر بتسليم النفس. وبمضي المدة، ولا يشترط العمل في حقه لاستحقاق الأجر.

📖 الدر المختار (سعيد) ٦ / ٦٩ : (والثاني) وهو الأجير (الخاص) ويسمى أجير وحد (وهو من يعمل لواحد عملا مؤقتا بالتخصيص ويستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل-

Scanned by CamScanner

## কমিশনভিত্তিক বোনাস প্রদান

**প্রশ্ন :** একজন মুহতামীম সাহেব তাঁর শিক্ষকদের ঈদুল ফিতরের বোনাস এভাবে দিয়ে থাকেন যে, শিক্ষক রমাজানে যা কালেকশন করে আনবেন তার শতকরা ২০ টাকা করে যা আসে তা থেকে কিছু কমিয়ে বোনাস হিসেবে দেন। প্রশ্ন হলো, উল্লিখিত পদ্ধতিতে বোনাস দেওয়া শরীয়তসম্মত কি না? যদি শরীয়তসম্মত না হয় তাহলে বোনাস দেওয়ার শরয়ী পদ্ধতি কী?

**উত্তর :** প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে কমিশনভিত্তিক চাঁদা শরীয়তসম্মত নয়। শরয়ী পদ্ধতি হলো, কালেকশনের ওপর বেতন নির্ধারণ করা। এরপর মাদরাসা কর্তৃপক্ষ চাইলে কালেকশনকারীকে পুরস্কারস্বরূপ কিছু টাকা অতিরিক্ত দিতে পারবে। (১৮/৮০০)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٦ / ٤٦ : (تفسد الإجارة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد فكل ما أفسد البيع) مما مر (يفسدها) كجهالة مأجور أو أجرة أو مدة أو عمل.

📖 فيه أيضا ٦ / ٥ : وشرطها كون الأجرة والمنفعة معلومتين؛ لأن جهالتهما تفضي إلى المنازعة.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٣ / ٤١٣ : ولا تصح حتى تكون المنافع معلومة، والأجرة معلومة" لما روينا، ولأن الجهالة في المعقود عليه وبدله تفضي إلى المنازعة كجهالة الثمن والمثمن في البيع.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١/ ٥٢٣ : الجواب-اس طرح معاملہ کرنا کہ جس قدر چندہ لاؤ گے اس میں سے نصف یا ثلث وغیرہ تم کو ملیگا شرعا درست نہیں اس میں اجرت مجہول ہے نیز اجرت ایسی چیز کو قرار دیا گیا ہے جو عمل اجیر سے حاصل ہونے والی ہے کہ یہ دونوں چیز شرعاً مفسد اجارہ ہیں۔

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ٩ / ٣٠٦ : کمیشن پر چندہ ناجائز ہے یہ اجارہ فاسدہ ہے جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اجارہ میں اجرت متعین ہونا ضروری ہے اور مذکورہ صورت میں اجرت مجہول ہوگی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر اجرت عمل اجیر سے حاصل ہوتی ہو تو بجائے خود یہ ناجائز ہے اور یہ صورت قفیز الطحان میں داخل ہے جس سے حدیث میں منع فرمایا گیا ہے۔

Scanned by CamScanner

## উসূল ও কালেকশনভিত্তিক কমিশন দেওয়ার সিদ্ধান্ত

**প্রশ্ন :** কোনো এক কওমী মাদরাসার মুহতামীম সাহেব তাঁর সহকর্মী উস্তাদগণকে নিয়ে পরামর্শ করে এ পদ্ধতি চালু করেছেন যে, উস্তাদগণ যত টাকা কালেকশন করবেন, তার মোট কালেকশনের এক-পঞ্চমাংশ ($^1/_5$অংশ) দেওয়া হবে। মাসিক বেতন ঠিকই থাকবে। এ ক্ষেত্রে নিয়মটা এরূপ যে, কেউ যদি স্বেচ্ছায় মাদরাসায় কিছু দান করে বা মাদরাসায় এসে কোনো উস্তাদের নিকট কিছু দান করে যায়, তখন এই টাকার পঞ্চমাংশ ওই উস্তাদই পাবেন, যিনি এই টাকা গ্রহণ করে রসিদ দিয়েছিলেন। এমনকি বিদেশ থেকে এক লোক মাদরাসার ভবন তৈরির জন্য পাঁচ লাখেরও বেশি টাকা দিয়েছেন। আর এ টাকার ব্যাপারে যেহেতু মুহতামীম সাহেব ফোনে যোগাযোগ করেছেন তাই তিনি এর একাংশ নিয়েছেন। উল্লেখ্য, মাদরাসার একটি নিয়মতান্ত্রিক কার্যকরী কমিটি রয়েছে। এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যাদের সাথে পরামর্শ করে মাদরাসার সকল গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু উক্ত বিষয়ে কমিটিকে কিছু জানানো হয়নি। সুতরাং উস্তাদগণ কালেকশনের যে অংশ গ্রহণ করেছেন তা বছরে একটি মোটা অংকে দাঁড়ায়। ওই পরিমাণ টাকা মাদরাসার উন্নয়ন খরচের অন্তর্ভুক্ত করে বার্ষিক রিপোর্ট তৈরি করা হয়। এখন হযরতের সমীপে জানার আবেদন হলো :

(ক) কমিটিকে কোনোভাবে অবহিত না করে উস্তাদগণের এভাবে নিজ নিজ কালেকশনের অংশ গ্রহণ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হবে কি না?

(খ) পরবর্তীতে যদি মুহতামীম সাহেব উস্তাদগণকে নিয়ে পরামর্শ করে পঞ্চমাংশের পরিবর্তে চতুর্থাংশ বা তৃতীয়াংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত চালু করেন তা বৈধ হবে কি না? এবং অংশ নির্ধারণের ক্ষেত্রে মানদণ্ড আছে কি না? থাকলে তা কী?

**উত্তর :** শরয়ী পন্থায় শ্রমের বিনিময়ে পারিশ্রমিক আদান-প্রদানের জন্য যেসব শর্তসমূহের বাস্তবায়ন জরুরি তার মধ্যে চারটি শর্ত অন্যতম :

১. পারিশ্রমিক কাজের পূর্বে নির্ধারিত করা।

২. পারিশ্রমিক কর্মচারীর এমন শ্রমের ফসল না হওয়া যে শ্রমের জন্য চুক্তি করা হয়েছে।

৩. শ্রম কর্মচারীর আয়ত্তের বহির্ভূত না হওয়া।

৪. পারিশ্রমিক সুনির্দিষ্ট ও নির্ধারিত থাকা। প্রশ্নে বর্ণিত পন্থায় যেহেতু ওই চারটি শর্ত বিদ্যমান নেই তাই প্রশ্নে বর্ণিত কমিশনভিত্তিক চাঁদা কালেকশনের চুক্তি শরীয়তসম্মত নয়।

(খ) যে সকল মাদরাসা সম্পূর্ণ কমিটিশাসিত এবং পরিচালনা কমিটি কর্তৃক রচিত নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালিত ওই সব মাদরাসায় কমিটির অজান্তে নীতিমালার বহির্ভূত শরীয়তসম্মত কারণ ছাড়া কোনো সিদ্ধান্ত মুহতামীম এবং অন্য শিক্ষকগণ মিলে গ্রহণ করা ঠিক নয়। (১৭/৭১০/৭২৪৪)

Scanned by CamScanner

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٤ /١٨٩ : ومنها أن يكون العمل المستأجر له مقدور الاستيفاء من العامل بنفسه ولا يحتاج فيه إلى غيره وخرجت المسائل عليه والأول أقرب إلى الصناعة فافهم.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٦ /٥٧ : (قوله فسدت في الكل) ويجب أجر المثل لا يجاوز به المسمى زيلعي (قوله بجزء من عمله) أي ببعض ما يخرج من عمله، والقدرة على التسليم شرط وهو لا يقدر بنفسه زيلعي. (قوله عن قفيز الطحان) وهو المسألة الثالثة التي ذكرها المصنف كما ذكره الزيلعي.

(قوله والحيلة أن يفرز الأجر أولا) أي ويسلمه إلى الأجير، فلو خلطه بعد وطحن الكل ثم أفرز الأجرة ورد الباقي جاز، ولا يكون في معنى قفيز الطحان إذ لم يستأجره أن يطحن بجزء منه أو بقفيز منه كما في المنح عن جواهر الفتاوى. قال الرملي: وبه علم بالأولى جواز ما يفعل في ديارنا من أخذ الأجرة من الحنطة والدراهم معا ولا شك في جوازه اهـ (قوله بلا تعيين) أي من غير أن يشترط أنه من المحمول أو من المطحون فيجب في ذمة المستأجر زيلعي -

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد ) ٦ /٤٦ : (تفسد الإجارة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد فكل ما أفسد البيع) مما مر (يفسدها) كجهالة مأجور أو أجرة أو مدة أو عمل -

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷ /۲۷٦ : سوال- بعض مدارس میں سفراء حصہ پر کام کرتے ہیں یعنی وصول شدہ رقم سے تیسرا یا چوتھا حصہ خود لیتے ہیں باقی رقم مدرسہ میں جمع کرواتے ہیں، آیا یہ طریقہ صحیح ہے یا نہیں؟

الجواب- یہ معاملہ دو وجہ سے جائز نہیں،

(۱) اجرت من العمل ہے جو ناجائز ہے.... ...

(۲) اجیر اس عمل پر بنفسہ قادر نہیں، قادر بقدرۃ الغیر ہے، اس کا عمل چندہ دینے والوں کے عمل پر موقوف ہے اور قادر بقدرۃ الغیر بحکم عاجز ہوتا ہے جبکہ صحت اجارہ کے لئے قدرت بنفسہ شرط ہے، چنانچہ قفیز طحان کے فساد کی علت بھی یہی ہے کہ مستاجر قادر علی الاجرۃ بقدرۃ العامل ہے، بنفسہ قادر نہیں۔

Scanned by CamScanner

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۳/ ۳۸۷ : اگر کسی محصل چندہ کو اہل مدرسہ تحصیل چندہ کیلئے اس شرط پر مقرر کریں کہ جو آمدنی ہووے اس کا چہارم یا سوم یا پنجم یا نصف یا دو تہائی حصہ دیں گے تو ایا اس زمانہ کی موجودہ حالت اور ضرورتوں کے لحاظ سے شرعا مباح ہے یا نہیں؟
الجواب- حنفیہ کے اصول پر یہ اجارہ فاسدہ ہے اور دوسرے مذاہب کی تحقیق نہیں۔

## কালেকশনকারীকে নির্ধারণ করে বা না করে কমিশন দেওয়া

**প্রশ্ন :** মাদরাসার বেতনভুক্ত শিক্ষক বা বেতনভুক্ত নয় এ রকম লোক দ্বারা সদকায়ে ফিতর, কোরবানীর চামড়ার টাকা বা অন্য কোনো চাঁদা কালেকশন করিয়ে নির্ধারিত হারে বা অনির্ধারিত হারে কমিশন দেওয়া-নেওয়া জায়েয কি না?

**উত্তর :** শরয়ী দৃষ্টিতে কমিশনের চুক্তির ওপর কালেকশন করা জায়েয হবে না। (১২/৩১২/৩৯৫৬)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦/٥ : وشرطها كون الأجرة والمنفعة معلومتين؛ لأن جهالتهما تفضي إلى المنازعة.
📖 فيه أيضا ٦ / ٥٦- ٥٧ : (ولو) (دفع غزلا لآخر لينسجه له بنصفه) أي بنصف الغزل (أو استأجر بغلا ليحمل طعامه ببعضه أو ثورا ليطحن بره ببعض دقيقه) فسدت في الكل؛ لأنه استأجره بجزء من عمله، والأصل في ذلك نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن قفيز الطحان -
📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱/ ۵۲۴ : الجواب- اس طرح معاملہ کرنا کہ جس قدر چندہ لاؤگے اس میں سے نصف یا ثلث وغیرہ تم کو ملیگا شرعا درست نہیں اس میں اجرت مجہول ہے نیز اجرت ایسی چیز کو قرار دیا گیا ہے جو عمل اجیر سے حاصل ہونے والی ہے کہ یہ دونوں چیز شرعاً مفسد اجارہ ہیں۔

## কমিশনভিত্তিক চাঁদা-যাকাত উঠানো

**প্রশ্ন :** আমাদের এলাকার কওমী মাদরাসার মুহতামীম সাহেব অনেক লোকের মাধ্যমে রমাজান মাসে যাকাতের টাকা উঠানোর জন্য পাঠান এ শর্তে-যত টাকা তুমি উঠাতে পারবে তার এক-তৃতীয়াংশ তুমি পাবে এবং বাকি টাকা মাদরাসার। মাদরাসার কোনো বোর্ডিং নেই এবং লেখাপড়াও তেমন নেই। প্রশ্ন হলো, এ রকমভাবে কমিশন দিয়ে

Scanned by CamScanner

যাকাতের টাকা উঠানো যাবে কি না? যদি না যায় তাহলে ওই মুহতামীম সাহেবের কী হুকুম?

**উত্তর :** কমিশনের ভিত্তিতে চাঁদা-যাকাত উসূল করা শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয এবং খাত না থাকলে যাকাতের টাকা উসুল করা অন্যায়। সুতরাং উল্লিখিত মুহতামীমকে এ ধরনের কাজের জন্য তাওবা করতে হবে। (১১/১৪০/৩৪৫৮)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦/ ٤٦ : (تفسد الإجارة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد فكل ما أفسد البيع) مما مر (يفسدها) كجهالة مأجور أو أجرة و مدة أو عمل -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱/ ۵۲۴ : الجواب-اس طرح معاملہ کرنا کہ جس قدر چندہ لاؤ گے اس میں سے نصف یا ثلث وغیرہ تم کو ملیگا شرعا درست نہیں اس میں اجرت مجہول ہے نیز اجرت ایسی چیز کو قرار دیا گیا ہے جو عمل اجیر سے حاصل ہونے والی ہے کہ یہ دونوں چیز شرعاً مفسد اجارہ ہیں۔

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۹ / ۳۰۶ : الجواب- کمیشن پر چندہ ناجائز ہے یہ اجارہ فاسدہ ہے جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اجارہ میں اجرت متعین ہونا ضروری ہے اور مذکورہ صورت میں اجرت مجہول ہوگی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر اجرت عمل اجیر سے حاصل ہوتی ہو تو بجائے خود یہ ناجائز ہے اور یہ صورت قفیز الطحان میں داخل ہے جس سے حدیث میں منع فرمایا گیا ہے۔

## বেতনভুক্ত বা অবৈতনিক ব্যক্তির কমিশনের শর্তে কালেকশনের সঠিক পদ্ধতি

**প্রশ্ন :** যে সমস্ত দ্বীনি প্রতিষ্ঠান চাঁদা সংগ্রহের মাধ্যমে পরিচালিত ওই সমস্ত দ্বীনি প্রতিষ্ঠানে চাঁদা, যাকাত ইত্যাদি সংগ্রহের জন্য নিয়মিত বেতনধারী কর্মচারী রাখা অথবা বেতনধারী নয় এমন লোককে কমিশনভিত্তিক চাঁদা, সদকা, যাকাত ইত্যাদি সংগ্রহের জন্য লোক নিয়োগ দেওয়া, উভয়ের মধ্যে শরীয়তসম্মত পদ্ধতি কী? চাঁদা সংগ্রহের জন্য শরীয়তসম্মত পদ্ধতি কী হওয়া উচিত? কমিশনভিত্তিক চাঁদা, সদকা, যাকাত ইত্যাদি সংগ্রহ করা জায়েয হবে কি না?

**উত্তর :** ইসলামী শরীয়তের নীতিমালায় শ্রমিকের শ্রমের বিনিময় শ্রমের সময় নির্ধারিত হওয়া ইজারা সহীহ-শুদ্ধ হওয়ার পূর্বশর্ত। তাই দ্বীনি প্রতিষ্ঠানসমূহে চাঁদা, সদকা সংগ্রহ করার জন্য নিয়মিত নির্ধারিত বেতনধারী কর্মচারী রাখাই নির্ভেজাল ও সন্দেহমুক্ত

Scanned by CamScanner

পদ্ধতি বলে বিবেচিত এবং এটাই শরীয়তসম্মত পদ্ধতি। কমিশনভিত্তিক চাঁদা সংগ্রহ করা বিজ্ঞ মুফতীয়ানে কেরামের মতে নাজায়েয। তবে বেতনধারী কালেক্টরকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ চাঁদা উসূল করার শর্তে এককালীন পুরস্কারের নামে কিছু দেওয়া শরীয়ত পরিপন্থী নয়। (১১/১৯৭/৩৪৬৯)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦/٥ : وشرطها كون الأجرة والمنفعة معلومتين؛ لأن جهالتهما تفضي إلى المنازعة.

📖 فيه أيضا ٦ /٥٧ : (قوله فسدت في الكل) ويجب أجر المثل لا يجاوز به المسمى زيلعي (قوله بجزء من عمله) أي ببعض ما يخرج من عمله، والقدرة على التسليم شرط وهو لا يقدر بنفسه زيلعي. (قوله عن قفيز الطحان) وهو المسألة الثالثة التي ذكرها المصنف كما ذكره الزيلعي.

📖 رد المحتار (سعيد) ٢ /٦١٦ : وسيأتي في الإجارة الفاسدة أنه لو دفع لآخر غزلا لينسجه له بنصفه أو استأجر بغلا ليحمل طعامه ببعضه أو ثورا ليطحن بره ببعض دقيقه فسدت لأنه استأجره بجزء من عمله، وحيث فسدت الإجارة يجب أجر المثل من الدراهم كما صرحوا به أيضا، وهذا يقتضي أن يجب له أجر مثله دراهم، ولا يستحق شيئا من اللحم فلم يصر شريكا فيه فليتأمل.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۳/ ۴۰۲ : سوال-مدرسہ کی وصولی کرنے پر چوتھائی یا تھائی حصہ جو محصلین وعاملین کو دیا جاتا ہے کیسا ہے کونسی صورت جائز ہے؟ دیوبند میں کیا نظام ہے؟
الجواب-یہ طریقہ ناجائز ہے یہ اجارہ فاسدہ ہے دو جہ سے ایک بوجہ جہالت اجر اور دوسرے اس لئے کہ اس میں اجرت عمل اجیر سے حاصل ہوتی ہے، جائز صورت یہ ہے کہ ان کی تنخواہ مقرر کردی جائے اور یہ کہا جاوے کہ اگر ہزار روپئے لاؤگے تو پچاس روپئے علاوہ تنخواہ کے مزید انعام دیا جائیگا، فقط۔

## বেতনভুক্ত শিক্ষকের কমিশনের শর্তে কালেকশন করা

**প্রশ্ন :** কোনো মাদরাসার কর্মরত মুদাররিসের জন্য আনুপাতিক হারে টাকা দেওয়ার শর্তে কালেকশন করা জায়েয হবে কি?

**উত্তর :** কমিশনভিত্তিক চাঁদা সংগ্রহ করা বিজ্ঞ মুফতীগণের নিকট নাজায়েয ও অবৈধ। (১১/৬৮৭/৩৭০৬)

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦/ ٤٦ : (تفسد الإجارة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد فكل ما أفسد البيع) مما مر (يفسدها) كجهالة مأجور أو أجرة و مدة أو عمل -

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۹ / ۳۰۶ : الجواب- کمیشن پر چندہ ناجائز ہے یہ اجارہ فاسدہ ہے جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اجارہ میں اجرت متعین ہونا ضروری ہے اور مذکورہ صورت میں اجرت مجہول ہوگی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر اجرت عمل اجیر سے حاصل ہوتی ہو تو بجائے خود یہ ناجائز ہے اور یہ صورت قفیز الطحان میں داخل ہے جس سے حدیث میں منع فرمایا گیا ہے۔

## কালেকশনকারীকে কমিশন দেওয়া

**প্রশ্ন :** আমাদের বাংলাদেশের অনেক কওমী মাদরাসায় মাদরাসার মুহতামীম সাহেবগণ যাকাত-ফিতরা আদায়কারীকে কমিশন দিয়ে থাকেন। উক্ত নিয়মটি ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক জায়েয কি না?

**উত্তর :** মসজিদ-মাদরাসার জন্য কমিশনের ওপর চাঁদা বা সদকা আদায় করা নাজায়েয। (১৬/৬৪০/৬৭১৮)

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷ /۲۷۶ : سوال- بعض مدارس میں سفراء حصہ پر کام کرتے ہیں یعنی وصول شدہ رقم سے تیسرا یا چوتھا حصہ خود لیتے ہیں باقی رقم مدرسہ میں جمع کرواتے ہیں، آیا یہ طریقہ صحیح ہے یا نہیں؟

الجواب-یہ معاملہ دو وجہ سے جائز نہیں،

(۱) اجرت من العمل ہے جو ناجائز ہے.... ...

(۲) اجیر اس عمل پر بنفسہ قادر نہیں، قادر بقدرۃ الغیر ہے، اس کا عمل چندہ دینے والوں کے عمل پر موقوف ہے اور قادر بقدرۃ الغیر بحکم عاجز ہوتا ہے جبکہ صحت اجارہ کے لئے قدرت بنفسہ شرط ہے، چنانچہ قفیز طحان کے فساد کی علت بھی یہی ہے کہ مستاجر قادر علی الاجرۃ بقدرۃ العامل ہے، بنفسہ قادر نہیں۔

Scanned by CamScanner

## সুদি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীর অনুদান গ্রহণ করার হুকুম

**প্রশ্ন :** সুদি ব্যাংকে চাকরি করে এমন ব্যক্তির আয় হালাল কি না? তার দেওয়া চাঁদা গ্রহণ করা মাদরাসার জন্য বৈধ কি না?

**উত্তর :** প্রচলিত সুদি ব্যাংকগুলোতে কর্মকর্তাদের যে বেতন দেওয়া হয় সাধারণত তা সুদ থেকেই দেওয়া হয় বিধায় তাদের আয় হালাল বলা যাবে না। বেতনের এই টাকা হতে জেনেশুনে মাদরাসার জন্য চাঁদা গ্রহণ করা অনুচিত। নিয়ে ফেললে তা গরিব ছাত্রদের খাতে ব্যয় করবে। তবে তার বেতন ছাড়া অন্য কোনো আয় থাকলে তা হালাল বলে গণ্য হবে এবং তা থেকে চাঁদাও গ্রহণ করা যাবে। (১৯/৪০৮/৮১২৯)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١١/ ٢٥ (١٥٩٨) : عن جابر، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه»، وقال: «هم سواء» -

📖 رد المحتار (سعيد) ٦ / ٣٨٥ : وعلى هذا قالوا لو مات الرجل وكسبه من بيع الباذق أو الظلم أو أخذ الرشوة يتورع الورثة، ولا يأخذون منه شيئا وهو أولى بهم ويردونها على أربابها إن عرفوهم، وإلا تصدقوا بها لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه-

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۳/ ۳۸۲ : (۱)سود کا روپیہ مسجد شب قدر وغیرہ میں خرچ کرنا جائز نہیں اگر اصل مالک کو واپس نہ کیا جاسکے تو غرباء پر صدقہ کردیا جائے غریب طلبہ پر بھی خرچ کیا جاسکتا ہے یعنی ان کے کھانے کپڑے کیلئے دیدیا جائے عربی مدرسہ وغیرہ کی تعمیر یا تنخواہ میں دینا درست نہیں۔.... ...
(۳) جو شخص سود کے لینے دینے کی ملازمت کرے اور اس کو تنخواہ سود میں سے ملے اسی میں سے وہ کھلائے تو اس کا کھانا درست نہیں وہ غریبوں کا حق ہے۔

## ইয়াবা ব্যবসায়ীর অনুদান গ্রহণ করা

**প্রশ্ন :** বর্তমান আমাদের টেকনাফে ৮০ শতাংশ মানুষ অবৈধ ব্যবসায় লিপ্ত। অবৈধ ব্যবসা বলতে ইয়াবা ট্যাবলেটের ব্যবসা। এসব ব্যবসায়ী লোক বলে থাকে, যদি এই ব্যবসা হারাম বা অবৈধ হয়ে থাকে তাহলে মৌলভীরা আমাদের নিষেধ করত এবং ব্যবসার টাকাগুলো মসজিদ-মাদরাসায় নিত না। তাই বোঝা যায়, উক্ত ব্যবসা সম্পূর্ণভাবে হালাল ও বৈধ। এখন আমাদের জানতে হচ্ছে যে উক্ত ব্যবসা কি ইসলামী

Scanned by CamScanner

শরীয়াহ মোতাবেক বৈধ না হারাম। যদি হারাম হয় তাহলে ওই ব্যবসার টাকা মসজিদের মেরামতের কাজে এবং মাদরাসার শিক্ষকদের বেতন পরিশোধ করা এবং তাদেরকে মাদরাসায় খানার দাওয়াত করে তাদের থেকে ওই ব্যবসার টাকা নেওয়া কিংবা তাদের সাথে মাদরাসার সম্পর্ক রাখার বিধান কী?

উত্তর : ইয়াবা ট্যাবলেটের ব্যবসা সরকারিভাবে নিষিদ্ধ। নেশাদ্রব্য ও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বস্তুর ব্যবসা শরীয়তেও অবৈধ। তাই এই ব্যবসার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করা নাজায়েয। এ ধরনের নাজায়েয অর্থ দ্বীনি কাজে ব্যবহারও নিষিদ্ধ। এরূপ টাকা সাওয়াবের নিয়্যাত ছাড়া গরিব-মিসকিনকে দিয়ে নিজে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করাই জরুরি। (১৯/৮২৯/৮৪৭৬)

📖 الدر المختار (سعيد) ٦ / ٤٥٤ : قلت: وقد سئل ابن نجيم عن بيع الحشيشة هل يجوز؟ فكتب لا يجوز، فيحمل على أن مراده بعدم الجواز عدم الحل.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦ / ٤٥٤ : ثم إن البيع وإن صح لكنه يكره كما في الغاية وكان ينبغي للمصنف ذكر ذلك قبيل الأشربة المباحة، فيقول بعد قوله ولا يكفر مستحلها: وصح بيعها إلخ كما فعله في الهداية وغيرها، لأن الخلاف فيها لا في المباحة أيضا إلا عند محمد فيما يظهر مما يأتي من قوله بحرمة كل الأشربة ونجاستها تأمل.

📖 فيه أيضا ١ / ٦٥٨ : (قوله لو بماله الحلال) قال تاج الشريعة: أما لو أنفق في ذلك مالا خبيثا ومالا سببه الخبيث والطيب فيكره لأن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب، فيكره تلويث بيته بما لا يقبله.

📖 نظام الفتاوی ١ / ٢٩٩ : جواب- ہیروئن بڑی نشہ آور چیز ہے اور نشہ ہی لانے کے لئے اشتعال بھی ہوتی ہے اور اس کا خرید نا بیچنا اپنے ملک کے اندر بھی ناجائز ہے چہ جائے کہ دوسرے ملک سے لاکر بلیک کیا جائے اور افیون بھی گھول کر پینا نشہ آور ہے اس لئے اس کا بھی یہی حکم ہوگا۔

## ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে ব্যবসাকারীর অনুদান গ্রহণ করা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় এক দ্বীনি মাদরাসায় ঢাকার এক ব্যবসায়ী নিয়মিত দান-খয়রাত করে আসছেন। তিনি কোন মাধ্যম হতে টাকা দান করেন জানতে চাইলে বলেন ব্যবসা করেন। কিছুদিন পূর্বে এক লোকের মাধ্যমে জানা গেল যে তিনি একজন

Scanned by CamScanner

প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। কিন্তু তিনি ব্যাংক হতে কোটি কোটি টাকা লোন নিয়ে ব্যবসা করেন। যেহেতু ব্যাংক থেকে ঋণ নিলে সুদ দিতে হয়। এমতাবস্থায় উক্ত ব্যবসায়ীর দান-খায়রাত গ্রহণ করা যাবে কি না? উল্লেখ্য, অন্য মাধ্যম হতে উক্ত মাদরাসায় হাদিয়া আসে। আমার প্রশ্ন হলো, যেহেতু সুদ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ একটা অপরাধ সেহেতু উক্ত ব্যবসায়ীর হাদিয়া নেওয়া জায়েয হবে কি না?

**উত্তর :** সুদি লোন নেওয়া ও লোনের ওপর সুদ দেওয়া নাজায়েয। তবে লোন নেওয়া অর্থ হালাল ব্যবসায় বিনিয়োগ করার পর যে মুনাফা অর্জিত হবে তা হারাম নয়। এমতাবস্থায় এ অর্থ মাদরাসায় দান করা এবং মাদরাসার কর্তৃপক্ষ তা গ্রহণ করা জায়েয। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত ব্যবসায়ীর দান গ্রহণ করতে নিষেধ নেই। তবে একান্ত অপারগতা ছাড়া এ ধরনের সুদি লোনে যে মারাত্মক গোনাহ সেদিক ব্যবসায়ীর দৃষ্টি ফেরানোর চেষ্টা করা উচিত। (১৮/২২১/৭৫৬৩)

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۳ /۱۶۹ :سوال-کوئی مسلمان کسی ہندو کے پاس سے کسی ضرورت کے موقع پر سودی قرض لیتا ہے، اور اس سے اپنا بیوپار چلاتا ہے، یا کوئی زمین خرید تا ہے، چند دن کے بعد وہ قرضہ مع سود ادا کر دیتا ہے، اپنی باقی ماندہ ملک کو پاک ملک سمجھتا ہے اور یہ بھی اعتقاد رکھتا ہے کہ سود کے دینے سے تو خود گنہگار ہوا، مگر اس کی حرمت باقی ماندہ ملک میں سرایت نہیں کرے گی خیال کرتا ہے، کیونکہ یہ شخص سود دیا ہے لیا تو نہیں، پس اس ملک کا کیا حکم ہے؟

الجواب-اس شخص نے جو سمجھا ہے صحیح ہے۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۳ /۳۷۳ : سوال-مرکزی وصوبائی حکومتیں کاروبار کارخانہ جات اور دوسری صنعتوں وغیرہ کی ترقی و ترویج کے واسطے روپیہ اور دوسری چیزیں بطور قرض معمولی سود پر دیتی ہیں، آپ بخوبی واقف ہیں کہ حکومت کے پاس جو روپیہ ہوتا ہے وہ سب پبلک سے ہی حصول کیا ہوا ہوتا ہے، یا وہ رقم ہوتی ہے جو ہماری حکومت دوسری حکومتوں سے قرض کی شکل میں یا امداد کی شکل میں حاصل کرتی ہے کیا اس طرح سود پر قرض لے کر کئے گئے کاروبار سے حاصل شدہ آمدنی جائز ہوگی؟

الجواب- سود پر قرض لینا تو ناجائز ہوگا مگر ایسے کاروبار سے جو آمدنی حاصل ہوگی اس کو ناجائز نہیں کہا جائے گا۔

## জালিয়াতি করে মাদরাসার ভূমিতে স্কুল নির্মাণ সম্পূর্ণ অবৈধ

**প্রশ্ন :** নিম্ন উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ ১৯৭৫ ইং সালে একমত হয়ে ফরিদগঞ্জ থানার ৫ নং পূর্ব গুপিট ইউনিয়নের ত্রিদোনা গ্রামের ভূঞাবাড়িতে ত্রিদোনা ফোরকানিয়া মাদরাসা

Scanned by CamScanner

স্থাপনের জন্য বাড়ির ৩১৩ নং মৌজার ৪ নং খতিয়ানভুক্ত ৩৯ নং দাগের ১২ শতক জমি ওয়াক্ফ করে দেন। সে মতে উক্ত স্থানে মাদরাসার ভবন প্রতিষ্ঠিত হয় ও দ্বীনি শিক্ষা কার্যক্রম চালু থাকে। পরবর্তীতে ১৯৭৫ ইং সালে মাদরাসার তখনকার মুতাওয়াল্লী উক্ত ভবন মৃত নূর মোহাম্মদ ভূঞার ব্যক্তিগত মালিকানাধীন অন্য দাগের সম্পত্তিতে স্থানান্তর করেন। যা বাড়ীর বা গ্রামের কারো সাথেই আলাপ করেননি। এমনকি মৃত নূর মোহাম্মদ ভূঞার ওয়ারিশগণের অজান্তে এ কাজ করেন। পরবর্তীতে ২০১২ ইং সালে এককভাবে জনাব সিরাজুল হক ভূঞা উক্ত ওয়াক্ফ অস্বীকার করে ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তিতে একা সরকারি প্রাইমারি স্কুল ভবন নির্মাণ করতে চাচ্ছেন। এর মধ্যে ওয়াক্ফকারীগণের বেশির ভাগ ওয়ারিশ ওয়াক্ফ সম্পত্তিতে মাদরাসার পুনর্বহালের পক্ষে এবং স্কুল নির্মাণের সম্পূর্ণ বিরোধী। এখন কথা হলো, উক্ত নির্দিষ্ট ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তিতে মাদরাসা না রেখে স্কুল করা শরীতের দৃষ্টিতে জায়েয হবে কি না? এ ব্যাপারে শরীয়তের বিধান জানতে চাই।

**বিবরণ :** ১৯৭৫ সালে একমত পোষণ করিয়া ত্রিদোনা ফোরকানিয়া মাদরাসা স্থাপনের জন্য জমি ওয়াক্ফকারী ব্যক্তিদের তালিকা : ১. নূর মোহাম্মদ ভূঞা, ২. আব্দুর রব ভূঞা, ৩. সিরাজুল হক ভূঞা, ৪. জয়নাল আবেদীন ভূঞা, ৫. ছেরাজল হক ভূঞা, ৬. সামছুল হক ভূঞা, ৭. আব্দুল মান্নান ভূঞা, ৮. আব্দুল ওয়াহব ভূঞা, ৯. আব্দুল আজিজ ভূঞা, ১০. মুসলিম ভূঞা, ১১. বদিউজ্জমান ভূঞা।

**উত্তর :** ওয়াক্ফকারী যে উদ্দেশ্যে ওয়াক্ফ করেন তা সেভাবেই বহাল রাখা জরুরি। তার মধ্যে কোনো প্রকার পরিবর্তন-পরিবর্ধনের অধিকার শরীয়ত কাউকে দেয়নি। এমনকি ওয়াক্ফকারীকেও দেয়নি। তাই প্রশ্নোক্ত মুতাওয়াল্লীর জন্য মাদরাসার ভবনকে অন্য দাগের সম্পত্তিতে স্থানান্তর করা বৈধ হয়নি। উক্ত নির্দিষ্ট ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তিতে মাদরাসা না রেখে স্কুল করা কোনো অবস্থাতেই বৈধ হবে না। (১৯/৬১৪)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤ / ٤٣٣ : قولهم: شرط الواقف كنص الشارع أي في المفهوم والدلالة ووجوب العمل به -

📖 رد المحتار (سعيد) ٤ / ٤٩٥ : وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه، سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا اهوهذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم، شرط الواقف كنص الشارع فيجب اتباعه كما صرح به في شرح المجمع للمصنف.

📖 فيه أيضا ٤/ ٤٤٥ : على أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة -

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٦ / ٤٢٢ : مدرسۂ دینیہ کیلئے وقف زمین میں اسکول بنانا جائز نہیں ... سوال—ایک زمین محض ایک دینی درسگاہ کے لئے وقف کی گئی ہے اس زمین پر

Scanned by CamScanner

حکومت قبضہ کرکے ہائی اسکول بنارہی ہے اور شہر کے لوگ بھی کوشش کررہے ہیں کہ اسکول بن جائے، سوالات یہ ہیں:

۱۔ مذکورہ زمین پر حکومت قبضہ کرکے ہائی اسکول بنا سکتی ہے یا نہیں؟

۲۔ جو لوگ کوشش کررہے ہیں کہ اسکول بن جائے انکے متعلق کیا ہے؟

۳۔ اگر متولی اجازت دیدے تو اسکول بنانا جائز ہوگا یا نہیں؟

الجواب- علوم دینیہ کیلئے جو زمین وقف ہے اسکو کسی دوسرے مصرف میں لانا حرام ہے۔ حکومت، شہر کے لوگوں اور متولی کسی کو بھی اس میں اسکول بنانے کا حق نہیں، جو لوگ ایسی کوشش کررہے ہیں وہ سخت گنہگار ہیں۔

اگر متولی نے اجازت دی تو وہ بددیانت وخائن ہونے کی وجہ سے واجب العزل ہوگا۔ حکومت پر فرض ہے کہ اوقاف اسلامیہ کی حفاظت کرے چہ جائیکہ وہ ایسا غاصبانہ اقدام کرکے دین کو نقصان پہنچائے.

## হজে থাকাকালীন সময়ের বেতন

**প্রশ্ন :** নফল হজ বা বদলি হজের জন্য মাদরাসার শিক্ষক বাইরে থাকতে পারবে কি না? হজের সফরে যত দিন থাকবে তত দিনের বেতন মাদরাসা থেকে নিতে পারবে কি না?

**উত্তর :** কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে যেতে পারবে। মাদরাসার বেতন প্রদান নীতি অনুসারে তা পাওয়া না পাওয়ার ফয়সালা হবে। (১৯/৬৭৯/৮৩৩৭)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٤/ ١٥٥٥ (٣٥٩٤) : عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصلح جائز بين المسلمين» زاد أحمد، «إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالا» وزاد سليمان بن داود، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم» -

📖 رد المحتار (سعيد ) ٦ /٧٠ : (قوله وليس للخاص أن يعمل لغيره) بل ولا أن يصلي النافلة. قال في التتارخانية: وفي فتاوى الفضلي وإذا استأجر رجلا يوما يعمل كذا فعليه أن يعمل ذلك العمل إلى تمام المدة ولا يشتغل بشيء آخر سوى المكتوبة -

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۳ / ۵۲۷ : جن ایام کی تعلیم لڑکوں کے حاضر نہ ہونے کی وجہ ناغہ ہو، ان ایام کی تنخواہ کا مدرس مستحق ہے اور جو ناغہ مدرس کی طرف سے ہو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر ملازم رکھنے والوں نے غیر حاضری اور ناغہ اور رخصت کے متعلق کوئی قاعدہ

Scanned by CamScanner

مقرر کرکے اس کو اطلاع دیدی تھی، تب تو اس قاعدہ کے بموجب عمل ہوگا، اور اگر کوئی قاعدہ مقرر نہیں کیا تو عرفا ایسے ملازموں کیلئے اسلامی مدارس میں جو قاعدہ ہے اس پر عمل کیا جائے گا لان المعروف کالمشروط۔ واللہ اعلم۔

## নফল হজের সময়ের বেতন গ্রহণ

**প্রশ্ন :** ফরয হজ ব্যতীত প্রতি বছর কোনো কোনো উস্তাদ হজে লোকজন নিয়ে হজ করতে যান। প্রায় এক মাস বা তার চেয়ে বেশি সময় এ কারণে অতিবাহিত হয়। তিনি এ সময়ের বেতন ভাতা পাবেন কি না?

**উত্তর :** প্রতিষ্ঠানের যেকোনো শিক্ষক বা কর্মচারীর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সময়ে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া ভিন্ন কোনো চাকরি বা সেবা করা বৈধ নয়। করে থাকলে উক্ত সময়ের বেতন বা ভাতা নিতে পারবে না। তবে কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে করে থাকলে বেতন-ভাতার ব্যাপারে তাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিধান হবে। (১৮/৯২/৭৫০২)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦ /٧٠ : (قوله وليس للخاص أن يعمل لغيره) بل ولا أن يصلي النافلة. قال في التتارخانية: وفي فتاوى الفضلي وإذا استأجر رجلا يوما يعمل كذا فعليه أن يعمل ذلك العمل إلى تمام المدة ولا يشتغل بشيء آخر سوى المكتوبة وفي فتاوى سمرقند: وقد قال بعض مشايخنا له أن يؤدي السنة أيضا. واتفقوا أنه لا يؤدي نفلا وعليه الفتوى. وفي غريب الرواية قال أبو علي الدقاق: لا يمنع في المصر من إتيان الجمعة، ويسقط من الأجير بقدر اشتغاله إن كان بعيدا، وإن قريبا لم يحط شيء فإن كان بعيدا واشتغل قدر ربع النهار يحط عنه ربع الأجرة.

📖 نظام الفتاوی (تاج پبلشنگ) ۴/ ۱۴۳ : جواب-اگر شروع ملازمت میں امام نے یہ طئ کر رکھاہے کہ ایام رخصت کی تنخواہ بھی لوں گا یا کمیٹی مسجد نے طئ کرر کھاہے تو بلا تکلف وبلا خدشہ ایام رخصت کی تنخواہ لینادینا جائز رہیگا... اور اگر یہ سب باتیں نہ ہو تو عرف عام میں جتنے دنوں کی رخصت میں تنخواہ دینے کا دستور ہو تو صرف اتنے ایام کی تنخواہ دینا درست رہیگا اور اس سے زیادہ اراکین مسجد کی صواب دید پر موقوف رہے گا۔

Scanned by CamScanner

## আইন লঙ্ঘন করে ওয়াজ করা

**প্রশ্ন :** কওমী মাদরাসার মাসিক নির্ধারিত বেতনে চাকরিরত শিক্ষক মাদরাসা কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও তার জন্য ওয়াজ-নসীহতের মাহফিল করা জায়েয হবে কি না?

**উত্তর :** কোনো প্রতিষ্ঠানকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে যে নীতিমালা নির্ধারণ করা হয় তা শরীয়ত পরিপন্থী না হলে ওই প্রতিষ্ঠানে কর্তব্যরত সকলের জন্য তা মেনে চলা ওয়াজিব। তাই কোনো কওমী মাদরাসা কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও ওয়াজ-নসীহতের মাহফিলে গমন করা জায়েয হবে না। (১৯/৮৬৭/৮৫০১)

📖 صحيح مسلم (دارالغد الجديد) ١٢ / ١٨٧ (١٨٣٥) : عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني» -

📖 رد المحتار (سعيد) ٥ /٤٢٢ : (قوله: أمر السلطان إنما ينفذ) أي يتبع ولا تجوز مخالفته وسيأتي قبيل الشهادات عند قوله أمرك قاض بقطع أو رجم إلخ التعليل بوجوب طاعة ولي الأمر وفي ط عن الحموي أن صاحب البحر ذكر ناقلا عن أئمتنا أن طاعة الإمام في غير معصية واجبة -

📖 امدادالاحکام (مکتبۂ دارالعلوم کراچی) ٣ /٥٢٩ : الجواب- ... ...اس قاعدہ کے مطابق جو شرائط اہل مدارس ملازمین و مدرسین مدرسہ پر عائد کرتے ہیں ان کی پابندی مدرسین پر لازم ہے اور مہتمم مدرسہ کو ان سے ایسے شرائط کرنا جائز ہے جو مدرسہ کیلئے مفید ہو۔

## আবাসিক নিয়োগপ্রাপ্তের অন্যত্র দায়িত্ব পালন ও বেতন প্রসঙ্গ

**প্রশ্ন :** মাদরাসার উস্তাদগণ যখন চাকরি গ্রহণ করেছেন তখন সার্বক্ষণিক দায়িত্ব কর্তব্য পালনে তাঁর বেতন ধার্য করা হয় এবং মাদরাসার কর্তৃপক্ষ বোর্ডিং হতে উস্তাদগণের খাবার ব্যবস্থা করে। এখন অন্যত্র দায়িত্ব গ্রহণ করে সেখান থেকে বেতন ও অন্য সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করেন। এ সূরতে মাদরাসার পূর্ণ বেতন ও খানা পাবেন কি না?

**উত্তর :** মাদরাসার যে সকল উস্তাদকে সার্বক্ষণিক মাদরাসায় অবস্থানের শর্তে নিয়োগ দেওয়া হয় শরীয়তের পরিভাষায় তাদেরকে আজীরে খাস বলা হয়। এ ধরনের উস্তাদ

Scanned by CamScanner

কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া চুক্তিকৃত সময়ের মাঝে অন্য কোনো কাজ বা দায়িত্ব পালন করলে পূর্বনির্ধারিত বেতন থেকে ওই পরিমাণ বেতন কর্তন করা যাবে। (১৮/১০১/৭৫০৩)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد ) ٦ /٧٠ : وليس للخاص أن يعمل لغيره، ولو عمل نقص من أجرته بقدر ما عمل فتاوى النوازل.

📖 الهداية ٣ /٣١٠ : وإنما سمي أجير وحد؛ لأنه لا يمكنه أن يعمل لغيره؛ لأن منافعه في المدة صارت مستحقة له والأجر مقابل بالمنافع، ولهذا يبقى الأجر مستحقا، وإن نقض العمل.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۴ /۱۳۲ : جبکہ مدرس کیلئے اوقات متعین کردی گئی تو ان اوقات میں وہ اجیر خاص ہے ان اوقات میں اس کو دوسرا کام اجارہ پر کرنا جائز نہیں۔

## ছুটিকালীন প্রতিষ্ঠানে থাকার বেতন

**প্রশ্ন :** অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, এমনকি কওমী মাদরাসাগুলোতেও উস্তাদবৃন্দকে বার্ষিক ২২-২৫ দিন ক্যাজুয়েল লিভ বা সাময়িক ছুটি দেওয়া হয়। এমতাবস্থায় যদি কোনো উস্তাদ ক্যাজুয়েল লিভ না কাটিয়ে বা আংশিক কাটিয়ে পূর্ণ বা আংশিক ক্যাজুয়েল লিভের বেতনের আবেদন জানায় তাহলে উক্ত লিভের বেতন দেওয়া জায়েয হবে কি না? যদি জায়েয হয় তবে মুহতামীম সাহেব কমিটির অনুমোদন ছাড়া দিতে পারবেন কি না?

**উত্তর :** সাধারণত প্রতিষ্ঠানের গঠনতন্ত্রে কর্মচারীদের বেতন-ভাতার যে বিধিবিধান লিপিবদ্ধ থাকে সেই বিধি মোতাবেক প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়ে থাকে। সুতরাং ক্যাজুয়েল লিভের বেতন দেওয়ার কানুন থাকাবস্থায় মুহতামীম সাহেব দিতে পারবেন। যেসব প্রতিষ্ঠানের গঠনতন্ত্রে নেই অথবা আছে কিন্তু ক্যাজুয়েল লিভের বেতনের আইন নেই সেখানে কমিটি বা শূরার অনুমোদন সাপেক্ষে দেওয়া জায়েয হবে, অন্যথায় নয়। (৯/৭৬৪)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦ /٧٠ : (قوله وليس للخاص أن يعمل لغيره) بل ولا أن يصلي النافلة. قال في التتارخانية: وفي فتاوى الفضلي وإذا استأجر رجلا يوما يعمل كذا فعليه أن يعمل ذلك العمل إلى تمام المدة ولا يشتغل بشيء آخر سوى المكتوبة وفي فتاوى سمرقند: وقد قال بعض مشايخنا له أن يؤدي السنة أيضا. واتفقوا أنه لا يؤدي نفلا وعليه الفتوى. وفي غريب الرواية قال أبو علي الدقاق: لا يمنع في

Scanned by CamScanner

المصر من إتيان الجمعة، ويسقط من الأجير بقدر اشتغاله إن كان بعيدا، وإن قريبا لم يحط شيء فإن كان بعيدا واشتغل قدر ربع النهار يحط عنه ربع الأجرة.

📖 الدر المختار ٦/ ٢١ : الزيادة في الأجرة من المستأجر تصح في المدة وبعدها-

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ٦/ ١٩٠ : قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: ومن يأخذ الأجرة من طلبة العلم في يوم لا درس فيه أرجو أن يكون جائزاً.

📖 الأشباه والنظائر (دار الكتب العلمية) ١/ ٧٩ : القاعدة السادسة: العادة محكمة- وأصلها قوله عليه الصلاة والسلام {ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن} قال العلائي: لم أجده مرفوعا في شيء من كتب الحديث أصلا، ولا بسند ضعيف بعد طول البحث، وكثرة الكشف والسؤال، وإنما هو من قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا عليه أخرجه أحمد في مسنده.

واعلم أن اعتبار العادة والعرف يرجع إليه في الفقه في مسائل كثيرة حتى جعلوا ذلك أصلا -

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٧/ ٢٨٤ : سوال- مدارس کے اساتذہ اور ائمہ مساجد جن دنوں میں غیر حاضر ہیں ان دنوں کی اجرت کے مستحق ہیں یا نہیں؟ کتنے دنوں کی غیر حاضری کو نظر انداز کیا جاسکتا ہے؟

الجواب- اس میں مدارس کے عرف پر عمل ہوگا جتنے غیر حاضریاں عرفا معفو سمجھی جاتی ہیں ان کی اجرت کا استحقاق ہوگا، زیادہ کا نہیں-

## শর্তবলে মসজিদ-মাদরাসার পরস্পরের জমি পরিবর্তন বৈধ

**প্রশ্ন :** আমরা এক বছর আগে চার কাঠা ওয়াক্ফকৃত জায়গায় মাদরাসা পরিচালনা করে আসছি। বর্তমানে মাদরাসার জায়গার পূর্বপাশে মাদরাসার নামে তিন কাঠা এবং মসজিদের নামে দুই কাঠা জমি ওয়াক্ফ করা হয়। ওয়াক্ফকৃত মসজিদের জায়গার সাথে আরেকটি মসজিদ রয়েছে। তাই আমরা চাচ্ছি, মাদরাসার নামে ওয়াক্ফকৃত পূর্বের চার কাঠা জায়গা থেকে দুই কাঠা জায়গায় মসজিদ করে মাদরাসাটির পেছনে মসজিদের ওয়াক্ফকৃত জায়গায় নিয়ে আসতে। উভয় জায়গার মুতাওয়াল্লী জীবিত

Scanned by CamScanner

রয়েছেন এবং উভয়ের সম্মতিক্রমে কাজটি করতে চাচ্ছি। উল্লেখ্য, মসজিদের জায়গায় নামায বা অন্য কোনো কাজকর্ম আরম্ভ হয়নি।

**(এ প্রশ্নের সাথে পরবর্তীতে নিম্ন প্রশ্নটি পাঠানো হয়)**

আমি নিম্নে স্বাক্ষরকারী মোহাম্মদ আফতাব উদ্দিন, মুতাওয়াল্লী জামিয়া ফখরুল ইসলাম নূর মোহাম্মদীয়া মাদরাসা, মাস্টারপাড়া, টঙ্গী, গাজীপুর। আমি যে জমি মাদরাসা ও মসজিদের নামে ওয়াক্ফ করেছি, ওয়াক্ফ করার সময় এ শর্ত করেছি যেকোনো সময় মাদরাসার পুরাতন জমির সাথে তা পরিবর্তন করার প্রয়োজন হলে তা পরিবর্তন করার অধিকার থাকবে। অতএব আরজ এই যে উক্ত জায়গাকে মাদরাসার জায়গার সাথে পরিবর্তন করা যাবে কি না?

**উত্তর :** ওয়াক্ফকৃত জায়গার ওয়াক্ফকারী ওয়াক্ফের সময় ওয়াক্ফকৃত জায়গার পরিবর্তনের অধিকার আছে বলার দরুন প্রশ্নে বর্ণিত মাদরাসার জায়গায় মসজিদ করা এবং মসজিদের জায়গায় মাদরাসা করা জায়েয হবে। (১৯/৭৬৮/৮৩৬৭)

📖 فتاوى قاضيخان (أشرفيه) ٤ /٣٠٦ : وأجمعوا على أن الوا قف إذاشرط الاستبدال لنفسه فى أصل الوقف يصح الشرط والوقف ويملك الاستبدال-

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٨٤ : اعلم أن الاستبدال على ثلاثة وجوه: الأول: أن يشرطه الواقف لنفسه أو لغيره أو لنفسه وغيره، فالاستبدال فيه جائز على الصحيح وقيل اتفاقا. والثاني: أن لا يشرطه سواء شرط عدمه أو سكت لكن صار بحيث لا ينتفع به بالكلية بأن لا يحصل منه شيء أصلا، أو لا يفي بمؤنته فهو أيضا جائز على الأصح إذا كان بإذن القاضي ورأيه المصلحة فيه. والثالث: أن لا يشرطه أيضا ولكن فيه نفع في الجملة وبدله خير منه ريعا ونفعا، وهذا لا يجوز استبداله على الأصح المختار-

## প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড ভিডিও করা

**প্রশ্ন :** মাদরাসা বা কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড বিদেশে দেখানোর জন্য ভিডিও করার হুকুম কী?

Scanned by CamScanner

**উত্তর :** প্রাণীর ছবি তোলা বা ভিডিও করা ইসলামী শরীয়তে হারাম। তবে প্রাণীর ছবি না হয়ে প্রাণহীন বস্তুর ছবি হলে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। বিধায় মাদরাসা বা কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড বিদেশে দেখানোর জন্য যদি ভিডিও করা হয়, আর তাতে মানুষ বা জীব জন্তুর ছবি না থাকে তাহলে জায়েয আছে, অন্যথায় জায়েয নেই। (১৯/৭৮৫/৮৪৫৬)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٤/ ٨٣ (٢١١٠) : عن سعيد بن أبي الحسن، قال: جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: إني رجل أصور هذه الصور، فأفتني فيها، فقال له: ادن مني، فدنا منه، ثم قال: ادن مني، فدنا حتى وضع يده على رأسه، قال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كل مصور في النار، يجعل له، بكل صورة صورها، نفسا فتعذبه في جهنم» وقال: «إن كنت لا بد فاعلا، فاصنع الشجر وما لا نفس له»-

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ٩ / ٢٤٠ : جواب-تصویر بنانے اور بنوانے کی جو ممانعت ہے وہ ہاتھ سے تصویر بنانے اور بنوانے یا فوٹو کے ذریعہ سے تصویر اتارنے اور اتروانے کو شامل ہے جاندار کی تصویر خواہ کسی طریقہ سے بنائی جائے تصویر کا حکم رکھتی ہے اس کو گھر میں رکھنا ممنوع ہے تصویر سے مراد چہرہ یعنی سر کی تصویر کی تصویر ہے خواہ ہاف (نصف) بدن کی ہو یا پورے قد کی ہاں سر اور چہرہ نہ ہو تو باقی بدن کی تصویر مباح ہے۔

## খরচের পর বেঁচে যাওয়া অর্থকড়ি অন্য মাদরাসায় দেওয়া

**প্রশ্ন :** মানুষের পক্ষ থেকে একটি হেফজখানার বোর্ডিংয়ের জন্য দেওয়া টাকা যা বোর্ডিং ও ছাত্রদের সকল খরচ শেষ করার পরও রয়ে গেছে। সেগুলো ওই মাদরাসার মুহতামীম সাহেবের জন্য যেকোনো প্রতিষ্ঠানের এ রকম কোনো গরিব ছাত্রছাত্রীকে দেওয়া জায়েয হবে কি না? জায়েয হওয়ার কোনো ব্যবস্থা জানালে কৃতজ্ঞ হব।

**উত্তর :** মানুষের পক্ষ থেকে মাদরাসার বোর্ডিংয়ে প্রদত্ত টাকা মুহতামীম সাহেবের জন্য অন্য কোনো খাতে বা অন্য কোনো মাদরাসার গরিব ছাত্রদের দান করা বৈধ নয়। তবে যদি টাকা দাতাদের স্পষ্ট সম্মতি থাকে বা উক্ত টাকা মাদরাসার বোর্ডিংয়ে বর্তমান ও ভবিষ্যতে কোনো প্রকার প্রয়োজন হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে, তা হলে অনুমতি আছে। (১৯/৮১৪/৮৪৬৯)

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار (سعيد) ٥ /٥٢١ : الوكيل إذا خالف، إن خلافا إلى خير في الجنس كبع بألف درهم فباعه بألف ومائة نفذ، ولو بمائة دينار لا، ولو خيرا۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٢/ ٢٨٣ : الجواب۔اگر آمدنی زائد ہے جس کی نہ فی الحال ضرورت ہے نہ مستقبل میں ضرورت کا اندازہ ہے اور تحفظ کی کوئی قابل اطمینان صورت نہیں تو دوسری مسجد اور دوسری دینی مدرسہ میں حسب ضرورت ووسعت صرف کرنا درست ہے۔

## যাকাতের টাকায় মাদরাসা পরিচালনার রূপরেখা

**প্রশ্ন :** আল্লাহর রহমতে আমি খাদেম হিসেবে নূরানী হাফিজিয়া মাদরাসা ও তার সাথে এতিমখানা ও লিল্লাহ বোর্ডিং পরিচালনা করি। এখানে কয়েকজন ছাত্র কিছু টাকা প্রদান করে থাকে। এতিমখানা-লিল্লাহ বোর্ডিংয়ে সাধারণত ১৫ হতে ১৭ জন। এ ছাড়া টাকা দিয়ে ৪-৫ জন থাকে। দেশে সাধারণভাবে এতিমখানা-লিল্লাহ বোর্ডিং যেভাবে চলে এবং কিছু আলেম যেভাবে মাসআলা দেয় প্রথমে সেভাবে মাদরাসা চালাই। তারপর আমি নিজে এসব কিছু মাসআলা নিয়ে তাহকীক করে দেখতে পাই, যাকাতের টাকা বা এতিমখানা-লিল্লাহ বোর্ডিং চালানো অনেক কঠিন কাজ, এটা আগে বুঝলে আমি হয়তো এ কাজ করতাম না। বাদ দিতেও চেয়েছিলাম। কিন্তু মাঝে মধ্যে ঢাকা হতে গিয়ে ওদের সাথে বসি এবং খানায় অংশগ্রহণ করি। এতে খুবই আনন্দ পাই। এ জন্য ছাড়তে ইচ্ছা হয় না। এখন নিম্নলিখিতভাবে চালাই। এখন আমি মোহরামের নিকট হতে মাসআলাসহ কিছু পরামর্শ পাইলে সঠিকভাবে চালাতে পারব। উল্লেখ্য, এতিমখানা-লিল্লাহ বোর্ডিং যাকাতের টাকার মাধ্যমে চলে।

১. তাদের খানা, বিছানাপত্র ও বাবুর্চির বেতন দেওয়া হয়।

২. সার্বক্ষণিক যে শিক্ষক ওদেরকে দেখাশোনা করেন এবং পড়ান ওই শিক্ষকের বেতন এই এতিম ফান্ড থেকে অর্ধেক বা কিছু বেশি এবং মাদরাসা ফান্ড হতে অর্ধেক বা কম দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর ১২ বছর অতিবাহিত হয়েছে। প্রথম অবস্থায় গ্রামের আলেমদের কথায় ছাত্রদের থাকার ঘর ও ঘরের জমি যাকাতের টাকা দিয়ে করা হয়েছিল। পরে জানতে পারলাম তা জায়েয নেই। তখন জমির টাকা নিজের থেকে এবং কিছু ফান্ড থেকে দিয়ে পরিশোধ করেছিলাম এবং ঘরের টাকা হিলার মাধ্যমে পরিশোধ করিয়েছি। বর্তমানে এতিমখানা-লিল্লাহ বোর্ডিংয়ে দায়িত্বে যিনি আছেন সকাল-বিকাল রাতে পড়ান এবং তাদের পরিচর্যা করেন। তাঁর হাদিয়া সাত হাজার টাকা। সেখানে পাঁচ হাজার টাকা লিল্লাহ বোর্ডিং ফান্ড থেকে আর দুই হাজার টাকা

Scanned by CamScanner

মাদরাসা ফান্ড থেকে পূর্বে দিতাম। মাদরাসার তিন শিক্ষকের বেতন এবং মাদরাসার আনুষঙ্গিক খরচ আমারই দিতে হয়। এলাকার লোকজনের দেওয়া টাকা বা ছাত্রদের বেতন বাবদ ও কিছু পেয়ে থাকি তা আমার প্রদত্ত পরিমাণ না।

৩. কিছু মান্নতের ছাগল বা মুরগি আসে। সাধারণত খাবার এলে শিক্ষকগণ খাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন। আমি নিষেধ করেছি, তবুও তাঁরা খাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন। পরে আমি দায়িত্বশীলকে বলে দিয়েছি যে এতিমখানার ছাত্ররা যদি উস্তাদদের দাওয়াত করে তাহলে হয়তো খাওয়া যেতে পারে, তবুও জেনেশুনে না খাওয়ার চেষ্টা করবে।

৪. রান্নাঘর আগে মাদরাসার ফান্ডের টাকা দিয়ে বানিয়েছিলাম। বর্তমানে তা মেরামত করতে এতিম ফান্ড থেকে খরচ করা যাবে কি না? ঘরের খুবই প্রয়োজন হয়েছে।

৫. বাথরুম, কল ছাত্রদের জন্য করা হয়েছে, তবে বাইরের লোকজন কিছু আসে। এত দিন নিজের বা মাদরাসার ফান্ডের টাকা থেকেই তা তৈরি করা হয়েছে। এখন মেরামত করতে যাকাতের টাকা খরচ করা যাবে কি না?

জনাব আমি হয়তো সব লিখতে পারছি না, আপনি আরো বিস্তারিতভাবে লিখে দেবেন যাতে করে সুষ্ঠুভাবে ও এখলাসের সাথে মাদরাসা পরিচালনা করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি।

**উত্তর :** শরীয়তের বিধানে যাকাত আদায়ের পূর্বশর্ত হলো, যাকাতের উপযোগী গরিব, অসহায় ব্যক্তিদের নিঃশর্তে যাকাতের টাকার মালিক বানিয়ে দেওয়া। মালিক বানানো ছাড়া যাকাতের টাকা ব্যয় করা হলে যাকাত আদায় হবে না এবং আদায়কারী দায়বদ্ধ থেকে যাবে। পক্ষান্তরে যাকাতের উপযোগী কোনো বালেগ ছাত্রকে যাকাতের বা মান্নতের টাকার বা ছাগলের মালিক বানিয়ে দেওয়ার পর ওই ছাত্র যদি স্বেচ্ছায় উক্ত টাকা বা খাসি মাদরাসায় দান করে দেয় তখন যেকোনো খাতে তা ব্যয় করা বা খাওয়া যাবে, অন্যথায় নয়।

উল্লিখিত নীতিমালার পরিপ্রেক্ষিতে আপনার প্রশ্নপত্রের উত্তর নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

১, ২. যাকাতের টাকা দ্বারা গরিব ছাত্রদের খানা, বিছানার ব্যবস্থা করা যাবে, তবে ওই বিছানা তাদের মালিকানায় দিয়ে দিতে হবে, ফেরত নিতে পারবেন না। ছাত্র যদি সাবালক হয় এবং যাওয়ার প্রাক্কালে স্বেচ্ছায় মাদরাসায় দান করে যায় তাহলে কর্তৃপক্ষের জন্য তা নেওয়া বৈধ হবে, অন্যথায় বৈধ হবে না। যাকাতের টাকা দিয়ে শিক্ষক-কর্মচারী কারো বেতন দেওয়া বৈধ হবে না।

৩. মান্নতের খাসি গরিব-মিসকিনদের হক। তাই অন্য কেউ খেতে পারবে না। হ্যাঁ, যদি খেতে হয় তখন উল্লিখিত পদ্ধতিতে হিলা করে নিতে হবে।

৪, ৫. করা যাবে না। তার পরও কোনো অভিজ্ঞ খোদাভীরু মুফতী সাহেবের শরণাপন্ন হয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করার অনুরোধ রইল। (১৯/৮৯৫/৮৫০৭)

Scanned by CamScanner

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ١/ ٣٠٠ : لا يجوز أن يبنى بالزكاة المسجد لأن التمليك شرط فيها ولم يوجد وكذا لا يبنى بها القناطر والسقايات وإصلاح الطرقات وكري الأنهار والحج والجهاد وكل ما لا تمليك فيه۔

📖 الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٣٤٤ : ويشترط أن يكون الصرف (تمليكا) لا إباحة كما مر (لا) يصرف (إلى بناء) نحو (مسجد و) لا إلى (كفن ميت وقضاء دينه)۔

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢/ ٣٤٤ : (قوله: نحو مسجد) كبناء القناطر والسقايات وإصلاح الطرقات وكري الأنهار والحج والجهاد وكل ما لا تمليك فيه زيلعي۔

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۴/ ۲۸۵ : الجواب–زکوۃ کی رقم عمارت میں خرچ نہیں کی جاسکتی کیونکہ ادائیگی زکوۃ کی حنفیہ کے نزدیک بدون تملیک کے کوئی صورت جائز نہیں ہاں حیلہ تملیک کر کے زکوۃ کی رقم تعمیر میں صرف کی جائے تو گنجائش ہے۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۱ / ۳۳۹ : الجواب- اس سے طلبہ کو نقد، کھانا، کپڑا، جوتا، کتاب وغیرہ تملیکا دینا بغیر حیلہ کے بھی درست ہے، بشرطیکہ وہ مستحق ہوں یعنی صاحب نصاب اور سید نہ ہوں اور مدرسین کو تنخواہ میں دینا، تعمیر میں صرف کرنا، وقف کے لئے کتابیں وغیرہ خرید کر وقف کرنا بغیر حیلۂ تملیک کے درست نہیں، الغرض یہ واجب التصدق ہونے کی بنا پر زکوۃ کے حکم میں ہے۔

## ফান্ডের টাকা রক্ষণাবেক্ষণে গাফিলতি হলে জরিমানা দিতে হবে

**প্রশ্ন :** আমাদের শূন্যের চর মুনীরিয়া নূরানী মাদরাসার প্রধান শিক্ষকের কাছে মাদরাসার টাকা আমানত ছিল। চার মাস আগে একদিন তিনি বাড়ি থেকে এসে শিক্ষকদের বললেন, আজ বাড়ি থেকে আসার সময় মাদরাসার কিছু টাকা হারিয়ে ফেলেছি। শিক্ষকগণ বিস্তারিত জানতে চাইলে তিনি বললেন, পাঞ্জাবির পকেটে ৪৩,১৫০ টাকা নিয়ে বাড়ি থেকে রওনা হই। গাড়ি থেকে নেমে দেখি আমার পকেটে কোনো টাকা নেই। শিক্ষকগণ তাঁর পকেটে আর কিছু ছিল কি না জানতে চাইলে তিনি বললেন, টাকা, মোবাইল ও ইনডেক্স ছিল। তবে টাকা ছাড়া বাকি সব কিছু ঠিক আছে। তখন শিক্ষকগণ বললেন, টাকার ওপরে মোবাইল থাকা সত্ত্বেও মোবাইল আছে তাহলে টাকা গেল কোথায়? তিনি প্রতিউত্তরে কিছু বলেননি। অতঃপর এ খবর সভাপতির নিকট পৌঁছলে তিনি ম্যানেজিং কমিটির সকল সদস্যকে নিয়ে বৈঠকে বসলেন। বৈঠকে প্রধান শিক্ষকের বক্তব্য শোনার পর তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, উক্ত টাকাগুলো আপনার এলাকায়

Scanned by CamScanner

কালেকশন করেছেন? তিনি বললেন, না। তখন কমিটির সদস্যগণ বললেন, মাদরাসা থেকে আপনার বাড়ি ২০-২৫ কিঃমিঃ দূরে। অথচ আপনি কারো সাথে পরামর্শ করা ব্যতীত এতগুলো টাকা বাড়িতে নিয়ে গেলেন? এতে প্রতীয়মান হয় যে আপনার যথেষ্ট দুর্বলতা রয়েছে। প্রধান শিক্ষক কমিটিবৃন্দকে আরো বলেন যে এই টাকাগুলো গোরাবা ফান্ডের ছিল, তা এক জায়গায় নিয়ে রেখে ছিলাম, সেখান থেকে আসার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে। কমিটির সদস্যগণের প্রশ্ন হলো, প্রধান শিক্ষকের নিকট গোরাবা ফান্ডের টাকা আরো ছিল, শুধু এগুলো নিলেন কেন? সর্বশেষ কমিটিবৃন্দ এ সিদ্ধান্ত নিল যে ঘটনাটি ফাতওয়া বিভাগে জানানো হোক, সেখান থেকে যে ফয়সালা আসে তাই সঠিক সিদ্ধান্ত বলে বিবেচিত হবে। অতএব হুজুরের নিকট আবেদন উল্লিখিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত প্রধান শিক্ষকের মাদরাসার টাকাগুলোর জরিমানা দিতে হবে কি না?

**উত্তর :** প্রশ্নের বর্ণনা যদি সঠিক হয়ে থাকে, অর্থাৎ প্রধান শিক্ষক মাদরাসার গোরাবা ফান্ডের ৪৩,১৫০ বাড়ি  নিয়ে গিয়ে বাড়ি থেকে উক্ত টাকাসহ আসার সময় টাকাগুলো পাঞ্জাবির পাশের পকেটে রেখে রওনা দেন। অতঃপর গাড়ি থেকে নেমে দেখেন টাকাগুলো হারিয়ে গেছে। যেহেতু বর্তমান পরিস্থিতিতে এতগুলো টাকা পকেটে রেখে গাড়িতে ওঠানামা করা যথাযথ হেফাজতের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই উক্ত টাকার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে তাঁর অবহেলা সুস্পষ্ট। এমতাবস্থায় শরীয়তের বিধান মোতাবেক প্রধান শিক্ষককে উক্ত টাকার জরিমানা দিতে হবে। (১৮/১১২/৭৪৯৯)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤ /٣٤١ : إذا لم يعين مكان الحفظ أو لم ينه عن الإخراج نصا بل أمره بالحفظ مطلقا فسافر بها، فإن كان الطريق مخوفا فهلكت ضمن بالإجماع، وإن كان آمنا ولا حمل لها ولا مؤنة لا يضمن بالإجماع-

📖 البحرالرائق (دارالكتب العلمية) ٧/ ٤٧٢ : (قوله وله أن يسافر بها عند عدم النهي والخوف) أي للمودع أن يسافر الوديعة إذا لم ينهه المودع ولم يخف عليها بالإخراج لأن الأمر مطلق فلايتقيد بالمكان كما لا يتقيد بالزمان قيد بعدم النهي لأنه لو نهاه عن السفر ليس له ذلك وقيد بعدم الخوف لأن الطريق لو كان مخيفا وله بد من السفر كان ضامنا-

📖 آپ کے مسائل اوران کا حل (امدادیہ) ٦ / ١٧٠ : لیکن اگر اس نے امانت کی رقم بعینہ محفوظ نہیں رکھی بلکہ اسے خرچ کر لیا یا اپنی رقم میں اس طرح ملالیا کہ دونوں کے درمیان امتیاز نہ رہا یا اس کی حفاظت میں غفلت کی تو ادا کرنا لازم ہے-

Scanned by CamScanner

## বাক্সে রক্ষিত টাকা চুরি হয়ে গেলে জরিমানা দিতে হবে কি না

**প্রশ্ন :** আমি হেফজ বিভাগের একজন শিক্ষক। এই বিভাগের বেতন ও বোর্ডিংয়ের খরচ আমি ছাত্রদের থেকে নিয়ে থাকি। একদিন আমার অনুপস্থিতিতে বাক্স থেকে ১০ হাজার টাকা চুরি হয়ে যায়। ইতিপূর্বে আরো কয়েকবার টাকা চুরি হয়, সেগুলো পরে পাওয়া যায়। কিন্তু এই ১০ হাজার টাকা পেতে ব্যর্থ হই। পূর্বে কয়েকবার চুরি হওয়ায় বিভাগীয় জিম্মাদার আমাকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন ৫০০ বা এক হাজার টাকার বেশি বাক্সে না রাখার জন্য। এমতাবস্থায় আমার জানার বিষয় হলো, উক্ত ১০ হাজার টাকা কে বহন করবে? আমি, না মাদরাসা?

**উত্তর :** মসজিদ-মাদরাসার টাকা যেখান থেকে পূর্বে অন্য লোকের হস্তগত হয়েছে সেখানে পুনরায় টাকা রাখা এবং টাকা চুরি হয়ে যাওয়ার কারণে আমানতরক্ষককে তার জরিমানা দিতে হবে। কেননা সে আমানতের হেফাজত সঠিকভাবে করেনি। তদ্রূপ সে মুহতামীম সাহেবের নির্দেশকে অমান্য করেছে। (১৬/৭৫২/৬৭৮১)

📖 رد المحتار (سعید) ٥ /٦٧٣ : والمعتبر فی ضمان المودع التقصير فی الحفظ ألا ترى أنه لو وضعها فی داره الحصينة وخرج وكا نت زوجته غيرأمينة يضمن -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤ /٣٤١ : ولو قال احفظها فی هذه البلدة ولا تحفظها فی بلدة أخرى فحفظها فی المنهية ضمن -

📖 احسن الفتاوی(سعید) ۸ / ۵۱۱ : الجواب-عرف عام میں مسجد کا اثاثہ مؤذن کی تحویل میں رہتا ہے اوراس کے پاس امانت ہوتا ہے،اس لئے اگر مناسب حفاظت کے باوجود کوئی نقصان ہو گیاتو مؤذن پر ضمان نہیں اور اگر حفاظت میں غفلت ثابت ہو جائے تو مؤذن پر ضمان ہے۔

## অবৈতনিক উস্তাদের মাদরাসার জমি চাষ করে ভোগ করা

**প্রশ্ন :** আমি একজন মাদরাসার শিক্ষক। মাদরাসাটি চার মাস পূর্বে প্রতিষ্ঠা করি। মাদরাসার কমিটি আমাকে কোনো বেতন দেয় না। মাদরাসার সামনে মাদরাসার কিছু জমি আছে, সেখানে ভবিষ্যতে মাদরাসার ঘর করার চিন্তা আছে। এখন মাদরাসার ছাত্ররা আসরের পর সেখানে খেলাধুলা করে। উক্ত জমির কিছু অংশে শাক-সবজি চাষ করে নিজের কাজে খরচ করি। মাদরাসার কমিটি এগুলো করতে নিষেধ করে না বরং তারা রাজি আছে মনে হয়। আমার জানার বিষয় হলো, এভাবে মাদরাসার ওয়াক্ফকৃত

Scanned by CamScanner

জায়গায় চাষ করে নিজের কাজে ব্যবহার করা বৈধ হবে কি না? এবং উক্ত টাকা বেতন হিসেবে কেটে রাখা যাবে কি না?

**উত্তর :** মাদরাসা কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে মাদরাসার ওয়াক্‌ফকৃত জমিতে শাক-সবজি ইত্যাদির চাষ করে ভোগ করা শিক্ষকের জন্য বৈধ হবে। (১৮/২৭৬)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ /٤٢١ : وللقائم بأمر الوقف أن يزرعها بنفسه ويستأجر فيها الأجراء ويؤدي الأجر من الغلة كذا في الحاوي -

📖 رد المحتار (سعيد) ٤ /٣٦٧ : والذى يبدأ به من ارتفاع الوقف أى من غلته عمارته شرط الواقف أولا ثم ماهو أقرب إلى العمارة، وأعم للمصلحة كالامام للمسجد والمدرس للمدرسة يصرف إليهم إلى قدركفايتهم -

📖 فتاوى محمودیہ (زکریا) ١٧/ ٢٢٠ : سوال- مسجد کی زمین امام صاحب یا مؤذن صاحب کو تنخواہ میں دینا کیسا ہے؟ مثلا پانچ بیگہ زمین امام یا مؤذن کو دیدیا اور کہدیا کہ آپ کو مسجد کی خدمت کے معاوضہ میں پانچ بیگہ زمین دیا آپ اپنی ضرورت کو اس سے پوری کریں خواہ اس زمین سے امام یا مؤذن کو کافی ہو یا نہیں؟ نیز یہ بھی تحریر فرمائیں کہ ہندوستانی زمین عشری ہے یا نہیں؟.... ...

الجواب- حامدا ومصلیا، اس معاملہ پر امام یا مؤذن رضامند ہو جائے اور مسجد کو نقصان نہ ہو تو یہ بھی درست ہے۔

## ভর্তি ফি নেওয়ার হুকুম

**প্রশ্ন :** বছরের শুরুতে বিভিন্ন মাদরাসায় ভর্তি ফি নামে ছাত্রদের থেকে টাকা নেওয়া হয় এবং সাথে সাথে মাসিক খানার টাকাও গ্রহণ করা হয়। উক্ত ভর্তি ফি কতটুকু শরীয়তসম্মত?

**উত্তর :** ভর্তিসংক্রান্ত কার্যাদি আঞ্জাম দেওয়ার বিনিময় হিসেবে ভর্তিকালীন সময়ে ছাত্রদের থেকে ভর্তি ফি বাবদ টাকা গ্রহণ করা শরীয়তসম্মত। (১৮/২৮০/৭৫৭১)

📖 الدر المختار ٩٢/٦ : (يستحق القاضي الأجر على كتب الوثائق) والمحاضر والسجلات (قدر ما يجوز لغيره كالمفتي) فإنه يستحق أجر

Scanned by CamScanner

المثل على كتابة الفتوى؛ لأن الواجب عليه الجواب باللسان دون الكتابة بالبنان۔

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۳ /۳۹۴ : سوال- در مدارس ایں دیار از طالبان فیس گرفتہ میشود آیا از طفلان نابالغ کہ یتیماں نیز درآں موجود اند بشرط اجازت ولی فیس گرفتن جائز است یانہ؟

الجواب- فیس اجرت ست اجرت عمل کہ نفعش بہ نابالغ عائد باشد از مال او گرفتن جائز است باذن ولی۔

## ভর্তি ফি تبرع এর অন্তর্ভুক্ত

**প্রশ্ন :** আমাদের দেশে মাদরাসাগুলোতে প্রচলিত ভর্তি ফি-কে ফিকহের পরিভাষায় কী বলে? এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে এর হুকুম কী?

**উত্তর :** ভর্তি ফি-কে তাবাররু (تبرع) হিসেবে গণ্য করে বৈধ বলা হয়। (১৫/৮৪/৫৭১৯)

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۳/ ۲۲۳ : سوال- مدارس میں فیس داخلہ اور فیس ماہواری طلبہ سے لینا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب- جائز ہے، کیونکہ یہ اجرت نہیں بلکہ چندہ ہے اور چندہ میں شرط جائز ہے کیونکہ اس سے جبر لازم نہیں آتا جس کو شرط منظور نہ ہوگی اس کو عدم داخلہ کا اختیار ہوگا۔

## ভর্তি ফির খাত ও মধ্য বছরে বিদায়ী ছাত্রের টাকা ফেরত দেওয়া

**প্রশ্ন :** ১) মাদরাসায় ভর্তি বাবদ যে টাকা নেওয়া হয় তা প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মে ব্যবহারযোগ্য কি না? যেমন–শিক্ষকদের বেতন, মাদরাসার নির্মাণকাজ ইত্যাদি।

২) কোনো ছাত্র বছরের মাঝে কোনো কারণে মাদরাসা থেকে চলে যায় অথচ সে তো ভর্তি হয়েছে এক বছর–দশম শ্রেণী পর্যন্ত। এখন বছরের মাঝে চলে যাওয়ার কারণে মাদরাসা কর্তৃপক্ষকে কি বাকি বছরের টাকা ফেরত দেওয়া জরুরি।

**উত্তর :** ভর্তি ফির নামে যা নেওয়া হয় তা বাস্তবে এককালীন চাঁদা হিসেবে ধর্তব্য হয় বিধায় ওই টাকা প্রতিষ্ঠানের যেকোনো খাতে ব্যয় করা সহীহ হবে। ভর্তি ফির উক্ত ব্যাখ্যা মোতাবেক ছাত্র বছরের যেকোনো সময় চলে গেলে ফির টাকা ফিরিয়ে দিতে হবে না। (১০/৮৯২/৩৩৭৫)

Scanned by CamScanner

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۳/ ۲۲۳ : سوال- مدارس میں فیس داخلہ اور فیس ماہواری طلبہ سے لینا جائز ہے یا نہیں؟
الجواب- جائز ہے، کیونکہ یہ اجرت نہیں بلکہ چندہ ہے اور چندہ میں شرط جائز ہے کیونکہ اس سے جبر لازم نہیں آتا جس کو شرط منظور نہ ہوگی اس کو عدم داخلہ کا اختیار ہوگا۔ ودليله أنه صلى الله عليه وسلم قال لمن أضافه وعائشة؟ قال: لا، قال فلا إذن، حتى قال في الثالثة: عائشة قال فنعم.

## ভর্তি ফি ও মাসিক চাঁদা নেওয়ার হার

**প্রশ্ন :** আমাদের এলাকার কওমী মাদরাসায় ছাত্রদের থেকে ভর্তি ফি নেওয়া হয় না এবং মাসিক কিছু চাঁদাও নেওয়া হয় না। উক্ত মাদরাসার আয়ের কোনো উল্লেখযোগ্য খাতও নেই। প্রতি মাসে উস্তাদগণের বেতন আদায় করা সম্ভব হয় না। তাই কমিটির লোকজন ছাত্রদের থেকে ভর্তির ফি ও মাসিক চাঁদা নিতে বলেন। প্রশ্ন হলো, ছাত্রদের থেকে ভর্তির ফি এবং মাসিক চাঁদা নেওয়ার হুকুম কী? যদি বৈধ হয় তাহলে কি নূরানী, মক্তব, হেফজখানা এবং কিতাবখানার ছাত্রদের থেকে সমানহারে টাকা নেবে? না স্তর হিসেবে কমবেশি করে নিতে হবে।

**উত্তর :** মাদরাসা পরিচালনা কমিটি মাদরাসা পরিচালনার ক্ষেত্রে শরীয়তসম্মত যেকোনো পন্থা অবলম্বন করতে পারবে। ভর্তির ফি ও মাসিক চাঁদা নেওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ বিধায় মাদরাসা কমিটি ছাত্রদের থেকে ভর্তি ফি বা মাসিক চাঁদা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে যে হারেই হোক না কেন তা নেওয়া অবৈধ হবে না। (১৬/৭৭৫/৬৭৯৯)

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۳ /۳۹٤ : الجواب- فیس اجرت ست اجرت عمل کہ نفعش بہ نابالغ عائد باشد از مال او گرفتن جائز است باذن ولی۔

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۳/ ۲۲۳ : سوال- مدارس میں فیس داخلہ اور فیس ماہواری طلبہ سے لینا جائز ہے یا نہیں؟
الجواب- جائز ہے، کیونکہ یہ اجرت نہیں بلکہ چندہ ہے اور چندہ میں شرط جائز ہے کیونکہ اس سے جبر لازم نہیں آتا جس کو شرط منظور نہ ہوگی اس کو عدم داخلہ کا اختیار ہوگا۔ ودليله أنه صلى الله عليه وسلم قال لمن أضافه وعائشة؟ قال: لا، قال فلا إذن، حتى في الثالث: عائشة قال نعم.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ۲ /۲۸۱ : الجواب- یہ کوئی جبری معاملہ نہیں، بلکہ داخلہ لینے والے کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس شرط کو منظور کر کے داخلہ لے یا شرط نامنظور کر کے داخلہ نہ

Scanned by CamScanner

لے اور نہ یہ اجرت ہے بلکہ اس کی حیثیت چندہ کی ہے۔ اور چندہ میں شرط لگانا جائز ہے، کمافی امداد الاحکام ۳ /۶۰۲ : الجواب - جائز ہے کیونکہ یہ اجرت نہیں اور چندہ ہے اور چندہ میں شرط جائز ہے کیونکہ اس سے جبر لازم نہیں آتا، جس کو منظور نہ ہوگی اس کو عدم داخلہ کا اختیار ہوگا۔

## ভর্তি ফি শিক্ষার বিনিময় নয়

**প্রশ্ন :** মাদরাসার ভর্তির ফি'কে ফিকহের পরিভাষায় কী বলা হয়? তা কি উজরতে তা'লীমের আওতায় পড়ে? ভর্তি হওয়া কি সম্পদের অন্তর্ভুক্ত?

**উত্তর :** ভর্তির ফি শিক্ষার বিনিময়ের আওতাভুক্ত নয়, বরং তা মূলত চাঁদার পর্যায়ভুক্ত। অর্থাৎ উক্ত প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার জন্য ভর্তির ফি'কে চাঁদা হিসেবে দেওয়ার শর্ত করা যেতে পারে। এ কারণে হযরত থানভী (রহ.) ভর্তির ফি নামে কিছু নেওয়াকে পছন্দ করতেন না। তবে কেউ উপরোক্ত বর্ণনা মোতাবেক ভর্তির ফি নিলে তা অবৈধও হবে না। (১৬/৩৫৯/৬৫২৪)

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۳ /۳۹۴ : الجواب - فیس اجرت ست اجرت عمل کہ نفعش بہ نابالغ عائد باشد از مال او گرفتن جائز است باذن ولی۔

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد) ۶ /۲۸۱ : الجواب - یہ کوئی جبری معاملہ نہیں، بلکہ داخلہ لینے والے کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس شرط کو منظور کر کے داخلہ لے یا شرط نامنظور کر کے داخلہ نہ لے اور نہ یہ اجرت ہے بلکہ اس کی حیثیت چندہ کی ہے۔ اور چندہ میں شرط لگانا جائز ہے، کمافی امداد الاحکام ۳ /۶۰۲ : الجواب - جائز ہے کیونکہ یہ اجرت نہیں اور چندہ ہے اور چندہ شرط جائز ہے کیونکہ اس سے جبر لازم نہیں آتا، جس کو منظور نہ ہوگی عدم داخلہ اختیار ہے۔

## যেকোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি ফি নেওয়া বৈধ

**প্রশ্ন :** আমাদের দেশে স্কুল বা মাদরাসায় ভর্তির সময় ভর্তির ফি নিয়ে থাকে। শরীয়তে এর কোনো ভিত্তি আছে কি না?

**উত্তর :** স্কুল বা মাদরাসার ভর্তির সময় যে ফি নেওয়া হয় তা প্রতিষ্ঠানের চাঁদার অন্তর্ভুক্ত বিধায় জায়েয। (১৩/১০৪/৫১৫৭)

Scanned by CamScanner

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۳/ ۲۲۳ : سوال- مدارس میں فیس داخلہ اور فیس ماہواری طلبہ سے لینا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب- جائز ہے، کیونکہ یہ اجرت نہیں بلکہ چندہ ہے اور چندہ میں شرط جائز ہے کیونکہ اس سے جبر لازم نہیں آتا جس کو شرط منظور نہ ہوگی اس کو عدم داخلہ کا اختیار ہوگا-ودليله أنه صلى الله عليه وسلم قال لمن أضافه وعائشة؟ قال: لا، قال فلا إذن، حتى فى الثالث: عائشة قال نعم.

## মাদরাসার কিতাব প্রদান বাবদ ফি নেওয়া

**প্রশ্ন :** মাদরাসার ওয়াক্‌ফকৃত কিতাবাদি ছাত্রদের পড়তে দেওয়ার সময় বাঁধাই ইত্যাদির জন্য তাদের থেকে কিতাবপ্রতি ফি নেওয়ার বিধান কী?

**উত্তর :** মাদরাসার ওয়াক্‌ফকৃত কিতাব গ্রহণকারী ছাত্রদের থেকে কিতাবপ্রতি ফি নেওয়া বৈধ হবে না। তবে ভর্তি ফির সাথে কুতুবখানা বাবদ চাঁদার একটি পরিমাণ ভর্তীচ্ছু সকল ছাত্র থেকে নেওয়া যেতে পারে। (১৫/৮৪/৫৭১৯)

📖 شرح المجلة ص ٤٥٠ :المستعير يملك منفعة العارية بدون بدل فليس للمدير أن يطلب من المستعير أجرتها بعد الاستعمال لأن الإعارة تمليك المنفعة مجانا أى بلاعوض -

## মাদরাসার ফান্ডের টাকায় মেহমানদারি করা

**প্রশ্ন :** কওমী মাদরাসার সাধারণ ফান্ড থেকে উলামায়ে কেরাম, মুবাল্লিগ এবং অন্য মেহমানদের মেহমানদারি এবং আপ্যায়নের জন্য খরচ বৈধ কি না? উল্লেখ্য, তাদের দ্বারা মাদরাসার আর্থিক কিংবা ইলমী দিক দিয়ে উপকৃত হয়, অথবা তারা মাদরাসার কর্মকাণ্ডে আন্তরিকভাবে জড়িত। এ ব্যাপারে শরয়ী হুকুম জানালে উপকৃত হব।

**উত্তর :** মাদরাসার সাধারণ ফান্ডে যারা দান করে থাকে তাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুমতিক্রমে এবং তাদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী উক্ত টাকা ব্যয় করা জরুরি। সাধারণত তারা এ ফান্ডে এ উদ্দেশ্যে দান করে যে এর দ্বারা মাদরাসা যেকোনোভাবে উপকৃত হোক। আর প্রশ্নে উল্লিখিত মেহমানদের দ্বারা মাদরাসা উপকৃত হচ্ছে, তাই এ ফান্ড থেকে তাদের মেহমানদারি করা যাবে। তবে মেহমানদারির জন্য মাদরাসা কর্তৃপক্ষের

Scanned by CamScanner

ভিন্ন ফান্ড রাখা উচিত, যাতে নিঃসন্দেহে-নিঃসংকোচে উক্ত ফান্ড থেকে মেহমানদের জন্য ব্যয় করা যায়। (১৮/৩৬০/৭৬২২)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ /٤٣٠ : مسجد له مستغلات وأوقاف أراد المتولي أن يشتري من غلة الوقف للمسجد دهنا أو حصيرا أو حشيشا أو آجرا أو جصا لفرش المسجد أو حصى قالوا: إن وسع الواقف ذلك للقيم وقال: تفعل ما ترى من مصلحة المسجد كان له أن يشتري للمسجد ما شاء-

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ٦/ ٧٨ : ان عبارت سے مستفاد ہوتاہے کہ صورت مسئولہ میں اگرچندہ دہندگاں کی اجازت اور رضامندی صراحۃ یادلالۃ ہو توان مخصوص لوگوں کی مہمان نوازی جن کی ذات سے مدرسہ کو معتدبہ نفع کی توقع ہو درست ہے ورنہ مہتمم اور اہل شوری اپنے پاس سے خرچ کریں۔

## মেহমান ও যাদের জন্য খানা বরাদ্দ নেই তাদের বিনা মূল্যে মাদরাসার খানা খাওয়ানো

**প্রশ্ন :** মাদরাসার মুহতামীম সাহেব বা বোর্ডিং সুপার বোর্ডিংয়ের খানা যারা খায় তারা ছাড়া অন্যান্য ছাত্র-শিক্ষক কিংবা মাদরাসার কোনো মেহমানকে বিল পরিশোধ করা ব্যতীত খাওয়ানোর শরয়ী অধিকার আছে কি না?

**উত্তর :** মাদরাসার নীতিমালার ভিত্তিতে যে সকল শিক্ষকের জন্য খানা বরাদ্দ নেই তাদের বিনা মূল্যে খাওয়ানোর অনুমতি নেই। তবে মাদরাসার পক্ষ থেকে যদি মেহমানদারি করানোর নিয়ম চালু থাকে এবং ওই নিয়মের আওতাভুক্ত মেহমান হয় তবে বিনা মূল্যে মেহমানদারি করানো যাবে। (১১/৮৯৫/৩৭৪৯)

📖 تنقيح الفتاوى الحامدية (دار المعرفة) ١/ ١٢٣ : قال في الإسعاف يجب صرف الغلة على ما شرط الواقف وفي غيره شرط الواقف كنص الشارع أي في المفهوم والدلالة-

📖 رد المحتار (سعيد) ٤ / ٤٩٥ : وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه، سواء كان نصه في الوقف نصا أو

Scanned by CamScanner

ظاهرا اهوهذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم، شرط الواقف كنص الشارع فيجب اتباعه كما صرح به في شرح المجمع للمصنف.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ٢/ ٧٨ : ان عبارت سے مستفاد ہوتا ہے کہ صورت مسئولہ میں اگرچندہ دہندگاں کی اجازت اور رضامندی صراحۃ یادلالۃ ہو توان مخصوص لوگوں کی مہمان نوازی جن کی ذات سے مدرسہ کو معتد بہ نفع کی توقع ہو درست ہے ورنہ مہتمم اور اہل شوری اپنے پاس سے خرچ کریں۔

## যাকাত ফান্ডের খানা উস্তাদ ও মেহমানকে দেওয়া

**প্রশ্ন :** কওমী মাদরাসার লিল্লাহ বোর্ডিংগুলোতে এতিম, গরিব ও মিসকিন ছাত্রদের জন্য যে খানাগুলো যাকাত ফান্ড থেকে পাকানো হয় এসব খাবার মাদরাসার উস্তাদগণ খেতে পারবে কি? এ ছাড়া মাদরাসায় আগত মেহমানগণের মেহমানদারি উক্ত খাবার থেকে করা জায়েয হবে কি?

**উত্তর :** যাকাতের টাকা বা তার বিনিময়ে ক্রয়কৃত অন্য কোনো জিনিস যাকাতের হকদার (উপযোগী) ব্যক্তিদের প্রাপ্য। তাই মাদরাসার লিল্লাহ বোর্ডিং ও যাকাত ফান্ড থেকে পাকানো খানা যাকাতের হকদার ব্যক্তিরাই খেতে পারবে। (১/৩৭৬)

📖 الفقه الإسلامى وأدلته ٢/ ٨٧٥ : اتفق جماهير فقهاء المذاهب على انه لا يجوز صرف الزكوة الى غير من ذكرالله تعالى من بناء المسجد ... ... مما لا تمليك فيه -

## কোরআন শরীফ ক্রয়ে প্রদত্ত টাকা অন্য খাতে ব্যয় করা

**প্রশ্ন :** লোকজন কোরআন শরীফ ক্রয় করার জন্য মাদরাসায় টাকা দিয়ে থাকে, কিন্তু বর্তমানে উক্ত মাদরাসায় প্রয়োজনীয় কোরআন শরীফ থাকায় কোরআন শরীফ ক্রয় করার প্রয়োজন নেই। ওই টাকা দিয়ে তাফসীর বা হাদীসের কিতাব ইত্যাদি ক্রয় করা যাবে কি না? অথবা মাদরাসার অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করা যাবে কি না?

**উত্তর :** কোনো ব্যক্তি নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করার জন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে টাকা দান করলে তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুমতি ছাড়া উক্ত টাকা অন্য খাতে ব্যয় করা বৈধ নয়। তাই প্রশ্নের বর্ণনা মতে কোরআন শরীফের জন্য দেওয়া টাকা দ্বারা দাতাদের অনুমতি ছাড়া

Scanned by CamScanner

তাফসীর বা হাদীসের কিতাব ক্রয় করা বা অন্য কোনো কাজে ব্যয় করা বৈধ হবে না।
(১৮/৫৬৪/৭৭০৮)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٦ /٣١ : ولو وكله بشراء ألية لا يملك أن يشتري لحما؛ لأنهما مختلفان اسما ومقصودا.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٤٤٥ : على أنهم صرحوا بان مراعاة الواقفين واجبة.

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۳ /۱۷۳ : الجواب- جب پیسہ دینے والا چراغ مسجد کا نام لیتا ہے تو دوسرے مصرف میں اس رقم کو صرف کرنا جائز نہیں اگر چراغ کیلئے ضرورت کم ہو اور دوسرے کام کیلئے رقم کی ضرورت ہو تو پیسہ دینے والے سے بصراحت اجازت لینی چاہئے کہ اگر تیل کی ضرورت نہ ہو تو ہم اس رقم کو دوسرے مصارف مسجد میں صرف کردیں یا نہیں؟ اگر وہ اجازت دے دے تو پھر اس رقم کو صرف کرنا جائز ہو جائے گا۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۸ /۳۱۵ : الجواب - جب دینے والے محض افطار کیلئے دیتے ہیں تو بغیر ان کی اجازت کے دوسرے کام میں صرف کرنا جائز نہیں کیونکہ متولی ایسی حالت میں معطی کا وکیل ہے اور وکیل کو مؤکل کے امر کے خلاف صرف کرنا درست نہیں۔

## মাদরাসার আয়-ব্যয় ও পরিচালনার রূপরেখা

**প্রশ্ন :** আমরা মহাখালী টিঅ্যান্ডটি কলোনি কওমী মাদরাসার বিভিন্ন লেনদেন নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে চালিয়ে যাচ্ছি। আপনার নিকট আবেদন হলো, এসব পদ্ধতি শরীয়তসম্মত কি না? যদি না হয় তাহলে শরয়ী পদ্ধতিটি জানালে উপকৃত হব।

১. মাদরাসার মূল ফান্ড তিনটি :

(ক) সাধারণ ফান্ড, (খ) গোরাবা ফান্ড ও (গ) বোর্ডিং ফান্ড।

সাধারণ ফান্ডে রয়েছে (১) সাধারণ ফান্ড, (২) নির্মাণ ফান্ড, (৩) কুতুবখানা ফান্ড ও (৪) ছাত্র পাঠাগার ফান্ড।

এই সাধারণ ফান্ডের কালেকশন যিনি করেন তিনি মাদরাসার বেতনভুক্ত শিক্ষক বা স্টাফ হোক, (মুহতামীম, নায়েবে মুহতামীম ব্যতীত) অথবা বাইরের কোনো লোক হোক যে পরিমাণ তিনি কালেকশন করেন তার ২৫% হারে পুরস্কার বাবদ তাকে দিয়ে থাকি।

কুতুবখানা ফান্ড থেকে সাধারণত পুরস্কার দেওয়া হয় না, তবে কখনো কেউ দাবি করলে তা দেওয়া হয়ে থাকে।

পাঠাগার ফান্ড থেকে কোনো পুরস্কার দেওয়া হয় না।

Scanned by CamScanner

উল্লেখ্য, এসব আমরা করছি যাতে কালেকশনকারী আগ্রহ নিয়ে ভালো করে কালেকশন করে।
আর গোরাবা ফান্ড থেকেও যিনি কালেকশন করেন তাঁকে ২৫% হারে পুরস্কার বাবদ দিয়ে থাকি।
রমাজান মাসে যাকাত কালেকশনের জন্য দু-একজন শিক্ষক রাখা হয়। তাদের অন্য মাসের সমপরিমাণ বেতন-ভাতা ও খানা এবং বোনাস নামে ৬০০ টাকা পুরোটা গোরাবা ফান্ড থেকে দেওয়া হয়।
দুই ঈদে গোরাবা ফান্ডের কালেকশনের সাথে জেনারেল ফান্ডের কালেকশনও হয়। তবে জেনারেল ফান্ড থেকে ২৫% হারে পুরস্কার দেওয়া হয় কিন্তু ভাতা-বোনাস ও খাবারের টাকা সম্পূর্ণ গোরাবা ফান্ড থেকে দেওয়া হয়। তবে জেনারেল ফান্ড থেকে টেলিফোন বিল দেওয়া হয়ে থাকে।
কোরবানীর সাথে যদি কোনো নগদ টাকা বা দান পাওয়া যায়, তার পুরস্কার দেওয়া হয় না।
আবার চামড়ার টাকার ওপর কোনো পুরস্কার দেওয়া হয় না।

২. জনৈক দানবীর ১২ জন এতিমের খরচ বাবদ প্রতি মাসে ১২০০ টাকা করে দেন। তা থেকে তাদের মাসিক বেতন ১০০ টাকা ও তিন বেলা খানা বিল হিসেবে কর্তন করার পর যে টাকা উদ্বৃত্ত হয়, তা থেকে বছরান্তে কিছু টাকা পুরস্কার হিসেবে ওই মাসিক অনুদানকারীকে দেওয়া হয়। বাকি টাকা মাদরাসার আনুষঙ্গিক ব্যয় হিসেবে মাদরাসা ফান্ডে রসিদের মাধ্যমে জমা হয়। অনেক সময় তাদের এ টাকা থেকে তাদের অন্য প্রয়োজনও মেটানো হয়।
আর রমাজান মাসে যেহেতু মাদরাসা বন্ধ থাকে সে মাসের টাকা আমরা গোরাবা ফান্ডে জমা করে থাকি।
আবার কখনো কখনো যখন দেখি গোরাবা ফান্ডে টাকা বেশি তখন এতিম ও গরিব ছাত্রদের আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ কিছু টাকা গোরাবা ফান্ড থেকে ভাউচার করে রসিদের মাধ্যমে সাধারণ ফান্ডে নিয়ে যায়।
মান্নতের খাসি এলে এতিম ও গরিব এবং অন্যান্য ছাত্র-শিক্ষক যারা বোর্ডিংয়ে খায় তারা সকলেই তা থেকে খেয়ে থাকে। কোনো মূল্য ধার্য করা হয় না।

৩. দাওয়াতের খানা এলে সকলেই খায়, তাতে বোর্ডিংয়ে যারা খায় তাদের বিল উঠানো হয় না।

৪. বোর্ডিংয়ের বাবুর্চি খাসি-ছাগল বানান। তাই আমরা তাঁকে বিনিময় হিসেবে ছাগলের চামড়া দিয়ে থাকি। চাই ছাগলটি মান্নতের হোক বা সদকার হোক।

৫. বোর্ডিং ফান্ড :

Scanned by CamScanner

এককালীন ফান্ড বছরের শুরুতে খানা জারি করার সময় ফ্রি হোক কিংবা খোরাকি দিয়ে হোক এককালীন ৫০০ টাকা নেওয়া হয়। এ টাকা থেকে বাবুর্চিদের থাকার জন্য ও অন্যান্য আসবাব রাখার জন্য একটি কামরার ভাড়া বাবদ খরচ করা হয়। বোর্ডিংয়ের গ্যাস বিল, হাড়ি-পাতিল, চুলা ঠিক করা ও অন্যান্য আসবাব ক্রয় করা হয়।

খোরাকির নগদ টাকা : ছাত্রদের থেকে ছোট হোক বা বড় সকলের থেকে তিন বেলার জন্য ১২০০ টাকা অগ্রিম আমানতস্বরূপ গ্রহণ করা হয়। মাসের শেষে বিল হিসেবে তা থেকে নেওয়া হয়। উদ্বৃত হলে তার নামে পরের মাসে জমা করা হয়।

বোর্ডিংয়ের খোরাকির টাকা থেকে কারেন্ট বিল পরিশোধ করা হয়। কেননা যারা বোর্ডিংয়ে খায় ও থাকে তারাই বিদ্যুৎ ব্যবহার করে।

খোরাকি দিয়ে হোক বা ফ্রি হোক, সকল ছাত্র-শিক্ষকের খাবার একসাথে পাক করা হয়। মাস শেষে শিক্ষকদের খোরাকির টাকা জেনারেল ফান্ডে ভাউচার করে বোর্ডিংয়ে রসিদের মাধ্যমে বোর্ডিং ফান্ডে জমা করা হয়।

ম্যানেজার ও বাবুর্চিদের খাবারের আলাদা হিসাব হয় না। তারা সবার সাথে খেয়ে থাকে এবং তাদের সমুদয় বেতন বোর্ডিং ফান্ড থেকে দেওয়া হয়।

ছোট ছাত্ররা শুধু ভাত কম খায়, তরকারি সমানভাবে দেওয়া হয়। তাই তাদের থেকেও টাকা সমানভাবে নেওয়া হয়, অনেক সময় কম নেওয়ার চিন্তা করেও সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয় না।

সকালবেলা একদিন পরোটা রুটি দেওয়া হয়; সেখানে উস্তাদদের জন্য একটি রুটি করে দেওয়া হয়। তাই তাদের নামে একটি রুটির টাকা আলাদা হিসাব করে আলাদাভাবে তাদের নামে উঠানো হয়।

কোনো কোনো সময় কোনো ছাত্র বা শিক্ষক বোর্ডিংয়ের খাবার কোনো কারণে খেতে না পারলে তাকে নগদে ১০ টাকা দেওয়া হয় এবং তা সকলের সাথে হিসাব করা হয়। অতএব জনাবের নিকট আকুল আবেদন, আমাদের লেনদেনের এ পদ্ধতি শরীয়তসম্মত কি না? যদি সঠিক না হয় তাহলে সঠিক পদ্ধতি জানিয়ে বাধিত করলে চির কৃতজ্ঞ হব।

**উত্তর : ১.** কমিশনের মাধ্যমে কালেকশন করার উল্লিখিত সব প্রশ্নের উত্তর নিম্নে দেওয়া হলো :

কমিশনের মাধ্যমে চাঁদা করার বিধান হলো, যদি কালেকশনকারী উক্ত মাদরাসার বেতনভুক্ত শিক্ষক অথবা স্টাফ হন, তাহলে তাঁকে কিছু টাকা পুরস্কার হিসেবে দেওয়া জায়েয হবে।

তবে যদি তিনি গোরাবা ফান্ডের (যাকাত, সদকায়ে ফিতির, কোরবানীর চামড়া, মান্নত ও কাফ্ফারার) টাকা কালেকশন করেন তাহলে তাকে পুরস্কার মাদরাসার সাধারণ ফান্ড থেকে দেওয়া যেতে পারে। কেননা, গোরাবা ফান্ডের টাকা অবশ্যই মাদরাসায় জমা করতে হবে।

Scanned by CamScanner

আর রমাজান মাসে যে দু-একজন শিক্ষক যাকাত কালেকশন করেন তাঁদের বেতন ও খাওয়া এবং বোনাস গোরাবা ফান্ড থেকে দেওয়া শরীয়তসম্মত নয়। বরং গোরাবা ফান্ডের টাকাকে শরীয়তসম্মত পন্থায় হীলায়ে তামলীকের মাধ্যমে সাধারণ ফান্ডে নিয়ে উক্ত শিক্ষকদের বেতন বোনাস সাধারণ ফান্ড থেকে দেওয়া শরীয়তসম্মত হবে। আর যদি কালেকশনকারী মাদরাসার বেতনভুক্ত কোনো শিক্ষক বা স্টাফ না হন তাহলে উক্ত চুক্তি, অর্থাৎ কমিশনের ওপর কালেকশন করা তাঁর জন্য বৈধ হবে না। তবে বৈধ পদ্ধতি হল মাসিক বেতন নির্ধারণ করে তার দ্বারা কালেকশন করানো। (১৮/৩০৪/৭৫৯০)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٦ / ٤٦ : (تفسد الإجارة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد فكل ما أفسد البيع) مما مر (يفسدها) كجهالة مأجور أو أجرة أو مدة أو عمل.

📖 فيه أيضا ٦ / ٥ : وشرطها كون الأجرة والمنفعة معلومتين؛ لأن جهالتهما تفضي إلى المنازعة.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٣ / ٢٩٣ : ولا تصح حتى تكون المنافع معلومة، والأجرة معلومة لما روينا، ولأن الجهالة في المعقود عليه وبدله تفضي إلى المنازعة كجهالة الثمن والمثمن في البيع.

📖 احسن الفتاوى (سعيد) ٧ /٢٧٦ : سوال- بعض مدارس میں سفراء حصہ پر کام کرتے ہیں یعنی وصول شدہ رقم سے تیسرا یا چوتھا حصہ خود لیتے ہیں باقی رقم مدرسہ میں جمع کرواتے ہیں، آیا یہ طریقہ صحیح ہے یا نہیں؟

الجواب- یہ معاملہ دووجہ سے جائز نہیں،

(۱) اجرت من العمل ہے جو ناجائز ہے.... ...

(۲) اجیر اس عمل پر بنفسہ قادر نہیں، قادر بقدرۃ الغیر ہے،اس کا عمل چندہ دینے والوں کے عمل پر موقوف ہے اور قادر بقدرۃ الغیر بحکم عاجز ہوتا ہے جبکہ صحت اجارہ کے لئے قدرت بنفسہ شرط ہے، چنانچہ قفیز طحان کے فساد کی علت بھی یہی ہے کہ مستاجر قادر علی الاجرۃ بقدرۃ العامل ہے،بنفسہ قادر نہیں۔

২. যে ব্যক্তি ১২ জন এতিমের খরচের জন্য প্রতি মাসে ১২০০ টাকা দেন, যদি তা তাঁর নফল সদকা, অর্থাৎ যাকাত, ফিতরা, মান্নত, কাফ্ফারা ও কোরবানীর চামড়ার টাকা না হয় তাহলে তা থেকে এতিমের বোর্ডিং খরচ ও মাসিক বেতন দেওয়ার পর উদ্ধৃত টাকা থেকে যিনি অনুদানটা নিয়ে আসেন তাঁকে পুরস্কার বাবদ কিছু টাকা দেওয়া ও এতিমদের অন্যান্য খরচ বাবদ কিছু টাকা সাধারণ ফান্ডে জমা দেওয়া শরীয়তসম্মত হবে না। তবে এ ক্ষেত্রে সাধারণ ফান্ডে জমা করার জন্য অবশ্যই হীলায়ে তামলীক করে নিতে হবে।

Scanned by CamScanner

আর মান্নতের ছাগল শুধুমাত্র গরিব-এতিম ছাত্ররাই খেতে পারবে। তারা ব্যতীত ধনী ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দ খেতে পারবে না। তবে শরীয়তসম্মত পন্থায় হীলায়ে তামলীক করে থাকলে সকলে খেতে পারবে।

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٣٥١ : (قوله: وجازت التطوعات إلخ) قيد بها ليخرج بقية الواجبات كالنذر والعشر والكفارات-

📖 البحرالرائق (دار الكتاب الإسلامي) ٢ / ٢٦٣ : لأن النفل يجوز للغني كما للهاشمي، وأما بقية الصدقات المفروضة والواجبة كالعشر والكفارات والنذور وصدقة الفطر فلا يجوز صرفها للغني لعموم قوله - عليه الصلاة والسلام - «لا تحل صدقة لغني» خرج النفل منها؛ لأن الصدقة على الغني هبة كذا في البدائع-

📖 احسن الفتاوی(سعید) ٤ /٢٦٩ : الجواب-طلبہ کا کھانا جو مقرر ہوتا ہے اگر وہ واجب مثل کفارہ اور عشر اور نذر اور زکوۃ نہیں ہے تو طلبہ کے ساتھ ان کی اجازت سے غنی بھی کھا سکتا ہے ،اور اگر ان میں سے کسی ایک میں کھانا مقرر ہوا ہے تو جب وہ طالب علم کسی کو مالک بنادے اس وقت غنی اس کھانے کو کھا سکتا ہے صرف ساتھ کھلانے سے اس کا درست نہیں ہے۔

📖 خیر الفتاوی(زکریا) ٣ / ٤٠٥ : صدقات واجبہ کے مجموعہ میں سے جو کھانا پکتا ہے اس کا جتنا حصہ ملازم کو تنخواہ میں دیا جائے گا اس کے حصہ جتنا سب کے برابر زکوۃ وصدقہ واجبہ ادا نہ ہوگا اور اہل مدرسہ کا ذمہ اس کے ساتھ مشغول رہیگا البتہ اگر کھانا قیمۃ لیا جائے اور قیمت پھر مستحقین پر خرچ کردی جائے اور ان کو دے دی جائے تو کھانا لینے کی گنجائش ہے۔

৩. দাওয়াত কবুল করা সুন্নাত হিসেবে সকলে খেতে পারবে।

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥ /٣٤٣ : ولو دعي إلى دعوة فالواجب أن يجيبه إلى ذلك، وإنما يجب عليه أن يجيبه إذا لم يكن هناك معصية، ولا بدعة، وإن لم يجبه كان عاصيا-

৪. মাদরাসায় মান্নত বা নফল সদকার ছাগল এলে বাবুর্চিকে উক্ত ছাগল বানানোর বিনিময় হিসেবে চামড়া দিয়ে দেওয়া জায়েয নয়। বরং চামড়া বিক্রি করে বাবুর্চিকে নির্ধারিত কিছু টাকা দিয়ে দেবে।

📖 الدر المختار (سعيد ) ٦/ ٥٦ : (ولو) (دفع غزلا لآخر لينسجه له بنصفه) أي بنصف الغزل (أو استأجر بغلا ليحمل طعامه ببعضه أو ثورا ليطحن بره ببعض دقيقه) فسدت في الكل؛ لأنه استأجره بجزء من

Scanned by CamScanner

عمله، والأصل في ذلك نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن قفيز الطحان وقدمناه في بيع الوفاء.

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۲ / ۲۸۰ : ... دوسری وجہ یہ ہے کہ کام کرنے والے نے جو کام کیا ہو اسی میں سے اجرت دینا ناجائز ہے۔

৫. বোর্ডিংয়ের এককালীন ফান্ডে, অর্থাৎ বছরের শুরুতে খানা জারি করার সময় ফ্রি হোক, টাকায় হোক এককালীন ৫০০ টাকা নিয়ে বাবুর্চিদের থাকার জন্য ও অন্যান্য আসবাব রাখার জন্য একটি কামরার ভাড়া বাবদ খরচ করা এবং বোর্ডিংয়ের গ্যাস বিল, হাড়ি-পাতিল ও চুলা ঠিক করার অন্যান্য আসবাব ক্রয় করা শরীয়তসম্মত হবে।
ছাত্র ছোট হোক কিংবা বড় হোক সবার থেকে তিন বেলার জন্য ১২০০ টাকা অগ্রিম আমানতস্বরূপ গ্রহণ করে, মাসের শেষে বিল হিসেবে তা থেকে কর্তন করার পর উদ্বৃত্ত হলে তা উক্ত ছাত্রের নামে পরের মাসে জমা করার পদ্ধতি শরীয়তসম্মত।
যারা বোর্ডিংয়ে খায় ও থাকে শুধু তাদের খোরাকির টাকা থেকেই বিদ্যুৎ বিল গ্রহণ করা অনুচিত, বরং তা সবার থেকে ব্যবহারের তারতম্য হিসেবে গ্রহণ করা যৌক্তিক।
সবার খানা একসাথে পাক হওয়ার পর মাস শেষে শিক্ষকদের টাকা জেনারেল ফান্ডে ভাউচার করে বোর্ডিং ফান্ডে জমা করা শরীয়তসম্মত।
যদি বাবুর্চি এবং ম্যানেজার শুধু গরিব ছাত্রদের খানা পাক করেন তাহলে তাঁরা গোরাবা ফান্ড থেকে খাবেন এবং বেতনও নেবেন, অন্যথায় যদি শিক্ষক এবং ধনী ছাত্রদের খানা পাক করেন, তাহলে হিসাব করে সবার কাছ থেকে তাঁদের খানাখরচ ও বেতন দিতে হবে।

ছোট ছাত্ররা ভাত কম খায় কিন্তু তরকারি সমানই দেওয়ার দ্বারা তাদের থেকেও সমান টাকা নেওয়া শরীয়তসম্মত হবে।

উস্তাদগণকে একটি রুটি বেশি দিয়ে টাকা আলাদা হিসাব করে আলাদা তাদের নামে উঠানো শরীয়তসম্মত।
কোনো কারণে কোনো ছাত্র বা শিক্ষক যদি খানা না খেতে পারে তাহলে তাকে নগদে ১০ টাকা দিয়ে তা সকলের সাথে হিসাব করা শরীয়তসম্মত।

📖 بدائع الصنائع (سعيد ) ٥ /١٧٢ : وكذلك ان كان مما لا يقتضيه العقد أيضا لكن الناس فيه تعامل فالبيع جائز-

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۴/ ۳۰۲ : الجواب—جو باورچی صرف طلبہ کے لئے کھانا تیار کرتا ہو اس کی تنخواہ مد زکوۃ وعشر سے دی جاسکتی ہے۔

Scanned by CamScanner

## জোরপূর্বক মাদরাসার জমিতে রাস্তা তৈরি করা অবৈধ

**প্রশ্ন :** আমাদের গ্রামে একটি পরিত্যক্ত পুকুর ছিল, যা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল, লোকজন তার পাড়গুলো পথ হিসেবে ব্যবহার করত। তবে সরকারি বিএস জরিপ অনুযায়ী কোনো রাস্তা পুকুরের পাড় দিয়ে ছিল না, অন্য জায়গা দিয়ে সরকারি রাস্তা ছিল। কিছুদিন পূর্বে উক্ত পুকুরের ওয়ারিশগণ পার্শ্ববর্তী কওমী মাদরাসার জন্য কিছু অংশ ওয়াক্‌ফ হিসেবে আর কিছু অংশ বিক্রি করে দিয়েছে। এখন মাদরাসা কর্তৃপক্ষ পুকুরটি সংস্কার করে মাছ চাষ করতে চায়। চাষ করতে চাইলে পুকুরটিকে চারপাশ দিয়ে ঘিরে ফেলতে হবে। এ কারণে পুকুরপাড় দিয়ে মানুষের চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় মাদরাসা কর্তৃপক্ষ চাচ্ছে, পাড়ের ওপর দিয়ে একটি পথ রাখতে, যেন মানুষ চলাচল করতে পারে। কিন্তু কিছু প্রভাবশালী লোকজন চাচ্ছে, মাদরাসা কর্তৃপক্ষ যেন পুকুরের পাড় পুরোটাই খুলে দেয়। যেন তারা সেখানে বড় ধরনের রাস্তা করতে পারে। কিন্তু মাদরাসা কর্তৃপক্ষ পুরো পুকুরের পাড় রাস্তার জন্য খুলে দিতে রাজি না। এখন আমার কথা হলো, ওই লোকজন পুকুরের পাড় দখল করে রাস্তা করা বৈধ হবে কি না? কেননা একটু দূরে দিয়ে ঘুরে গেলে সরকারি রাস্তা রয়েছে।

**উত্তর :** আইনে আদালতে এই পুকুরের মালিক মাদরাসা প্রমাণিত হলে কারো জন্য জোরপূর্বক রাস্তা তৈরি করা অবৈধ ও অপরাধ। (১৮/৮৩২/৭৮৯৭)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ / ٣٦٢ : البقعة الموقوفة على جهة إذا بنى رجل فيها بناء ووقفها على تلك الجهة يجوز بلا خلاف تبعا لها، فإن وقفها على جهة أخرى اختلفوا في جوازه والأصح أنه لا يجوز كذا في الغياثية.

## মসজিদে ছাত্রদের সূরায়ে ইয়াসীন, ওয়াকিয়া পাঠ করা এবং বিভিন্ন খতম পড়া

**প্রশ্ন :**

১. মসজিদে ছাত্রদেরকে বসিয়ে রাখা, তাদের অভ্যস্ত করার জন্য মাগরিবের পর সূরায়ে ওয়াকিয়া এবং ফজরের পর সূরায়ে ইয়াসীন পাঠ করানো হাদীসে উল্লিখিত ফজীলত অর্জন করার জন্য জায়েয আছে কি না?

২. মসজিদে বসে ছাত্রদের মাধ্যমে খতমে ইউনুস, খতমে খাজেগান ইত্যাদি পাঠ করা ও মানুষ ও অন্যান্য মাদরাসার বিভিন্ন সমস্যার জন্য দু'আ করা বৈধ হবে কি না?

Scanned by CamScanner

প্রকাশ থাকে যে, এ বিষয়ে প্রদানকৃত অর্থ বা খতমের বিনিময় হিসেবে না নিয়ে মাদরাসার জন্য দান হিসেবে গ্রহণ করা হয়, যা সাধারণ ফান্ডে ব্যয় হয়।

**উত্তর :** ১. একা হোক বা সম্মিলিতভাবে হোক যেকোনো সময় মুসল্লিদের নামাযে বিঘ্ন সৃষ্টি না হলে মসজিদে কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করতে কোনো অসুবিধা নেই। তাই প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে মুসল্লিদের নামাযের কোনো প্রকার অসুবিধা না হলে সূরায়ে ওয়াকিয়া, সূরায়ে ইয়াসীনসহ ছাত্রদের অভ্যাস করার জন্য তিলাওয়াত করা জায়েয হবে এবং এর দ্বারা হাদীস শরীফে বর্ণিত ফজীলত অর্জিত হবে। (১৮/৯৪৩/৭৯১৯)

📖 صحيح مسلم (دارالغدالجديد) ٣ /١٦٣ (٢٨٥) : عن أنس بن مالك - وهو عم إسحاق -، قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه مه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تزرموه دعوه» فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول، ولا القذر إنما هي لذكر الله عز وجل، والصلاة وقراءة القرآن» -

📖 امداد المفتین (دارالاشاعت) ص۲۲۷ : عبارت مرقومہ بالا سے معلوم ہوا کہ بہتر تو باتفاق یہی ہے کہ ہر شخص قرآن مجید علیحدہ علیحدہ ایسی طرح پڑھے کہ دوسرے لوگوں کے جو کاروبار میں مشغول ہوں کانوں میں نہ پڑے لیکن بضرورت وبقدر ضرورت اس کی اجازت دی گئی ہے کہ چند آدمی ایک جگہ جمع ہو کر قرآن مجید بآواز پڑھیں جیسا کہ مکاتب میں تعلیم و تعلم کے وقت جس کی اجازت عالمگیری کتاب الکراھیۃ میں مذکور ہے اسی طرح چند طالب علم اگر ایک حجرہ میں یا چند آدمی ایک مسجد میں قرآن بآواز بلند پڑھیں تو یہ بھی جائز ہے لیکن جس جگہ لوگ دوسرے کاروبار میں مشغول ہوں وہاں پڑھنا بآواز بلند جائز نہیں ہے اور اگر اس نے پڑھا تو یہ گناہگار ہوگا، کاروبار والے اس کی وجہ سے گناہگار نہ ہوں گے۔

২. মানুষ ও মাদরাসার বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য বিনিময় নিয়ে মসজিদে খতমে ইউনুস ও খতমে খাজেগানা ইত্যাদি পড়া অনুচিত। বিনিময় ছাড়া পড়লে আপত্তিকর নয়। তবে দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে পড়ে বিনিময় নেওয়া হলে উক্ত বিনিময় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খরচ করতে পারবে।

📖 الفتاوى الهندية (دارالكتب العلمية) ٥ /٣٩١ : قوم يجتمعون ويقرءون الفاتحة جهرا دعاء لا يمنعون عادة، والأولى المخافتة في الخجندي إمام

Scanned by CamScanner

يعتاد كل غداة مع جماعته قراءة آية الكرسي وآخر البقرة وشهد الله ونحوها جهرا لا بأس به والأفضل الإخفاء-

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۴/ ۶۰۵ : سوال– ختم خواجگان کا (جو صوفیوں کا ایک طریقہ ہے قضائے حاجات دینی و جائز حاجات دنیاوی کے لئے) پڑھنا مسجد میں جائز ہے یا نہیں؟

الجواب – باجرت ناجائز ہے اور بلا اجرت اتفاقا جائز اور اعتیادا ناجائز، یہ تفصیل حاجات دنیویہ کے متعلق ہے اور حاجات دینیہ میں مثال کی ضرورت ہے۔

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ۱ / ۳۳۹ : سوال– ختم خواجگان ہمیشہ روزانہ خاندان نقشبندیہ میں پڑھا جاتا ہے،... ... ایک صاحب نے اعتراض کیا کہ جو کام قرآن و حدیث اور فقہ میں نہ ہو وہ خلاف شریعت ہے۔

الجواب– ختم خواجگان مذکورہ بالا اور دو وظائف کے قبیل سے ہے، یہ کوئی خلاف شریعت کلمات پر مشتمل نہیں ہے، پس اس کے پڑھنے سے کوئی نقصان و حرج نہیں، البتہ اسے شرعی حکم کی حیثیت نہ دی جائے کہ تارک پر نکیر کی جانے لگے۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۲/ ۱۲۳ : سوال– (۱) دار العلوم دیوبند میں جو ختم شریف ہوتا ہے خواہ کسی کی وفات پر ہو یا دفع مصائب کیلئے ہو اور خواہ کلمہ طیبہ پڑھا جائے یا آیۃ الکرسی، مگر پڑھنے کی تعداد سوا لاکھ کی متعین ہے، اس پر کیا دلیل شرعی ہے۔ ایک عالم اس کو بدعت کہتے ہیں جو شریک دار العلوم رہ چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نفس ایصال ثواب میں تو کوئی اشکال نہیں مگر تعداد متعین کرنا بدعت ہے اسکے بارے میں تفصیل سے تحریر فرمائیں

(۲) بخاری شریف پڑھکر دعا مانگنے پر کیا دلیل ہے ورنہ یہ بھی بدعت ہے؟

الجواب – حامداً و مصلیًا: دفع مصائب کیلئے جو ختم پڑھا جاتا ہے وہ بطور علاج ہے اس کے لئے قرآن و حدیث سے ثبوت ضروری نہیں صرف اتنا کافی ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے منافی و معارض یعنی شرعا ممنوع و مذموم نہ ہو، جیسا کہ غیر شرعی رقیہ ممنوع ہے، ایسے ہی ختم میں جو تعداد متعین ہے وہ ایسی نہیں جیسی رکعت نماز کی تعداد یا اشواط طواف کی تعداد ہے کہ اس کے لئے صراحۃ ثبوت ضروری ہے، بلکہ وہ ایسی تعداد ہے جیسے حکیم نسخہ میں لکھتے ہیں، کہ عناب ۵ دانہ بادام ۷ دانہ کہ یہ تجربات سے ثابت ہیں اس کے لئے قرآن و حدیث سے ثبوت طلب کرنا بے محل ہے جب اس ختم کی شان معالجہ کی ہے تو بدعت کا سوال ہی ختم ہو جاتا ہے تعداد کا تجربہ سے متعین کر دینا خلاف شرع نہیں علاج کیلئے سات کنویں کا پانی سات مشکوں میں منگانا تو خود حدیث شریف سے بھی ثابت ہے۔

Scanned by CamScanner

## মসজিদ স্থানান্তর করে মাদরাসার স্থানে নির্মাণ করা

**প্রশ্ন :** আমাদের গ্রামে একটি জামে মসজিদ আছে। তাতে জুমু'আর নামাযের চেয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে লোকজন বেশি হয়। একটি মাদরাসা আছে, মসজিদ থেকে ১০ মিনিটের দূরত্বে মাদরাসাটি বাজারের পাশে অবস্থিত। প্রশ্ন হলো, গ্রামের জামে মসজিদকে পঞ্জেগানা মসজিদে রূপান্তর করে উক্ত মাদরাসা কমিটির বা গ্রামবাসীর সম্মতিক্রমে মাদরাসার জায়গায় স্থানান্তর করা যাবে কি না? এবং উক্ত মাদরাসায় স্বতন্ত্রভাবে মসজিদ বানানো যাবে কি না?

**উত্তর :** শরীয়তের দৃষ্টিতে সার্বিক বিবেচনার মাধ্যমে কোনো জামে মসজিদকে পঞ্জেগানায় রূপান্তরিত করতে কোনো বাধা নেই। অনুরূপ কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে পৃথকভাবে মসজিদ নির্মাণে কোনো বাধা নেই। সুতরাং প্রশ্নের বর্ণনা মতে গ্রামের উক্ত মসজিদকে গ্রামবাসীর সম্মতিক্রমে পাঞ্জেগানায় রূপান্তরিত করতে পারবে। অথবা মাদরাসার প্রয়োজনে মাদরাসার জায়গায় ইচ্ছা করলে নিজস্ব মসজিদ নির্মাণেও কোনো আপত্তি নেই। সর্বাবস্থায় সকলে একই মসজিদে একত্রিতভাবে জুমু'আ আদায় করতে পারবে। (১৭/২২০/৬৯৯৩)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢/ ١٤٢ : (قوله وتؤدى في مصر في مواضع) أي يصح أداء الجمعة في مصر واحد بمواضع كثيرة، وهو قول أبي حنيفة ومحمد، وهو الأصح؛ لأن في الاجتماع في موضع واحد في مدينة كبيرة حرجا بينا، وهو مدفوع كذا ذكر الشارح وذكر الإمام السرخسي أن الصحيح من مذهب أبي حنيفة جواز إقامتها في مصر واحد في مسجدين وأكثر وبه نأخذ لإطلاق: لا جمعة إلا في مصر شرط المصر فقط، وفي فتح القدير الأصح الجواز مطلقا خصوصا إذا كان مصرا كبيرا كمصر فإن في إلزام اتحاد الموضع حرجا بينا لاستدعائه تطويل المسافة على الأكثر۔

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۳ / ۲۸۸ : ایک بستی میں ایک جگہ جمعہ پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر مسجد بڑی ہو اور ایک جگہ سب لوگوں کا جمع ہونا دشوار ہو تو دو جگہ حسب ضرورت جمعہ پڑھنا جائز ہے، اور بلا ضرورت بھی کئی جگہ جمعہ پڑھا جائے تو نماز ہو جاتی ہے، البتہ خلاف افضل اور خلاف اولی ہوتی ہے۔

Scanned by CamScanner

## মাদরাসা ভবনের নিচতলায় মার্কেট ও ওপরে বাসা করা

**প্রশ্ন :** জনৈক ব্যক্তি হেফজ ও এতিমখানার জন্য জায়গাসহ একটি ঘর ওয়াক্ফ করেছিলেন। দীর্ঘদিন যাবৎ ওই ঘরেই হেফজ ও এতিমখানা আবাসন হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। বর্তমানে ঘর দুর্বল হয়ে যাওয়ার দরুন নতুন করে পাঁচতলাবিশিষ্ট একটি বিল্ডিং নির্মাণের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এখন জানার বিষয় হলো, ওই বিল্ডিংয়ের মধ্যে হেফজ ও এতিমখানার আয়ের উৎস হিসেবে নিচতলায় মার্কেট দিতে চাই এবং দ্বিতীয় তলায় জামে মসজিদ এবং তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম তলা পর্যন্ত হেফজ ও এতিমখানা এবং তাঁর অফিসকক্ষ এবং শিক্ষকদের ফ্যামিলিসহ থাকার রুম তৈরি করতে চাই। তাই উল্লিখিত পদ্ধতি শরীয়তসম্মত হবে কি না? যদি শরীয়তসম্মত না হয় তাহলে কিভাবে করলে শরীয়তসম্মত হবে জানালে কৃতজ্ঞ হব।

**উত্তর :** শরয়ী মসজিদ হওয়ার জন্য মসজিদের নামেই জায়গা ওয়াক্ফকৃত হওয়া জরুরি এবং তার তলদেশ থেকে আকাশ পর্যন্ত পুরোটাই মসজিদ হিসেবে গণ্য হয়। তাই হেফজ ও এতিমখানার জন্য ওয়াক্ফকৃত জায়গায় নির্মিত ভবনের দ্বিতীয় তলায় শরয়ী মসজিদ হওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্ভব নয়। তবে ইবাদতখানা হিসেবে সেখানে পাঞ্জেগানাসহ জুমু'আর নামায সহীহ হবে। আর হেফজ ও এতিমখানার প্রয়োজন ও আয়ের উৎস হিসেবে প্রশ্নে বর্ণিত অন্যান্য কর্মকাণ্ড আঞ্জাম দেওয়া বৈধ হবে। তবে শর্ত হলো, এমন কিছু করতে যাবে না, যার দরুন হেফজ ও এতিমখানার কাজে ও পবিত্রতা রক্ষায় বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। (১৩/৪২৩/৫২৯০)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤٩٠ : ولا يجوز تغيير الوقف عن هيئته فلا يجعل الدار بستانا ولا الخان حماما ولا الرباط دكانا، إلا إذا جعل الواقف إلى الناظر ما يرى فيه مصلحة الوقف.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : وحاصله أن شرط كونه مسجدا أن يكون سفله وعلوه مسجدا لينقطع حق العبد عنه لقوله تعالى {وأن المساجد لله} بخلاف ما إذا كان السرداب والعلو موقوفا لمصالح المسجد.

📖 فيه أيضا ٤ / ٤٩٥ : وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه، سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا اهـ وهذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم، شرط الواقف كنص الشارع فيجب اتباعه كما صرح به في شرح المجمع للمصنف.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١۵/ ٢٧۴ : اگر آمدنی کی کوئی صورت نہیں تو بالائی حصے میں تعلیم کا انتظام کردیا جائے اور تحتانی (نیچے) کا حصہ کرایہ پر دیدیا جائے تاکہ اس کی آمدنی سے مدرسہ

Scanned by CamScanner

کی ضرورت پوری ہوسکے، اعلی بات یہ ہے کہ تمام مسلمانوں سے چندہ کرکے مدرسہ چلایا جائے اور دونوں منزلوں میں مدرسہ ہی رہے کرایہ پر دینے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔

## মাদরাসার ওয়াক্‌ফ ও ক্রয় করা জমি বিক্রয় করা, রাস্তা ও কবরস্থানের জন্য দেওয়া

**প্রশ্ন :** জামিয়া আরাবিয়া দারুল উলূম দেওভোগ নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ একটি স্বনামধন্য দ্বীনি প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের কিছু ক্রয়কৃত সম্পত্তি রয়েছে। অদ্যাবধি তা মাদরাসার ভোগ-দখলে রয়েছে। এসব সম্পত্তি পূর্বের মালিক থেকে মাদরাসার কোনো কোনোটি প্রতিষ্ঠাতার কিংবা প্রতিষ্ঠানের নামে অথবা দান হিসেবে রেজিস্ট্রি করা হয়েছে। মাদরাসার গঠনতন্ত্রে এসব সম্পত্তির ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের নির্দেশনা রয়েছে। অবগতির জন্য গঠনতন্ত্রের কপি পেশ করা হলো। এ সকল বিবরণ অনুযায়ী নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানালে কৃতজ্ঞ হব।

১. মাদরাসার বর্তমান সম্পত্তিগুলো ওয়াক্‌ফ হিসেবে গণ্য হবে কি না?

২. ওয়াক্‌ফকৃত হিসেবে গণ্য না হলে তা মাদরাসার সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, যেমন কারো ব্যক্তিগত রাস্তা নির্মাণ কিংবা এলাকার জনগণের জন্য কবরস্থান তৈরিতে দেওয়া যাবে কি না?

৩. মাদরাসার কবরস্থান নামে এলাকার লোকজনের জন্য কবরস্থানের জায়গা দেওয়া যাবে কি না?

৪. রাস্তা বা কবরস্থানের জন্য মাদরাসার সম্পদ বিক্রি করা যাবে কি না?

৫. বিক্রয় বৈধ হলে তার জন্য মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোনো নীতিমালা আছে কি না?

**উত্তর : ১.** প্রশ্নোল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের বর্তমান সম্পত্তিগুলো ওয়াক্‌ফ হিসেবে গণ্য হবে কি না, তা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। অর্থাৎ বর্তমান মাদরাসার সম্পত্তিগুলো হতে যে সমস্ত সম্পত্তি মাদরাসার নামে সরাসরি ওয়াক্‌ফ হিসেবে দান করা হয়েছে তা ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি বলে বিবেচিত হবে এবং ওয়াক্‌ফনামার শর্তানুযায়ী আমলযোগ্য। অর্থাৎ ওয়াক্‌ফকালীন সময়ে বিক্রয় বা পরিবর্তনের শর্ত করলে তা বিক্রয় করা যাবে, অন্যথায় বিক্রয় করা যাবে না। পক্ষান্তরে যে সম্পত্তিগুলো অত্র প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তির আয় অথবা জনসাধারণের চাঁদার টাকার দ্বারা ক্রয় করা হয়েছে, তা ফিকাহবিদদের নির্ভরযোগ্য মতানুসারে ওয়াক্‌ফ হিসেবে বিবেচিত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত মাদরাসা কর্তৃপক্ষ তা নতুনভাবে ওয়াক্‌ফ না করে। তাই মাদরাসার প্রয়োজনের ভিত্তিতে বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে তা বিক্রি করার অবকাশ রয়েছে। তবে বিক্রয়লব্ধ টাকা শুধুমাত্র মাদরাসার সাথে সংশ্লিষ্ট তথা সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহার করা জরুরি, অন্য কোনো খাতে ব্যবহার করা যাবে না। (১৭/২৩৪/৬৯৮৭)

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار (سعيد) ٤ / ٤١٦ :اشترى المتولى بمال الوقف دارا للوقف لا تلحق بالمنازل الموقوفة ويجوز بيعها فى ا لاصح-

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٨٤ : اعلم أن الاستبدال على ثلاثة وجوه: الأول: أن يشرطه الواقف لنفسه أو لغيره أو لنفسه وغيره، فالاستبدال فيه جائز على الصحيح وقيل اتفاقا. والثاني: أن لا يشرطه سواء شرط عدمه أو سكت لكن صار بحيث لا ينتفع به بالكلية بأن لا يحصل منه شيء أصلا، أو لا يفي بمؤنته فهو أيضا جائز على الأصح إذا كان بإذن القاضي ورأيه المصلحة فيه. والثالث: أن لا يشرطه أيضا ولكن فيه نفع في الجملة وبدله خير منه ريعا ونفعا، وهذا لا يجوز استبداله على الأصح المختار-

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ /٤٦٠ : رجل اعطى درهمافى عمارة المسجد أو نفقة المسجد أو مصالح المسجد صح؛ لأنه وإن كان لا يمكن تصحيحه تمليكا بالهبة للمسجد فإثبات الملك للمسجد على هذا الوجه صحيح فيتم بالقبض، كذا في الواقعات الحسامية.

২. উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে উক্ত সম্পত্তিগুলো যদিও গ্রহণযোগ্য মতানুসারে ওয়াক্ফ হিসেবে গণ্য হয় না। কিন্তু তা মাদরাসার সাথে সংশ্লিষ্ট কাজে ব্যয় করা জরুরি বিধায় শরীয়তের আলোকে তা কারো ব্যক্তিগত রাস্তা নির্মাণ কিংবা এলাকার কবরস্থান হিসেবে ব্যবহার করার অনুমতি নেই।

📖 رد المحتار (سعيد) ٤ /٣٧٧ : أما إذا اشتراه المتولي من مستغلات الوقف فإنه يجوز بيعه بلا هذا الشرط لأن في صيرورته وقفا خلافا والمختار أنه لا يكون وقفا فللقيم أن يبيعه متى شاء لمصلحة عرضت. اهـ

📖 فيه أيضا ٤/ ٤٥٠ : جميع ما تحصل من الوقف من نماء وغيره مما هو من تعليقات الوقف يصرف في مصارفه الشرعية كعمارته ومستحقيه اهـ ملخصا لكن أفتى في الخيرية بأنه إذا كان في ريع الوقف عوائد قديمة معهودة يتناولها الناظر بسعيه له طلبها لقول الأشباه عن إجارات الظهيرية والمعروف عرفا كالمشروط شرطا فهو صريح في استحقاقه ما جرت به العادة اهـ ملخصا.

Scanned by CamScanner

৩. ওয়াক্‌ফকারী যদি কবরস্থানটি শুধুমাত্র মাদরাসার জন্য নির্দিষ্ট করে ওয়াক্‌ফ করে দেয় তাহলে তাতে এলাকার জনগণের জন্য কবরস্থানের জায়গা দেওয়া বৈধ হবে না।

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤ / ٤٣٣ : قولهم: شرط الواقف كنص الشارع أي في المفهوم والدلالة ووجوب العمل به.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤ / ٤٩٥ : وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه، سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا اهـوهذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم، شرط الواقف كنص الشارع فيجب اتباعه كما صرح به في شرح المجمع للمصنف.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱ / ۵۱۵ : اگر وہ زمین شرعی طریق پر وقف ہے تو واقف کی شرائط کے موافق عمل کرنا چاہئے اگر واقف کی طرف سے اجازت ہے تو دفن کرنا درست ہے اگر غیر متعلق اشخاص کے دفن کرنے کی ممانعت ہے تو دفن کرنا ناجائز ہے۔

৪. রাস্তা বা কবরস্থান যদি মাদরাসাসংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে, তাহলে দাতাদের অনুমতিক্রমে উক্ত কাজের জন্য মাদরাসার অন্যান্য আয় ও চাঁদা দ্বারা ক্রয়কৃত সম্পদ বিক্রি করার অবকাশ থাকবে। পক্ষান্তরে মাদরাসার সাথে সংশ্লিষ্ট না হয়ে থাকলে উক্ত কাজের জন্য মাদরাসার সম্পদ বিক্রি করা জায়েয হবে না ।

📖 رد المحتار (سعيد ) ٤/ ٣٧٧ : إذا اشترى المتولى من مستغلات الوقف فإنه يجوز بيعه بلا هذا الشرط لأن فى صيرورته وقفاخلافا والمختار أنه لا يكون وقفا فللقيم أن يبيعه متى شاء لمصلحة عرضت.

📖 الدر المختار (سعيد) ٤ /٣٨٦ : (وأما) الاستبدال ولو للمساكين آل (بدون الشرط فلا يملكه القاضى.

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۷ / ۲۸۹ : جواب- اگر یہ افتادہ زمین مسجد کی ملک ہے اور مسجد کے کام آسکتی ہے تو اسے سڑک کیلئے بمعاوضہ یا بلا معاوضہ دینا جائز نہیں ہے کیونکہ وقف مسجد کے ابدال یا بیع یا ھبہ کا حق متولی کو نہیں ہوتا۔

৫. বিক্রির ক্ষেত্রে ন্যায্যমূল্য নির্ধারণ করতে হবে। ন্যায্যমূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে মাদরাসার শূরা কমিটির বা নির্বাহী পরিষদের সদস্যদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে বিবেচিত হবে।

📖 رد المحتار (سعيد) ٤ /٣٨٨ : قال العلامة البيري بعد نقله أقول: وفي فتح القدير والحاصل: أن الاستبدال إما عن شرط الاستبدال أولا عن

Scanned by CamScanner

شرطه، فإن كان لخروج الوقف عن انتفاع الموقوف عليهم، فينبغي أن لا يختلف فيه وإن كان لا لذلك بل اتفق أنه أمكن أن يؤخذ بثمنه ما هو خير منه مع كونه منتفعا به، فينبغي أن لا يجوز لأن الواجب إبقاء الوقف على ما كان عليه دون زيادة ولأنه لا موجب لتجويزه؛ لأن الموجب في الأول الشرط وفي الثاني الضرورة ولا ضرورة في هذا إذ لا تجب الزيادة بل نبقيه كما كان. اهـ

أقول: ما قاله هذا المحقق هو الحق الصواب اهـ كلام البيري وهذا ما حرره العلامة القنالي كما قدمناه.

📖 فيه أيضا ٤ /٤٠٨ : (قوله: كان على الساكن أجر المثل) حتى لو باع المتولي دار الوقف فسكنها المشتري ثم أبطل القاضي البيع كان على المشتري أجرة المثل فتح وبه أفتى الرملي وغيره كما قدمناه، وما في الإسماعيلية من الإفتاء بخلافه تبعا للقنية فهو ضعيف كما صرح به في البحر، ودخل ما لو كان الوقف مسجدا أو مدرسة سكن فيه فتجب فيه أجرة المثل كما أفتى به في الحامدية قال وأفتى به الجد والعم والرملي والمقدسي -

📖 کفایت المفتی (دارالاشاعت) ۷ /۱۸۶ : الجواب- (۲) اگر واقف کوئی وصیت کر گیا ہو اور کسی شخص یا جماعت کے سپرد یہ کام کر گیا ہو تو اس کی وصیت وہدایت کی تعمیل کرنی چاہئے اور کوئی وصیت نہ ہو تو پھر جو شخص حسب قاعدہ متولی قرار پائے گا مرمت وتعمیر وعزل ونصب خدام وغیرہ تمام انتظامات اسی کی رائے کے موافق ہوں گے۔

## মাদরাসার টাকা ঋণ নেওয়া ও দেওয়ার হুকুম

**প্রশ্ন :** মাদরাসার মুহতামীম সাহেব মাদরাসার ফান্ডের টাকা তাঁর নিজের জন্য বা অন্যকে ঋণ হিসেবে দিতে পারবেন কি না?

**উত্তর :** মাদরাসা ফান্ডে জমা টাকা দাতাগণ যে কাজে ব্যবহারের জন্য দিয়ে থাকে সে কাজেই ব্যবহার করতে হয়, অথবা এ কাজের জন্য জমা রেখে দিতে হয়। অন্য কোনো ভালো কাজে ও তার ব্যবহার সহীহ হয় না বিধায় মুহতামীমের জন্য ফান্ডের টাকা নিজে কর্জ নেওয়া বা অন্য কাউকে কর্জ দেওয়া জায়েয হবে না। (১০/২৫৯/৩০৬৮)

Scanned by CamScanner

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ٤ / ٤٢٣ : وأما إقراض ما فضل من الوقف قال في وصايا النوازل رجوت أي يكون ذلك واسعا إذا كان أحرز للغلة من إمساكه، فإن فضل من غلته فصرف الفضل إلى حوائجه على أن يرده إذا احتاج الى العمارة -

📖 الفتاوى الخانية (أشرفيه) ٤/ ٣٠١ : رجل جمع مالا من الناس لينفقه في بناء المسجد وانفق من الله اهم في حاجاة نفسه ثم رد بدلها في نفقة المسجد لا يسعه أن يفعل ذلك -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱ / ۴۹۱ : الجواب- اگر قرض وصول ہونے پر اعتماد ہو، ضائع ہونے کا احتمال نہ ہو تو منتظمہ کمیٹی کے مشورہ سے درست ہے۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۶/ ۴۱۷ :سوال- مدرسہ کی جمع شدہ رقم میں سے کسی کو قرض دینا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب- جائز نہیں، اگر مہتمم نے ایسی خیانت کی تو وہ فاسق واجب العزل ہوگا اور اس رقم کا ضامن ہوگا۔

## যাকাত ফান্ড থেকে সাধারণ ফান্ডের ঋণ গ্রহণ

**প্রশ্ন :** মাদরাসার যাকাত ফান্ড থেকে সাধারণ ফান্ডের জন্য ঋণ নিয়ে তা ব্যবহার করতে পারবে কি না?

**উত্তর :** দাতাদের পক্ষ থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুমতি থাকলে প্রয়োজনের ভিত্তিতে মাদরাসার যাকাত ফান্ড থেকে মাদরাসার সাধারণ ফান্ডে টাকা কর্জ নিয়ে তা ব্যবহার করতে পারবে। পরবর্তীতে তা যাকাত ফান্ডে ফিরিয়ে দিতে হবে। (১৯/৮০৫/৮৪৬৬)

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ٣ /٢٨٣ : وعلى الإمام أن يجعل لكل نوع من هذه الأنواع بيتا يخصه ولا يخلط بعضه ببعض لأن لكل نوع حكما يختص به فإن لم يكن في بعضها شيء فللإمام أن يستقرض عليه من النوع الآخر ويصرفه إلى أهل ذلك ثم إذا حصل من ذلك النوع شيء رده في المستقرض منه إلا أن يكون المصروف من الصدقات أو من خمس الغنيمة على أهل الخراج وهم فقراء فإنه لا يرد فيه شيئا لأنهم مستحقون للصدقات بالفقر وكذا في غيره إذا صرفه إلى المستحق

Scanned by CamScanner

ويجب على الإمام أن يتقي الله تعالى ويصرف إلى كل مستحق قدر حاجته من غير زيادة-

📖 الدرالمختار (سعيد) ٤ /٢١٩ : وعلى الإمام أن يجعل لكل نوع بيتا يخصه وله أن يستقرض من أحدها ليصرفه للآخر-

## মসজিদ নির্মাণের জন্য মাদরাসার ফান্ড থেকে ঋণ নেওয়া

**প্রশ্ন :** ওয়াক্‌ফকৃত মসজিদের অতিরিক্ত জায়গায় দ্বিতীয় তলায় মাসিক ভাড়া প্রদান সাপেক্ষে (ভাড়া ১০০০) একটি এতিমখানা ও হেফজ বিভাগ চলছে। বর্তমান মসজিদের নির্মাণকাজ চলছে, কিন্তু ফান্ডে টাকা নেই। উক্ত মাদরাসা ও এতিমখানার ফান্ডে পর্যাপ্ত টাকা আছে। ফেরত প্রদানের শর্তে কিছুদিনের জন্য মাদরাসা ও এতিমখানার ফান্ড থেকে মসজিদের নির্মাণকাজের জন্য ঋণ গ্রহণ করা যাবে কি না?

**উত্তর :** শরীয়তের দৃষ্টিতে মাদরাসা ফান্ডের টাকা অন্য কাউকে কর্জ দেওয়া অনুচিত। তবে কর্জ উসুল হওয়ার নিশ্চয়তা থাকলে মাদরাসা কর্তৃপক্ষকে বিবেচনা করে মসজিদকে কর্জ দেওয়ার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। অতএব প্রশ্নে বর্ণিত মাদরাসা ও এতিমখানার ফান্ড থেকে মসজিদের নির্মাণকাজের জন্য সাময়িকভাবে ঋণ দেওয়া যেতে পারে। (১৪/৮৭/৫৫৫৮)

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ٤ / ٤٢٣ : وأما إقراض ما فضل من الوقف قال فى وصايا النوازل رجوت أى يكون ذلك واسعا إذا كان أحرز للغلة من إمساكه، فإن فضل من غلته فصرف الفضل إلى حوائجه على أن يرده إذا احتاج الى العمارة-

📖 فتاوى محموديه (زكريا) ١ / ٤٩١ : اگر قرض وصول ہونے پر اعتماد ہو، ضائع ہونے کا احتمال نہ ہو تو منتظمہ کمیٹی کے مشورہ سے درست ہے-

## কালেকশনের টাকা দিয়ে বেতন দেওয়া ও জমা দেওয়ার আগে খরচ করা

**প্রশ্ন :** ঈদের দিনে ঈদগাহে মাদরাসার জন্য কালেকশনকৃত টাকা দিয়ে মাদরাসার শিক্ষকদের বেতন দেওয়া কিংবা ওই টাকা মাদরাসায় জমা দেওয়ার পূর্বে কোনো শিক্ষক তার নিজ প্রয়োজনে খরচ করলে তা বৈধ হবে কি না?

Scanned by CamScanner

**উত্তর :** ঈদের দিনে ঈদগাহে মাদরাসার জন্য কালেকশনকৃত টাকা যাকাত, সদকায়ে ফিতর, কোরবানীর চামড়ার মূল্য বা মান্নতের টাকা না হলে শিক্ষক বা কর্মচারীদের বেতন দেওয়া বৈধ হবে। মাদরাসায় জমা দেওয়ার পূর্বে যদি ওই টাকা থেকে কোনো শিক্ষক কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া খরচ করে, তা বৈধ হবে না। হ্যাঁ, যদি কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে খরচ করে তাহলে বৈধ হবে। (১৭/৯১৯/৭৩৬৭)

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۴ /۱۴۷ : سوال- کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ مدرسین وملازم مدرسہ کو مدرسہ کی جانب سے تحصیل چندہ کی غرض سے باہر بھیجا جاوے تو ان کو بلا اجازت مہتمم کے از چندہ اپنی تنخواہوں میں لے لینا درست ہے یا نہیں اور اگر اس چندہ میں زکوۃ کی رقم بھی ہو تو اس صورت میں زکوۃ دینے والوں کی زکوۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں؟

الجواب- جن لوگوں کو (خواہ مدرس ہو یا ملازم مدرسہ) مدرسہ کی جانب سے تحصیل چندہ کیلئے بھیجا جاتا ہے وہ مدرسہ کی طرف سے صرف وکیل بالقبض ہیں وکیل بالتصرف نہیں اور وہ چندہ دینے والے بھی ان کو وکیل بالقبض ہی سمجھ کر چندہ دیتے ہیں اگر ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ چندہ اصول کرنے والے چندہ میں تصرف بالاتفاق بھی کرتے تو وہ ہر گز ایسے لوگوں کو چندہ نہ دیں اس لئے بدون مہتمم کی اجازت کے چندہ کے روپیہ میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے اگر وہ ایسا کریں گے گناہ گار ہونگے اور تنخواہ میں زکوۃ کی رقم لینے میں معطی کی زکوۃ ادا نہ ہوگی۔

## মাদরাসার টাকায় ব্যবসা

**প্রশ্ন :** মাদরাসা কর্তৃপক্ষ এবং দ্বীনদার লোকদের টাকা এমন ব্যবসায় লাগাতে পারবে কি না যে ব্যবসায় ঘুষ অনিচ্ছায় দিতে হয় যেমন : এয়ারপোর্টে কাস্টম হাউসে দিতে হয় এবং এজাতীয় অনেক জায়গায়। আর এজাতীয় ব্যবসায় শেয়ারহোল্ডার হয়ে লভ্যাংশ নেওয়া জায়েয আছে কি না?

**উত্তর :** টাকা-পয়সা এমন ব্যবসায় বিনিয়োগ করা উত্তম যেখানে ঘুষ দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। তা সত্ত্বেও বিনিয়োগকৃত ব্যবসায় নিজের হক আদায় করার জন্য বাধ্য হয়ে ঘুষ দিলে ঘুষদাতার গোনাহ হবে না বলে আশা করা যায়। (১৫/৩৯৮/৬০৭৩)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦ / ٤٢٣ : (قوله إذا خاف على دينه) عبارة المجتبى لمن يخاف، وفيه أيضا دفع المال للسلطان الجائر لدفع الظلم عن نفسه وماله ولاستخراج حق له ليس برشوة يعني في حق الدافع اهـ

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ۲ /۲۷۳ : الجواب- ٹھیکہ دینے کے بدلے جو افسران ٹھیکدار سے کمیشن کے نام پر پیسے لیتے ہیں وہ رشوت میں داخل ہے۔ کام کی نگرانی کرنا ان کا فریضہ منصبی ہے، اس کے بدلے وہ حکومت سے تنخواہ لیتے ہیں لہذا اگر ٹھیکیدار ٹھیکہ لینے کا حقدار ہو اور بغیر رشوت کے اسے ٹھیکہ نہ دیا جاتا ہو تو بحالت مجبوری اس کو تو رشوت دینا مرخص ہے مگر افسران بالا کے لئے لینا ہرگز حلال نہیں، ٹھیکیداری کرنا ایک مباح کام ہے اصول اور دیانتداری سے کرنا چاہئے۔

## মাদরাসায় অনুপস্থিতির কারণে আর্থিক দণ্ড ও সেই অর্থে তৈরি আসবাব

**প্রশ্ন :** আমাদের এলাকার মাদরাসায় ছাত্রদের লেখাপড়ার উন্নতির উদ্দেশ্যে এই নিয়ম করা হয় যে ক্লাসে অনুপস্থিতির কারণে জামাত অনুযায়ী নির্ধারিত হারে তিন বা পাঁচ টাকা করে জরিমানা নেওয়া হয় এবং এই টাকাগুলো ছাত্রদের ফান্ডে জমা হয় এবং এ ফান্ডের টাকা বিভিন্ন কাজে খরচ করা হয়। যেমন–সামিয়ানা, ছাত্রদের পড়ার টেবিল ইত্যাদি বানানো, ছাত্র পাঠাগারের কিতাব ক্রয় করা, মাদরাসার কারেন্ট বিল দেওয়া ইত্যাদি।

জনৈক ব্যক্তি মাদরাসার মুফতী সাহেবের কাছে এ নিয়ে প্রশ্ন করেন যে এটি তো মালি জরিমানার অন্তর্ভুক্ত, যা আমাদের মাযহাব মতে জায়েয নয়। উত্তরে তিনি বলেন, আমরা এ টাকাগুলো ছাত্রদেরই বিভিন্ন কাজে ব্যয় করে থাকি (যা ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে), তাই এতে কোনো সমস্যা নেই। জানার বিষয় হলো :

(ক) উক্ত মুফতী সাহেবের উত্তর সঠিক কি না?

(খ) যদি সঠিক না হয়, তাহলে জমাকৃত টাকা যা থেকে বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদিতে খরচ করা হয়েছে সেগুলোর হুকুম কী? তেমনিভাবে ওই টাকা দিয়ে তৈরি করা আসবাবের ব্যবহারের ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কী? এবং ছাত্ররা যদি পরবর্তীতে ওই টাকাগুলো মাদরাসায় দিয়ে দেয় তাহলে মাদরাসার জন্য এগুলো ব্যবহার করা বৈধ হবে কি না?

(গ) যদি উক্ত পন্থায় টাকা উঠানো অবৈধ হয়, তাহলে এর বৈধ পন্থা কী হতে পারে? যাতে ছাত্রদের লেখাপড়ার উন্নতি হয়।

**উত্তর :** (ক) এ দেশে কওমী মাদরাসাগুলো প্রতিষ্ঠানিক রূপ নিয়েছে প্রায় দেড় শত বা দুই শত বছর আগে। এ সময়ের মধ্যে শিক্ষার উন্নতির জন্য আকাবীরদের থেকে আর্থিক জরিমানা নেওয়ার কোনো নজির পাওয়া যায় না। কেননা এরূপ কাজ গোনাহ। তবে মুফতিয়ানে কেরাম ভয় দেখানোর জন্য ফেরত দেওয়ার নিয়্যাতে আর্থিক জরিমানার অনুমতি দিয়েছেন। যে মুফতী সাহেব আর্থিক জরিমানা করে ছাত্রদের বিভিন্ন খাতে খরচ করা অসুবিধা নেই বলেছেন, সেটা আমাদের বোধগম্য নয়। (১৬/৯১৬/৬৮৪৬)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ٤ /٦١ : (قوله لا بأخذ مال في المذهب) قال في الفتح: وعن أبي يوسف يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال. وعندهما وباقي الأئمة لا يجوز. اهـ ومثله في المعراج، وظاهره أن ذلك رواية ضعيفة عن أبي يوسف. قال في الشرنبلالية: ولا يفتى بهذا لما فيه من تسليط الظلمة على أخذ مال الناس فيأكلونه اهـومثله في شرح الوهبانية عن ابن وهبان (قوله وفيه إلخ) أي في البحر، حيث قال: وأفاد في البزازية أن معنى التعزير بأخذ المال على القول به إمساك شيء من ماله عنه مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي.وفي المجتبى لم يذكر كيفية الأخذ وأرى أن يأخذها فيمسكها، فإن أيس من توبته يصرفها إلى ما يرى. وفي شرح الآثار: التعزير بالمال كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ. اهـ

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ١٢ /٢٣٥ : یہ اعلان اور معاہدہ تو بہت اچھا ہے کہ جو شخص گنہ کبیرہ کا مرتکب ہو وہ برادری سے خارج ہے مگر یہ کہ اس گنہ سے توبہ کرے لیکن جرمانہ مالی عند الحنفیہ جائز نہیں ہے اور اگر بغرض تنبیہ کسی مرتکب کبیرہ وتارک نماز کی مثلا ایسا کیا جاوے تو اس کے جواز کی یہ صورت ہے کہ اس جرمانہ کو علیحدہ رکھا جاوے اور پھر کسی وقت اسی شخص کو واپس دیا جاوے جس سے لیا ہے یا اس کی اجازت سے جس کار خیر میں وہ کہے صرف کر دیا جاوے۔

(খ) ছাত্রদের থেকে জরিমানা বাবদ নেওয়া টাকা ফেরত দিতে হবে। ওই টাকা থেকে কারেন্ট বিল, আসবাব ইত্যাদিতে খরচ করা সঠিক হয়নি। তবে যদি ছাত্ররা উক্ত খরচাদির ব্যাপারে সম্মতি প্রকাশ করে বা ছাত্রদের টাকা ফেরত দেওয়ার পর তারা স্বেচ্ছায় মাদরাসায় দিয়ে দেয় তাহলে মাদরাসার জন্য তা ব্যবহার করা বৈধ হবে।

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ١٢ /٢٥٢ : جرمانۂ مالی جائز نہیں ہے، اگر بغرض زجر وتنبیہ لیوے تو پھر اسی کو واپس کر دے اور جس کو فیس کہا جاتا ہے وہ بھی اسی جرمانہ میں داخل ہے اور ناجائز ہے اور اگر مجرم بخوشی خاطر بلا جبر واکراہ کسی مصرف میں اس رقم کو صرف کرے تو جائز ہے مگر اس کو پورا اختیار ہو نا اور مالک ہو نا سنا دیا جائے پھر وہ خواہ خود رکھے یا کسی مصرف میں صرف کرے۔

Scanned by CamScanner

(গ) যদি মাদরাসা কর্তৃপক্ষ ভর্তির সময় এই ঘোষণা দিয়ে দেয় যে, কোনো ছাত্র অনুপস্থিত থাকলে তখন তাকে বহিষ্কৃত বলে ধরে নেওয়া হবে। পরে তাকে পুনরায় ভর্তি নবায়ন করতে হবে। তখন শিক্ষা ও বাসস্থান বাবদ কর্তৃপক্ষ যা নির্ধারণ করে তা মালি জরিমানা হবে না। তা যেকোনো খাতে খরচ করা যাবে।

📖 امدادالفتاوی (زکریا) ২/ ৫৪২- ৫৪৩ : سوال-ایک مدرسہ میں قاعدہ ہے کہ جب کوئی طالب علم وہاں داخل ہوتا ہے تو مہتمم مدرسہ اس کے وارث سے یا اس سے کہتا ہے کہ یہ بچہ یا تم اگر غیر حاضر ہوگے یا کوئی تقصیر کروگے تو تم کو آدھ آنہ یا زیادہ حسب قواعد مدرسہ علاوہ وظیفہ معہودہ کے بطریق جرمانہ دینا ہوگا... ... اس قاعدہ میں کوئی قباحت شرعیہ ہے یا نہیں؟

الجواب-تعزیر مالی یعنی جرمانہ تو حنفیہ کے نزدیک جائز نہیں اور حدیث لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، اس کی مؤید بھی ہے پس جرمانہ کے طور پر تو یہ لینا درست نہ ہوگا البتہ اس کا اور طریق ہو سکتا ہے وہ یہ کہ اس غیر حاضری پر اس طالب علم کو خارج قرار دیا جائے غیر حاضری کی سزا تو یہ ہو اور آئندہ کو داخل کرنا بذمہ اہل مدرسہ واجب تو ہے نہیں مباح ہے، مباح میں جو کہ متقوم ہو مال کی شرط لگانا جائز ہے اور یہاں مدرسہ کے مکان سے انتفاع مدرسین سے تعلیم یہ سب امور ایسے ہیں جن پر متولی کو اجرت لینا جائز ہے، پس اس اجرت میں وہ پیسے لے لئے جاویں اور اس تقریر کی تصریح کردی جایا کرے تاکہ عقد مبہم نہ رہے۔

## বিলম্ব ফি নেওয়ার হুকুম

**প্রশ্ন :** ছাত্রদের থেকে বিলম্ব ফি নামে তথা বাড়ি থেকে বিলম্ব করে এলে বিলম্ব ফি নামে টাকা নেওয়া কতটুকু বৈধ?

**উত্তর :** ছাত্রদের থেকে বিলম্ব ফি নামে জরিমানা নেওয়া বৈধ নয়। তবে বিলম্বের কারণে নগদ টাকা দিয়ে খানা ক্রয় করার বিধান করা বৈধ। (১৫/২০০/৫৯৮৭)

📖 امدادالفتاوی (زکریا) ২/ ৫৪২- ৫৪৩ : سوال-ایک مدرسہ میں قاعدہ ہے کہ جب کوئی طالب علم وہاں داخل ہوتا ہے تو مہتمم مدرسہ اس کے وارث سے یا اس سے کہتا ہے کہ یہ بچہ یا تم اگر غیر حاضر ہوگے یا کوئی تقصیر کروگے تو تم کو آدھ آنہ یا زیادہ حسب قواعد مدرسہ علاوہ وظیفہ معہودہ کے بطریق جرمانہ دینا ہوگا... ... اس قاعدہ میں کوئی قباحت شرعیہ ہے یا نہیں؟

الجواب-تعزیر مالی یعنی جرمانہ تو حنفیہ کے نزدیک جائز نہیں اور حدیث لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، اس کی مؤید بھی ہے پس جرمانہ کے طور پر تو یہ لینا درست نہ ہوگا البتہ اس کا اور طریق ہو سکتا ہے وہ یہ کہ اس غیر حاضری پر اس طالب علم کو خارج قرار دیا جائے غیر

Scanned by CamScanner

حاضری کی سزا تو یہ ہو اور آئندہ کو داخل کرنا ذمہ اہل مدرسہ واجب تو ہے نہیں مباح ہے، مباح میں جو کہ متقوم ہو مال کی شرط لگانا جائز ہے اور یہاں مدرسہ کے مکان سے انتفاع مدرسین سے تعلیم یہ سب امور ایسے ہیں جن پر متولی کو اجرت لینا جائز ہے، پس اس اجرت میں وہ پیسے لے لئے جاویں اور اس تقریر کی تصریح کردی جایا کرے تاکہ عقد مبہم نہ رہے۔

## অনুপস্থিতিতে আর্থিক দণ্ড

**প্রশ্ন :** কিছু কিছু মাদরাসায় দেখা যায়, প্রাতিষ্ঠানিক কানুন লঙ্ঘন করার কারণে যেমন–কোনো ছাত্র কিছুক্ষণ বা এক দিন ছুটি না নিয়ে অনুপস্থিত থাকলে ওই ছাত্র থেকে ৫০-১০০ টাকা জরিমানা করে মাদরাসা ফান্ডে জমা করে দেয় এটা শরীয়তসম্মত হবে কি না?

**উত্তর :** কোনো ছাত্র যদি মাদরাসা বা প্রাতিষ্ঠানিক আইন কানুন লঙ্ঘন করে তাহলে সে শাস্তির উপযুক্ত। তবে বিজ্ঞ উলামাদের মতে আর্থিক জরিমানা নাজায়েয। সুতরাং আর্থিক শাস্তির পরিবর্তে অন্য কোনো শাস্তির ব্যবস্থা করবে। অথবা খানার অধিকার বাতিল করে দুই-এক খানা ক্রয় করে খাওয়ার জন্য বাধ্য করা যেতে পারে। (১২/৭১৪/৫০৩৯)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٦١ : وعن أبي يوسف يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال. وعندهما وباقي الأئمة لا يجوز. اهـ ومثله في المعراج، وظاهره أن ذلك رواية ضعيفة عن أبي يوسف. قال في الشرنبلالية: ولا يفتى بهذا لما فيه من تسليط الظلمة على أخذ مال الناس فيأكلونه اهـ ومثله في شرح الوهبانية عن ابن وهبان (قوله وفيه إلخ) أي في البحر، حيث قال: وأفاد في البزازية أن معنى التعزير بأخذ المال على القول به إمساك شيء من ماله عنه مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي-

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ١٤/ ١٣٥ :الجواب- مذہب معتمد علیہ یہ ہے کہ ایسا جرمانہ ناجائز ہے اگر کچھ رقم بطور جرمانہ اصول کرلی ہے تو اس کی واپسی ضروری ہے، مسجد وغیرہ میں صرف کرنا درست نہیں۔

Scanned by CamScanner

## ওয়াজ করে ও খতম পড়ে উস্তাদদের টাকা নেওয়া

**প্রশ্ন :** কোনো মাদরাসার মুহতামীম সাহেব অথবা শিক্ষক যাঁরা আজীরে খাস হয়ে থাকেন, তাঁদের জন্য বিভিন্ন ওয়াজের দাওয়াত অথবা খতমের দাওয়াতে গিয়ে টাকা নেওয়া, যা বর্তমানে বিভিন্ন মাদরাসায় প্রচলিত আছে। তা বৈধ কি না? এবং দাওয়াতের মধ্যে দেওয়া টাকা হতে কাউকে বেশি দেওয়া এবং অন্যদের কম দেওয়া জায়েয আছে কি না?

**উত্তর :** দ্বীনি মাদরাসায় যে সমস্ত ব্যক্তি খেদমত করে তারা মুহতামীম হোক বা সাধারণ শিক্ষক হোক, দিয়ানত হিসেবে খাদেম এবং মুয়ামালা সূত্রে আজীরে খাস। আজীরে খাস বলে এমন ব্যক্তিকে যে নিজেকে ইজারাদারের নিকট আবদ্ধ করে দেয়, তখন ইজারাদার কাজ নিলে বা না নিলে বেতন আদায় করতে হবে। আজীর ও ইজারাদারের মধ্যে চুক্তি হলে চুক্তির বাহিরে আজীর অন্য কাজ করতে পারবে। আর যদি কোনো চুক্তি না থাকে তাহলে পুরা সময় ইজারাদারের জন্য থাকবে। নিজ প্রয়োজনীয় কাজ ছাড়া অন্য কাজ বিনা অনুমতিতে করা যাবে না। অতএব যে সমস্ত মাদরাসার শূরা আছে অথবা মুহতামীম সাহেব নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী পরিচালনা করেন এবং মুহতামীম বা শূরার পক্ষ থেকে ফারেগ সময়ে অন্য কাজ করা নিষেধ না হয়। এমতাবস্থায় এ সমস্ত মাদরাসার সাথে সম্পৃক্ত উস্তাদবৃন্দের জন্য ফারেগ সময়ে অন্য কাজ করা এবং টাকা নেওয়া জায়েয হবে। আর যদি শূরা অথবা মুহতামীম সাহেবের পক্ষ থেকে অন্য কাজ করা নিষেধ হয় তাহলে অনুমতি নিয়ে অন্য কাজ করতে পারবে। আর যদি অনুমতি ব্যতীত কোনো শিক্ষক কোথাও অন্য কাজ করে তাহলে সে গোনাহগার হবে। কিন্তু যেহেতু পরিশ্রম করা হয়েছে, তাই টাকা নেওয়া অবৈধ হবে না। কাজ অল্প হবে পারিশ্রমিক বেশি দেওয়া হবে, অথবা কাজ বেশি হবে পারিশ্রমিক কম দেওয়া হবে–উভয়টা আগেই ঠিক করে দিতে হবে। (১৫/১৫৬/৫৬৮২)

📖 الهداية (دار احياء التراث) ٣/ ٢٤٣ : قال: "والأجير الخاص الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل كمن استؤجر شهرا للخدمة أو لرعي الغنم" وإنما سمي أجير وحد؛ لأنه لا يمكنه أن يعمل لغيره؛ لأن منافعه في المدة صارت مستحقة له والأجر مقابل بالمنافع، ولهذا يبقى الأجر مستحقا، وإن نقض العمل.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦ /٥٥ : (و) لا لأجل الطاعات مثل (الأذان والحج والإمامة وتعليم القرآن والفقه) ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن والفقه والإمامة والأذان.

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ٦ /٥٥ : وزاد بعضهم الأذان والإقامة والوعظ.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۳ /۳۵۲ : الجواب۔ اگر نوکری کے اوقات معین ہیں تو دوسرے اوقات میں ملازم کو اپنا کام کرنا جائز ہے۔ بشرطیکہ وہ کام آقا کے کام میں مخل نہ ہو، اور اگر نوکری کے اوقات متعین نہیں ہیں تو بلا اجازت آقا کے اپنا کام یا دوسرے کا کام کرنا جائز نہیں۔

## ফাতওয়া লিখে শিক্ষকের টাকা নেওয়া

**প্রশ্ন :** মাদরাসার কোনো শিক্ষক যদি লিখিতভাবে ফাতওয়া প্রদান করে নির্ধারিত বা অনির্ধারিতভাবে টাকা নেয়, তাহলে তা বৈধ হবে কি না?

**উত্তর :** যে শিক্ষক আজীর এবং ইজারাদার হিসেবে কাজ করে তার বিধান ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে। আর যে আলেম নিজে নিজে ফাতওয়া এবং ফারায়েজ লিখে তার জন্য পারিশ্রমিক নেওয়াকে কিছু ফিকাহবিদ জায়েয বলেছেন। কিন্তু সেটি অনুত্তম। (১৫/১৫৬/৫৬৮২)

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ٤ /٧ : وفى المحيط وإذا أراد القاضى أن يكتب السجل ويأخذ على ذلك أجرا يأخذ منه مقدار ما يجوز أخذه لغيره وكذا لو تولى القسمة بنفسه بأجر ولو أخذ الأجر فى مباشرة نكاح الصغار، وليس له ذلك لأنه واجب عليه ومالا يجب عليه مباشرته جاز أخذه الاجرة عليه.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷ /۳۳۹ : اگر کوئی شخص مفتی سے مسئلے پوچھے اور مفتی کو معلوم ہو تو بتانا فرض ہے لہذا اس پر اجرت لینا جائز نہیں لیکن اگر کوئی مفتی لوگوں کی سہولت کے لئے اپنا وقت فارغ کر کے صرف مسائل بتانے کے لئے ہی کسی جگہ بیٹھ جاتا ہے تو چونکہ ایسا کرنا اس پر فرض نہیں ہے اس لئے وہ حبس اوقات کی اجرت مستفتین سے لے سکتا ہے۔

## বিত্তশালী পিতার সন্তান হয়ে যাকাত ফান্ডের খানা খাওয়া

**প্রশ্ন :** আমার পিতা একজন বিত্তশালী। আমার অন্য ভাইয়েরা যারা আছে তারাও প্রত্যেকে অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ। আমিই কেবল মাদরাসায় অধ্যয়নরত। বর্তমানে আমার নিকট যাকাত ওয়াজিব হওয়ার মতো পরিমাণ সম্পদ নেই। এখন আমার জিজ্ঞাসা হলো, আমি একজন বিত্তশালী পিতার সন্তান হয়ে মাদরাসার যাকাত ফান্ড থেকে খানা খাওয়া আমার জন্য বৈধ হবে কি না?

Scanned by CamScanner

**উত্তর :** যে সমস্ত বালেগ ছেলে পিতার কাজে বাড়িতে থাকে তাই বলে ওই সমস্ত ছেলে পিতার সম্পদের মালিক হয় না। পিতার সম্পদের কারণে ওই ছেলেকে সাহেবে নিসাব বলা যাবে না। তবে পিতার সঙ্গে জড়িত থাকায় ওই ছেলের খোরপোশ ও যাবতীয় খরচ পিতাকে দিতে হবে। যদি কোনো ছেলে পিতার কাজে জড়িত না থাকে বা পিতা তাকে কোনো কাজে না জড়ায় । তখন ওই ছেলের খোরপোশ পিতাকে দিতে হয় না। ঠিক তেমনিভাবে পিতা যদি কোনো বালেগ ছেলেকে লেখাপড়া করায়, তাহলে ওই ছেলের খোরপোশ পিতাকেই দিতে হবে। আর যদি এই ছাত্র নিজেই পড়ে, পিতা না পড়ায় এমতাবস্থায় ওই ছেলে যাকাত নিয়ে খোরপোশ ইত্যাদির খরচ বহন করতে পারবে। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত ছাত্রের বিত্তশালী পিতা যদি ছেলেকে লেখাপড়া করাতে চায়, তখন তার যাবতীয় খরচ পিতাকে বহন করতে হবে। আর যদি পিতা পড়াতে না চায়, তখন যাকাত দ্বারা খোরপোশ পুরা করতে পারবে। (১৫/২৬৫/৬০২৬)

📖 المحيط البرهانی (دار الكتب العلمية) ٢ / ٢٨٣ : إذا كان الأب يوسع عليهم في النفقة لا يجوز الدفع إليهم، وإن كانوا كبارا.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ٥٦٣ : وقال الإمام الحلواني: إذا كان الابن من أبناء الكرام، ولا يستأجره الناس فهو عاجز، وكذا طلبة العلم إذا كانوا عاجزين عن الكسب لا يهتدون إليه لا تسقط نفقتهم عن آبائهم إذا كانوا مشتغلين بالعلوم الشرعية لا بالخلافيات الركيكة وهذيان الفلاسفة، ولهم رشد، وإلا لا تجب.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٦١٤ : (وكذا) تجب (لولده الكبير العاجز عن الكسب) كأنثى مطلقا وزمن ومن يلحقه العار بالتكسب وطالب علم لا يتفرغ لذلك، كذا في الزيلعي والعيني. وأفتى أبو حامد بعدمها لطلبة زماننا كما بسطه في القنية، ولذا قيده في الخلاصة بذي رشد.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٦١٤ : (قوله كما بسطه في القنية) حاصله أن السلف قالوا بوجوب نفقته على الأب، لكن أفتى أبو حامد بعدمه لفساد أحوال أكثرهم، ومن كان بخلافهم نادر في هذا الزمان فلا يفرد بالحكم دفعا لحرج التمييز بين المصلح والمفسد. قال صاحب القنية: لكن بعد الفتنة العامة يعني فتنة التتار التي ذهب بها أكثر العلماء والمتعلمين نرى المشتغلين بالفقه والأدب اللذين هما قواعد الدين وأصول كلام العرب يمنعهم الاشتغال بالكسب عن

Scanned by CamScanner

التحصيل ويؤدي إلى ضياع العلم والتعطيل، فكان المختار الآن قول السلف، وهفوات البعض لا تمنع الوجوب كالأولاد والأقارب. اهـ ملخصا، وأقره في البحر.

وقال ح: وأقول الحق الذي تقبله الطباع المستقيمة ولا تنفر منه الأذواق السليمة القول بوجوبها لذي الرشد لا غيره، ولا حرج في التمييز بين المصلح والمفسد لظهور مسالك الاستقامة وتمييزه عن غيره، وبالله التوفيق -

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۵ /۴۶۱ : الجواب-طالب علم دین اگرچہ بالغ ہو اس کا نفقہ اس کے والد پر ہے بشرطیکہ فقیر ہو اور طلب علم میں کوتاہی نہ کرتا ہو۔

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲ /۵۳۳ : الجواب-سوال پرورش کا جواب بایں تفصیل ہے کہ اگر اولاد خواہ لڑکا ہو یا لڑکی دو حال سے خالی نہیں۔ایک حال یہ ہے کہ وہ مالدار ہوں یعنی کسی طور ان کی ملک میں مال آگیا ہو خواہ بطور ہبہ کے یا بطور میراث کے، سو اس حالت میں تو ان کا نان ونفقہ خود ان کے مال میں واجب ہے والدین کے ذمہ صرف انتظام کرنا ہے۔دوسرا حال یہ کہ وہ مالدار نہ ہوں پھر اس مالدار نہ ہونے کی حالت میں دو صورتیں ہیں۔ایک صورت یہ کہ وہ بالغ ہوں۔دوسری صورت یہ کہ وہ نابالغ ہوں بالغ ہونے کی صورت میں دو احتمال ہیں۔ ایک احتمال یہ کہ اپنے لئے محنت مزدوری ونوکری چاکری کر سکتے ہوں۔اس میں بھی خود ان کا نان ونفقہ انہیں کے ذمہ ہے ماں باپ کے ذمہ نہیں۔دوسرا احتمال یہ ہے کہ وہ کھانے کمانے پر قادر نہیں اس میں حکم مثل نابالغ کے ہے جو آئندہ معلوم ہوتا ہے یہ دونوں احتمال تو بالغ ہونے کی صورت میں تھے۔

## বন্ধ হয়ে যাওয়া মাদরাসার ঘর চলমান মাদরাসাকে দেওয়া

**প্রশ্ন :** আমাদের এলাকায় দুই ব্যক্তি মিলে একটি জায়গা মাদরাসার নামে ওয়াক্ফ করে এবং তৃতীয় আরেক ব্যক্তি সেখানে পড়ালেখার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করে দেয়। কিন্তু মাদরাসাটি ছয় মাস যাবৎ বন্ধ রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে উক্ত ঘরখানার দাতা সেই ঘরটিকে পার্শ্ববর্তী একটি মাদরাসায় স্থানান্তর করতে চাচ্ছে। সেখানে বর্তমানে তা'লীম চালু আছে। দাতার এ ইচ্ছাটি কি শরীয়তসম্মত?

**উত্তর :** একান্ত প্রয়োজন ছাড়া ওয়াক্ফকৃত বস্তু স্থানান্তর করা যেমন শরীয়তসম্মত নয়, তেমনিভাবে ওয়াক্ফকারীর উদ্দেশ্য পরিপন্থী কোনো খাতে স্থানান্তর করা শরীয়ত সমর্থিত নয়। ওয়াকফ সম্পত্তির ওপর গড়ে ওঠা দ্বীনি প্রতিষ্ঠান ছয় মাস যাবৎ বন্ধ থাকা

Scanned by CamScanner

অনাকাঙ্ক্ষিত হলেও একেবারে অস্বাভাবিক নয়। বিবিধ কারণে তা হতে পারে। এলাকাবাসীর দায়িত্ব হলো অবিলম্বে সমস্যা নিরসন করে তা পুনরায় চালু করা। কিন্তু ছয় মাস যাবৎ বন্ধ থাকাকে কেন্দ্র করে ওয়াক্ফ সম্পত্তিতে নির্মিত ঘর অন্য প্রতিষ্ঠানে হস্তান্তর করার পরিকল্পনা তাও শুধু ঘর দাতার পক্ষ থেকে, শরীয়তসম্মত নয়। তার পরও সব রকমের প্রচেষ্টার পরও কোনোক্রমেই তা'লীম চালু করা সম্ভব না হলে সে ক্ষেত্রে জায়গাদাতা ও ঘর নির্মাতার সম্মতিক্রমে নিকটতম অন্য সঠিক আদর্শে পরিচালিত মাদরাসায় স্থানান্তর করা যেতে পারে। (১৫/৩১০/৬০৪০)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٩ : (حشيش المسجد وحصره مع الاستغناء عنهما و) كذا (الرباط والبئر إذا لم ينتفع بهما فيصرف وقف المسجد والرباط والبئر) والحوض (إلى أقرب مسجد أو رباط أو بئر) أو حوض (إليه).

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٠ /٢٠٩ : الجواب-بلا ضرورت مدرسہ کو دوسری جگہ منتقل کرنا غرضِ واقف کی خلاف ہے اور منشاءِ واقف کو حتی الوسع پورا کرنا لازم اور اس کی مخالفت ممنوع ہے البتہ اگر پہلی جگہ غیر آباد ہو جائے تو دوسری جگہ منتقل کرنا اور نام بدلنا سب کچھ درست ہے کہ اس میں اضاعت سے حفاظت ہے۔

## টাকা দেওয়ার শর্তে চাকরি/বেতন নির্ধারণ

**প্রশ্ন :** আমাদের দেশে একজন মুফতী সাহেব ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কোরআন শেখার মসজিদভিত্তিক একটি সংস্থা (নাম-খেদমাতুল খালক) বের করেছেন। ৩০-৩৫ জন ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে একজন শিক্ষক পড়ায়। শিক্ষক চাই আলেম হোক বা হাফেজ হোক, চাই কারী সাহেব হোক, তাতে আপত্তি নেই।

কিন্তু পরিচালক মুফতী সাহেবের শর্ত হলো :

১) অগ্রিম ১৫ হাজার টাকা জমা রাখতে হবে, তাহলে তাকে ১৫০০ টাকা বেতন দেওয়া হবে। ২০০০০ টাকা রাখলে ২০০০ টাকা বেতন দেওয়া হবে।

২) ১৫ কিংবা ২০০০০ টাকা জমা না দিলে যত বড় মুফতী বা আল্লামা হোক না কেন, তার চাকরি নেই।

৩) যদি কোনো কারণবশত ১-২ মাস পর কোনো শিক্ষক চাকরি ছেড়ে দেয়, তাহলে তার ওই ১৫-২০ হাজার টাকা ফেরত দেওয়া হবে না। তবে মুফতী সাহেব বলেন, এক বছর পর ফিরিয়ে দেবেন।

৪) যদি তাঁদের বলা হয় চাকরি করে তাই বেতন দেবেন, তবে আবার ১৫-২০ হাজার টাকা দিতে হয় কেন? উত্তরে তাঁরা বলেন, চাঁদা বা সাহায্য নিচ্ছি। চাঁদা বা সাহায্য ৩-

Scanned by CamScanner

৪ হাজার টাকা দিলে নেন না, ১৫-২০ হাজার টাকাই দিতে হয়। না হয় চাকরি নেই। বিনা টাকায় বা কম টাকায় চাকরি নেই। এসব শর্তের ওপর টাকা দিয়ে চাকরি করা কতটুকু জায়েয?

**উত্তর :** 'খেদমাতুল খালক' নামক সংস্থার চাকরি করার নিয়মনীতিগুলো পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে তাদের নিয়মনীতিগুলো শরীয়ত পরিপন্থী।
তাদের একটি শর্ত হলো : চাঁদা বা সাহায্য হিসেবে কমপক্ষে ১৫-২০ হাজার টাকা জমা দিতে হবে, তবে এক বছর পর টাকাগুলো ফিরিয়ে দেবে। তারা যদিও চাঁদা বা সাহায্যের নামে টাকা নিচ্ছে বাস্তবেই এগুলো চাঁদা বা সাহায্য নয়। কেননা চাঁদা দানকারী চাঁদা দিয়ে দিলে এগুলো ফিরিয়ে নিতে পারে না। এমনকি এগুলো সাহায্যও নয়। কেননা সাহায্য যে যার সামর্থ্য অনুযায়ী করবে। এখানে ১৫-২০ হাজার টাকার শর্ত করা শরীয়তে বৈধ কোনো লেনদেনের আওতাভুক্ত নয় এটা বোঝা গেল। টাকাগুলো তারা বন্ধক বা সিকিউরিটি হিসেবে নেয়।

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۲ / ۴۱۲ : الجواب - چندہ کی رقم مدرسہ میں داخل ہونے سے معطین کی ملک سے خارج ہو جاتی ہے۔

তাদের আরেকটি শর্ত হলো : ১৫ হাজার টাকা জমা দিলে ১৫ শত টাকা বেতন, ২০ হাজার টাকা জমা দিলে ২ হাজার টাকা, তাদের এ নিয়মটিও শরীয়ত পরিপন্থী। কেননা বন্ধক দ্বারা উপকৃত হওয়া বৈধ নয়। এখানে দেখা যায় যে রেহেনের টাকা অনুপাতে এবং রেহেনের টাকার লভ্যাংশ থেকে তাকে বেতন দিচ্ছে, যা বন্ধকি সম্পদ থেকে উপকৃত হওয়ার শামিল।

আরেকটি কারণে শরীয়তবিরোধী তা হলো ইজারা চুক্তি ইজারাবহির্ভূত শর্তের কারণে ফাসেদ হয়ে যায় যেমনিভাবে এর ক্রয়-বিক্রয় তার নিয়মবহির্ভূত শর্তের কারণে ভেঙে যায়। এখানে ১৫-২০ হাজার টাকা জমা দেওয়ার শর্তে চাকরিজীবীকে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়, যা ইজারা চুক্তির বহির্ভূত শর্ত তাই তা শরীয়তসম্মত নয়। (১৭/১/৬৮৬১)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦/ ٤٦ : (تفسد الإجارة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد فكل ما أفسد البيع) مما مر (يفسدها) كجهالة مأجور أو أجرة أو مدة أو عمل، وكشرط طعام عبد وعلف دابة ومرمة الدار أو مغارمها وعشر أو خراج أو مؤنة رد أشباه -

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٤٨٢ : (قوله وقيل لا يحل للمرتهن) قال في المنح: وعن عبد الله بن محمد بن أسلم السمرقندي وكان من كبار علماء سمرقند أنه لا يحل له أن ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه وإن أذن له

Scanned by CamScanner

الراهن، لأنه أذن له في الربا لأنه يستوفي دينه كاملا فتبقى له المنفعة فضلا فيكون ربا، وهذا أمر عظيم.

তাদের আরেকটি শর্ত হলো, এক মাস পর চাকরি ছেড়ে দিলে তাদের সিকিউরিটি সাথে সাথে দিয়ে দেয় না বরং এক বছর পর দেওয়া হয় অথচ শরীয়তে বন্ধক রাখার পদ্ধতি হলো, বন্ধকদাতা বন্ধকগ্রহীতা থেকে যখনই তার বন্ধকি জিনিস চাইবে বন্ধকগ্রহীতা তাকে সাথে সাথে দিয়ে দিতে হবে। কিন্তু তাদের বন্ধকি জিনিস ফিরিয়ে দেয় এক বছর পর তাই ইহাও শরীয়তবিরোধী।

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد) ٦/ ٢٢٨ : رہن صرف ایک وثیقہ اور ذریعہ اعتماد ہے جس سے مرتہن مرہونہ چیز کا مالک نہیں بن سکتا، اس کا مالک راہن ہی رہیگا، جب چاہے مرتہن کو قرض ادا کر کے مرہونہ شئ واپس لے سکتا ہے، تاہم مالک قرض کی ادائیگی کے بغیر مرہونہ کی واپسی کا حق نہیں رکھتا۔

তাদের আরেকটি শর্ত হলো, যে অগ্রিম টাকা দেবে সে চাকরি পাবে, আর যে টাকা দিতে পারবে না সে চাকরি পাবে না, চাই সে যত বড় আলেম হোক বা মুফতী হোক। তাদের এ নিয়মটিও শরীয়ত পরিপন্থী। কেননা টাকা দিয়ে অযোগ্য লোক চাকরি নিয়ে মুসলমানদের ছোট ছোট বাচ্চাদের সহীহ তা'লীম দিতে পারবে না। শরীয়তে যা জুলুম বা খেয়ানত হিসেবে বিবেচিত।

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٤/ ٢١٦ (٦٤٩٦) : عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة» قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: «إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة».

অতএব, উল্লিখিত শর্তের ভিত্তিতে উক্ত সংস্থায় চাকরি করা শরীয়তসম্মত নয়।

## বিদেশি সংস্থার অনুদান গ্রহণ করা

**প্রশ্ন :** আমাদের মাদরাসায় কিছুদিন পূর্বে ওয়ার্ল্ড ভিশনের কিছু লোক মাদরাসার জন্য কিছু আসবাব নিয়ে আসে এবং তারা বলে, আমরা এগুলো শুধুমাত্র সাওয়াবের উদ্দেশ্যে দান করলাম। তখন আমরা সেগুলো ওই অবস্থায় রেখে দিই। ব্যবহার করিনি। প্রশ্ন হচ্ছে, এজাতীয় বিদেশি কোনো সংস্থা হতে কোনো প্রকার অনুদান তথা টাকা-পয়সা, আসবাব ইত্যাদি কওমী প্রতিষ্ঠানে গ্রহণ করা যাবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : শিক্ষা-দীক্ষা ও অন্যান্য পার্থিব কার্যক্রমে ইসলাম ও ইসলামী মূল্যবোধকে সমুন্নত রেখে অমুসলিম ব্যক্তি বা সংস্থা থেকে সাহায্য-সহযোগিতা গ্রহণ করা বৈধ হলেও বর্তমান যুগের অমুসলিম সংস্থাগুলোর লক্ষ্য হলো সাহায্যের নামে মুসলিম সমাজ ও তার ঈমান-আকীদার প্রতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আঘাত হানা। সুতরাং ওয়ার্ল্ড ভিশনের মতো মুসলিমবিদ্বেষী সংস্থার সাহায্য-সহযোগিতায় সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র নিহিত থাকা অবাস্তব কিছু নয় তাই এ ধরনের সাহায্য বিশেষ করে দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের জন্য গ্রহণ করা কখনো উচিত হবে না। (১৩/৫২৪)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٣٦٠ : (قوله: وأن يكون قربة في ذاته) أي بأن يكون من حيث النظر إلى ذاته وصورته قربة، والمراد أن يحكم الشرع بأنه لو صدر من مسلم يكون قربة حملا على أنه قصد القربة.

📖 فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراتشى) ٣/ ٢٦٩ : والذى يخلص من مجموع الروايات أن الأمر فى الاستعانة بالمشركين موكول إلى مصلحة الإسلام والمسلمين؛ فإن كان يؤمن عليهم من الفساد وكان فى الاستعانة بهم مصلحة فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى إذا كان حكم السلام هو الظاهر ويكون الكفار تبعاً للمسلمين؛ وإن كان للمسلين عنهم غنى أوكانوا هم القادة والمسلمون تبعا لهم أو يخاف منهم الفساد؛ فلا يجوز الاستعانة بهم -

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ٢ / ٦٦٤ : الجواب — اگر یہ احتمال نہ ہو کہ کل کو اہل اسلام پر احسان رکھیں گے اور نہ یہ احتمال ہو کہ اہل اسلام ان کے ممنون ہو کر ان کے مذہبی شعائر میں شرکت یا ان کی خاطر سے اپنے شعائر میں مداہنت کرنے لگیں گے اس شرط سے قبول کر لینا جائز ہے۔

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ٢/ ٤٢٨ : الجواب- غیر مسلک کے لوگ بعض اوقات چندہ دینے کے بعد اپنے حقوق جتانے لگتے ہیں اور مستقل درد سر بنے رہتے ہیں؛ اگر یہ احتمال نہ ہو نیز یہ خدشہ بھی نہ ہو کہ کل کو وہ سینوں پر احسان جتائیں گے تو شرعاً ان کا چندہ لے سکتے ہیں۔

## বিদায়ী শিক্ষককে পূর্ণ মাসের বেতন না দেওয়া

প্রশ্ন : একটি কওমী মাদরাসার একজন পুরাতন শিক্ষক মুহতামীম সাহেবকে এ মর্মে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে তিনি আগামী বছর সে মাদরাসার খেদমত করবেন না। চলতি

Scanned by CamScanner

বছরের বার্ষিক পরীক্ষা শেষে মাদরাসা থেকে বিদায় হয়ে যাবেন। মুহতামীম সাহেব এর ওপর সম্মতি দেখালেন। যখন বার্ষিক পরীক্ষা শেষে উক্ত শিক্ষক তাঁর পরীক্ষার ফলাফল তা'লীমাতে জমা দিয়ে দফতরে বেতনের জন্য গেলেন তখন তাঁকে বেতন দেওয়া হচ্ছে ১৫ই শা'বান পর্যন্ত অর্ধেক মাসের এবং তাঁকে বলা হলো, মুহতামীম সাহেব এ রকম সিদ্ধান্ত করেছেন। বলাবাহুল্য, কোনো শিক্ষক বার্ষিক পরীক্ষা নিয়ে বিদায় হলে আজীরে খাস ও সকল মাদরাসার নিয়ম হিসেবে তাঁকে পুরা মাসের বেতন প্রদান করতে হবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, উক্ত বিদায়ী শিক্ষক পুরা শা'বান মাসের বেতন পাবেন কি না? এবং মুহতামীম সাহেবের উক্ত আচরণ ও সিদ্ধান্ত শরীয়তসম্মত কি না?

**উত্তর :** যে শিক্ষক মুহতামীম সাহেবকে বলে দিয়েছে যে, আমি আগামী বছর আপনার মাদরাসায় খেদমত করব না। তাই বার্ষিক পরীক্ষার পর ছুটির দিনগুলোতে বেতন পাওয়ার অধিকার রাখে না। যেহেতু ছুটির দিনের বেতন পাওয়ার জন্য আগামী বছরের খেদমতে থাকতে হবে। কিন্তু যদি ছুটির দিনেও মাদরাসার কোনো কাজ করে, তাহলে বেতন পাবে। (১৫/৭১০/৬২২৭)

📖 المحيط البرهانى (دار الكتب العلمية) ٧/ ٤٦٠ : إذا وقع عقد الإجارة صحيحاً على مدة أو مسافة، وجب تسليم ما وقع عليه العقد، وإنما مدة الإجارة لا مانع من الانتفاع لأن تسليم المعقود عليه واجب وذلك بالتمكين من الانتفاع، لأن تسليم عين المنفعة لا يتصور فيقام التمكين من الانتفاع مقامه، وذلك تسليم المحل إليه بحيث لا مانع من الانتفاع، فإن عرض في بعض المدة، أو المسافة ما يمنع الانتفاع سقط الأجر بقدر مدة المنع.

📖 شرح المجلة ١ /٢٣٩ : الأجير الخاص مستحق الأجرة إذا كان فى مدة الإجارة حاضرا للعمل -

📖 امداد الفتاوى (زكريا) ٣/ ٣٤٨ : تنخواہ تو ایام عمل ہی کی ہے مگر تعطیل کا زمانہ تبعاً ایام عمل کے ساتھ ملحق ہوتا کہ استراحت کر کے ایام عمل میں عمل کر سکے... شعبان کے ختم پر معزول ہو جانے سے تنخواہ نہ ملے گی اور عدم عزل میں رمضان کے ختم پر تنخواہ ملے گی بشرطیکہ شوال میں بھی کام کیا ہو۔

Scanned by CamScanner

## নিয়োগপত্রে অঙ্গীকারনামার হুকুম

**প্রশ্ন :** মাদরাসায় শিক্ষক নিয়োগের সময় মাদরাসার পক্ষ থেকে যে অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর গ্রহণ করা হয় তা শরীয়তসম্মত কি না? নিম্নে একটি অঙ্গীকারনামা সংযুক্ত করা হলো,

*নিয়োগপ্রাপ্তির অঙ্গীকারনামা*

*# আমি এ মর্মে অঙ্গীকার করছি যে দারুল উলূম সাহবানিয়া মাদরাসার সকল আইন-কানুন শরীয়ত ও বাস্তবসম্মত মনে করে দ্বিধাহীনচিত্তে গ্রহণ করে নিলাম। কখনো কোনো কানুনের ব্যাপারে আমার মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিলে আমি তা মুহতামীম সাহেবের নিকট প্রকাশ করে তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা জেনে নেব। এর পরও যদি আমার সংশয় না কাটে তবে নির্দ্বিধায় মাদরাসার মুহতামীমকে অবহিত করব। কিন্তু কিছুতেই আমি কর্তৃপক্ষের অনুপস্থিতিতে নিয়ম-কানুনের সমালোচনায় লিপ্ত হব না।*

*# সদা আমার জাহের ও বাতেন এক রাখার চেষ্টা করব।*

*# আমি দৃঢ়চিত্তে অঙ্গীকার করছি যে, কোনো ছাত্র-ছাত্রীকে হাতবেত বা অন্য কিছু দিয়ে প্রহার করব না এবং অন্য কোনো ধরনের শারীরিক শাস্তিও দেব না। সর্বদা ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে তাদের দোষ-ত্রুটি সংশোধন করার চেষ্টা করব।*

*# ছাত্র-ছাত্রীকে গালাগাল করব না। তাদের সঙ্গে অশ্লীল কথাবার্তা বলব না বা অশালীন আচরণ করব না।*

*# আমি মাদরাসার তা'লীমি পরিবেশকে অতি উন্নতমানের আদর্শ ইসলামী পরিবেশ বানিয়ে রাখব।*

*# ছাত্র-ছাত্রী কোনো অন্যায় করলে আমি নিজে কোনো রকম শাস্তি না দিয়ে আমার উপরস্থ দায়িত্বশীলগণের নিকট তা পেশ করব।*

*# আমি ওয়াদা করছি যে, উল্লিখিত সমস্ত ধারা আমি আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে নিলাম। কখনো এর পরিপন্থী কোনো কাজ আমার মধ্যে পরিলক্ষিত হলে আমার ব্যাপারে মাদরাসার মুহতামীমের যেকোনো ফয়সালা মেনে নেব।*

*# আল্লাহ তা'আলা আমাকে এর পরিপূর্ণরূপে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!*

*আমি অঙ্গীকারনামা মনোযোগসহ পড়ে ভালো করে বুঝে পুরোপুরি মেনে নিয়ে স্বজ্ঞানে স্বেচ্ছায় স্বাক্ষর করলাম।*

**উত্তর :** প্রশ্নের সাথে সংযুক্ত অঙ্গীকারনামার ধারাগুলো শরীয়তসম্মত। (১৮/৮৩৩)

Scanned by CamScanner

## বেতন কর্তন-বর্ধন করার নিয়ম-কানুন

**প্রশ্ন :** কওমী মাদরাসার কানুনে আছে, শিক্ষকবৃন্দ প্রতি মাসে ২ দিন করে স্ববেতনে ছুটি করে থাকে। কিন্তু আমাদের মাদরাসার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ পর্যন্ত একটা নিয়ম প্রচলিত আছে। যদি কোনো শিক্ষক নির্ধারিত ২ দিন ভোগ না করে, অর্থাৎ ৩০ দিন হাজির থাকে তাহলে তাকে ৩২ দিনের বেতন দিয়ে থাকে, আর যদি অনুপস্থিত থাকে তাহলে ৩২ দিন হিসাব করে বেতন কর্তন করা হয়। তা শরীয়তসম্মত কি না?

**উত্তর :** যেকোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তার সার্বিক উন্নতির জন্য বিধিবিধান ও নীতিমালা নির্ধারণে স্বাধীন। যদি ওই বিধিবিধান শরীয়ত অসমর্থিত না হয় তবে তা মেনে চলাও শিক্ষক, ছাত্র, কর্মচারী সবার জন্য আবশ্যকীয়। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত মাদরাসায় পূর্ণ ৩০ দিন উপস্থিত থাকলে ৩২ দিনের বেতন দেওয়া এবং অনুপস্থিত থাকলে ৩২ দিন হিসাবে বেতন কর্তন করা যদি প্রতিষ্ঠানের লিখিত বা ঘোষিত কানুন হিসেবে করা হয়ে থাকে তবে তা নাজায়েয হবে না। (১৪/১২৪/৫৫৭০)

📖 الدر المختار (سعيد) ٦ / ٢١ : الزيادة في الأجرة من المستأجر تصح في المدة -

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۳/ ۵۲۹ : قال فقهائنا رحمهم الله تعالى : نص الواقف كنص الشارع فى وجوب العمل به اس قاعدہ کے مطابق جو شرائط اہل مدارس ملازمین و مدرسین مدرسہ پر عائد کرتے ہیں ان کی پابندی مدرسین پر لازم ہے اور مہتمم مدرس کو ان سے ایسا شرائط کرنا جائز ہے جو مدرسہ کیلئے مفید ہو۔

## ক্লাসে হাজিরাভিত্তিক বেতন কর্তন

**প্রশ্ন :** একজন শিক্ষককে ৫টি কিতাব পড়ানোর দায়িত্ব প্রদান করলে শিক্ষক হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করতে পারবেন। কোনো দিন একাধিক কিতাবের পাঠদান না করতে পারলে ওই দিন হাজির বলে গণ্য হবেন কি না? এবং ওই দিনের পূর্ণ বেতন দেওয়া বা নেওয়া জায়েয হবে কি না?

**উত্তর :** কী পরিমাণ সময় উপস্থিত থাকলে এবং কয়টি কিতাবের দরস দিলে দিনের হাজিরা হবে, তা প্রতিষ্ঠানের সংবিধান অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সংবিধান না থাকলে আশপাশের মাদরাসাগুলোতে প্রচলিত সংবিধানের অনুসরণে বা নতুন করে মাদরাসা কর্তৃপক্ষের প্রণীত সংবিধান অনুযায়ী তার ফয়সালা করতে হবে। সারকথা, প্রতিষ্ঠানের শরীয়ত সমর্থিত নীতির ওপর চলতে হবে। (৭/৯৫৪/১৯৬২)

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦ /٦٩ : (والثاني) وهو الأجير (الخاص) ويسمى أجير وحد (وهو من يعمل لواحد عملا مؤقتا بالتخصيص ويستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل كمن استؤجر شهرا للخدمة أو) شهرا (لرعي الغنم) المسمى بأجر مسمى -

📖 الأشباه والنظائر (دار الكتب العلمية) ١/ ٧٩ : القاعدة السادسة: العادة محكمة- وأصلها قوله عليه الصلاة والسلام {ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن} قال العلائي: لم أجده مرفوعا في شيء من كتب الحديث أصلا، ولا بسند ضعيف بعد طول البحث، وكثرة الكشف والسؤال، وإنما هو من قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا عليه أخرجه أحمد في مسنده.

واعلم أن اعتبار العادة والعرف يرجع إليه في الفقه في مسائل كثيرة حتى جعلوا ذلك أصلا -

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٧/ ٢٨٤ :الجواب-اس میں مدارس کے عرف پر عمل ہوگا جتنی غیر حاضریاں عرفا معفو سمجھی جاتی ہیں ان کی اجرت کا استحقاق ہوگا، زیادہ کا نہیں۔

## মাঝ বছরে বিদায়ী উস্তাদের বকেয়া বেতন

**প্রশ্ন :** কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বছরের মাঝখানে কোনো শিক্ষক বিদায় নেওয়ার পর পরিচালক সাহেব ভগ্ন বছরের অতীত মাসগুলোর বাকি বেতন না দেওয়ার অনুমোদন আছে কি না?

**উত্তর :** বছরের মধ্যভাগে কোনো শিক্ষককে বিদায় দেওয়া হোক বা কর্তৃপক্ষের সম্মতিতে কোনো শিক্ষক বিদায় গ্রহণ করুক–উভয় ক্ষেত্রে কর্মরত থাকাকালীন সময়ের বেতন অবশ্যই পাবে। আর যদি শিক্ষক নিজ প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষের সম্মতি ছাড়া চলে যায় সে ক্ষেত্রে শিক্ষক-কর্মচারীদের জন্য কোনো বিধিবিধান উক্ত প্রতিষ্ঠানে চালু থাকে, সেভাবে বেতন পাওয়া না পাওয়ার সিদ্ধান্ত হবে। আর যদি কোনো বিধিবিধান না থাকে তাহলে নিকটতম এ ধরনের কোনো প্রতিষ্ঠানের বিধি অনুসরণ করবে। অথবা উপস্থিত কোনো নিয়ম করে নেবে। (১/৩৪৩)

📖 الدر المختار (سعيد) ٤ / ٤١٧ : (والمؤذن والإمام إذا كان لهما وقف ولم يستوفيا حتى ماتا فإنه يسقط) لأنه كالصلة (وكذلك القاضي وقيل لا) يسقط لأنه كالأجرة -

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ٤ / ٤١٧ : قلت: ووجهه ما سيذكره في مسألة الجامكية أن لها شبه الأجرة وشبه الصلة، ثم إن المتقدمين منعوا أخذ الأجرة على الطاعات، وأفتى المتأخرون بجوازه على التعليم والأذان والإمامة فالظاهر أن من نظر إلى مذهب المتقدمين رجح شبه الصلة فقال بسقوطها بالموت، لأن الصلة لا تملك قبل القبض، ومن نظر إلى مذهب المتأخرين رجح شبه الأجرة فقال بعدم السقوط، وحيث كان مذهب المتأخرين هو المفتى به جزم في البغية بالثاني، بخلاف رزق القاضي فإنه ليس له شبه بالأجرة أصلا إذ لا قائل بأخذ الأجرة على القضاء. مطلب إذا مات المدرس ونحوه يعطى بقدر ما باشر بخلاف الوقف على الذرية، وعلى هذا مشى الطرسوسي في أنفع الوسائل على أن المدرس ونحوه من أصحاب الوظائف إذا مات في أثناء السنة يعطى بقدر ما باشر ويسقط الباقي

📖 فيه أيضا ٤/ ٤٣٥ : (قوله أي في زمن المباشرة إلخ) يعني أن اعتبار شبهها بالأجرة من حيث حل تناولها للأغنياء إذ لو كانت صدقة محضة لم تحل لمن كان غنيا، ومن حيث إن المدرس لو مات أو عزل في أثناء السنة قبل مجيء الغلة وظهورها من الأرض، يعطى بقدر ما باشر، ويصير ميراثا عنه كالأجير إذا مات في أثناء المدة، ولو كانت صلة محضة لم يعط شيئا -

📖 الأشباه والنظائر (دار الكتب العلمية) ١/ ٧٩ : القاعدة السادسة: العادة محكمة- وأصلها قوله عليه الصلاة والسلام {ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن} قال العلائي: لم أجده مرفوعا في شيء من كتب الحديث أصلا، ولا بسند ضعيف بعد طول البحث، وكثرة الكشف والسؤال، وإنما هو من قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا عليه أخرجه أحمد في مسنده.

📖 واعلم أن اعتبار العادة والعرف يرجع إليه في الفقه في مسائل كثيرة حتى جعلوا ذلك أصلا -

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷/ ۲۸۴ :الجواب-اس میں مدارس کے عرف پر عمل ہوگا جتنی غیر حاضریاں عرفا معفو سمجھی جاتی ہیں ان کی اجرت کا استحقاق ہوگا، زیادہ کا نہیں۔

Scanned by CamScanner

## আইন লঙ্ঘনকারী উস্তাদের বেতন গ্রহণ ও প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা ভোগ করা

**প্রশ্ন :** যদি কোনো দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, উস্তাদ ও কর্মচারী প্রতিষ্ঠানের কানুন না মেনে চলে এর জন্য সে খিয়ানতকারী হবে কি না? এবং কানুনের বিপরীত চলার দরুন তার জন্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে দেওয়া বেতন ও অন্য সুযোগ-সুবিধা নেওয়া জায়েয হবে কি না?

**উত্তর :** মাদরাসা বা যেকোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক কানুন শরীয়ত পরিপন্থী না হওয়ার শর্তে প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, উস্তাদ ও কর্মচারীদের মেনে চলা একান্ত জরুরি। বাধ্যতামূলক কানুন না মেনে স্বাধীনমতো চলার অনুমতি নেই। বেতন বা অন্য সুযোগ-সুবিধা যে সকল কানুনের সাথে সম্পৃক্ত ওই সকল কানুন লঙ্ঘন করে পূর্ণ বেতন নেওয়া জায়েয হবে না। ( ১০/৫৮৭/৩১৯৮)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٣/ ١٥٥٥ (٣٥٩٤) : عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصلح جائز بين المسلمين» زاد أحمد، «إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالا» وزاد سليمان بن داود، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم» -

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ٣/ ٥٢٩ : قال فقهائنا رحمهم الله تعالى : نص الواقف كنص الشارع فى وجوب العمل به اس قاعدہ کے مطابق جو شرائط اہل مدارس ملازمین و مدرسین مدرسہ پر عائد کرتے ہیں ان کی پابندی مدرسین پر لازم ہے اور مہتمم مدرس کو ان سے ایسا شرائط کرنا جائز ہے جو مدرسہ کیلئے مفید ہو۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۵ / ۱۸۱ : الجواب- امامت اور ترجمہ کا جو کچھ مولوی صاحب سے معاہدہ و معاملہ کیا گیا ہے اس کی پابندی لازم ہے... لیکن آزادی کی عادت بنالینا اور اپنی ذمہ داری کو محسوس نہ کرتے ہوئے طبیعت چاہنے پر کام کرنا شرعا درست نہیں اس سے ان کی تنخواہ خالص حلال کی نہیں رہے گی۔

## অতিরিক্ত ছুটি কাটালে ছাত্রের খানা বন্ধ ও উস্তাদের বেতন কর্তন করা

**প্রশ্ন :** প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে উস্তাদ বা ছাত্র যত দিন ছুটি পেয়েছে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তার থেকে বেশি ছুটি কাটালে উস্তাদের বেতন কর্তন ও ছাত্রদের খানা এবং অন্য সুযোগ-সুবিধা বন্ধ করা যাবে কি না?

Scanned by CamScanner

**উত্তর :** ছাত্ররা বিহিত কারণ ছাড়া অতিরিক্ত ছুটি কাটালে মাদরাসা কর্তৃক প্রদত্ত খানাপিনা ও অন্য সুযোগ-সুবিধা বন্ধ করা যেতে পারে। তবে উস্তাদদের ব্যাপারে মাদরাসার প্রচলিত নিয়ম মোতাবেক ফয়সালা হবে। (১০/৫৮৭/৩১৯৮)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٣/ ١٥٥٥ (٣٥٩٤) : عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصلح جائز بين المسلمين» زاد أحمد، «إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالا» وزاد سليمان بن داود، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم»-

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ٣/ ٥٢٧ :الجواب- ... ... اور جو ناغہ مدرس کی طرف سے ہو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر ملازم رکھنے والوں نے غیر حاضری اور ناغہ اور رخصت کے متعلق کوئی قاعدہ مقرر کر کے اس کو اطلاع دے دی تھی تب تو اس قاعدہ کے بموجب عمل ہو گا اور اگر کوئی قاعدہ مقرر نہیں کیا تو عرفا ایسے ملازموں کے لئے اسلامی مدارس میں جو قاعدہ ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔

## মাদরাসার স্বার্থে ফাসেককে শূরার সদস্য করা

**প্রশ্ন :** মসজিদ-মাদরাসার কমিটিতে দাড়িবিহীন ও বেনামাযীকে সভাপতি বা সদস্যপদে রাখা যাবে কি না? আমাদের এলাকায় একজন স্বনামধন্য মুফতী সাহেব তাঁর মাদরাসা-মসজিদের মজলিসে শূরায় মাদরাসার এক বড় হিতাকাঙ্ক্ষী ও এক বড় ব্যবসায়ীকে দাড়ি ও পাঁচ ওয়াক্ত না পড়ার ফলে কমিটি থেকে বরখাস্ত করেন। এতে সমস্যা হলো, তার দান-খয়রাত মাদরাসায় আসা বন্ধ হয়ে যায় এবং উক্ত মুফতী সাহেবের বিরুদ্ধে কটাক্ষমূলক কথাবার্তা বলা শুরু করে। এতে করে মাদরাসার অনেকটা ক্ষতি হচ্ছে। উক্ত ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য দাড়িবিহীন ও বেনামাযীকে পুনরায় কমিটির সদস্য পদে রাখা যাবে কি না?

**উত্তর :** মসজিদ-মাদরাসার কমিটির সভাপতি ও সদস্যগণ নামাযী ও খোদাভীরু হওয়া আবশ্যক। কারণ যেকোনো প্রতিষ্ঠানের নীতিনির্ধারণী অনেক স্পর্শকাতর বিষয়গুলোর সিদ্ধান্ত কমিটির ওপরই ন্যস্ত থাকে। যাদের মধ্যে ধর্মীয় অনুশাসন ও খোদাভীরুতা থাকে না সে এই সম্পর্কে কী সিদ্ধান্ত দেবে? উপরন্তু কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কমিটির সদস্য হওয়ার বিষয়টি কোনো অর্থ অনুদানের ওপর ন্যস্ত থাকা মোটেই সমীচীন নয়। বরং ধর্মীয় বিষয়াদির অনুশাসন, অনুকরণ, তাকওয়া দ্বীনদারীই তার সদস্য হওয়ার আসল মানদণ্ড। বেনামাযী ও দাড়িবিহীন ব্যক্তি এর উপযোগী নয়। লাভ-ক্ষতির মালিক আল্লাহ তা'আলা। তাই কারো ক্ষতির আশঙ্কায় অনুপযোগী ব্যক্তিকে মাদরাসার শূরা

Scanned by CamScanner

কমিটিতে রাখা, বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন করা উলামা সমাজের জন্য উচিত নয়। তবে যদি উক্ত ব্যবসায়ী নামাযী ও দাড়িওয়ালা হয়ে যায়, তাকে কমিটিতে পুনর্বহাল নৈতিক দায়িত্ববলে বিবেচ্য। অতএব সর্বাবস্থায় কোনো মুসলমানের সাথে বৈরী আচরণ করা আলেমের জন্য উচিত নয়। বরং তার সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করে চেষ্টা-কৌশলে তাকে প্রতিষ্ঠানের দিকে ধাবিত করা এবং তার ইসলাহ ও সংশোধন করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া জরুরি। (১৪/২৫৩/৫৫২৯)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٥/ ٢٢٦ : أما الأول فقال في فتح القدير الصالح للنظر من لم يسأل الولاية للوقف وليس فيه فسق يعرف قال وصرح بأنه مما يخرج به الناظر ما إذا ظهر به فسق كشربه الخمر ونحوه. اهـ وفي الإسعاف لا يولى إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبه لأن الولاية مقيدة بشرط النظر وليس من النظر تولية الخائن لأنه يخل بالمقصود وكذا تولية العاجز لأن المقصود لا يحصل به -

📖 فيه أيضا ٥/ ٢٢٦ : وأن الناظر إذا فسق استحق العزل ولا ينعزل لأن القضاء أشرف من التولية ويحتاط فيه أكثر من التولية والعدالة فيه شرط الأولوية حتى يصح تقليد الفاسق وإذا فسق القاضي لا ينعزل على الصحيح المفتى به فكذا الناظر -

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٨٠ : مطلب في شروط المتولي (قوله: غير مأمون إلخ) قال في الإسعاف: ولا يولى إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبه لأن الولاية مقيدة بشرط النظر وليس من النظر تولية الخائن لأنه يخل بالمقصود، وكذا تولية العاجز لأن المقصود لا يحصل به، ويستوي فيه الذكر والأنثى وكذا الأعمى والبصير وكذا المحدود في قذف إذا تاب لأنه أمين.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ٢/ ٤٥٢ : الجواب-حامدا ومصلیا، متولی کی اصل خدمت انتظام و اہتمام مسجد ہے اس میں ماہر ہونا ضروری ہے لیکن چونکہ متولی کو امین اور دیانت دار ہونا بھی لازم ہے اور جو شخص تارک فرائض بھی ہے وہ فاسق ہے اور فاسق کو متولی بنانا جائز نہیں۔

## ১৫ দিন খানা খাওয়া না খাওয়ার ভিত্তিতে খোরাকির কর্তন

**প্রশ্ন :** ভর্তি ফরমে এ মর্মে নিয়ম উল্লেখ করে যদি ছাত্রছাত্রীর অভিভাবক হতে অনুমতি নেওয়া হয় যে ছাত্রছাত্রী যদি মাসে ১৫ দিন কিংবা তার চেয়ে কম সময় মাদরাসার

Scanned by CamScanner

খোরাক গ্রহণ করে তাহলে প্রদত্ত এক মাসের খোরাকি হতে ১৫ দিনের খোরাকি ফেরত পাবে। কিংবা পরবর্তী মাসের খোরাকি বাবদ সংযুক্ত হবে। আর ১৫ দিনের চেয়ে বেশি দিনের খোরাক গ্রহণ করলে এক মাসের খোরাকি গ্রহণ করেছে বলে বিবেচিত হবে। এ নিয়মে অনুমোদিত হলে তদানুযায়ী আমল করা বৈধ হবে কি না?

**উত্তর :** ভর্তির সময় ছাত্রপক্ষকে প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতির ওপর অবহিত করা হলে এবং তারা তা মেনে নিলে শরীয়তের দৃষ্টিতে উক্ত পদ্ধতির ওপর আমল করা বৈধ হবে। (১১/৫২)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/ ٤٢١ : ولو قال استأجرته منك كل يوم بكذا فإذا فرغ من عمله سقط الأجر عند رده على المالك أولا فإذا فرغ في نصف اليوم يجب تمام أجر اليوم كما إذا فرغ في نصف الشهر كذا في خزانة الفتاوى -

📖 الفقه على المذاهب الأربعة (دار الكتب العلمية) ٣/ ٩٣ : فإذا استأجر شخص داراً مدة معينة ولم يستعملها في تلك المدة مع تمكينه من الاستعمال فغن الأجرة تلزمه -

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۳/ ۴۰۲ : سوال-ملک بنگال میں دستور ہے جب طالب علم داخل مدرسہ ہوتے ہیں تو اس سے فیس داخلہ علاوہ اس ماہ کے مشاہرہ کے لیا جاتا ہے اور مشاہرہ بھی اس ماہ کا اگر ایک دن بھی باقی ہے تو پورا پورا لیا جاتا ہے اگر کسی دوسری جگہ کوئی طالب علم جانا چاہے تو اگر ماہ کا ایک دن بھی گزر چکا ہو تو پورا مشاہرہ لیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ فیس خارجہ بھی لیا جاتا ہے اب یہ دونوں مشاہرہ اور دونوں قسم کے فیس لینا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب-اس تاویل سے یہ سب جائز ہے کہ معنی عقد کے یہ کہے جاویں گے کہ اگر اتنا کام کریں گے تب بھی اس قدر اجرت لیں گے اور اگر اس سے کم کریں گے تب بھی اسی قدر اجرت لیں گے۔

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۳/ ۵۸۳ : سوال-اگر کوئی لڑکا کسی مہینے میں کلا یا بعضا غیر حاضر رہے تو دوسرے مہینے میں اس سے پوری فیس لی جاتی ہے یہ جائز ہے یا نہیں؟

الجواب-اس صورت میں جواز کی گنجائش اصلا نہیں ہے۔

تنبیہ: اس صورت کے متعلق جو یہ لکھا گیا ہے کہ اس میں جواز کی گنجائش اصلا نہیں یہ اس صورت میں ہے جبکہ طالب علم پوری مہینے میں غیر حاضر رہا ہو اور اگر بعض حصہ میں غیر حاضر اور بعض میں حاضر رہا ہو تو اس میں اس طرح گنجائش ہے کہ قانون میں تصریح کر دی جائے

Scanned by CamScanner

کہ جس مہینے کے کسی حصہ میں طالب علم مدرسہ سے نفع حاصل کریگا اس سے پورے ماہ کی فیس لی جائیگی گویا اجرت تعلیم کل ماہ اور بعض ماہ کی مساوی ہے۔

## ভর্তির এক সপ্তাহের মধ্যে ছাত্র চলে গেলে ভর্তি ফি ও খোরাকির টাকা ফেরত দেওয়া

**প্রশ্ন :** কোনো প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার পরে এক সপ্তাহ বা পাঁচ দিন থেকে ওই প্রতিষ্ঠান থেকে চলে এলে সেই ছাত্র ভর্তি বা খানার টাকা ফেরত আনতে পারবে কি না? যদি ফেরত না আনা যায় তাহলে কি সেই টাকা প্রতিষ্ঠানের জন্য বৈধ হবে?

**উত্তর :** ভর্তি ফির নামে যে টাকা নেওয়া হয় ছাত্র চলে গেলেও ওই টাকা ফেরত দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তবে যদি এ ধরনের নীতি থাকে, তাহলে ফেরত দেওয়া যেতে পারে। খোরাকির চুক্তি যদি মাসিক ভিত্তিতে হয় তখন খাওয়া পরিমাণ টাকা বাদ দিয়ে অবশিষ্ট টাকা ফেরত দিতে হবে। আর যদি চুক্তি টাকার ভিত্তিতে হয় যে এ পরিমাণ টাকা দিলে এক দিন হতে ৩০ দিন পর্যন্ত খেতে পারবে, এ ধরনের চুক্তি অসংগত হলেও অবৈধ নয়। তাই এক দিনও না খেলে টাকা ফেরত পাবে, নতুবা নয়। (১৪/৫১৬/৫৬৬৩)

📖 شرح معاني الآثار (عالم الكتب) ٤/ ٩٠ (٥٨٤٩) : كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما، أو حرم حلالا» -

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/ ٥١٦ : ولو أعطاه الدراهم، وجعل يأخذ منه كل يوم خمسة أمنان ولم يقل في الابتداء اشتريت منك يجوز وهذا حلال وإن كان نيته وقت الدفع الشراء؛ لأنه بمجرد النية لا ينعقد البيع، وإنما ينعقد البيع الآن بالتعاطي والآن المبيع معلوم فينعقد البيع صحيحا.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۳/ ۴۰۲ : سوال-ملک بنگال میں دستور ہے جب طالب علم داخل مدرسہ ہوتے ہیں تو اس سے فیس داخلہ علاوہ اس ماہ کے مشاہرہ کے لیا جاتا ہے اور مشاہرہ بھی اس ماہ کا اگر ایک دن بھی باقی ہے تو پورا پورا لیا جاتا ہے اگر کسی دوسری جگہ کوئی طالب علم جانا چاہے تو اگر ماہ کا ایک دن بھی گزر چکا ہو تو پورا مشاہرہ لیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ فیس خارجہ بھی لیا جاتا ہے اب یہ دونوں مشاہرہ اور دونوں قسم کے فیس لینا جائز ہے یا نہیں؟

Scanned by CamScanner

الجواب-اس تاویل سے یہ سب جائز ہے کہ معنی عقد کے یہ کہے جاویں گے کہ اگر اتنا کام کریں گے تب بھی اس قدر اجرت لیں گے اور اگر اس سے کم کریں گے تب بھی اسی قدر اجرت لیں گے۔

## না থাকার দিনগুলোর খানার টাকা ও বিদায় নেওয়া ছাত্রের বিদ্যুৎ বিল অফেরতযোগ্য বলা

**প্রশ্ন :** ১) বিভিন্ন মাদরাসায় ছাত্রদের থেকে জনপ্রতি খানার টাকা নেওয়া হয়। কিন্তু কোনো বিশেষ জরুরতে বা অসুস্থতার কারণে টাকা দিয়ে খানা খানেওয়ালা ছাত্র বাড়িতে ছিল, ফলে তার ১০ দিন বা ১৫ দিন খানা বন্ধ ছিল। সে ক্ষেত্রে মাদরাসা কর্তৃপক্ষের পুরো মাসের টাকা নেওয়া জায়েয আছে কি না?

২) প্রায় সকল মাদরাসায় ভর্তি ফি নেওয়া হয় এবং কোনো কোনো মাদরাসায় বিদ্যুৎ বিলও নেওয়া হয়। আমি উক্ত মাদরাসায় আমার এক নিকটতম আত্মীয়কে ভর্তি করে দিয়েছি এবং এক বছরে বিদ্যুৎ বিলও দিয়ে দিয়েছি। কিন্তু বিশেষ কারণে সে ওই মাদরাসায় এক দিনও যেতে পারেনি বা মাত্র এক মাস বা দুই মাস ছিল। সে ক্ষেত্রে মাদরাসা কর্তৃপক্ষের বিদ্যুৎ বিলসহ সমস্ত টাকা অফেরতযোগ্য বলে দেওয়া শরীয়তসম্মত কি না?

**উত্তর :**

১) মাদরাসা কর্তৃপক্ষ যদি প্রথম থেকে এ রকম নীতিমালা নির্ধারণ করে যে প্রতি মাসের শুরুতে বোর্ডিংয়ে নির্ধারিত টাকা আদায় করে দিতে হবে এবং পুরো মাস খানা না খেলেও পরিপূর্ণ টাকা পরিশোধ করতে হবে। এ ধরনের নীতিমালা অভিভাবক বা ছাত্র যদি মেনে নেয় তাহলে মাদরাসা কর্তৃপক্ষের জন্য পুরো টাকা নেওয়া জায়েয হবে। (১১/১৫৩/৩৪০৭)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/ ٤٢١ : ولو قال استأجرته منك كل يوم بكذا فإذا فرغ من عمله سقط الأجر عند رده على المالك أولا فإذا فرغ في نصف اليوم يجب تمام أجر اليوم كما إذا فرغ في نصف الشهر كذا في خزانة الفتاوى -

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۳/ ۴۰۲ : سوال-ملک بنگال میں دستور ہے جب طالب علم داخل مدرسہ ہوتے ہیں تو اس سے فیس داخلہ علاوہ اس ماہ کے مشاہرہ کے لیا جاتا ہے اور مشاہرہ بھی اس ماہ کا اگر ایک دن بھی باقی ہے تو پورا پورا لیا جاتا ہے اگر کسی دوسری جگہ کوئی طالب علم جانا

Scanned by CamScanner

چاہے تو اگر ماہ کا ایک دن بھی گزر چکا ہو تو پورا مشاہرہ لیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ فیس خارجہ بھی لیا جاتا ہے اب یہ دونوں مشاہرہ اور دونوں قسم کے فیس لینا جائز ہے یا نہیں؟
الجواب-اس تاویل سے یہ سب جائز ہے کہ معنی عقد کے یہ کہے جاویں گے کہ اگر اتنا کام کریں گے تب بھی اس قدر اجرت لیں گے اور اگر اس سے کم کریں گے تب بھی اسی قدر اجرت لیں گے۔

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۳/ ۵۸۳ : سوال-اگر کوئی لڑکا کسی مہینے میں کلا یا بعضا غیر حاضر رہے تو دوسرے مہینے میں اس سے پوری فیس لی جاتی ہے یہ جائز ہے یا نہیں؟
الجواب-اس صورت میں جواز کی گنجائش اصلا نہیں ہے۔
تنبیہ: اس صورت کے متعلق جو یہ لکھا گیا ہے کہ اس میں جواز کی گنجائش اصلا نہیں یہ اس صورت میں ہے جبکہ طالب علم پوری مہینے میں غیر حاضر رہا ہو اور اگر بعض حصہ میں غیر حاضر اور بعض میں حاضر رہا ہو تو اس میں اس طرح گنجائش ہے کہ قانون میں تصریح کر دی جائے کہ جس مہینے کے کسی حصہ میں طالب علم مدرسہ سے نفع حاصل کریگا اس سے پورے ماہ کی فیس لی جائیگی گویا اجرت تعلیم کل ماہ اور بعض ماہ کی مساوی ہے۔

২) ছাত্রদের থেকে ভর্তির সময় ফি এবং বার্ষিক বিদ্যুৎ বিল হিসেবে যে টাকা নেওয়া হয় তা শরীয়তসম্মত। তাই মাদরাসা কর্তৃপক্ষ যদি নিয়ম করে থাকে যেই টাকা দেওয়া হবে তা অফেরতযোগ্য। চাই এক দিন উপস্থিত থাকুক বা পুরো বছর এবং ছাত্র বা অভিভাবক তা মেনে নেয়, তখন প্রশ্নে বর্ণিত মাদরাসা কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত সঠিক হবে।

📖 الفقه على المذاهب الأربعة (دار الكتب العلمية) ۳/ ۹۳ : فإذا استأجر شخص داراً مدة معينة ولم يستعملها في تلك المدة مع تمكينه من الاستعمال فغن الأجرة تلزمه -

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۳/ ۶۲۳ : سوال-مدارس میں فیس داخلہ اور فیس ماہواری طلبہ سے لینا جائز ہے یا نہیں؟
الجواب-جائز ہے، کیونکہ یہ اجرت نہیں بلکہ چندہ ہے اور چندہ میں شرط جائز ہے کیونکہ اس سے جبر لازم نہیں آتا جس کو شرط منظور نہ ہو گی اس کو عدم داخلہ کا اختیار ہو گا۔ودلیله أنه صلى الله عليه وسلم قال لمن أضافه وعائشة؟ قال: لا، قال فلا إذن، حتى فى الثالث: عائشة قال نعم.

Scanned by CamScanner

## দাওরায়ে হাদীসের ছাত্রদের স্পেশাল খানা দেওয়া

**প্রশ্ন :** মাদরাসার তরফ থেকে ছাত্রদের যে ফ্রি খানা দেওয়া হয় তার মধ্য থেকে দাওরায়ে হাদীসের ছাত্রদের স্পেশাল খানা দেওয়া অন্য কোনো জামাতের ছাত্রদের না দেওয়া, তা শরীয়তসম্মত কি না?

**উত্তর :** মাদরাসা একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে তার সুষ্ঠু পরিচালনার লক্ষ্যে মজলিসে শূরা বা কমিটি কর্তৃক কিছু সিদ্ধান্ত ও নীতিমালা অবশ্যই থাকে এবং প্রতিষ্ঠান সেই মোতাবেকই পরিচালিত হয়। সুতরাং মাদরাসার সকল ছাত্রের মধ্য থেকে যদি শুধুমাত্র দাওরায়ে হাদীসের ছাত্রদের স্পেশাল খাবার দেওয়ার সিদ্ধান্ত মজলিসে শূরা বা কমিটি কর্তৃক গৃহীত হয় তবে তা শরীয়তসম্মত। (১৪/৫২৬/৫৭৫১)

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۲/ ۹۰ : الجواب- مدرسہ میں غیر زکوۃ کی رقم داخل کرنے سے تو مدرسہ کی ملک ہو جاتی ہے پس اس کو قواعد مدرسہ کے موافق ہی صرف کیا جائیگا اور قواعد میں امداد کیلئے مناسب شرط لگانا مضائقہ نہیں رکھتا، اور زکوۃ کی رقم مدرسہ میں داخل کرنے سے گو ملک مدرسہ نہیں ہوتی مگر مزکی نے جب اس کو طلبہ کو دینے کا وکیل بنایا ہے تو غیر طلبہ کو دینا جائز نہیں بدون اذن المؤکل اور یہ بھی ظاہر ہے کہ مہتمم مدرسہ کو مہتمم ہونیکی وجہ سے وکیل بنایا گیا ہے اس لئے مجلس شوری وغیرہ کی تجاویز و قواعد کے خلاف مہتمم کو صرف کرنا جائز نہیں کیونکہ مدرسہ میں زکوۃ داخل کرنا ان تمام شرائط کے ماتحت وکیل بنانا ہے جو قواعد مدرسہ کے لحاظ سے مہتمم کے ذمہ عائد ہو۔

📖 فیہ ایضا ۲/ ۹۴ : الجواب- تجاوز عن الحدود تو یہ ہے کہ غیر مصرف کو دیدے اور جو لوگ مصرف ہیں ان میں سے بعض کو دینا بعض کو نہ دینا اگر بدون وجہ ترجیح محض اپنی رائے سے بھی ہو تو بھی مضائقہ نہیں اور جب ترجیح کی وجہ ہو تو پھر کوئی شبہ ہی نہیں ہو سکتا۔

## মাদরাসার খানায় ছাত্রের মেহমানের মেহমানদারি ও টয়লেট ইত্যাদির ব্যবহার

**প্রশ্ন :** আমি একটি মাদরাসার ছাত্র। আমি উক্ত মাদরাসার বোর্ডিং হতে খানা খাই। এখন আমার কাছে অন্য মাদরাসার একজন ছাত্রবন্ধু এক দিনের জন্য মেহমান হলো। তাহলে কি উক্ত ছাত্র ভাইয়ের জন্য মাদরাসা হতে পৃথকভাবে খানা তুলে মেহমানদারি করা আমার জন্য জায়েয হবে? এমনিভাবে যদি আমার কোনো অভিভাবক আসে তাহলে উক্ত নিয়মে মাদরাসার বোর্ডিং হতে পৃথকভাবে খানা না তুলে অথবা আমাকে যে অংশ দেওয়া হয়েছে তা হতেই তাকে মেহমানদারি করা কি জায়েয হবে?

Scanned by CamScanner

এমনিভাবে উক্ত মেহমানদের জন্য মাদরাসার গোসলখানা, টয়লেট ব্যবহার করা জায়েয হবে?

**উত্তর :** শরীয়তের দৃষ্টিতে নিজ মালিকানাধীন দ্রব্য যাকে ইচ্ছা দেওয়া বা খাওয়ানোর অনুমতি আছে। মাদরাসার গোরাবা ফান্ড থেকে যেসব খানা গরিব ছাত্রদের পরিবেশন করা হয় তারা ওই সব খানার মালিক বলে বিবেচিত। তাই নিজস্ব খানা মেহমানকে শরীক করাতে কোনো অসুবিধা নেই। মাদরাসা কর্তৃপক্ষের নিয়মানুযায়ী মেহমানের জন্য পৃথক খানার ব্যবস্থা থাকলে তাও শরীয়তসম্মত হবে। চাই তা বিনিময় দিয়ে হোক, চাই মেহমান ফান্ড থেকে হোক। পক্ষান্তরে কর্তৃপক্ষের বিধি পরিপন্থী হলে জায়েয হবে না। টয়লেট, গোসলখানার হুকুমও কর্তৃপক্ষের অনুমতির ওপর নির্ভর করে। (১৪/৯৭৪/৫৮৫৮)

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٢٥٦ : خرج الإباحة، فلو أطعم يتيما ناويا الزكاة لا يجزيه إلا إذا دفع إليه المطعوم كما لو كساه لأنه بالدفع إليه بنية الزكاة يملكه فيصير آكلا من ملكه، بخلاف ما إذا أطعمه معه-

📖 قواعد الفقه (المكتبة الأشرفية) ص ١١٠ : قاعدة- لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بغير إذنه (مج)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٥ / ٢٨٦ : حامدا ومصليا، جب کھانا مدرس کے پاس بھیجدیا اور اس کو یہ بھی اختیار ہے کہ جس مہمان یا جس مسافر کو چاہئے اپنے ساتھ شریک کرلے اور جو کھانا بچ جائے اس کی واپسی نہیں ہوتی، نیز تنخواہ کے ساتھ کھانے کا بھی معاملہ ہے تو یہ سب علامات ہیں کہ یہ کھانا ان کو تملیکا دیا جاتا ہے اباحۃ نہیں فقط-

## মাদরাসার টাকা দিয়ে ওয়াজ মাহফিল করা

**প্রশ্ন :** মাদরাসার প্রচার ও তাবলীগে দ্বীনের নিয়্যাতে মুহতামীম সাহেব অথবা মাদরাসার পরিচালনা কমিটির নির্দেশে মাদরাসার টাকা দিয়ে মাদরাসার আশপাশে ওয়াজ-মাহফিল করা এবং মাদরাসার টাকা দিয়ে বিভিন্ন ওয়াজ-মাহফিল ও বড় বড় মাদরাসার বার্ষিক সভা ও জানাযা ইত্যাদিতে ছাত্র-শিক্ষকগণ খাওয়া শরীয়তে অনুমতি আছে কি?

**উত্তর :** মাদরাসা কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানের নিশ্চিত উপকার মনে করলে এসব কাজ করা জায়েয হবে, অন্যথায় জায়েয হবে না। (১৩/৫০/৫১৪৭)

Scanned by CamScanner

📖 نظام الفتاوی(تاج پبلشنگ) ۴/ ۱٦۷ج ۲ : جواب-مدرسہ کے مفاد و مصلحت کے پیش نظر مدرسہ کے خزانے سے اوسط درجہ کا خرچ ان جملہ مذکورین پر جائز ہے اگر اوسط درجہ کی مقدار معین کرنے میں اختلاف ہو جائے تو اراکین شوری آپس کے مشورہ سے کوئی مناسب مقدار طے کرکے اس کا اختیار مہتمم کو دے دیں۔

(نوٹ) یہ حکم چندہ ہی کی رقم ہونے کی صورت میں ہے اگر وقف کی آمدنی ہو تو منشاء واقف کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہو جائیگا اور خلاف منشاء واقف کرنے کا اراکین یا مہتمم کو اختیار نہ ہوگا۔

## মাদরাসা ছাত্রের সরকারি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ

**প্রশ্ন :** কওমী মাদরাসার ছাত্ররা মাদরাসা কর্তৃপক্ষের অজ্ঞাতে বা জ্ঞাতসারে সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তথা আলিয়া মাদরাসায় কিংবা হাই স্কুলে পরীক্ষা দেওয়া জায়েয হবে কি না?

**উত্তর :** যেকোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সকল নিয়মনীতি, আইন-কানুন, যা শরীয়ত পরিপন্থী নয় তা মেনে চলা শিক্ষার্থীর জন্য এক অপরিহার্য কর্তব্য। সুতরাং যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আলিয়া মাদরাসায় পরীক্ষা দেওয়ার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, ওই সব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীর জন্য আলিয়া মাদরাসায় পরীক্ষা দেওয়া জায়েয হবে না, অন্যথায় অবৈধ হবে না। (১৭/১৭৬/৬৯৬৭)

📖 سورة النساء الآية ٥٩ : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾

📖 سورة المؤمنون الآية ٨ : ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾

## জমির সীমানা হাতে দেখানো এবং কাগজের পরিমাণে মিল না থাকলে কোনটি ধর্তব্য

**প্রশ্ন :** জনগণের সার্বিক সহযোগিতায় আমাদের এলাকায় একটি কওমী মাদরাসা গড়ে ওঠে। মাদরাসার মূল জমির সাথে সংযুক্ত আমার জমির একাংশকে হাতে ধরে সীমানা নির্দিষ্ট করে আমি মৌখিকভাবে অত্র কওমী মাদরাসার নামে ওয়াক্ফ করে দিই। পরবর্তীতে রেজিস্ট্রির সময় শুধুমাত্র সেই অংশটুকু (বাড়ানো কমানোর নিয়্যাত ছাড়া) অনুমান করে ৪ শতাংশ ধরে লিখে দিই। পরবর্তীতে আমার দেখানো সীমানার পরে বাকি অংশের মধ্যে আমার ছেলে বাড়ি বানায়। কিন্তু ভিটাকে বন্যার কবল হতে

Scanned by CamScanner

বাঁচানোর জন্য (পরবর্তীতে প্রয়োজনে অর্থের বিনিময়ে অথবা এওয়াজ-বদল হিসেবে নেওয়ার পরামর্শ মোতাবেক) তৎকালীন মাদরাসার কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে আমার দেওয়া জমির কিছু অংশের মধ্যেও ফেলে এবং দু-একটি ফলগাছ লাগায়। পেছনের দিকে বের হওয়ার রাস্তা না থাকায় মাদরাসার মাঠ দিয়েই তাদের আসা-যাওয়া করতে হয়। এটিই কতিপয় লোকের চোখের বিষ হয়ে দাঁড়ায়। হঠাৎ করেই কয়েক বছর থেকে অস্তিত্বহীন হয়ে পড়া কওমী মাদরাসাকে সচল করার নামে, যা মূলত পারিবারিক শত্রুতার জের ধরে হিংসার বশবর্তী হয়ে আমার ছেলের পরিবারকে ঘায়েল করার উদ্দেশ্যে মাদরাসার সমস্ত জমিতে গাছ লাগানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং মাদরাসার জমি দখল করে খাচ্ছে বলে সমস্ত জনগণকে খেপিয়ে তোলে এবং গাছগুলো কেটে জমি খালি করে দিতে বলে। এ ব্যাপারে বহু ঝগড়াঝাঁটি করে এবং কাগজের ৪ শতাংশ ধরে মাপ দেওয়ার কারণে আমার সীমা অতিক্রম করে ঘরের দরজা ঘেঁসে সীমানা গেড়ে দেয়। আমি এর সুষ্ঠু সমাধান খুঁজতে থাকি ও একপর্যায়ে গাছ কেটে দিই। তার পরও নানা অজুহাতে তাদেরকে ২০ দিন আটক করে রাখে। তারা দায়িত্বশীল লোক না হয়েও এ ব্যাপারে নিজেরাই কমিটি বানিয়ে দায়িত্বশীল হয়ে যায়। জনবল সাথে থাকায় তারা মারমুখী হয়ে ওঠে এবং অন্য কোনো সমাধানে রাজি হতে অস্বীকার করে। সেই কমিটি মাদরাসার পুকুর ভেঙে এমনভাবে বড় করার পরিকল্পনা করেছে, যাতে তাদের বের হওয়ার মতো সুযোগ না থাকে। অর্থাৎ আমার দেওয়া জমি পুরোটাই পুকুরে যাবে। এমতাবস্থায় আমার প্রশ্ন হলো,

(১) কাগজে শর্তহীনভাবে মাদরাসার নামে জমি লিখে দেওয়া হলেও অস্তিত্ব বজায় রেখে ফায়দা লাভ করার কথা নিয়্যাতে থাকার কারণে অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়। এমন কোনো কাজে বাধা দিতে পারব কি না? আর অনুমতি ব্যতীত এমন কাজ করা বৈধ হবে কি না? বিশেষ করে অসৎ উদ্দেশ্য হলে?

(২) বর্তমানে কওমী মাদরাসাটির অস্তিত্ব না থাকার কারণে অথবা জুলুমের শিকার হওয়ার কারণে জমির পুনঃ মালিকানা দাবি করা যাবে কি না? এমন পরিস্থিতিতে সেই অংশটুকুর এওয়াজ-বদল করা যাবে কি না?

(৩) হাতে ধরে দেখিয়ে দেওয়া আর অনুমানভিত্তিক মুখে বলার মধ্যে শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনটি গ্রহণযোগ্য? ওয়াক্‌ফকারীর স্পষ্ট ব্যাখ্যা থাকাকালীন সময়ে লেখনীর কি কোনো ধর্তব্য আছে? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

**উত্তর :** প্রশ্নের বর্ণনা মতে, মাদরাসা কর্তৃপক্ষ বা কমিটি, জমিদাতা ওয়াক্‌ফকারীর সাথে হিংসার বশবর্তী হয়ে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হওয়া সমীচীন নয়। তবে মাদরাসার সম্পদ রক্ষার জন্য ন্যায়সংগতভাবে যেকোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা ঈমানী দায়িত্ব। তেমনিভাবে যে পুণ্য লাভের আশায় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে সম্পদ দান করেছে অনর্থক প্রতিষ্ঠানের সাথে বিবাদে লিপ্ত হওয়া দুঃখজনক। প্রয়োজন হলো উভয় পক্ষ আন্তরিকতার সাথে মিলেমিশে স্ব-স্ব সম্পদ ভোগ করাবে। অতএব, উল্লিখিত পরিস্থিতিতে মাদরাসার জন্য

Scanned by CamScanner

পুকুর বড় করার প্রয়োজন নেই। বিধায় কেউ অনর্থক বড় করতে চাইলে আপনি সাধ্যমতো বাধা দিতে পারবেন।

প্রশ্নে বর্ণিত ওয়াক্ফ জমির পুনরায় মালিকানা দাবি করার কোনো সুযোগ নেই এবং সেই অংশটুকুর এওয়াজ-বদলও করা যাবে না। তবে আপনি মাদরাসা কর্তৃপক্ষের সাথে সমঝোতা করে আপনার চলাচলের সুবিধাটুকু চেয়ে নিতে পারেন। হাতে ধরে দেখিয়ে দেওয়াটা বেশি গ্রহণযোগ্য। ওয়াক্ফকারীর স্পষ্ট ব্যাখ্যা থাকলে লেখনীর প্রয়োজন নেই। (১৬/২৪৬/৬৪৮৩)

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٥ / ٤٣٢- ٤٣٣ : قوله (لم يجز بيعه ولا تمليكه) هو بإجماع الفقهاء (إلا أن يكون مشاعا فيطلب شريكه القسمة عند أبي يوسف فتصح مقاسمته، أما امتناع التمليك فلما بينا) من قوله - عليه الصلاة والسلام - «تصدق بأصلها لا يباع ولا يورث ولا يوهب».

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥١ : (فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن).

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥٢ : (قوله: لا يملك) أي لا يكون مملوكا لصاحبه ولا يملك أي لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه.

📖 فيه أيضا ٤ /٣٨٨ : قال العلامة البيري بعد نقله أقول: وفي فتح القدير والحاصل: أن الاستبدال إما عن شرط الاستبدال أولا عن شرطه، فإن كان لخروج الوقف عن انتفاع الموقوف عليهم، فينبغي أن لا يختلف فيه وإن كان لا لذلك بل اتفق أنه أمكن أن يؤخذ بثمنه ما هو خير منه مع كونه منتفعا به، فينبغي أن لا يجوز لأن الواجب إبقاء الوقف على ما كان عليه دون زيادة ولأنه لا موجب لتجويزه؛ لأن الموجب في الأول الشرط وفي الثاني الضرورة ولا ضرورة في هذا إذ لا تجب الزيادة بل نبقيه كما كان. اهـ

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ١۴ / ٢٩١ : الجواب حامداو مصلیا، جبکہ وہ مکان مدرسہ کے لئے وقف ہے تو اس کو فروخت کرنااور اس کے عوض دوسرا مکان خریدنااور اس کی قیمت کو اپنی کام میں لانا کچھ بھی جائز نہیں، وہ مکان مدرسہ کے حوالہ کردیا جائے مدرسہ اس کی مرمت اور تعمیر کرائیگا، ہاں اگر وہ مکان بالکل ہی قابلہ انتفاع نہ رہے اور اس سے کوئی آمدنی حاصل نہ ہو اور مرمت و تعمیر کی بھی وسعت نہ ہو تو اس کو بدل لینادرست ہے اس طرح

Scanned by CamScanner

اس کو فروخت کرکے اس کے عوض دوسرا مکان لیکر مدرسہ میں شرائط وقف کے تحت وقف کردیاجائے، اس کا روپیہ شرائط واقف کے خلاف کسی کام خرچ کرنا درست نہیں۔

## দাতার পক্ষ থেকে গরিব ছাত্রকে দেওয়া টাকা নিজে ভোগ করা

**প্রশ্ন :** মাদরাসার একজন ছাত্র অন্য এক ছাত্রকে মাদরাসার গরিব ছাত্রদেরকে দান করার জন্য ওয়াজ করল। ছাত্রটি ওয়াজ শুনে ওয়াজকারী ছাত্রকে কিছু টাকা দিল মাদরাসার গরিব ছাত্রদের দেওয়া জন্য। ওয়াজকারী ছাত্রটিও গরিব ছিল। সে টাকাগুলো নিজের কাজে খরচ করে ফেলে। প্রশ্ন হলো, ওয়াজকারী ব্যক্তি এ টাকা নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারবে কি না?

**উত্তর :** উকিল-মক্কেলের অনুমতি ব্যতীত তার সম্পদে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। হ্যাঁ, মক্কেল যদি তাকে স্পষ্ট বা মৌন অনুমতি দেয়, তাহলে সে সেখান থেকে নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারবে। প্রশ্নে বর্ণিত ওয়াজকারী ব্যক্তি দাতার পক্ষ থেকে উকিল বলে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় ছাত্রটি নিজে গরিব হলেও উকিল হওয়ার কারণে সরাসরি নিজে নিতে পারবে না। হ্যাঁ, যদি বলত যে তুমি নিজ ইচ্ছায় খরচ করতে পারবে, তখন নিজেও গ্রহণ করতে পারত। (১৩/২৯৫)

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ٢/ ٢٩٢ : وفي «الجامع الأصغر» : سئل أبو حفص عمن دفع زكاة ماله إلى رجل وامرأة أن يتصدقا بها، فأعطى ولد نفسه الكبير أو الصغير أو امرأته، وهم محاويج، جاز هذا إذا كان المأمور فقيراً، فأما إذا كان المأمور غنياً يجب أن تكون المسألة على الخلاف، كما إذا أدى صاحب المال بنفسه.

📖 حاشية ابن الشلبي على التبيين (امداديه) ٢٨٥/١ : ولو قال لوكيله تصدق به على من أحببت لم يعط نفسه استحسانا خلافا لأبي يوسف. اهـ دراية.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢ /٢٦٩ : وللوكيل أن يدفع لولده الفقير وزوجته لا لنفسه إلا إذا قال ربها: ضعها حيث شئت-

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ /٢٦٩ : (قوله: لولده الفقير) وإذا كان ولدا صغيرا فلا بد من كونه فقيرا أيضا لأن الصغير يعد غنيا بغنى أبيه أفاده ط عن أبي السعود وهذا حيث لم يأمره بالدفع إلى معين؛ إذ لو خالف ففيه قولان حكاهما في القنية. وذكر في البحر أن القواعد

Scanned by CamScanner

تشهد للقول بأنه لا يضمن لقولهم: لو نذر التصدق على فلان له أن يتصدق على غيره. اهـ

أقول: وفيه نظر لأن تعيين الزمان والمكان والدرهم والفقير غير معتبر في النذر لأن الداخل تحته ما هو قربة، وهو أصل التصدق دون التعيين فيبطل، وتلزم القربة كما صرحوا به، وهنا الوكيل إنما يستفيد التصرف من الموكل وقد أمره بالدفع إلى فلان فلا يملك الدفع إلى غيره كما لو أوصى لزيد بكذا ليس للوصي الدفع إلى غيره فتأمل -

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریا) ص ۴۴۳ : الجواب- اگر زکوۃ دینے والے نے وکیل کو عموما اجازت دی کہ جہاں چاہے محل پر صرف کردے تو بشرط مصرف ہونے کے وکیل خود بھی لے سکتا ہے-

## দানের পশুর কোনো অংশ মাদরাসার উস্তাদরা বাসায় নেওয়া

**প্রশ্ন :** আমাদের গ্রামের মাদরাসায় অনেক সময় সদকা-মান্নত কোরবানীর জন্য গরু-বকরি দান করে থাকে। অতঃপর মাদরাসায় তা জবাই করে গরু-ছাগলের পা ও ভুঁড়ি ইত্যাদি মাদরাসার শিক্ষকরা নিজেদের বাড়িতে নিয়ে যান। তা জায়েয কি না? না হলে মূল্য দিতে হবে কি না?

**উত্তর :** মাদরাসার যে সমস্ত গরু-ছাগল দান হিসেবে আসে সেগুলোর দানকারী যদি শুধু ছাত্রদের জন্য দান করে তাহলে তা থেকে শিক্ষকদের কিছু নেওয়া বৈধ নয়। আর যদি তাদের উদ্দেশ্য সকলকে খাওয়ানো হয় তাহলে মাদরাসার শিক্ষকদের তা থেকে নেওয়ার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। আর যদি তা যাকাত বা সদকায়ে ওয়াজিবা হয়ে থাকে তাহলে তা থেকে ধনীদের নেওয়ার অনুমতি নেই। (১৩/৭৩৬)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٣٥٦/٢ : ولو دفعها المعلم لخليفته إن كان بحيث يعمل له لو لم يعطه وإلا لا،لأن المدفوع يكون بمنزلة العوض -

📖 تنقيح الفتاوى الحامدية (دار المعرفة) ١/ ١٢٣ : قال في الإسعاف يجب صرف الغلة على ما شرط الواقف وفي غيره شرط الواقف كنص الشارع أي في المفهوم والدلالة -

📖 رد المحتار (سعيد) ٤ / ٤٩٥ : وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه، سواء كان نصه في الوقف نصا أو

Scanned by CamScanner

ظاهرا اهـ وهذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم، شرط الواقف كنص الشارع فيجب اتباعه كما صرح به في شرح المجمع للمصنف.

## এলাকার মাদরাসায় রাত্রি যাপন টয়লেট ব্যবহার ও খানা খাওয়া

**প্রশ্ন :** আমরা কিছু ছাত্র বাড়ির পাশের মাদরাসায় পড়ালেখা করতাম। এখন বাইরে অন্য মাদরাসায় লেখাপড়া করি। কিন্তু আমরা বাড়িতে গেলে মাদরাসায় রাত্রি যাপন করি এবং গোসলখানা-টয়লেট ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকি। এভাবে পুরো ছুটিই অতিবাহিত হয়ে যায়। অনেক সময় মাদরাসার খানা খেয়ে থাকি। এখন আমার প্রশ্ন হলো, তা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয হবে কি না?

**উত্তর :** মাদরাসার আসবাব শুধুমাত্র সেই মাদরাসার ছাত্ররা ও মেহমানরাই ব্যবহার করতে পারবে। মুসাফিরখানার ন্যায় সকলের জন্য সর্বদা ব্যবহার করার অনুমতি নেই। তবে ওয়াক্ফকারী যদি ব্যবহারের অনুমতি দেন বা মাদরাসার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমতি থাকে তাতে কোনো আপত্তি নেই। তাই প্রশ্নোল্লিখিত অবস্থায় মাদরাসা কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে আপনারা মাদরাসার মেহমান হয়ে মাদরাসার খানা, গোসলখানা, টয়লেট ইত্যাদি থেকে উপকৃত হতে পারবেন। (১৩/৭৩৬)

📖 تنقيح الفتاوى الحامدية (دار المعرفة) ١/ ١٢٣ : قال في الإسعاف يجب صرف الغلة على ما شرط الواقف وفي غيره شرط الواقف كنص الشارع أي في المفهوم والدلالة -

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ٢ /٧٨ : الجواب- مدرسہ کی اشیاء کا استعمال انہیں طلباء کے لئے جائز ہے جو مدرسہ میں داخل ہو یا ایک دودن کیلئے بطور مہمان آئے ہوں مسافر خانہ کے طور پر ہر ایک استعمال کرے یہ جائز نہیں۔

## কালেকশনের ধান বিক্রীত টাকা বকেয়া বেতন বাবদ রেখে দেওয়া

**প্রশ্ন :** আমি এলাকার মাদরাসায় খেদমত করে আসছি। আমার অনেক মাসের বেতন বাকি। মুহতামীম সাহেব বললেন, আপনি কিছু ছাত্রদের নিয়ে এলাকায় ধান কালেকশন করে টাকা নিয়ে আসেন। প্রশ্ন হলো, যদি ধান কালেকশন করে বিক্রি করে টাকাগুলো আমার বেতনের জন্য রেখে দিই, তা কি জায়েয?

Scanned by CamScanner

উত্তর : মাদরাসার কালেকশনের টাকা চাঁদা গ্রহীতার নিকট আমানত হিসেবে থাকবে। মাদরাসা কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া তাতে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করা যাবে না। তাই প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতি কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে জায়েয হবে, অন্যথায় নয়। (১২/৬৭৮)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/ ٣٣٨ : الوديعة لا تودع ولا تعار ولا تؤجر ولا ترهن وإن فعل شيئا منها ضمن، كذا في البحر الرائق.

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ٢٨٠/٤ : وللمودع أن يحفظ الوديعة على حسب ما يحفظ مال نفسه فى داره وحانوته -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٨/ ٢٦٦ : سوال-ایسے ہی اگر مدرسہ کے مدرس نے چندہ کیااور خرچ کرلیااوراپنے تنخواہ میں سے جو خرچ کیاہے حساب کردیاتوکیامدرس کیلئے تملیک سے قبل اپنے لئے خرچ کرنادرست ہے یانہیں؟اگرچہ اس روپیہ کی تملیک یقیناہوئی ہے جواس نے تنخواہ میں کٹوایاہے۔

الجواب- (٢) اس کو حق نہیں،وہ امین ہے۔

## পুনর্নির্মাণকালে মাদরাসার-মসজিদের নিচে মার্কেট করা

প্রশ্ন : আমাদের মাদরাসাটি ওয়াক্‌ফ ভূমিতে অবস্থিত। মাদরাসার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বর্তমান মসজিদের ভূমিতে একটি ঘর নির্মাণ করা হয়, যার একাংশ মাদরাসার জন্য ব্যবহৃত হয়, অপর অংশ নামাযের জন্য ব্যবহৃত হয়। ক্রমান্বয়ে মাদরাসার ঘর নির্মাণ হওয়ার পর ওই ঘরটি পুরোটিই নামাযের জন্য ব্যবহার হতে থাকে। অতঃপর ওই ঘরটি ভেঙে উক্ত ভূমিতে বর্তমান মসজিদখানা নির্মাণ করে প্রায় ৩৫ বছর যাবৎ জুমু'আসহ নামায আদায় করে আসছে। কিন্তু নির্মাণকালীন "স্থায়ী-অস্থায়ী মসজিদ" কোনো নিয়্যাত ছিল না। এমনকি লিখিত বা মৌখিক উক্ত ভূমিতে আদৌ মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফ করা হয়নি। বর্তমানে উক্ত মসজিদ পুনর্নির্মাণ করা প্রয়োজন। এখন মাদরাসা বা মসজিদের স্থায়ী আয়ের উদ্দেশ্যে উক্ত মসজিদখানা ভেঙে নিচতলায় মার্কেট করে দ্বিতীয় তলা থেকে মসজিদ হিসেবে ব্যবহারের পরামর্শ আসছে। তাই এর সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : যে স্থানে একবার শরয়ী মসজিদ নির্মিত হয় ওই স্থানটি আকাশ থেকে জমিন পর্যন্ত সম্পূর্ণ মসজিদে পরিণত হয়। নামায ছাড়া অন্য কোনো কাজে এর কোনো অংশ ব্যবহার করা বৈধ নয়। মাদরাসার প্রয়োজনে মাদরাসার জমিতে মসজিদ নির্মাণ করলেও শরয়ী মসজিদ হয়ে যায়। তদুপরি মসজিদঘরটিতে যুগ যুগ ধরে নামায ও জুমু'আ চলে আসছে এবং জায়গাটির ওয়াক্‌ফের বিস্তারিত বিবরণ না থাকলেও এযাবৎ

Scanned by CamScanner

সমাজের লোকজন মসজিদ হিসেবে গণ্য করে আসছে। তাই উক্ত মসজিদটি শরয়ী মসজিদ হিসেবে ধর্তব্য হবে। অতএব পুনর্নির্মাণকালে নিচতলাকে মসজিদ ছাড়া অন্য কাজে ব্যবহার করা কোনোক্রমেই বৈধ হবে না। (১২/৭৯৬)

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٥/ ٤٤٦ : وقد ذكر المصنف في علامة النون من كتاب التجنيس: قيم المسجد إذا أراد أن يبني حوانيت في المسجد أو في فنائه لا يجوز له أن يفعل؛ لأنه إذا جعل المسجد سكنا تسقط حرمة المسجد، وأما الفناء فلأنه تبع للمسجد -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤٥٥ : إذا أراد إنسان أن يتخذ تحت المسجد حوانيت غلة لمرمة المسجد أو فوقه ليس له ذلك، كذا في الذخيرة.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٥٨ : [فرع] لو بنى فوقه بيتا للإمام لا يضر لأنه من المصالح، أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق تتارخانية، فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولو على جدار المسجد، ولا يجوز أخذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيئا منه مستغلا ولا سكنى بزازية.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ٢/ ٣٦٢ : الجواب- اگر قریب کوئی دوسری مسجد نہیں جس میں اہل مدرسہ نماز ادا کر سکیں یا مسجد تو موجود ہے مگر تنگ ہے کہ سب اس میں سما نہیں سکتے یا وہاں نماز پڑھنے کیلئے جانے سے مدرسہ کی مصالح فوت ہوتی ہیں مثلا وقت کا زیادہ حرج ہوتا ہے یا مدرسہ کی حفاظت نہیں رہتی وغیرہ وغیرہ تو مدرسہ کی زمین میں مسجد بنانا ضروریات مدرسہ میں داخل ہے، ایسی حالت میں وہ مسجد مسجد شرعی ہوگی۔

## উস্তাদদের সুবিধা খাদেমদের ভোগ করা অবৈধ

**প্রশ্ন :** কোনো মাদরাসায় শিক্ষকদের জন্য যেসব সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়, ওই সব সুবিধা শিক্ষকদের খাদেমগণ ভোগ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হবে কি না? খাদেমগণ শিক্ষকের কাপড়ের সঙ্গে নিজের কাপড় ইস্ত্রি করা বা মোবাইল চার্জ দেওয়া ইত্যাদিতে বিদ্যুৎ ব্যবহার করা জায়েয হবে কি না।

**উত্তর :** কোনো মাদরাসায় যদি মাদরাসা কর্তৃপক্ষ শিক্ষকদের জন্য বিশেষ কোনো সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে থাকে তবে তা একমাত্র শিক্ষকগণই ভোগ করার অধিকার রাখবেন। অন্য কেউই অনুমতি ছাড়া ওই সুবিধা গ্রহণ করার অধিকার রাখবে না।

Scanned by CamScanner

বিধায় প্রশ্নের বর্ণনা মতে খাদেমদের জন্য শিক্ষকের কাপড়ের সঙ্গে নিজের কাপড় ইস্ত্রি করা বা মোবাইল চার্জ দেওয়া ইত্যাদিতে বিদ্যুৎ ব্যবহার করা জায়েয হবে না। (১২/৮৬৭/৫১০৪)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۵/ ۲۱۲ : مسجد کے کسی خادم (مؤذن امام) کی اگر خدمت مسجد کی وجہ سے مراعات کی جاتی ہے تو وہ اسی خادم کی ذات بلکہ خدمت تک محدود رہتی ہے اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی کہ خادم کے انتقال کے بعد ورثہ بھی استحاق کی بناء پر مراعات کا مطالبہ کریں مراعات نہ کرنے کی وجہ سے ان کو بیجا مداخلت کا کوئی حق نہیں۔

📖 حلال و حرام کے احکام ص ۳۲۴ : اباحت خاصہ ، جیسے دعوت کھانا سبیل کا پانی جو ایک شخص یا ایک گروہ یا کام کیلئے خاص کیا جاتا ہے (۱) دعوت کے کھانے میں بغیر اجازت اپنے ساتھ دوسرے کو لیجانا جائز نہیں، (۲) بچا ہوا کھانا ساتھ لیجائے کسی کو دے دے یہ بھی جائز نہیں، ... (۳) کہ وضوء کا پانی غسل میں یا کسی اور کام میں استعمال کرے، الا یہ کہ اجازت ہو۔

## মাদরাসার জায়গায় ব্যক্তিগত গোয়ালঘর করা অবৈধ

**প্রশ্ন :** আমাদের এলাকায় এক মাদরাসার মুহতামীম সাহেব মসজিদের চাল নিয়ে মাদরাসার জমিতে ঘর করে সেখানে নিজের গরু রাখে। এটা বৈধ কি না?

**উত্তর :** মসজিদ-মাদরাসার মালিকানাধীন জিনিস কারো ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা জায়েয নেই বিধায় মাদরাসার মুহতামীম সাহেবের জন্য মসজিদের চাল ও মাদরাসার জমিন নিজের কাজে ব্যবহার করা বৈধ হবে না। পূর্বে ব্যবহার করে থাকলে মাদরাসা মসজিদে ন্যায্য ভাড়া আদায় করা জরুরি।(১২/৯০৮/৫০৮৫)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ / ٤٦٢ : متولي المسجد ليس له أن يحمل سراج المسجد إلى بيته وله أن يحمله من البيت إلى المسجد، كذا في فتاوى قاضي خان.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥٢ : (فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن).

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریا) ص ۵۳۴ : جواب- مسجد کا مال اپنی حاجت میں لا کر صرف کرنا درست نہیں، اس میں گنہگار ہوتا ہے۔

Scanned by CamScanner

## মাদরাসার ফান্ড থেকে পত্রিকার বিল পরিশোধ করা

**প্রশ্ন :** আমাদের দেশের অনেক মাদরাসায় পত্রিকা রাখা হয় এবং তার বিল মাস শেষে পরিশোধ করা হয়। উক্ত বিল কে পরিশোধ করবে? যদি মাদরাসার কোনো ফান্ড থেকে তার বিল পরিশোধ করা হয় তাহলে তা কতটুকু শরীয়তসম্মত?

**উত্তর :** মাদরাসা কর্তৃপক্ষ মাদরাসার কল্যাণের দিকে লক্ষ রেখে পত্রিকা রাখা সমীচীন মনে করলে তা রাখার অনুমতি আছে। এ ক্ষেত্রে মাদরাসার সাধারণ ফান্ড হতে পত্রিকার বিল পরিশোধ করা শরীয়তসম্মত। (১২/৯৩৫/৫১১৮)

📖 نظام الفتاوی(تاج پبلشنگ) ۴/ ۱۶۷ج ۲ : جواب-مدرسہ کے مفاد و مصلحت کے پیش نظر مدرسہ کے خزانے سے اوسط درجہ کا خرچ ان جملہ مذکورین پر جائز ہے اگر اوسط درجہ کی مقدار معین کرنے میں اختلاف ہو جائے تو اراکین شوری آپس کے مشورہ سے کوئی مناسب مقدار طی کرکے اس کا اختیار مہتمم کو دے دیں۔

(نوٹ) یہ حکم چندہ ہی کی رقم ہونے کی صورت میں ہے اگر وقف کی آمدنی ہو تو منشاء واقف کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہو جائیگا اور خلاف منشاء واقف کرنے کا اراکین یا مہتمم کو اختیار نہ ہوگا۔

## বিনা মূল্যে মাদরাসার ঘর কাউকে দিয়ে দেওয়া

**প্রশ্ন :** আমাদের এলাকার একটি মাদরাসার নতুন করে বিল্ডিং হচ্ছে। পুরাতন একটি টিনশেড ঘর ভেঙে কমিটির কিছু লোক মিলে মাদরাসার মুহতামীম সাহেবকে দিয়ে দিয়েছে এবং মুহতামীম সাহেব উক্ত ঘরটি নিজের জায়গায় নিয়ে ব্যবহার করছেন। কিন্তু কমিটির একজন বলছে, আমি এ ব্যাপারে একমত না। প্রশ্ন হচ্ছে, মাদরাসার ঘর মুহতামীম সাহেবকে মালিক বানিয়ে দেওয়া জায়েয কি না?

**উত্তর :** মাদরাসার নামে ওয়াক্ফকৃত বা চাঁদায় প্রতিষ্ঠিত ঘর ও আসবাব ইত্যাদি মাদরাসার কাজেই ব্যবহার করা জরুরি, অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করা যাবে না। তবে যদি চাঁদাদাতা বা ওয়াক্ফকারী ওয়াক্ফ করার সময় অনুমতি দিয়ে থাকে তাহলে অন্য কাজেও ব্যবহার করা যাবে। অতএব চাঁদাদাতা বা ওয়াক্ফকারীর অনুমতি উল্লেখ না থাকাবস্থায় কমিটির জন্য মুহতামীম সাহেবকে মাদরাসার ঘরের মালিক বানিয়ে দেওয়া শরীয়তসম্মত নয়। (১২/৯৭০)

📖 حاشية الطحطاوى على الدر ٢/ ٥٥١ : اعلم أن قولهم شرط الواقف كنص الشارع ليس على عمومه قال العلامة قاسم فى فتاواه اجتمعت

Scanned by CamScanner

الأمة أن من شروط الواقفين ماهو صحيح معتبر يعمل به ومنها ما ليس كذلك-

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۲/ ۳۹۲ : جن کاموں کے لئے چندہ کیا گیا ہے چندہ کی رقم کو ان ہی کاموں میں صرف کیا جائے دوسرے کاموں میں رقم خرچ کرنا بلا اجازت چندہ دہندگان درست نہیں۔

## শিক্ষার্থীদের থেকে সংগৃহীত খোরাকি হতে মেহমান ও উস্তাদদের খাওয়ানো

**প্রশ্ন :** যদি ছাত্রছাত্রীদের হতে সংগৃহীত খোরাকি হতে মাদরাসায় অবস্থানকারী শিক্ষক-শিক্ষিকা কিংবা আগত বিভিন্ন স্তরের মেহমান কিংবা মাদরাসার কমিটির কাউকে খানা খাওয়ানো হয় তাহলে তা বৈধ হওয়ার কী শরয়ী পন্থা হতে পারে? আর বৈধ না হলে বৈধ সুরত কী?

**উত্তর :** সরাসরি ছাত্রছাত্রীদের থেকে গৃহীত খোরাকি হতে প্রশ্নে উল্লিখিত লোকদের খাওয়ানো বৈধ নয়। তাদের জন্য মেহমান ফান্ড খোলা যেতে পারে। যেখানে নফল সদকা, হাদিয়া, দান গ্রহণ করা যেতে পারে। শিক্ষকদের খানা তাদের বেতন থেকেও খাওয়ানো যেতে পারে। (১১/৫১/৩৩৯৯)

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۲/ ۷۷- ۷۸ : سوال- مدارس میں کبھی کبھی کسی عالم کو بلایا جاتا ہے یا وہ خود تشریف لے آتے ہیں اسی طرح کبھی مدرسہ کے کسی ہمدرد کو مدرسہ کے مفاد کے پیش نظر دعوت دیکر بلایا جاتا ہے تو ان مہمانوں پر مدرسہ کے خزانے میں سے خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں ؟ اور کبھی آنے والے بزرگ سے لوگ استفادہ کی نیت سے مدرسہ آجاتے ہیں تو آنے والے کو مدرسہ کا کھانا کھلا سکتے ہیں یا نہیں ؟... ...

الجواب-... ... ان عبارات سے مستفاد ہوتا ہے کہ صورت مسئولہ میں اگر چندہ دہندگان کی اجازت اور رضامندی صراحۃً یا دلالۃً ہو تو ان مخصوص لوگوں کی مہمان نوازی جن کی ذات سے مدرسہ کو معتدبہ نفع کی توقع ہو درست ہے ورنہ مہتمم اور اہل شوری اپنی پاس سے خرچ کریں۔

📖 العلم والعلماء ص ۳۵۶ : مدرسہ سے مہمانوں کو کھانا کھانا: فرمایا کہ میری ہمیشہ س یہی رائے ہے کہ اول تو مہمانوں کو مدرسہ کی طرف سے کھانا کھلانے کی ضرورت نہیں، یہ کسی کے بیٹے کی تقریب تھوڑی ہے جو آنے والوں کو کھانا دیدیا چاہئے یہ ایک قومی اور دینی کام ہے جو آئے اس کو اپنے پاس سے خرچ کرکے بازار میں کھانا چاہئے اگر یہ ہو کہ مہمانوں کو کھانا کھلانا ہی

Scanned by CamScanner

چاۓ تو اس کے لئے خاص چندہ کرنا چاہئے جس میں سب شریک ہونے والوں کو اس بات کی صراحۃ اطلاع ہو کہ یہ رقم مہمانوں کے کھانے وغیرہ میں صرف ہوگی، عام چندہ سے یہ اخراجات نہ کرنی چاہئے کیونکہ عام چندہ دینے والے زیادہ تر یہ سمجھ کر مدارس میں چندہ دیتے ہیں کہ ہماری رقم تعلیمی کام میں صرف ہوگی اس سے طلباء کو کھانا کپڑا دی جائیگا وغیرہ وغیرہ، اور اسی کو زیادہ ثواب سمجھتے ہیں -

## মাদরাসায় আসা বিভিন্ন জিনিসের ব্যবহারের বিধান

**প্রশ্ন :** মাদরাসায় মান্নতকৃত টাকা, মালামাল, গোশত, হালাল জানোয়ার, শস্য, ফল ফলাদি, পাকানো খাবার খাওয়া ও কোরআন-কিতাব ব্যবহারের শরয়ী বিধান কী?

**উত্তর :** গরিব, এতিম, মিসকিন ছাত্ররাই মান্নত হওয়ার শর্তে প্রশ্নে বর্ণিত আসবাব ব্যবহার করবে। তবে যদি গরিব ছাত্র না বলে শুধু মাদরাসায় দেওয়ার মান্নত করে থাকে তাহলে গরিব-ধনী সব ছাত্ররাই ব্যবহার করতে পারবে। তবে ধনী ছাত্ররা যতটুকু ব্যবহার করবে তা মান্নতের অন্তর্ভুক্ত হবে না। (১১/৬১/৩৪০০)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٣٣٩ : باب المصرف أي مصرف الزكاة والعشر، وأما خمس المعدن فمصرفه كالغنائم (هو فقير، وهو من له أدنى شيء) أي دون نصاب أو قدر نصاب غير نام مستغرق في الحاجة.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٣٣٩ : باب المصرف (قوله: أي مصرف الزكاة والعشر) يشير إلى وجه مناسبته هنا، والمراد بالعشر ما ينسب إليه كما مر فيشمل العشر ونصفه المأخوذين من أرض المسلم وربعه المأخوذ منه إذا مر على العاشر أفاده ح. وهو مصرف أيضا لصدقة الفطر والكفارة والنذر وغير ذلك من الصدقات الواجبة كما في القهستاني-

📖 فيه أيضا ٢/ ٤٣٩ : ولا يجوز أن يصرف ذلك لغني ولا لشريف منصب أو ذي نسب أو علم، ما لم يكن فقيرا ولم يثبت في الشرع جواز الصرف للأغنياء-

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ٣ /٤٢٦ : جی ہاں نذر کی تمام چیزوں کا یہی حکم ہے کہ ان کو غریب غرباء پر تقسیم کر دیا جائے غنی( مالدار) لوگوں کا اس کو کھانا جائز نہیں اور نذر ماننے والا اور اس کے اہل وعیال خود بھی اس کو نہیں کھا سکتے۔

Scanned by CamScanner

## খোরাকির টাকা কম হলে ভর্তুকি দেওয়া উদ্বৃত হলে বিভিন্ন খাতে ব্যয় করা

**প্রশ্ন :** মাদরাসার ছাত্রছাত্রী কিংবা অভিভাবক থেকে নেওয়া ছাত্রছাত্রীদের মাসিক খরচ কমবেশি হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় কোনো মাসে ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া মাসিক খরচের চেয়ে মাসিক গড় খরচ বেশি হলে মাদরাসার সাধারণ ফান্ড থেকে ভর্তুকি দেওয়া হয় এবং গড় খরচ কম হলে প্রদত্ত খোরাকি থেকে বেঁচে যাওয়া টাকা মাদরাসার বিভিন্ন খাতে ব্যয় করার জন্য অভিভাবক হতে ভর্তি ফরমের মাধ্যমে লিখিতভাবে অনুমতি নিয়ে নেওয়া হয়। এর দ্বারা প্রদত্ত খোরাকির অতিরিক্ত টাকা মাদরাসার বিভিন্ন খাতে ব্যয় করা বৈধ হবে কি না?

**উত্তর :** মাদরাসার ছাত্রছাত্রী কিংবা অভিভাবকদের সম্মতিক্রমে তাদের থেকে নেওয়া টাকার চেয়ে মাসিক খরচ বেশি হলে মাদরাসার ফান্ড থেকে ভর্তুকি দেওয়া এবং গড় খরচ কম হলে প্রদত্ত খোরাকি থেকে বেঁচে যাওয়া টাকা মাদরাসার বিভিন্ন খাতে ব্যয় করা বৈধ হবে। (১১/৬৮/৩৩৯৮)

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ٦/ ١٠٧ : الجواب- جس مقصد کیلئے اور جس غرض کی خاطر چندہ کیا ہو اسی میں چندہ کی رقم استعمال کرنا چاہئے اگر رقم بچ گئی ہو تو چندہ دہندگاں کی اجازت سے دوسرے مصرف میں استعمال کر سکتے ہیں۔

📖 جامع الفتاوی (ربانی بکڈپو) ٢/ ٥٣٥ : الجواب- رقم دینے والوں کو اگر علم ہے کہ خرچ سے زائد حصہ آپ رکھتے ہیں اور وہ اس پر رضامند ہیں تو جائز ہے۔

## কোনো ফান্ডের টাকা ঋণ হিসেবে নেওয়া বা হীলা ছাড়া ব্যবহার করা

**প্রশ্ন :** মাদরাসার সাধারণ ফান্ডের অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফান্ডসমূহের মধ্য হতে কোনো এক নির্দিষ্ট ফান্ডের টাকা-মালামাল কর্জ গ্রহণ কিংবা হীলা ছাড়া ব্যবহার করা বৈধ হবে কি না?

**উত্তর :** এক ফান্ডের টাকা-মালামাল অন্য ফান্ডে কর্জ ও হীলাবিহীন খরচ করা সহীহ হবে না। (১১/৭৬)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٤٩٥ : وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه، سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا اهوهذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم، شرط الواقف كنص الشارع فيجب اتباعه كما صرح به في شرح المجمع للمصنف.

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۶/ ۱۰۷ :الجواب- جس مقصد کیلئے اور جس غرض کی خاطر چندہ کیا ہو اسی میں چندہ کی رقم استعمال کرنا چاہئے اگر رقم بچ گئی ہو تو چندہ دہندگاں کی اجازت سے دوسرے مصرف میں استعمال کر سکتے ہیں۔

## ফান্ডে জমা করার পূর্বে যাকাতের টাকা কর্জ হিসেবে খরচ করা

**প্রশ্ন :** মাদরাসার শিক্ষকগণ যাকাত ও ফিতরার টাকা-পয়সা কালেকশন করার পর সাধারণ তহবিলের জন্য কর্জ মনে করে জমা না দিয়ে বেতনের দাবিদার হয়ে নিজ কাজে খরচ করে ফেলে। তারপর হিসাব বুঝিয়ে দেয়। পরে সাধারণ তহবিলে টাকা এলে মুহতামীম সাহেব গুরাবা তহবিলের কর্জকৃত টাকা পরিশোধ করেছেন। এ পদ্ধতিতে টাকা খরচ করা শরীয়তের বিধান অনুযায়ী জায়েয কি না? এবং যাকাতদাতার যাকাত আদায় হবে কি না?

**উত্তর :** যাকাত-ফিতরার দাতারা গরিব, এতিম ও অসহায়দের উদ্দেশ্যে যাকাত ইত্যাদি দিয়ে থাকে। সুতরাং এগুলো গরিব-মিসকিনদের হক। কালেকশনকারীগণ কর্জ মনে করে নিজ ব্যক্তিগত কাজে খরচ করা বা অন্যকে যাকাতের টাকা কর্জ দেওয়া শরীয়তের বিধানে অবৈধ। যতক্ষণ পর্যন্ত যাকাতের টাকা-পয়সা উপযুক্ত স্থানে (হকদারের কাছে) পৌঁছানো না হবে যাকাতদাতার যাকাত আদায় হবে না। (১/৭২/৫৩)

📖 فتاوی دار العلوم ٦ / ۱۰۳ : سوال—زید نے چند جگہ سے زکوۃ کا روپیہ جمع کیا اور اپنے خرچ میں بطریق قرض لے کر خرچ کیا۔ زید صاحب نصاب ہے لیکن اسقدر طاقت نہیں کہ دفعتا روپیہ زکوۃ کا ادا کرے۔ روپیہ زکوۃ اس طریقہ سے ادا کر رہا ہے کہ کچھ ماہوار اپنے خرچ میں سے کم کر کے زکوۃ میں دیتا ہے، یہ طریق سے زکوۃ دونوں کی ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ یا جو صورت ادائگی کی ہو شرعا اس سے مطلع فرمادیں.

جواب—اس صورت میں عمر کی زکوۃ ادا نہیں ہوئی، زید کو عمر کا روپیہ دینا چاہئے اور اب بعد خرچ ہو جانے روپے کے عمر سے اجازت لے لینا مفید سقوط زکوۃ نہیں ہے- قوله والمال قائم فی يد المفقير بخلاف ما اذا نوى بعد هلاكه الخ

## ওয়াক্‌ফকৃত কিতাব ও জিনিস ধার হিসেবে মাদরাসার বাহিরে নেওয়া

**প্রশ্ন :** মাদরাসায় দানকৃত কিংবা ওয়াক্‌ফকৃত কোনো জিনিস বা কিতাবাদি প্রয়োজনে অন্যত্র আনা-নেওয়া করা কিংবা মুতালাআর জন্য নিয়ে যাওয়া বৈধ হবে কি না?

Scanned by CamScanner

**উত্তর :** কোনো মাদরাসার জন্য নির্দিষ্ট করা ওয়াক্ফকৃত জিনিস ও কিতাবপত্র অন্যত্র নেওয়া জায়েয হবে না। (১১/৭৬)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٦٦ : قوله: ففي جواز النقل تردد) الذي تحصل من كلامه أنه إذا وقف كتبا وعين موضعها فإن وقفها على أهل ذلك الموضع، لم يجز نقلها منه لا لهم ولا لغيرهم، وظاهره أنه لا يحل لغيرهم الانتفاع بها وإن وقفها على طلبة العلم، فلكل طالب الانتفاع بها في محلها وأما نقلها منه، ففيه تردد ناشئ مما تقدمه عن الخلاصة من حكاية القولين، من أنه لو وقف المصحف على المسجد أي بلا تعيين أهله قيل يقرأ فيه أي يختص بأهله المترددين إليه، وقيل: لا يختص به أي فيجوز نقله إلى غيره، وقد علمت تقوية القول الأول -

## এক মাদরাসার কিতাব অন্য মাদরাসার কাজে ব্যবহার করা

**প্রশ্ন :** এক মাদরাসার কিতাব অন্য মাদরাসার শিক্ষার কাজে ব্যবহার করা শরীয়ত এর দৃষ্টিতে কী হুকুম বহন করে?

**উত্তর :** এক মাদরাসার জন্য নির্দিষ্ট করে ওয়াক্ফকৃত কিতাব অন্য মাদরাসার শিক্ষার কাজে ব্যবহার করার অনুমতি নেই। তবে মুহতামীম কর্তৃক সাধারণ চাঁদার টাকা দিয়ে ক্রয় করা কিতাব মাদরাসার কোনো উপকারার্থে প্রয়োজনে অন্যত্র সাময়িক ব্যবহারের জন্য মুহতামীম সাহেব দিতে পারেন। (২/১৪১/৩৭০)

📖 الدر المختار (سعيد) ٤/ ٣٦٥ : وبه عرف حكم نقل كتب الأوقاف من محلها للانتفاع بها والفقهاء بذلك مبتلون فإن وقفها على مستحقي وقفه لم يجز نقلها -

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٦٥ : (قوله: لم يجز نقلها) ولا سيما إذا كان الناقل ليس منهم نهر، ومفاده أنه عين مكانها بأن بنى مدرسة وعين وضع الكتب فيها لانتفاع سكانها.

Scanned by CamScanner

## মাদরাসার কালেকশন করতে বিদেশে গিয়ে বিভিন্ন সুবিধা ভোগ করা প্রসঙ্গে কিছু প্রশ্ন

**প্রশ্ন :** ক) মাদরাসার সম্পূর্ণ খরচে বিদেশে চাঁদা করতে গিয়ে মাদরাসার উপকারের জন্য মাদরাসার পক্ষ থেকে দাতাগণের জন্য হাদিয়া ইত্যাদি নেওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হবে কি না?

খ) সম্পূর্ণ মাদরাসার খরচে প্রেরিত কোনো কালেক্টরকে যদি কোনো দাতা হাদিয়া ইত্যাদি দেয় তখন উক্ত হাদিয়া কালেক্টর নিজে গ্রহণ করা বৈধ হবে কি না?

গ) যদি দাতাগণ নিজ নিজ বাড়ির জন্য উক্ত কালেক্টরের মাধ্যমে কোনো সরঞ্জাম ইত্যাদি পাঠায় সে জিনিসগুলো মাদরাসার টাকা-পয়সা, ট্যাক্স ভাড়া দিয়ে তাদের বাড়ির জন্য আনা বৈধ কি না?

ঘ) মাদরাসার কর্তৃপক্ষ যদি কোনো কালেক্টরকে বিদেশে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চাঁদা করতে পাঠায় তখন উক্ত সময় শেষে চাঁদার নামে কোনো কৌশল অবলম্বন করে সেখানে অতিরিক্ত সময় কাটালে তা বৈধ হবে কি না?

ঙ) মাদরাসার সম্পূর্ণ খরচে চাঁদা করতে গিয়ে হজের জন্য অতিরিক্ত সময় ব্যয় করে হজ করা বৈধ হবে কি না? আর অতিরিক্ত সময়ের বেতন নেওয়া বৈধ হবে কি না?

চ) যেকোনো শিক্ষক মাদরাসার যেকোনো সরঞ্জাম ইত্যাদি ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা বৈধ হবে কি না?

ছ) কোনো কালেক্টর বিদেশে চাঁদা করার পর আসার সময় সরঞ্জাম ইত্যাদি নিয়ে সর্বপ্রথমে মাদরাসায় না ঢুকে বাড়িতে চলে গেলে তা বৈধ হবে কি না?

**উত্তর :** ক) চাঁদাদাতারা যদি ব্যয়ের খাত নির্ধারিত না করে মুহতামীমকে মাদরাসার উপকারী কাজে খরচ করার এখতিয়ার দিয়ে থাকে তাহলে মাদরাসার স্বার্থে দাতাগণের জন্য হাদিয়া নেওয়া বৈধ হবে। (১১/৫৪৬/৩৫৬৬)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۰/ ۱۴۱ : الجواب-اگر چندہ دہندگان نے مصرف کی تعین کردی ہے کی تواسی مصرف پر چندہ صرف کیا جائے گا اس کے خلاف نہ کیا جائے اگر مصرف کی تعین نہیں کی بلکہ مہتمم کو مصالح مدرسہ میں صرف کرنے کا کلی اختیار دیدیا ہے، تو پھر ہر مصلحت میں صرف کرنادرست ہے۔

খ) মাদরাসার প্রেরিত চাঁদা সংগ্রহকারীকে কোনো দাতা হাদিয়া ইত্যাদি দিলে তা ভোগ করা চাঁদা সংগ্রহকারীর জন্য জায়েয হলেও সতর্কতামূলক খারাপ ধারণা থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে নিজে না রেখে তা মাদরাসা ফান্ডে জমা দিয়ে দেওয়াই শ্রেয়।

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٤/ ٢٤٥ (٦٦٣٦) : عن أبي حميد الساعدي، أنه أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل

Scanned by CamScanner

عاملا، فجاءه العامل حين فرغ من عمله، فقال: يا رسول الله، هذا لكم وهذا أهدي لي. فقال له: «أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك، فنظرت أيهدى لك أم لا؟» ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية بعد الصلاة، فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: " أما بعد، فما بال العامل نستعمله، فيأتينا فيقول: هذا من عملكم، وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فنظر: هل يهدى له أم لا، فوالذي نفس محمد بيده، لا يغل أحدكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، إن كان بعيرا جاء به له رغاء، وإن كانت بقرة جاء بها لها خوار، وإن كانت شاة جاء بها تيعر، فقد بلغت "

📖 عمدة القاري (دار إحياء التراث) ٢٤/ ٢٥٣ : وفيه: أن ما أهدي إلى العمال وخدمة السلطان بسبب السلطة أنه لبيت المال، إلا أن الإمام إذا أباح له قبول الهدية لنفسه فهو يطيب له، كما قال، لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: قد علمت الذي دار عليك في مالك، وإني قد طيبت لك الهدية، فقبلها معاذ وأتى بما أهدي إليه رسول الله فوجده قد توفي، فأخبر بذلك الصديق، رضي الله تعالى عنه، فأجازه، ذكره ابن بطال. وقال ابن التين: هدايا العمال رشوة وليست بهدية إذ لولا العمل لم يهد له، كما نبه عليه الشارع-

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۷/ ۱۰۳ : جواب-مدرسے کے مدرسین اور مبلغ جو صرف تدریس اور تبلیغ کے کام پر مامور ہوں یعنی فراہمی چندہ ان کا فرض منصبی نہ ہو مدرسہ سے رخصت حاصل کر کے کسی جگہ جا کر وعظ کریں اور ان کو شخصی طور پر کوئی چیز یا نقد ہدیہ ملے تو ان کی اپنی ہے، ہاں سفراء جو فراہمی چندہ کے کام پر مامور ہوں اور مدرسے ان کو شخصی طور پر ہدیہ لینے سے روک دیا ہو ان پر لازم ہے کہ یا تو وہ شخصی ہدایا قبول نہ کریں یا قبول کریں تو مدرسے کے فنڈ میں ڈال دیں۔

গ) মাদরাসার টাকা-পয়সা অন্যের মালামালের ট্যাক্স ভাড়া হিসেবে দিয়ে কারো জিনিসপত্র আনা অবৈধ।

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۶ /۱۱۴ : جواب-جو چیز رقم وغیرہ کسی نے اس کو مدرسہ میں دے دی ہے وہ چیز امانت ہے اس کے ذمہ لازم ہے کہ مدرسہ کے ذمہ دار کے حوالہ کرے خود اپنے رکھے ہوئے مدرس کو دینا درست نہیں اس طرح سے حق امانت ادا نہیں ہوتا۔

Scanned by CamScanner

ঘ) উল্লিখিত সুরতে অতিরিক্ত সময় থাকা উচিত নয়।

📖 احسن الفتاوی(سعید) ۸/ ۲۱۷ : الجواب- یہ صورت شرعا و قانونا ہر طرح ناجائز ہے قانونا تو ظاہر ہے کہ پاسپورٹ اور ویزا میں جو تاریخ مقرر ہے اس تاریخ سے زائد ٹھہرنا حرام اور قانون شکنی ہے شرعا ناجائز ہونے کی کئی وجوہ ہے

(۱) پاسپورٹ اور ویزا حاصل کرنا ایک معاہدہ ہے اور عہد شکنی کو شریعت نے جرم عظیم قرار دیا ہے۔

(۲) مباحات میں حکومت کی اطاعت واجب ہے (۳) جان و عزت کو خطرہ ڈالنا جائز نہیں۔

ঙ) মাদরাসার উপকারার্থে অতিরিক্ত সময় ব্যয় করায় মাদরাসা কর্তৃপক্ষের অনুমতি থাকলে এবং হজ করতে গিয়ে (আসল কাজ) চাঁদা আদায়ের ব্যাঘাত না হলে হজ করা বৈধ হবে, অন্যথায় নয়। উক্ত সময়ে চাঁদা কালেকশন করে থাকলে বেতন পাবে, অন্যথায় নয়।

📖 امداد الفتاوی(زکریا) ۳ /۳۵۶ : سوال- (۲) کوئی ملازم اپنے آقا کے بلا علم یا اس کی مرضی کے خلاف دوسرا کام اپنے مفاد کا ان اوقات میں جو اس کی نوکری کے علاوہ کر سکتا ہیں یا نہیں؟

الجواب- اگر نوکری کے اوقات معین ہیں تو دوسرے اوقات میں ملازم کو اپنا کام کرنا جائز ہے بشرطیکہ وہ کام آقا کے کام میں مخل نہ ہو اور اگر نوکری کے اوقات متعین نہیں ہیں تو بلا اجازت آقا کے اپنا کام یا دوسرے کا کام کرنا جائز نہیں۔

📖 فیہ ایضا ۳ /۳۶۱ :سوال- مہتمم نے ایک ساعی چندہ کے لئے مقرر کیا اور اس کی تنخواہ مقرر کی اس کی ساعی سے چندہ مقرر ہوا اب وہ ساعی جیسا کہ پہلے کرتا تھا کہ سفیر یا شہر میں جدید چندے مقرر کرائے نہیں کرتا بلکہ محرر وغیرہ کی نگرانی وغیرہ کرتے ہیں اور جس وقت نگرانی کرتے ہیں اس وقت کی تنخواہ تعلیم وغیرہ یہی کی وہ لیتے ہیں پس اسصورت میں وہ سعی چندے کی تنخواہ کے مستحق ہو سکتے ہیں یا نہیں؟

الجواب- جب عمل نہیں استحقاق اجرت نہیں جیسا ظاہر ہے۔

চ) মাদরাসার জিনিস কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা বৈধ নয়। যদি কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অনুমতি থাকে তাহলে অবৈধ নয়।

📖 کفایت المفتی(امدادیہ) ۷ / ۲۸۹ : سوال— وقف کردہ چیز کو اپنے قبضہ میں لانا اور اپنے تصرف میں لانا تصرف کرنے سے باز نہ کرنا کیا ہے؟

Scanned by CamScanner

جواب—مال وقف میں خلاف شرط واقف تصرف کرنا حرام ہے اور جو شخص کہ مال وقف کو اپنے تصرف میں ناحق لاکے اس کے ذمہ ضمان واجب الاداء ہوگا۔

ছ) উল্লিখিত সুরতটি বৈধ বলে বিবেচিত হলেও اتقوا مواضع التهم হিসেবে প্রথমে মাদরাসায় যাওয়াই শ্রেয় হবে।

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٢/ ٣٩٩ (٣٢٨١) : عن صفية بنت حيي، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا، فحدثته ثم قمت فانقلبت، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «على رسلكما إنها صفية بنت حيي» فقالا سبحان الله يا رسول الله قال: " إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا، أو قال: شيئا "

## চাঁদা সংগ্রহকালীন প্রাপ্ত হাদিয়ার হুকুম

**প্রশ্ন :** মাদরাসার চাঁদা সংগ্রহকারী চাঁদা করার সময় যে হাদিয়া তোহফা পায় তার প্রকৃত মালিক কে? চাঁদা সংগ্রহকারী নাকি মাদরাসা?

**উত্তর :** কোনো ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছায় সংগ্রহকারীর জন্য নির্দিষ্ট করে কোনো বস্তু হাদিয়াস্বরূপ প্রদান করে সে হাদিয়ার মালিক সংগ্রহকারী নিজেই হবে। তবে সংগ্রহকারী নিজে ফয়সালা করবে যে, মাদরাসার খরচে গিয়ে নিজে হাদিয়ার মালিক কিভাবে হচ্ছে? (২/১৪১/৩৭০)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٧/ ١١٣ (١٠٣٥) : عن حكيم بن حزام، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: «إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى» .

📖 صحيح البخارى (٦٦٣٥) : حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني عروة، عن أبي حميد الساعدي، أنه أخبره: أن

Scanned by CamScanner

رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل عاملا، فجاءه العامل حين فرغ من عمله، فقال: يا رسول الله، هذا لكم وهذا أهدي لي. فقال له: «أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك، فنظرت أيهدى لك أم لا؟» ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية بعد الصلاة، فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: " أما بعد، فما بال العامل نستعمله، فيأتينا فيقول: هذا من عملكم، وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فنظر: هل يهدى له أم لا، فوالذي نفس محمد بيده، لا يغل أحدكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، إن كان بعيرا جاء به له رغاء، وإن كانت بقرة جاء بها لها خوار، وإن كانت شاة جاء بها تيعر، فقد بلغت " فقال أبو حميد: ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، حتى إنا لننظر إلى عفرة إبطيه، قال أبو حميد: وقد سمع ذلك معي زيد بن ثابت، من النبي صلى الله عليه وسلم، فسلوه.

## অবৈধভাবে ভোগ করা জিনিস যেকোনোভাবে মাদরাসায় পৌঁছিয়ে দিলে দায়মুক্ত হবে

**প্রশ্ন :** কেউ যদি কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কোনো জিনিস ব্যবহার করে পরবর্তীতে ব্যবহৃত জিনিসের ন্যায্যমূল্য মাদরাসার ফান্ডে প্রকাশ্যে বা কর্তৃপক্ষের অজান্তে পৌঁছে দেয় তাহলে সে কৃত অবৈধ কাজের গোনাহ থেকে ক্ষমা পেয়ে যাবে কি না? এবং কৃতকাজের কারণে গোনাহ কোন পর্যায়ের হবে?

**উত্তর :** মাদরাসার যাবতীয় সম্পদ মাদরাসার উস্তাদ, ছাত্র, কর্মচারী সকলের নিকট আমানতস্বরূপ। সুতরাং মাদরাসা পরিচালকের অনুমতি ব্যতীত খাওয়া বা ব্যবহার করা খেয়ানত ও মারাত্মক গোনাহ হবে। তাই ব্যবহারিক জিনিস বা তার মূল্য মাদরাসায় পৌঁছে দিয়ে তাওবা ও ইস্তিগফার করলে আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দেবেন বলে আশা করা যায়। (১১/৭২৯/৩৬৮২)

📖 الفتاوى الخانية (أشرفيه) ٣/ ٢٩٩ : رجل جمع مالا من الناس لينفقه في بناء المسجد فأنفق من تلك الدراهم في حاجته ثم رد بدلها في نفقة المسجد لا يسعه أن يفعل ذلك... ... حتى يأمره بانفاق ذلك فى المسجد فإن لم يقدر على أن يرفع الأمر إلى القاضى، قالوا نرجو له فى الاستحسان أن ينفك مثل ذلك من ماله فى المسجد فيجوز ويخرج من الوبال فيما بينه وبين الله تعالى-

Scanned by CamScanner

## পরীক্ষার ফি উস্তাদদের মাঝে বণ্টন করা

**প্রশ্ন :** মাদরাসা কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা উপলক্ষে ছাত্রদের থেকে নির্ধারিত হারে যে ফি গ্রহণ করে থাকে, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ও আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় খরচের পর তার অংশ বিশেষ উদ্বৃত্ত থাকে। শিক্ষকমণ্ডলী পরীক্ষা উপলক্ষে অতিরিক্ত মেহনত করেন বিধায় তাদের মেহনতের পরিমাণের প্রতি লক্ষ রেখে তা সম্মানীরূপে তাদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে তা বৈধ কি না?

**উত্তর :** পরীক্ষার নামে যে ফি উসুল করা হয় তা পরীক্ষা কার্যপরিচালনা ও সম্পাদনের জন্য ব্যয় করতে আপত্তি নেই। তবে পরীক্ষাবহির্ভূত খাতে ব্যয় করলে দাতাদের সন্তুষ্টির প্রয়োজন হবে। প্রশ্নে উল্লিখিত শিক্ষকমণ্ডলীর পরীক্ষাকার্য সম্পাদনের অতিরিক্ত মেহনতের বিনিময়ে ভাতা হিসেবে কিছু দেওয়া পরীক্ষাকার্য সম্পাদনেরই অন্তর্ভুক্ত বিষয় বলে বিবেচিত বিধায় পরীক্ষা ফি হতে তাদের সম্মানীরূপে দেওয়া বৈধ হবে। (১০/৪৮/২৯৬২)

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۳/ ۶۲۳ : سوال- مدارس میں فیس داخلہ اور فیس ماہواری طلبہ سے لینا جائز ہے یا نہیں؟
الجواب- جائز ہے، کیونکہ یہ اجرت نہیں بلکہ چندہ ہے اور چندہ میں شرط جائز ہے کیونکہ اس سے جبر لازم نہیں آتا جس کو شرط منظور نہ ہو گی اس کو عدم داخلہ کا اختیار ہو گا- ودليله أنه صلى الله عليه وسلم قال لمن أضافه وعائشة؟ قال: لا، قال فلا إذن، حتى فى الثالث: عائشة قال نعم.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۵/ ۲۸۷ : رقوم دینے والوں کو اگر علم ہو کہ خرچ سے زائد حصہ آپ رکھتے ہیں اور وہ اس پر رضامند ہو تو جائز ہے۔

## মাদরাসার বিদ্যুৎ ছাত্র-উস্তাদদের খেয়াল খুশী মত ব্যবহার করা

**প্রশ্ন :** মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষক যে কেউ মাদরাসার বিদ্যুৎ নিজ নিজ কাজে ব্যবহার করা কতটুকু শরীয়তসম্মত? অনেক মাদরাসায় বিদ্যুৎ বিল বাবদ প্রত্যক ছাত্র থেকে প্রতি মাসে ১০-১৫ টাকা নিয়ে থাকে। তাই ছাত্রদের জন্য কাপড় ইস্ত্রি করা, হিটারের মাধ্যমে পানি গরম করা ইত্যাদি কতটুকু জায়েয হবে?

**উত্তর :** মাদরাসা কর্তৃপক্ষ যেহেতু চাঁদাদাতাদের পক্ষ থেকে উকিলের ন্যায় এবং মাদরাসা চালানোর ব্যাপারে তাদের পূর্ণ অধিকার থাকে তাই মাদরাসার লাভ-ক্ষতির

Scanned by CamScanner

দিকগুলো চিন্তা করে অধীনস্তদের ওপর আইন-কানুন প্রয়োগ করা তাদের বিবেচনাধীন থাকবে। ওই আইন অনুসারে উক্ত মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকসহ অন্য কর্মচারীবৃন্দ সবাই চলতে বাধ্য। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে মাসিক বিদ্যুৎ বিল নিয়ে হোক বা না নিয়ে হোক, মাদরাসা কর্তৃপক্ষ তাদের সুবিবেচনা মতে মাদরাসার যে জিনিস যাকে যতটুকু ব্যবহারের অনুমতি দেবে, সে ওই জিনিসের অতটুকু ব্যবহারের অধিকার রাখে। বিনা মূল্যে তার চেয়ে বেশি ব্যবহার করা জায়েয হবে না। (১০/৫৩/২৯৫১)

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۳/ ۳۴۷ : الجواب- ظاہرا یہ سوال متعلق چندہ کے ہے سو اصل یہ ہے کہ ایسے اموال میں کسی تصرف کا جواز وعدم جواز معطیین اموال کی اذن ورضا پر موقوف ہے اور مہتمم مدرسہ ان متعطیں کا وکیل ہوتا ہے پس وکیل کو جس تصرف کا اذن دیا گیا ہے وہ تصرف اس وکیل کو جائز ہے سو جس مہتمم نے مدرسین کو مقرر کیا ہے اگر اس مہتمم کو معطین نے اس صورت کے متعلق کچھ اختیارات دیئے ہیں اور مہتمم نے ان مدرسین سے اس اختیار کے موافق کچھ شرائط کر لئے ہیں تب توان شرائط کے موافق تنخواہ لینا جائز ہے اسی طرح جو اختیارات وظیفہ کے متعلق مہتمم کو دیئے گئے ہیں اس کے موافق ان کا دینا لینا بھی جائز ہوگا اور اگر تصریحا اختیارات وشرائط نہیں ہوئے لیکن مدرسہ کے قواعد مدون ومعروف ہیں تو وہ بھی مثل مشروط کے ہوں گے اور اگر نہ مصرح ہیں اور نہ معروف ہیں تو دوسرے مدارس اسلامیہ میں جو معروف ہیں ان کا اتباع کیا جاویگا اور اگر یہ اٰمدنی کسی وقف جائیداد کی ہے تو اس کا حکم دوسرا ہے۔

## বালিকা মাদরাসার জন্য ক্রয়কৃত জমিতে বালক শাখা খোলা বৈধ

**প্রশ্ন :** আজ থেকে ১৫-২০ বছর পূর্বে কতিপয় লোক মদীনাতুল উলূম মহিলা মাদরাসা নামক একটি প্রতিষ্ঠান করার জন্য কমিটি গঠন করে। অতঃপর লোকজন থেকে চাঁদা আদায় করে এবং নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী টাকা দান করে মাদরাসার নামে একটি জায়গা বায়না করে এবং জমির মূল্য সম্পূর্ণ পরিশোধ করে দেয়। অতঃপর জমির মালিক কলাকৌশলে জমির সম্পূর্ণ মূল্য বুঝে নিয়েও জমি রেজিস্ট্রি করে দেয়নি, দখলও দেয়নি। এভাবে ১০-১৫ বছর অতিবাহিত হয়ে যায়। ইতিমধ্যে কমিটির কয়েকজন সদস্যও মৃত্যুবরণ করে এবং তাদের স্থলে নতুন সদস্য নিয়োগ করা হয়। অতঃপর কমিটি তাকে জমি রেজিস্ট্রি করে দিতে বললে সে এ প্রতিশ্রুতি দেয় যে বায়নাকৃত জায়গার অর্ধেক সে মাদরাসার জন্য ওয়াক্ফ করবে, আর অর্ধেক সে বিক্রয় করবে, আর কমিটি থেকে পূর্বে গ্রহণকৃত সম্পূর্ণ টাকা ফেরত দিয়ে দেবে। তার কথার ওপর কমিটির লোকজন নিরুপায় হয়ে সম্মতি প্রদান করে।

Scanned by CamScanner

উল্লেখ্য, উক্ত জমির পাশে একটি মসজিদও রয়েছে এবং তাতে মসজিদভিত্তিক ছেলেদের একটি মাদরাসাও রয়েছে। মসজিদে তা'লীম দিয়ে বিনিময় গ্রহণ করা শরীয়তসম্মত নয় বিধায় এলাকাবাসীর মাঝে উক্ত মসজিদের পাশে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করার তীব্র প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কিন্তু মাদরাসা করার জন্য সে রকম কোনো জায়গার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। তাই উল্লিখিত পুরাতন কমিটিতে নতুন কিছু সদস্য নিয়োগ করে একটি পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠিত হয়। তারা একপর্যায়ে উল্লিখিত জমির মালিককে জমি রেজিস্ট্রি করে দেওয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। কিন্তু জমির মালিক সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে উক্ত জমি অন্যত্র বিক্রয়ের চক্রান্তে লিপ্ত হয়। সে চক্রান্তের অংশ হিসেবে জমির কিছু অংশ অন্য একজনের সাথে বায়না করে বায়নার মালিককে জমি বুঝিয়ে দিতে সরেজমিনে আসে। এ ঘটনা টের পেয়ে কমিটির লোকজন তাকে বাধা দেওয়ার জন্য ছুটে আসে এবং তারা মসজিদের মাইকে এই বলে ঘোষণা দেয় যে, মাদরাসার জমি অবৈধভাবে দখল দেওয়া হচ্ছে। ফলে এলাকাবাসীও ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফলে জমির মালিক উক্ত তৃতীয় ব্যক্তিকে জমি বুঝিয়ে দিতে ব্যর্থ হয়। অতঃপর কমিটির লোকজন এলাকাবাসীর সহায়তায় রাতারাতি উক্ত জমিতে ঘর নির্মাণ করে এবং পূর্বের মসজিদভিত্তিক মাদরাসাকে সেখানে স্থানান্তরিত করে। মাদরাসা চালু করে দেয় এবং জমির দখল বজায় রাখে। এ পরিস্থিতিতে মালিক জমি রেজিস্ট্রি করে দিতে বাধ্য হয়। অতঃপর উক্ত কমিটির সর্বসম্মতিক্রমে উক্ত মাদরাসাকে বালক-বালিকা শাখা করার উদ্দেশ্যে মদীনাতুল উলূম মহিলা মাদরাসার স্থলে মদীনাতুল উলূম মাদরাসার নামে জমি রেজিস্ট্রি করে, যাতে দুটি শাখাই চালু করা যায়।

এখন প্রশ্ন হলো, সর্বপ্রথম কমিটি গঠন করার পর যখন জমি ক্রয়ের উদ্দেশ্যে যে টাকা সংগ্রহ করা হয়েছিল তা মদীনাতুল উলূম মহিলা মাদরাসার নামেই করা হয়েছিল এবং মানুষও মহিলা মাদরাসার জন্যই টাকা দিয়েছিল। এমতাবস্থায় উক্ত টাকায় ক্রয়কৃত জমিতে বালক ও বালিকা উভয় শাখা চালু করলে শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো সমস্যা আছে কি না?

**উত্তর :** কোনো প্রতিষ্ঠানের কমিটি চাঁদা করে কোনো জায়গা বায়না করলেই তা ওয়াক্‌ফ হয়ে যায় না। তেমনিভাবে চাঁদাদাতাগণ যে ধরনের শিক্ষানীতি চালু করার নিয়্যাতে চাঁদা দেয় তা যদি বহাল থাকে, শিক্ষা গ্রহণকারীদের মধ্যে পার্থক্য হলেও চাঁদাদাতাদের উদ্দেশ্যে কোনো তফাত হবে না। তাই প্রশ্নোল্লিখিত মদীনাতুল উলূম মহিলা মাদরাসার জন্য বায়নাকৃত জমি ওয়াক্‌ফকৃত না হওয়ায় পরবর্তীতে শুধু মদীনাতুল উলূম মাদরাসার নামে ওয়াক্‌ফ করা বৈধ হবে। এ জমির জন্য প্রথমে যারা টাকা দিয়েছিল পরবর্তীতে বালক-বালিকা উভয় শাখাসম্বলিত সেই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা, লক্ষ্য এক ও অভিন্ন থাকায় নতুনভাবে তাদের থেকে অনুমতির প্রয়োজন হবে না। সুতরাং এই নামে তাদের সাবেক চাঁদার টাকা খরচ করা বৈধ হবে।

Scanned by CamScanner

উল্লেখ্য, বর্তমানে প্রচলিত বালেগা মহিলাদের আবাসিক মাদরাসার ব্যাপারে শরীয়তের পক্ষ থেকে নিষেধাজ্ঞা থাকায় উল্লিখিত মাদরাসার বালিকা শাখাকে নাবালিকা মেয়েদের শিক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা জরুরি, অন্যথায় দাতা, উদ্যোক্তা সকলেই গোনাহগার হবে। (১০/৭১/২৯৯৩)

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ٦/ ١١٧ : في «وقف هلال» : رجل اشترى أرضاً بيعاً جائزاً ووقفها قبل القبض وبعد الثمن فالأمر موقوف، فإن أدى الثمن وقبضها فالوقف جائز، وإن مات ولم يترك مالاً تباع الأرض ويبطل الوقف، قال الفقيه أبو الليث: وبه نأخذ.

📖 البحر الرائق (دار الكتاب الإسلامي) ٥/ ٢٠٣ : ولو وقفها المشتري قبل القبض إن نقد الثمن جاز الوقف وإلا فهو موقوف -

📖 البزازية مع الهندية (زكريا) ٦/ ٢٥٧ : وقف على أصحاب الحديث لا يدخل فيه شفعوي المذهب إذا لم يكن في طلب الحديث ويدخل الحنفي إذا كان في طلبه.

📖 فتاوى قاضيخان (أشرفيه) ٤ / ٣٠٠ :المتولى إذا اشترى من غلة المسجد حانوتاً أو داراً أو مسغلا آخر جاز لأن هذا من مصالح المسجد إذا أراد المتولى أن يبيع ما اشترى وباع اختلف فيه فقال بعضهم لا يجوز هذا البيع وهو الصحيح؛ لأن المشترى لم يذكر شيئا من شرائط الوقف فلا يكون ما اشترى من جملة أوقاف المسجد-

## মাসিক পত্রিকা রেজিস্ট্রেশনের খরচ মাদরাসার ফান্ড থেকে বহন করা

**প্রশ্ন :** মাদরাসার নামে মাদরাসার পক্ষ হতে দাওয়াতের উদ্দেশ্যে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশের ইচ্ছা করা হয়েছে। এ পত্রিকার সরকারি অনুমোদন গ্রহণের জন্য প্রায় ৪০-৫০ হাজার টাকা খরচ হতে পারে। এ ছাড়া মাসে মাসে পত্রিকা প্রকাশের জন্য খরচ হবে। এসব খাতে মাদরাসার সাধারণ ফান্ড থেকে ব্যয় করা যাবে কি না?

**উত্তর :** দাতাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুমতি থাকাবস্থায় দাওয়াতী পত্রিকার খরচ সাধারণ ফান্ড থেকে ব্যয় করা জায়েয হবে, অন্যথায় নয়। তবে এর জন্য ভিন্ন ফান্ড গঠন করে চাঁদা করা এবং ওই খাতে ব্যয় করা সর্বোত্তম পদ্ধতি। (১০/১৪২/৩০৪০)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٢ / ٣٩٢ : الجواب۔ جن کاموں کے لئے چندہ کیا گیا ہے چندہ کی رقم کو ان ہی کاموں میں صرف کیا جائے دوسرے کاموں میں رقم خرچ کرنا بلا اجازت چندہ

Scanned by CamScanner

دہندگان درست نہیں، چندہ دہندگان بقیہ رقم کو ان کاموں میں خرچ کرائیں رقم کو جن
کاموں میں خرچ کیا جائے گا۔

## বিনা শর্তে জমি ওয়াক্ফ করে পরে নাম সংযুক্ত করার দাবি অগ্রাহ্য

**প্রশ্ন :** দীর্ঘ কয়েক বছর পূর্বে জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার সাবেক মহাপরিচালক হযরত মাওলানা শাহ ইউনুস সাহেব (রহ.)-এর আদেশক্রমে টেকনাফ থানার অন্তর্গত সাররাং ইউনিয়নে একটি দ্বীনি কওমী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে সাররাং ইউনিয়নের কিছু উলামায়ে কেরাম ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের যৌথ পরামর্শ ও আলোচনাসভায় সাররাংয়ের একজন দ্বীনদরদি ব্যক্তি হাজী মোখলেছুর রহমান মাদরাসা প্রতিষ্ঠার জন্য তিন কানি জমি জনসমক্ষে মৌখিকভাবে ওয়াক্ফ করে দেন। যার মূল্য তৎকালীন এক লক্ষ টাকার মতো এবং ১২/১০/৭৪ ইং তারিখে হাজী সাহেব উক্ত জমির দখল মাদরাসা কর্তৃপক্ষকে বুঝিয়ে দেন। পরদিন এলাকার জনগণের সার্বিক সহযোগিতা ও আর্থিক অনুদানে মাদরাসা দারুল উলূম সাররাং নামে উক্ত দ্বীনি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে মাদরাসার নির্মাণকাজ যথা–ছাত্রাবাস, ক্লাসরুম, হেফজখানা ও মসজিদ নির্মিত হতে থাকে। নিয়মতান্ত্রিকভাবে হাজী মোখলেছুর রহমান সাহেবের সভাপতিত্বে মাদরাসার বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে মাদরাসা পরিচালনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হতে থাকে এবং হাজী সাহেব ও অন্য সদস্যবৃন্দ মাদরাসার রেজুলেশন বইতে দস্তখত করতে থাকে এবং দারুল উলূম সাররাংয়ের নামে সিলমোহর ব্যবহৃত হতে থাকে। মাদরাসা প্রতিষ্ঠা হওয়ার আনুমানিক তিন মাস পর স্থানীয় আরেক ব্যক্তি উক্ত দারুল উলূম সাররাংয়ের নামে এক কানি জমি রেজিস্ট্রিমূলে ওয়াক্ফ করে দিয়েছেন। সে সময় হতে মাদরাসা যাবতীয় কাগজপত্র, রসিদবই, ভাউচার বুক ইত্যাদি নিয়মতান্ত্রিকভাবে দারুল উলূম সাররাংয়ের নামে ছাপানো হয় এবং মাদরাসার কর্মকাণ্ড চলতে থাকে। এরপর ২০/১২/৭৭ইং তারিখে হাজী মোখলেছুর রহমান সাহেবের মাদরাসা নির্মাণের জন্য মৌখিক ওয়াক্ফকৃত জমিগুলো তাঁর দুই ছেলের নামে বেনামা থাকার কারণে মাদরাসার নামে ওয়াক্ফ রেজিস্ট্রি করে দেওয়ার জন্য হাজী সাহেব তাঁর দুই ছেলেকে উখিয়া সাবরেজিস্ট্রির কার্যালয়ে প্রেরণ করেন। সেখানে গিয়ে তাঁর এক ছেলে হাজী আমীর হামজা গোপনে-অগোচরে দলিলে 'রাহমানিয়া' শব্দটি সংযোগ করে 'রাহমানিয়া দারুল উলূম' নামে জমি রেজিস্ট্রি করে দেয়। তার এ গোপনীয় কাজটি সম্পর্কে মাদরাসার শিক্ষকবৃন্দ ও মাদরাসা পরিচালনা কমিটির কোনো সদস্যকে জানানো হয়নি। এযাবৎ বিভিন্ন দাতাদের ১৮টি দলিলে ২০ কানি জমি দারুল উলূম সাররাংয়ের নামে রেজিস্ট্রি হয়েছে। দেশ-বিদেশ হতে শত শত লোকের আর্থিক অনুদানে মাদরাসার ছাত্রাবাস, শিক্ষা ভবন, মসজিদসহ দারুল উলূম সাররাংয়ের আনুমানিক দুই কোটি টাকার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। উল্লিখিত

Scanned by CamScanner

পদ্ধতিতে আজ প্রায় ৩০ বছর যাবৎ সুচারুরূপে দারুল উলূম সাররাং মাদরাসা নামে চলে আসছে।

কিন্তু হঠাৎ করে ২০০৪ ইং সালের জুন মাসে মরহুম হাজী সাহেবের ছেলে হাজী আমীর হামজা (যে জমি ওয়াক্ফ রেজিস্ট্রি করার সময় সবার অগোচরে রাহমানিয়া শব্দটি সংযোগ করেছিল) ঘোষণা দিল যে মাদরাসার নাম পরিবর্তন করে 'রাহমানিয়া দারুল উলূম' করতে হবে এবং মাদরাসার সম্পূর্ণ রেকর্ডপত্রে উক্ত নামে পাল্টাতে হবে, অন্যথায় মাদরাসায় তালা লাগিয়ে দেওয়া হবে। ছাত্র-শিক্ষকদের বের করে দেওয়া হবে। তবে এ ধরনের অসংগত কথা শুনে মাদরাসার ছাত্র, শিক্ষক, পরিচালনা কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং এলাকার সর্বস্তরের জনসাধারণ খেপে যায়। উল্লেখ্য, হাজী সাহেবের মৃত্যুর পর হতে মাদরাসার কার্যক্রমে পরিচালনা কমিটির সভায় তার উপস্থিতিতে কাগজপত্রে দস্তখত, বিশেষ করে অ্যাকাউন্ট চেকে স্বাক্ষর এবং মাদরাসার জন্য জমি ইত্যাদি ক্রয়ের সময় সাক্ষী হিসেবে দারুল উলূমের নামের সপক্ষে তার দস্তখত রয়েছে।

এহেন পরিস্থিতিতে এলাকার জনসাধারণ, পরিচালনা কমিটির সদস্যবৃন্দ, মাদরাসার দাতাবৃন্দ, মাদরাসার মুহতামীমসহ শিক্ষক-ছাত্রবৃন্দ ঐকমত্য পোষণ করে বলেছে যে মাদরাসার নাম পরিবর্ত করা যাবে না এবং রাহমানিয়া শব্দ মাদরাসার নামে সংযোগ করা যাবে না। কারণ যে দলিলে তিনি রাহমানিয়া শব্দ সংযোগ করেছেন সে দলিলে মাদরাসার মুহতামীম সাহেবকে মুতাওয়াল্লী বানানো হয়েছে। অথচ মুহতামীম সাহেব এ ব্যাপারে কিছু জানতেন না এবং তিনি স্বয়ং রাহমানিয়া দারুল উলূম নামকরণে রাজি নন।

এমতাবস্থায় উক্ত বিবরণের আলোকে বর্তমানে মরহুম হাজী সাহেবের ছেলে হাজী আমির হামজার উক্ত দাবিটি শরয়ী দৃষ্টিকোণে গ্রহণযোগ্য হবে কি না? এবং রাহমানিয়া শব্দ সংযোগ করে মাদরাসার নাম পরিবর্তন করা জায়েয হবে কি না? আর পরিবর্তন করতে গেলে কী কী ক্ষতি ও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে, তাও সামনে রেখে আমাদের বাধিত করবেন।

**উত্তর :** কোনো দ্বীনি ও ধর্মীয় কাজের জন্য জায়গাজমি ওয়াক্ফ করা বড়ই সাওয়াবের কাজ এবং তা সদকায়ে জারিয়া হিসেবে ওয়াক্ফকারীর আমলনামায় তার সাওয়াব পৌঁছতে থাকবে। তবে তা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই হওয়া পূর্বশর্ত। মানুষ দেখানো বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে করা হলে সাওয়াবের তুলনায় শাস্তির আশঙ্কা প্রবল। তাই ওয়াক্ফকারীদের বা তার ওয়ারিশদের এমন কোনো আচরণ বা কর্মকাণ্ড করা অনুচিত, যা তার সাওয়াবের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করে। ওয়াক্ফকারী স্বীয় কোনো সম্পত্তি কোনো দ্বীনি কর্মকাণ্ডের জন্য ওয়াক্ফ করার সাথে সাথে তার মালিকানা হতে বের হয়ে যায়, যদিও সে ওয়াক্ফ মৌখিকভাবে করা হোক না কেন, এর জন্য রেজিস্ট্রি করে ওয়াক্ফ করা জরুরি নয়। আর ওয়াক্ফকারী ওয়াক্ফ করার সময় কোনো ধরণের

Scanned by CamScanner

শর্ত আরোপ না করলে পরবর্তীতে তার বা তার ওয়ারিশদের মধ্যে কারো জন্য ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তিতে কোনো ধরনের অধিকার বহাল থাকে না। এ ক্ষেত্রে কোনো অধিকার প্রয়োগ করার চেষ্টা করা অনধিকার চর্চার শামিল, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রশ্নে বর্ণিত দারুল উলূম সাবরাংয়ের জন্য হাজী মুখলেছুর রহমান সাহেব ১২/১০/৭৪ ইং তারিখে তিন কানি জমি বিনা শর্তে ওয়াক্ফ করার দ্বারা তা তাঁর মালিকানা হতে সম্পূর্ণ বের হয়ে গেছেন। পরবর্তীতে ২০/১২/৭৭ ইং তারিখে উক্ত ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তি, যা ওয়াক্ফকারীর ছেলে হাজী আমীর হামজার নামে বেনামে সম্পত্তি হিসেবে ছিল সে রেজিস্ট্রি ওয়াক্ফের সময় গোপনে বা প্রকাশ্যে রাহমানিয়া শব্দের সংযোগ করা কোনোক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ উক্ত ওয়াক্ফ সম্পত্তি হাজী মুখলেছুর রহমানের দুই ছেলের নামে দখল ছাড়া শুধু বেনামে থাকার কারণে তা শরয়ী আইনে তাদের মালিকানা প্রমাণিত হয় না। তাই উক্ত সম্পত্তির মালিক ওয়াক্ফকারী মূলত হাজী মুখলেছুর রহমানই বিবেচিত হবেন, তাঁর দুই ছেলে নয়। তার পরও হাজী আমীর হামজা তার নামে বেনামে সম্পত্তি রেজিস্ট্রি ওয়াক্ফের সময় মুহতামীম সাহেবকে মুতাওয়াল্লী নিয়োগ করার দ্বারা সম্পূর্ণ ক্ষমতা মুতাওয়াল্লীর হাতে চলে গেছে। আর হাজী আমির হামজার গোপনে ওয়াক্ফনামা কবলায় রাহমানিয়া শব্দ সংযোগ করা ওয়াক্ফকারীর শর্তের পর্যায়ভুক্ত নয়।

পরবর্তীতে দীর্ঘ ২৭ বছর পর্যন্ত হাজী আমীর হামজার 'দারুল উলূম সাবরাং' এ নামে পরিচালিত সমস্ত কর্মকাণ্ডকে মেনে নেওয়ার পর হঠাৎ ২০০৪ ইং সালে এসে শর্ত লঙ্ঘনের দাবি উত্থাপন করা হাস্যকর এবং ওয়াক্ফকারীর নামে মাদরাসার নামকরণের দাবি অনধিকার চর্চার শামিল, যা শরয়ী ও আইনি দৃষ্টিকোণে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য বলে বিবেচ্য।

উপরন্তু এ দাবি বাস্তবায়নে পরকালের ক্ষতি ছাড়াও দুনিয়াবী আইনেও সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে, যা সবার কাছে স্পষ্ট। তাই হাজী আমীর হামজার এ দাবি ছেড়ে দিয়ে স্বীয় পিতা ওয়াক্ফকারীর আত্মার শান্তির চিন্তা ও চেষ্টা করা এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত মাদরাসার সার্বিক সহযোগিতা করাই কাম্য। (১০/৫০৮/৩২২৩)

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ٤ / ٤٠٧ : اذا صح الوقف يزول عن ملك الواقف لا إلى مالك وعند ابى يوسف يزول بمجرد قول الواقف ولا يجوز بيعه ولو مات لا يورث۔

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٤ / ٣٥١ : (فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن).

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٥/ ٤٤٣ : ذكر محمد في السير أنه إذا وقف ضيعة وأخرجها إلى القيم لا تكون له ولاية بعد ذلك إلا إذا كان شرط

Scanned by CamScanner

الولاية لنفسه، وأما إذا لم يشرط في ابتداء الوقف فليس له ولاية بعد التسليم-

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۰ / ۱۵۸ : وقف صحیح ہونے کیلئے رجسٹری ہونا شرط نہیں زبانی وقف بھی درست اور کافی ہوتا ہے۔

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ۵ /۶۸ : الجواب- صورت مذکورہ میں واقف کا بیٹا باپ کی وفات کے بعد اس موقوفہ زمین میں کسی قسم کے تصرف کرنے کا حق دار نہیں رہتا اس لئے کہ ایک دفعہ وقف تام ہونے کے بعد زمین مالک کی ملک سے نکل جاتی ہے جس کے بعد واقف اور اس کے ورثاء کو تصرف کا کوئی حق نہیں رہتا ہے۔

## মায়ের নাম যুক্ত করার শর্তে মাদরাসায় জমি দান করা

**প্রশ্ন :** আমরা পার্বতপুর নিয়ামত গাউসিয়ায়ে আহামাদিয়া মাদরাসার পরিচালনা কমিটি। কোনো এক ব্যক্তি কিছু জমি তার মায়ের নামে মাদরাসায় দান করতে চায় এবং তার মায়ের নামে মাদরাসার নাম রাখতে চায়। এ নিয়ে জনমনে কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এ প্রসঙ্গে আমরা কী করতে পারি তার সমাধান দানে জনাবের মর্জি হয়।

**উত্তর :** আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন অথবা মৃত ব্যক্তির রুহের মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে দান-খয়রাত করা বড়ই সাওয়াবের কাজ। মানুষকে দেখানো বা প্রশংসা পাওয়ার উদ্দেশ্যে দান-খয়রাত করলে সাওয়াব বিনষ্ট হয়ে যায়। তাই দাতার পক্ষ থেকে প্রশ্নোল্লিখিত শর্তারোপ করে দান করা মোটেই উচিত হবে না। তবে মাদরাসা কমিটির সদস্যবৃন্দ যদি স্বেচ্ছায় দাতা বা তার মায়ের নামে মাদরাসার নামকরণ করে, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। (৬/২৪৮/১১৮৫)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱/ ۵۱۴ : الجواب- ایصال ثواب کیلئے مسجد بنوا دینا اور اس نیت سے پتھر پر کھدوا کر لگانا کہ دوسروں کو اس قسم کے کاموں کی رغبت ہو یا کوئی شخص اس پتھر کو دیکھ کر میت کے لئے خصوصیت سے ایصال ثواب کرے درست ہے اور شہرت کی بنا پر نام کھدوانا درست نہیں۔

## মানুষের কাছে গিয়ে মাদরাসার জন্য কালেকশন করা

**প্রশ্ন :** বড় বড় দ্বীনি প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে রমাজানে বা অন্য কোনো সময় তাদের প্রতিনিধিরা যাকাত-ফিতরা বা অন্য কোনো চাঁদা উসল করার জন্য দোকানে দোকানে

Scanned by CamScanner

বা বড়লোকদের নিকট গিয়ে থাকে। অনেক সময় দেখা যায় চাঁদা দানকারীরা রাগ করে থাকে, এতে দ্বীনের অবমাননা হয়। এ ধরনের প্রচলিত চাঁদা কালেকশন করা শরীয়তে বৈধ কি না? এবং চাঁদা ছাড়া দ্বীনি প্রতিষ্ঠান চালু রাখার পদ্ধতি কী হবে? এবং এ ধরনের মাদরাসায় শিক্ষকতা করা কতটুকু বৈধ?

**উত্তর :** দ্বীনি শিক্ষার প্রয়োজনে দ্বীনি প্রতিষ্ঠানকে চালু ও আবাদ রাখা মুসলিম জনগণের ঈমানী দায়িত্ব। সম্পদশালী ব্যক্তিরা প্রতিষ্ঠানে এসে চাঁদা ও যাকাতের টাকা প্রদান করাই ছিল মূল নিয়ম। কিন্তু সে পরিবেশ না থাকায় আলেম সমাজ চাঁদার জন্য তাদের নিকট যেতে বাধ্য হচ্ছেন। চাঁদা ছাড়া প্রতিষ্ঠান চলাও কষ্টদায়ক। তবে এ মর্মে চাঁদা আদায় দ্বীনি কাজের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং মাদরাসার জন্য চাঁদা করতে মানুষের কাছে যাওয়াতে আপত্তি নেই। তবে চাপ সৃষ্টি এবং বিরক্ত হওয়ার মতো আচরণ থেকে বিরত থাকা জরুরি এবং ভিক্ষুকের মতো অপমান হওয়ার রাস্তা পরিহার করে চাঁদা সংগ্রহ করার চেষ্টা করবে। তবে যার কাছে আলেম-উলামার মর্যাদা নেই এবং যে আলেম-উলামাকে অসম্মান করে বলে প্রসিদ্ধ, তার কাছে যাবে না। (১০/৬১৫/৩২৩৯)

📖 العلم والعلماء ص۳۰۸ : اللہ تعالی فرماتے ہیں، ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر الخ اور چاہئے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو خیر کی دعوت اور بھی باتوں کا حکم کرے۔ اس لئے چندہ کی ترغیب کا مضائقہ نہیں کیونکہ حفاظت دین ضروری امر ہے اور وہ بغیر تعلیم کے سلسلہ کے ممکن نہیں اور یہ سلسلہ اس وقت عادہ بدون اعانت کے چل نہیں سکتا پس اعانت کرنا ایک امر خیر کا مقدمہ اور موقوف علیہ ہے لھذا خیر ہے بلکہ امر ضروری کا مقدمہ ہونے کی وجہ سے ضروری ہے۔

📖 فیہ ایضا ص۳۱ : چندہ کی ترغیب کرنا جائز اور زور دباؤ اور اصرار کیساتھ مانگنا جائز نہیں ہے۔

## বিবাদে জড়িয়ে অদূরে দ্বিতীয় মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতাদের বয়কট করা

**প্রশ্ন :** একটি মাদরাসার কিছু ছাত্র ও কতিপয় শিক্ষক আন্দোলন করে ওই মাদরাসাটির পাশে ২০০-৩০০ গজ অদূরে আরেকটি মাদরাসা তৈরি করে। পরে এলাকাবাসী ও মজলিসে শূরার সদস্যদের ডাকা হয় এবং তাদেরকেও ডাকা হয় মীমাংসার জন্য। কিন্তু তারা ডাকে সারা দেয়নি। ফলে গ্রামের মাতব্বর ও শূরার আলেমগণ পুরাতন মাদরাসার প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করে মজলিস সমাপ্ত করেন। কোনো কোনো আলেম বলেন, এটা একটা দ্বীনি ফিতনা। কেউ বলেন, এটা মাদরাসায়ে জিরার বা মসজিদে জিরারের নামান্তর। কারণ এর ফলে এলাকায় ফিতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি হচ্ছে। কেউ

Scanned by CamScanner

বলেন, সালিস অবজ্ঞা করা শরীয়ত পরিপন্থী এবং আলেমদের অপমান করা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অপমান করা। এখন প্রশ্ন হলো,
১) তাদের সাক্ষাতে সালাম প্রদান বা একসঙ্গে উঠাবসা করা যাবে কি না? কোথাও এক বৈঠকে সাক্ষাৎ হলে করণীয় কী?
২) এ রকম মাদরাসায় দান-সদকা করা যাবে কি না? না পুরাতনটিতে করবে? উক্ত সমস্যার নিরসনে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে?

**উত্তর :** মসজিদ-মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত সাওয়াবের কাজ। কিন্তু ইখলাসবিহীন শুধুমাত্র ঝগড়া-ফ্যাসাদের ওপর ভিত্তি করে মসজিদ-মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করার দ্বারা সাওয়াবের আশা করা যাবে না। বরং এ ক্ষেত্রে গোনাহ হওয়ার আশঙ্কাই বেশি থাকে। তবে ইখলাস থাকা না থাকার বিষয়টি প্রতিষ্ঠাকারীর অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত একটি ব্যক্তিগত বিষয়। তাই কারো জন্য এতে ইখলাস না থাকার অহেতুক মন্তব্য বা কুধারণা করা উচিত হবে না। তাই উভয় অবস্থাতে প্রতিষ্ঠিত মসজিদ-মাদরাসা শরয়ী দৃষ্টিতে অন্যান্য মসজিদ মাদরাসার ন্যায় সম্মানযোগ্য বিধায় প্রশ্নোল্লিখিত অবস্থায় আলেম-উলামা ও এলাকাবাসীর জন্য কর্তব্য হলো ঝগড়া-বিবাদ দূর করে পরস্পর সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমে উভয় মাদরাসাকে আবাদ রাখা। কারণ নিয়মতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত দ্বীনি প্রতিষ্ঠান যত বেশি হবে, তাতে দ্বীনের তত বেশি উপকার হবে। উল্লেখ্য, প্রয়োজনে একাধিকবার সালিস-বৈঠকও করতে হবে। একতরফা লোক দিয়ে বৈঠক করলে এতে দ্বিতীয় পক্ষ আসা জরুরি নয়। উভয় পক্ষের সমর্থিত ব্যক্তিবর্গ নিয়ে বৈঠক করা ঝগড়া নিরসনের জন্য জরুরি। (১০/৭০০/৩১৫৬)

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٤/ ١١٧ (٦٠٦٦) : عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا» . وفي رواية: «ولا تنافسوا» .

📖 معارف القرآن (المكتبة المتحدة) ۴/ ۴۶۳ : اس سے معلوم ہو گیا کہ آج کل اگر کسی مسجد کے مقابلہ میں اس کے قریب کوئی مسجد کچھ مسلمان بنالے اور بنانے کا مقصد یہی باہمی تفرقہ اور پہلی مسجد کی جماعت توڑنا وغیرہ اغراض فاسدہ ہوں تو اگرچہ ایسی مسجد بنانے والے کو ثواب تو نہ ملیگا بلکہ تفریق بین المسلمین کی وجہ سے گنہگار ہو گا لیکن بایں ہمہ اس جگہ کو شرعی مسجد کہا جائیگا اور تمام آداب اور احکام مساجد کے اس پر ہوں گے اس کا ڈھانا آگ لگانا جائز نہیں ہو گا اور جو لوگ اس میں نماز پڑھیں گے ان کی نماز بھی ادا ہو جائیگی اگرچہ ایسا کرنا فی نفسہ گناہ رہے گا۔

Scanned by CamScanner

📖 العلم والعلماء ص ۱۴۰ : علامہ شعرانی نے اخلاص کی ایک علامت لکھی ہے وہ یہ کہ جو کام تم کررہے ہوا گر کوئی دوسرا اس کام کا کرنے والا تم سے اچھا اس بستی میں آجائے اور وہ کام ایسا ہو جو علی العین واجب نہ ہو جیسے مسجد و مدرسہ کا اہتمام یا وعظ کہنا یا پیری و مریدی کرنا کسی نیک کام لئے چندہ کرنا وغیرہ وغیرہ تو تم کو اس کے آنے سے خوش ہو رنج نہ ہو، بلکہ تم خود خوشی سے دوسرے کے حوالہ کر کے خود ایک گوشہ میں بیٹھ اور دل میں خدا کا شکر کرو کہ اس نے ایسی آدمی کو بھیج دیا ہے جس نے تمہارا بوجھ مٹوالیا۔

## ইস্তফা দেওয়ার কারণে নূরানী ট্রেনিংকালীন সময়ের প্রদত্ত বেতন কর্তন করা

**প্রশ্ন :** জনৈক হাফেজ সাহেবের সাথে নিয়োগের সময় কমিটি নিজ খরচে নূরানী ট্রেনিং
দেওয়ার শর্ত করে এবং এ কথাও উল্লেখ করে যে ট্রেনিং চলাকালীন সময়ের বেতন
হাফেজ সাহেবকে দেওয়া হবে। হাফেজ সাহেব ট্রেনিং নেওয়ার পর উক্ত ট্রেনিং
মোতাবেক দেড় বছর যাবৎ নূরানী ও হেফজ বিভাগের শিক্ষাদান করেন। বর্তমান
হাফেজ সাহেব স্বেচ্ছায় ইস্তফা দিলে কমিটি ট্রেনিং চলাকালীন দেওয়া বেতন কর্তন
করার সিদ্ধান্ত নেয়। এখন প্রশ্ন হলো, ট্রেনিংয়ের ভিত্তিতে হাফেজ সাহেব দেড় বছর
পড়ালেন ওই ট্রেনিং চলাকালীন সময়ের দেওয়া বেতন কর্তন করা জায়েয হবে কি না?
বিঃদ্রঃ. কমিটি নিয়োগের সময় শর্ত করেছিল যে হাফেজ সাহেব তিন বছর পূর্বে ইস্তফা
দিতে পারবেন না। তবে কমিটি হাফেজ সাহেবকে এক মাসের নোটিশে বিদায় করতে
পারে। বর্তমান হাফেজ সাহেব দেড় বছরের মাথায় স্বেচ্ছায় ইস্তফা দিয়েছেন।

**উত্তর :** কমিটির জন্য হাফেজ সাহেবকে ট্রেনিং চলাকালীন দেওয়া বেতন কর্তন করা বৈধ হবে না। তবে যদি কোনো শরীয়তসম্মত ওজর না থাকে তাহলে হাফেজ সাহেবের জন্য চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ করা জরুরি। অন্যথায় চুক্তি ভঙ্গের কারণে গোনাহগার হবেন। (১০/৭৩৬/৩৩০২)

📖 الفتاوى البزازية مع الهندية (زكريا) ٥ /٦٣ : استاجر رجلا ليجئ من بخار الى خوارزم بعياله فوجد بعضهم ميتا فجاء بالباق له الأجر بحسابه إن معلومين وإن لم يكونوا معلومين فالإجارة فاسدة-

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷/ ۲۸۴ : الجواب-اس ملازم پر حسب وعدہ پورا سال کام کرنا لازم ہے بلا عذر شرعی کام چھوڑنے کی صورت میں سخت گناہ گار ہوگا، مگر جتنے روز کام کیا ہے ان کی تنخواہ کا بہر حال مستحق ہوگا۔

Scanned by CamScanner

## প্রচারের উদ্দেশ্যে মাদরাসার টাকা দিয়ে জানাযা ও সভা-সমাবেশে যাওয়া

**প্রশ্ন :** মাদরাসার টাকা দিয়ে মাদরাসার প্রচারের জন্য ইজতেমায়ীভাবে গাড়ি রিজার্ভ করে দূর-দূরান্তে জানাযায় শরীক হওয়া ও বিভিন্ন সভা-মজলিসে আসা-যাওয়া করা বৈধ হবে কি না?

**উত্তর :** মাদরাসার টাকা দাতাদের নিয়্যাত অনুসারে ব্যয় করা জরুরি আর দাতাগণ টাকা মাদরাসা পরিচালনা করার লক্ষ্যে দিয়ে থাকে। দূর-দূরান্তে গাড়ি রিজার্ভ করে উস্তাদ-ছাত্রদের জানাযায় শরীক হওয়া সাধারণত মাদরাসার কর্মকাণ্ডের পর্যায়ভুক্ত না হওয়ায় মাদরাসার তহবিলের টাকা এ ধরনের কাজে ব্যয় করার অনুমতি দেওয়া যাবে না। তবে দাতাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অনুমতি থাকলে সেটা ভিন্ন কথা। (১০/৭৪৫/৩৩১৪)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ /٣٦٨ : ومن يكون مصرفا للوقف فيصح الوقف عليه ومن لا يكون فلا يصح عليهالذي يبدأ من ارتفاع الوقف عمارته شرط الواقف أم لا، ثم ما هو أقرب إلى العمارة وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد والمدرس للمدرسة يصرف إليهم بقدر كفايتهم كذا في السراج والبسط كذلك إلى آخر المصالح هذا إذا لم يكن معينا، فإن كان الوقف معينا على شيء يصرف إليه-

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ٧ /٩٩ : چندہ کا روپیہ اسی کام میں صرف ہو سکتا ہے جس کے لئے دینے والوں نے دیا ہے اس کے علاوہ خرچ کرنا جائز نہیں ہے جو خرچ کریگا وہ خود ضامن ہوگا... ... مدرسہ کے کارکن چندہ دینے والوں کے وکیل ہیں اور وکیل اگر اپنے مؤکل کے حکم اور اجازت کے خلاف خرچ کرے تو خود ضامن ہوتا ہے۔

## মাদরাসার খরচে উস্তাদের ট্রেনিং ও ওই সময়ের বেতন গ্রহণ

**প্রশ্ন :** মাদরাসার পক্ষ হতে যদি কোনো শিক্ষককে ট্রেনিং দেওয়ার জন্য পাঠানো হয়, তাহলে ওই সময়ের বেতন ও তার সমস্ত খরচ ইত্যাদি মাদরাসা থেকে বহন করা বা নেওয়া ইসলামী শরীয়ত মতে কতটুকু জায়েয হবে?

**উত্তর :** ট্রেনিংয়ে পাঠানো, শিক্ষকের বেতন ও খরচ পাওনার ব্যাপারটি ওই মাদরাসার লিখিত কানুন বা বেতন পাবে বলে ঘোষণা না থাকলে শিক্ষক বেতন ও খরচের দাবি করতে পারবে না। অবশ্য কর্তৃপক্ষ বিচার-বিবেচনা করে দিতে পারে। (১০/৯১২/৩৩৮১)

Scanned by CamScanner

📖 البحر الرائق (سعيد) ٨ / ٢٩ : الأجير الخاص هو الذي يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة عمل أو لم يعمل -

📖 قواعد الفقه (المكتبة الأشرفية) ١٠٣ : كل من كان محبوسا بحق الغير كانت نفقته عليه -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۵/ ۲۶۶ : الجواب-اوقات تعلیم کی تو تنخواہ ملتی ہی ہے اگر تعلیم کے علاوہ کوئی دوسرا کام ان اوقات میں انسے لینا ہے تو کام کی اور مدرسین کی حیثیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے معاملہ کرلیا جائے برضائے طرفین حسب مصالح مدرسہ جو کچھ بھی طے ہو جائے۔

## মাদরাসার খরচে হজ ও ওমরার ভিসায় চাঁদা করতে যাওয়া

**প্রশ্ন :** মাদরাসার আর্থিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সৌদি আরবে বাংলাদেশের প্রবাসী চাকরিরত ও ব্যবসারত ব্যক্তিদের নিকট হতে চাঁদা আদায়ের জন্য হজ-ওমরার নামে যাওয়া হয়। পবিত্র মক্কা শরীফ বা সৌদি আরবে যাওয়ার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো মাদরাসার জন্য চাঁদা আদায়। অথচ ভিসা নেওয়া হয় হজ-ওমরার। এটি অসত্য এবং প্রতারণার শামিল হবে কি না? যিনি যাবেন তিনি হজে ওমরা করে থাকেন। পক্ষান্তরে সম্পূর্ণ যাতায়াত খরচ ইত্যাদি মাদরাসার বা প্রতিষ্ঠানের। এমতাবস্থায় এ হজ-ওমরা শরীয়তসম্মত হবে কি না? তদুপরি জানা যায়, সৌদি সরকার চাঁদা দেওয়া এবং আদায় রাষ্ট্রীয়ভাবে নিষিদ্ধ করেছে। কাজেই মাদরাসার জন্য এভাবে চাঁদা আদায় করা এবং বর্ণিত হজ-ওমরা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হবে কি না?

**উত্তর :** ভালো কাজে দান করা যেমন সাওয়াবের কাজ, এর প্রতি উদ্বুদ্ধ করাও নিঃসন্দেহে সাওয়াবের কাজ। এরূপ ভালো ও শরীয়ত নির্দেশিত কাজে বাধা দেওয়া বা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার অধিকার কোনো ব্যক্তি বা সরকারের নেই। কেউ বাধা দিলে তা অন্যায় হবে এবং অন্যায়কে মাথা পেতে মানতে কোনো মুসলমান বাধ্য নয়। এ বিচারে সৌদি আরবে চাঁদা করতে যাওয়াতে আপত্তি নেই। চাঁদার উদ্দেশ্যে যাওয়ার বেলায় হজ ও ওমরা করারও নিয়্যাত থাকে বিধায় এ নামে ভিসা নেওয়া মিথ্যা প্রতারণা কিছুই হবে না। এখানে যে সময়টুকু শুধুমাত্র ওমরা ও হজের কাজে যাবে তা মাদরাসার কাজের অন্তর্ভুক্ত হবে না। অবশ্য মাদরাসা কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলে তাকে অন্তর্ভুক্তও করতে পারে। (১০/৯৬৯/৩৩৫৩)

📖 العلم العلماء ص ۹۳ : تعلیم دین عبادت ہے اور اس کی معین معاون فی العبادت ہیں اس وجہ سے آیت وحدیث کا مصداق ہے کہ تعاونوا على البر والتقوى، وفى الحديث : الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالم أو متعلم -

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۲/ ۲۲۸ : اصل یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنی اولاد کے لئے دینی تعلیم کا انتظام لازم ہے لیکن جب مسلمانوں کو اس کا احسان نہ رہے یا وہ مجبور ومعذور ہوں، تو لا محالہ چندہ سے انتظامیہ کیا جائے گا۔۔۔ ۔۔۔

## অবিবেচক মুহতামীম ও তার পরিচালিত মাদরাসায় দান করা প্রসঙ্গ

**প্রশ্ন :** কোনো মাদরাসার মুহতামীম যদি মাদরাসার জন্য টাকা আদায়করত তার হিসাব সঠিকভাবে সংরক্ষণ না করে বা শিক্ষকবৃন্দকে যথারীতি বেতন না দিয়ে খামখেয়ালি করে ব্যয় করেন। ফলে শিক্ষকবৃন্দ ভীষণ কষ্টে নিপতিত হন, অথবা খেয়ানত করেন বা আপনজনকে খেয়ানত করার সুযোগ দেন বা তিনি মাদরাসার অনুমোদিত নীতিমালা লঙ্ঘনে এরূপ করতে থাকেন এবং মজলিসে শূরার সিদ্ধান্তবলি উপেক্ষা করে খামখেয়ালিভাবে মাদরাসা চালান, ফলে তা'লীমের মান উন্নয়নের স্থলে অবনতি হয় তাহলে এরূপ মুহতামীমের ব্যাপারে শরীয়তে কী হুকুম? কোনো প্রকারে যদি এ অবস্থার সংশোধন না করা যায় তাহলে এরূপ মাদরাসায় সাহায্য করা বা ছাত্রদের এরূপ মাদরাসায় পড়ালেখা করা শরীয়তসম্মত হবে কি না?

**উত্তর :** মুহতামীম সাহেব নিয়ম-নীতি অনুসরণ না করলে এবং দুর্নীতি করলে হিকমতের সাথে তাঁকে বলবে। সংশোধন না হলে শরয়ী প্রমাণ উপস্থিত করার শর্তে ক্ষমতাশীল কর্তৃপক্ষ শূরা বা কমিটিকে অবহিত করবে। শূরা বা কমিটির কাছে যাচাইয়ের পর দুর্নীতির দাবি সত্য প্রমাণিত হলে মুহতামীমকে সতর্ক করে দেবে, যেন ভবিষ্যতে আর না হয়। সংশোধনের সম্ভাবনা নেই মনে করলে শূরা ও আমেলা কমিটিকে অবহিত করে নিজে এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান থেকে সরে পড়বে, অন্যত্র খেদমত করবে। শূরা বা কমিটির কর্তব্য হবে সংশোধন না হলে তাঁকে অপসারণ করা। দাতা হয়ে থাকলে এ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান না হওয়া পর্যন্ত অনুদান বন্ধ করে দেবে। সর্বাবস্থায় সমাধানের রাস্তা খুঁজতে হবে, নচেৎ অন্যায়ের সহযোগিতা করা থেকে দূরে থাকবে। (১০/৯৭১/৩৩৫৩)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٥/ ٢٢٦ : أما الأول فقال في فتح القدير الصالح للنظر من لم يسأل الولاية للوقف وليس فيه فسق يعرف قال وصرح بأنه مما يخرج به الناظر ما إذا ظهر به فسق كشربه الخمر ونحوه. اهـ وفي الإسعاف لا يولى إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبه لأن الولاية مقيدة بشرط النظر وليس من النظر تولية الخائن لأنه يخل بالمقصود وكذا تولية العاجز لأن المقصود لا يحصل به -

Scanned by CamScanner

📖 فيه أيضا ٥/ ٢٢٦ : وأن الناظر إذا فسق استحق العزل ولا ينعزل لأن القضاء أشرف من التولية ويحتاط فيه أكثر من التولية والعدالة فيه شرط الأولوية حتى يصح تقليد الفاسق وإذا فسق القاضي لا ينعزل على الصحيح المفتى به فكذا الناظر -

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ٥/ ١٧٦ : مہتمم ایک ذی رائے متدین تجربہ کار مستقل مزاج قادر علی النظم ہونا چاہئے شخصیت کی تعیین اہل شوری کے سپرد کرنی چاہئے۔

## প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখা কমিটি ও শূরার দায়িত্ব

**প্রশ্ন :**

১) কোনো বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান–যথা স্কুল কমিটি বা মাদরাসার শূরার সদস্যগণের জন্য সেই প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের হিসাব যথাযথ নেওয়া জরুরি বা ওয়াজিব কি না? যদি শূরার সদস্যগণ হিসাব ভালোভাবে না নেয় তাহলে তারা গোনাহগার হবে কি না? উল্লেখ্য, উক্ত প্রতিষ্ঠানের হিতাকাঙ্ক্ষীদের মনে দীর্ঘদিন হতে হিসাবের ব্যাপারে অস্থিরতা ও ক্ষোভ বিরাজ করছে।

২) যদি প্রতিষ্ঠানপ্রধানের হিসাবের গরমিল বা কারচুপি ধরা পড়ে তাহলে প্রতিষ্ঠানের কল্যাণার্থে তাকে উক্ত পদ থেকে অপসারণ করা বা বহিষ্কার করা জরুরি কি না?

**উত্তর :** যেসব প্রতিষ্ঠানের গঠনতন্ত্রে অর্থসম্পদের যথাযথ পর্যবেক্ষণ কমিটি/শূরার দায়িত্বে অর্পিত এসব প্রতিষ্ঠানের কমিটি/শূরার জন্য হিসাব-নিকাশের দায়িত্ব একান্ত অপরিহার্য। গঠনতন্ত্রে উক্ত দায়িত্ব লিখিত না থাকাবস্থায়ও তার তদন্ত নৈতিক দায়িত্ব বলে বিবেচিত। উপরন্তু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো জাতির মহা বড় আমানত। জনসাধারণের টাকা, সম্পদ ও তাদের সন্তান উভয়টির দেখভাল ও সংরক্ষণের দায়িত্ব এসব প্রতিষ্ঠানের। তাই প্রতিষ্ঠানের প্রধান পরিচালক যে হিসাবপত্রে গরমিল করে সে এ দায়িত্বের সম্পূর্ণ অযোগ্য এবং তার অপসারণ অপরিহার্য। তবে গরমিলের সঠিক প্রমাণাদি থাকা তার পূর্বশর্ত। হিতাকাঙ্ক্ষীদের সন্দেহ এ ব্যাপারে মোটেই যথেষ্ট নয়।

(৯/৫১৬/২৬৩৯)

📖 سورة البقرة الآية ٢٨٣ : ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٣/ ٣٩٠ (٥٢٠٠) : عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كلكم راع وكلكم مسئول

Scanned by CamScanner

عن رعيته، والأمير راع، والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» -

📖 البحر الرائق (سعيد) ٥/ ٢٢٦ : أما الأول فقال في فتح القدير الصالح للنظر من لم يسأل الولاية للوقف وليس فيه فسق يعرف قال وصرح بأنه مما يخرج به الناظر ما إذا ظهر به فسق كشربه الخمر ونحوه. اهـ وفي الإسعاف لا يولى إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبه لأن الولاية مقيدة بشرط النظر وليس من النظر تولية الخائن لأنه يخل بالمقصود وكذا تولية العاجز لأن المقصود لا يحصل به -

📖 فيه أيضا ٥/ ٢٢٦ : وأن الناظر إذا فسق استحق العزل ولا ينعزل لأن القضاء أشرف من التولية ويحتاط فيه أكثر من التولية والعدالة فيه شرط الأولوية حتى يصح تقليد الفاسق وإذا فسق القاضي لا ينعزل على الصحيح المفتى به فكذا الناظر -

📖 كفايت المفتى (دار الاشاعت) ٥/ ١٧٦ : مهتمم ایک ذی رائے متدین تجربہ کار مستقل مزاج قادر علی النظم ہونا چاہئے شخصیت کی تعین اہل شوری کے سپرد کرنی چاہئے۔

## মাদরাসা বিক্রি করে আলিয়া করার সালিসের সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যানযোগ্য

**প্রশ্ন :** আমাদের জামে মসজিদসংলগ্ন মাদরাসার জন্য রেজিস্ট্রিকৃত জায়গায় একটি মাদরাসাঘর নির্মাণ করা হয়। সেখানে দীর্ঘদিন থেকে মক্তবসহ নূরানী ও মিজান ক্লাস পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়, যা দেওবন্দের আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু একই গ্রামের অন্য জায়গায় দেওবন্দী আদর্শের পরিপন্থী কিছু লোকের উদ্যোগে একটি ক্লাবঘরে আরো একটি নূরানী মাদরাসা চালু করে। প্রথম মাদরাসাটি কওমী নেসাবে উন্নতি করছে দেখে আলিয়া সিস্টেমে চালু করার লক্ষ্যে দ্বিতীয় মাদরাসাটি চালু করে। এ নিয়ে উভয় মাদরাসার কমিটিদের মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে বৈঠকের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত হয় যে উভয় মাদরাসার ঘর দরজা সামান টাকা-পয়সা একত্রিত করে তৃতীয় এক জায়গায় স্থাপন করা হবে এবং প্রথম মাদরাসার জায়গাও বিক্রয় করে পরিকল্পিত মাদরাসায় লাগানো হবে। উল্লেখ্য, পরিকল্পিত মাদরাসার কমিটি ও শিক্ষক সবাই কওমী নেসাববিরোধী। প্রথম মাদরাসার কমিটির লোক ও শিক্ষক হতাশাগ্রস্ত। এখন তাদের সিদ্ধান্ত, আগের জায়গায় কওমী নেসাবে মাদরাসা চালু রাখা। কিন্তু বৈঠকের সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। এখন তারা এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেই জায়গা খরিদ করে হলেও মাদরাসা চালু রাখবে। কিন্তু তাদের হাতে নগদ কোনো অর্থ নেই। তাই গোপনীয়ভাবে সিদ্ধান্ত নেয় মাদরাসার টাকা-পয়সা, ছামান জমা দেওয়ার সময় কিছু

Scanned by CamScanner

টাকা গোপন রেখে পরবর্তীতে ওই টাকা দিয়ে জায়গাটা তাদের থেকে খরিদ করে মাদরাসা চালু রাখবে। এখন জিজ্ঞাসা হলো, যদিও বৈঠকে সব টাকা জমা দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে, এখন মাদরাসার স্বার্থে কিছু টাকা গোপন করা এবং তা দিয়ে ওই জায়গা খরিদ করা শরীয়তসম্মত হবে কি না?

**উত্তর :** অন্য প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বিবাদ মেটানোর উদ্দেশ্যে ওয়াক্ফকৃত মাদরাসা বিলুপ্ত ঘোষণা এবং তার নামে রেজিস্ট্রি ওয়াক্ফ সম্পত্তি বিক্রি করে তৃতীয় স্থানে প্রতিষ্ঠান গড়ার যেকোনো সিদ্ধান্ত শরীয়ত পরিপন্থী বলে বিবেচ্য। সুতরাং সালিস কমিটির গৃহীত সিদ্ধান্ত শরীয়তবিরোধী হওয়ায় অগ্রহণযোগ্য। এমতাবস্থায় এ প্রতিষ্ঠানকে সংরক্ষণ করতে সার্বিক চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া মাদরাসা কর্তৃপক্ষ ও এলাকাবাসী মুসলমানদের ঈমানী দায়িত্ব এবং এই সিদ্ধান্তকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে যেকোনো বৈধ পন্থা অবলম্বন করা যাবে। (৯/১৮০)

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٥/ ٤٤٠ : لأن الواجب إبقاء الوقف على ما كان عليه دون زيادة أخرى، ولأنه لا موجب لتجويزه لأن الموجب في الأول الشرط وفي الثاني الضرورة، ولا ضرورة في هذا إذ لا تجب الزيادة فيه بل تبقيته كما كان-

📖 البحر الرائق (سعيد) ٥/ ٢٠٦ : ولو كان الوقف مرسلا لم يذكر فيه شرط الاستبدال لم يكن له أن يبيعها ويستبدل بها وإن كانت أرض الوقف سبخة لا ينتفع بها لأن سبيل الوقف أن يكون مؤبدا لا يباع-

📖 رد المحتار (سعيد) ٣/ ٣٦٧ : لو كان الوقف على معين فالعمارة في ماله كما سيأتي بقدر ما يبقى الموقوف على الصفة التي وقفه، فإن خرب يبني كذلك-

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٠ /٢٠٩ : الجواب-بلاضرورت مدرسہ کودوسری جگہ منتقل کرنا غرضِ واقف کی خلاف ہےاور منشاءِواقف کو حتی الوسع پورا کرنالازم اوراس کی مخالفت ممنوع ہے البتہ اگر پہلی جگہ غیر آباد ہو جائے تو دوسری جگہ منتقل کرنااور نام بدلناسب کچھ درست ہے کہ اس میں اضاعت سے حفاظت ہے۔

## এতিম-গরিব ছাত্রের খোরপোষের জন্য সংগৃহীত যাকাত-ফিতরা তাদের জন্য ব্যয় করা

**প্রশ্ন :** কিছু এতিম-গরিব তালিবে ইলমগণের খাওয়াদাওয়া, কাপড়চোপড়ের ব্যয়ভার বহনের নিমিত্তে গত রমাজান মাসে যাকাত, ফিতরা এবং কোরবানীর চামড়া বাবদ ৭০০০ টাকা সংগ্রহ করা হয়েছিল। উক্ত অর্থ এসব খাতে খরচ করা কোরআন-

Scanned by CamScanner

হাদীসের আলোকে জায়েয-নাজায়েয প্রসঙ্গে সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদান করতে আপনার সদয় আজ্ঞা হয়।

**উত্তর :** গরিব-এতিম তালিবে ইলমের খাওয়াদাওয়া, কাপড়চোপড় ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বস্তুর খরচ বহনের নিমিত্তে যাকাত-ফিতরা এবং কোরবানীর চামড়া সংগ্রহ করে তাদের ওপর খরচ করা শরীয়তসম্মত। বরং অন্যদের তুলনায় তালিবে ইলমদের দেওয়া উত্তম। তবে তালিবে ইলমদের ওই সমস্ত বস্তুর মালিক বানিয়ে দেওয়া যাকাত আদায় হওয়ার পূর্বশর্ত। (৯/৬৮৬)

📖 حاشية الطحطاوى على المراق ص ٧٢٢ : قال في المعراج التصدق على العالم الفقير أفضل اهأي من الجاهل الفقير قهستاني -

📖 فتاوی دارالعلوم (مکتبۂ دارالعلوم) ٦/ ٢١٠ : الجواب-درزکوۃ تملیک فقراء شرط ست پس طلبہ اگر مساکین باشند در خوراک ولباس شاں صرف کردن زرزکوۃ درست است وکتب اگر از زرزکوۃ خریدہ ملک اوشان کردہ شود ایں ہم صحیح ست۔

## বেতন নির্ধারণ বিষয়ে পরিচালকের গড়িমসি

**প্রশ্ন :** আমি ময়মনসিংহ শহরের দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত একটি মাদরাসার দ্বিতীয় স্তরের একজন শিক্ষক। সেই স্তর হিসেবেই তখন আমার ভাতা ধার্য করা হয়। ২ বছর পর কোনো কারণে আমাকে এক বছরের জন্য বাদ দিয়ে আবার নেওয়া হয় এবং এক বেলা পড়ানোর দায়িত্ব দিয়ে ভাতাও সেভাবেই ধার্য করা হয়। ১ বছর ২ মাস যাওয়ার পর পুরো দায়িত্ব দেওয়া হয়। এর ৩-৪ মাস পর সকলের ভাতা বৃদ্ধি করা হয়। বর্ধিত ভাতা ঠিক ধরা হয়। কিন্তু মূল ভাতার কথা বললে মুহতামীম সাহেব প্রথমে হিসাবরক্ষককে বলেন, পরে দেখা যাবে। আবার উক্ত মাদরাসার মুফতী সাহেবকে দিয়ে জানালে পরে বলেন, তাকে পুষিয়ে দেওয়া হবে। তৃতীয়বার হিসাবরক্ষককে দিয়ে জানালে উত্তর দেন তাকে পুনরায় নিয়োগ দেওয়া হয়েছে সেইটাই তো বেশি ইত্যাদি। উল্লেখ্য, তিনিও যখন উক্ত মাদরাসায় আসেন তখন এই বলে আসেন যে আমি ফ্রি পড়াব। কিন্তু মাদরাসার দায়িত্ব গ্রহণের পর এখন সর্বোচ্চ বেতন তাঁর। তা ছাড়া তিনি মুহতামীম হওয়ার পর কর্মচারী-শিক্ষক মিলিয়ে কমপক্ষে ২৫-৩০ জন লোককে নিয়োগ দেওয়া হয়। সকলের বেতন তিনিই ধার্য করেন, কমিটি নয়। উক্ত শিক্ষকদের মাঝে এমন একাধিক শিক্ষক আছেন, যাঁদের হাফ দায়িত্ব থাকার কারণে বেতন ছিল হাফ, আবার দায়িত্ব ফুল হওয়ার কারণে বেতনও ফুল। আবার এমন শিক্ষকও আছেন, যাঁদের আগে দায়িত্ব ছিল, পরে হাফ হয়ে যাওয়ার দরুন বেতনও হাফ। আবার একাধিক শিক্ষক এমন আছেন, যাঁরা অনেক আগে শিক্ষক ছিলেন মাঝে বেশ দীর্ঘদিন

Scanned by CamScanner

অন্যত্র থাকার পর আবার তাঁদেরকে এখানে আনা হয়েছে। তাঁদের কিন্তু আগের হিসেবে বেতন ধরা হয়নি। যখন আসছেন তখনকার দায়িত্ব হিসেবেই ধরা হয়। উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমার দাবি যে আমাকে আমার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এখন আমার জানার বিষয় এই যে আমার উক্ত প্রাপ্য না দেওয়ার জন্য দায়ী কে? মুহতামীম না কমিটি? আমি মনে করি মুহতামীম। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তিনি যখন দায়িত্ব হতে অবসর হবেন, তখন আপনাদের ফাতওয়ার ভিত্তিতে আমি তাঁর নিকট থেকে আমার প্রাপ্য আদায় করব। তাও সম্ভব না হলে তাঁর ওয়ারিশদের থেকে আদায় করব। আমার উক্ত সিদ্ধান্ত সঠিক কি না এবং সেটা শরীয়তসম্মত কি না? শরীয়তসম্মত ফয়সালা দিয়ে বাধিত করবেন।

**উত্তর :** বেতনভুক্ত কর্মচারীদের জন্য শ্রম, বিনিময়, সময় নির্ধারণ করা চাকরি সহীহ হওয়ার পূর্বশর্ত, অন্যথায় তা ইজারায়ে ফাসেদা বলে বিবেচ্য। উক্ত নীতিমালার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্নে উল্লিখিত বর্ণনা যেহেতু ইজারায়ে ফাসেদা এর অন্তর্ভুক্ত, তাই প্রশ্নকারীর জন্য নতুন সূত্রে পারিশ্রমিক বিনিময় এবং শিক্ষকতার সময় নির্ধারণকরত পুনরায় খিদমতে নবায়ন করে নেওয়া একান্ত অপরিহার্য। সরাসরি মুহতামীম অথবা মজলিসে শূরা বা আস্থাশীল তৃতীয়পক্ষ দ্বারা এর সুরাহা করা উচিত। সুরাহা না হওয়া পর্যন্ত পূর্বে নির্ধারিত বেতন-ভাতার অতিরিক্ত দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না। (৯/৭৮১/২৮৭৪)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٦ / ٤٦ : (تفسد الإجارة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد فكل ما أفسد البيع) مما مر (يفسدها) كجهالة مأجور أو أجرة أو مدة أو عمل.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/ ٤١١ : ومنها أن يكون المعقود عليه وهو المنفعة معلوما علما يمنع المنازعة فإن كان مجهولا جهالة مفضية إلى المنازعة يمنع صحة العقد-

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۳/ ۷۱۴ : اب حقیقت اس معاملہ مبحوث کی عرض کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ملازمت صریح اجارہ ہے اور تمام احکام اجارہ کے جاری ہونگے شبہۃ الاجارہ تو مقدار مشروطہ لہم کو کہا گیا ہے یہاں کوئی مقدار مشروط نہیں جو مقدار بھی واجب ہوگی وہ محض عقد عاقدین سے واجب ہوگی اس لئے حسب قواعد اجارہ مدت اجارہ ختم ہونے پر عقد جدید یا ختم معاملہ کا فریقین کو حق ہے۔

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ٦/ ٢٧٧ : اجارہ کی صحت کیلئے ضروری ہے کہ مقدار اجرت اور مدت وغیرہ متعین ہو اگر کہیں اجرت یا مدت میں جہالت آجائے تو اجارہ فاسد ہو جائے گا اس لئے کہ جہالت مفضی الی النزاع ہوتی ہے اور عموماً جھگڑا اور فساد پیدا کرتی ہے۔

Scanned by CamScanner

## ঈসালে সাওয়াব বাবদ আগত খানা ও টাকার হুকুম

**প্রশ্ন :** আমাদের মাদরাসায় বিভিন্ন সময় মৃতদের মাগফিরাত কামনায় পাতিল ভরে খানা পাকিয়ে নিয়ে আসে। তা ছাত্র-শিক্ষক সকলে আহার করতে পারবে কি না? এবং যৎসামান্য টাকাও মুহতামীমের হাতে দিয়ে থাকে, তা ছাত্র-শিক্ষকদের খাতে ব্যয় করা যাবে কি?

**উত্তর :** মৃত ব্যক্তিদের মাগফিরাত কামনায় ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে খানা খাওয়ানো বা টাকা-পয়সা দান করা সদকায়ে নাফেলার অন্তর্ভুক্ত। তাই সবার জন্য তা আহার করা এবং ছাত্র-শিক্ষকদের খাতে সেই টাকা ব্যয় করা যেতে পারে। তবে যদি মরহুমের কোনো নাবালেগ ওয়ারিশ থাকে বা ওয়ারিশদের মধ্যে কেউ অসম্মতি প্রকাশ করে তাহলে মরহুমের অবণ্টিত সম্পত্তি থেকে এ ধরনের দান-খয়রাত করা বৈধ হবে না। (৯/৯৫৪/২৯৫৪)

📖 البحرالرائق (سعيد) ٢/٤٤٥ : وقيد بالزكاة؛ لأن النفل يجوز للغني كما للهاشمي، وأما بقية الصدقات المفروضة والواجبة كالعشر والكفارات والنذور وصدقة الفطر فلا يجوز صرفها للغني لعموم قوله - عليه الصلاة والسلام - «لا تحل صدقة لغني» خرج النفل منها؛ لأن الصدقة على الغني هبة-

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۷/ ۱۳۳ : الجواب- ... ... جو اشیاء محض تحصیل ثواب کیلئے دی جائیں کسی واجب کا ادا کرنا ان سے مقصود نہ ہو ان کو تنخواہ میں دینا بھی درست ہے۔

📖 تالیفات رشیدیہ (ادارۂ اسلامیات) ص ۱۳۱ : جواب- یہ تعینات بدعت ضلالہ ہیں اور طعام میں اگر نیت ایصال ثواب کی ہے تو طعام مباح اور صدقہ ہے۔

## মিলাদ-দু'আ বাবদ আসা মিষ্টির হুকুম

**প্রশ্ন :** আমাদের মাদরাসা মসজিদভিত্তিক বিধায় মৃতদের মাগফিরাত কামনায় অনেক সময় মিলাদ মাহফিল ও দু'আর আয়োজন করে মিষ্টি দেয়। সেগুলো সকলে খেতে পারবে কি না?

**উত্তর :** মৃতের মাগফিরাত কামনায় প্রথা হিসেবে বছরের নির্দিষ্ট দিন-তারিখে সর্বপ্রকার দু'আর মাহফিল বা অনুষ্ঠানের আয়োজন শরীয়তসম্মত নয়। তাই এ ধরনের মাহফিলে বিতরণকৃত মিষ্টি ইত্যাদি না খাওয়াই উত্তম। অন্যথায় এ ধরনের দু'আর আয়োজন বা খাবার ইত্যাদি দান করা ও তা গ্রহণ করা জায়েয। (৯/৯৫৪/২৯৫৪)

Scanned by CamScanner

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۱/ ۲۰۶ : الجواب-کوئی دن تاریخ وغیرہ مقرر نہیں جب دل چاہے کھانا یا کپڑا نقد وغیرہ جو دل چاہے خیرات کردے نہ کوئی خاص طریقہ ہے، نہ کوئی خاص چیز ہے، بلکہ جو طریقہ ہمیشہ کی خیرات کا ہے وہی ایصال ثواب کے واسطے ہے، اور مالدار کو کھلانا صدقہ میں داخل نہیں ہے، اور غمی کے علاوہ شادی وغیرہ کے موقع پر مالدار کو کھلانا جائز ہے، مگر ایصال ثواب کے کھانے میں غنی کو شریک نہ کیا جاوے کہ مکروہ ہے۔

## যাকাত-ফিতরার টাকা চুরি হয়ে গেলে আদায় হবে কি না এবং দায় কার

**প্রশ্ন :** আমাদের মাদরাসার একজন শিক্ষক রমাজানে ঢাকা থেকে মাদরাসার জন্য কালেকশন করে প্রায় ৬ হাজার টাকা নিয়ে মাদরাসায় রওনা দিলে পথিমধ্যে বাসে ডাকাত উঠে সম্পূর্ণ টাকা নিয়ে যায়। এগুলো মাদরাসার টাকা জানালেও ওরা বলে, আমরা সব টাকাই খাই। ডাকাত দল গাড়ি থেকে নামার সময় ১০০ টাকা হাতে দিয়ে বলে, হুজুর! এ টাকা দিয়ে ইফতার করবেন। উল্লেখ্য, উক্ত ৬ হাজারের মধ্যে যাকাত-ফিতরা ও চাঁদাও ছিল। আমার প্রশ্ন, উক্ত টাকার জন্য দায়ী কে? এবং যাকাত দাতাদের যাকাত আদায় হবে কি না? আর ডাকাতদের দেওয়া ১০০ টাকার মালিক হুজুর হবেন নাকি মাদরাসা হবে?

**উত্তর :** মাদরাসার জন্য আদায় করা টাকার প্রতি মুহতামীম বা আদায়কারী সতর্ক থাকা সত্ত্বেও হারিয়ে গেলে বা ছিনতাই হলে মুহতামীম বা আদায়কারীকে এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না এবং দাতাদের যাকাত-ফিতরাও আদায় হয়ে যাবে। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত আদায়কারীকে এর জন্য দায়ী করা যাবে না এবং দাতাদের যাকাত-ফিতরাও আদায় হয়ে যাবে। ডাকাতদের ফিরিয়ে দেওয়া ১০০ টাকার মালিক মাদরাসা। যাকাত ফান্ডে তা খরচ করবে। (৯/৯৯০/৭৯৭৬)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۳/ ۴۱ : سوال-زکوۃ کا روپیہ مدرسہ کے غریب فنڈ میں داخل کردینے سے زکوۃ ادا ہو جاتی ہے یا نہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ روپیہ طلبہ میں بتدریج تقسیم ہوگا اور مدت تک فنڈ میں جمع رہے گا معطی زکوۃ کے ذمہ سے بعد ادخال فی المدرسہ زکوۃ ساقط ہوگی یا بعد التقسیم بین الطلبہ اگر ثانی صورت ہے تو قبل التسلیم اگر وہ بوجہ آفت یا چوری نقصان ہو جائے تو زکوۃ ادا نہیں ہوئی تو یہ تاخیر کیونکر ہوگی؟

الجواب-اگر ارباب مدرسہ کو طلبہ کا وکیل تسلیم کرلیا جائے تو یہ شبہ ہی وارد نہیں ہوتا کیونکہ اس کا قبضہ طلبہ کا قبضہ ہے اگر اصحاب اموال کا وکیل مانا جائے تو نفس الامر میں زکوۃ اس وقت ادا ہوگی جب کہ طلبہ پر تقسیم ہو جائے گی لیکن اگر خدانخواستہ قبل تقسیم اضطراراً ضائع ہوگیا تو

Scanned by CamScanner

ارباب مدرسہ پر ضمان لازم نہیں جیساکہ ساعی پر لازم نہیں اور اصحاب اموال سے زکوۃ ساقط ہو جاوے گی۔

## সদকার গরু বা ছাগল বিলম্ব করে জবাই করা

**প্রশ্ন :** মাদরাসায় সদকার গরু বা ছাগল দেওয়া হয়েছে। গরু বা ছাগল দুর্বল হওয়ার কারণে লালন-পালন করে পরে জবাই করা জায়েয হবে কি না?

**উত্তর :** মাদরাসা সদকা ফান্ডে প্রদত্ত সদকার গরু বা ছাগল দাতার উদ্দেশ্য পূরণার্থে বিলম্ব না করে সাথে সাথে সদকার উপযোগী গরিব ছাত্রদের মালিকানায় দিয়ে দেওয়া জরুরি। বিলম্ব করার মধ্যে নানা রকমের সমস্যা সৃষ্টির আশঙ্কা থাকে। বিশেষ কারণে রাখতে হলে শরয়ী পদ্ধতি মতে তামলীক করে রাখা যেতে পারে। (৬/৪৮৫/১২৯১)

📖 امداد الاحکام (مکتبہ دار العلوم کراچی) ۲/ ۹۱ : الجواب-جب وکیل مصرف میں خرچ کرے گا ادائے زکوۃ کا حکم اس وقت کیا جائیگا اور جب مؤکل کی تاخیر میں کوئی مصلحت نہ ہو تو پھر دیر کرنا ٹھیک نہیں، اس لئے بہترین صورت یہ ہے کہ وکیل اسی وقت زکوۃ ادا کردے، اور اگر مدرسہ کی ضرورت سے رکھنا پڑی تو اسی وقت حیلہ تملیک کرکے مدرسہ میں داخل کرے۔

## কোরবানীর পশুকে মাদরাসার গাছের পাতা খাওয়ানোর হুকুম

**প্রশ্ন :** আমাদের এলাকায় এক মাদরাসায় কোরবানীর সময় দেখা যায় যে মাদরাসার শিক্ষকগণ তাদের কোরবানীর জন্তুকে মাদরাসার বৃক্ষ হতে (কাঁঠালগাছ) পাতা খাওয়ায়। তাদের দেখাদেখি এলাকার স্থানীয় লোকজনও বৃক্ষ হতে পাতা নিয়ে যায়। অনেক সময় পাতার সাথে সাথে বৃক্ষের ছোট-বড় ডালও ভাঙা হয়ে থাকে। এতে বৃক্ষের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে। এ ব্যাপারে জনৈক মুফতী সাহেবকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, বৃক্ষের পাতা এবং মাদরাসার ঘাসের একই হুকুম। অর্থাৎ পাতা খাওয়ানো জায়েয আছে। এ ব্যাপারে সমাধান চাই।

**উত্তর :** নিজে নিজে গজানো ঘাস ও রোপণকৃত বৃক্ষের হুকুম এক নয়। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। বৃক্ষের পাতা মূল মালিক বা কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া নেওয়া সহীহ নয় বিধায় প্রশ্নে উল্লিখিত ধরনের পাতা নেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমতি জরুরি হবে। অন্যথায় তার জন্য বিনিময় আদায় করে দায়মুক্ত হতে হবে। বাহিরের লোক এবং মাদরাসার লোক সকলের হুকুম একই হবে। (৮/২৪৬/২০৭৮)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/ ٦٨ : وفي الكلإ الاحتشاش، ولو في أرض مملوكة غير أن لصاحب الأرض المنع من دخوله، ولغيره أن يقول إن لي في أرضك حقا فإما أن توصلني إليه أو تحشه أو تستقي وتدفعه لي۔

📖 فيه أيضا ٥/ ٦٦ : بخلاف الأشجار؛ لأن الكلأ ما لا ساق له والشجر له ساق فلا تدخل فيه، حتى يجوز بيعها إذا نبتت في أرضه لكونها ملكه والكمأة كالكلإ. اه

📖 شرح المجلة ص ٦٧٨ : والأشجار النابتة بلا غرس فى ملك واحد هى ملكه ليس لآخر أن يحتطب منها إلا بإذنه -

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٦/ ٤١٨ : الجواب-اگر یہ قبرستان وقف ہے تو اس کے خودرو درخت بھی وقف ہیں ان سے مصارف وقف کے سوا کوئی نفع حاصل کرنا جائز نہیں۔

## দরগাহর আয় দিয়ে মাদরাসার শিক্ষকদের বেতন প্রদান করা

**প্রশ্ন :** আমাদের এখানে পাশাপাশি দুটি প্রতিষ্ঠান : এক. শাহ মাখদুম দরগাহ শরীফ। দুই. জামেয়া ইসলামিয়া শাহ মাখদুম মাদরাসা।
প্রথমটি পরিচালনা করে আসছে দরগাহ এস্টেট, যার সভাপতি বিভাগীয় ডিসি। এর আয়ের উৎস হলো বিভিন্ন দান-খয়রাত, মান্নত। আর সেই সাথে দরগাহ এস্টেটের কিছু স্থায়ী আয় যেমন–দোকান ভাড়া, বাসা ভাড়া, নারিকেল, কাঁঠাল বিক্রি এবং পুকুরের মাছ বিক্রি ইত্যাদি।
ব্যয়ের খাতসমূহ : দরগাহ এস্টেট পরিচালনার যাবতীয় খরচ এবং সেখান থেকে দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠানটির বেশ কিছু শিক্ষকের বেতন বহন করে আসছে।
প্রশ্ন হলো, দরগাহ এস্টেট থেকে প্রদত্ত বেতন, যা জামেয়া ইসলামিয়া শাহ মাখদুম মাদরাসার শিক্ষকদের দেওয়া হয় তা নেওয়া জায়েয হবে কি না? যেহেতু সেখানে মান্নতের টাকাও আছে। কোরআন-সুন্নাহ মাফিক জবাবদানে আপনার একান্ত মর্জি হয়।

**উত্তর :** দরগায় মান্নত বা জিয়ারতের নামে টাকা-পয়সার আদান-প্রদান সম্পূর্ণ অবৈধ। মান্নতের টাকা হলে তা অসহায়, গরিব-মিসকিনদের জন্য ব্যয় করা জরুরি। এ ধরনের টাকা-পয়সা শিক্ষকদের বেতন বা অন্য কোনো সাওয়াবের কাজে ব্যয় করা বৈধ নয়। তবে দরগাহর নামে ওয়াক্‌ফকৃত স্থায়ী সম্পদের আয় দ্বারা তদ্‌সংলগ্ন মাদরাসার শিক্ষকদের বেতন দেওয়া যেতে পারে।
সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত দরগাহ এস্টেট থেকে প্রদত্ত বেতন, যা জামেয়া ইসলামিয়া শাহ মাখদুম মাদরাসার শিক্ষকদের দেওয়া হয় যদি উক্ত বেতনের পূর্ণ টাকা দরগাহ এস্টের

Scanned by CamScanner

স্থায়ী আয় হতে বহন করা হয় তাহলে উক্ত বেতন শিক্ষকদের জন্য গ্রহণ করা বৈধ হবে। (৮/৫০৮/২২৪৯)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢/ ٤٣٩ : واعلم أن النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقربا إليهم فهو بالإجماع باطل وحرام ما لم يقصدوا صرفها لفقراء الأنام وقد ابتلي الناس بذلك.

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ٣/ ١٧٠ : مزار پر جو پیسے دئے جاتے ہیں اگر مقصود وہاں کے فقراء و مساکین پر صدقہ کرنا ہے تو جائز ہے اور اگر مزار کا نذرانہ مقصود ہوتا ہے تو یہ ناجائز اور حرام ہے۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٥/ ٢٩٢ : الجواب-بہتر صورت یہ ہے کہ مسجد کے متعلق قرآن کریم کا مدرسہ قائم کر دیا جائے اور اس زمین کی آمدنی سے مدرس کو تنخواہ دی جائے وہ مدرسین امام ہو یا کوئی اور، اس سے مسجد بھی آباد رہے گی دینی تعلیم بھی ہوگی اور صاحب مزار کو اس کا ثواب بھی پہونچتا رہے گا جو کہ واقف کا اصل منشاء ہے۔

## মাদরাসার খরচে সালে পাঠানো ও বেতন জারি থাকার বিধান

**প্রশ্ন :** জামেউল উলূম মাদরাসা মিরপুর-১৪ ঢাকা নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক মাদরাসা গঠনতন্ত্রে দাওয়াত ও তাবলীগের শিরোনামে নিম্নের বিষয় দুটি সংযোজন করতে চাচ্ছে। এক. একজন শিক্ষক এক বছর আল্লাহর রাস্তায় দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করবেন এবং মাদরাসার ফান্ড হতে তাঁকে নির্ধারিত অজিফা বা বেতন দেওয়া হবে। দুই. তাঁকে আরো কিছু টাকা খরচের জন্য ভাতা হিসেবে মাদরাসার ফান্ড হতে দেওয়া হবে। উক্ত বিষয় দুটি গঠনতন্ত্রে সংযোজন করে মাদরাসার ফান্ড হতে বেতন-ভাতা দেওয়া শরীয়তসম্মত কি না? উল্লেখ্য, মাদরাসার আয়ের উৎস একমাত্র মুসলমানদের দান-খয়রাত।

প্রশ্ন হলো, ছুটিতে থেকে দায়িত্ব পালন না করে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করে মাদরাসার ফান্ড হতে টাকা দেওয়া ও গ্রহণ করা শরীয়তে জায়েয কি না?

**উত্তর :** যেসব মাদরাসা মুসলমানদের দান-খয়রাতে পরিচালিত সেসব মাদরাসার পরিচালনা কমিটি বা পরিচালক চাঁদাদাতাদের প্রতিনিধিবলে বিবেচিত হয়। তাই দান-খয়রাতের ব্যাপারে মাদরাসা কর্তৃপক্ষ যা যা করতে ইচ্ছুক তা লিখিত আকারে বা পরিচালনা বিধি মোতাবেক দাতাদের নিকট পৌঁছিয়ে দেবে। অথবা সবাই জানার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এরপর উক্ত দান-খয়রাত বিধি মোতাবেক খরচ করতে পারবে।

Scanned by CamScanner

সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত ধারা পরিচালনা বিধিতে সংযোজন করে ব্যাপক জানাজানির পর মাদরাসা কর্তৃক দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তির বেতন-ভাতা মাদরাসার ফান্ড হতে দেওয়া জায়েয হবে। ছুটিতে থেকে দায়িত পালন না করে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করে মাদরাসার ফান্ড হতে টাকা দেওয়া বা গ্রহণ করার ব্যাপারে মাদরাসার পরিচালনা বিধি কর্তৃক অনুমতি থাকলে জায়েয হবে, অন্যথায় জায়েয হবে না। (৮/৮০৯/২৩৮২)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۴/ ۱۲۰ : اہل مدرسہ تعلیم کیلئے بھی ملازم رکھتے ہیں تبلیغ کیلئے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن اگر معاملہ تعلیم کیلئے کیا گیا ہو تو مدرس کو اس کی پابندی لازم ہوگی اس کے لئے یہ جائز نہیں کہ چار دن چھ دن موقع مل گیا تو پڑھا دونگا ورنہ تبلیغ کروں گا اس سے تعلیم کا حرج ہوگا۔

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۳/ ۳۴۹ : مہتمم واہل شوری وکیل ہیں اہل چندہ کے، پس اگر بتصریح یا بقرائن اس قانون پر اہل چندہ کو اطلاع اور ان کی رضا ثابت ہو تو چندہ سے تنخواہ دینا جائز ہے ورنہ ناجائز۔

📖 فیہ ایضا ۳/ ۳۴۷ : سو اصل یہ ہے کہ ایسے اموال میں کسی تصرف کا جواز وعدم جواز معطین اموال کی اذن ورضاء پر موقوف ہے اور مہتمم مدرسہ ان معطین کا وکیل ہوتا ہے پس وکیل کو جس تصرف کا اذن دیا گیا ہے وہ تصرف اس وکیل کو جائز ہے سو جس مہتمم نے مدرسین کو مقرر کیا ہے اگر اس مہتمم کو معطین نے اس صورت کے متعلق کچھ اختیارات دئے ہیں اور مہتمم نے ان مدرسین سے اس اختیار کے موافق کچھ شرائط کر لئے ہیں تب تو ان شرائط کے موافق تنخواہ لینا جائز ہے اسی طرح جو اختیارات وظیفہ کے متعلق مہتمم کو دئے گئے ہیں ان کے موافق اس کا دینا لینا بھی جائز ہوگا اور اگر تصریحا اختیارات وشرائط نہیں ہوئے لیکن مدرسہ کے قواعد مدون ومعروف ہیں تو وہ بھی مثل مشروط کے ہوں گے اور اگر نہ مصرح ہیں اور نہ معروف ہیں تو دوسرے مدارس اسلامیہ میں جو معروف ہیں ان کا اتباع کیا جاوے گا۔

## ঋণের টাকায় জমি ক্রয় করে নিজের নামে দলিল করে মাদরাসা করা

**প্রশ্ন :** আলহামদুলিল্লাহ আমরা মোমেনশাহী শহরের অদূরে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করার জন্য একখণ্ড জমি ক্রয় করেছি। পরিচিতদের কাছ থেকে কর্জ নিয়ে জমির মালিকের টাকা পরিশোধ করেছি। বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের পরামর্শক্রমে জমির দলিলটা নিজের নামেই করেছি। কেননা আল্লাহ না করুন যদি মাদরাসা না করতে পারি তাহলে যাতে জমি বিক্রি করে কর্জদাতাদের কর্জ পরিশোধ করতে পারি। আর যদি আল্লাহ পাক মাদরাসা কবুল করেন তবে মাদরাসার টাকায় কর্জ পরিশোধ

Scanned by CamScanner

হওয়ার পর মাদরাসার নামে দলিল করে দেব। পরবর্তীতে মাদরাসার কমিটি অনুরূপ একটি সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেছে। উক্ত সিদ্ধান্তের একটি ফটোকপিও সঙ্গে দেওয়া হলো। প্রশ্ন হলো, উক্ত প্রেক্ষিতে কর্জকরত জমি খরিদ করে নিজের নামে দলিল করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয হলো কি না?

**উত্তর :** মাদরাসা স্থায়ীভাবে করার নিয়্যাতে নিজ দায়িত্বে কর্জ করে নিজ নামে জমি রেজিস্ট্রি করে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা কোনো অবৈধ কাজ নয়। তদুপরি মাদরাসা কমিটিও এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিয়েছে যে প্রতিষ্ঠাতা নিজ নামে খরিদ করবে কর্জ শোধ হলে মাদরাসায় দলিল করে দেবে–এ সিদ্ধান্তও সঠিক হয়েছে। তবে কর্জ শোধ হওয়ার পর মাদরাসার নামে দলিল করে দিতে হবে। অন্যথায় প্রতিষ্ঠাতা শরীয়তের দৃষ্টিতে অপরাধী হবে। (৮/৮১৬/২৩৭৮)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١ /٣٨٤ : (ولا يتم) الوقف (حتى يقبض) لم يقل للمتولي لأن تسليم كل شيء بما يليق به ففي المسجد بالإفراز وفي غيره بنصب المتولي وبتسليمه إياه ابن كمال (ويفرز) فلا يجوز وقف مشاع يقسم خلافا للثاني (ويجعل آخره لجهة) قربة (لا تنقطع).

## মসজিদে প্রতিষ্ঠিত মাদরাসা বন্ধ হয়ে গেলে তার সম্পদের ব্যাপারে করণীয়

**প্রশ্ন :** আমরা এলাকাবাসী সম্মিলিতভাবে এলাকার মসজিদে একটি হাফেজী মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলাম এবং তা নিয়মিতভাবে কয়েক বছর চলার পর কোনো কারণে বন্ধ হয়ে যায়, সামনে চালু করার কোনো পরিকল্পনা নেই। মাদরাসা চলন্ত অবস্থায় মসজিদের ছাদে মাদরাসার ইমারত নির্মাণের জন্য এলাকাবাসী কিছু জমি (ফসল বিক্রি করে অথবা জমি বিক্রি করে নির্মাণকাজের জন্য ব্যয় করার জন্য) এবং কিছু টাকা স্বেচ্ছায় দান করে। মাদরাসা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ইমারতের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। প্রশ্ন হলো, উক্ত টাকা ও জমি এই মসজিদের কাজে খরচ করা জায়েয হবে কি না? যদি জায়েয না হয় তাহলে উক্ত জমি ও তার ফসলের কী করা হবে?

**উত্তর :** মসজিদকে মাদরাসা বা অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করা এবং অতি প্রয়োজন ছাড়া ছোট শিশু-কিশোরদের মসজিদের এনে শিক্ষা দেওয়ার অনুমতি শরীয়তে নেই। বিশেষ করে মসজিদের ওপরে বা নিচে সম্পূর্ণ মাদরাসায় পরিণত করার উদ্দেশ্য ঘর নির্মাণ করে মাদরাসা হিসেবে ব্যবহার করা সম্পূর্ণ নাজায়েয।

প্রশ্নে বর্ণিতাবস্থায় দাতাদের মসজিদের ওপরে ইমারত তৈরি করার নিয়্যাত সহীহ। কিন্তু এদিকে সম্পূর্ণ মাদরাসায় রূপান্তরিত করার নিয়্যাত সহীহ নয়। এমতাবস্থায় ঘর নির্মাণের জন্য বিভিন্নভাবে যে টাকা বা জমি বিক্রি করে মূল্য খরচ করার জন্য জমি

Scanned by CamScanner

এলাকাবাসী দান করেছে তা ওই মসজিদে মাদরাসা ঘর নির্মাণকল্পে খরচ করা যাবে না। হ্যাঁ, ওই টাকা মালিকদের অনুমতিক্রমে অত্র মসজিদে বা অন্য কোনো মাদরাসায় খরচ করা যাবে। তবে যদি জমি বিক্রি করার জন্য নয়, বরং ওয়াক্ফ হিসেবে মাদরাসায় দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে তার উৎপাদন নিকটবর্তী কোনো মাদরাসাতেই খরচ করতে হবে। অন্য কোনো খাতে ব্যয় করা যাবে না। (৭/৪১/১৫১৮)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤ / ٤٣٣ : قولهم: شرط الواقف كنص الشارع أي في المفهوم والدلالة ووجوب العمل به -

📖 رد المحتار (سعيد) ٤ / ٤٩٥ : وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه، سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا اهوهذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم، شرط الواقف كنص الشارع فيجب اتباعه كما صرح به في شرح المجمع للمصنف.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥٨ : [فرع] لو بنى فوقه بيتا للإمام لا يضر لأنه من المصالح، أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق تتارخانية، فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولو على جدار المسجد، ولا يجوز أخذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيئا منه مستغلا ولا سكنى بزازية.

📖 فيه أيضا ٤/ ٣٥٩ : (حشيش المسجد وحصيره مع الاستغناء عنهما و) كذا (الرباط والبئر إذا لم ينتفع بهما فيصرف وقف المسجد والرباط والبئر) والحوض (إلى أقرب مسجد أو رباط أو بئر) أو حوض (إليه) -

## শিক্ষার্থীকে পেটানোর কারণে শিক্ষকের সাথে দুর্ব্যবহার

**প্রশ্ন :** একটি মেয়ে ১০-১১ বছর হবে। সে মাদরাসায় পড়ে। কিন্তু সে ২৬ দিনের মধ্যে দু-এক দিন পর পর ৪ দিন ছুটি নিয়েছে এবং ৫ দিন ছুটি কাটিয়েছে। এ কারণে সে মেয়ে লেখাপড়া ঠিকভাবে পারে না। এ জন্য ৮-১০টি পিটুনি জিংলার বেত দ্বারা দেওয়া হয়েছে। এ কারণে মেয়ের মামা হুজুরকে বলল, আপনার বেতটা আমার হাতে দেন আপনাকে পিটাইয়া লই, তাহলে আমার মনের দুঃখ হাসিল হবে। আর বলে–ডাকাত। মাদরাসা থেকে বের হয়ে যান ইত্যাদি খারাপ কথাও বলেছে। এর এক দিন পর বিশেষ ৫ জনের কাছে বুঝে তাকে ক্লাস থেকে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ কারণে মেয়ের মামা হুজুরকে বলল, আপনি এখনই মাদরাসা থেকে বের হয়ে যান, বেয়াদব, বেলাজ, বেহায়া-মুচির মতো বসে থাকবেন না। আরো বলে, আপনি আমার

Scanned by CamScanner

চাকর। কিন্তু সে ইমাম সাহেবের বেতনের জন্য একটি টাকাও দেয় না। শুধুমাত্র ৪০ দিনের মধ্যে এক দিন খানা খাওয়ায়। আরো বলে যে, ঘাড় ধরে বেইজ্জতি করার আগে খাতা-বালিশ নিয়ে মাদরাসা থেকে বের হয়ে যান। সাথে সাথে সে এককভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য মাদরাসা বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেয়। হুজুর বন্ধ না দেওয়ার কারণে হুজুরকে ডাকাত ইত্যাদি মন্দ কথা বলেছে। এখন মাদরাসা ও মসজিদের মুতাওয়াল্লী ও সকল পরিচালক কোরআন-হাদীসের আলোকে বিচার চান।

**উত্তর :** শরীয়তের বিধান অনুযায়ী শিক্ষকের জন্য স্বীয় ছাত্রকে (ছোট হোক বা বড়) তা'লীম ও তারবিয়াতের লক্ষ্যে কিছু বেত্রাঘাত করার অনুমতি আছে। তবে অবশ্যই তা তার সহ্য ও শরীয়তের সীমার ভেতরে হতে হবে। অন্যদিকে একজন মুসলমানের জন্য অন্য মুসলমান ভাইয়ের মান-ইজ্জতের প্রতি লক্ষ রাখা ফরয। অযথা দুর্ব্যবহার ও গালমন্দ করে তার ইজ্জত লুণ্ঠন করা বড় গোনাহ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। বিশেষ করে একজন আলেমের সাথে এ ধরনের অসদাচরণ কোনোভাবেই সমর্থিত নয়। প্রশ্নে বর্ণিত ঘটনায় উক্ত হুজুর ছাত্রীকে পেটানোর বেলায় সীমাতিক্রম করে থাকলেও এর সমাধানের বিকল্প সুন্দর পন্থা ছিল, তা পরিহার করে ইমাম সাহেবের সাথে এহেন অসদাচরণ করা এবং মাদরাসা থেকে তাঁকে বের করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া মারাত্মক অপরাধ ও গোনাহ হয়েছে। তাই অনুতপ্ত হয়ে ইমাম সাহেব থেকে খালেস অন্তরে মাফ চেয়ে নিতে হবে। তাহলেই এই অপরাধ মাফ হবে। অন্যথায় দ্বীনদার আলেমের সমন্বয়ে মান্যগণ্য ব্যক্তিবর্গের দ্বারা পঞ্চায়েত গঠন করে উভয় দিক বিবেচনা করে ন্যায়সংগত বিচার করতে হবে। (৬/৪৫৮/১২৮৪)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٤٣٠ : أي لا يجوز ضرب ولد الحر بأمر أبيه، أما المعلم فله ضربه لأن المأمور يضربه نيابة عن الأب لمصلحته، والمعلم يضربه بحكم الملك بتمليك أبيه لمصلحة التعليم، وقيده الطرسوسي بأن يكون بغير آلة جارحة، وبأن لا يزيد على ثلاث ضربات ورده الناظم بأنه لا وجه له، ويحتاج إلى نقل وأقره الشارح قال الشرنبلالي: والنقل في كتاب الصلاة يضرب الصغير باليد لا بالخشبة، ولا يزيد على ثلاث ضربات-

📖 فيه أيضا ٤/ ٧١ : وقيل إن كان المسبوب من الأشراف كالفقهاء والعلوية يعزر؛ لأنه يلحقهم الوحشة بذلك، وإن كان من العامة لا يعزر، وهذا أحسن. اهـ والحاصل أن ظاهر الرواية أنه لا يعزر مطلقا ومختار الهندواني أنه يعزر مطلقا، والتفصيل المذكور كما في الفتح وغيره، قال السيد أبو السعود: وقوى شيخنا ما اختاره الهندواني بأنه

Scanned by CamScanner

الموافق للضابط: كل من ارتكب منكرا أو آذى مسلما بغير حق بقول أو فعل أو إشارة يلزمه التعزير-

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۲/ ۲۰۳ : جواب- چہرہ اور مذاکیر کے علاوہ سارے بدن پر تاوقتیکہ تجاوز عن الحد نہ ہو مارنا جائز ہے یعنی اس طرح مارنا کہ بدن کہیں سے زخمی ہو جائے یا کہیں کی ہڈی ٹوٹ جائے یا بدن پر سیاہ داغ پڑ جائیں یا ایسی ضرب ہو جس کا اثر قلب پر پڑتا ہو جائز نہیں اگر مارنے میں حد معلومہ سے تجاوز ہو یا چہرہ اور مذاکیر پر خواہ ایک ہی ہاتھ چلائے گناہگار ہوگا، استاذ کو بشرط اجازت والدین اس قدر مارنے کا اختیار ہے، جو مذکور ہوا اور وہ بھی جبکہ مارنے کے لئے کوئی صحیح غرض تادیب یا تنبیہ یا کسی بری بات پر سزا دہی ہو بے قصور مارنا یا مقدار قصور سے زیادہ مارنا جائز نہیں بلکہ استاذ خود مستحق تعزیر ہوگا۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۸ / ۲۲۶ : الجواب- بوقت ضرورت بقدر ضرورت طلبہ کو سزا دینا جائز ہے، سزا کی کوئی حد مقرر نہیں طبائع و قوی کے اختلاف سے حکم مختلف ہوگا، البتہ اصولی طور پر چند امور کی پابندی ضروری ہے،

۱/ چہرہ پر نہ مارا جائے،

۲/ اتنا نہ مارا جائے کہ زخمی ہو جائے،

۳/ تحمل سے زائد نہ ہو۔

## রাগে বা দীক্ষামূলক শিক্ষার্থীকে মারধর করা

**প্রশ্ন :** ১. উস্তাদ ছাত্রকে তারবিয়াত ও দীক্ষামূলক কতটুকু মারধর করতে পারে। শরীয়তে তার সীমা ও পদ্ধতি কী? কোনো উস্তাদ নিজের রাগ মেটানোর জন্য ছাত্রকে পেটালে তা জুলুমের অন্তর্ভুক্ত হবে কি না?

২. বালেগ ও নাবালেগ ছাত্রের তারবিয়াতে কোনো প্রকার বা কোনো ব্যাপারে ভিন্নতা আছে কি না?

**উত্তর :** রাগের বশবর্তী হয়ে অথবা বিনা অপরাধে ছাত্রকে মারা সম্পূর্ণ নাজায়েয। তবে কোনো অপারাধের দরুন তারবিয়াতের লক্ষ্যে স্বাভাবিক পরিমাণ মারার অনুমতি আছে। আর ছাত্র নাবালেগ হলে অভিভাবকের অনুমতি সাপেক্ষে শারীরিক অবস্থার দিকে লক্ষ রেখে সহ্য হওয়া পরিমাণ মারতে পারবে। তবে একসাথে তিন থাপ্পরের বেশি লাগানো নিষিদ্ধ। অনুরূপভাবে বেত্রাঘাত করা ও শরীরের নাজুক অঙ্গে বিশেষত মুখমণ্ডলীর ওপর আঘাত করা সম্পূর্ণ নিষেধ। (১০/৮৬১)

Scanned by CamScanner

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٤/ ٣٦٨ (٧١٥٨) : عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، قال: كتب أبو بكرة إلى ابنه، وكان بسجستان، بأن لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان» -

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٤٣٠ : أي لا يجوز ضرب ولد الحر بأمر أبيه، أما المعلم فله ضربه لأن المأمور يضربه نيابة عن الأب لمصلحته، والمعلم يضربه بحكم الملك بتمليك أبيه لمصلحة التعليم، وقيده الطرسوسي بأن يكون بغير آلة جارحة، وبأن لا يزيد على ثلاث ضربات ورده الناظم بأنه لا وجه له، ويحتاج إلى نقل وأقره الشارح قال الشرنبلالي: والنقل في كتاب الصلاة يضرب الصغير باليد لا بالخشبة، ولا يزيد على ثلاث ضربات -

📖 فيه أيضا ٤/ ٧٩ : (قوله ضربا فاحشا) قيد به؛ لأنه ليس له أن يضربها في التأديب ضربا فاحشا، وهو الذي يكسر العظم أو يخرق الجلد أو يسوده كما في التتارخانية. قال في البحر: وصرحوا بأنه إذا ضربها بغير حق وجب عليه التعزير اهأي وإن لم يكن فاحشا (قوله ويضمنه لو مات) ظاهره تقييد الضمان بما إذا كان الضرب فاحشا، ويخالفه إطلاق الضمان في الفتح وغيره حيث قال: وذكر الحاكم لا يضرب امرأته على ترك الصلاة ويضرب ابنه، وكذا المعلم إذا أدب الصبي فمات منه يضمن عندنا والشافعي اهوقال في الدر المنتقى: يضمن المعلم بضرب الصبي.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٦/ ١٠٢ : الجواب- چھوٹے بچوں کو بغیر چھڑی وغیرہ کے صرف ہاتھ سے وہ بھی ان کے تحمل کے موافق تین چپت تک مار سکتا ہے وہ بھی سر اور چہرہ کو چھوڑ کر یعنی گردن اور کمر پر اس سے زیادہ کی اجازت نہیں، ورنہ بچے قیامت میں قصاص لیں گے بچوں پر نرمی اور شفقت کی جائے اب پیٹنے کا دور تقریبا ختم ہو گیا، اس کے اثرات اچھے نہیں ہوتے بچے بے حیا اور نڈر ہو جاتے ہیں، مار کھانے کے عادی ہو کر یاد نہیں کرتے بلکہ اکثر توپڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۵ /۵۰۸ : الجواب- استاذ اپنے شاگردوں کو تعزیر دے سکتا ہے شاگرد خواہ بالغ ہو یا نابالغ... اور بالغ کو اس لئے کہ اس نے خود استاذ کو اس کا اختیار دیا ہے۔

Scanned by CamScanner

## বিশেষ কারণে রসিদ বইয়ে টাকার পরিমাণ লেখায় গরমিল করা

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি একটি কোরআন শিক্ষার ট্রেনিং সেন্টারের পরিচালনা পরিষদের প্রধান উপদেষ্টা ও আহ্বায়ক। এই ট্রেনিং সেন্টারে বছরে দুবারের মতো ব্যাপকভাবে ট্রেনিং হয়। তখন ট্রেনিংয়ে অংশগ্রহণকারী ও প্রশিক্ষকদের জন্য খাওয়াদাওয়া, বেতন-ভাতা ইত্যাদির জন্য কালেকশন করা হয়। ট্রেনিং ২১ দিনের মতো চলে। এই দুই ট্রেনিং শেষ হওয়ার পর অন্যান্য সময়ে বিশেষ ব্যাচ চলতে থাকে। তখন তারা নিজেরা খরচ বহন করে। উক্ত উপদেষ্টাকে কোনো এক ট্রেনিং চলাকালীন অবস্থায় চাঁদা আদায়ের জন্য একটি রসিদ বই দেওয়া হয় । তিনি তা দিয়ে বেশ টাকা কালেকশন করেন। কালেকশনের একপর্যায়ে জনৈক দাতার থেকে ১০০০০ টাকার একটা অনুদান পান। চাঁদা আদায়কারী উক্ত দাতাকে জিজ্ঞাসা করেন যে এ টাকা যাকাতের কি না? এবং আমরা যেকোনো খাতে ব্যবহার করতে পারব কি না? দাতা ইতিবাচক উত্তর দেওয়ার পর চাঁদা আদায়কারী স্পষ্টভাবে জিজ্ঞেস করেন যে উক্ত টাকা দিয়ে ট্রেনিং সেন্টারের জন্য টেলিফোনের ব্যবস্থা করা যায় কি? তাতেও তিনি ইতিবাচক উত্তর দেন। এরপর চাঁদা আদায়কারী উক্ত টাকা কমিটির কাউকে না জানিয়ে ট্রেনিং শেষ হওয়া ও বেতন-ভাতা পরিশোধ পর্যন্ত ধরে রাখার চিন্তা করেন, যাতে টেলিফোনের ব্যবস্থা হয়ে যায়। কেননা তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে কমিটির লোকেরা জানতে পারলে চাঁদা কালেকশনের তৎপরতা কমিয়ে দিয়ে উক্ত টাকার ওপর ভরসা করে বসে থাকবে এবং টেলিফোনের বিষয় পণ্ড হয়ে যাবে। চাঁদা আদায়কারী উক্ত টাকা ধরে রাখার জন্য এ পন্থা অবলম্বন করেন যে রসিদ বইয়ের যে অংশটি দাতাকে দেওয়া হয় তাতে পুরোপুরি লেখেন। আর যে অংশ থেকে যায় সে অংশে অসম্পূর্ণ রাখেন। অর্থাৎ ১০০০ লেখেন এবং টাকা লেখার চিহ্ন দেন না এবং কথায় লেখার ঘর সম্পূর্ণ খালি রাখেন।
চাঁদা আদায়কারী এ ঘটনার কারণে রসিদ বইও একেবারে জমা দেননি। কিন্তু যে পর্যন্ত টাকাকে গোপন করে রাখার ইচ্ছা করেছিলেন, তার পূর্বেই ঘটনা জানাজানি হয়ে যায় এবং পরিষদের ক্যাশিয়ারের হাতে টাকা সোপর্দ করে দেওয়া হয় এবং পরবর্তীতে অসম্পূর্ণ রসিদও সম্পূর্ণ করে দেওয়া হয়।
উল্লেখ্য, চাঁদা আদায়কারী আমানতদারীর উদ্দেশ্যে টাকাগুলো একটা খামে ভরে সেটার ওপর লিখে রাখেন যে অমুকের থেকে পাওয়া টেলিফোন বাবদ রাখা এত টাকা এবং দস্তখত ও প্রাপ্তি তারিখ লিখে রাখেন।
উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জানতে চাই, এ অবস্থায় চাঁদা আদায়কারীকে আত্মসাৎকারী বলা যায় কি না? যদি কেউ শুধু ধারণার ভিত্তিতে সাক্ষী ছাড়া তাঁকে টাকা আত্মসাৎকারী বলে তাহলে ঠিক হবে কি না? ঠিক না হলে এ ব্যক্তির হুকুম কী? উক্ত চাঁদা আদায়কারী প্রধান উপদেষ্টা সাহেব যদি মসজিদের ইমাম হন তাহলে এ ঘটনার কারণে তাঁর ইমামতি করা ঠিক হবে কি না? এবং তাঁর পেছনে নামায আদায় করা যাবে কি না?

Scanned by CamScanner

টাকাগুলো যাকাতের কি না তা স্পষ্ট নয়।

**উত্তর :** প্রশ্নের বিবরণে ওই টাকাগুলো যাকাতের হয়ে থাকলে দাতার ইতিবাচক উত্তর সত্ত্বেও টেলিফোন বা অন্য কোনো কাজে খরচ করা নাজায়েয। আর টাকাগুলো যাকাতের না হলে দাতার সম্মতি থাকার কারণে তা টেলিফোন বাবদ ব্যয় করতে কোনো আপত্তি নেই।

প্রশ্নে উল্লিখিত উপদেষ্টা বাস্তবে বর্ণিত কারণ ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে রসিদ বইতে ওই ব্যতিক্রমটি করে থাকলে তাকে আত্মসাৎকারী বলা যাবে না। যদিও সন্দেহজনক ও আপত্তিকর এ কাজটি করা তার জন্য ঠিক হয়নি। এ ধরনের আপত্তিকর কাজ থেকে সকলের বেঁচে থাকা দরকার। এতদসত্ত্বেও ওই ব্যক্তির ইমামতি করা এবং তাঁর পেছনে নামায পড়াতে কোনো অসুবিধা হবে না। ওই ব্যক্তির আত্মসাতের বিষয়টি বাস্তবে প্রমাণিত না হওয়ায় তাঁকে আত্মসাতের অপরাধে অভিযুক্ত করা অন্যায় হবে। (৬/৪৭৯/১২৮৭)

📖 سورة الحجرات الآية ١٢ : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٤/ ١٣٨ (٢١٧٤) : عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع إحدى نسائه، فمر به رجل فدعاه، فجاء، فقال: «يا فلان هذه زوجتي فلانة» فقال: يا رسول الله من كنت أظن به، فلم أكن أظن بك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم» -

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٢/ ٣٩ : وعلى هذا يخرج صرف الزكاة إلى وجوه البر من بناء المساجد، والرباطات والسقايات، وإصلاح القناطر، وتكفين الموتى ودفنهم أنه لا يجوز؛ لأنه لم يوجد التمليك أصلا.

## প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যুর পর ওয়ারিশদের মাদরাসার ভবনে থাকা অবৈধ

**প্রশ্ন :** জনৈক বুজুর্গ আজ হতে ৬০-৭০ বছর পূর্বে একটি পুরাতন বিল্ডিংয়ে বেসরকারি দ্বীনি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। মাদরাসার টাকা দ্বারা তৎসংলগ্ন কিছু জমি নিজ নামে ক্রয় করে মাদরাসার নামে ভিন্ন দলিলে ওয়াক্‌ফ করে দেন। হযরত মুহতামীম সাহেবের নিরলস ও সর্বপ্রকার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় উক্ত মাদরাসা আল্লাহর ফজলে বাংলাদেশের একটি অন্যতম দ্বীনি মারকায হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। মাদরাসাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার তাগিদে হযরত মুহতামীম সাহেব মাদরাসার অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত একটি ভবনে সপরিবারে বাস করতেন। আজ হতে প্রায় ২০ বছর পূর্বে মুহতামীম সাহেব ইন্তেকাল করেন। কিছুদিন পর থেকেই মাদরাসা কর্তৃপক্ষ মুহতামীম

Scanned by CamScanner

সাহেবের ছেলেদের বাসা ছেড়ে দেওয়ার কথা বলে আসছে। কিন্তু মুহতামীম সাহেবের ছেলেগণ বিভিন্ন টালবাহানা করে অদ্যাবধি বসবাস করে আসছেন। মাদরাসার বিশেষ প্রয়োজনে মাদরাসা কর্তৃপক্ষ বারবার বাসা ছেড়ে দেওয়ার কথা বলার পরও তাঁরা বাসা ছাড়ছেন না।

অতএব, হুজুরের সমীপে আরজ, উক্ত মাদরাসায় পিতার অবদান আছে বলে হযরত মুহতামীম সাহেবের ছেলেদের জন্য মাদরাসার ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি ভোগ করা ও বাসা নিয়ে বসবাস করা শরীয়ত মোতাবেক জায়েয আছে কি না? যদি জায়েয না হয় এবং তাঁরা স্বেচ্ছায় ছেড়ে চলে না যান তাহলে তাঁদেরকে উচ্ছেদ করে উক্ত সম্পত্তি হেফাজত করা মাদরাসা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব কি না? এবং হযরত মুহতামীম সাহেবের ছেলেদের সহযোগিতা করা জায়েয হবে কি না? মুহতামীম সাহেবের ছেলেগণ মাদরাসায় শিক্ষাদানের কাজে নিয়োজিত নন। সকলে নিজ নিজ পেশায় ব্যস্ত।

হযরত মুহতামীম সাহেবের ওয়াক্‌ফকৃত দলিলের শর্তাবলির মধ্যে লেখা আছে, "*এবং তাতে আমার কিংবা আমার পরবর্তী কোনো মুতাওয়াল্লীগণের ওয়ারিশগণের ব্যক্তিগত কোনো স্বত্বাধিকার থাকিবে না। কোনো মুতাওয়াল্লী অত্র ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি বা উহার কোনো অংশ দান, বিক্রয় বা কোনো প্রকার হস্তান্তর বা দায়বদ্ধ থাকিতে পারিবেন না।*"

**উত্তর :** মাদরাসার নামে ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ভবন মুহতামীম বা শিক্ষককে মাদরাসার প্রয়োজনে বসবাস করার জন্য দিলে পরবর্তীতে মুহতামীম বা শিক্ষক যদি মাদরাসার খিদমত থেকে অবসর গ্রহণ করেন, তাহলে তাঁদের জন্য বা তাঁদের ওয়ারিশের জন্য মাদরাসার ভবন ব্যবহার করা শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে মুহতামীম সাহেবের ছেলেদের জন্য মাদরাসার নামে ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি ভোগ করা ও মাদরাসা ভবনে বসবাস করা জায়েয হবে না এবং ওয়াক্‌ফনামার নিয়মনীতি লঙ্ঘন করে কেউ দিলেও তা বৈধ হবে না। তাই তাঁরা যদি স্বেচ্ছায় বাসা ছেড়ে না দেন তাহলে তাঁদের থেকে উক্ত সম্পত্তি ও বাসা উদ্ধার করে তার হেফাজত করা মাদরাসা কর্তৃপক্ষের শরয়ী দায়িত্ব। মাদরাসার সম্পত্তি জোরপূর্বক ও অবৈধ দখলকারীদের যারা জেনেশুনে সহযোগিতা করবে তারা গোনাহের কাজে সহযোগিতাকারীর মধ্যে শামিল হবে। (৫/১৯৬/৮৮৪)

📖 البحرالرائق (سعيد) ٥/ ٢٢٧ : والحاصل أن تصرف القاضي في الأوقاف مقيد بالمصلحة لا أنه يتصرف كيف شاء فلو فعل ما يخالف شرط الواقف فإنه لا يصح إلا لمصلحة ظاهرة ولذا قال في الذخيرة وغيرها القاضي إذا قرر فراشا في المسجد بغير شرط الواقف وجعل له معلوما فإنه لا يحل للقاضي ذلك ولا يحل للفراش تناول المعلوم. اه

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٤٩٥ : وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه، سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا اهـوهذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم، شرط الواقف كنص الشارع فيجب اتباعه كما صرح به في شرح المجمع للمصنف.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۵/ ۲۱۶ : مسجد کے کسی خادم (مؤذن امام) کی اگر خدمت مسجد کی وجہ سے مراعات کی جاتی ہے تو وہ اسی خادم کی ذات بلکہ خدمت تک محدود رہتی ہے اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی کہ خادم کے انتقال کے بعد ورثہ بھی استحاق کی بناء پر مراعات کا مطالبہ کریں مراعات نہ کرنے کی وجہ سے ان کو بیجا مداخلت کا کوئی حق نہیں۔
۲، یہ رہائش بھی دادا اور والد کو خدمت مسجد کی وجہ سے دی گئی تھی اب حکم جبکہ خدمت ختم ہوگئی، بلکہ خدمت کرنے والے بھی ختم ہوگئے تو موجودہ اولاد کو اس کا حق نہیں پہونچے گا۔

## মাদরাসার রুমে পরিবারসহ বসবাস করা

**প্রশ্ন :** কোনো মাদরাসা বা মক্তবের শিক্ষক বিশেষ প্রয়োজনে অপারগ অবস্থায় মাদরাসা বা মক্তবের কোনো কামরায় পরিবার-পরিজন নিয়ে বসবাস করতে পারবেন কি না?

**উত্তর :** মাদরাসা-মক্তবের পরিচালনা কমিটি নতুবা পরিচালক মাদরাসার নিশ্চিত উপকারার্থে এ ধরনের ব্যবস্থা নিতে পারবে। শিক্ষক-কর্মচারী নিজে নিজে করতে পারবেন না। (১/১২১/৭৮)

📖 البحرالرائق (سعيد) ٥/ ٢٢٧ : والحاصل أن تصرف القاضي في الأوقاف مقيد بالمصلحة لا أنه يتصرف كيف شاء فلو فعل ما يخالف شرط الواقف فإنه لا يصح إلا لمصلحة ظاهرة ولذا قال في الذخيرة وغيرها القاضي إذا قرر فراشا في المسجد بغير شرط الواقف وجعل له معلوما فإنه لا يحل للقاضي ذلك ولا يحل للفراش تناول المعلوم. اهـ

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٤٩٥ : وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه، سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا اهـوهذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم، شرط الواقف كنص الشارع فيجب اتباعه كما صرح به في شرح المجمع للمصنف.

Scanned by CamScanner

## প্রয়াত পরিচালকের সন্তানদের মাদরাসার ফান্ড থেকে সাহায্য করা

**প্রশ্ন :** দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য নিবেদিতপ্রাণ মুহতামীম সাহেবের ইন্তেকালে তাঁর নাবালেগ সন্তান-সন্ততির ব্যয় নির্বাহের জন্য মাদরাসা ফান্ড হতে কোনোরূপ বৃত্তি বা আর্থিক সাহায্য প্রদান করা শরীয়তসম্মত কি না? প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছাত্রদের সাধারণত যে সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয় পৃথক কোনো আর্থিক সাহায্য করা যায় কি না? প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ পরিষদ "মজলিসে শূরা" যদি এ ধরনের প্রস্তাব করে মরহুম মুহতামীম সাহেবের সন্তানদের বার্ষিক/মাসিক/এককালীন কোনো সাহায্য মাদরাসা ফান্ড হতে করতে চায় তা জায়েয হবে কি না?
আমাদের জিজ্ঞাসা, মাদরাসা ফান্ড হতে উক্ত টাকা প্রদান করা জায়েয হবে কি না?

**উত্তর :** ছাত্রদের জন্য দেওয়া কিংবা ছাত্রদের নামে নেওয়া টাকা-পয়সা তাদের জন্যই ব্যয় করতে হবে, অন্যথায় তা খিয়ানত হিসেবে গণ্য হবে। অবশ্য প্রত্যেক ছাত্রের জন্য সমান ব্যয় করা জরুরি নয়। বরং মাদরাসা কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলে কোনো ছাত্রের জন্য বিশেষ কোনো ব্যবস্থাও নিতে পারেন। তবে শর্ত হলো, শিক্ষাগত উন্নতি কিংবা মাদরাসার কোনো কল্যাণে তা করতে হবে।
এ ধরনের বিশেষ ব্যবস্থা নিতে অবশ্যই লক্ষ রাখতে হবে যে সাধারণ মানুষ যেন এটাকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখার সুযোগ না পায়। অন্যথায় এমন ব্যবস্থা নেওয়া ঠিক হবে না। (৫/৩৬৬/৯৪৬)

📖 قواعد الفقه (المكتبة الأشرفية) ص ٣٠ : الأصل أن الأذن المطلق إذا تعرى عن التهمة والخيانة لا يختص بالعرف -

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۲/ ۹۴ : الجواب- تجاوز عن الحدود تو یہ ہے کہ غیر مصرف کو دے دے اور جو لوگ مصرف ہیں ان میں سے بعض کو دینا بعض کو نہ دینا اگر بدون وجہ ترجیح محض اپنی رائے سے بھی ہو تب بھی مضائقہ نہیں اور جب ترجیح کی وجہ ہو تو پھر کوئی شبہ ہی نہیں ہو سکتا۔

## চামড়ার টাকা এক মাদরাসার কথা বলে অন্য মাদরাসায় দিলেও কোরবানী হবে

**প্রশ্ন :** জনৈক ছাত্র তার মাদরাসার নাম বলে তাদের ও তাদের শরীকদার থেকে বলে চামড়া অন্য মাদরাসায় দিয়ে ৩০০ টাকা নিয়েছে। বলছে যে, যদি আমার মাদরাসায় এর কম দিয়ে আমার খোরাকি জারি করা যায় বা অন্য কোথাও আরো টাকা যদি পায় তাহলে চামড়া বিক্রীত ৩০০ টাকা থেকে বাকি টাকা অন্য কাউকে বা কোনো মাদরাসায় দেবে। এখন কথা হলো, ওই ৩০০ টাকা থেকে তার মাদরাসায় ২০০ টাকা দিয়েছে,

Scanned by CamScanner

বাকি ১০০ টাকা অন্য কাউকে দিয়েছে। এতে কোরবানীর মধ্যে কোনো অসুবিধা হবে কি? এবং গোনাহগার হবে কি?

**উত্তর :** যে মাদরাসার জন্য টাকা-পয়সা বা কোনো সামগ্রী সংগৃহীত হয় তা ওই মাদরাসায়ই ব্যয় করতে হয় অন্য কোথাও ব্যয় করা জায়েয নয়। অবশ্য দাতাদের সম্মতিক্রমে এদিক-সেদিক করা যেতে পারে। প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় ওই ছাত্র যদি এসব কাজ দাতাদের সম্মতিক্রমে করে অথবা করার পর তাদের অনুমতি নিয়ে থাকে তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। অন্যথায় বিক্রয়লব্ধ সকল টাকা পূর্বোক্ত মাদরাসায় পৌঁছানো তার ওপর জরুরি। তবে এর দ্বারা কোরবানীর মাঝে কোনো অসুবিধা হবে না। (২/২২১/৪১৪)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٦٠ : (وإن اختلف أحدهما) بأن بنى رجلان مسجدين أو رجل مسجدا ومدرسة ووقف عليهما أوقافا (لا) يجوز له ذلك ـ

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٤٣٧ : لا لو اختلف، أو اختلفت الجهة بأن بنى مدرسة ومسجدا وعين لكل وقفا وفضل من غلة أحدهما لا يبدل شرطه.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٠/ ٢١١ : الجواب۔ جس مدرسہ کیلئے متعین طور پر چندہ وصول کیا ہے جب تک وہ مدرسہ آباد ہو اور اس میں وہ روپیہ خرچ ہو سکتا ہو تو دوسرے مدرسہ میں خرچ کرنا شرعا جائز نہیں کیونکہ جماعت چندہ وصول کنندہ امین ہے جس مدرسہ کے لئے وصول کیا ہے اس میں خرچ کرنا ضروری ہے اور دوسرے مدرسہ میں خرچ کرنا امانت اور دیانت کے خلاف ہے۔

## সরকারি ভূমিতে নির্মিত মসজিদের আশপাশের জায়গা মাদরাসার ভোগদখলে রাখা

**প্রশ্ন :** আমাদের চিকনছড়া বাজারসংলগ্ন একটি সরকারি খাসজমিতে এলাকার মুসলমানগণ মিলে একটি মসজিদ করে বহুদিন যাবৎ নামায পড়ে আসছে। উক্ত জায়গাটি জরিপে মসজিদের নামে উল্লেখ থাকলেও সরকারিভাবে মসজিদের নামে রেজিস্ট্রি করা হয়নি এবং মসজিদসংলগ্ন একটি মাদরাসাও স্থাপিত হয় এবং মাদরাসার পক্ষ থেকে কিছু দোকানঘরও নির্মাণ করা হয়, যার আয় মাদরাসা ভোগ করছে। পার্শ্ববর্তী একটি পুকুর রয়েছে, যা মসজিদ কিংবা মাদরাসা কোনোটার নামেই উল্লেখ নেই। কিন্তু আয় মাদরাসাই ভোগ করছে।

Scanned by CamScanner

এমতাবস্থায় জানার বিষয় হলো,
ক. মসজিদসংলগ্ন দোকানঘর এবং পুকুরের আয় মাদরাসার জন্য ভোগ করা বৈধ হবে কি না?
খ. উক্ত স্থানে নির্মিত মাদরাসার ঘরগুলো নির্মাণ করা বৈধ হয়েছে কি না?

উত্তর :
ক. মসজিদসংলগ্ন জায়গা ও পুকুরে সরকার কর্তৃক মসজিদের জন্য অনুমোদিত হলে জায়গার ভাড়া মসজিদকে আদায় করার শর্তে মাদরাসা ভোগ করতে পারে।
খ. উক্ত জায়গা মসজিদের জন্য বরাদ্দকৃত না হওয়া অবস্থায় মাদরাসা নির্মাণ সরকারি অনুমোদন সাপেক্ষে বৈধ এবং মসজিদের উন্নয়নের জন্য হলে মসজিদকে ভাড়া আদায়ের শর্তে বৈধ। (৪/২৬৭/২৭৪)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٥/ ٢٥٥ : وفي الخانية طريق للعامة وهي واسعة فبنى فيه أهل المحلة مسجدا للعامة ولا يضر ذلك بالطريق قالوا لا بأس به وهكذا روي عن أبي حنيفة ومحمد لأن الطريق للمسلمين والمسجد لهم أيضا -

📖 الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٩٤ : وفي الوهبانية ولو وقف السلطان من بيت مالنا لمصلحة عمت يجوز ويؤجر.

📖 کفایت المفتی (امدادیہ) ۷ / ۴۴ : سرکاری زمین پر بدون اجازت مسجد یا نماز کا چبوترہ بنالینا ناجائز ہے اور اجازت کے بعد بنالینے میں کوئی حرج نہیں اگر وہ زمین مسلمانوں کو مسجد یا چبوترہ بنانے کے لئے سرکار ہبہ کردے جب تو وہ شرعاً صحیح مسجد ہو جائے گی اور اس میں مسجد کا پورا ثواب ملے گا۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۷ / ۲۱۸ : الجواب - مسجد کے قریب کچھ جگہ عامۃ مصالح مسجد کیلئے خالی چھوڑ دی جاتی تھی ایسا ہی حال اس جگہ کا معلوم ہوتا ہے خاص کر جب کہ کوئی اس کی ملکیت کا مدعی بھی نہیں تو ایسی حالت میں اس جگہ مصالح مسجد کیلئے متفقہ رائے سے دکانیں وغیرہ بنوادینا شرعاً درست ہوا۔

## হীলা করে যাকাতের টাকা সাধারণ ফান্ডে খরচ করা

প্রশ্ন : মুহতামীম সাহেব যাকাত ফান্ডের টাকায় কোনো ধরনের হীলা অবলম্বন করে বিশেষ প্রয়োজনের খাতিরে মাদরাসার সাধারণ ফান্ডের কাজে ব্যয় করতে পারবে কি না? যদি পারে তাহলে তার শরয়ী পদ্ধতি কী?

Scanned by CamScanner

**উত্তর :** একেবারে উপায়হীন অবস্থায় মাদরাসার যাকাত ফান্ডের টাকা শরীয়তসম্মত পন্থায় হীলা অবলম্বন করে মাদরাসার সাধারণ ফান্ডের কাজে ব্যয় করার অনুমতি আছে। আর তার একটি পদ্ধতি হলো, কোনো গরিব তালিবে ইলমকে বলা হবে যে তুমি এই পরিমাণ টাকা কর্জ করে মাদরাসায় দান করো, আল্লাহ তা'আলা তোমার কর্জ পরিশোধ করার ব্যবস্থা করে দেবেন। অতঃপর সে মাদরাসায় দান করলে তাকে ওই পরিমাণ টাকা যাকাত ফান্ড থেকে দিয়ে তার কর্জ পরিশোধ করার ব্যবস্থা করে দেবে। (১৯/৮০৫/৮৪৬৬)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ / ٤٧٣ : وكذلك من عليه الزكاة لو أراد صرفها إلى بناء المسجد أو القنطرة لا يجوز، فإن أراد الحيلة فالحيلة أن يتصدق به المتولي على الفقراء، ثم الفقراء يدفعونه إلى المتولي ثم المتولي يصرف إلى ذلك، كذا في الذخيرة.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٧/ ١٣٣- ١٣٤ : کسی مستحق زکوٰۃ سے کہا جائے کہ ہمارے مدرسہ میں تعمیر یا تنخواہ یا خریداریٔ مال وکتب وغیرہ کی ضرورت ہے، پیسہ موجود نہیں ہے، تم مدرسہ کی امداد کردو، وہ کہیگا کہ میں خود ہی غریب مستحق زکوٰۃ ہوں میرے پاس پیسہ نہیں میں کہاں سے دونگا اس سے کہا جائیگا تم کسی سے مثلا زید سے قرض لیکر دیدو، اللہ تعالی تمہارا قرض ادا کردیگا اس کی ذات سے امید ہے، وہ شخص زید سے قرض لا کر مدرسہ میں دیدے، اس سے تنخواہ، تعمیر وغیرہ کی ضرورت پوری کرلی جائے پھر اس کو مذکورہ رقم دی جائے، جس سے وہ قرض ادا کردے۔

## লিল্লাহ ফান্ড থেকে উস্তাদের খানা ও বাবুর্চির বেতন প্রদান

**প্রশ্ন :** আমাদের প্রতিষ্ঠানে কিছুসংখ্যক ছাত্র টাকা দিয়ে খানা খায় আর এতিম ও গরিব ছাত্ররা এবং তিনজন উস্তাদ বিনিময় ব্যতীত খানা খেয়ে থাকেন। আমাদের জিজ্ঞাসা হলো,

১. লিল্লাহ বোর্ডিং থেকে উস্তাদগণকে এভাবে খাবার প্রদান করা জায়েয কি না?

২. যে ছাত্রগণ টাকা দিয়ে খানা খায় গড় হিসাবে খরচের পর কিছু উদ্বৃত্ত থাকলে তা জেনারেল ফান্ডে জমা করা যাবে কি না?

৩. বাবুর্চির বেতন লিল্লাহ ফান্ড থেকে প্রদান করা যাবে কি না?

উল্লেখ্য, সকল ছাত্রের খাবার একই হাঁড়িতে ও একই ধরনের রান্না হয়ে থাকে। উপরোক্ত সমস্যাগুলোর সমাধান চাই।

Scanned by CamScanner

**উত্তর :** ১, ৩. শরীয়তের দৃষ্টিতে যাকাতের অর্থ যাকাত খাওয়ার উপযোগীদের ব্যক্তিমালিকানায় দিয়ে দেওয়া যাকাত আদায় হওয়ার পূর্বশর্ত। সুতরাং সরাসরি যাকাতের অর্থ থেকে শিক্ষকদের খাবার দেওয়া যাবে না। আর বাবুর্চির বেতন হিসাব করে গরিব ছাত্রদের অংশের বেতন যাকাত ফান্ড থেকে দেওয়া যাবে। তবে ছাত্রদের পক্ষ থেকে খাওয়াদাওয়া ও অন্যান্য শিক্ষাবিষয়ক খরচের জন্য পূর্ণ অধিকার দিয়ে একজন উকিল নির্ধারণ করা হলে আর সেই উকিল যদি তাদের ওকালতনামার পরিপ্রেক্ষিতে যাকাতের একটি নির্দিষ্ট অংকের টাকা গ্রহণ করে তা ছাত্রদের ব্যক্তিমালিকানার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। অতঃপর সেই টাকা থেকে তাদের খাওয়াদাওয়া এবং শিক্ষক-বাবুর্চির বেতন দেওয়া হলে তা যাকাতের অর্থ থেকে দেওয়া হয়েছে বলে গণ্য হবে না। এমতাবস্থায় সর্বপ্রকারের ছাত্র-শিক্ষকের খানা একই হাঁড়িতে পাকাতে কোনো অসুবিধা হবে না। (৭/১৭৮/১৫৭৭)

📖 الدر المختار (سعيد) ٢/ ٣٤٤ : ويشترط أن يكون الصرف (تمليكا) لا إباحة كما مر (قوله: تمليكا) فلا يكفي فيها الإطعام إلا بطريق التمليك ولو أطعمه عنده ناويا الزكاة لا تكفي -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ١٩٠ : ولو نوى الزكاة بما يدفع المعلم إلى الخليفة، ولم يستأجره إن كان الخليفة بحال لو لم يدفعه يعلم الصبيان أيضا أجزأه، وإلا فلا، وكذا ما يدفعه إلى الخدم من الرجال والنساء في الأعياد وغيرها بنية الزكاة كذا في معراج الدراية -

📖 الدر المختار ٥/ ٥١٤ : (وشرط) الموكل (عدم تعلق الحقوق به) أي بالوكيل (لغو) باطل جوهرة (والملك يثبت للموكل ابتداء) في الأصح -

📖 احسن الفتاوی ١٠ / ٤٤٣ : باورچی کی تنخواہ کے جواز کی وجہ توکیل متہم نہیں بلکہ وجہ یہ ہے کہ طعام تیار کرنے پر ہر قسم کے مصارف طعام کی قیمت میں داخل ہیں، آٹا، سالن، مرچ مصالحہ اور پکانے کی اجرت وغیرہ سب کے مجموعہ سے طعام کی قیمت تعین ہوتی ہے۔

২. উক্ত উদ্বৃত্ত টাকা জেনারেল ফান্ডে জমা করা যাবে। যদি কোনো ছাত্র পূর্ণ মাস না খায় তবে পুরো টাকা দিয়ে থাকে তাহলে তার সাথে পূর্ণ মাস খাওয়া না খাওয়া উভয় অবস্থাতেই পুরো খোরাকি দেওয়ার চুক্তি করে নেওয়া ভালো। অন্যথায় যত দিন খানা খাবে না তার অনুমতি ছাড়া তত দিনের টাকা জেনারেল ফান্ডে জমা করা যাবে না।

📖 شرح معاني الآثار (عالم الكتب) ٤/ ٩٠ (٥٨٤٩) : كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما، أو حرم حلالا» -

Scanned by CamScanner

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۳/ ۴۰۳ : الجواب-اس تاویل سے یہ سب جائز ہے کہ معنی عقد کے یہ کہے جاویں گے کہ اگر اتنا کام کریں گے تب بھی اس قدر اجرت لیں گے اور اگر اس سے کم کریں گے تب بھی اسی قدر اجرت لیں گے۔

## ধনী-গরিব ছাত্রের খানা এক পাতিলে রান্না করা

**প্রশ্ন :** আমাদের কওমী মাদরাসাতে ধনী ও গরিব ছাত্ররা একত্রে এক বোর্ডিংয়ে এক পাতিলের রান্না খাওয়াদাওয়া করছে। ধনী-গরিব একই সঙ্গে খেতে পারবে কি না?

**উত্তর :** যাকাতের টাকা গরিব ছাত্রদের সরাসরি বা ওকালতের মাধ্যমে নির্দিষ্ট উকিলের মধ্যস্থতায় মালিকানায় দেওয়া জরুরি। এমতাবস্থায় তা নিজে বা স্বীয় উকিলের মাধ্যমে গ্রহণকরত খানা বাবদ বোর্ডিং ফান্ডে জমা করার পর ছাত্রদের নির্ধারিত খানা প্রদানের শর্তে বোর্ডিং কর্তৃপক্ষ এ টাকা দিয়ে যৌথ খানার ব্যবস্থা করতে পারে। এ পদ্ধতি অবলম্বন না করে যৌথভাবে রান্না করে খানা খাওয়ানো শরীয়তসম্মত নয়। (৬/৪৮৫/১২৯১)

📖 الدر المختار (سعيد) ٢/ ٣٤٤ : ويشترط أن يكون الصرف (تمليكا) لا إباحة كما مر (قوله: تمليكا) فلا يكفي فيها الإطعام إلا بطريق التمليك ولو أطعمه عنده ناويا الزكاة لا تكفي -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٢/ ٢١٢ : جن رقوم (زکوۃ صدقہ الفطر قیمت چرم قربانی نذر کفارہ یمین صوم وغیرہ) میں تملیک ضروری ہے ان کو تعمیر یا تنخواہ میں براہ راست صرف کرنا جائز نہیں ایسا کرنے سے واجب ادا نہ ہوگا غریب طلباء پر بصورت لباس طعام وغیرہ تملیکا صرف کرنا ضروری ہے۔

## যাকাত ও চামড়া বিক্রীত টাকা দিয়ে বেতন দেওয়ার পদ্ধতি

**প্রশ্ন :** আমাদের এলাকায় একটি মাদরাসা আছে, যার আর্থিক অবস্থা তেমন ভালো নয়। জেনারেল ফান্ড প্রায় শূন্য থাকে। শুধু লিল্লাহ বোর্ডিংয়ে যে সমস্ত টাকা থাকে তা যাকাত এবং কোরবানীর চামড়ার টাকা। জানার বিষয় হলো, উক্ত টাকা দ্বারা মাদরাসার শিক্ষকদের বেতন কোনোভাবে দেওয়া যাবে কি না? পারলে তার পদ্ধতি কী?

**উত্তর :** ওয়াজিব সদকা ও যাকাতের মূলত হকদার ফকির-মিসকীন। তাই মাদরাসার গরিব ছাত্রদেরকে যাকাত প্রদান করা সর্বাধিক উত্তম। তবে কোনো মাদরাসাওয়ালার

Scanned by CamScanner

জন্য নিরুপায় অবস্থায় যাকাত ফান্ড হতে নিম্নে বর্ণিত অবস্থায় বা হীলার মাধ্যমে শিক্ষকদের বেতনসহ অন্যান্য খাতে খরচ করার সুযোগ রয়েছে :

এক. উপযুক্ত কোনো বালেগ ছাত্রকে বলা যে, তুমি মাদরাসায় দান হিসেবে কিছু আর্থিক সহযোগিতা করো। নিজের কাছে টাকা না থাকলে অন্য কারো থেকে কর্জ নাও, আমি তোমার কর্জ পরিশোধ করার ব্যবস্থা করব। এমতাবস্থায় সে যে পরিমাণ টাকা ঋণ করে দান করবে যাকাত ফান্ড হতে তাকে সে পরিমাণ টাকা দেওয়া হবে। অতঃপর সে ওই টাকা দিয়ে কর্জ পরিশোধ করবে।

দুই. মাদরাসার যাকাত ফান্ড হতে গরিব ছাত্রদের মাসিক ভাতা দেবে। অন্যদিকে তাদের খাওয়াদাওয়া, থাকা ও শিক্ষা বাবদ তাদের মাসিক ফি নির্ধারণ করবে, তারা ভাতার মাধ্যমে উক্ত ফি আদায় করবে। ওই ফি দ্বারা শিক্ষকদের বেতন আদায় করবে। (১৮/৫৯৬)

🕮 الدرالمختار مع الرد (سعيد )٢ /٣٤٤ : ويشترط أن يكون الصرف (تمليكا) لا إباحة كما مر (لا) يصرف (إلى بناء) نحو (مسجد و) لا إلى (كفن ميت وقضاء دينه) أما دين الحي الفقير فيجوز لو بأمره، ولو أذن فمات فإطلاق الكتاب يفيد عدم الجواز وهو الوجه نهر (و) لا إلى (ثمن ما) أي قن (يعتق) لعدم التمليك وهو الركن. وقدمنا لأن الحيلة أن يتصدق على الفقير ثم يأمره بفعل هذه الأشياء -

🕮 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ /٤٧٣ : فإن أراد الحيلة فالحيلة أن يتصدق به المتولي على الفقراء، ثم الفقراء يدفعونه إلى المتولي ثم المتولي يصرف إلى ذلك-

🕮 فتاوی رحیمیه (دار الاشاعت) ۵ /۱۵۴ : زکوۃ کے اصل حقدار فقراء ومساکین ہیں مدارس میں للہ رقم دینی چاہئے غریب طلبہ کو دینا افضل ہے، لیکن عام طور پر لوگ مدارس میں زکوۃ کی رقم دیتے ہیں اگر مہتمم قبول نہ کرے تو مدرسہ چلانا اور مدرسین کی تنخواہ دینا مشکل ہو جاتا ہے اس لئے ایسی مجبوری کی صورت میں بقدر ضرورت زکوۃ کی رقم لے کر شرعی حیلہ کرکے مدرسین کی تنخواہ میں دینے کی گنجائش ہے۔

## যাকাতের টাকায় মাদরাসা পরিচালনার রূপরেখা

**প্রশ্ন :** কল্যাণপুর জামিয়া দ্বীনিয়া ইসলামিয়া (মাদরাসা ও এতিমখানা)-এর যাকাত ফান্ডের গচ্ছিত টাকা যাকাত প্রাপ্তির উপযুক্ত ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করে তাদের থাকা-খাওয়া, বোর্ডিং ও টিচিং খাতে ব্যয়ের লক্ষ্যে উক্ত টাকা মাদরাসার দান তহবিলে

Scanned by CamScanner

স্থানান্তরের শরয়ী বিধান সম্পর্কে আপনার সদয় পরামর্শ কামনা করছি। উল্লেখ্য, অত্র মাদরাসার দান তহবিলের অর্থ সংগ্রহ সার্বিক ব্যয়ের তুলনায় অপ্রতুল।

**উত্তর :** মাদরাসার যাকাত ফান্ডের টাকা যাকাতের উপযুক্ত ছাত্রদের খাওয়াদাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছেদের জন্যই ব্যয় করতে হবে। অন্যত্র ব্যয় করা বৈধ নয়। তবে প্রশ্নোক্ত খাতে একান্ত প্রয়োজনে যাকাত ফান্ডের টাকা প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে মাদরাসার দান তহবিলে ছাত্রদের প্রয়োজনার্থে স্থানান্তর করে তাদেরই প্রয়োজনে ব্যয় করতে পারবে। (১৭/৯০২/৭৩৮০)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ / ٤٧٣ : وكذلك من عليه الزكاة لو أراد صرفها إلى بناء المسجد أو القنطرة لا يجوز، فإن أراد الحيلة فالحيلة أن يتصدق به المتولي على الفقراء، ثم الفقراء يدفعونه إلى المتولي ثم المتولي يصرف إلى ذلك، كذا في الذخيرة.

## যাকাতের টাকায় হীলা করা বেতন ও ঋণ দেওয়ার হুকুম

**প্রশ্ন :**

১. কোনো মাদরাসায় যদি শিক্ষক ও কর্মচারীবৃন্দের ৭-৮ মাসের বেতন বাকি থাকে এবং মাদরাসার অন্য কোনো ফান্ডে টাকা না থাকে তাহলে আগামী রমাজান মাসে আদায়কৃত যাকাতের টাকা হীলা করে শিক্ষক ও কর্মচারীদের বকেয়া বেতন পরিশোধ করা জায়েয হবে কি না?

২. হীলা করার জায়েয তরীকা কী? কখন হীলা করা জায়েয?

৩. মাদরাসার রসিদ মূলে আদায়কৃত যাকাতের টাকা কোনো ধনী বা গরিব শিক্ষককে ঋণ দেওয়া দুরস্ত কি না? ওই শিক্ষক মাদরাসার কাছ থেকে ৫-৬ মাসের বেতন পাওনা আছেন।

৪. মাদরাসার রসিদ মূলে আদায়কৃত যাকাতের টাকা রমাজান মাসে নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় না করলে যাকাতদাতা ৭০ ফরয আদায়ের সাওয়াব পাবে কি না?

**উত্তর :** ১, ২. যাকাতের টাকা শরীয়ত কর্তৃক বর্ণিত তার নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করা জরুরি। নির্দিষ্ট খাতে যাকাতের টাকা ব্যয় না করে অন্য খাতে ব্যয় একান্ত প্রয়োজন হলেও শরীয়তসম্মত পদ্ধতি মতে হীলার মাধ্যমে জায়েয হবে, অন্যথায় জায়েয হবে না।

যাকাতের টাকা হতে মাদরাসার শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা একেবারে অপারগতার ক্ষেত্রে নিম্ন বর্ণিত পদ্ধতি অবলম্বনে দেওয়া যেতে পারে।

Scanned by CamScanner

যেমন—কোনো বিশ্বস্ত গরিব ছাত্রকে মাদরাসার জেনারেল ফান্ডে কর্জ করে হলেও দান করার জন্য উৎসাহিত করবে এবং তার কর্জ পরিশোধ করিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেবে। অতঃপর সে কর্জ করে হলেও জেনারেল ফান্ডে দান করার পর যাকাত ফান্ডের টাকা তাকে দিয়ে তার কর্জ আদায় করার ব্যবস্থা করবে। এ ক্ষেত্রে যাকাতও আদায় হয়ে যাবে এবং জেনারেল ফান্ডের টাকা হতে শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতাও প্রদান করা যাবে। উল্লেখ্য, অপারগতা ও নেহায়েত জরুরত ব্যতীত হীলা করাও নিষেধ। (৯/৭০৪/২৮৪৩)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ / ٤٧٣ : وكذلك من عليه الزكاة لو أراد صرفها إلى بناء المسجد أو القنطرة لا يجوز، فإن أراد الحيلة فالحيلة أن يتصدق به المتولي على الفقراء، ثم الفقراء يدفعونه إلى المتولي ثم المتولي يصرف إلى ذلك، كذا في الذخيرة.

📖 الدرالمختار مع الرد (سعيد )٢ /٣٤٤ : ويشترط أن يكون الصرف (تمليكا) لا إباحة كما مر (لا) يصرف (إلى بناء) نحو (مسجد و) لا إلى (كفن ميت وقضاء دينه) أما دين الحي الفقير فيجوز لو بأمره، ولو أذن فمات فإطلاق الكتاب يفيد عدم الجواز وهو الوجه نهر (و) لا إلى (ثمن ما) أي قن (يعتق) لعدم التمليك وهو الركن. وقدمنا لأن الحيلة أن يتصدق على الفقير ثم يأمره بفعل هذه الأشياء -

📖 کفایت المفتی (امدادیہ) ۴/ ۲۸۲ : جواب- ہاں، سخت ضرورت کی حالت میں اس طرح حیلہ کرکے زکوۃ کی رقم مسجد میں خرچ کرنا جائز ہے کہ کسی مستحق زکوۃ کو وہ رقم بطور تملیک دیدی جائے اور وہ قبضہ کرکے اپنی طرف سے مسجد میں لگادے یا کسی اور کام میں خرچ کردے جس میں براہ راست زکوۃ خرچ نہ کی جاسکتی ہو۔

৩. মাদরাসার টাকা সাধারণ অবস্থায় কাউকে ঋণ দেওয়ার অনুমতি নেই। তবে মাদরাসার স্বার্থের কথা বিবেচনা করে প্রয়োজনে কোনো শিক্ষককে যাকাত খাত হতে কর্জ দেওয়া যেতে পারে।

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲/ ۱۷ : الجواب- باذن معطین درست ہے، کیونکہ اموال مذکورہ ہنوز ان کے ملک سے خارج نہیں ہوئے، رہی یہ بات کہ صورت مسئولہ میں اذن معطین دلالۃ ہے یا نہیں یہ ایک واقعہ ہے اور ظاہر یہ ہے کہ اذن ہے کیونکہ جب چندہ دینے والے چندہ دیتے ہیں تو عادت یہی ہے کہ وہ اس سے اپنا تعلق تصرف منقطع کردیتے اور متولی کو ہر مناسب تصرف کا اختیار دیدیتے ہیں اس لئے صورت مسئولہ میں تصرف مذکور جائز ہے۔

Scanned by CamScanner

৪. মাদরাসার ফান্ডে যাকাতের টাকা জমা করে দিলেই যাকাত আদায় হয়ে যায় বিধায় যাকাতদাতা রমাজান মাসে মাদরাসার ফান্ডে যাকাত দিলে ৭০ ফরয আদায়ের সাওয়াব পাবে।

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٢/٤٤ : ولما حصل في يد الإمام حصلت الصدقة مؤداة حتى لو هلك المال في يده تسقط الزكاة عن صاحبها۔

📖 فتاوى قاضيخان (أشرفيه) ١/ ١٢٨ : وإذا دفع الزكاة الى فقير لا يتم الدفع مالم يقبضها الفقير اومن له ولاية على الفقير۔

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ۴/ ٧٦ :موجودہ دور میں مدارس کے مہتممین کی حیثیت عاملین زکوۃ کی سی ہے جب کوئی شخص ان کو زکوۃ ادا کرے تو اس کی زکوۃ اسی وقت سے ادا ہو جائیگی البتہ مہتممین کیلئے لازم ہے کہ وہ زکوۃ کو اپنے ذاتی مصارف میں خرچ نہ کریں بلکہ طلبۂ علوم دینیہ پر خرچ کریں اور غیر ضروری مصارف سے احتیاط لازمی ہے۔

## হীলার একটি সহীহ পদ্ধতি

**প্রশ্ন :** একটি কওমী মাদরাসার সাধারণ ফান্ড খুবই দুর্বল। শিক্ষকদের বেতন দেওয়া খুবই কষ্টকর। তাই নিম্নে বর্ণিত নিয়মে সদকা ফান্ডের টাকা সাধারণ ফান্ডে খরচ করা যাবে কি না?

ভর্তির সময় গরিব ছাত্ররা এবং তাদের অভিভাবক মুহতামীম সাহেব বরাবর এ মর্মে লিখিত আবেদন করল যে,

*আমি একজন গরিব ছাত্র। নিজ খরচে লেখাপড়া করার শক্তি নেই, তাই মাদরাসার যাকাত ফান্ড থেকে আমার খরচাদি বহন করতে মর্জি হয়। আমার পক্ষ থেকে আপনি যে কারো নিকট থেকে সদকা-যাকাত গ্রহণ করতে পারবেন। অতঃপর আমার ও মাদরাসার যেকোনো কাজে খরচ করার জন্য আপনাকে আমি উকিল ও কফিল বানালাম।*

**উত্তর :** প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে যাকাতের টাকা মাদরাসার জেনারেল ফান্ডে জমা করে ছাত্রদের প্রয়োজনাদি ও তাদের অনুমোদিত সকল ফান্ডে ব্যয় করা যদিও জায়েয হবে, কিন্তু এতে এমন কিছু শর্ত রয়েছে, যা পালন করা অসম্ভব। যথা–ছাত্রদের মাথাপিছু যাকাতের নিসাব পরিমাণ টাকা জমা হয়ে গেলে তাদের নামে অতিরিক্ত যাকাতের টাকা গ্রহণ করা জায়েয না হওয়া এবং উক্ত টাকার ওপর বছর অতিবাহিত হলে তার যাকাত আদায় করা জরুরি ইত্যাদি। তাই ফুকাহায়ে কেরাম এ সকল অবস্থায় অন্য একটি পদ্ধতির কথা বলেছেন, যা নিম্নরূপ :

Scanned by CamScanner

কোনো গরিব ছাত্রকে কর্জ করে মাদরাসার জেনারেল ফান্ডে দান করতে উদ্বুদ্ধ করবে এবং কর্জ পরিশোধ করিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেবে। অতঃপর সে কর্জ করে জেনারেল ফান্ডে দান করার পর যাকাতের টাকা দিয়ে তার কর্জ পরিশোধ করে দেওয়া হবে। এভাবে যাকাতদাতার যাকাতও আদায় হয়ে যাবে আর বেতন-ভাতাসহ মাদরাসার অন্যান্য সকল খাতেও ব্যয় করা যাবে।

উল্লেখ্য, নেহায়েত অপারগতা ছাড়া এ ধরনের হীলা করাও জায়েয হবে না। (৯/৮৯৮/২৯১০)

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ١/ ٢٤٣ : ولو دفع قوم زكاة أموالهم إلى من يأخذ الزكاة لفقير فاجتمع عند الأخذ اكثر مأتى درهم، قالوا كل من أعطى زكاته قبل أن يبلغ ما فى يد الآخذ مأتى درهم جازت زكاته ومن أعطى بعد ما اجتمع عند الأخذ مائتا درهم لا يجور إلا أن يكون الفقير مديونا هذا إذا كان الآخذ أخذ الأموال بأمر الفقير -

📖 فتاوى قاضيخان (أشرفيه) ١/ ١٢٨ : وإذا دفع الزكاة الى فقير لايتم الدفع مالم يقبضها الفقير اومن له ولاية على الفقير -

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ٢/٢٨٤ : فأما الفقير البالغ فلا يقع القبض له إلا بتوكيله -

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٢٦٩ : قلت: وهذا إذا كان الفقير واحدا، فلو كانوا متعددين لا بد أن يبلغ لكل واحد نصابا لأن ما في يد الوكيل مشترك بينهم-

📖 احسن الفتاوى (سعید) ۱/ ۴۳۳ : تملیک کی صحیح صورت یہ کہ کوئی فقیر مہتمم کی ضمانت پر قرض لے کر مدرسہ کو عطیہ دے اور مہتمم مدزکوۃ سے اس کا قرض ادا کردے عام طور پر جو حیلہ مروج ہے وہ صحیح نہیں۔

## যাকাতের টাকা তামলীক করে ব্যয় করাই নিরাপদ

**প্রশ্ন :** আমাদের একটি দ্বীনি প্রতিষ্ঠান আছে। যাতে এতিম-গরিব ছাত্রদের জন্য লিল্লাহ ফান্ড ও বোর্ডিং আছে। তাদের জন্য ফ্রি খাওয়া দেওয়া হয়। তারা সবাই যাকাত খাওয়ার যোগ্য। এমতাবস্থায় মাদরাসা কর্তৃপক্ষ এতিম-গরিব ছাত্রদের তথা লিল্লাহ বোর্ডিংয়ের জন্য যাকাত ফান্ডের আয় কম হওয়ায় সাধারণ ফান্ড থেকে ভর্তুকি দিতে হয়। কর্তৃপক্ষ যখন যাকাত বা কোরবানীর টাকা আদায় করে, তখন তাদের নিয়্যাতেই

Scanned by CamScanner

গ্রহণ এবং তাদের জন্য ব্যয় করে। এমতাবস্থায় আলাদাভাবে তামলীক করতে হবে? না আদায় ও ব্যয়ের মাধ্যমেই তাদের যাকাত আদায় হয়ে যাবে?

**উত্তর :** গরিব-মিসকিনদের নিয়্যাতে যাকাত, ফিতরা ও কোরবানীর চামড়া উসুল করা হলে সে টাকা তামলীক করতে হবে না বলে মুফতীয়ানে কেরামের ফাতওয়া আছে এবং এর বিপরীতেও ফাতওয়া আছে। তাই উত্তম পদ্ধতি হলো, তামলীকের মাধ্যমে খরচ করা। প্রথাভিত্তিক তামলীক না করে বাস্তব তামলীক করাই নিরাপদ। এ পদ্ধতি লিখে বোঝানো থেকে মৌখিক বোঝানো সহজ হবে। তাই কোনো সময় দুজন আলেম এসে বুঝে নেবেন। (৮/১৮৪/২০৫৩)

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص ۸۹۲ : حضرت گنگوہیؒ کے اس مدلل فتوی اور حضرت مولٰنا خلیل احمد قدس اللہ سرہ کی تحقیق اور اس پر حضرت حکیم الامتؒ کی تسلیم و تصدیق کے بعد مسئلہ میں تو کوئی اشکال نہیں رہا تاہم احقر نے جب پاکستان آنے کے بعد کراچی میں دار العلوم قائم کیا تو احتیاطا یہ صورت اختیار کی کہ جن طلبہ کو دار العلوم میں داخلہ دیا جاتا ہے ان کے داخلہ فارم پر یہ توکیل کا مضمون ہر طالب علم کی طرف سے برائے مہتمم مدرسہ یا جن کو وہ مامور کرے طبع کر دیا گیا ہے اور ہر داخل ہونے والا طالب علم باقاعدہ مہتمم مدرسہ کو اپنی طرف سے زکوۃ وصول کرنے کا بھی وکیل بناتا ہے اور عام فقراء کی ضرورتوں پر خرچ کرنے کا بھی اس طرح مہتمم مدرسہ ہر سال داخل ہونے والے متعین طلباء کا وکیل ہوتا ہے اور ان کی طرف سے تمام مصارف طلباء پر خرچ کرنے کا مجاز اس طرح مجہول الکمیت والذات ہونے کا شبہ بھی باقی نہیں رہتا۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۳/ ۴۱ : اگر ارباب مدرسہ کو طلبہ کا وکیل تسلیم کرلیا جائے تو یہ شبہ ہی وارد نہیں ہوتا کیونکہ اس کا قبضہ طلبہ کا قبضہ ہے اگر اصحاب اموال کا وکیل مانا جائے تو نفس الامر میں زکوۃ اس وقت ادا ہو گی جب کہ طلبہ پر تقسیم ہو جائے گی۔

## হীলার একটি ভুল পদ্ধতি ও যাকাতের টাকা সাধারণ ফান্ডে স্থানান্তর

**প্রশ্ন :** ১. আমাদের মাদরাসায় যাকাত ও কোরবানীর চামড়ার সব টাকা সাথে সাথে একজন গরিব ছাত্রকে দিয়ে দেওয়া হয়। আবার ছাত্র টাকা হাতে পেয়ে পুনরায় মাদরাসায় দিয়ে দেয়। তামলীকের উল্লিখিত পদ্ধতি জায়েয কি না?

২. লিল্লাহ বোর্ডিং ফান্ড থেকে পৃথক করে চামড়ার টাকা মাদরাসার সাধারণ ফান্ডে দিলে কোরবানীর চামড়ার টাকা ও যাকাত আদায় হবে কি না? এবং তারা গোনাগার হবে কি না?

Scanned by CamScanner

৩. মসজিদ ও মাদরাসা কমিটি যদি খেয়ানতকারী হয়। সে ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কী?

**উত্তর :** ১. প্রশ্নে উল্লিখিত পদ্ধতি সঠিক ও শরীয়তসম্মত নয়। সঠিক পদ্ধতি হলো, কোনো গরিব ছাত্রকে ঋণ করে মাদরাসায় দান করে দেওয়ার প্রতি উৎসাহিত ও ব্যবস্থা করা এবং সে দান করে দেওয়ার পর উক্ত ঋণ পরিশোধ করার জন্য তার মালিকানায় যাকাতের টাকা দিয়ে দেওয়া।

২. যে পরিমাণ টাকা জেনেশুনে তামলীকবিহীন অন্য খাতে ব্যবহার হয়েছে তার জন্য পরিচালনামণ্ডলী দায়ী ও গোনাহগার হবে এবং এ পরিমাণ অর্থের যাকাতও আদায় হবে না। হ্যাঁ, প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ গরিব ছাত্রদের পক্ষ থেকে যাকাতের অর্থ গ্রহণ করার অনুমতি নিয়ে থাকলে সে ক্ষেত্রে দাতাদের যাকাত আদায় হয়ে গেলেও ভিন্ন খাতে বিনিয়োগকারীগণ মারাত্মক গোনাহগার হবেন।

৩. মসজিদ-মাদরাসা পরিচালনা কমিটির ব্যাপারে প্রমাণ ছাড়া খেয়ানতের অপবাদ দেওয়া মারাত্মক গোনাহ। তবে প্রমাণিত হলে কমিটি ভেঙে আমানতদার, দায়িত্বশীল ও পরহেজগার ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে নতুন কমিটি নির্বাচন এলাকাবাসীর ঈমানী দায়িত্ব। (১৫/৭৬৪/৬২২৫)

📖 تبيين الحقائق (المطبعة الكبرى) ١/ ٣٠٠ : لا يجوز أن يبنى بالزكاة المسجد لأن التمليك شرط فيها ولم يوجد وكذا لا يبنى بها القناطر والسقايات وإصلاح الطرقات وكري الأنهار والحج والجهاد وكل ما لا تمليك فيه -

📖 الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٣٤٤ : ويشترط أن يكون الصرف (تمليكا) لا إباحة كما مر (لا) يصرف (إلى بناء) نحو (مسجد و) لا إلى (كفن ميت وقضاء دينه) -

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢/ ٣٤٤ : (قوله: نحو مسجد) كبناء القناطر والسقايات وإصلاح الطرقات وكري الأنهار والحج والجهاد وكل ما لا تمليك فيه زيلعي -

📖 كفايت المفتى (امداديه) ۴ / ۲۸۵ : الجواب-زكوة كا روپيه غريب ومسكين طالب علموں كے كھانے يا كپڑے اور سامان تعليم پر بطور تمليك طلبہ كو دينے كيلئے خرچ كيا جاسكتا ہے مدرسين وملازمين كى تنخواہوں يا تعميرات ميں خرچ نہيں ہو سكتا ہے۔

📖 فيه ايضا ۴ / ۲۶۰ : الجواب- (۲) اگر عرف مخلوط كر دينے مہتمم كا مختلف مدات كى رقوم كو نہ ہو گا تو يہ فعل مہتمم كا ناجائز وموجب ضمان ہو گا اور اگر عرف ہو گا تو يہ فعل م مہتمم كا جائز ہو گا اور موجب ضمان نہ ہو گا بشرطيكہ ان مختلف مدات كى رقوم كے مالكين كو بھى علم اس عرف

Scanned by CamScanner

پر ہوگا اور اس جواز کی صورت میں م مہتمم بمقدار رقم ہر مالک مؤکل رقوم مخلوطہ میں سے لیکر اس کے مصرف معین پر صرف کردیگا تو زکوۃ دہندہ کی زکوۃ ادا نہ ہو جائیگی اور مسجد تعمیر کنندہ کی طرف سے مسجد تعمیر ہو جائے گی اور اگر م مہتمم زکوۃ کی رقم جان کر غیر مصرف میں خرچ کردے گا اور زکوۃ دہندہ کو خبر نہ ہو گی تو اس کا مؤاخذہ اُخروی م مہتمم پر ہوگا لیکن زکوۃ ادا ہو جائے گی اور اگر زکوۃ دہندہ کو خبر ہو جائے گی تو اس کو یہ حق نہ ہوگا کہ م مہتمم سے اپنی رقم تلف شدہ کی ضمان لیکر زکوۃ ادا کرے۔

## যাকাতের টাকা সাধারণ ফান্ডে স্থানান্তর করার পদ্ধতি

**প্রশ্ন :** আমাদের দেশে সাধারণত দ্বীনি মাদরাসাগুলো আর্থিক ক্ষেত্রে যাকাত, সদকা, ফিতরা, কোরবানীর চামড়া ইত্যাদি লিল্লাহ ফান্ডের দানের ওপরই অধিক নির্ভরশীল। লিল্লাহ ফান্ডের তুলনায় সাধারণ ফান্ডে দানের পরিমাণ খুবই কম। অথচ মাদরাসার শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা বাবদ খরচের খাতটি একটি বুনিয়াদি ও অতি জরুরি খাত। যে খাতটি সাধারণ ফান্ডের আওতাভুক্ত। এ ফান্ডে প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা সময়মতো, কখনো বা আদৌ দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। ফলে মাদরাসার তা'লীম, তারবিয়াতসহ অনেক কার্যক্রমের ক্ষেত্রেই দেখা দেয় বিরূপ প্রতিক্রিয়া, বিনষ্ট হয় সুন্দর তা'লীম-তারবিয়াতের ধারাবাহিকতা, বিঘ্ন হয় অন্যান্য সুশৃঙ্খল কার্যক্রম। অথচ লিল্লাহ ফান্ডে যথেষ্ট টাকা উদ্বৃত্ত রয়েছে। এমতাবস্থায় আমাদের জানার বিষয় হলো, একটি দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কল্যাণের কথা চিন্তা করে সম্পূর্ণ শরীয়তসম্মত কোনো ক্রিয়া বা পদ্ধতি অবলম্বন করে লিল্লাহ ফান্ডের অর্থ সাধারণ ফান্ডে স্থানান্তর করা যেতে পারে।

নিম্নে আমরা দুটি পদ্ধতি বর্ণনা করলাম। পদ্ধতিগুলো জায়েয কি নাজায়েয? অনুগ্রহপূর্বক জানালে আমরা উপকৃত হব।

১. যেসব ছাত্র লিল্লাহ ফান্ডের অর্থ গ্রহণ করতে পারে তারা তাদের খোরাকি এবং অন্যান্য খরচ বাবদ অর্থের জন্য হযরত মুহতামীম সাহেবের বরাবরে আবেদন করবে এবং উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে মঞ্জুরিপ্রাপ্ত অর্থ গ্রহণের জন্য মাদরাসার কোনো শিক্ষক বা কর্মচারীকে তাদের পক্ষে উকিল বা প্রতিনিধি নিয়োগ করবে। অতঃপর উক্ত প্রতিনিধি আবেদনকারীর পক্ষে অর্থ গ্রহণপূর্বক সাধারণ ফান্ডের অন্তর্ভুক্ত করে নির্ধারিত হারে খোরাকি অর্থ গ্রহণ খাতে ব্যয় করবে।

২. মাদরাসার মুহতামীম সাহেব ঋণ গ্রহণপূর্বক শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা প্রদান করবেন। অতঃপর লিল্লাহ ফান্ড থেকে তার ঋণ পরিশোধের জন্য যাকাতের মুস্তাহিক হওয়ার শর্তে তাকে সাহায্য করা হবে।

Scanned by CamScanner

**উত্তর :** শরীয়তের বিধান অনুযায়ী যাকাতের টাকা কোনো কিছুর বিনিময় ছাড়া যাকাতের উপযোগী ব্যক্তির মালিকানায় সরাসরি বা প্রতিনিধির মাধ্যমে দিয়ে দেওয়া যাকাত আদায় হওয়ার পূর্বশর্ত। মাদরাসার মুহতামীম সাহেব যাকাতের উপযোগী ছাত্রদের পক্ষ হতে প্রতিনিধি হিসেবে উসুলকৃত যাকাতের টাকা ছাত্রদের খাতে ব্যবহার করার উপর অঙ্গীকারাবদ্ধ। সুতরাং এ হিসেবে ছাত্রদের যাকাতের টাকা তাদের খাত ছাড়া অন্য খাতে ব্যবহার করা মুহতামীম সাহেবের জন্য জায়েয হবে না। তদুপরি লিল্লাহ বোর্ডিংয়ের টাকা দিয়ে খানা তৈরি করে উপযোগী ছাত্রদের মাঝে বিতরণ করতে গিয়ে অনেক সময় ভাত-তরকারি অতিরিক্ত হয়ে যায়। আর ক্ষেত্র বিশেষে তা ফেলে দেওয়াও হয়।

এ ব্যাপারে পাকিস্তান আমলে হাটহাজারী মাদরাসার মুফতীয়ে আযম হযরত মুফতী ফয়জুল্লাহ সাহেব (রহ.) ও দারুল উলূম দেওবন্দ হতে ফাতওয়া তলব করা হলে তাঁরা লেখেন যে, যে পরিমাণ খানা ফেলে দেওয়া হয় সে পরিমাণ যাকাত আদায় হবে না। তাই ওই সময় চিন্তা-ভাবনা করে প্রশ্নে বর্ণিত ১ নং পদ্ধতির ওপর সর্বপ্রথম চট্টগ্রাম পটিয়া মাদরাসায় আমল আরম্ভ হয়। পরবর্তীতে আরো অন্যান্য মাদরাসায় এ পদ্ধতি চালু হয়ে যায়। ফলে ছাত্রদের হাতে বা তাদের কোনো প্রতিনিধির হাতে যাকাত দিয়ে দেওয়ায় ওই টাকা মাদরাসার সাধারণ ফান্ডে জমা হয়ে খাওয়াদাওয়াসহ শিক্ষকদের বেতন ও অন্যান্য কাজে খরচ করা নিঃসন্দেহে বৈধ হয়ে যাবে।

আরেকটি পদ্ধতি এরূপ হতে পারে যে, যাকাতের উপযোগী কোনো ছাত্রকে বলে যে, তুমি কর্জ করে সাধারণ ফান্ডে চাঁদা দাও! আর উক্ত ছাত্র এরূপ করলে তখন তাকে লিল্লাহ বোর্ডিং হতে কর্জ শোধ করার জন্য টাকা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে মুহতামীম সাহেব কর্জ করে সাধারণ ফান্ডে চাঁদা দিলে তিনি যাকাতের উপযোগী হলেও তাকে লিল্লাহ বোর্ডিং হতে কর্জ শোধ করার জন্য টাকা দেওয়া যাবে না। তবে এ পদ্ধতি শরীয়তসম্মত হলেও ছেলেদের মধ্যে হাস্যকর হয়ে যাওয়ার প্রবল আশঙ্কা আছে বিধায় এ পদ্ধতি অবলম্বন না করা বাঞ্ছনীয়।

আরেকটি পদ্ধতি এভাবে হতে পারে যে, মাদাসার পক্ষ হতে প্রচারপত্রে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করবে যে, লিল্লাহ বোর্ডিংয়ে জমাকৃত টাকা গরিব ছাত্রদের জন্য খরচ করা ছাড়াও মাদরাসার অন্যান্য কাজে মুফতিয়ানে কেরামের প্রদত্ত ফাতওয়া মতে খরচ করা হয়। এরপর লিল্লাহ বোর্ডিং হতে হীলায়ে তামলীকের মাধ্যমে মাদরাসার অন্যান্য খাতে খরচ করা যাবে। (৭/৭৫৮/১৮৬৮)

📖 الهداية (دار إحياء التراث) ٣/ ١٣٦ : كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل به غيره" لأن الإنسان قد يعجز عن المباشرة بنفسه على اعتبار بعض الأحوال فيحتاج إلى أن يوكل غيره فيكون بسبيل منه دفعا للحاجة. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل بالشراء حكيم بن حزام وبالتزويج عمر بن أم سلمة رضي الله عنهما-

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ / ٤٧٣ : وكذلك من عليه الزكاة لو أراد صرفها إلى بناء المسجد أو القنطرة لا يجوز، فإن أراد الحيلة فالحيلة أن يتصدق به المتولي على الفقراء، ثم الفقراء يدفعونه إلى المتولي ثم المتولي يصرف إلى ذلك، كذا في الذخيرة.

📖 احسن الفتاوی(سعید) ۴/ ۲۶۲ : معلم اگرچہ مسکین ہو تب بھی اسے تنخواہ میں زکوۃ کا مال دینا جائز نہیں۔

📖 کفایت المفتی(امدادیہ) ۴/ ۲۸۵ : زکوۃ کا روپیہ غریب و مسکین طالب علموں کے کھانے کپڑے اور سامان تعلیم پر بطور تملیک طلبہ کو دینے کیلئے خرچ کیا جاسکتا ہے، مدرسین وملازمین کی تنخواہوں یا تعمیرات میں خرچ نہیں ہو سکتا اگر اور کوئی آمدنی نہ ہو اور مدرسہ بند ہو جانے کا خطرہ ہو تو ایسے وقت زکوۃ کا روپیہ حیلۂ شرعیہ کیساتھ خرچ کیا جاسکتا ہے یعنی کسی مستحق کی تملیک کر دی جائے اور وہ اپنی طرف سے مدرسے کو دیدے تو جائز ہو گا۔

## যাকাতের টাকায় ব্যবসা, হীলা ও সুদের টাকা তাহলীল করা

**প্রশ্ন :** কওমী মাদরাসাগুলোতে সাধারণ ফান্ডের তুলনায় যাকাত ফান্ডে টাকা বেশি জমা পড়ে। ফলে কয়েক মাস শিক্ষকদের বেতন বাকি থেকে যায়। এমতাবস্থায় শিক্ষকগণ যাকাত ফান্ড থেকে বিভিন্ন পন্থায় টাকা নিয়ে ব্যবসা করে মূল টাকা যাকাত ফান্ডে জমা দেন। কখনো হীলার মাধ্যমে যাকাতের টাকা নেন। যথা :

১) কোরবানীর চামড়া যাকাতের টাকা দিয়ে ক্রয় করে মুনাফা অর্জন।

২) কোরবানীর ফ্রি চামড়াতে লবণ দিয়ে শুকিয়ে বিক্রয় করা।

৩) যাকাত ফান্ড থেকে টাকা কর্জ নিয়ে ব্যবসা করে মুনাফা অর্জন।

৪) পরিচালক মাদরাসার ফান্ডের টাকা দিয়ে জমি বন্ধক নিয়ে আয় করে শিক্ষকদের বেতন প্রদান করা।

৫) কোনো গরিব ছাত্রকে যাকাতের টাকা দিয়ে পুনরায় সেই টাকা কৌশলে সাধারণ ফান্ডে নিয়ে আসা।

৬) অথবা যাকাতের টাকা কোনো গরিব লোক বা ছাত্রকে দিয়ে কোনো শিক্ষক তার থেকে টাকা বা অন্য কোনো বস্তু হাদিয়াস্বরূপ চেয়ে নেওয়া এই হাদীসের ওপর ভিত্তি করে “লাকি সদকাহ ওয়া লানা হাদিয়া”।

৭) সুদের টাকা তাহলীল করে মাদরাসার যেকোনো ফান্ডে ব্যয় করা যাবে কি না?

উক্ত সব সমস্যার শরয়ী হুকুম জানতে চাই।

Scanned by CamScanner

উত্তর : ১, ৩. কোরবানীর চামড়া যাকাতের টাকা দিয়ে ক্রয় করে মুনাফা অর্জন করা জায়েয হবে না। অনুরূপ যাকাতের ফান্ড থেকে কর্জ নিয়ে ব্যবসা করা জায়েয নেই। (১০/৬৩৪/৩১৫৫)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ / ٤٧٣ : وكذلك من عليه الزكاة لو أراد صرفها إلى بناء المسجد أو القنطرة لا يجوز، فإن أراد الحيلة فالحيلة أن يتصدق به المتولي على الفقراء، ثم الفقراء يدفعونه إلى المتولي ثم المتولي يصرف إلى ذلك، كذا في الذخيرة.

📖 فتاوی دارالعلوم (مکتبۂ دارالعلوم) ٦/ ١٩٥ : سوال- کیا زکوٰۃ کا روپیہ تجارت میں لگایا جاسکتا ہے اور اس سے جو منافع ہو وہ اپنے ذاتی صرف میں لایا جاسکتا ہے جب کہ اصل مامون و محفوظ ہو؟

الجواب- اس صورت میں زکوٰۃ ادا نہ ہوگی زکوٰۃ کے روپیہ کا مالک بنانا ایسے مسلمان کو جو کہ مالک نصاب نہ ہو اور سید نہ ہو ضروری ہے۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٦/ ٤١٧ :سوال- مدرسہ کی جمع شدہ رقم میں سے کسی کو قرض دینا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب- جائز نہیں، اگر مہتمم نے ایسی خیانت کی تو وہ فاسق واجب العزل ہوگا اور اس رقم کا ضامن ہوگا۔

২. প্রশ্নোল্লিখিত পদ্ধতিতে কোরবানীর চামড়া বিক্রি করা জায়েয আছে।

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ٣٢٣/٤ :ولا بأس ببيعه بالدراهم ليتصدقها وليس له أن يبيعه بالدراهم لينفقها على نفسه ولو فعل ذلك يتصدق بثمنه -

📖 جواہر الفقہ (مکتبۂ تفسیر القرآن) ١/ ٤٥٦ : خلاصہ جواب یہ ہے کہ چرم قربانی فروخت کرنے سے پہلے تو خود استعمال کر سکتا ہے اور اغنیاء کو ہدیۃ بھی دے سکتا ہے اور فقراء و مساکین پر صدقہ بھی کر سکتا ہے لیکن اگر روپیہ پیسوں کے عوض فروخت کر دیا تو خواہ کسی نیت سے فروخت کیا ہو اس کا صدقہ کردینا واجب ہوجاتا ہے اور اس کا مصرف صرف فقراء و مساکین ہیں، اغنیاء کو دینا یا ملازمین و مدرسین کی تنخواہوں میں دینا جائز نہیں۔

৪. মাদরাসা ফান্ডের টাকা দিয়ে জমি বন্ধক নেওয়া যে উদ্দেশ্যেই হোক না কেন জায়েয নেই।

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٦/ ٤٨٢ : أقول: ما في الجواهر يصلح للتوفيق وهو وجيه، وذكروا نظيره فيما لو أهدى المستقرض للمقرض، إن كانت بشرط كره وإلا فلا، وما نقله الشارح عن الجواهر أيضا من قوله لا يضمن يفيد أنه ليس بربا، لأن الربا مضمون فيحمل على غير المشروط وما في الأشباه من الكراهة على المشروط، ويؤيده قول الشارح الآتي آخر الرهن إن التعليل بأنه ربا يفيد أن الكراهة تحريمية فتأمل. وإذا كان مشروطا ضمن كما أفتى به في الخيرية فيمن رهن شجر زيتون على أن يأكل المرتهن ثمرته نظير صبره بالدين.

قال ط: قلت والغالب من أحوال الناس أنهم إنما يريدون عند الدفع الانتفاع، ولولاه لما أعطاه الدراهم وهذا بمنزلة الشرط، لأن المعروف كالمشروط وهو مما يعين المنع، والله تعالى أعلم اهـ.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ٦/ ٢٢٨ : راہن اور مرتہن کے باہمی معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ حقیقت اظہر من الشمس ہے کہ مرتھن کو یہ موقعہ اس کے قرض کے عوض دیا جاتا ہے جو کہ مالک دے چکا ہے' مالک مرتھن کی احسان سے مجبور ہو کر بلا چوں وچرا مرتہن کے سامنے سر تسلیم خم کر کے اجازت دے دیتا ہے اس کی یہ اجازت مجبوری کی اجازت ہے جس کا اعتبار نہیں کیا جاسکتا یہی وجہ ہے کہ فقہاء کرامؒ نے تصریح کی ہے کہ مالک کی اجازت کے باوجود مرتہن کے لئے رہن سے انتفاع لینے کی گنجائش نہیں ہے۔

৫, ৬. নিরূপায় হয়ে প্রশ্নোল্লিখিত পন্থায় জোর-জবরদস্তি ব্যতীত হীলা করে যাকাতের টাকা ব্যবহার করা জায়েয হবে।

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢ /٣٤٤ : ويشترط أن يكون الصرف (تمليكا) لا إباحة كما مر (لا) يصرف (إلى بناء) نحو (مسجد و) لا إلى (كفن ميت وقضاء دينه) أما دين الحي الفقير فيجوز لو بأمره، ولو أذن فمات فإطلاق الكتاب يفيد عدم الجواز وهو الوجه نهر (و) لا إلى (ثمن ما) أي قن (يعتق) لعدم التمليك وهو الركن. وقدمنا لأن الحيلة أن يتصدق على الفقير ثم يأمره بفعل هذه الأشياء -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ /٤٧٣ : فإن أراد الحيلة فالحيلة أن يتصدق به المتولي على الفقراء، ثم الفقراء يدفعونه إلى المتولي ثم المتولي يصرف إلى ذلك-

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ٣ / ٣٠ : حامداومصلیا،اس طرح زکوۃ ادا ہو جائے گی،... ... لیکن مہتمم یا کسی دوسرے مصرف کو مجبور کرنا اور اس پر دباؤ ڈالنا درست نہیں۔

Scanned by CamScanner

৭. সুদের টাকা হীলা করে মাদরাসার যেকোনো ফান্ডে ব্যবহার ব্যয় করা জায়েয হবে না।

📖 مال حرام اور اس کے شرعی مصارف واحکام (ماریہ اکیڈمی) ص۴۹ : ایک نظریہ ان کا یہ ہے کہ تمام اموال حرام کا مصارف وہی ہیں جو زکوۃ اور دیگر صدقات واجبہ کے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور اس میں تملیک فقیر بھی شرط ہے، یعنی یہ مال حرام جس میں سودی رقم بھی شامل ہے کسی فقیر و محتاج کو باقاعدہ مالک اور قابض بناکر دیناضروری ہے ،اس کے برخلاف اس مال حرام کو براہ راست کسی رفاہی کام مثلا مساجد اور مدارس وغیرہ کی تعمیر و ترقی اور دیگر ضروریات میں لگانا جائز نہیں بعض حضرات نے اس پر صراحت کیساتھ فتوی بھی دیاہے۔

## চামড়ার টাকা দিয়ে মাদরাসা নির্মাণ করা

**প্রশ্ন :** কোরবানীর চামড়ার টাকা দিয়ে মাদরাসার ঘর নির্মাণ করা যেতে পারে–এ রকম কোনো পদ্ধতি ও কৌশল আছে কি না?

**উত্তর :** কোরবানীর চামড়া বা যাকাত-ফিতরার টাকার হকদার একমাত্র গরিব-মিসকিনরা, মসজিদ-মাদরাসা-হাসপাতাল বা এজাতীয় কাজে ব্যবহার অবৈধ। ভাবে হিলার আশ্রয় নিয়ে এসব টাকা দ্বারা মসজিদ-মাদরাসা নির্মাণ করাও বিজ্ঞ মুফতীয়ানে কেরামের দৃষ্টিতে অবৈধ, তাই প্রয়োজন পরিমাণ যাকাত গ্রহণ করবে। আর নির্মাণকাজের জন্য জনসাধারণের নিকট বলবে, যে পরিমাণ টাকা ওই ফান্ডে আসে সে মোতাবেক নির্মাণকাজ করবে। (১/৯৪/৭১)

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ١/ ٣٠٠ : لا يجوز أن يبنى بالزكاة المسجد لأن التمليك شرط فيها ولم يوجد وكذا لا يبنى بها القناطر والسقايات وإصلاح الطرقات وكري الأنهار والحج والجهاد وكل ما لا تمليك فيه -

## যাকাতের টাকা দিয়ে মাদরাসার ঋণ পরিশোধ করা

**প্রশ্ন :** মাদরাসায় আদায়কৃত যাকাতের টাকা দিয়ে মাদরাসার বিবিধ দোকান বকেয়া (চাঁদা ফান্ড)-এর কর্জ তামলীক ব্যতীত আদায় করলে যাকাত দানকারীর যাকাত আদায় হবে কি?

Scanned by CamScanner

**উত্তর :** শরীয়তসম্মত তামলীক ব্যতীত মাদরাসায় আদায়কৃত যাকাতের টাকা দিয়ে মাদরাসার বিবিধ দোকান বকেয়া (চাঁদা ফান্ড)-এর কর্জ আদায় করলে যাকাতদাতার যাকাত আদায় হবে না। (১০/৭৫৫/৩৩২৪)

📖 تحفة الفقهاء (دار الكتب العلمية) ١ / ٣٠٥ : وأما ركن الزكاة فهو إخراج جزء من النصاب من حيث المعنى إلى الله تعالى والتسليم إليه وقطع يده عنه بالتمليك من الفقير والتسليم إليه أو إلى من هو نائب عنه وهو الساعي.

📖 الفتاوى التاتارخانية (زكريا) ٢ / ١٩٧ : الفصل الثامن في المسائل المتعلقة بمن توضع الزكاة فيه قال الله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمسٰكين}. فالآية جامعة محل الصدقات، من جملة ذلك الفقراء والمساكين.

## যাকাতের টাকায় শিক্ষকের বেতন ধনীদের সন্তান ও শিক্ষকগণ খোরাকের ব্যবস্থা

**প্রশ্ন :** ১. মাদরাসায় গরিব ও এতিম ছেলেদের জন্য যাকাত, ফিতরা ও কোরবানীর চামড়ার টাকা মানুষ দান করে। ওই টাকা দিয়ে মাদরাসার দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকের বেতন দেওয়া যাবে কি না ? এবং ওই টাকা কোন কোন কাজে ব্যয় করা যাবে?
২. যে সকল অভিভাবকের সামর্থ্য আছে তাদের ছেলেমেয়েরা এবং মাদরাসার শিক্ষকগণ যাকাত, ফিতরা ও চামড়া বাবদ উপার্জিত টাকা খেতে পারবেন কি না?

**উত্তর :** ১. যাকাত, ফিতরা ও কোরবানীর চামড়ার টাকা দ্বারা মাদরাসার শিক্ষকদের বেতন দেওয়া জায়েয হবে না। ওই টাকা শুধুমাত্র গরিব ছাত্রদের হক। তাই উক্ত টাকা তাদের খাওয়াদাওয়া, লেখাপড়া, জামাকাপড় ইত্যাদিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে খরচ করতে হবে। মোটকথা, তাদের যাবতীয় প্রয়োজন মেটাতে উক্ত টাকা খরচ করতে হবে, যদি তারা এই দায়িত্ব দেয়।
২. যে সকল অভিভাবকের সামর্থ্য আছে তাদের অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেরা এ খানা খেতে পারে না। আর যদি তাদের প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেদের নিকট নিসাব পরিমাণ সম্পদ না থাকে এবং তাদের অভিভাবক তাদের যাবতীয় খরচ বহনে অনাগ্রহী হয় তাহলে তাদের জন্য উক্ত টাকার খানা খাওয়া জায়েয হবে। (১৫/৭২০/৬২৩৩)

Scanned by CamScanner

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢ /٢٤٦ : وإنما منع من الدفع لطفل الغني؛ لأنه يعد غنيا بغناء أبيه كذا قالوا، وهو يفيد أن الدفع لولد الغنية جائز؛ إذ لا يعد غنيا بغناء أمه ولو لم يكن له أب، وقد صرح به في القنية وأطلق الطفل فشمل الذكر والأنثى ومن هو في عيال الأب أو لا على الصحيح لوجود العلة وقيد بالطفل؛ لأن الدفع لولد الغني إذا كان كبيرا جائز مطلقا وقيد بعبده وطفله؛ لأن الدفع إلى أبي الغني وزوجته جائز سواء فرض لها نفقة أو لا.

📖 رد المحتار (سعيد) ٢ / ٣٤٩ : (قوله: ولا إلى طفله) أي الغني فيصرف إلى البالغ ولو ذكرا صحيحا قهستاني، فأفاد أن المراد بالطفل غير البالغ ذكرا كان أو أنثى في عيال أبيه أولا على الأصح لما عنده أنه يعد غنيا بغناه نهر-

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ /١٩٠ : ولو نوى الزكاة بما يدفع المعلم إلى الخليفة، ولم يستأجره إن كان الخليفة بحال لو لم يدفعه يعلم الصبيان أيضا أجزأه، وإلا فلا، وكذا ما يدفعه إلى الخدم من الرجال والنساء في الأعياد وغيرها بنية الزكاة كذا في معراج الدراية-

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ٦ /٢٠٨ : الجواب- معلم کو تنخواہ میں زکوۃ کا روپیہ دینا درست نہیں ہے، زکوۃ بلا کسی معاوضہ تعلیم وغیرہ کے للہ مساکین اور غرباء کو دینا اور ان کو مالک بنانا ضروری ہے۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٤ /٢٦٢ : سوال- زکوۃ کے مال سے معلم علوم اسلامیہ کو تنخواہ دینا جائز ہے یا نہیں؟ معلم صاحب نصاب نہیں۔

الجواب- معلم اگرچہ مسکین ہو تب بھی اسے تنخواہ میں زکوۃ کا مال دینا جائز نہیں۔

## উকিলের জন্য ধনী ও মেহমানদের খানার ব্যবস্থা করা

**প্রশ্ন :** এতিম-গরিব ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে যাকাত ও গোরাবা ফান্ডের উকিল হয়ে তাদের দানকৃত পশুর গোশত তাদের পক্ষ থেকে গ্রহণ করে ধনী ছাত্রদের এবং শিক্ষকদের এতিম ছাত্রছাত্রীদের মেহমান হিসেবে খাওয়াতে পারবে কি না?

Scanned by CamScanner

**উত্তর :** গরিব তালিবে ইলমরা যদি উকিলকে এ ধরনের অনুমতি দেয়, তাহলে ওই গোশত সবাই খেতে পারবে, অন্যথায় নয়। কারণ উকিল নিজ ইচ্ছায় কোনো কাজ করতে পারে না। (১৫/৩৯৮/৬০৭৩)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢ /٢٦٩ : وللوكيل أن يدفع لولده الفقير وزوجته لا لنفسه إلا إذا قال ربها: ضعها حيث شئت -

📖 رد المحتار (سعيد) ٢ /٢٦٩ : وهنا الوكيل إنما يستفيد التصرف من الموكل وقد أمره بالدفع إلى فلان فلا يملك الدفع إلى غيره كما لو أوصى لزيد بكذا ليس للوصي الدفع إلى غيره فتأمل -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٧ / ٩٠ : وکیل امین ہوتا ہے، ہدایت مؤکل کے خلاف تصرف کرنے کا اس کو حق نہیں، خلاف کرنے سے وکیل کے ذمہ ضمان لازم آئے گا اور زکوۃ ادا نہیں ہوگی۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٤ / ٣٠٠ : الجواب- یہ بھی مؤکل کے اذن پر موقوف ہے اگر اس کی طرف سے صراحۃ یا دلالۃ اس کا اذن موجود ہو تو جائز ہے ورنہ نہیں- فقط

## তামলীক, মান্নত কাফ্ফারা, নাবালেগের ওকালতনামা প্রসঙ্গ

**প্রশ্ন :** (ক) মাদরাসা কর্তৃপক্ষ যাকাতের টাকা গ্রহণ করে ছাত্রদের হাতে দিয়ে মালিক না বানিয়ে গরিব ছাত্রদের জন্য বোর্ডিং বাবদ খরচ করলে যাকাতদাতার যাকাত আদায় হবে কি না? এবং এ ক্ষেত্রে মান্নত, কাফ্ফারা, ফিতরা ও কোরবানী চামড়ার টাকা বিধান কী? যাকাতের টাকার মতোই না ভিন্ন?

(খ) কোনো কোনো কিতাবে পাওয়া যায়, ছাত্র ভর্তি করার সময় ছাত্রদের জন্য যাকাতের টাকা খরচ করার উদ্দেশ্যে মাদরাসা কর্তৃপক্ষ ওকালতনামায় ছাত্রদের দস্তখত নিয়ে মাদরাসা কর্তৃপক্ষ সরাসরি যাকাতের টাকা খরচ করতে পারবে। এখন আমার প্রশ্ন হলো, উকিল মাদরাসা কর্তৃপক্ষ হলেই হবে, নাকি নির্দিষ্ট ব্যক্তি যেমন–মুহতামীম সাহেব বা হিসাবরক্ষক হতে হবে? এবং ওকালতনামার বিবরণ কেমন হবে?

(গ) নাবালেগ ছাত্র থেকে ওকালতনামায় দস্তখত নিলে মাদরাসা কর্তৃপক্ষ তার উকিল হতে পারবে কি না?

(ঘ) যে সমস্ত নাবালেগ ছাত্রের পিতা-মাতার ওপর যাকাত ওয়াজিব হয় তাদের জন্য মাদরাসা কর্তৃপক্ষের যাকাতের টাকা খরচ করা বৈধ হবে কি?

**উত্তর :** (ক) মুফতীয়ানে কেরামের নির্ভরযোগ্য মতানুসারে মাদরাসার মুহতামীম সাহেব অথবা তার নিয়োগকৃত ব্যক্তি মাদরাসার গরিব ছাত্রদের পক্ষে উকিল বলে বিবেচিত

Scanned by CamScanner

হবে। যেহেতু উকিলের কবজার দ্বারা মক্কেলের কবজা সাব্যস্ত হয়, তাই মুহতামীম সাহেব অথবা তার প্রতিনিধি কবজা করে নিলে যাকাতদাতার যাকাত আদায় হয়ে যাবে এবং ওই টাকা গরিব ছাত্রদের হাতে না দিয়ে কর্তৃপক্ষ তাদের জন্য বোর্ডিং বাবদ খরচ করতে পারবে। তবে সতর্কতামূলক পৃথকভাবে ছাত্রদের থেকে ওকালতনামা নেওয়া উচিত। কোরবানীর চামড়ার টাকা, ফিতরা, মান্নত ও কাফ্ফারার হুকুমও তাই।

(খ) ছাত্র ভর্তির সময় মাদরাসা কর্তৃপক্ষের যেকোনো ব্যক্তি উকিল হয়ে ওকালতনামায় যাকাত উসুল ও খরচের জন্য গরিব ছাত্রদের যেকোনো প্রয়োজনে খরচ করতে পারবে। তবে মাদরাসার অন্যান্য কাজে তাদের অনুমতি থাকলে খরচ করতে পারবে, অন্যথায় পারবে না। যাকাত উসুলের জন্য মক্কেল যেকোনো ব্যক্তিকে উকিল বানাতে পারে। মুহতামীম সাহেব বা হিসাবরক্ষকই হওয়া জরুরি নয়।

**ওকালতনামার বিবরণ**

*আমি মুহতামীম সাহেবকে বা তাঁর প্রতিনিধিকে যাকাত আদায় ও খানা বাবদ শিক্ষা-দীক্ষাসহ যেকোনো প্রয়োজনীয় খাতে খরচ করার জন্য উকিল নিযুক্ত করলাম।*

(গ) বুঝমান নাবালেগ ছাত্র ওকালতনামায় দস্তখত করার দ্বারা তার উকিল বানানো সহীহ হয়ে যাবে। একেবারে ছোট বাচ্চা, যার বুঝ হয়নি তার ওকালত সহীহ হবে না।

(ঘ) ধনী পিতা-মাতার নাবালেগ বাচ্চাও ধনী বলে গণ্য বিধায় তাদের জন্য যাকাতের টাকা খরচ করা বৈধ হবে না। (১৫/৩২৮/৬০৪৪)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢ /٢٥٦ : وشرعا (تمليك) خرج الإباحة، فلو أطعم يتيما ناويا الزكاة لا يجزيه إلا إذا دفع إليه المطعوم كما لو كساه بشرط أن يعقل القبض إلا إذا حكم عليه بنفقتهم -

📖 رد المحتار (سعيد) ٢ /٣٤٤ : (قوله: تمليكا) فلا يكفي فيها الإطعام إلا بطريق التمليك ولو أطعمه عنده ناويا الزكاة لا تكفي ط وفي التمليك إشارة إلى أنه لا يصرف إلى مجنون وصبي غير مراهق إلا إذا قبض لهما من يجوز له قبضه كالأب والوصي وغيرهما ويصرف إلى مراهق يعقل الأخذ كما في المحيط قهستاني وتقدم تمام الكلام على ذلك أول الزكاة.

📖 فيه أيضا ٢ /٢٦٩ : (قوله إذا وكله الفقراء) لأنه كلما قبض شيئا ملكوه وصار خالطا مالهم بعضه ببعض ووقع زكاة عن الدافع، لكن بشرط

Scanned by CamScanner

أن لا يبلغ المال الذي بيد الوكيل نصابا. فلو بلغه وعلم به الدافع لم يجزه إذا كان الآخذ وكيلا عن الفقير كما في البحر عن الظهيرية.

قلت: وهذا إذا كان الفقير واحدا، فلو كانوا متعددين لا بد أن يبلغ لكل واحد نصابا لأن ما في يد الوكيل مشترك بينهم، فإذا كانوا ثلاثة، وما في يد الوكيل بلغ نصابين لم يصيروا أغنياء فتجزي الزكاة عن الدفع بعده إلى أن يبلغ ثلاثة أنصباء إلا إذا كان وكيلا عن كل واحد بانفراده، فحينئذ يعتبر لكل واحد نصابه على حدة، وليس له الخلط بلا إذنهم؛ فلو خلط أجزأ عن الدافعين وضمن للموكلين. وأما إذا لم يكن الآخذ وكيلا عنهم فتجزي، وإن بلغ المقبوض نصبا كثيرة لأنهم لم يملكوا شيئا مما في يده -

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٥ /٥١١ : (فلا يصح توكيل مجنون وصبي لا يعقل مطلقا وصبي يعقل بتصرف) ضار (نحو طلاق وعتاق وهبة وصدقة، وصح بما ينفعه) بلا إذن وليه (كقبول هبة، و) صح (بما تردد بين ضرر ونفع كبيع وإجارة إن مأذونا وإلا توقف على إجازة وليه) كما لو باشره بنفسه -

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۷/ ۳۶۸ : الجواب- اگر نابالغ عقلمند اور سمجھدار ہو قبضہ کو سمجھتا ہو تو اس کو زکوۃ دینا جائز ہے اور جو بچہ بہت چھوٹا ہو قبضہ کو نہ سمجھتا ہو اور لین دین کے قابل نہ ہو تو ایسے بچہ کو زکوۃ دینے سے زکوۃ ادا نہ ہوگی ہاں اگر بچہ کا ولی اس کی طرف سے قبضہ کرے تو ادا ہو جائے گی۔

## উকিলের যাকাত গ্রহণ ও প্রতি বছর ওকালতনামা নবায়নযোগ্য

**প্রশ্ন :**

১) আমরা মফস্বল ও গরিব এলাকায় একটি বেসরকারি কওমী মাদরাসা করেছি, যেখানে বর্তমান ছাত্র ও ছাত্রীর সংখ্যা ১৫০ জনের মতো। মাদরাসায় তিনটি বিভাগ রয়েছে। যথা : নূরানী বিভাগ, হেফজ বিভাগ ও কিতাব বিভাগ। মাদরাসায় আটজন শিক্ষক ও একজন বাবুর্চি রয়েছে। আমাদের মাদরাসায় যারা লেখাপড়া করে তারা অধিকাংশই গরিব ও কিছুসংখ্যক এতিম, সচ্ছলদের সংখ্যা খুবই কম। অর্থাৎ ১৫০ জন ছাত্রছাত্রী থেকে ১২৫ জন গরিব, ১৫ জন এতিম ও সচ্ছলের সংখ্যা ১০ জন হতে পারে। আমরা মাদরাসায় ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে সামান্য কিছু বেতন ধরেছি। ভর্তি ফি এবং অন্যান্য দান ইত্যাদির মাধ্যমে আনুমানিক তিনজন শিক্ষকের বেতন হতে পারে। বাকি

Scanned by CamScanner

পাঁচজন শিক্ষক ও একজন বাবুর্চির বেতন যদি গরিব ও এতিমদের তা'লীমী খরচ হিসেবে যাকাত ফান্ড থেকে প্রদান করলে শরীয়তসম্মত হবে কি না?

২) মাদরাসার যেকোনো শিক্ষক যদি এতিম ও গরিব ছাত্রদের খানার খরচ পড়াশোনার খরচ ইত্যাদি যাকাত ফান্ড থেকে ব্যয় করার জন্য এতিম ও গরিবদের উকিল হয় তাহলে সে উকিল যদি যাকাত প্রদানকারীর কাছ থেকে যাকাত গ্রহণ করে তবে এতিম ও গরিবদের পেছনে খরচ করার পূর্বে যাকাত প্রদানকারীর যাকাত আদায় হয়ে যাবে কি না?

৩) প্রতি বছরই এতিম ও গরিবদের পক্ষ থেকে ওকালতনামা গ্রহণ করার প্রয়োজন কি না? যাকাত উসূল ও খরচ করার জন্য?

**উত্তর :**

১) যাকাত খাওয়ার উপযুক্ত ছাত্রদের মালিকানায় যাকাতের অর্থ না দিয়ে তা'লীমী খরচ হিসেবে শিক্ষকের বেতন প্রদান করলে যাকাত আদায় হবে না। (১১/১২৭/৩৪২২)

📖 تبيين الحقائق (امدادیہ) ١/ ٣٠٠ : لا يجوز أن يبنى بالزكاة المسجد لأن التمليك شرط فيها ولم يوجد وكذا لا يبنى بها القناطر والسقايات وإصلاح الطرقات وكري الأنهار والحج والجهاد وكل ما لا تمليك فيه .

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ٦ /٢٠٨ : الجواب ـ معلم کو تنخواہ میں زکوۃ کا روپیہ دینا درست نہیں ہے زکوۃ بلا کسی معاوضہ تعلیم وغیرہ کے للہ مساکین اور غرباء کو دینا اور ان کو مالک بنانا ضروری ہے۔

২) মাদরাসার কোনো শিক্ষক এতিম ও গরিব ছাত্রদের উকিল হয়ে যাকাত গ্রহণ করলে এতিম ও গরিবদের পেছনে খরচ করার পূর্বেই যাকাত প্রদানকারীদের যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

৩) যেহেতু শিক্ষাবর্ষ শেষে বছরের সমাপ্তি ঘটে তাই বছরের শুরুতে পুনরায় ওকালতনামা নিতে হবে।

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ٧/ ٢٠٤ : لأن قبض الوكيل بمنزلة قبض الموكل من حيث إن الوكيل في القبض عامل للموكل. ألا ترى أنه لو هلك في يد الوكيل كان بمنزلة ما لو هلك في يد الموكل فكأنها كسدت في يد الموكل.

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص ٨٩٦ : حضرت گنگوہیؒ کے اس مدلل فتوی اور حضرت مولنا خلیل احمد قدس اللہ سرہ کی تحقیق اور اس پر حضرت حکیم الامتؒ کی تسلیم و تصدیق کے

Scanned by CamScanner

بعد مسئلہ میں تو کوئی اشکال نہیں رہا تاہم احقر نے جب پاکستان آنے کے بعد کراچی میں دار العلوم قائم کیا تو احتیاطا یہ صورت اختیار کی کہ جن طلبہ کو دار العلوم میں داخلہ دیا جاتا ہے ان کے داخلہ فارم پر یہ توکیل کا مضمون ہر طالب علم کی طرف سے برائے مہتمم مدرسہ یا جن کو وہ مامور کرے طبع کر دیا گیا ہے اور پر داخلہ ہونے والا طالب علم باقاعدہ مہتمم مدرسہ کو اپنی طرف سے زکوۃ وصول کرنے کا بھی وکیل بناتا ہے اور عام فقراء کی ضرورتوں پر خرچ کرنے کا بھی اس طرح مہتمم مدرسہ ہر سال داخل ہونے والے متعین طلباء کا وکیل ہوتا ہے اور ان کی طرف سے تمام مصارف طلباء پر خرچ کرنے کا مجاز اس طرح مجہول الکیت والذات ہونے کا شبہ بھی باقی نہیں رہتا۔

## ছাত্রদের হাতে দিয়ে তামলীক ও ঘর ভাড়া বাবদ তা প্রদান করা

**প্রশ্ন :** আমাদের মাদরাসায় বিভিন্ন সময় যাকাতের টাকাগুলো ব্যাংকে জমা করা হয়। অতঃপর মুহতামীম সাহেব ওই টাকাগুলো উঠিয়ে এতিম ও গরিব ছাত্রদের হাতে দিয়ে এ কথা বলেন, এ টাকাগুলো যাকাত-ফিতরার টাকা। আমি তোমাদের এগুলোর মালিক বানিয়ে দিলোম, তোমরা মাদরাসায় পড়ো, বেতনাদি আদায় করতে পারো না। সুতরাং তোমরা তোমাদের খোরাকি ও বেতন বাবদ এ টাকাগুলো দিতে পারো অথবা তোমরা পূর্ণ টাকা দান করতে কিংবা তোমরা টাকা নিয়ে যেতে পারো–এসব ক্ষেত্রে তোমাদের অধিকার আছে। তারা টাকাগুলো হাতে নেওয়ার পর বলে যে আমরা এগুলো মাদরাসায় দান করে দিলাম। প্রশ্ন হলো, উল্লিখিত টাকা দ্বারা মাদরাসার ভাড়া করা বিল্ডিংয়ের অগ্রিম ভাড়া আদায় করা যাবে কি না?

**উত্তর :** গরিব ছাত্রদের হাতে যাকাতের টাকা দিয়ে ফেরত নেওয়ার নামেমাত্র হীলা শরীয়ত সমর্থিত নয়। তবে বাস্তব বিচারে সত্যিকার অর্থে যদি ছাত্রদের যাকাতের টাকার প্রকৃত মালিক বানিয়ে দেওয়া হয় এবং কোনো বাধ্যবাধকতা ছাড়া ছাত্ররা স্বেচ্ছায় উক্ত টাকা মাদরাসায় দান করে দেয় তাহলে মাদরাসা কর্তৃপক্ষ উক্ত টাকা সাধারণ ফান্ডের খরচে ব্যয় করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে নাবালেগ ছাত্রদের দেওয়া অনুদান গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে নাবালেগ, গরিব ও অসহায় ছাত্রদের অভিভাবকগণ যদি তাদের খানা খোরাকি, ফি ও বেতন বাবদ উক্ত টাকা আদায় করে তাহলে তা সাধারণ ফান্ডের খরচে ব্যয় করা সহীহ হবে, অন্যথায় নয়। (১০/১৪২/৩০৪০)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢/ ٢٧١ : وحيلة التكفين بها التصدق على فقير ثم هو يكفن فيكون الثواب لهما وكذا في تعمير المسجد-

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۴ / ۱۲۲ : اگر بیرونی بچے اس مدرسہ میں نہیں سب مقامی ہیں اور غریب ونادر ہیں توان کو بطور وظیفہ زکوۃ کا پیسہ دے دیا جائے جس سے زکوۃ ادا ہو جائے پھر ان کے اولیاء سے کہا جائے کہ وہ اس بچے کی فیس مدرسہ میں داخل کردیں اور وہ پیسہ بچوں سے لیکر فیس دیدیں اس فیس سے تنخواہ وغیرہ کا کام چل سکتا ہے بچے اگر بالغ ہوں تو خود ان سے بھی فیس میں وہ پیسہ لینا درست ہے اولیاء واسطہ داجازت بھی ضروری نہیں۔

## গোরাবা ফান্ডের টাকায় উন্নয়নমূলককাজ

**প্রশ্ন :** গোরাবা ফান্ডের টাকা মাদরাসার উন্নয়নকাজে ব্যবহারের কোনো পদ্ধতি আছে কি না? থাকলে কিভাবে? উন্নয়নকাজ যথা : ঘর নির্মাণ, আইপিএস ক্রয়, শিক্ষকদের বেতন দেওয়া ইত্যাদি।

বিঃদ্রঃ. ছাত্ররা যদি মুহতামীম সাহেবকে টাকা দিয়ে আইপিএস ক্রয়ের জন উকিল বানিয়ে দেয় তাহলে জায়েয হবে কি না?

**উত্তর :** যাকাত-ফিতরা তথা সদকায়ে ওয়াজিবা একমাত্র গরিব-মিসকিনকেই দিতে হবে। মসজিদ-মাদরাসার নির্মাণকাজে বা শিক্ষকদের বেতনে খরচ করা যাবে না। যদি এ ধরনের কাজে খরচ করার প্রয়োজন হয় তাহলে একজন গরিব তালিবে ইলম কর্জ করে বেতন ও নির্মাণকাজে দিয়ে দেবে। তারপর যাকাতের টাকা দিয়ে কর্জ পরিশোধ করবে। (১৪/৫৬২/৫৭০৬)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢ /٣٤٤ : ويشترط أن يكون الصرف (تمليكا) لا إباحة كما مر (لا) يصرف (إلى بناء) نحو (مسجد و) لا إلى (كفن ميت وقضاء دينه) أما دين الحي الفقير فيجوز لو بأمره، ولو أذن فمات فإطلاق الكتاب يفيد عدم الجواز وهو الوجه نهر (و) لا إلى (ثمن ما) أي قن (يعتق) لعدم التمليك وهو الركن. وقدمنا لأن الحيلة أن يتصدق على الفقير ثم يأمره بفعل هذه الأشياء -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ /٤٧٣ : فإن أراد الحيلة فالحيلة أن يتصدق به المتولي على الفقراء، ثم الفقراء يدفعونه إلى المتولي ثم المتولي يصرف إلى ذلك-

Scanned by CamScanner

## গোরাবা ফান্ডের জ্বালানি ব্যবহার করে উস্তাদদের অধ্যয়ন ও নাশতা তৈরি করা

**প্রশ্ন :** মাদরাসার গোরাবা ফান্ডের কেরোসিন তেল জ্বালিয়ে আসাতিজায়ে কেরামের জন্য কিতাব মুতালাআ ও চা-নাশতা তৈরি করা ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করা শরীয়তসম্মত কি না?

**উত্তর :** গোরাবা ফান্ড তথা যাকাত-ফিতরার টাকা বা ফকির-মিসকিনকে শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে তামলীক না করে ব্যবহার করার দ্বারা তা আদায় হয় না বিধায় প্রশ্নে উল্লিখিত কেরোসিন তেল তামলীক ব্যতীত ব্যবহার উস্তাদদের জন্য সহীহ হবে না। (১০/৯০৫)

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ١/ ٣٠٠ : قال - رحمه الله - (وبناء مسجد) أي لا يجوز أن يبنى بالزكاة المسجد لأن التمليك شرط فيها ولم يوجد وكذا لا يبنى بها القناطر والسقايات وإصلاح الطرقات وكري الأنهار والحج والجهاد وكل ما لا تمليك -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ /٤٧٣ : فإن أراد الحيلة فالحيلة أن يتصدق به المتولي على الفقراء، ثم الفقراء يدفعونه إلى المتولي ثم المتولي يصرف إلى ذلك-

📖 كفايت المفتى (دار الاشاعت) ٤ /٢٩٩ : جواب- زكوة كى آمدنى كو دوسرى آمدنى ميں ملانا نہيں چاہئے، ملانے كے بعد ملانے والا ضامن ہو جاتا ہے، يعنى اگر وہ روپيہ ہلاک ہو جائے تو اسے دينا پڑيگا اگر ہلاک نہ ہو تو مصرف زكوة ميں خرچ كرنے سے ادا ہو جاتا ہے-

## যাকাত ও চামড়া উঠানোর ব্যয়ভার দরিদ্র তহবিল থেকে বহন করা

**প্রশ্ন :** আমাদের মাদরাসায় দুটি তহবিল রয়েছে। এক. সাধারণ তহবিল। এ তহবিলে এককালীন দান ইত্যাদি গ্রহণপূর্বক তা হতে উস্তাদদের বেতন, ঘর নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজে ব্যয় করা হয়। দুই. দরিদ্র তহবিল। যেখানে যাকাত, ফিতরা, কোরবানীর চামড়া, সদকা ইত্যাদি গ্রহণপূর্বক তা হতে লিল্লাহ বোর্ডিংয়ে অবস্থানরত ছাত্রদের খোরাকিতে ব্যয় করা হয়।

প্রশ্ন হলো, যাকাত, ফিতরা ও কোরবানীর চামড়া আদায়ের জন্য বিভিন্ন প্রকার পোস্টার/দাওয়াতপত্র ছাপানো ও যাতায়াতকাজে যে ব্যয় হয় তা যাকাত-ফিতরার খাত থেকে ব্যয় করা যাবে কি না?

Scanned by CamScanner

**উত্তর :** যাকাত-ফিতরা সদকায়ে ওয়াজিবা গরিব-মিসকিনদের মালিক বানিয়ে দেওয়া তা আদায় হওয়ার পূর্বশর্ত। বহুল প্রচলিত হীলার মাধ্যমে যাকাত- ফিতরা তার ব্যয় খাতে সঠিকভাবে ব্যয় হয় না বিধায় মালিকদের যাকাত- ফিতরা আদায় না হওয়ার যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। সুতরাং প্রশ্নে উল্লিখিত খাত/স্থানসমূহে যেহেতু উপরোক্ত শর্ত পাওয়া যায় না, তাই লিল্লাহ ফান্ড থেকে এসব খাতে খরচ করা জায়েয হবে না। তবে এই ফান্ড থেকে প্রয়োজনে কর্জ নিয়ে তা করা যেতে পারে। পরবর্তীতে অবশ্য এ টাকা পরিশোধ করে দিতে হবে। (৮/৫৩১/২২৫২)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢ /٣٤٤ : ويشترط أن يكون الصرف (تمليكا) لا إباحة كما مر (لا) يصرف (إلى بناء) نحو (مسجد و) لا إلى (كفن ميت وقضاء دينه) أما دين الحي الفقير فيجوز لو بأمره، ولو أذن فمات فإطلاق الكتاب يفيد عدم الجواز وهو الوجه نهر (و) لا إلى (ثمن ما) أي قن (يعتق) لعدم التمليك وهو الركن.

📖 فيض الباری ٣/ ٤٢ : ولذا أفتيت لأصحاب المدارس أن يصرفوا مال الزكاة الذى عندهم فى غير مصارفهما دينا عليهم فإذا جاء عندهم مال فى ذلك المصرف يؤدوه عما صرفوه من مال الزكاة-

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٢/ ٢٢٣ : مدرسہ کی طرف سے جو شخص محصل مقرر کیا گیا ہے وہ امین ہے جتنا روپیہ زکوۃ وصدقات کا وصول کرتا ہے وہ امانت ہے اس میں تصرف کرنے کا حق نہیں، ... ... ہاں، اگر معطی کی طرف سے صرف کرنے کی اجازت ہو تو بطور قرض اس کو صرف کر سکتا ہے، پھر قرض مدرسہ کو واپس کر کے مصارف زکوۃ میں صرف کردیا جائے۔

## সাধারণ তহবিল ও লিল্লাহ তহবিলকে একাকার করে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ভোগ করা প্রসঙ্গ

**প্রশ্ন :** (১) আমাদের মাদরাসায় সাধারণ তহবিল ও লিল্লাহ তহবিল শুধুমাত্র কাগজ-কলমে আছে। কিন্তু সাধারণ তহবিল ও লিল্লাহ তহবিলের টাকা এক জায়গায় জমা করে উক্ত টাকা মাদরাসার লিল্লাহ বোর্ডিংয়ের খরচ শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন, বিল্ডিং নির্মাণ, মেহমানদারি, বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি খাতে ব্যয় করা হয়। এ সম্পর্কে ফাতওয়া কী? এবং মাদরাসায় বিভিন্ন প্রকারের দানের টাকা ব্যয়ের শরয়ী বিধান কী?

(২) আমাদের মাদরাসায় লিল্লাহ বোর্ডিংয়ে সদকার খাসি, গরু ইত্যাদিকে মাদরাসার গরিব ছাত্রদের মাধ্যমে হীলা করে সমস্ত ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারী খেয়ে থাকেন। এ ব্যাপারে শরীয়তের সিদ্ধান্ত জানতে চাই।

Scanned by CamScanner

(৩) যাকাত, মান্নত, কোরবানীর চামড়ার টাকা, নফল দান ইত্যাদি এক জায়গায় জমা করে সাধারণ তহবিলের আয় লিল্লাহ তহবিলে ব্যয় করা শরীয়তসম্মত কি না? সাধারণ ফান্ড ও লিল্লাহ ফান্ডকে পৃথক করা প্রয়োজন কি না?

(৪) মাদরাসায় দানকৃত বিভিন্ন প্রকারের টাকা কিভাবে ব্যয় করলে আমরা হারাম থেকে রক্ষা পাব?

(৫) মাদরাসার শিক্ষক-কর্মচারীগণ সাধারণ তহবিলের টাকা দিয়ে লিল্লাহ বোর্ডিংয়ের গরিব ছাত্রদের সঙ্গে খানা খাওয়া জায়েয আছে কি না?

(৬) গরিব ছাত্রদের উকিল ছাত্রদের অনুমতি নিয়ে লিল্লাহ ফান্ডের টাকা সাধারণ ফান্ডে ব্যয় করতে পারবেন কি না?

**উত্তর :** মাদরাসার পরিচালনার ক্ষেত্রে তার আয়ের দুটি খাত রয়েছে :

এক. সাধারণ খাত। যেখানে এককালীন চাঁদা, মাসিক চাঁদা, মৌসুমি চাঁদা, নির্মাণের চাঁদা, মেহমানদের আপ্যায়ন বাবদ, খরচের চাঁদা ইত্যাদি আয়ের টাকা জমা করা হয়। যে টাকা যে খাতে জমা হয়েছে তা সে খাতে খরচ করা শরীয়তের বিধান।

দুই. লিল্লাহ ফান্ড। যেখানে যাকাত, ফিতরা, কোরবানীর চামড়ার টাকা, সদকায়ে ওয়াজিবা, মান্নতের টাকা ও গরু ছাগল ইত্যাদি জমা করা হয়। এ সমস্ত আয় শুধুমাত্র গরিব, এতিম ও অসহায় ছাত্রদের খাওয়াদাওয়ার প্রয়োজনে, বস্ত্র ও চিকিৎসা বাবদ ব্যয় করা হয়। লিল্লাহ ফান্ড তথা গোরাবা ফান্ডের আয় গরিব-এতিম ছাত্র ছাড়া অন্য খাতে ব্যয় করার অনুমতি নেই। সুতরাং যে খাতের আয় সে খাতে ব্যয় করতে হবে। উক্ত নীতিমালার পরিপ্রেক্ষিতে উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর নিম্নে দেওয়া হলো :

১. টাকা-পয়সা নির্দিষ্ট করলেও নির্দিষ্ট হয় না। সুতরাং এক জায়গায় জমা করা হলেও প্রত্যেক তহবিলের আয়-ব্যয়ের সুষ্ঠু হিসাব রেখে পৃথক পৃথক খরচের জন্য এক জায়গা থেকে খরচ করা জায়েয।

📖 كفايت المفتى (دار الاشاعت) ۴/ ۲۹۹ : جواب-زکوۃ کی آمدنی کو دوسری آمدنی میں ملانا نہیں چاہئے، ملانے کے بعد ملانے والا ضامن ہو جاتا ہے، یعنی اگر وہ روپیہ ہلاک ہو جائے تو اسے دینا پڑیگا اگر ہلاک نہ ہو تو مصرف زکوۃ میں خرچ کرنے سے ادا ہو جاتا ہے۔

২. হীলা সঠিক হলে ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারী, কমিটি সবাই খেতে পারবে। হীলা সঠিক হওয়ার পদ্ধতি হলো, যে গরিব ছাত্রকে উক্ত খাসির বা গরুর মালিক বানিয়ে দেওয়া হবে সে যদি স্বেচ্ছায়-খুশিমনে ওই খাসি বা গরু ইত্যাদি মাদরাসায় দান করে দেয় তখন সবার জন্য খাওয়া জায়েয হবে। জোরপূর্বক বা চাপ সৃষ্টি করার মাধ্যমে নেওয়া হলে তা জায়েয হবে না এবং কারো জন্য খাওয়াও বৈধ হবে না।

Scanned by CamScanner

📖 البحرالرائق (دارالكتب العلمية) ٢ /٤٢٤ : والحيلة في الجواز في هذه الأربعة أن يتصدق بمقدار زكاته على فقير ثم يأمره بعد ذلك بالصرف إلى هذه الوجوه فيكون لصاحب المال ثواب الزكاة وللفقير ثواب هذه القرب كذا في المحيط -

৩. বিভিন্ন প্রকারের দানের টাকা, যা যে খাতের আয়, সে খাতেই ব্যয় করবে। আর যে সকল দানের কোনো খাত জানা থাকে না বরং দাতাগণ খাতের ব্যাখা ছাড়া দান করে সে সকল দানের টাকা কমিটি বা কর্তৃপক্ষ যেখানে প্রয়োজন মনে করে, খরচ করতে পারবে।

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ۱۵ /۵۹۸ : اگرچندہ دہندگاں نے مصرف کی تعیین کردی ہے تواسی مصرف پرچندہ صرف کیا جائیگااس کے خلاف نہ کیا جائیے، اگرمصرف کی تعیین نہیں کی بلکہ مہتمم کو مصالح مدرسہ میں صرف کرنے کا کلی اختیار دیدیا ہے تو پھر ہر مصلحت میں صرف کرنادرست ہے۔

৪. পারতপক্ষে প্রতিটি ফান্ডের টাকা পৃথক পৃথক রাখার চেষ্টা করতে হবে এবং এরূপ রাখাই শ্রেয়। অপারগতায় এক জায়গায় জমা করলেও খরচের বেলায় পৃথক পৃথকভাবে হিসাব রাখতে হবে। তখন কোনো অসুবিধা হবে না।

📖 کفایت المفتی (دارالاشاعت) ۴ /۲۹۹ : جواب- زکوۃ کی آمدنی کو دوسری آمدنی میں ملانا نہیں چاہیئے، ملانے کے بعد ملانے والا ضامن ہو جاتاہے، یعنی اگر وہ روپیہ ہلاک ہو جائے تو اسے دیناپڑیگا اگر ہلاک نہ ہو تو مصرف زکوۃ میں خرچ کرنے سے ادا ہو جاتاہے۔

৫. মেস সিস্টেম করে মাদরাসার শিক্ষক-কর্মচারীগণ সাধারণ ফান্ডের টাকা দিয়ে লিল্লাহ বোর্ডিংয়ে গরিব ছাত্রদের সঙ্গে খানা খেতে পারবে।

📖 جامع الفتاوی (ربانی بکڈپو) ۲ /۴۵۷ : جواب- جتنی مقدار اساتذہ جزءِ تنخواہ حق الخدمت کے طور پر کھائیں گے اتنی مقدار زکوۃ ادانہ ہوگی، اس کاحساب رکھناضروری ہے۔

৬. গরিব ছাত্রদের উকিল লিল্লাহ ফান্ডের টাকা তাদের অনুমতি নিয়ে অন্য ফান্ডে ব্যয় করতে পারবে। হ্যাঁ, উত্তম হচ্ছে তাদের হস্তগত করে মালিক বানিয়ে দেওয়া। তারা যদি স্বেচ্ছায়-খুশিমনে ওই টাকা অন্য ফান্ডে খরচ করার জন্য দিয়ে দেয় তখন অন্য ফান্ডে ব্যয় করা অবৈধ হবে না। (১৬/৯২৩/৬৮১৩)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ٢ /٢٦٩ : وهنا الوكيل إنما يستفيد التصرف من الموكل وقد أمره بالدفع إلى فلان فلا يملك الدفع إلى غيره كما لو أوصى لزيد بكذا ليس للوصي الدفع إلى غيره-

## লিল্লাহ বোর্ডিংয়ের টাকা দিয়ে শিক্ষকদের বেতন ও খরচাদির ব্যবস্থা করা

**প্রশ্ন :** আমাদের আমিনবাগ জামে মসজিদের সাথে ১৯৮৪ ইং থেকে একটি আবাসিক হাফিজিয়া মাদরাসা পরিচালিত হয়ে আসছে। উক্ত মাদরাসার অধিকাংশ টাকা-পয়সা যাকাত, ফিতরা, মান্নত ও কোরবানীর চামড়ার থেকে আসে। হাফিজিয়া মাদরাসার লিল্লাহ বোর্ডিংয়ের জন্য গত ১৯৯৭ ইং জানুয়ারি হতে একটি অনাবাসিক ইবতেদায়ী মাদরাসা চালু করা হয়। সরকারি সিলেবাস অনুযায়ী ইবতেদায়ী মাদরাসাটি চালু করার সময় ছাত্রদের থেকে ভর্তি ফি, সেশন ফি ও বেতন নেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা করা হচ্ছে না। হাফিজিয়া মাদরাসার লিল্লাহ বোর্ডিংয়ের টাকা দিয়ে ইবতেদায়ী মাদরাসার শিক্ষকের বেতন ও অন্যান্য খরচ করা হচ্ছে, তা শরীয়তসম্মত কি না?

**উত্তর :** শরীয়তের বিধান মতে, যাকাত, ফিতরা, মান্নত ও কোরবানীর চামড়ার পয়সা বা এর দ্বারা ক্রয় করা সামগ্রী যাকাত খাওয়ার উপযুক্ত গরিব- মিসকিনদের কোনো বিনিময় ছাড়া মালিক বানিয়ে দেওয়া যাকাত, ফিতরা তথা সদকায়ে ওয়াজিবা আদায় হওয়ার পূর্বশর্ত। এ ধরনের টাকা শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বা অন্য সেবামূলক প্রকল্পে ব্যয় করা শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয। সুতরাং ওই টাকা উল্লিখিত ইবতেদায়ী মাদরাসার বেতন বা অন্যান্য খরচে ব্যয় করা জায়েয হবে না। উক্ত টাকা ওই লিল্লাহ বোর্ডিংয়ের গরিব-মিসকিন ছাত্রদের খোরপোষের মধ্যে ব্যয় করতে হবে। (৬/২৩৫/১১৭০)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢ /٣٤٤ : ويشترط أن يكون الصرف (تمليكا) لا إباحة كما مر (لا) يصرف (إلى بناء) نحو (مسجد و) لا إلى (كفن ميت وقضاء دينه)-

## ওকালতনামায় সর্বপ্রকারের ক্ষমতা প্রদান

**প্রশ্ন :** মাদরাসায় ভর্তি ফরমের মধ্যে 'অঙ্গীকারনামা' শিরোনামের অধীনে যদি অন্য প্রয়োজনীয় অঙ্গীকারসমূহের সাথে নিম্নলিখিত অঙ্গীকার মাদরাসায় ভর্তীচ্ছু ছোট-বড় ছাত্রছাত্রী বা তাদের দরিদ্র অভিভাবকের পক্ষ হতে গ্রহণ করা হয়, তবে অঙ্গীকার

Scanned by CamScanner

মোতাবেক আমল করে সকল ছাত্রছাত্রীর থাকা-খাওয়া, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি প্রয়োজনে নির্দিষ্ট উসুলকৃত অর্থ খরচ করা বা ওয়াক্ফ করা যাবে কি না? অঙ্গীকারটি নিম্নরূপ :
মাদরাসায় অবস্থানকালীন সময় আমার/আমার অভিভাবকের পক্ষ থেকে মুহতামীম বা তাঁর অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য এখতিয়ার থাকবে যে, যাকাত ও অন্যান্য সাদাকাতে ওয়াজিবা উসুলকরত আমার ও অন্য ছাত্রছাত্রীদের থাকা-খাওয়া, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি প্রয়োজনে খরচ করবেন/ওয়াক্ফ করবেন।

**উত্তর :** প্রশ্নে বর্ণিত ওকালতনামার পদ্ধতিতে অঙ্গীকার নিয়ে মুহতামীম বা তাঁর অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি উকিল হয়ে নির্দিষ্ট উসুলকৃত অর্থ ছাত্রছাত্রীদের থাকা-খাওয়া, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি প্রয়োজনে খরচ করতে পারবে। (১১/৬৮/৩৩৯৮)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢ /٣٤٤ : ويشترط أن يكون الصرف (تمليكا) لا إباحة كما مر (لا) يصرف (إلى بناء) نحو (مسجد و) لا إلى (كفن ميت وقضاء دينه) -

📖 جدید فقہی مقالات (میمن اسلامک) ٣/ ١٦٧ : حقیقت میں تو تعمیرات پر زکوۃ کی رقم خرچ نہیں ہو سکتا اور آجکل جو حیلہ تملیک کیا جاتا ہے جس میں جانبین کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ حقیقت میں تملیک نہیں ہے ایسا حیلہ تو کسی طرح بھی معتبر نہیں لیکن یہ صورت ہو سکتی ہے کہ جن لوگوں کیلئے تعمیر کی جارہی ہے واقعۃ ان کو وہ رقم مالک بنادے دی جائے اور چونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ رقم ہمارے لئے استعمال اور ہمارے مصرف میں استعمال ہو گی لہذا پھر وہ لوگ وہ رقم اپنے طور پر خوش دلی سے اس تعمیر کیلئے دے دے تو اس کی گنجائش ہے۔

## চামড়া কালেকশনের পদ্ধতি

**প্রশ্ন :** ১) কোরবানীদাতাগণ কোরবানীর পশুর চামড়া বিক্রি করার পর মাদরাসার ছাত্র বা উস্তাদগণ তাদের থেকে কোরবানীর পশুর বিক্রীত চামড়ার অর্থ থেকে এতিম ও দুস্থ ছাত্রদের জন্য টাকা এনে থাকেন।
২) কোরবানীদাতাগণ থেকে মাদরাসার উল্লিখিত ছাত্রদের কথা বলে কোরবানীর পশুর চামড়া ফুল ফ্রি অথবা হাফ ফ্রি ইত্যাদি পন্থায় এনে থাকেন।
৩) কোরবানীদাতাদের থেকে কোরবানীর পশুর চামড়া ক্রয় করে একত্রে সবগুলো বিক্রি করে লভ্যাংশ অর্থ তাদের জন্যই ব্যয় করা হয়।
এ কয়েক পদ্ধতিতে যে মাদরাসা কর্তৃপক্ষ মাদরাসার গরিব ছাত্রদের জন্য কালেকশন করে থাকে, তা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে মাদরাসার জন্য চামড়া কালেকশন করা শরীয়তসম্মত ও বৈধ। তবে তৃতীয় পদ্ধতিতে কালেকশন করার জন্য শর্ত হলো, ব্যবসার মূলধন মাদরাসা ফান্ডের না হতে হবে। হ্যাঁ, যদি ফান্ডের টাকা দাতাদের পক্ষ থেকে অনুমোদন বা মৌন সমর্থন থাকে তাহলে সেই টাকা দ্বারাও উল্লিখিত পদ্ধতিতে কালেকশন করা জায়েয। (১৪/৭৮৮/৫৭৮৬)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤٦٢ : القيم إذا اشترى من غلة المسجد حانوتا أو دارا وأراد أن يستغل ويباع عند الحاجة جاز إن كان له ولاية الشراء وإذا جاز أن يبيعه، كذا في السراجية.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٧/ ٢٤١ : الجواب-اللہ پاک کا ارشاد ہے واٰتوالزکوٰۃ، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم فرمایا خذ من اموالھم صدقۃ، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عاملین کو زکوۃ وصول کرنے کے لئے بھیجا، وہ لیکر آئے پھر اس کو مستحقین پر خرچ فرمایا آپ کے بعد خلفاء راشدین نے بھی اپنے عاملین کے ذریعہ زکوۃ وصول کیا اور بیت المال میں جمع کر کے مستحقین کو دی، پھر جب بیت المال کا مال بعد کے لوگوں نے صحیح نہیں رکھا تو ارباب اموال خود زکوۃ ادا کرنے لگے، اور دین کے اشاعت کے لئے جب مدارس قائم کئے گئے تو اول اول سلاطین نے ان کے اخراجات برداشت کئے پھر ارباب مدارس نے خود انتظام کیا اور زکوۃ، صدقات وصول کر کے طالب علم دین پر خرچ کرنے کا انتظام کیا، یہ سلسلہ بحمد اللہ بہت مفید ہے اور اسلاف سے منقول ہے، قرآن وسنت سے ماخوذ ہے۔

📖 العلم والعلماء ص ٣٥٤ : سوال-مدرسہ کی امدادی رقم سے مدرسہ کے لئے تجارت کرنا درست ہے یا نہیں؟

الجواب-باذن معطیین درست است، چندہ دینے والوں کی صراحۃً یا دلالۃً اجازت سے جائز ہے۔

Scanned by CamScanner

# باب مصلى العيد

# পরিচ্ছেদ : ঈদগাহ

### ঈদগাহের জায়গায় মসজিদ-মাদরাসা নির্মাণ করা

**প্রশ্ন :** ঈদগাহের জন্য ওয়াক্ফকৃত জমিতে পূর্ব থেকেই একটি ফোরকানিয়া মক্তব আছে। ওয়াক্ফকৃত জমি এ পরিমাণ আছে যে মাদরাসা-মসজিদ ও পুকুর করার পরও ঈদের নামায পড়তে কোনো প্রকার অসুবিধা হবে না। ঈদগাহ মাঠের চারদিকে ফল-মূলের গাছ আছে। সেগুলো হেফাজত করা দূরে থেকে কমিটির পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। নামায পড়ার জায়গা ব্যতীত ওয়াক্ফকৃত যে জায়গা আছে সে জায়গায় অনেক সময় ফুটবল খেলে এবং গরু-ছাগল বাঁধার কারণে প্রস্রাব-পায়খানার দরুন মাঠটি অপরিষ্কার হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় অনেকের ধারণা যে মাদরাসা-মসজিদ নির্মাণ করলে মাঠের হেফাজত হবে, এলাকার শিশু-কিশোরদের দ্বীনি ইলম শিক্ষারও সুযোগ হবে। উল্লেখ্য, ওয়াক্ফকারী ইন্তেকাল করেছে, কিন্তু তার ওয়ারিশ জীবিত আছে। দলিলসহ সমাধান জানালে কৃতজ্ঞ হব।

**উত্তর :** ওয়াক্ফকৃত জমি ওয়াক্ফকারীর উদ্দেশ্য পরিপন্থী অন্য কোনো শরয়ী কাজেও স্থায়ীভাবে ব্যবহার করার অনুমতি শরীয়তে নেই। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত ঈদগাহের জন্য ওয়াক্ফকৃত জমিতে মাদরাসা করা বৈধ নয়। তবে ঈদগাহের জমি যদি ঈদগাহের প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয় তখন ভাড়া দেওয়ার শর্তে মুতাওয়াল্লী বা ঈদগাহ পরিচালনা কমিটির অনুমতিক্রমে মাদরাসার জন্য অস্থায়ী ঘর নির্মাণ করা যেতে পারে। জমি ঈদগাহের থাকবে আর ঘর মাদরাসার হবে এবং মাদরাসার পক্ষ থেকে ঈদগাহকে নিয়মিত ভাড়া প্রদান করতে থাকবে। ভবিষ্যতে ঈদগাহ সম্প্রসারণের প্রয়োজনে মাদরাসার ঘরটি ভাঙার প্রয়োজন হলে ভেঙে দিতে হবে। অথবা ঈদগাহ পরিচালনা কমিটি ইচ্ছা করলে ঈদগাহের ফান্ড থেকে ঘর নির্মাণ করে মাদরাসার নিকট ভাড়া দিতে পারবে। (৮/২৫১)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٤ / ٤٣٣ : (قوله: قولهم شرط الواقف كنص الشارع) في الخيرية قد صرحوا بأن الاعتبار في الشروط لما هو الواقع لا لما كتب في مكتوب الوقف، فلو أقيمت بينة لما لم يوجد في كتاب الوقف عمل بها بلا ريب لأن المكتوب خط مجرد ولا عبرة به لخروجه عن الحجج الشرعية.

Scanned by CamScanner

📖 فيه أيضا ٤ / ٣٤٣ : فإن شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع وهو مالك، فله أن يجعل ماله حيث شاء ما لم يكن معصية.

📖 فيه أيضا ٤ / ٤٤٥ : على أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤٢١ : ثم إذا جازت إجارة الوقف بالعرض على قول من قال بالجواز فالقيم يبيع العرض الذي هو أجره ويجعل ثمنه في سبيل الوقف-

## ক্রয়কৃত ঈদগাহ মাঠে নামাযঘর নির্মাণ করা

**প্রশ্ন :** আমাদের গ্রামে রাস্তার সাথে ঈদগাহ মাঠ রয়েছে। গ্রামের লোকজন রাস্তার পাশে একটা পাঞ্জেগানা নামাযঘরের প্রয়োজন অনুভব করছে। এ জন্য কিছু লোক নামাযঘরটা ঈদগাহ ময়দানের ভেতরে যেকোনো এক কর্নারে বানাতে চাচ্ছে। কিছু লোক বাধা দিচ্ছে যে ঈদগাহে নামাযঘর বানানো বৈধ হবে না। এখন জানতে চাই, যারা বাধা দিচ্ছে তাদের কথাটা কতটুকু সহীহ? দয়া করে সমাধান দিলে চির কৃতজ্ঞ হব। কারণ গ্রামে তুমুল ঝগড়া চলছে। উল্লেখ্য, ঈদগাহ ময়দানটা ওয়াক্‌ফকৃত নয়, বরং ১০ জনের চাঁদার দ্বারা ক্রয় করা হয়েছে।

**উত্তর :** ঈদগাহকে শুধুমাত্র ঈদের নামাযের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা জরুরি। তাই প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে স্থানীয় লোকদের মতানৈক্য অবস্থায় উক্ত ঈদগাহে নামায ঘর নির্মাণ না করে অন্য জায়গায় মসজিদ নির্মাণ করবে। বিকল্প কোনো জায়গার ব্যবস্থা না হলে সবার ঐকমত্যে উক্ত ঈদগাহে অস্থায়ীভাবে নামাযঘর নির্মাণ করা যেতে পারে। (৯/৪২৬)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٤ / ٤٣٣ : (قوله: قولهم شرط الواقف كنص الشارع) في الخيرية قد صرحوا بأن الاعتبار في الشروط لما هو الواقع لا لما كتب في مكتوب الوقف، فلو أقيمت بينة لما لم يوجد في كتاب الوقف عمل بها بلا ريب لأن المكتوب خط مجرد ولا عبرة به لخروجه عن الحجج الشرعية.

📖 فيه أيضا ٤ / ٣٤٣ : فإن شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع وهو مالك، فله أن يجعل ماله حيث شاء ما لم يكن معصية.

📖 فيه أيضا ٤ / ٤٤٥ : على أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة.

Scanned by CamScanner

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۷/ ۱۱۴ : جواب- عیدگاہ میں نماز پنجوقتہ باجماعت ادا کرنی جائز ہے عیدگاہ کو واقف کی منشاء سے عیدگاہ کی صورت میں ہی رکھنا چاہئے اور بغیر کسی خاص مجبوری اور اشد ضرورت کے اس کو تبدیل نہ کرنا چاہئے۔

## ঈদগাহের ভূমিতে ভবন নির্মাণ করে নিচে ঈদগাহ ওপরে মসজিদ করা

**প্রশ্ন :** আমাদের এলাকায় একটি ঈদগাহ ময়দান ছিল। তা ভেঙে এলাকাবাসী উক্ত জায়গায় দোতলা মসজিদ নির্মাণ করতে চাচ্ছে। নিচতলায় ঈদগাহ ময়দান হবে এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাতের সহিত আদায় করবে। প্রশ্ন হলো, উক্ত জায়গায় মসজিদ ঈদগাহ নির্মাণ করা শরীয়তসম্মত হচ্ছে কি না?

**উত্তর :** ঈদগাহ যদি ওয়াক্‌ফকৃত না হয় তাহলে মালিকদের অনুমতিক্রমে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয আছে। পক্ষান্তরে উক্ত ঈদগাহ যদি ওয়াক্‌ফকৃত হয়ে থাকে, আর মসজিদ নির্মাণের জন্য অন্য কোনো জায়গাও পাওয়া না যায়, তাহলে প্রয়োজনে ওয়াক্‌ফকারীর অনুমতি সাপেক্ষে সেখানে প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে নিচে ঈদগাহ ও ওপরে মসজিদ নির্মাণ করা জায়েয হবে। (১৪/১৫৭/৫৫৫৯)

📖 رد المحتار (ایچ ایم سعید) ٤ / ٤٣٣ : (قوله: قولهم شرط الواقف كنص الشارع) في الخيرية قد صرحوا بأن الاعتبار في الشروط لما هو الواقع لا لما كتب في مكتوب الوقف، فلو أقيمت بينة لما لم يوجد في كتاب الوقف عمل بها بلا ريب لأن المكتوب خط مجرد ولا عبرة به لخروجه عن الحجج الشرعية.

📖 فيه أيضا ٤ / ٣٤٣ : فإن شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع وهو مالك، فله أن يجعل ماله حيث شاء ما لم يكن معصية.

📖 فيه أيضا ٤ / ٤٤٥ : على أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد) ۵ /۱۱۹ : الجواب- اگر کوئی قطعۂ زمین صرف عید کی نماز کیلئے وقف کیا گیا ہو تو بغیر اذن واقف کے اس پر مسجد تعمیر کرنا جائز نہیں، کیونکہ شریعت میں واقف کی شرائط کو ملحوظ رکھا جاتا ہے جب تک شریعت کے موافق ہوں، جب واقف اجازت دے دے تو اس تعمیر میں کوئی حرج نہیں، البتہ اگر یہ قطعۂ زمین قانونی وقف ہو شرعی وقف نہ ہو تو اس کی خرید وفروخت بھی جائز ہے۔

Scanned by CamScanner

## প্রয়োজনে ঈদগাহে মসজিদ সম্প্রসারণ করা

**প্রশ্ন :** আমাদের মসজিদ ছোট হওয়ায় লোক সংকুলান হচ্ছে না, তাই দ্রুত মসজিদ সম্প্রসারণ জরুরি। মসজিদের সাথে ঈদগাহ লাগানো রয়েছে, আর মসজিদের অতিরিক্ত জায়গা নেই। তাই ঈদগাহের ওপর নিচতলায় ঈদগাহ রেখে ওপর থেকে মসজিদ বানানো শরীয়তসম্মত হবে কি না?

**উত্তর :** ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তিদাতা কর্তৃক নির্ধারিত খাতে ব্যবহার করা জরুরি। তার উদ্দেশ্য পরিপন্থী অন্য খাতে ব্যবহার করা শরীয়তের আলোকে নাজায়েয। তাই প্রশ্নে বর্ণিত ঈদগাহ যদি ওয়াক্ফকৃত হয় তাহলে তার ওপর বর্ণিত জরুরতের কারণে মসজিদ নির্মাণ করা জায়েয হবে না। (১৯/৩৭৪/৮১৯০)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤ / ٤٩٥ : وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه، سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا اهوهذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم، شرط الواقف كنص الشارع فيجب اتباعه كما صرح به في شرح المجمع للمصنف.

## সরকারি মাঠকে ঈদগাহে পরিণত করা

**প্রশ্ন :** ঈদগাহ মাঠের পাশে একটি সরকারি খাস জায়গা আছে। ওই জায়গায় ঈদগাহ মাঠ বা মসজিদ নির্মাণ করা যাবে কি না?

**উত্তর :** সরকারি খাসজমিতে কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে মসজিদ ও ঈদগাহ তৈরি করা যাবে। (১৬/২৭২/৬৫০৩)

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ١۵ / ١٧٨ : الجواب-جب کہ وہ زمین گورنمنٹ کی ملک ہے اور اس کی حدود میں ہے تو مسجد بنانے کیلئے گورنمنٹ سے باقاعدہ اجازت حاصل کرلی جائے، بلا اجازت مسجد بنانے میں خطرہ واندیشہ ہے شرعا بھی قانونا بھی۔

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ٦/ ٣۵٧ : جہاں اجازت کی ضرورت معلوم ہو وہاں اجازت کے بغیر نماز پڑھنا مکروہ ہو گا اور جس جگہ کے متعلق یہ معلوم ہو کہ یہ ناراض نہ ہوں گے بلکہ خوش ہوں گے تو اجازت کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں۔

Scanned by CamScanner

## প্রয়োজনে ঈদগাহের জমি বিক্রি করে অন্যত্র ক্রয় করা

**প্রশ্ন :** আমাদের এলাকায় একটি ঈদগাহ আছে। ঈদগাহের আশপাশের লোকজন বর্জ্য ত্যাগ ইত্যাদি করে ঈদগাহের পরিবেশ নষ্ট করে। বারবার চেষ্টা সত্ত্বেও তাদের বিরত রাখা যায় না, যার কারণে তাতে নামাযের পরিবেশ বাকি থাকে না। এমতাবস্থায় উক্ত জমি বিক্রি করে অন্যত্র জমি ক্রয় করে ঈদগাহ বানানো জায়েয হবে কি না?

**উত্তর :** ওয়াক্ফকৃত বস্তু ওয়াকিফের মালিকানাধীন থাকে না, বরং আল্লাহ তা'আলার মালিকানাধীন হয়ে যায়। তাই পুরাতন ঈদগাহ যদি ওয়াক্ফকারী ওয়াক্ফ করার সময় শর্তহীন ওয়াক্ফ করে তাহলে কারো জন্য বিক্রয় করে ওই টাকা দিয়ে নতুন ঈদগাহ ক্রয় করা শরীয়তসম্মত নয়। বরং মুসলমান হিসেবে পুরাতন ঈদগাহের পবিত্রতা বজায় রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করা এবং চাঁদা করে হলেও বাউন্ডারি নির্মাণ করে আবর্জনা থেকে সংরক্ষণ করা সংশ্লিষ্ট সকলের ঈমানী দায়িত্ব। (১৫/৪১০)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٤ / ٣٥١ : (فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن).

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٤ / ٣٥٢ : (قوله: لا يملك) أي لا يكون مملوكا لصاحبه ولا يملك أي لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه.

## ঈদগাহ মাঠ স্থানান্তর করা

**প্রশ্ন :** ঈদগাহ মাঠ স্থানান্তর করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হবে কি না?

**উত্তর :** ওয়াক্ফকৃত ঈদগাহ মাঠ স্থানান্তরিত করা যায় না। তবে ওই মাঠে জনসাধারণের সংকুলান না হলে নতুন মাঠ করেও নামায পড়া যায়। এমতাবস্থায় উভয় মাঠে নামায আদায় করতে হবে। তবে পুরাতন মাঠ অচল হয়ে গেলে ওই স্থানে বাগবাগিচা করে তার আয় দিয়ে নতুন ঈদগাহে খরচ করার অবকাশ রয়েছে। (১২/৫৯৫)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٨٤ : اعلم أن الاستبدال على ثلاثة وجوه: الأول: أن يشرطه الواقف لنفسه أو لغيره أو لنفسه وغيره، فالاستبدال فيه جائز على الصحيح وقيل اتفاقا. والثاني: أن لا يشرطه سواء شرط عدمه أو سكت لكن صار بحيث لا ينتفع به بالكلية بأن لا يحصل منه شيء أصلا، أو لا يفي بمؤنته فهو أيضا جائز على الأصح إذا كان

Scanned by CamScanner

بإذن القاضي ورأيه المصلحة فيه. والثالث: أن لا يشرطه أيضا ولكن فيه نفع في الجملة وبدله خير منه ريعا ونفعا، وهذا لا يجوز استبداله على الأصح المختار.

📖 الدر المختار ٤/ ٣٤٣ : فإن شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع وهو مالك، فله أن يجعل ماله حيث شاء ما لم يكن معصية.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٥/ ٣٢٣ : الجواب-حامداً ومصلیا، اگر سابق عیدگاہ وقف ہے تو اس کے تبادلہ کی اجازت نہیں، اگر نماز عید ادا کرنے کیلئے دوسری وسیع جگہ عیدگاہ بنالی جائے تو یہ سابق عیدگاہ بھی وقف رہے گی، اس میں باغ لگا کر اس کی آمدنی جدید عیدگاہ کی ضرورت میں صرف کی جائے جب مالکان اراضی کو اللہ تعالی نے وسعت دی ہے اور ہمت دی ہے تو جدید اراضی کو بھی دیدیں، ان کی طرف سے صدقہ جاریہ رہے گا اور ضروریات عیدگاہ کیلئے آمدنی کا بھی انتظام ہو جائیگا۔

## রাস্তা থেকে দূরের ঈদগাহকে পাশের জমির সাথে রদবদল করা

**প্রশ্ন :** জনৈক দাতা ঈদের নামায আদায়ের জন্য রাস্তা থেকে অনেক দূরে এক টুকরা জমি ওয়াক্ফ করে। যাতায়াতের জন্য বর্তমানে কোনো রাস্তা নেই এবং রাস্তার জন্য কেউ জায়গা দিতে রাজি হচ্ছে না। এমতাবস্থায় মাঠের মাঝখানে ওয়াক্ফকৃত জমিকে রাস্তার পাশে নিজের জমির দ্বারা পরিবর্তন করা জায়েয আছে কি না?

**উত্তর :** ওয়াক্ফকৃত জমি পরিবর্তন করা যায় না। তবে ওয়াক্ফকারীর ওয়াক্ফ করার উদ্দেশ্য পারিপার্শ্বিক কারণে কোনোভাবে অর্জিত না হলে পরিবর্তনের অবকাশ আছে। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত ঈদগাহে যদি কোনোভাবেই রাস্তার ব্যবস্থা করা সম্ভব না হয় এবং এ কারণে সেখানে ঈদের নামায পড়াই বন্ধ হয়ে যায় তাহলে উক্ত জমিকে পরিবর্তন করা যেতে পারে। (১৮/৫৪৯/৭৭৩১)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٨٤ : اعلم أن الاستبدال على ثلاثة وجوه: الأول: أن يشرطه الواقف لنفسه أو لغيره أو لنفسه وغيره، فالاستبدال فيه جائز على الصحيح وقيل اتفاقا. والثاني: أن لا يشرطه سواء شرط عدمه أو سكت لكن صار بحيث لا ينتفع به بالكلية بأن لا يحصل منه شيء أصلا، أو لا يفي بمؤنته فهو أيضا جائز على الأصح إذا كان بإذن القاضي ورأيه المصلحة فيه. والثالث: أن لا يشرطه أيضا ولكن

Scanned by CamScanner

فيه نفع في الجملة وبدله خير منه ريعا ونفعا، وهذا لا يجوز استبداله على الأصح المختار.

📖 الدر المختار (سعيد) ٤/ ٣٤٣ : فإن شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع وهو مالك، فله أن يجعل ماله حيث شاء ما لم يكن معصية -

## ঈদগাহের মাঠে খেলাধুলা ও চাষাবাদ করা

**প্রশ্ন :** ঈদগাহ মাঠের জমি আলাদা ওয়াক্‌ফকৃত, সেখানে খেলাধুলা বা কোনো ফসলাদি করা জায়েয হবে কি না?

**উত্তর :** ওয়াক্‌ফকৃত ঈদগাহে ফুটবল ইত্যাদি খেলার আয়োজনের অনুমতি নেই। তদ্রূপ তথায় ফসলাদি করারও অনুমতি নেই। (৬/৭৮৯)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٥/ ٢٤٧ : وما اتخذ لصلاة العيد لا يكون مسجدا مطلقا وإنما يعطى له حكم المسجد في صحة الاقتداء بالإمام وإن كان منفصلا عن الصفوف وأما فيما سوى ذلك فليس له حكم المسجد وقال بعضهم له حكم المسجد حال أداء الصلاة لا غير وهو والجبانة سواء ويجنب هذا المكان كما يجنب المسجد احتياطا. اهـ

## ঈদগাহে খেলাধুলা, পশু চরানো ও গানের আসর বসানোর হুকুম

**প্রশ্ন :** ঈদগাহের মাঠে মাঝে মাঝে ছেলেরা ফুটবল ও ক্রিকেট খেলে। কোনো কোনো সময় মুরব্বি টাইপের কিছু লোক সময় কাটানোর জন্য ঈদগাহের এক কোণে বসে গানের আসর জমায়। এতে ঈদগাহের সম্মান নষ্ট হবে কি না? বা উক্ত খেলাধুলা দ্বারা তাদের গোনাহ হবে কি না? এবং ঈদগাহে গরু-ছাগল চরানো যাবে কি না?

**উত্তর :** ঈদগাহের মাঠে খেলাধুলা করা বা ঈদের মাঠকে খেলার মাঠ হিসেবে ব্যবহার করা জায়েয নেই। গরু-ছাগল চরানোর অনুমতিও নেই। (১৩/১০২১/৫৫২৭)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٦ : أما مصلى العيد لا يكون مسجدا مطلقا، وإنما يعطى له حكم المسجد في صحة الاقتداء بالإمام، وإن

Scanned by CamScanner

كان منفصلا عن الصفوف وفيما سوى ذلك فليس له حكم المسجد، وقال بعضهم: يكون مسجدا حال أداء الصلاة لا غير وهو والجبانة سواء، ويجنب هذا المكان عما يجنب عنه المساجد احتياطا. اه.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۶/ ۴۲۸ : الجواب- عید گاہ کا احترام بہر کیف واجب ہے اگرچہ اس کے مسجد ہونے میں اختلاف ہے مگر بے حرمتی سے حفاظت بہر حال ضروری ہے لہذا امور مسئولہ کی اجازت نہیں۔

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۵ / ۲۱۴ : الجواب- عید گاہ بہت سے امور میں بحکم مسجد ہے اس لئے عید گاہ میں کھیل تماشہ اور کشتی وغیرہ کا کرنا اور ہارمونیم باجا بجانا اور گانا یہ جملہ محرمہ حرام اور ناجائز ہیں، متولی عید گاہ ہر گز ان امور کی اجازت کسی کو نہیں دے سکتا اور بلا اجازت یا با اجازت متولی بھی کسی کو ارتکاب ان امور کا کرنا عید گاہ میں درست نہیں ہے۔

## ঈদগাহের মাঠে খেলাধুলা করা

**প্রশ্ন :** আমাদের এলাকায় একটা ঈদগাহ মাঠ রয়েছে। তবে এলাকাবাসী সেখানে প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলা করে। তাদের নিষেধ করলে তারা চ্যালেঞ্জ করে বলে যে কোরআন-হাদীসে কোথাও এ কথা নেই যে ঈদগাহ মাঠে খেলা নিষেধ। অতএব এ ব্যাপারে কোরআন-হাদীসের আলোকে সঠিক উত্তর জানালে বাধিত হয়।

**উত্তর :** অভিজ্ঞ উলামায়ে কিরামের মতে ঈদগাহ ময়দান অনেক ক্ষেত্রে মসজিদের সমতুল্য। তাই যেই সমস্ত কাজ মসজিদে নাজায়েয যেসব কর্মকাণ্ড হতে ঈদগার ময়দানকেও মুক্ত রাখা জরুরি বিধায় প্রশ্নে উল্লিখিত ঈদগাহ ময়দানে খেলাধুলা করার অনুমতি দেওয়া যায় না। (১২/৯৯/৩৮৫৩)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٥ /٢٤٨ : وقال بعضهم له حكم المسجد حال أداء الصلاة لا غير وهو والجبانة سواء ويجنب هذا المكان كما يجنب المسجد احتياطا. اهـ

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٦ : أما مصلى العيد لا يكون مسجدا مطلقا، وإنما يعطى له حكم المسجد في صحة الاقتداء بالإمام، وإن كان منفصلا عن الصفوف وفيما سوى ذلك فليس له حكم المسجد، وقال بعضهم: يكون مسجدا حال أداء الصلاة لا غير وهو والجبانة سواء، ويجنب هذا المكان عما يجنب عنه المساجد احتياطا. اه.

Scanned by CamScanner

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۶/ ۴۲۸ : الجواب-عید گاہ کا احترام بہر کیف واجب ہے اگرچہ اس کے مسجد ہونے میں اختلاف ہے مگر بے حرمتی سے حفاظت بہر حال ضروری ہے لہذا امور مسئولہ کی اجازت نہیں۔

## ঈদগাহের মর্যাদা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকার ঈদগাহে প্রতিদিন সকাল-বিকাল ছেলেরা ক্রিকেট খেলে। এলাকার মুরব্বিগণ তাদের নিষেধও করে না। ঈদগাহটি ওয়াক্‌ফকৃত। ঈদগাহে ক্রিকেট খেলা জায়েয হবে কি না? এবং ঈদগাহের মর্যাদা কতটুকু?

উত্তর: ওয়াক্‌ফকৃত ঈদগাহের ময়দান সার্বিক ক্ষেত্রে মসজিদের হুকুমে না হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে মসজিদের হুকুমে। বিশেষত সম্মান ও আদব রক্ষার ক্ষেত্রে ঈদগাহ মসজিদের ন্যায়। মসজিদে যে রকম খেলাধুলা ইত্যাদি নিষেধ তদ্রূপ ঈদগাহ ময়দানেও খেলাধুলা নিষেধ। তাই ওয়াক্‌ফকৃত ঈদগাহ ময়দানে ক্রিকেট খেলা ইত্যাদির অনুমতি দেওয়া যেতে পারে না। কর্তৃপক্ষের তাদের বাধা প্রদান করা জরুরি এবং ঈদগাহের সম্মান ও আদব রক্ষা করার প্রতি যত্নবান হওয়া জরুরি।(১২/৩৭৬/৩৯৮৮)

📖 فتاوى قاضيخان مع الهندية (زكريا) ٣ /٢٩١ : وقال بعضهم له حكم المسجد حال أداء الصلاة لا غير وهو والجبانة سواء ويجنب هذا المكان عما يجنب المسجد احتياطا -

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۵ / ۲۱۴ : الجواب- عید گاہ بہت سے امور میں بحکم مسجد ہے اس لئے عید گاہ میں کھیل تماشہ اور کشتی وغیرہ کا کرنا اور ہار مونیم باجا بجانا اور گانا یہ جملہ محرمہ حرام اور ناجائز ہیں، متولی عید گاہ ہر گز ان امور کی اجازت کسی کو نہیں دے سکتا اور بلا اجازت یا با اجازت متولی بھی کسی کو ارتکاب ان امور کا کرنا عید گاہ میں درست نہیں ہے۔

## ঈদগাহের মাঠে আনন্দ মেলা করা

প্রশ্ন : ঈদগাহের মাঠে আনন্দ মেলা করা কি ঠিক কি না?

উত্তর : মসজিদের মতো ঈদগাহেরও পবিত্রতা বজায় রাখতে হবে। সুতরাং ঈদগাহে আনন্দ মেলার মতো শরীয়ত গর্হিত কাজ করা মহা অপরাধের শামিল। (৫/৩৫২/৯৪৩)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٤ /٣٥٦ : شمل مصلى الجنازة ومصلى العيد قال بعضهم: يكون مسجدا حتى إذا مات لا يورث عنه وقال بعضهم: هذا في مصلى الجنازة، أما مصلى العيد لا يكون مسجدا مطلقا، وإنما يعطى له حكم المسجد في صحة الاقتداء بالإمام، وإن كان منفصلا عن الصفوف وفيما سوى ذلك فليس له حكم المسجد، وقال بعضهم: يكون مسجدا حال أداء الصلاة لا غير وهو والجبانة سواء، ويجنب هذا المكان عما يجنب عنه المساجد احتياطا. اهـ خانية وإسعاف والظاهر ترجيح الأول؛ لأنه في الخانية يقدم الأشهر-

## ঈদগাহে খড়কুটা ও ধান ইত্যাদি শুকানোর হুকুম

**প্রশ্ন :** ঈদের মাঠ যেখানে জানাযা ও পড়া হয় সে মাঠে খেলাধুলার হুকুম কী? এবং উক্ত মাঠে খড়কুটা, ধান ইত্যাদি শুকানোর কাজে ব্যবহার করার হুকুম কী?

**উত্তর :** ঈদগাহকে খেলার মাঠ বানানো বা সেখানে খড়কুটা ও ধান শুকানো শরীয়ত সম্মত নয়। (১৬/৩৮৫/৬৫৬৮)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤ /٤٤٥ : على أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة-

📖 فيه أيضا ٤ /٣٥٦ : شمل مصلى الجنازة ومصلى العيد قال بعضهم: يكون مسجدا حتى إذا مات لا يورث عنه وقال بعضهم: هذا في مصلى الجنازة، أما مصلى العيد لا يكون مسجدا مطلقا، وإنما يعطى له حكم المسجد في صحة الاقتداء بالإمام، وإن كان منفصلا عن الصفوف وفيما سوى ذلك فليس له حكم المسجد، وقال بعضهم: يكون مسجدا حال أداء الصلاة لا غير وهو والجبانة سواء، ويجنب هذا المكان عما يجنب عنه المساجد احتياطا. اهـ خانية وإسعاف والظاهر ترجيح الأول؛ لأنه في الخانية يقدم الأشهر-

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۵/ ۳۲۵ : الجواب- ... فٹ بال کھیلنا بھی وہاں غرض واقف کے خلاف ہے اس سے احتراز کیا جائے۔

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۷ /۱۱۰ : جواب- ... (۴) عیدگاہ کے احاطہ میں کپڑے دھونا یہ بھی ایک قسم کی مداخلت ہے اور جائز نہیں۔

Scanned by CamScanner

## ঈদগাহের ওয়াক্‌ফকৃত জমিতে স্কুল নির্মাণ, খেলাধুলা, হাট-বাজার, নাচগান অবৈধ

**প্রশ্ন :** আমাদের এলকায় ঈদগাহের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জমির মধ্যে স্কুল নির্মাণ করা হয়েছে এবং স্কুলের মাঠও নির্মাণ করা হয়েছে এ শর্তে যে স্কুলের কিছু জমি দেবে মসজিদ নির্মাণের জন্য এবং যে মাঠ পূর্বে থেকেই ওয়াকফ করা হয়েছিল সে মাঠে ঈদগাহের নামায পড়া হবে। বর্তমানে ওই ঈদগাহে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা খেলাধুলা করে এবং গানেরও আয়োজন করা হয় এবং হাটের দিন ধান, ভুট্টা ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয় করা হয়। জানার বিষয় হলো,

১. উক্ত পদ্ধতিতে ওয়াক্‌ফকৃত ঈদগাহের মাঠে পরিবর্তন করা যাবে কি না?

২. উল্লিখিত পদ্ধতিতে পরিবর্তন অবৈধ হলে বর্তমানে আমাদের এলাকাবাসীর জন্য করণীয় কী?

৩. ঈদগাহের মাঠে খেলাধুলা, গান-বাজনা এবং হাটের দিন ক্রয়-বিক্রয় করা শরীয়তের দৃষ্টিতে কেমন?

৪. স্কুল-কলেজ এবং স্কুল-কলেজের মাঠের জন্য জমি ওয়াক্‌ফ করা হলে উক্ত ওয়াক্‌ফকৃত জমির ব্যাপারে এবং ওয়াক্‌ফকারীর ব্যাপারে ইসলামী শরীয়তের বিধান কী?

**উত্তর :**

১. শরীয়তের বিধান মতে, ওয়াক্‌ফের খাত পরিবর্তন করা জায়েয নেই বিধায় ঈদগাহের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জায়গা পরিবর্তন করে স্কুল নির্মাণ করা বৈধ হয়নি। ওয়াক্‌ফকৃত ঈদগাহের মাঠ কোনো অবস্থাতেই পরিবর্তন করা যাবে না। (১৮/৯৬৩/৭৯৪৫)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٤٣٣ : (قوله: قولهم شرط الواقف كنص الشارع) في الخيرية قد صرحوا بأن الاعتبار في الشروط لما هو الواقع لا لما كتب في مكتوب الوقف، فلو أقيمت بينة لما لم يوجد في كتاب الوقف عمل بها بلا ريب لأن المكتوب خط مجرد ولا عبرة به لخروجه عن الحجج الشرعية.

📖 فيه أيضا ٤ / ٣٤٣ : فإن شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع وهو مالك، فله أن يجعل ماله حيث شاء ما لم يكن معصية.

📖 فيه أيضا ٤ / ٤٤٥ : على أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة.

📖 احسن الفتاوى (سعيد) ٦/ ٤٢٤ : الجواب- اگر عيد گاه وقف ہے تو اس ميں اسكول بنانا جائز نہيں، اس لئے كہ جہت وقف كا بدلنا صحيح نہيں، لان شرط الواقف كنص الشارع۔

Scanned by CamScanner

২. এলাকাবাসীর জন্য করণীয় হলো, মাসআলা বুঝিয়ে ঈদগাহের মাঠ পূর্বের ন্যায় ঈদগাহের জন্য ফিরিয়ে নেওয়া ও স্কুল স্থানান্তরিত করে দেওয়া।

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ / ٤٢١ : وإن كانت الزيادة مالا متقوما كالبناء والشجر يؤمر الغاصب برفع البناء وقلع الأشجار ورد الأرض إن لم يضر ذلك بالوقف، وإن كان أضر بالوقف بأن خرب الأرض بقلع الأشجار والدار برفع البناء لم يكن للغاصب أن يرفع البناء أو يقلع الشجر إلا أن القيم يضمن قيمة الغراس مقلوعا وقيمة البناء مرفوعا إن كان للوقف غلة في يد المتولي يكفي لذلك الضمان وإن لم يكن للوقف غلة فيعطى الضمان من ذلك.

৩. ঈদগাহের মাঠে খেলাধুলা নাচ-গান ও বেচাকেনা করার অনুমতি নেই। উক্ত মাঠে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের এহেন গর্হিত কাজ সম্পূর্ণ অবৈধ এবং হাট-বাজার বসা নাজায়েয বলে বিবেচিত হবে।

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥٦ : أما مصلى العيد لا يكون مسجدا مطلقا، وإنما يعطى له حكم المسجد في صحة الاقتداء بالإمام، وإن كان منفصلا عن الصفوف وفيما سوى ذلك فليس له حكم المسجد، وقال بعضهم: يكون مسجدا حال أداء الصلاة لا غير وهو والجبانة سواء، ويجنب هذا المكان عما يجنب عنه المساجد احتياطا.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٦ / ٤٢٨ : الجواب—عیدگاہ کا احترام بہر کیف واجب ہے اگرچہ اس کے مسجد ہونے میں اختلاف ہے، مگر بے حرمتی سے حفاظت بہر حال ضروری لہذا امور مسئولہ کی اجازت نہیں۔

৪. যে সকল স্কুল-কলেজে নিয়মতান্ত্রিকভাবে লেখাপড়া হয়ে থাকে, শরীয়ত পরিপন্থী কর্মকাণ্ড হয় না সে সকল স্কুল-কলেজে এবং স্কুল-কলেজের মাঠের জন্য জমি ওয়াক্ফ করলে গোনাহ হবে না।

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٦ / ٦٤٨ : (قوله ومكروهة لأهل فسوق) يرد عليه ما في صحيح البخاري لعل الغني يعتبر فيتصدق والسارق يستغني بها عن السرقة والزانية عن الزنا وكان مراده ما إذا غلب على

Scanned by CamScanner

ظنه أنه يصرفها للفسوق والفجور اهـ رحمتي. أقول: وظاهر ما مر أنها صحيحة.

📖 فيه أيضا ٤ / ٣٤٣ : فإن شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع وهو مالك، فله أن يجعل ماله حيث شاء ما لم يكن معصية.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٣٥٣ : أن يكون قربة في ذاته وعند التصرف لا يصح وقف المسلم أو الذمي على البيعة والكنيسة أو على فقراء أهل الحرب كذا في النهر الفائق-

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١ / ٤٩٥ : واقف نے جو مصارف متعین کردیئے ہیں اور جو شرائط مقرر کردیئے ہیں ان کے خلاف کرنا شرعا درست نہیں جب تک ان میں کوئی چیز خلاف شرع نہ ہو۔

## ঈদগাহের মাঠকে বাজার বানিয়ে অন্যত্র জমি দেওয়া

**প্রশ্ন :** ১) ওয়াক্‌ফকৃত ঈদগাহে যেখানে প্রায় ১২ বছর নামায পড়ছি সেখানে বাজার বা হাট জমানো দুরস্ত আছে কি না?
২) ঈদগাহের জায়গায় হাট বা বাজার বসিয়ে ঈদগাহের জন্য অন্যত্র জায়গা ক্রয় করে দিলে জায়েয হবে কি না?

**উত্তর :** ১) ওয়াক্‌ফকৃত ঈদগাহ ব্যক্তিগত বা সামাজিক কোনো কাজে ব্যবহার করা নাজায়েয। বিশেষ করে ঈদগাহের পবিত্রতা বিনষ্টকারী কাজে ব্যবহার করা যেমন–হাট-বাজার বসানো জঘন্য অপরাধ।
২) ওয়াক্‌ফকৃত ঈদগাহ পরিবর্তনযোগ্য নয়। সুতরাং ঈদগাহকে বাজার বানিয়ে তার পরিবর্তে অন্য জায়গায় ঈদগাহ স্থানান্তর করা যাবে না। (৩/১৯৭/৫৩০)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٤ / ٣٥٦ : أما مصلى العيد لا يكون مسجدا مطلقا، وإنما يعطى له حكم المسجد في صحة الاقتداء بالإمام، وإن كان منفصلا عن الصفوف وفيما سوى ذلك فليس له حكم المسجد، وقال بعضهم: يكون مسجدا حال أداء الصلاة لا غير وهو والجبانة سواء، ويجنب هذا المكان عما يجنب عنه المساجد احتياطا.

Scanned by CamScanner

📖 احسن الفتاوی(سعید) ۶/ ۴۲۸ : الجواب-عیدگاہ کا احترام بہر کیف واجب ہے اگرچہ اس کے مسجد ہونے میں اختلاف ہے مگر بے حرمتی سے حفاظت بہر حال ضروری ہے لہذا امور مسئولہ کی اجازت نہیں۔

📖 کفایت المفتی (دارالاشاعت) ۷/ ۱۰۷ : جواب-پہلی عیدگاہ کی زمین اگر وقف ہو تو اس میں کوئی ایسا کام کرنا جو جہت وقف کے خلاف ہو جائز نہیں۔

📖 فیہ ایضا ۷/ ۱۱۴ : عیدگاہ کے احاطہ کے اندر کارخانہ کھولنا جس میں ہر قسم کے آدمی کام کرتے ہوں جائز نہیں ہے۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۵/ ۳۲۳ : الجواب-حامداً ومصلیاً، اگر سابق عیدگاہ وقف ہے تو اس کے تبادلہ کی اجازت نہیں، اگر نماز عید ادا کرنے کیلئے دوسری وسیع جگہ عیدگاہ بنالی جائے تو یہ سابق عیدگاہ بھی وقف رہے گی، اس میں باغ لگا کر اس کی آمدنی جدید عیدگاہ کی ضرورت میں صرف کی جائے جب مالکان اراضی کو اللہ تعالی نے وسعت دی ہے اور ہمت دی ہے تو جدید اراضی کو بھی دیدیں، ان کی طرف سے صدقۂ جاریہ رہے گا اور ضروریات عیدگاہ کیلئے آمدنی کا بھی انتظام ہو جائیگا۔

## ঈদগাহ মসজিদের হুকুমে কখন কোন ক্ষেত্রে হয়

**প্রশ্ন :** ঈদগাহ কোন কোন ক্ষেত্রে মসজিদের হুকুমে? মসজিদের হুকুমে হওয়ার জন্য কি ঈদগাহ ওয়াক্ফকৃত হতে হবে? নাকি ওয়াক্ফকৃত না হলেও উহা মসজিদের হুকুমে হবে?

**উত্তর :** ঈদের নামায পড়ার জন্য জায়গা ওয়াক্ফকৃত হওয়া জরুরি নয়। তবে ঈদগাহ ওয়াক্ফকৃত হয়ে থাকলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা মসজিদের হুকুমে গণ্য হবে। যেমন : ওয়াক্ফের বিধিবিধান পবিত্রতা ও সম্মান রক্ষা করা এবং ইক্তিদা সহীহ-শুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে তা মসজিদের হুকুমে ধর্তব্য হবে। (১৮/৮/৭৪৫০)

📖 رد المحتار (ایچ ایم سعید) ٤ / ٣٥٦ : أما مصلى العيد لا يكون مسجدا مطلقا، وإنما يعطى له حكم المسجد في صحة الاقتداء بالإمام، وإن كان منفصلا عن الصفوف وفيما سوى ذلك فليس له حكم المسجد، وقال بعضهم: يكون مسجدا حال أداء الصلاة لا غير وهو والجبانة سواء، ويجنب هذا المكان عما يجنب عنه المساجد احتياطا.

Scanned by CamScanner

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۶/ ۴۲۸ : الجواب-عیدگاہ کا احترام بہر کیف واجب ہے اگرچہ اس کے مسجد ہونے میں اختلاف ہے مگر بے حرمتی سے حفاظت بہر حال ضروری ہے لہذا امور مسئولہ کی اجازت نہیں۔

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۷/ ۱۰۸ : جواب- عیدگاہ وقف ہونے اور صحت اقتداء میں مسجد کا حکم رکھتی ہے، باقی اور احکام میں مسجد سے علیحدہ ہے۔

## ঈদগাহের মাঠে স্কুল নির্মাণ, পরিবর্তে জমি প্রদান

**প্রশ্ন :** আমাদের গ্রামে একটি ওয়াক্‌ফকৃত ঈদগাহ রয়েছে। যাতে দীর্ঘদিন যাবৎ ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ওই ঈদগাহের দক্ষিণ পার্শ্বে একটি স্কুল রয়েছে। তাতে ছাত্রদের জায়গা সংকুলান না হওয়ায় ঈদগাহের উত্তর অংশে স্কুলের জন্য বিল্ডিং বানাতে গ্রামবাসী উদ্যোগ নিয়েছে এবং তারা বলছে, বিল্ডিং বানানোর পর ঈদগাহের দক্ষিণ পার্শ্বে যে স্কুল রয়েছে, তা ভেঙে ওই জায়গাটি ঈদগাহের জন্য দিয়ে দেওয়া হবে। এমতাবস্থায় প্রশ্ন হলো, ওয়াক্‌ফকৃত ঈদগাহের জায়গায় স্কুল বানানো জায়েয হবে কি না? যদি গ্রামবাসী সম্মিলিত উদ্যোগে কাজটি করে তাহলে এর গোনাহের দায়ভার কার ওপর বর্তাবে?

**উত্তর :** ওয়াক্‌ফকারী স্বীয় সম্পত্তি যে কাজের জন্য ওয়াক্‌ফ করে তা উক্ত কাজে ব্যবহার করা জরুরি। অন্য কাজে ব্যবহার করার অবকাশ নেই। এমনকি স্বয়ং ওয়াক্‌ফকারী বা তার ওয়ারিশদের জন্যও অন্য কাজে ব্যবহার করার বা পূর্বশর্ত তথা ওয়াক্‌ফের সময় পরিবর্তনের শর্ত না থাকলে উক্ত সম্পত্তি বদলি করার অনুমতিও শরীয়তে নেই। তাই প্রশ্নে বর্ণিত গ্রামবাসীর জন্য ঈদগাহকে জমি দেওয়ার বিনিময়ে অপর পার্শ্বে ঈদগাহের মধ্যে স্কুল নির্মাণ করা বৈধ হবে না। আর গ্রামবাসীর সম্মিলিত উদ্যোগে নির্মাণ করে ফেলা হলে এ ক্ষেত্রে ঈদগাহ কর্তৃপক্ষসহ সকল গ্রামবাসী গোনাহগার হবে। সুতরাং ঈদগাহ কর্তৃপক্ষসহ সকল গ্রামবাসীর জন্য ওয়াক্‌ফকৃত ঈদগাহের জমিতে স্কুল বানানো কোনোক্রমেই জায়েয হবে না। (১৪/৭৭৯/৫৮২৩)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٨٤ : اعلم أن الاستبدال على ثلاثة وجوه: الأول: أن يشرطه الواقف لنفسه أو لغيره أو لنفسه وغيره، فالاستبدال فيه جائز على الصحيح وقيل اتفاقا. والثاني: أن لا يشرطه سواء شرط عدمه أو سكت لكن صار بحيث لا ينتفع به بالكلية بأن لا يحصل منه شيء أصلا، أو لا يفي بمؤنته فهو أيضا جائز على الأصح إذا كان

Scanned by CamScanner

بإذن القاضي ورأيه المصلحة فيه. والثالث: أن لا يشرطه أيضا ولكن فيه نفع في الجملة وبدله خير منه ريعا ونفعا، وهذا لا يجوز استبداله على الأصح المختار.

📖 فيه أيضا ٤ / ٤٣٣ : (قوله: قولهم شرط الواقف كنص الشارع) في الخيرية قد صرحوا بأن الاعتبار في الشروط لما هو الواقع لا لما كتب في مكتوب الوقف، فلو أقيمت بينة لما لم يوجد في كتاب الوقف عمل بها بلا ريب لأن المكتوب خط مجرد ولا عبرة به لخروجه عن الحجج الشرعية.

📖 وفيه أيضا ٤ / ٤٤٥ : على أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة.

📖 وفيه أيضا ٤/ ٤٥٩ : ولا يجوز له أن يفعل إلا ما شرط وقت العقد. اهـ وما كان من شرط معتبر في الوقف فليس للواقف تغييره ولا تخصيصه بعد -

📖 احسن الفتاوى (سعيد) ٦/ ٤٢٤ : الجواب—اگر عیدگاہ وقف ہے تو اس میں اسکول بنانا جائز نہیں، اس لئے کہ جہت وقف کا بدلنا صحیح نہیں، لان شرط الواقف کنص الشارع۔

## যেকোনো বিনিময়ে ঈদগাহের ভূমিতে স্কুল নির্মাণ করা অবৈধ

**প্রশ্ন :** জমিটিতে ১০০ বছর কিংবা কম/বেশি সময় ধরে রেকর্ডকৃত ঈদগাহ হিসেবে নামায পড়ানো হয়। এ মাঠে যদি কেউ স্কুলঘর নির্মাণ করতে চায় অথবা করে শরীয়তের সংবিধান মতে জায়েয হবে কি না? যদি এই ঈদগাহের পরিবর্তে অন্য স্থানে জায়গা দিতে চায় বা ঈদগাহের জায়গায় পুকুর ভর্তি করে দিতে চায় তা শরীয়তসম্মত হবে কি না? এ ঈদের মাঠ ছাড়া ঈদের নামায পড়ার মতো জায়গা আশপাশে নেই। বিঃদ্রঃ. এ ঈদের মাঠ আমাদের পূর্বপুরুষের ঈদের মাঠ হিসেবে ওয়াক্ফকৃত। আমাদের বাধা সত্ত্বেও কয়েক বছর পূর্বে এখানে একটি স্কুলঘর তুলেছে।

**উত্তর :** প্রশ্নের বর্ণনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে উক্ত ঈদগাহ ওয়াক্ফকৃত। আর শরীয়তের বিধান মতে ওয়াক্ফকৃত জায়গায় অন্য কোনো কাজ করা এবং এর পরিবর্তন বদল করা জায়েয নয়। সুতরাং উক্ত ঈদগাহ স্কুল নির্মাণ করা বা জায়গা পরিবর্তন করা কোনোক্রমে জায়েয হবে না। বরং ওই জায়গা ঈদগাহ হিসেবে বহাল রাখা প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। (৫/৪১১)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٨٤ : اعلم أن الاستبدال على ثلاثة وجوه: الأول: أن يشرطه الواقف لنفسه أو لغيره أو لنفسه وغيره، فالاستبدال فيه جائز على الصحيح وقيل اتفاقا. والثاني: أن لا يشرطه سواء شرط عدمه أو سكت لكن صار بحيث لا ينتفع به بالكلية بأن لا يحصل منه شيء أصلا، أو لا يفي بمؤنته فهو أيضا جائز على الأصح إذا كان بإذن القاضي ورأيه المصلحة فيه. والثالث: أن لا يشرطه أيضا ولكن فيه نفع في الجملة وبدله خير منه ريعا ونفعا، وهذا لا يجوز استبداله على الأصح المختار.

📖 فيه أيضا ٤ / ٤٣٣ : (قوله: قولهم شرط الواقف كنص الشارع) في الخيرية قد صرحوا بأن الاعتبار في الشروط لما هو الواقع لا لما كتب في مكتوب الوقف، فلو أقيمت بينة لما لم يوجد في كتاب الوقف عمل بها بلا ريب لأن المكتوب خط مجرد ولا عبرة به لخروجه عن الحجج الشرعية.

📖 وفيه أيضا ٤ / ٤٤٥ : على أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٦/ ٤٢٤ : الجواب- اگر عیدگاہ وقف ہے تو اس میں اسکول بنانا جائز نہیں، اس لئے کہ جہت وقف کا بدلنا صحیح نہیں، لان شرط الواقف کنص الشارع۔

## ঈদগাহে বিচার-সালিস ও গবাদি পশু চরানো

**প্রশ্ন :** ঈদগাহে বিচার-সালিস করা বৈধ কি না? এবং ঈদগাহে গরু, বকরি ইত্যাদি চরানো বৈধ কি না? সেগুলো সেখানে প্রস্রাব-পায়খানা করে দিলে গরু-বকরির মালিক গোনাহগার হবে কি না?

**উত্তর :** ঈদগাহ আদব-সম্মানের দিক দিয়ে প্রায় মসজিদের সমতুল্য। তাই সম্মান ও পবিত্রতা রক্ষার্থে ঈদগাহের হেফাজত করা জরুরি। আদব-ইহতেরাম বিনষ্ট হয়-এমন কর্মকাণ্ড ঈদগাহে করা কোনোক্রমেই উচিত নয়। (১৪/৫৩৪)

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ٥ / ٤١٧ : وقال بعضهم : له حكم المسجد حال أداء الصلاة لا غير وهو والجبانة سواء ويجنب هذا المكان كما يجنب المسجد احتياطا.

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ۵ / ۱۵۰ : عید گاہ اور جنازہ گاہ کا مسجد شرعی کے حکم میں ہونا اگرچہ مختلف فیہ ہے مگر راجح مذہب یہ ہے کہ عید گاہ مسجد شرعی کے حکم میں ہے۔

## ঈদগাহের মাঠে পশু বাঁধা ও খড়কুটা শুকানো স্তূপ দেওয়ার হুকুম

**প্রশ্ন :** আমাদের গ্রামে একটি খোলা জায়গা ঈদগাহের নামে ওয়াক্ফকৃত। প্রতি বছর ঈদের নামায ওই জায়গায় পড়া হয়। বাকি দিনগুলো (এর চতুর্পাশে বাউন্ডারি না থাকায়) অন্য সাধারণ জমির মতো পড়ে থাকে। কিন্তু ইদানীং কয়েক বছর যাবৎ দেখা যাচ্ছে জায়গাটিকে মানুষ বিভিন্নভাবে ব্যবহার করছে। বিশেষ করে মৌসুমি ধানের সময় কেউ উক্ত জায়গায় খর শুকায়, কেউ খড় স্তূপ করে রাখে, কেউ গরু-ছাগল বেঁধে রাখে ইত্যাদি। এ সম্মানিত স্থানটিকে মানুষের এভাবে ব্যবহার করা বৈধ হবে কি না?

**উত্তর :** শরীয়তের আলোকে ওয়াক্ফকৃত ঈদগাহ সম্মানের দিক থেকে মসজিদের সমতুল্য বিধায় তার পবিত্রতা রক্ষা করা অত্যাবশ্যকীয়। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত ঈদগাহ ওয়াক্ফকৃত হলে এতে গরু-ছাগল বেঁধে রাখা বা খড় শুকানো ইত্যাদি বৈধ হবে না। (১৪/৯৬৯/৫৮৮৪)

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ٥ / ٤١٧ : وقال بعضهم : له حكم المسجد حال أداء الصلاة لا غير وهو والجبانة سواء ويجنب هذا المكان كما يجنب المسجد احتياطا.

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص ٦٧٧ : الجواب-اگر یہ زمین کسی کی مملوکہ ہے اور وہ بروز عید نماز پڑھنے کی اجازت دیدیتا ہے تو اس میں زراعت وغیرہ بھی جائز ہے اور اگر مملوکہ نہیں بلکہ نماز عید کیلئے وقف ہے تو اس میں زراعت کرنا جائز نہیں اگرچہ اس کا حکم تمام احکام مسجد کے حکم نہیں لیکن شرائط واقف اور غرض واقف کے خلاف ہونے کی وجہ سے زراعت جائز نہیں نیز احتیاطا تعظیم و حرمت میں بھی فقہاء نے اس کو مثل مسجد قرار دیا ہے اور زراعت اس کے بھی خلاف ہے۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٦/ ٤٢٨ : الجواب-عید گاہ کا احترام بہر کیف واجب ہے اگرچہ اس کے مسجد ہونے میں اختلاف ہے مگر بے حرمتی سے حفاظت بہر حال ضروری ہے لہذا امور مسئولہ کی اجازت نہیں۔

Scanned by CamScanner

## পশু থেকে ঈদগাহকে রক্ষায় ব্যবস্থাগ্রহণ

**প্রশ্ন :** ঈদগাহ যদি চারণভূমিতে হয় বা চারণভূমির পাশে হওয়ায় তাতে গরু-ছাগল চরে খায়। এমতাবস্থায় শরীয়তের দৃষ্টিতে ঈদগাহ হেফাজতের ব্যাপারে কী করণীয়?

**উত্তর :** ঈদগাহ একটি পবিত্র এবং ইবাদতের স্থান। তাই সেটাকে হেফাজত করা প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। গরু-ছাগল যেন প্রবেশ করতে না পারে সে ব্যবস্থা করবে। (১৮/৫৪৯/৭৭৩১)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٤ / ٣٥٦ : أما مصلى العيد لا يكون مسجدا مطلقا، وإنما يعطى له حكم المسجد في صحة الاقتداء بالإمام، وإن كان منفصلا عن الصفوف وفيما سوى ذلك فليس له حكم المسجد، وقال بعضهم: يكون مسجدا حال أداء الصلاة لا غير وهو والجبانة سواء، ويجنب هذا المكان عما يجنب عنه المساجد احتياطا.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٦/ ٤٢٨ : الجواب-عیدگاہ کا احترام بہر کیف واجب ہے اگرچہ اس کے مسجد ہونے میں اختلاف ہے مگر بے حرمتی سے حفاظت بہر حال ضروری ہے لہذا امور مسئولہ کی اجازت نہیں۔

## ভাড়া দিয়ে ঈদগাহের মাঠ ব্যবহার করা

**প্রশ্ন :** আমাদের এলাকায় ঈদগাহ কমিটির অনুমতি নিয়ে এবং ঈদগাহ খাতে কিছু টাকা দিয়ে উক্ত ঈদগাহে ধান রোদে শুকানো হয়। এভাবে দীর্ঘ কয়েক বছর যাবৎ চলে আসছে। এভাবে ব্যবহার করা যাবে কি না?

**উত্তর :** ওয়াক্ফকৃত ঈদগাহে ঈদের নামাযে জন্য নির্ধারিত হওয়ায় সম্মান ও মর্যাদার ক্ষেত্রে মসজিদের সমতুল্য। তাই ওয়াক্ফকারী বা কমিটি কারোর ঈদগাহের সম্মান বিনষ্ট হওয়ার মতো কাজ করা বা করার অনুমতি প্রদানের অধিকার নেই। সুতরাং ঈদগাহে কমিটির অনুমতিতে টাকা দিয়েও ধান শুকানো বৈধ হবে না। (১৬/৫৩৬/৬৬২৫)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٤ / ٣٥٦ : أما مصلى العيد لا يكون مسجدا مطلقا، وإنما يعطى له حكم المسجد في صحة الاقتداء بالإمام، وإن كان منفصلا عن الصفوف وفيما سوى ذلك فليس له

Scanned by CamScanner

حكم المسجد، وقال بعضهم: يكون مسجدا حال أداء الصلاة لا غير وهو والجبانة سواء، ويجنب هذا المكان عما يجنب عنه المساجد احتياطا.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ /٤٥٥ : إذا أراد إنسان أن يتخذ تحت المسجد حوانيت غلة لمرمة المسجد أو فوقه ليس له ذلك، كذا في الذخيرة.

📖 کفایت المفتی (دارالاشاعت) ۷ /۱۱۴ : جواب—عیدگاہ کے احاطہ کے اندر کارخانہ کھولنا جس میں ہر قسم کے آدمی کام کرتے ہوں جائز نہیں ہے، عیدگاہ کو کرایہ پر نہیں دیا جا سکتا۔

## ঈদগাহের ভাড়া মসজিদের কাজে ব্যবহার করা

**প্রশ্ন :** ঈদগাহকে ধান-চালের চাতাল হিসেবে ব্যবহার করে অর্থ উপার্জন করে সে অর্থ মসজিদের জন্য ব্যবহার কতটুকু শরীয়তসম্মত?

**উত্তর :** ঈদগাহকে শুধুমাত্র নামাযের জন্য ব্যবহার করা যায়। অন্য কোনো কাজে ভাড়া দিয়ে ব্যবহার করা সহীহ নয়। তাই চালের চাতাল হিসেবে ব্যবহার করে অর্থের উপার্জন সহীহ নয়। (১৮/৪৪৪/৭৬৫৩)

📖 کفایت المفتی (دارالاشاعت) ۷/ ۱۱۴ : الجواب—عیدگاہ کو کرایہ پر نہیں دیا جا سکتا اور نہ عیدگاہ کی ملکیت جو وقف ہوتی ہے فروخت کی جا سکتی ہے۔

## ঈদগাহের পরিবর্তন ও তাতে মাদরাসা নির্মাণ

**প্রশ্ন :** ওয়াক্‌ফকৃত ঈদগাহের জমি অন্য জমি দ্বারা পরিবর্তন এবং ওয়াক্‌ফকৃত ঈদগাহের মধ্যে দ্বীনি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা জায়েয হবে কি?

**উত্তর :** শরীয়তের বিধানানুযায়ী ওয়াক্‌ফকৃত সম্পদ কারো ব্যক্তিমালিকানাধীন নয় বিধায় তার পরিবর্তন-পরিবর্ধন, ক্রয়-বিক্রয় কোনোটাই জায়েয নয়। তাই প্রশ্নে বর্ণিত ঈদগাহের জমি অন্য জমি দ্বারা পরিবর্তন করে ঈদগাহের মধ্যে দ্বীনি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা জায়েয হবে না। তবে বিশেষ প্রয়োজনে অস্থায়ী দ্বীনি শিক্ষা দেওয়া নাজায়েয হবে না। (১১/৬১/৩৪০০)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٨٤ : اعلم أن الاستبدال على ثلاثة وجوه: الأول: أن يشرطه الواقف لنفسه أو لغيره أو لنفسه وغيره، فالاستبدال فيه جائز على الصحيح وقيل اتفاقا. والثاني: أن لا يشرطه سواء شرط عدمه أو سكت لكن صار بحيث لا ينتفع به بالكلية بأن لا يحصل منه شيء أصلا، أو لا يفي بمؤنته فهو أيضا جائز على الأصح إذا كان بإذن القاضي ورأيه المصلحة فيه. والثالث: أن لا يشرطه أيضا ولكن فيه نفع في الجملة وبدله خير منه ريعا ونفعا، وهذا لا يجوز استبداله على الأصح المختار.

📖 فيه أيضا ٤ / ٤٩٥ : وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه، سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا اهـ وهذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم، شرط الواقف كنص الشارع فيجب اتباعه كما صرح به في شرح المجمع للمصنف.

📖 وفيه أيضا ٤/ ٤٤٥ : على أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة، وصرح الأصوليون بأن العرف يصلح مخصصا -

## ঈদগাহকে বহুতলবিশিষ্ট করা ও সেখানে দ্বীনি শিক্ষা চালু করা

**প্রশ্ন :** আমাদের অঞ্চলের একটি জায়গা, যা ঈদগাহের জন্য ওয়াক্ফ করা হয়েছিল। জায়গাটি তুলনামূলক ছোট হওয়ায় সব মুসল্লির সংকুলান হয় না। তাই ঈদগাহ কমিটি চাচ্ছে, উক্ত জায়গায় বহুতল ভবন নির্মাণ করতে, যাতে সবাই মিলে একত্রে নামায আদায় করতে সক্ষম হয়। এরপর তারা সেখানে বহুতল ভবন নির্মাণ করে। এতে জামাত সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। কিন্তু জায়গাটি যেহেতু পুরা বছর খালি পড়ে থাকে, তাই কমিটি সেখানে আবাসিক-অনাবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালু করতে চাচ্ছে। এখন জানার বিষয় হলো,

১. উক্ত জায়গায় বহুতল ভবন নির্মাণ করা বৈধ হয়েছে কি না?

২. এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালু করা বৈধ হবে কি না?

**উত্তর :** ১. প্রশ্নের বর্ণনা মতে, উক্ত জায়গায় ভবন নির্মাণ বৈধ হবে।

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٧ / ٢١٢ : سوال- مظفر نگر کی عیدگاہ آبادی میں آگئی اور نمازیوں کے لئے ناکافی ہوتی ہے آبادی سے باہر دوسری عیدگاہ بنانا اولی ہے یا اسی کو دوسری منزل کردیا جائے؟ شق اول پر قدیم عیدگاہ کو کیا کیا جائے؟

Scanned by CamScanner

📖 الجواب- دو منزلہ بناسکتے ہوں تو دو منزلہ بنالیں اگرآبادی سے باہردوسری عیدگاہ بنائیں تو موجودہ عیدگاہ کو پنجگانہ نمازکیلئے مسجد قرار دے لیں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ موجودہ عیدگاہ کو عیدگاہ ہی رکھیں اور اس میں معذورین نماز عیدادا کیا کریں۔

২. শরীয়তের বিধানানুযায়ী ওয়াক্‌ফকৃত সম্পদ কারো ব্যক্তিমালিকানাধীন নয় বিধায় তার পরিবর্তন-পরিবর্ধন, ক্রয়-বিক্রয় কোনোটাই জায়েয নয়। তাই প্রশ্নে বর্ণিত ঈদগাহের জমি অন্য জমি দ্বারা পরিবর্তন করে ঈদগাহের মধ্যে দ্বীনি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা জায়েয হবে না। তবে বিশেষ প্রয়োজনে অস্থায়ী দ্বীনি শিক্ষা দেওয়া নাজায়েয হবে না। (১৭/৬৪৬/৮৩৬৫)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٨٤ : اعلم أن الاستبدال على ثلاثة وجوه: الأول: أن يشرطه الواقف لنفسه أو لغيره أو لنفسه وغيره، فالاستبدال فيه جائز على الصحيح وقيل اتفاقا. والثاني: أن لا يشرطه سواء شرط عدمه أو سكت لكن صار بحيث لا ينتفع به بالكلية بأن لا يحصل منه شيء أصلا، أو لا يفي بمؤنته فهو أيضا جائز على الأصح إذا كان بإذن القاضي ورأيه المصلحة فيه. والثالث: أن لا يشرطه أيضا ولكن فيه نفع في الجملة وبدله خير منه ريعا ونفعا، وهذا لا يجوز استبداله على الأصح المختار.

📖 فيه أيضا ٤ / ٤٩٥ : وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه، سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا اهـ وهذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم، شرط الواقف كنص الشارع فيجب اتباعه كما صرح به في شرح المجمع للمصنف.

📖 وفيه أيضا ٤/ ٤٤٥ : على أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة، وصرح الأصوليون بأن العرف يصلح مخصصا۔

## প্রয়োজনে ঈদগাহকে বহুতলবিশিষ্ট করা বৈধ

**প্রশ্ন :** আমাদের এলাকার ঈদগাহে কয়েক বছর যাবৎ ঈদের জামাতে লোক সংকুলান হচ্ছে না। ঈদগাহটি এমন স্থানে যে এক হাত পরিমাণ জায়গা বৃদ্ধি করার বা অন্য কোথাও সরিয়ে নেওয়ার কোনো উপায় নেই। দুই দিকে মহাসড়ক, সড়কের ওপর বাসাবাড়ী, একদিকে পুকুর। পুকুর ভরাট সম্ভব নয়। অপর দিকে মসজিদ। মসজিদকে

Scanned by CamScanner

তার স্থান থেকে সরানো সম্ভব নয়। এহেন অবস্থায় ঈদগাহ পাকা দোতলা করা ছাড়া লোক জায়গা দেওয়ার আর কোনো উপায় নেই। এলাকাবাসী ও মসজিদ কমিটির ইচ্ছা দোতলা করে ফেলা। এতে শরীয়তের কোনো নিষেধাজ্ঞা আছে কি না?

**উত্তর :** জনসাধারণের সুবিধার্থে ঈদগাহকে দোতলা করতে ইসলামী শরীয়তে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই।(১০/৮৭৩)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۷ / ۲۱۶ : سوال- مظفر نگر کی عیدگاہ آبادی میں آگئی اور نمازیوں کے لئے ناکافی ہوتی ہے آبادی سے باہر دوسری عیدگاہ بنانا اولی ہے یا اسی کو دوسری منزل کردیا جائے؟ شق اول پر قدیم عیدگاہ کو کیا کیا جائے؟

الجواب- دومنزلہ بناسکتے ہوں تو دومنزلہ بنالیں اگر آبادی سے باہر دوسری عیدگاہ بنائیں تو موجودہ عیدگاہ کو پنجگانہ نماز کیلئے مسجد قرار دے لیں یہ بھی کرسکتے ہیں کہ موجودہ عیدگاہ کو عیدگاہ ہی رکھیں اور اس میں معذورین نماز عید ادا کیا کریں۔

## ঈদগাহ স্থানান্তর ও একই স্থানে ঈদের দ্বিতীয় জামাত করা

**প্রশ্ন :** আমাদের এলাকায় একটি ঈদগাহ আছে। এলাকার লোক বেশি হওয়ার কারণে ঈদগাহে স্থান সংকুলান হয় না। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, স্থান পরিবর্তন করে নতুন ঈদগাহ নির্মাণ করব। আমাদের এলাকার সরকারি মাদরাসার একজন আলেম বলেন, পুরাতন ঈদগাহ রেখে নতুন ঈদগাহ বানানো জায়েয হবে না, প্রয়োজনে দ্বিতীয় জামাত করা যায়। তার কথামতে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সামনে থেকে দ্বিতীয় জামাত শুরু করব। কিন্তু কওমী মাদরাসার একজন আলেম বলেন, ঈদগাহে দ্বিতীয় জামাত করা যাবে না। প্রয়োজনে দ্বিতীয় জামাত পাশে কোনো মসজিদে আদায় করবে। আমরা এ অবস্থায় কী সিদ্ধান্ত নিতে পারি?

**উত্তর :** পুরাতন ঈদগাহে জায়গার সংকুলান না হলে প্রয়োজনে দ্বিতীয় ঈদগাহ বানানো শরীয়তের আলোকে কোনো আপত্তিকর নয়। তবে প্রথম ঈদগাহ ওয়াক্‌ফকৃত হয়ে থাকলে সেটা দ্বীনি কর্মকাণ্ডের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। পক্ষান্তরে প্রথম ঈদগাহ মালিকানাধীন হয়ে থাকলে মালিকের ইচ্ছামতে তা ব্যবহার করা যাবে। কিন্তু ঈদগাহে দ্বিতীয় জামাত করার হুকুম মসজিদের ন্যায়, অর্থাৎ মসজিদে যেমন দ্বিতীয় জামাত করার অনুমতি নেই, তদ্রূপ ঈদগাহেও দ্বিতীয় জামাত করার অনুমতি নেই। এমতাবস্থায় পার্শ্ববর্তী অন্য কোনো ঈদগাহে বা অন্য কোনো জায়গায় ঈদগাহে নামায হয়ে গেলে বা জামাত করার জন্য অন্য কোনো উপযুক্ত জায়গা পাওয়া না গেলে প্রয়োজনে একই স্থানে দ্বিতীয় জামাত করার অবকাশ আছে। (১৭/৯৭৮/৭৪১৭)

Scanned by CamScanner

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ١ / ٢١٣ : والسنة أن يخرج الإمام إلى الجبانة ويختلف غيره ليصلي في المصر بالضعفاء والمرضى بناء على أن صلاة العيد في موضعين جائزة بالاتفاق وإن لم يستخلف له ذلك -

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢ /١٦٢ : وإلا فإذا فاتت مع إمام وأمكنه أن يذهب إلى إمام آخر فإنه يذهب إليه؛ لأنه يجوز تعدادها في مصر واحد في موضعين وأكثر اتفاقا إنما الخلاف في الجمعة-

📖 إعلاء السنن (إدارة القرآن) ٨ / ٧٣ : قلت إن نظرنا إلى الدليل الذى استدل به من جواز تعدد الجمعة فالأظهر عدم جوازه بدون الحاجة فإن عليا رضـ إنما أقام العيد الثانى لحاجة ضعفة الناس إليها، وإن نظرنا إلى أنه لم يثبت مانع صريح من التعدد فالأظهر الجواز مطلقا والعيد فيه سواء إلا أنه يستحب أن لا تؤدى بغير حاجة إلا فى موضع واحد خروجا من الخلاف -

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۵ /۳۵ : الجواب- عیدگاہ نہ ہو اور مسجد میں بھی گنجائش نہ ہو تو جنگل میں کوئی میدان تجویز کرلیا جائے اور وہاں نماز عید ادا کی جائے اگر ایسا میدان میسر نہ ہو تو شہر میں کسی محفوظ میدان میں یا بڑے ہال یا بڑے مکان میں نماز عید پڑھی جائے، ایک ہال یا ایک مکان کافی نہ ہو تو باقی نمازیوں کیلئے دوسری جگہ نماز کیلئے تجویز کردی جائے، بلا عذر شرعی اور بلا مجبوری کے ایک ہی جگہ دوبارہ سہ بارہ جماعت نہ کی جائے، باوجود سعی و کوشش کے دوسری جگہ میسر نہ ہو سکے اور اور نماز فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو دوبارہ نماز عید اسی جگہ پڑھی جاسکتی ہے مگر امام دوسرا ہونا ضروری ہے پہلا امام دوسری جماعت کا امام نہیں بن سکتا۔

📖 فیہ ایضاا /۲۷۷ : الجواب- عیدگاہ میں دوسری جماعت کرنا مکروہ ہے جن کی نماز فوت ہوئی وہ اس مسجد میں جاکر نماز باجماعت ادا کریں جہاں نماز عید ادا نہ کی گئی ہو۔

## ঈদগাহ স্থানান্তরিত হলে পুরাতনটির ব্যাপারে করণীয়

**প্রশ্ন :** প্রায় ২০-২২ বছর যাবৎ পুরাতন বড় লৌহঘর কর্নেল বাজারে অবস্থিত ওয়াক্‌ফকৃত ঈদগাহটিতে নামায আদায় হয়ে আসছে। এমতাবস্থায় নামাযের জন্য জায়গা সংকুলান না হওয়ার কারণে এবং উক্ত ঈদগাহটি সম্প্রসারণ করা অসম্ভব বলে অতি নিকটেই অন্য আরেকটি ঈদগাহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে মাদরাসার মাঠকে ঈদগাহের সাথে সংযুক্ত করাতে জায়গা সংকুলান হচ্ছে। প্রশ্ন হচ্ছে, পূর্বের ঈদগাহে

Scanned by CamScanner

নামায আদায় করার কোনো রাস্তা আছে কি না? না থাকলে অত্র জায়গাটিতে কী কাজ করা যেতে পারে?

**উত্তর :** কোনো ওয়াক্‌ফকৃত ঈদগাহে কিছুদিন নামায পড়ার পর সেই ঈদগাহকে বাদ দিয়ে নতুন ঈদগাহে নামায পড়া শুরু করলে পূর্বের ঈদগাহে নামায পড়ার বৈধতা রহিত হয়ে যায় না। বরং নতুন ঈদগাহে নামায পড়ার পূর্বে যেমনিভাবে পুরাতন ঈদগাহে নামায পড়া বৈধ ছিল, ঠিক বর্তমানেও সেখানে নামায পড়ার বৈধতা বহাল থাকবে বিধায় আপনারা পুরাতন ঈদগাহে নামায পড়তে পারবেন, এতে কোনো সমস্যা নেই। ওয়াক্‌ফকৃত স্থান ওয়াক্‌ফের পরিপন্থী কোনো কাজে ব্যবহার করা যায় না বিধায় পুরাতন ঈদগাহ এমন কোনো কাজ করা যাবে না, যেটা ওয়াক্‌ফের উদ্দেশ্যে পরিপন্থী। (১৪/৫৫৩/৫৭৪৫)

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ١ / ٢١٣ : والسنة أن يخرج الإمام إلى الجبانة ويختلف غيره ليصلى فى المصر بالضعفاء والمرضى بناء على أن صلاة العيد فى موضعين جائزة بالاتفاق وإن لم يستخلف له ذلك -

📖 الفتاوى البزازية مع الهندية (زكريا) ٦/ ٢٦٨ : المتخذ لصلاة الجنازة أو لصلاة العيد حكمه حكم المسجد حتى يجتنب فيه ما يجتنب فى المسجد كذا اختاره الفقيه أبو الليث.

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ٧/ ١٠٧ : جواب- پہلی عیدگاہ کی زمین اگر وقف ہو تو وہاں کوئی ایسا کام کرنا جو جہت وقف کے خلاف ہو جائز نہیں۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٥/ ٣٢٣ : الجواب- حامداً ومصلیاً، اگر سابق عیدگاہ وقف ہے تو اس کے تبادلہ کی اجازت نہیں، اگر نماز عید ادا کرنے کیلئے دوسری وسیع جگہ عیدگاہ بنالی جائے تو یہ سابق عیدگاہ بھی وقف رہے گی، اس میں باغ لگا کر اس کی آمدنی جدید عیدگاہ کی ضرورت میں صرف کی جائے جب مالکان اراضی کو اللہ تعالی نے وسعت دی ہے اور ہمت دی ہے تو جدید اراضی کو بھی دیدیں، ان کی طرف سے صدقۂ جاریہ رہے گا اور ضروریات عیدگاہ کیلئے آمدنی کا بھی انتظام ہو جائیگا۔

## সম্মিলিতভাবে পুরাতন ঈদগাহে নামায পড়লে নতুন ঈদগাহের ব্যাপারে করণীয়

**প্রশ্ন :** আমরা সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর থানার মাথাইল চাপড় গ্রামের অধিবাসী। প্রায় ২৫ বছর পূর্বে গ্রামের মাতবরদের বিবাদের কারণে প্রায় ১০০ বছরের পুরাতন ঈদগাহ বিভক্ত হয়ে নতুন একটি ঈদগাহ তৈরি করে। বর্তমানে আমরা গ্রামবাসী একত্রে বসে সিদ্ধান্ত নিই সকলে মিলে পুরাতন ঈদগাহে নামায পড়ব। পুরাতন ঈদগাহে

Scanned by CamScanner

সকলের জন্য যাতায়াতব্যবস্থা ভালো। পাশে একটি গ্রামের কবরস্থান আছে। কিন্তু নতুন ঈদগাহে যাতায়াতব্যবস্থা ভালো নয়, বরং বন্যা ও বর্ষাকালে ঈদগাহে নামায পড়া যায় না। উভয় ঈদগাহ ওয়াক্ফকৃত। পুরাতন ঈদগাহ নতুন ঈদগাহের আগে ওয়াক্ফকৃত। এমতাবস্থায় একটি ঈদগাহ ছেড়ে সকলে মিলে পুরাতন ঈদগাহে নামায পড়া জায়েয হবে কি না? যদি হয় অপর ঈদগাহ কী কাজে ব্যবহার করা যাবে? অথবা পুরাতন ঈদগাহের উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করা যাবে কি না? পুরাতন ঈদগাহের জমি বদল করা যাবে কি না?

**উত্তর** : মসজিদ ও ঈদগাহ একমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্যই হয়ে থাকে। তাই পরস্পর বিবাদের কারণে পুরাতন ঈদগাহ বিভক্ত করে নতুন ঈদগাহ তৈরি করা উচিত হয়নি। এখন গ্রামবাসী সবাই মিলে একত্রে ঈদের নামায এক জায়গায় পড়ার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তা জায়েয এবং প্রশংসনীয়। তবে ওয়াক্ফকৃত অপর ঈদগাহকে বিক্রয় বদল করা শরীয়তসম্মত হবে না। প্রয়োজনে সেখানে নামাযঘর বানাতে পারেন, অন্যথায় আপন অবস্থায় সংরক্ষিত রাখতে হবে। (১৩/৫৭৪/৫৩৭০)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٤٩٥ : ما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص والحكم به حكم بلا دليل وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه، سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا اهـوهذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم، شرط الواقف كنص الشارع فيجب اتباعه -

📖 البحر الرائق (دار الكتاب الإسلامى) ٥/ ٢٢٣ : ولو كان الوقف مرسلا لم يذكر فيه شرط الاستبدال لم يكن له أن يبيعها ويستبدل بها وإن كانت أرض الوقف سبخة لا ينتفع بها لأن سبيل الوقف أن يكون مؤبدا لا يباع وإنما تثبت ولاية الاستبدال بالشرط وبدون الشرط لا تثبت فهو كالبيع المطلق عن شرط الخيار لا يملك المشتري رده وإن لحقه في ذلك غبن اهـ.

📖 الفتاوى البزازية مع الهندية (زكريا) ٦/ ٢٦٨ : المتخذ لصلاة الجنازة أو لصلاة العيد حكمه حكم المسجد حتى يجتنب فيه ما يجتنب فى المسجد كذا اختاره الفقيه أبو الليث.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۵/ ۳۲۳ : الجواب- حامداً ومصلیاً، اگر سابق عیدگاہ وقف ہے تو اس کے تبادلہ کی اجازت نہیں، اگر نماز عید ادا کرنے کیلئے دوسری وسیع جگہ عیدگاہ بنالی جائے تو یہ سابق عیدگاہ بھی وقف رہے گی، اس میں باغ لگا کر اس کی آمدنی جدید عیدگاہ کی ضرورت

Scanned by CamScanner

میں صرف کی جائے جب مالکان اراضی کو اللہ تعالی نے وسعت دی ہے اور ہمت دی ہے تو جدید اراضی کو بھی دیدیں، ان کی طرف سے صدقۂ جاریہ رہے گا اور ضروریات عیدگاہ کیلئے آمدنی کا بھی انتظام ہو جائیگا۔

## ঈদগাহের মাঠকে স্থায়ী রাস্তা হিসেবে ব্যবহার করা

**প্রশ্ন :** কোনো ঈদগাহ মাঠ ওয়াক্ফ/ক্রয়কৃত। সে ঈদগাহ মাঠের ওপর দিয়ে কোনো ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের (রাইস মিল, ব্রয়লার) মালামাল আনা-নেওয়ার জন্য ও উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী এবং পুরুষ-মহিলাদের যাতায়াতের স্থায়ী রাস্তা করে দেওয়া শরীয়তসম্মত কি না?

**উত্তর :** ঈদগাহ গ্রহণযোগ্য মতানুসারে মসজিদের মতোই পবিত্র ও সম্মানিত স্থান। তাই ঈদগাহের অসম্মানী হয় এমন কোনো কাজ সেখানে করা যাবে না বিধায় ঈদগাহের ওপর দিয়ে স্থায়ীভাবে মানুষ চলাচল বা গাড়ি যাতায়াতের রাস্তা করাও শরীয়তের আলোকে বৈধ হবে না। (১৭/৬৫০/৭২৪০)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦ /٥٧٥ : لو جعل الطريق مسجدا يجوز لا جعل المسجد طريقا لأنه تجوز الصلاة في الطريق فجاز جعله مسجدا، ولا يجوز المرور في المسجد فلم يجز جعله طريقا اهـ ولا يخفى أن المتبادر أنهما قولان في جعل المسجد طريقا بقرينة التعليل المذكور، ويؤيده ما في التتارخانية عن فتاوى أبي الليث، وإن أراد أهل المحلة أن يجعلوا شيئا من المسجد طريقا للمسلمين فقد قيل ليس لهم ذلك وأنه صحيح،

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ٥ /٤١٧ : وأطلق في المسجد فشمل المتخذ لصلاة الجنازة أو العيد وفي الخانية مسجدا اتخذ لصلاة الجنازة أو لصلاة العيد هل يكون له حكم المسجد اختلف المشايخ فيه قال بعضهم يكون مسجدا حتى لو مات لا يورث عنه.وقال بعضهم ما اتخذ لصلاة الجنازة فهو مسجد لا يورث عنه وما اتخذ لصلاة العيد لا يكون مسجدا مطلقا وإنما يعطى له حكم المسجد في صحة الاقتداء بالإمام وإن كان منفصلا عن الصفوف وأما فيما سوى ذلك فليس له حكم المسجد وقال بعضهم له حكم المسجد حال أداء الصلاة لا غير وهو والجبانة سواء ويجنب هذا المكان كما يجنب المسجد احتياطا.

Scanned by CamScanner

## ঈদগাহ পাকা করা বৈধ

**প্রশ্ন :** আমরা শহর ও গ্রাম-গঞ্জে বিভিন্ন স্থানে ঈদগাহ ময়দান পাকা দেখেছি। তথাপি আমরাও আমাদের ঈদগাহের মেঝে পাকা করার উদ্যোগ নিয়েছি। কিন্তু একজন আলেম থেকে জানতে পারলাম যে ঈদগাহের মেঝে পাকা করা বৈধ নয়। হ্যাঁ, যদি মেঝে পাকা করতেই হয় তাহলে ওপরে ছাদ দিতে হবে। উক্ত মন্তব্য কতটুকু শরীয়তসম্মত বা সঠিক?

**উত্তর :** ঈদের মাঠ পাকা করা আপত্তিকর নয়। বৈধ না হওয়ার কথা সহীহ নয়। (১৯/৪১৬/৮২২০)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا)١٠ /١٦٨ : سوال ٢- عیدگاہ کا پختہ فرش بنانا جائز ہے یا نہیں؟ جبکہ عیدگاہ کے صحن میں ایسادرخت موجود ہے جو پورے صحن کو احاطہ کئے ہوئے ہے اور تمام سال جانور بیٹ کرتے رہتے ہیں... ...

الجواب ٢ - پختہ فرش بنانا بھی جائز ہے متولی اور نمازیوں کی جیسی رائے ہو عمل کر لیا جائے جن پرند جانوروں کا گوشت حلال ہے ان کی بیٹ کی وجہ سے فرش نجس نہیں ہوتا، پختہ فرش پر رقیق نجاست گر کر جب خشک ہو جائے اور نجاست کا اثر باقی نہ رہے تو وہ فرش نماز کیلئے پاک ہو جائے گا۔

## ঈদগাহের মাঠ সাজানোর হুকুম

**প্রশ্ন :** বর্তমান সমাজে একটি নিয়ম প্রচলিত আছে যেকোনো এক ব্যক্তির টাকা দিয়ে ঈদগাহের মাঠ সাজানো হয় এবং নামাযের পর মুসল্লিদের থেকে সেই টাকা উঠানো হয়। অথবা ঈদগাহের ফান্ড থেকে ঈদগাহ সাজানো হয়, অথবা কেউ স্বেচ্ছায় ঈদগাহ সাজিয়ে দেয়। উক্ত প্রথা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয কি না? এবং তা ইসলামের সোনালি যুগে ছিল কি না?

**উত্তর :** ঈদগাহকে সাজানো বলতে কী বোঝানো হয়েছে তা প্রশ্নে অস্পষ্ট। সাজানো বলতে যদি ঈদগাহের মেরামত, উন্নয়ন, রং করা, নামায আদায়ের সুবিধার্থে চট, কার্পেট, মাইক লাগানো ইত্যাদি বোঝানো হয় তাহলে এগুলো সবই ঈদগাহে নামায আদায়ের সুষ্ঠু মাধ্যম, যা যেকোনো ঈদগাহের জন্য এক ধরনের প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত বিধায় এর বৈধতায় কারো কোনো দ্বিমত থাকার কথা নয়। আর ঈদগাহ সাজানোর অর্থ যদি হয় বিভিন্ন প্রকারের পতাকা স্থাপন, অস্থায়ী গেট নির্মাণ, ফুল, চারপাশে রং-বেরঙের কাগজ দিয়ে কৃত্রিম ফুলমালা দিয়ে সাজ-সজ্জাকরণ ইত্যাদি, যা ঈদগাহ বা

Scanned by CamScanner

কাতাওয়ায়ে

ঈদের নামায আদায়ের কোনোই প্রয়োজনীয় বিষয় নয়। এসব কাজে ঈদগাহের ফান্ডে থেকে বা চাঁদা করে ফান্ড গঠন করে করা শরীয়তবিরোধী।(১৪/৫৪০)

📖 احسن الفتاوی(سعید) ٦ /٤٢٨ : الجواب- جمیع احکام میں عیدگاہ کا بحکم مسجد کا ہونا مختلف فیہ ہے،شامیہ میں سے جمیع احکام میں مسجد ہونے کو ترجیح معلوم ہوتی ہے،وھو الاحوط ومقابلہ اوسع۔

📖 کفایت المفتی(دار الاشاعت) ٩ / ٢٣١ : جواب- صورت مسئولہ میں اگرتزیین سے مراد اس کے نقش ونگار اوراس کی وہ آرائشیں ہوں جن کی کوئی ضرورت نہیں تو یہ خود خلاف اولی ہے افضل ہے اوراس میں کسی ثواب کی امید نہیں، بلکہ اس روپے کا فقراء پر صرف کرنا افضل ہے اسی پر فتوی ہے- ولا بأس بنقشه خلا محرابه (در مختار) في هذا التعبير كما قال شمس الأئمة: إشارة إلى أنه لا يؤجر، ويكفيه أن ينجو رأسا برأس. اه قال في النهاية لأن لفظ لا بأس دليل على أن المستحب غيره؛ لأن البأس الشدة اهولهذا قال في حظر الهندية عن المضمرات: والصرف إلى الفقراء أفضل وعليه الفتوى اه (رد المحتار ملخصا) ہاں اگرتزیین سے مراد ایسی تزیین ہو جس سے استحکام یعنی تعمیر کی پختگی بھی ہوتی ہو تو وہ جائز ہے اوراس روپے کو ایسی چیزوں میں خرچ کرنا جو باعث زینت ہونے کے ساتھ موجب پختگی تعمیر بھی ہو جائز ہے۔

## ঈদগাহে পতাকা ও কাগজের ফুল দিয়ে মিনার সাজানো

**প্রশ্ন :** ইদানীং দেখা যাচ্ছে, আমাদের ঈদগাহের মধ্যে ঈদ উপলক্ষে ঈদগাহের চতুর্পাশে ছোট ছোট রঙিন পতাকা ও কাগজের ফুল দিয়ে মিনার সাজানো হয়। প্রশ্ন হলো, এভাবে ঈদগাহকে সাজানো শরীয়তসম্মত কি না?

**উত্তর :** ঈদগাহ সাজানো সাওয়াবের কাজ নয়। এতদসত্ত্বে কেউ ব্যক্তিগত পয়সায় এরূপ করলে নাজায়েয বলা যায় না। (১১/৯২)

📖 احسن الفتاوی(سعید) ٨ /١٥٢ : اسراف اس کو کہتے ہیں کہ آمد سے زائد خرچ کیا جائے اور اگر آمد کے اندر خرچ ہو تو اسراف نہیں،... ...

📖 حضرت عثمانؓ نے مسجد نبوی کو منقش سنگ مرمر سے مزین فرمایا اس پر کسی صحابی نے کوئی اعتراض نہیں کیا،اس لئے حضرت عثمانؓ کی اس تزیین کا جواز باجماع صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ثابت ہوا،البتہ آرائش وتزیین پر مال وقف خرچ کرنا جائز نہیں۔

Scanned by CamScanner

## ঈদগাহের মাঠে ওয়াজ-মাহফিল করা

**প্রশ্ন :** ওয়াক্‌ফকৃত ঈদের মাঠে ইসলামী সভা-সেমিনার, মাদরাসা-মসজিদের বাৎসরিক মাহফিল এবং সামাজিক বৈঠক আয়োজন করতে পারবে কি না?

**উত্তর :** ওয়াক্‌ফকৃত ঈদের মাঠে ইসলামী সভা-সেমিনার, মাদরাসা-মসজিদের বাৎসরিক মাহফিল এবং আদব রক্ষা করে সামাজিক বৈঠক আয়োজন করার অনুমতি আছে। (১৬/৩৮৫/৬৫৬৮)

📖 الدر المختار (سعيد) ١ /٦٥٧ : (و) أما (المتخذ لصلاة جنازة أو عيد) فهو (مسجد في حق جواز الاقتداء) وإن انفصل الصفوف رفقا بالناس (لا في حق غيره) به يفتى نهاية (فحل دخوله لجنب وحائض) كفناء مسجد ورباط ومدرسة ومساجد حياض وأسواق لا قوارع.

📖 فتاوى قاضيخان مع الهندية (زكريا) ٣ /٢٩١ : وقال بعضهم له حكم المسجد حال أداء الصلاة لا غير وهو والجبانة سواء ويجنب هذا المكان عما يجنب المسجد احتياطا۔

## ঈদগাহ মাঠে মাহফিল করা

**প্রশ্ন :** আমাদের এলাকায় একটি কেন্দ্রীয় ঈদগাহ রয়েছে। উক্ত ঈদগাহ মাঠে বছরে শুধু দুই ঈদের নামাযই হয়। ইদানীং কিছু লোক চাচ্ছে উক্ত মাঠে ওয়াজ-মাহফিল দিতে। প্রশ্ন হলো, দ্বীনি কথাবার্তা আলোচনার উদ্দেশ্যে ঈদগাহ মাঠে ওয়াজ দেওয়া যাবে কি না?

**উত্তর :** ঈদগাহ মাঠে দ্বীনি আলোচনার উদ্দেশ্যে মাহফিল দেওয়া যেতে পারে। (১৩/১০২১/৫৫২)

## ঈদগাহের উন্নয়নে সুদখোর থেকে চাঁদা নেওয়া

**প্রশ্ন :** আমাদের গ্রামে ভোটার সংখ্যা প্রায় ১৫০০। আমরা একই ঈদগাহে ঈদের নামায আদায় করি। যে ঈদগাহে নামায পড়ি সে ঈদগাহটি ওয়াক্‌ফকৃত। উক্ত ঈদগাহের উন্নয়নের জন্য গ্রামবাসীর পক্ষ থেকে দুই ঈদের নামাযে সাধারণ মুসল্লিদের ওপর একটি চাঁদার হার নির্ধারণ করা হয়েছে। যে যত পারেন নিম্নে ১০ টাকা করে দিবেন।

Scanned by CamScanner

সেই টাকা রুমালের মাধ্যমে উঠানো হয়। জনসাধারণের মধ্যে রয়েছে নেককার মুসল্লি ও সুদখোর মুসল্লি। উক্ত ঈদগাহের মাঠেই বিশেষ করে একটি মোটা অংকের চাঁদা উঠানো হয়। উদাহরণস্বরূপ : ৭ হাজার, ৫ হাজার, ১ হাজার, ৫০০ টাকা কে কে দেবেন এভাবে বলা হয়ে থাকে। এভাবে ব্যক্তিবিশেষ থেকে চাঁদা উঠানো হয়। এ ব্যক্তিবিশেষের মধ্য থেকে যাদের কাছ থেকে ৭০০০/৫০০০/১০০০/৫০০/ টাকা নেওয়া হয়, তাদের অধিকাংশই সুদখোর এবং তারাই হলো গ্রামের প্রভাবশালী নেতা। তাদের শামিল না করলে ফিতনার আশঙ্কা খুব বেশি। প্রশ্ন হলো, তাদের কাছ থেকে চাঁদা উঠিয়ে ঈদগাহের উন্নয়নমূলক কাজে লাগানো জায়েয হবে কি? এবং ঈদগাহে নামায পড়লে নামায হবে কি না? যদি না হয় তাদের শামিল না করার পন্থা কী হবে?

**উত্তর :** মসজিদ, মাদরাসা, ঈদগাহ ইত্যাদি নেক কাজসমূহের জন্য মুসলমানদের থেকে চাঁদা উঠানো জায়েয। তবে বাধ্য করা হলে জায়েয হবে না। সুদের টাকা হারাম হওয়ায় মসজিদ ও ঈদগাহের কাজে ব্যবহার করা নাজায়েয। তবে সুদখোর যদি তার হালাল আয় থেকে ঈদগাহের জন্য দান করে, তখন উক্ত টাকা ঈদগাহের উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহার করা জায়েয হবে। (১২/৭৩৮)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۳/ ۳۷۲ :الجواب- (۱) سود کا روپیہ مسجد شب قدر وغیرہ میں خرچ کرنا جائز نہیں اگر اصل مالک کو واپس نہ کیا جاسکے تو غرباء پر صدقہ کردیا جائے غریب طلبہ پر بھی صرف کیا جاسکتا ہے یعنی ان کے کھانے کپڑے کیلئے دیدیا جائے، عربی مدرسہ وغیرہ کی تعمیر یا تنخواہ میں دینا درست نہیں.... (۳) جو شخص سود کے لینے دینے کی ملازمت کرے اور اس کو تنخواہ سود میں سے ملے اسی میں سے وہ کھلائے تو اس کا کھانا درست نہیں وہ غریبوں کا حق ہے۔

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ۲/ ۷۷۲ : الجواب- مساجد، مدارس، یتیم خانے اور دیگر اداروں کیلئے مسلمان کا چندہ قبول کیا جاسکتا ہے صالح ہو یا فاسق، جیساکہ ہر مسلمان کی وفات پر جنازہ پڑھا جاتا ہے نیک ہو یا بد، مسلمان کی خیرات قطع نظر اس سے کہ وہ نیک ہے یا بد ہر دینی ادارہ پر خرچ ہوسکتی ہے۔

## মসজিদ ও ঈদগাহে মাদরাসার জন্য চাঁদা উঠানো

**প্রশ্ন :** আমাদের ঈদের নামায মসজিদে হয়। নামাযের শেষে মাদরাসার ছাত্ররা কাতারে গিয়ে মাদরাসার জন্য টাকা উঠায়। তদ্রূপ কিছু মসজিদের মধ্যে দেখা যায় যে প্রতিদিন নামাযের পর ছাত্ররা মসজিদসংলগ্ন মাদরাসার জন্য টাকা উঠায়। উভয় মাসআলার ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কী?

Scanned by CamScanner

**উত্তর :** বিশেষ প্রয়োজনে ঈদগাহ বা মসজিদে জামাতের পর মসজিদ বা মাদরাসার জন্য টাকা উঠাতে বাধা নেই। তবে প্রতিদিন নিয়মিত চাঁদা উঠানোর প্রথা বানানো সমীচীন নয়। তদ্রূপ কাতারে গিয়ে মুসল্লিদের কষ্ট বা নামাযে ব্যাঘাত ঘটার মতো পন্থা অবলম্বন করা সম্পূর্ণ নিষেধ। (৮/৪৫০)

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۹/ ۲۴۰ : الجواب- عام حالات میں مسجد میں مدارس کیلئے چندہ نہ کرنا چاہئے مسجد میں شور وغل ہوگا، نمازیوں کو خلل ہوگا مسجد کی بے احترامی ہوگی، لہذا مسجد میں چندہ نہ کیا جائے، البتہ اگر کوئی خاص حالت ہو مسجد میں شور وغل نہ ہو نمازیوں کو تکلیف اور خلل نہ ہو تو گنجائش ہے۔

📖 کفایت المفتی (دارالاشاعت) ۲/ ۱۲۶ : جواب-اگر عیدین کی نماز مسجد جماعت میں ہو اور بعد نماز کے امام عید نمازیوں کو مسجد یا اور کسی دینی ضرورت کے لئے چندہ کی ترغیب دے اور لوگ خود جا جا کر امام کو یا کسی دیگر شخص کو جو چندہ کیلئے متعین کیا گیا ہو اپنا اپنا دیدیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں اور نماز سے قبل بھی امام کی ترغیب پر دینا جائز ہے، لیکن صفوف کے درمیان لوگوں کو گھوم کر مانگنا اگر ایذائے تخطی و مرور بین یدی المصلی سے خالی ہو تو وہ بھی جائز ہے بشرطیکہ شور وشغب بھی نہ ہو۔

## সন্দেহজনক কবরস্থানের জায়গায় ঈদগাহ সম্প্রসারণ করা

**প্রশ্ন :** আমাদের ঈদগাহে বর্তমানে মুসল্লিদের সংকুলান না হওয়ায় ঈদগাহ এরিয়া বর্ধিত করা একান্ত প্রয়োজন। এই ঈদগাহের পশ্চিম পাশেই বর্ধিত করার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু পশ্চিম পার্শ্বে রয়েছে কবরস্থান, যা প্রায় চল্লিশ বছর পূর্বে কবর হিসেবে ব্যবহার করা হতো। তবে এ স্থানটি কবরের জন্য ওয়াক্ফকৃত নয় বলেই জমিনের বর্তমান অংশীদারগণ বলে আসছে। অবশ্য কেউ কেউ কবরের জন্য ওয়াক্ফকৃত হতে পারে বলেও মনে করছে। অতএব, উল্লিখিত জমিকে উভয় অবস্থায় ঈদগাহে রূপান্তর করা শরীয়ত মোতাবেক জায়েয হবে কি না?

**উত্তর :** প্রশ্নে উল্লিখিত ঈদগাহসংলগ্ন কবরস্থানটি অংশীদারদের দাবি অনুযায়ী ওয়াক্ফকৃত না হয়ে থাকলে মালিকদের অনুমতিক্রমে কবরস্থানকে ঈদগাহে পরিণত করা জায়েয হবে, যদি কবরস্থান অনেক পুরাতন হয়, যেমন প্রশ্নে উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে মৌখিকভাবে হলেও ওই কবরস্থান ওয়াক্ফকৃত হওয়া প্রমাণিত হলে ওই কবরস্থানকে ঈদগাহে পরিণত করা জায়েয হবে না। তবে উক্ত কবরস্থানে লাশ দাফন করা বর্তমান ও ভবিষ্যতে নিষ্প্রয়োজন হলে এলাকার মানুষের সর্বসম্মতিক্রমে কবরস্থানকে ঈদগাহের অন্তর্ভুক্ত করা জায়েয হবে। (৮/৪৬৩)

Scanned by CamScanner

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ١/ ٢٤٦ : ولو بلي الميت وصار ترابا جاز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء عليه.

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٢٣٣ : وقال الزيلعي: ولو بلي الميت وصار ترابا جاز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء عليه اهـ

📖 عمدة القارى (دار إحياء التراث) ٤/ ١٧٩ : فإن قلت: هل يجوز أن تبنى على قبور المسلمين؟ قلت: قال ابن القاسم: لو أن مقبرة من مقابر المسلمين عفت فبنى قوم عليها مسجدا لم أر بذلك بأسا، وذلك لأن المقابر وقف من أوقاف المسلمين لدفن موتاهم لا يجوز لأحد أن يملكها، فإذا درست واستغنى عن الدفن فيها جاز صرفها إلى المسجد، لأن المسجد أيضا وقف من أوقاف المسلمين لا يجوز تملكه لأحد، فمعناهما على هذا واحد. وذكر أصحابنا أن المسجد إذا خرب ودثر ولم يبق حوله جماعة، والمقبرة إذا عفت ودثرت تعود ملكا لأربابها، فإذا عادت ملكا يجوز أن يبنى موضع المسجد دارا وموضع المقبرة مسجدا وغير ذلك، فإذا لم يكن لها أرباب تكون لبيت المال. وفيه: أن القبر إذا لم يبق فيه بقية من الميت ومن ترابه المختلط بالصديد جازت الصلاة فيه.

📖 كفايت المفتى (دار الاشاعت) ٧/ ١٣٥ : جواب-اگر يہ زمين مملوکہ ہے قبرستان کے لئے وقف نہیں اور قبروں کے آثار مٹ گئے تو اس پر مالکوں کی اجازت سے مسجد یا عیدگاہ بنائی جاسکتی ہے اور اس میں نماز جائز ہے۔

## ব্যক্তিবিশেষের নামে সরকারি বরাদ্দকৃত খাদ্য বিক্রি করে জমি ক্রয় করে ঈদগাহ করা

**প্রশ্ন :** গৌরিশ্বর বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারের খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচির অধীনে গরিব ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিতরণের জন্য সরকার হতে প্রাপ্ত চাউল/গম এর অংশবিশেষ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ না করে বিক্রি করা হয়। বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়ে জনৈক ব্যক্তির জমি ক্রয় করে উক্ত জমিতে নতুন ঈদগাহ তৈরি করে ঈদের জামাতের নামায আদায় করা হচ্ছে। ঈদের নামায আদায়ের জন্য ওয়াক্ফ সম্পত্তি প্রয়োজন। এ মর্মে প্রশ্ন উত্থাপিত হলে জমির বিক্রেতাকে দিয়ে কবলা দলিল না করে ঈদগাহ মাঠের নামে ওয়াক্ফ দলিল করা হয়। এমতাবস্থায় উক্ত ঈদগাহ মাঠে ঈদের জামাত অনুষ্ঠান শরীয়তের দৃষ্টিতে সঠিক বা বিধিসম্মত কি না বা ঈদের নামায সহীহ হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : সরকারের পক্ষ থেকে যে চাউল/গম ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিতরণের জন্য দেওয়া হয়েছে তা তাদেরই হক। তাই উক্ত চাউল/গম বিক্রীত টাকা দিয়ে ঈদগাহ তৈরি করলে তা শরীয়তসম্মত ঈদগাহ হিসেবে গণ্য হবে না। উক্ত স্থানে নামায আদায় হলেও মাকরূহ হবে। ওয়াক্‌ফ সহীহ হওয়ার জন্য মালিক নিজেই ওয়াক্‌ফ করা শর্ত। প্রশ্নে বর্ণিত জমি বিক্রি করার পর বিক্রেতা উক্ত জমির মালিক নয় বিধায় তার ওয়াক্‌ফ সহীহ হবে না। (৮/৫০২)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٧/ ١٤٨ : وأما حكم الغصب فله في الأصل حكمان: أحدهما: يرجع إلى الآخرة، والثاني: يرجع إلى الدنيا. أما الذي يرجع إلى الآخرة فهو الإثم واستحقاق المؤاخذة إذا فعله عن علم؛ لأنه معصية، وارتكاب المعصية على سبيل التعمد سبب لاستحقاق المؤاخذة، وقد روي عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «من غصب شبرا من أرض طوقه الله تعالى من سبع أرضين يوم القيامة».

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦/ ٧٤٧ : (ولو) عمر (لنفسه بلا إذنها العمارة له) ويكون غاصبا للعرصة فيؤمر بالتفريغ بطلبها ذلك (ولها بلا إذنها فالعمارة لها وهو متطوع) في البناء فلا رجوع له.

📖 فتاوى رحیمیہ (دار الاشاعت) ٢/ ٣٥٧ : جہاں اجازت کی ضرورت معلوم ہو وہاں اجازت کے بغیر نماز پڑھنا مکروہ ہوگا اور جس جگہ کے متعلق یہ معلوم ہو کہ یہ ناراض نہ ہوں گے بلکہ خوش ہوں گے تو اجازت کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں۔

📖 کفایت المفتی (امدادیہ) ٧ / ٤٦ : جواب- جو مسجد مال حرام سے بنی ہو یا غصب کی زمین پر اس میں نماز پڑھنی مکروہ ہے۔

## দ্বন্দ্বের কারণে প্রতিষ্ঠিত নতুন ও পুরাতন উভয় ঈদগাহে নামায বৈধ

**প্রশ্ন :** আমাদের ময়মনসিংহ জেলার তারাকান্দা থানার ৮ নং বালিখা ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত মালিডাঙ্গা গ্রামের নিবাসী জনাব আরশাদ চেয়ারম্যান ও আঃ মতিন সাহেবের পিতা আজ থেকে ২৫-৩০ বছর আগে একটি জমিতে মৌখিকভাবে ঈদের নামায পড়ার জন্য অনুমতি দিয়ে যান। এযাবৎ ওখানে নামায পড়া হচ্ছে, কিন্তু জমিদাতা বেঁচে নেই।

উক্ত জমির ওয়ারিশ সূত্রে মালিক আরশাদ চেয়ারম্যান ও তাঁর ছোট ভাই আঃ মতিন। পিতার জমি তাঁদের দুই ভাইয়ের মধ্যে বণ্টন হয়েছে। ঈদগাহের পাশে একটি বাজার বসানো হয়েছে। এটা বৃদ্ধি পেয়ে এখন ঈদগাহের প্রায় অর্ধেক অংশে বাজার বসে।

Scanned by CamScanner

মুসল্লিরা ঈদগাহে বাজার না বসানোর জন্য মালিকের কাছে দাবি জানায়, যাতে তারা জায়গাটি হেফাজত করতে পারে। জমি বণ্টন নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকায় ছোট ভাই তা লিখে দিতে অস্বীকার করে, এমনকি একপর্যায়ে বলে আমি যদি অমুকের পুত্র হয়ে থাকি তাহলে ঈদগাহের জমি লিখে দেব না।

এ জন্য অধিকাংশ মুসল্লিগণ উক্ত ঈদগাহে নামায না হওয়ার সন্দেহে উক্ত গ্রামেরই নিবাসী আঃ হাই নামের এক ব্যক্তির নিকট অন্য একটি ঈদগাহের জন্য জায়গা চায়। তাতে তিনি রাজি হয়ে ১৯ শতাশ জমি ঈদগাহের নামে লিখিতভাবে ওয়াক্ফ করে দেন। বর্তমানে তাতে ১ বছর যাবৎ নামায পড়া হচ্ছে এবং পূর্বের মাঠেও নামায হচ্ছে।

উল্লেখ্য, পরের জমিটা ওয়াক্ফ করার পর এই গ্রামেরই এক ব্যক্তি দাবি করে যে ঈদগাহের জায়গাটা তার। এ দাবিতে সে একটি ঘর উঠায়। জমিদাতা এলাকার লোকজনকে নিয়ে ঘরটি ভেঙে ফেলে। এ নিয়ে বর্তমানে মামলা-মোকাদ্দমা চলছে।

এমতাবস্থায় হুজুরের কাছ থেকে বিনীতভাবে জানতে আগ্রহী :

১) প্রথম ঈদগাহের মাঠে বাজার থাকায় এবং তা ওয়াক্ফ করে না দেওয়ায় ওখানে নামায পড়া জায়েয হবে কি না?

২) দ্বিতীয় মাঠ অতি নিকটে। এ ছাড়া সেটা নিয়ে মামলা চলাকালীন ওখানে নামায পড়া জায়েয হবে কি না?

৩) যদি দুই মাঠে নামায পড়া জায়েয হয় তাহলে এলাকাবাসীর দ্বন্দ্ব মেটানোর পদ্ধতি কী হতে পারে? আর যদি কোনোটাতেই নামায পড়া জায়েয না হয় তাহলে তৃতীয় আরেকটি ঈদগাহ বানানো যাবে কি না?

উল্লেখ্য, ঈদগাহ মাঠ নিয়ে এলাকাবাসী দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। ফলে আমাদের মহল্লার মসজিদটিও আবাদ হচ্ছে না। এমতাবস্থায় আমরা হুজুরের কাছ থেকে একটি লিখিত ফয়সালা কামনা করছি।

**উত্তর :** মৌখিকভাবে জায়গা ওয়াক্ফ করে সেখানে নামায আদায় করতে থাকলে সেই ওয়াক্ফ পরিপূর্ণ হয়ে যায়, লিখিত হওয়া জরুরি নয়। ওয়াক্ফকৃত জায়গা সংরক্ষণ করা এবং পবিত্রতা পরিপন্থী যেকোনো কাজ থেকে হেফাজত করা এলাকার সকল মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। অন্যদিকে এলাকার প্রয়োজনে একাধিক ঈদগাহ বানানো বৈধ হলেও বিনা প্রয়োজনে একাধিক ঈদগাহ বানানো অনুত্তম।

অতএব, প্রশ্নে বর্ণিত ঘটনায় প্রথম ঈদগাহের মাঠের ওয়াক্ফ শুদ্ধ হওয়ায় ঈদের নামায সম্পূর্ণ বৈধ এবং সে জায়গায় নামায পড়তে থাকবে। তবে ওয়াক্ফকারীর ছেলেকে বুঝিয়ে যেকোনো মূল্যে সে জায়গায় বাজার-দোকান মাঠ করা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করা এলাকার সকল মুসলমানের দায়িত্ব।

দ্বিতীয় মাঠে যত দিন যাবৎ দাবিদারের দাবি সঠিক প্রমাণিত না হবে এটাও ওয়াক্ফকৃত মাঠ বলে বিবেচিত হবে বিধায় ওই মাঠেও ঈদগাহ হিসেবে নামায পড়তে পারবে। (৭/৮৭০/১৮৯৬)

Scanned by CamScanner

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٦ / ٢١٩ : (ومنها) أن يخرجه الواقف من يده ويجعل له قيما ويسلمه إليه عند أبي حنيفة ومحمد.

📖 البحر الرائق (ايج ايم سعيد) ٢ / ١٦٢ : وإلا فإذا فاتت مع إمام وأمكنه أن يذهب إلى إمام آخر فإنه يذهب إليه؛ لأنه يجوز تعدادها في مصر واحد في موضعين وأكثر اتفاقا إنما الخلاف في الجمعة.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ٦ / ١٥٨ : وقف صحیح ہونے کے لئے رجسٹری ہونا شرط نہیں زبانی وقف بھی درست اور کافی ہوتا ہے۔

📖 عزیزالفتاوی (دار الاشاعت) ص ٧٤٩ : جواب- جو جگہ نماز عیدین کیلئے وقف ہے جو کہ عیدگاہ کے نام سے موسوم ہے اس میں یہ تصرفات کرنا تعمیر مدرسہ وکتب خانہ وغیرہ اور کھیل کود ورزش وغیرہ اور مجلس خورد ونوش اس کو قرار دینا جائز نہیں۔

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ٦ /٣٥٧ : شہر وسیع ہو دور دور تک مسلمان آباد ہو اور عیدگاہ تک پہنچنا دشوار ہو تو ضرورت اور دفع حرج کے پیش نظر ایک سے زائد عیدگاہ بنانا درست ہے۔

## ঈদগাহের মেহরাবকে ঘর আকৃতির করা ও নববী যুগে ঈদের নামাযের স্থান

**প্রশ্ন :** ঈদগাহের মেহরাবকে ঘরাকৃতি করে তার ওপর ছাদ কিংবা গম্বুজ করা জায়েয কি না? যদি ইমাম সাহেব একাকী ওই ঘরে দাঁড়ায় এবং মুসল্লিগণ বাইরে তাহলে মুসল্লিগণের ওপর ঘরে নামায পড়ার হুকুম বর্তাবে কি না? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে ঈদের নামায কোথায় আদায় করতেন?

**উত্তর :** ঈদগাহের জন্য সুন্দর-মানানসই মেহরাব বানানো যায়। ইমামের জন্য সম্পূর্ণ মেহরাবের ভেতর দাঁড়ানো উচিত নয়। এতদসত্ত্বেও ইমাম ভেতরে দাঁড়িয়েছে বলে মুসল্লিদের ওপর ঘরে নামায পড়ার হুকুম বর্তাবে না। সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ময়দানে গিয়ে ঈদের নামায আদায় করতেন বলে সহীহ হাদীসে স্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায়। (৬/১৩১/১১০৯)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ١/ ٢٤١ (٩٥٦) : عن أبي سعيد الخدري، قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف، فيقوم مقابل

Scanned by CamScanner

الناس، والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم، ويوصيهم، ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف».

📖 معجم لغة الفقهاء (دار النفائس) ص ٤١٠ : المحراب: بكسر الميم وسكون الحاء ج محاريب، صدر المجلس./- الغرفة (كلما دخل عليها زكريا المحراب)./- القصر (يصنعون له ما يشاء من محاريب). فجوة في جدار قبلة المسجد يقف فيها الإمام في الصلاة.

📖 فتح القدير (حبيبيه) ١/ ٣٥٩ : (قوله في الطاق) أي المحراب، وفيه طريقان: كونه يصير ممتازا عنهم، وكي لا يشتبه على من عن يمينه ويساره حاله حتى إذا كان بجنبتي الطاق عمودان وراءهما فرجتان يطلع منها أهل الجهتين على حاله لا يكره، وإنما هذا بالعراق لأن محاريبهم مجوفة مطوقة، فمن اختار هذه الطريقة لا يكره عنده إذا لم يكن كذلك، ومن اختار الأولى يكره عنده مطلقا.

ولا يخفى أن امتياز الإمام مقرر مطلوب في الشرع في حق المكان حتى كان التقدم واجبا عليه، وغاية ما هنا كونه في خصوص مكان، ولا أثر لذلك فإنه بني في المساجد المحاريب من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ، ولو لم تبن كانت السنة أن يتقدم في محاذاة ذلك المكان لأنه يحاذي وسط الصف وهو المطلوب، إذ قيامه في غير محاذاته مكروه، وغايته اتفاق الملتين في بعض الأحكام. ولا بدع فيه على أن أهل الكتاب إنما يخصون الإمام بالمكان المرتفع على ما قيل فلا تشبه.

## শতবর্ষী ঈদগাহ পরিবর্তন করা

**প্রশ্ন :** মেহদীনগর ঈদগাহ মাঠের প্রসঙ্গে উক্ত গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ মুরব্বিদের বর্ণনা অনুযায়ী যত দূর জানা যায়, এ ঈদগাহ মাঠে ১০০ বছরের অধিককাল যাবৎ এলাকার মুসলমানগণ প্রতিবছর নিয়মিত ঈদের নামায পড়ে আসছেন। ডিএস রেকর্ডমূলে ঈদের মাঠের জায়গার পরিমাণ ৪৯ শতাংশ। যা মুসলমানদের ঈদগাহ হিসেবে ব্যবহারের জন্য ওয়াক্ফকৃত বলে মন্তব্য কলমে লিপিবদ্ধ আছে। তবে এসএ রেকর্ডে ঈদগাহ সম্পর্কে কোনো উল্লেখ নেই। অতঃপর আরএস রেকর্ডে পৃথক প্লট কেটে ২৫ শতাংশ জমি ঈদগাহের নামে রেকর্ড হয়েছে। ঈদগাহের দক্ষিণ পাশে সরকারি কাঁচা রাস্তা, উত্তর পাশে দাতার বংশধরদের বসতবাড়ি। কিন্তু যেহেতু বর্তমানে এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে ঈদের মাঠের চতুর্পাশে বাউন্ডারি ওয়াল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কিন্তু দাতার

Scanned by CamScanner

ওয়ারিশগণের পক্ষ হতে বাউন্ডারি ওয়ালের বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছে এবং তারা আরএস রেকর্ডে যে ২৫ শতাংশ জমি আছে, তার পরিবর্তে অন্যত্র ২৫ শতাংশ জমি প্রদানের প্রস্তাব করেছে। তাই উক্ত ঈদের মাঠ অন্যত্র সরানো যায় কি না, এ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এতে এলাকার মধ্যে একটি বড় ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

অতএব হুজুর সমীপে সবিনয় নিবেদন এই যে এ বিষয়ে ইসলামী বিধি মোতাবেক ফাতওয়া প্রদান করে এলাকার ধর্মপ্রাণ মুসলমান ভাইদের সাহায্য করবেন।

**উত্তর :** ইসলামী শরীয়তের বিধান মতে, কোনো স্থানকে মসজিদ বা ঈদগাহের জন্য মৌখিকভাবে ওয়াক্ফ করা হলেও তা চিরস্থায়ীভাবে মসজিদ বা ঈদগাহ হিসেবেই পরিগণিত থাকবে। তাতে কোনো রকমের পরিবর্তন মোটেও বৈধ নয়।

এমতাবস্থায় প্রশ্নে বর্ণিত মুরব্বিদের বক্তব্য, মুসলমানদের ১০০ বছরের নিয়মিত আমল এবং ডিএস রেকর্ড এ কথার উজ্জ্বল প্রমাণ বহন করে যে উক্ত ৪৯ শতাংশ জমি ঈদগাহের জন্যই নির্ধারিত এবং ওয়াক্ফকৃত পরিবর্তনের কোনো অবকাশ নেই বিধায় ওয়ারিশগণের উক্ত ঈদগাহ পরিবর্তনের দাবি শরীয়তের বিধি লঙ্ঘন হওয়ার কারণে অগ্রাহ্য বলে বিবেচিত হবে। (৬/৯০১)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٦ / ٢١٩ : (ومنها) أن يخرجه الواقف من يده ويجعل له قيما ويسلمه إليه عند أبي حنيفة ومحمد.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥١ : (فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن).

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥٢ : (قوله: لا يملك) أي لا يكون مملوكا لصاحبه ولا يملك أي لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه.

📖 فيه أيضا ٤/ ٣٨٤ : اعلم أن الاستبدال على ثلاثة وجوه: الأول: أن يشرطه الواقف لنفسه أو لغيره أو لنفسه وغيره، فالاستبدال فيه جائز على الصحيح وقيل اتفاقا. والثاني: أن لا يشرطه سواء شرط عدمه أو سكت لكن صار بحيث لا ينتفع به بالكلية بأن لا يحصل منه شيء أصلا، أو لا يفي بمؤنته فهو أيضا جائز على الأصح إذا كان بإذن القاضي ورأيه المصلحة فيه. والثالث: أن لا يشرطه أيضا ولكن فيه نفع في الجملة وبدله خير منه ريعا ونفعا، وهذا لا يجوز استبداله على الأصح المختار-

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ٦ / ١٥٨ : وقف صحیح ہونے کے لئے رجسٹری ہونا شرط نہیں زبانی وقف بھی درست اور کافی ہوتا ہے۔

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ٧ / ١٠٨ : وقف ہونے میں چونکہ وہ مسجد کا حکم رکھتی ہے اس لئے اس کی پہلی تعمیر ہمیشہ کیلئے وقف ہے، اسے منتقل کرنا جائز نہیں۔

## ঐক্যবদ্ধ হয়ে এক মাঠে নামায আদায় করলে দ্বিতীয় ঈদগাহের ব্যাপারে করণীয়

**প্রশ্ন :** আমি মোঃ আলমগীর খান, পিতা-মোঃ জহুরুল হক খান, সাং-হামিরদী, থানা-ভাঙ্গা, জেলা-ফরিদপুর। এ মর্মে বর্ণনা করছি যে হামিরদী পশ্চিমপাড়ায় দীর্ঘদিন যাবৎ মসজিদে দুই ঈদের নামায পড়ানো হয়। ৪-৫ বছর পূর্বে একটি সামাজিক বিচার নিয়ে আমাদের মধ্যে দলীয় মনোভাব দেখা দেয়। এ সামাজিক বিচার না পাওয়ায় উক্ত মসজিদ হতে আমরা অন্যত্র এক স্থানে দুই ঈদের নামায আদায় করি এবং পরবর্তীতে আমরা দুই ব্যক্তির অনুদানে ৫+৫ শতক বা ১০ শতক জমিতে একটি ঈদগাহ মাঠ গঠন করি। এর মধ্যে ৫ শতক মালিকানাধীন ও ৫ শতক সরকারের খাস। উল্লেখ্য, যারা মসজিদে নামায আদায় করতেন তাঁরাও পরবর্তীতে একটি ঈদ মাঠ তৈরি করেন। এমতাবস্থায় এই দুই জায়গায় ঈদের নামায হওয়ায় গ্রামে গোলমালের সূত্রপাত বেড়ে যায়। তাই দুটি জামাত একত্রিত করে একই মাঠে পড়ার জন্য বর্তমানে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছি। এখন দুটি ঈদের মাঠের মধ্যে একটি ব্যবহৃত হলে অপর মাঠটি ইসলামের দৃষ্টিতে কী করা যাবে?

**উত্তর :** প্রশ্নে উল্লিখিত ঈদগাহ দুটি ওয়াক্ফকৃত কি না তা স্পষ্ট নয়। যদি উভয়টি ওয়াক্ফকৃত হয় তাহলে উভয় ঈদগাহে নামায চালু রেখে সামাজিক ওই সমস্যাটি সমাধানের চেষ্টা করবে। তা সম্ভব না হলে সকলের সম্মতিক্রমে যেকোনো একটিতে নামায আদায় করবে ও অপর মাঠটির পবিত্রতা রক্ষাকরত উৎপাদনমূলক কাজে ব্যবহার করে ওই অর্থ অপর ঈদগাহে ব্যয় করবে।

আর যদি উভয় ঈদগাহ ওয়াক্ফকৃত না হয় তাহলে সকল মুসল্লির সম্মতিক্রমে যেকোনো একটিকে ঈদগাহের নামে ওয়াক্ফ করে নেবে এবং অপর মাঠটি মালিকানাধীন হয়ে থাকলে মালিক ইচ্ছা করলে অন্য কোনো দ্বীনি কাজের জন্য দিতে পারবে, নিজেও পরামর্শক্রমে যেকোনো দ্বীনি কাজে ব্যবহার করা যাবে, ইচ্ছা করলে বিক্রয় করে কোনো দ্বীনি কাজে অর্থ দান করা যাবে। সর্বাবস্থায় দ্বীনি কাজে ব্যবহারই উত্তম হবে।

উল্লেখ্য, সরকারি খাস জায়গা যে কাজের জন্য সরকারি অনুমোদন হয় সে কাজেই ব্যবহার করতে পারবে। (৪/৪৩০)

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار (سعيد) ٤/ ٣٥٩ : (ومثله) في الخلاف المذكور (حشيش المسجد وحصره مع الاستغناء عنهما و) كذا (الرباط والبئر إذا لم ينتفع بهما فيصرف وقف المسجد والرباط والبئر) والحوض (إلى أقرب مسجد أو رباط أو بئر) أو حوض (إليه) -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤٧٨ : سئل شمس الأئمة الحلواني عن مسجد أو حوض خرب لا يحتاج إليه لتفرق الناس هل للقاضي أن يصرف أوقافه إلى مسجد آخر أو حوض آخر؟ قال: نعم -

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥١ : (فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن).

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٢ : (قوله: لا يملك) أي لا يكون مملوكا لصاحبه ولا يملك أي لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه، ولا يعار، ولا يرهن لاقتضائهما الملك درر -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٥/ ٣٢٣ : الجواب- حامدًا ومصلیًا، اگر سابق عیدگاہ وقف ہے تو اس کے تبادلہ کی اجازت نہیں، اگر نماز عید ادا کرنے کیلئے دوسری وسیع جگہ عیدگاہ بنالی جائے تو یہ سابق عیدگاہ بھی وقف رہے گی، اس میں باغ لگا کر اس کی آمدنی جدید عیدگاہ کی ضرورت میں صرف کی جائے جب مالکان اراضی کو اللہ تعالی نے وسعت دی ہے اور ہمت دی ہے تو جدید اراضی کو بھی دیدیں، ان کی طرف سے صدقۂ جاریہ رہے گا اور ضروریات عیدگاہ کیلئے آمدنی کا بھی انتظام ہو جائیگا۔

## ক্রয়কৃত ঈদগাহে মসজিদ নির্মাণ করে সেখানে ঈদের নামায পড়া

**প্রশ্ন :** আমাদের সারা গ্রামে শুধু একটি জামে মসজিদ। জুমু'আর দিনে প্রায় ৪০০-৫০০ মুসল্লি হয়। স্থান সংকুলান না হওয়ায় ঈদগাহ মাঠে আরো একটি মসজিদ নির্মাণের চিন্তা করা হচ্ছে। গ্রামের লোকেরা চাঁদা ও সরকারি অনুদানের মাধ্যমে ঈদগাহ মাঠটি তৈরি করা হয়েছিল, কোনো রকম ওয়াক্‌ফকৃত নয়। এমতাবস্থায় ঈদগাহ মাঠে মসজিদ নির্মাণ এবং উক্ত মসজিদে ওজর ব্যতীত সাধারণভাবে ঈদের নামায পড়া যাবে কি না?

**উত্তর :** ঈদের নামায ঈদের মাঠে আদায় করা সুন্নাতে মুআক্কাদা, তাই মুসলমানদের জন্য মসজিদের ন্যায় ঈদগাহ নির্ধারণ করাও কর্তব্য। এতদসত্ত্বেও উক্ত ঈদগাহটি আবাদির ভেতরে হলে তাতে এলাকাবাসীর ঐকমত্যে মসজিদ নির্মাণ বৈধ হবে। এর পরিবর্তে নতুন ঈদগাহ নির্ধারণ করার দায়িত্ব তাদের ওপর বর্তাবে। ওজর ব্যতীত

Scanned by CamScanner

মসজিদে ঈদের নামায পড়া সুন্নাত পরিপন্থী। আর যদি ঈদগাহটি আবাদির বাইরে হয় তাহলে মসজিদের জন্য অন্য জায়গার ব্যবস্থা করা উচিত। (১৬/২৭২/৬৫০৩)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ /١٥٠ : الخروج إلى الجبانة في صلاة العيد سنة وإن كان يسعهم المسجد الجامع، على هذا عامة المشايخ وهو الصحيح-

📖 الدر المختار (سعيد) ١ /٦٥٧ : (و) أما (المتخذ لصلاة جنازة أو عيد) فهو (مسجد في حق جواز الاقتداء) وإن انفصل الصفوف رفقا بالناس (لا في حق غيره) به يفتى نهاية -

📖 فتاوی رحیمیه (دارالاشاعت) ٦ /٨٢ : الجواب-ہر شہر سے متعلق آبادی کے باہر فناء شہر میں عیدگاہ کا ہونا ضروری ہے کہ عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے اس لئے عیدگاہ کو قائم اور باقی رکھتے ہوئے کسی اور جگہ مسجد بنائی جائے۔ اگر عیدگاہ آبادی کے اندر آگئی تو پوری جماعت متفقہ طور پر مسجد کی نیت کرلے تو مسجد شرعی بن جائیگی مگر عیدگاہ بنانے کی ذمہ داری باقی رہے گی، بانی سے مراد وہ شخص ہے جس نے مسجد کیلئے زمین وقف کی ہو اور اگر چند اشخاص چندہ کرکے زمین خریدیں اور وقف کرکے مسجد بنالیں تو پوری جماعت کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ اگر چند آدمی الگ ہوگئے اور مسجد وعیدگاہ تقسیم کرلی تو جن کے حصے میں عیدگاہ آئی ہے ان کی نیت کافی ہوگی، لیکن اگر باقاعدہ عیدگاہ ہو یعنی شہر سے باہر ہو تو پھر اس کو قائم رکھتے ہوئے مسجد کیلئے دوسری جگہ تجویز کرلی جائے۔

Scanned by CamScanner

# باب المقبرة

# পরিচ্ছেদ : কবরস্থান

## কবরস্থানের জন্য নিয়্যাত করা জমির বিক্রয়

**প্রশ্ন :** হাজী আব্দুর রউফ সাহেব পারিবারিক গোরস্তানের জন্য কিছু জমি মৌখিকভাবে নিয়্যাত করেছেন এবং কয়েকজন আত্মীয় দাফনও করেছেন। বর্তমানে তাঁর নাতির প্রবল অনুরোধে নাতির কাছে কিছু অংশ বিক্রি করতে চান এবং বিক্রীত জমির সম্পূর্ণ টাকা নির্মাণাধীন মসজিদে ব্যয় করতে চান। এমতাবস্থায় শরীয়তের বিধান কী হবে?

**উত্তর :** শরীয়তের পরিভাষায় যে সমস্ত বাক্য ব্যবহার করার দ্বারা ওয়াক্ফ বোঝা যায় তার কোনো একটি মৌখিক ব্যবহার করলেও ওয়াক্ফ পরিপূর্ণ হয়ে যায়। লিখিত বা রেজিস্ট্রি করা জরুরি নয়। প্রশ্নোক্ত জমির বেলায় ওই ধরনের কোনো বাক্যের উল্লেখ নেই। এমতাবস্থায় ওই জমিতে ওয়াক্ফের হুকুম প্রযোজ্য হবে না। পক্ষান্তরে ওয়াক্ফের জন্য জরুরি বাক্য মৌখিক উচ্চারণ করা হয়ে থাকলে তা ওয়াক্ফের জমি বলে গণ্য হবে। তার কোনো ধরনের পরিবর্তন বৈধ হবে না। (৯/৭২৮/২৫৬১)

📖 فتاوى قاضيخان (أشرفيه) ٤/ ٢٩٤ : ولو قال أرضى هذه موقوفة على الجهاد أو فى الجهاد أو فى الغزو أو فى أكفان الموتى أو فى حفر القبور أو غير ذلك من سبيل البر مما يتأبد فإنه يصح ويكون وقفا على ذلك السبيل-

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٣٥١ : قال شمس الأئمة السرخسي: والذي جرى الرسم به في زماننا أنهم يكتبون إقرار الواقف أن قاضيا من القضاة قضى بلزوم هذا الوقف فذاك ليس بشيء وعن المتأخرين من المشايخ رحمهم الله تعالى من قال إذا كتب في آخر الصك وقد قضى بصحة هذا الوقف ولزومه: قاض من قضاه المسلمين، ولم يسم القاضي يجوز، قال - رضي الله عنه -: والصحيح ما قاله شمس الأئمة السرخسي هكذا في فتاوى قاضي خان-

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٤٠ : (وركنه الألفاظ الخاصة ك) أرضي هذه (صدقة موقوفة مؤبدة على المساكين ونحوه) من الألفاظ كموقوفة لله

Scanned by CamScanner

تعالى أو على وجه الخير أو البر واكتفى أبو يوسف بلفظ موقوفة فقط قال الشهيد ونحن نفتي به للعرف -

📖 فيه أيضا ٤/ ٤٤٥ : وفي الأشباه في قاعدة العادة محكمة، أن ألفاظ الواقفين تبنى على عرفهم كما في وقف فتح القدير، ومثله في فتاوى ابن حجر، ونقل التصريح بذلك عن جماعة من أهل مذهبه وفي جامع الفصولين مطلق الكلام فيما بين الناس ينصرف إلى المتعارف.

## কবরস্থানে রাস্তা ও মসজিদ সম্প্রসারণ করা

**প্রশ্ন :** প্রায় ১০০-১২৫ বছর পূর্বের নির্মিত চন্দনাইশ মোহাম্মদপুর ভুয়াঘাজা জামে মসজিদটি। মসজিদের সামনে বহু পুরাতন সুপরিচিত কবরস্থান রয়েছে। কবরস্থানসংলগ্ন মসজিদের পুকুর অবস্থিত। বাহির থেকে মুসল্লিগণ মসজিদে ও পুকুরে আসা-যাওয়ার জন্য প্রশস্ত পুকুরের ঘাটলা ও মসজিদের রাস্তা রয়েছে, যাতে মুসল্লিগণ ওজু করতে ও মসজিদে যাতায়াত করতে পারে। তথাপি বর্তমান কমিটি ইমাম সাহেবের নির্দেশে মসজিদের সামনের নির্দিষ্ট কবরস্থানের ওপর দিয়ে আজ কয়েক দিন যাবৎ পুকুরে আসা-যাওয়ার জন্য আরো একটি নতুন রাস্তা নির্মাণ করে দিয়েছে। অতএব আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে,

১. মসজিদের জন্য কবরস্থানের জায়গা ব্যবহার করা জায়েয হবে কি না?

২. সুপ্রশস্ত দীর্ঘদিনের ব্যবহৃত রাস্তা থাকা অবস্থায় নতুন করে অযথা কবরস্থানের ওপর দিয়ে রাস্তা নির্মাণ করা জায়েয আছে কি না?

৩. পুরাতন মসজিদে নামায পড়া বা কবরস্থানের জায়গা মসজিদে ঢোকানো জায়েয আছে কি না? কবরস্থানের জায়গা ব্যবহার না করে ওপরের দিকে দ্বিতীয়-তৃতীয় তলাবিশিষ্ট মসজিদ করা ভালো হবে না কবরস্থানের জায়গা মসজিদে ঢুকানো ভালো হবে?

**উত্তর :**

১, ৩. ওয়াক্‌ফকৃত কবরস্থানে যদি বর্তমানে লাশ দাফন করা হচ্ছে অথবা অদূর ভবিষ্যতে করতে হবে তখন মসজিদ বা অন্য যেকোনো ধর্মীয় কাজে তা ব্যবহার করা কোনো অবস্থাতেই বৈধ হবে না। পক্ষান্তরে যদি কবরস্থানে দাফনের কাজ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে ভবিষ্যতেও দাফনের জন্য ব্যবহারের সম্ভাবনা না থাকে এবং দাফনকৃত লাশ মাটির সাথে মিশে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তাহলে অত্যন্ত প্রয়োজনের ক্ষেত্রে মসজিদের জন্য কবরস্থানের জায়গা ব্যবহার করতে পারবে। তাই প্রশ্নে বর্ণিত কবরস্থান যদি দাফনের কাজে ব্যবহৃত হয় তাহলে উক্ত

Scanned by CamScanner

কবরস্থানের কোনো অংশে মসজিদ নির্মাণ করা বৈধ হবে না। বরং এ ক্ষেত্রে নির্মিত মসজিদকে ওপরের দিকে দ্বিতীয়-তৃতীয় তলাবিশিষ্ট মসজিদ করাই উত্তম হবে।

২. কবরস্থানকে রাস্তা বানিয়ে কবরের ওপর চলাফেরা করা এর সম্মান পরিপন্থী হওয়ায় একেবারেই অনুচিত। বিশেষ করে রাস্তার বিকল্প ব্যবস্থা থাকলে জঘন্য অপরাধ বিধায় তা সম্পূর্ণ বর্জনীয়। (৯/৪০৭)

📖 عمدة القارى (دار إحياء التراث) ٤/ ١٧٩ : فإن قلت: هل يجوز أن تبنى على قبور المسلمين؟ قلت: قال ابن القاسم: لو أن مقبرة من مقابر المسلمين عفت فبنى قوم عليها مسجدا لم أر بذلك بأسا، وذلك لأن المقابر وقف من أوقاف المسلمين لدفن موتاهم لا يجوز لأحد أن يملكها، فإذا درست واستغنى عن الدفن فيها جاز صرفها إلى المسجد، لأن المسجد أيضا وقف من أوقاف المسلمين لا يجوز تملكه لأحد، فمعناهما على هذا واحد. وذكر أصحابنا أن المسجد إذا خرب ودثر ولم يبق حوله جماعة، والمقبرة إذا عفت ودثرت تعود ملكا لأربابها، فإذا عادت ملكا يجوز أن يبنى موضع المسجد دارا وموضع المقبرة مسجدا وغير ذلك، فإذا لم يكن لها أرباب تكون لبيت المال. وفيه: أن القبر إذا لم يبق فيه بقية من الميت ومن ترابه المختلط بالصديد جازت الصلاة فيه.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ١/ ٣٦٨ : مگر جو قبرستان وقف ہو تو اس کا کوئی حصہ بھی مسجد میں شامل کرنا جائز نہیں ہاں بعض فقہاء نے قبرستان کے غیر مستعمل اور بیکار ہونے کی صورت میں کہ نہ فی الحال اس میں مردے دفن کئے جاتے ہو نہ آئندہ اس کی توقع ہو تو ایسے قبرستان کو مسجد میں شامل کرنے کی اجازت دی ہے لہذا اشد ضرورت کے وقت اس پر عمل کرنے کی گنجائش ہے۔

## কবরস্থানের জায়গায় অস্থায়ী পাঞ্জেগানা মসজিদে জুমু'আ পড়া

**প্রশ্ন :** পাঁচ বছর যাবৎ আমরা একটি কবরস্থানের ওয়াক্ফকৃত জায়গায় পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে আসছি। ওই মসজিদের পূর্ব পাশে মসজিদসংলগ্ন একটি জায়গা খালি ছিল। কিছুদিন আগে ওই জমির মালিক ১০-১৫ জন শিক্ষিত লোকের সামনে ওই জমিকে মসজিদের জন্য ওয়াকফ করে দেয় (বলল আমি ওই জায়গাকে মসজিদের জন্য

Scanned by CamScanner

দান করে দিলাম)। ওয়াক্‌ফকৃত জায়গায় কাজের বিলম্ব হওয়ার কারণে আমরা পূর্বের, অর্থাৎ কবরস্থানের ওয়াক্‌ফকৃত জায়গায় যেখানে আমরা পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে আসছি সেখানে জুমু'আর নামায আদায় করতে পারব কি না? এবং পাঞ্জেগানা মসজিদে জুমু'আর নামায আদায় করলে জুমু'আর সাওয়াব পাব কি না? এ নিয়ে এলাকায় মতবিরোধ দেখা দিয়েছে।

**উত্তর :** কবরস্থানের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জায়গায় স্থায়ীভাবে মসজিদ নির্মাণ করার অনুমতি নেই। তবে মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জমিতে শরয়ী মসজিদ নির্মাণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কবরস্থানের জায়গায় অস্থায়ীভাবে পাঁচ ওয়াক্ত ও জুমু'আর নামায আদায় করা সহীহ হবে এবং সেখানে জুমু'আর নামায পড়লে জুমু'আর সাওয়াবও পাওয়া যাবে। (১১/৩২৪/৩৫৫৪)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٤٩٥ : وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه، سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا اهوهذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم، شرط الواقف كنص الشارع فيجب اتباعه كما صرح به في شرح المجمع للمصنف.

📖 فيه أيضا ٤ / ٤٤٥ : على أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة.

📖 البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ٢ / ١٤٠ : (قوله أو مصلاه) أي مصلى المصر؛ لأنه من توابعه فكان في حكمه والحكم غير مقصور على المصلى بل يجوز في جميع أفنية المصر؛ لأنها بمنزلة المصر.

📖 حلبى كبير (سهيل اكيڈيمى) صـ ٥٥١ : وفى الفتاوى الغياثية لو صلى الجمعة فى قرية بغير مسجد جامع والقرية كبيرة لها قرى وفيها وال وحاكم جازت الجمعة بنوا المسجد أو لم يبنوا وهو قول أبي القاسم الصفار وهذا أقرب الأقاويل إلى الصواب. انتهى، وهو ليس ببعيد مما قبله، والمسجد الجامع ليس بشرط ولهذا أجمعوا على جوازها بالمصلى فى فناء المصر.

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریا) ص ۵۳۵ : جواب- جو قبرستان وقف قبور کے واسطے ہوا ہے اس میں مکان یا مسجد بنانا درست نہیں کہ وہ سب زمین قبور کے واسطے وقف ہوئی ہے، خلاف شرط واقف کے کوئی تصرف درست نہیں۔

Scanned by CamScanner

## কবরস্থানে ইবাদতখানা নির্মাণ করা

**প্রশ্ন :** আমাদের এলাকায় একটি ওয়াক্ফকৃত কবরস্থান রয়েছে এবং এখানে নিয়মিত দাফনকাজ সম্পাদন করা হয়। উক্ত কবরস্থানে কোনো মসজিদ-মাদরাসা বা ইবাদতখানা বানানো জায়েয আছে কি না? উল্লেখ্য, জনৈক মাওলানা সাহেব ফাতওয়া দিয়েছেন যে উক্ত স্থানে পাঞ্জেগানা নামাযের জন্য স্থান নির্ধারণ করে নামায আদায় ও ইবাদত করা জায়েয হবে।

**উত্তর :** ওয়াক্ফকৃত জায়গা জমির মধ্যে কোনো ধরনের পরিবর্তন জায়েয নেই। যে কাজের জন্য ওয়াক্ফ করা হয় তার জন্যই বহাল রাখা জরুরি। সুতরাং প্রশ্নে উল্লিখিত কবরস্থানটি ওয়াক্ফকৃত হওয়ায় এবং বর্তমানে দাফনের কাজ অব্যাহত থাকায় তথায় মসজিদ মাদরাসা বা কোনো ইবাদতখানা বানানো জায়েয হবে না। (৯/১৫০/২৫৪৪)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٤ / ٤٩٥ : وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه، سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا اهوهذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم، شرط الواقف كنص الشارع فيجب اتباعه كما صرح به في شرح المجمع للمصنف.

📖 فيه أيضا ٤ / ٤٤٥ : على أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة.

📖 كفايت المفتى (دار الاشاعت) ٧ / ١٣٧ : جواب- اگر قبرستان کی زمین دفن اموات کیلئے وقف ہے اور اس میں دفن اموات جاری ہے تو اس زمین کو دفن اموات سے معطل کرنا اور مسجد میں شامل کرنا جائز نہیں کیونکہ جس کام کے لئے وہ وقف ہے اور وہ کام اس میں جاری یا ممکن ہے تو جہت موقوف علیہا سے اس وقف کو معطل کرنا ناجائز ہے۔

## কবরস্থানে নির্মিত মসজিদের ব্যাপারে করণীয়

**প্রশ্ন :** আমাদের এলাকার কবরস্থানের ওয়াক্ফকৃত জমিতে কতিপয় লোকজন মসজিদ নির্মাণ করেছে। বর্তমানে উক্ত মসজিদে পাঞ্জেগানা নামায আদায় করা হচ্ছে। জানার বিষয় হলো, উক্ত মসজিদ নির্মাণ সঠিক হয়েছে কি না? যদি না হয়ে থাকে তাহলে এখন এলাকাবাসীর করণীয় কী?

উল্লেখ্য, মসজিদটি নির্মাণে যতটুকু জমি লেগেছে ওই পরিমাণ জমি কবরস্থানের জন্য ওয়াক্ফ করলে বা ওই মসজিদের নিকটেই ঈদগাহ রয়েছে মসজিদটি সেখানে স্থানান্তর করলে বৈধ হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে ওয়াক্ফকারী যে কাজের জন্য জমি ওয়াক্ফ করে তা ওই কাজের জন্য ব্যবহার করা জরুরি। অন্য কাজে তার ব্যবহার সহীহ হয় না। তাই প্রশ্নে উল্লিখিত করবস্থানের জন্য ওয়াক্ফকৃত জমিতে লাশ দাফনের কাজ চালু থাকলে নির্মিত মসজিদ শরয়ী মসজিদ হবে না। নির্মাণকারীদের কাজকে বৈধ বলার সুযোগ নেই। ওই জায়গা কবরস্থানের জন্যই নির্ধারিত হয়ে থাকবে। ঈদগাহেও মসজিদ নির্মাণের অনুমতি নেই। প্রয়োজনে মসজিদের জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা করা হবে। (১৯/৩১৫/৮১৫৮)

📖 رد المحتار (ایچ ایم سعید) ٤ / ٣٩٥ : وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه، سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا اهوهذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم، شرط الواقف كنص الشارع فيجب اتباعه.

📖 کفایت المفتی (دارالاشاعت) ٧ / ١٣٧ : جواب—اگر قبرستان کی زمین دفن اموات کیلئے وقف ہے اور اس میں دفن اموات جاری ہے تو اس زمین کو دفن سے معطل کرنا اور مسجد میں شامل کرنا جائز نہیں، کیونکہ جس کام کے وہ وقف ہے اور وہ کام اس میں جاری یا ممکن ہے تو جہت موقوف علیہا سے اس وقف کو معطل کرنا ناجائز ہے اور اگر وہ زمین دفن اموات کے لئے وقف تو ہے مگر اب اس میں دفن اموات ممکن نہیں مثلا حکومت نے منع کر دیا اور وہاں دفن کرنے کو قانونی جرم قرار دے دیا تو اس صورت میں قبروں کو برابر کر کے اس کو مسجد میں شامل کر لینا مباح ہے، مگر قبروں کو کھودنا جائز نہیں۔

## কবরস্থানে মসজিদ নির্মাণ অবৈধ

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় একটি ওয়াক্ফকৃত কবরস্থান আছে। আমাদের এলাকার লোকজন সেথায় একটি জামে মসজিদ বা পাঞ্জেগানা মসজিদ নির্মাণ করতে চায়। ওয়াক্ফকৃত কবরস্থানের জায়গায় মসজিদ নির্মাণ করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : ওয়াক্ফকৃত সম্পদ যে খাতে ওয়াক্ফ করা হয় সে খাতের উপযোগী থাকাবস্থায় অন্য কোনো খাতে তা ব্যবহার করার অনুমতি শরীয়তে নেই। (১৭/৩৮০/৭০)

📖 رد المحتار (ایچ ایم سعید) ٤ / ٣٩٥ : وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه، سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا اهوهذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم، شرط الواقف كنص الشارع فيجب اتباعه.

Scanned by CamScanner

## মাটি ভরাট করে পুরাতন কবরে মসজিদ-মাদরাসা

**প্রশ্ন :** আমাদের এলাকায় একটি পুরাতন কবরস্থান আছে, সেখানে নতুন করে মাটি ভরাট করে তার ওপর মাদরাসা বা মসজিদ নির্মাণ জায়েয আছে কি না?

**উত্তর :** প্রশ্নে বর্ণিত কবরস্থানে যদি এমন পুরাতন হয় যে লাশগুলো এখন মাটি হয়ে গেছে এবং ওই কবরস্থানে বর্তমান ও ভবিষ্যতে দাফনের প্রয়োজন না হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে এলাকাবাসী সেখানে নতুন করে কবর দেওয়াও বন্ধ করে দিয়েছে। এমতাবস্থায় কবরস্থানটি ওয়াক্ফকৃত হলে সেখানে মাদরাসা বা মসজিদ করাতে কোনো আপত্তি নেই। আর কবরস্থানটি মালিকানা হলে তখন মালিকের অথবা তার মৃত্যুর পর তার ওয়ারিশদের অনুমতিক্রমে মাদরাসা বা মসজিদ বানাতে পারবে। (১৮/৭৮৭/৭৮৭১)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٤ / ٤٤٥ : على أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤٧٠ : سئل القاضي الإمام شمس الأئمة محمود الأوزجندي عن مسجد لم يبق له قوم وخرب ما حوله واستغنى الناس عنه هل يجوز جعله مقبرة؟ قال: لا. وسئل هو أيضا عن المقبرة في القرى إذا اندرست ولم يبق فيها أثر الموتى لا العظم ولا غيره هل يجوز زرعها واستغلالها؟ قال: لا، ولها حكم المقبرة، كذا في المحيط فلو كان فيها حشيش يحش ويرسل إلى الدواب ولا ترسل الدواب فيها، كذا في البحر الرائق.

📖 عمدة القارى (دار إحياء التراث) ٤/ ١٧٩ : فإن قلت: هل يجوز أن تبنى على قبور المسلمين؟ قلت: قال ابن القاسم: لو أن مقبرة من مقابر المسلمين عفت فبنى قوم عليها مسجدا لم أر بذلك بأسا، وذلك لأن المقابر وقف من أوقاف المسلمين لدفن موتاهم لا يجوز لأحد أن يملكها، فإذا درست واستغنى عن الدفن فيها جاز صرفها إلى المسجد، لأن المسجد أيضا وقف من أوقاف المسلمين لا يجوز تملكه لأحد، فمعناهما على هذا واحد.

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ١/ ٢٤٦ : ولو بلي الميت وصار ترابا جاز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء عليه.

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ٣/ ٢٨٥ : اگر زمین مقبرہ میں بحالت استغناء عن الدفن مدرسہ کا قیام باذن واقف ہوا ہے اگر واقف زندہ ہے یا باذن متولی وقف ہوا ہے یا باذن

عامہ مسلماناں ہوا ہے اگر واقف موجود متعین نہیں ہیں مدرسہ کا تعمیر کرنا جائز ہے ورنہ نہیں،
... ... ... پس مقبرہ کو مدرسہ کرنا بھی جائز ہے قیاسا علی المسجد بشرطیکہ مردوں کا جسم بغلبۂ ظن
خاک ہو گیا ہو اور نئی قبریں اس جگہ نہ ہوں جہاں مدرسہ بنایا گیا ہے۔

## কবরস্থানের জায়গা পরিবর্তন করে মাদরাসা করা

**প্রশ্ন :** আমাদের এলাকায় এক বিরাট কবরস্থান আছে, যার একাংশে দীর্ঘদিন যাবৎ কবর না দেওয়াতে খালি পতিত আছে এবং অন্যপাশে কবর দেওয়া হচ্ছে। এখন ওই কবরস্থানের মুতাওয়াল্লীসহ এলাকাবাসী কবরস্থানের পাশের জমির সাথে পরিবর্তন করে কবরস্থানের উক্ত পতিত স্থানে একটি মাদরাসা করতে চাচ্ছে। এভাবে কবরস্থানের জায়গাকে পরিবর্তন করে সেখানে মাদরাসা করা বৈধ হবে কি না?

**উত্তর :** ওয়াক্‌ফকৃত সম্পদ ওয়াক্‌ফকারীর উদ্দেশ্য অনুযায়ী ব্যবহার হওয়া শরীয়তের আলোকে জরুরি। আর ওয়াক্‌ফের সময় খাত পরিবর্তনের কোনো শর্ত উল্লেখ না থাকলে তা পরিবর্তন করার অনুমতি শরীয়তে নেই বিধায় প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে ওয়াক্‌ফকৃত কবরস্থানের কোনো অংশকে পরিবর্তন করা শরীয়তের আলোকে জায়েয হবে না। কবরস্থানের যে অংশ এখন দাফনের কাজে ব্যবহার হচ্ছে না অদূর ভবিষ্যতে দাফনের কাজের জন্য ব্যবহারের প্রয়োজন হতে পারে। তাই উক্ত খালি ও পতিত জায়গা ওয়াক্‌ফকারীর উদ্দেশ্য পরিপন্থী অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করা জায়েয হবে না। (১৮/৯১২)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٨٤ : اعلم أن الاستبدال على ثلاثة وجوه: الأول: أن يشرطه الواقف لنفسه أو لغيره أو لنفسه وغيره، فالاستبدال فيه جائز على الصحيح وقيل اتفاقا. والثاني: أن لا يشرطه سواء شرط عدمه أو سكت لكن صار بحيث لا ينتفع به بالكلية بأن لا يحصل منه شيء أصلا، أو لا يفي بمؤنته فهو أيضا جائز على الأصح إذا كان بإذن القاضي ورأيه المصلحة فيه. والثالث: أن لا يشرطه أيضا ولكن فيه نفع في الجملة وبدله خير منه ريعا ونفعا، وهذا لا يجوز استبداله على الأصح المختار-

📖 فيه أيضا ٤ / ٤٤٥ : على أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤٧٠ : سئل القاضي الإمام شمس الأئمة محمود الأوزجندي عن مسجد لم يبق له قوم وخرب ما حوله واستغنى

Scanned by CamScanner

الناس عنه هل يجوز جعله مقبرة؟ قال: لا. وسئل هو أيضا عن المقبرة في القرى إذا اندرست ولم يبق فيها أثر الموتى لا العظم ولا غيره هل يجوز زرعها واستغلالها؟ قال: لا، ولها حكم المقبرة، كذا في المحيط فلو كان فيها حشيش يحش ويرسل إلى الدواب ولا ترسل الدواب فيها، كذا في البحر الرائق.

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۳/ ۲۸۵ : اگر زمین مقبرہ میں بحالت استغناء عن الدفن مدرسہ کا قیام باذن واقف ہوا ہے اگر واقف زندہ ہے یا باذن متولی وقف ہوا ہے یا باذن عامہ مسلماناں ہوا ہے اگر واقف موجود متعین نہیں ہیں مدرسہ کا تعمیر کرنا جائز ہے ورنہ نہیں، ... ... ... پس مقبرہ کو مدرسہ کرنا بھی جائز ہے قیاسا علی المسجد بشرطیکہ مردوں کا جسم بغلبۂ ظن خاک ہو گیا ہو اور نئی قبریں اس جگہ نہ ہوں جہاں مدرسہ بنایا گیا ہے۔

## পরিবর্তীত জমি দেওয়ার শর্তে কবরস্থানে মাদরাসা করা

**প্রশ্ন :** ওয়াক্‌ফকৃত কবরস্থানের কিছু জায়গা অন্য জায়গার পরিবর্তে নিয়ে সেখানে মাদরাসা নির্মাণ করা জায়েয কি না? উল্লেখ্য, কবরস্থানে এখনো কবর দেওয়া হয়ে থাকে।

**উত্তর :** জায়গাটি কবরস্থান হিসেবে ব্যবহার হওয়া অবস্থায় অন্য জায়গার পরিবর্তে সেখানে মাদরাসা নির্মাণ করা জায়েয নেই। (১৭/৩৮০/৭০)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٨٤ : اعلم أن الاستبدال على ثلاثة وجوه: الأول: أن يشرطه الواقف لنفسه أو لغيره أو لنفسه وغيره، فالاستبدال فيه جائز على الصحيح وقيل اتفاقا. والثاني: أن لا يشرطه سواء شرط عدمه أو سكت لكن صار بحيث لا ينتفع به بالكلية بأن لا يحصل منه شيء أصلا، أو لا يفي بمؤنته فهو أيضا جائز على الأصح إذا كان بإذن القاضي ورأيه المصلحة فيه. والثالث: أن لا يشرطه أيضا ولكن فيه نفع في الجملة وبدله خير منه ريعا ونفعا، وهذا لا يجوز استبداله على الأصح المختار-

📖 فيه أيضا ٤ / ٤٤٥ : على أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة.

Scanned by CamScanner

## ওয়াক্ফকৃত পারিবারিক কবরস্থানে এতিমখানা নির্মাণ করা

**প্রশ্ন :** জনৈক ব্যক্তি পারিবারিক সদস্যদের দাফনের জন্য বিগত ২২/৬/২০০৯ ইং তারিখে ২ কাঠা জমি ওয়াক্ফ করে যায়। বর্তমানে পরিবারের সকল সদস্য একমত পোষণ করেছে যে উক্ত কবরস্থানের একাংশে এতিম ছাত্রদের জন্য একটি হেফজখানা নির্মাণ করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কী?

**উত্তর :** ওয়াক্ফকৃত সম্পদ ওয়াক্ফকারী যে খাতের জন্য ওয়াক্ফ করেছে তার বিপরীতে অন্য খাতে ব্যবহার করা বা পরিবর্তন করা শরীয়তে বৈধ নয় বিধায় প্রশ্নে বর্ণিত ওয়াক্ফকৃত কবরস্থানে স্থায়ীভাবে কোনো মাদরাসা স্থাপন করা যাবে না। তাই নতুন কোনো জায়গা ওয়াক্ফ করে সেখানে মাদরাসা নির্মাণ করা যেতে পারে। (১৭/৪৬৭/৭১৩৪)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٩٥ : وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه، سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا اهـوهذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم، شرط الواقف كنص الشارع فيجب اتباعه.

📖 فيه أيضا ٤ / ٤٤٥ : على أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة.

📖 فتاوى رشيديه (زكريا) ص ٥٣٥ : جواب- جو قبرستان وقف قبور کے واسطے ہوا ہے اس میں مکان یا مسجد بنانا درست نہیں کہ وہ سب زمین قبور کے واسطے وقف ہوئی ہے خلاف شرط واقف کے کوئی تصرف درست نہیں۔

## কবরস্থানের পরিত্যক্ত অংশে পশু বাঁধা এবং দোকান ও মাদরাসা করা

**প্রশ্ন :** আমাদের এলাকায় একটি ওয়াক্ফকৃত কবরস্থান রয়েছে। যার বর্ণনা হলো, ওই কবরস্থানের মধ্যে দিয়ে একটি পাকা রাস্তা চলে গেছে। কবরস্থানের বড় অংশটি দাফনের কাজের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে এবং ছোট অংশটি দাফনকাজে ব্যবহার হচ্ছে না। যে অংশটি দাফনের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে না। সেখানে বর্তমানে গরু-ছাগল বাঁধা হয় এবং ময়লা-আবর্জনাও ফেলা হয়। এমনকি একটি চায়ের দোকানও আছে। এমতাবস্থায় সেখানে বর্তমান কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে মাদরাসা করা বৈধ কি না?

Scanned by CamScanner

**উত্তর :** প্রশ্নে বর্ণিত কথাগুলো যদি সঠিক হয় এবং ভবিষ্যতেও কবর দেওয়ার প্রয়োজন হবে বলে কোনো সম্ভাবনা না থাকে সে ক্ষেত্রে ওই খানে গরু-ছাগল না বেঁধে এবং আবর্জনা না ফেলে দ্বীনি মাদরাসা করা বৈধ হবে। (১৭/৪৮১/৭১৪৪০)

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد) ۵/ ٦٥ : الجواب- اگر واقعی قبرستان کی موقوفہ زمین پر قبروں کے نشانات نہ ہوں اور پرانا قبرستان ہو اور اس کی زمین بھی ہموار ہو چکی ہو تو چراگاہ بنانے اور بول و براز پھینکنے کے بجائے یہ بہتر اور ضروری ہے کہ اس پر کوئی دینی مدرسہ تعمیر کر لیا جائے۔

## চলমান কবরস্থানে মসজিদ-মাদরাসা করা অবৈধ

**প্রশ্ন :** আমরা মদনপুর বড়বাড়ী বন্দর নারায়ণগঞ্জ নিবাসী। আমাদের এলাকায় একটি ওয়াক্ফকৃত কবরস্থান রয়েছে। এখানে নিয়মিত দাফনকাজ সম্পাদন করা হয়। প্রশ্ন হচ্ছে, উক্ত কবরস্থানে কোনো মসজিদ-মাদরাসা বা ইবাদতখানা বানানো জায়েয আছে কি না? জনৈক মাওলানা সাহেব ফাতওয়া দিয়েছেন যে উক্ত স্থানে পাঞ্জেগানা নামাযের জন্য স্থান নির্ধারণ করে নামায আদায় ও ইবাদত করা জায়েয হবে। এ মর্মে শরীয়তের সঠিক সিদ্ধান্ত জানানোর জন্য আকুল আবেদন করছি।

**উত্তর :** ওয়াক্ফকৃত জায়গাজমির মধ্যে কোনো ধরনের পরিবর্তন জায়েয নেই। যে কাজের জন্য ওয়াক্ফ করা হয় তার জন্যই বহাল রাখা জরুরি। সুতরাং প্রশ্নোক্ত কবরস্থানটি ওয়াক্ফকৃত হওয়ায় এবং বর্তমানে দাফনের কাজ অব্যাহত থাকায় তথায় মসজিদ-মাদরাসা বা কোনো ইবাদতখানা বানানো জায়েয নেই। (৯/১৪৯/২৫৪৩)

📖 فتاوى قاضيخان (أشرفيه) ٣/ ٣٠٦ : أما بدون الشرط أشار فى السير أنه لا يملك الاستبدال إلا القاضى إذا رأى المصلحة فى ذلك -

📖 رد المحتار (سعيد) ٤ /٣٨٨ : قال العلامة البيري بعد نقله أقول: وفي فتح القدير والحاصل: أن الاستبدال إما عن شرط الاستبدال أولا عن شرطه، فإن كان لخروج الوقف عن انتفاع الموقوف عليهم، فينبغي أن لا يختلف فيه وإن كان لا لذلك بل اتفق أنه أمكن أن يؤخذ بثمنه ما هو خير منه مع كونه منتفعا به، فينبغي أن لا يجوز لأن الواجب إبقاء الوقف على ما كان عليه دون زيادة ولأنه لا موجب لتجويزه؛ لأن الموجب في الأول الشرط وفي الثاني الضرورة ولا ضرورة في هذا إذ لا تجب الزيادة بل نبقيه كما كان. اهـ

Scanned by CamScanner

أقول: ما قاله هذا المحقق هو الحق الصواب اه كلام البيري وهذا ما حرره العلامة القنالي كما قدمناه.

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ٧/ ١٣٧ : جواب- اگر قبرستان کی زمین دفن اموات کیلئے وقف ہے اور اس میں دفن اموات جاری ہے تو اس زمین کو دفن اموات سے معطل کرنا اور مسجد میں شامل کرنا جائز نہیں کیونکہ جس کام کے لئے وہ وقف ہے اور وہ کام اس میں جاری یا ممکن ہے تو جہت موقوف علیہا سے اس وقف کو معطل کرنا ناجائز ہے۔

## সংরক্ষিত কবরস্থানে মসজিদ-মাদরাসা ও ঈদগাহ করা

**প্রশ্ন :** আমাদের পূর্বপুরুষগণ দীর্ঘদিন পূর্বে প্রায় সাড়ে পাঁচ কানি জমি কবরস্থানের জন্য ওয়াক্ফ করে দিয়েছেন। সে মতে এলাকার লোকজন উক্ত স্থানে দাফন-কাফন করে আসছে। সে কবরস্থানে হাজার হাজার লোকের কবর আছে। ১৯৮৩ সালে উক্ত কবরস্থানের চতুর্দিকে তার হেফাজত ও পবিত্রতা রক্ষার্থে বাউন্ডারি করা হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এমতাবস্থায় উক্ত কবরস্থানের কোনো স্থানে মসজিদ, মাদরাসা ও ঈদগাহ করা যাবে কি না?

**উত্তর :** ওয়াক্ফ সম্পদ যে কাজের জন্য ওয়াক্ফ করা হয়েছে সে কাজেই ব্যবহৃত হওয়া শরীয়তের নির্দেশ। অন্য খাতে তার ব্যবহার অনুচিত। প্রশ্নে বর্ণিত কবরস্থানের জন্য ওয়াক্ফকৃত জায়গা যেহেতু দাফনের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে তাই সেখানে মসজিদ, মাদরাসা ও ঈদগাহ করা বৈধ হবে না। (১৬/৫৭৭/৬৬৯৯)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٩٥ : وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه، سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا اه وهذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم، شرط الواقف كنص الشارع فيجب اتباعه.

📖 فيه أيضا ٤ / ٤٤٥ : على أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة.

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ٧/ ١٣٦ : جو زمین کہ قبرستان کے لئے واقف نے وقف کی ہے اس کو دفن کے کام میں ہی لانا چاہئے اس پر نماز پڑھ لینی (خالی زمین میں) تو جائز ہے مگر مسجد بنانی جائز نہیں۔

Scanned by CamScanner

## কবরস্থানে ঈদগাহ করা ও বিলবোর্ড লাগানো

**প্রশ্ন :** আজ থেকে কয়েক পুরুষ পূর্বে একটি জায়গা তার মালিকগণ কবরস্থানের জন্য ওয়াক্‌ফ করে যায়। যার ভিত্তিতে এ পর্যন্ত আমাদের এলাকার সকল মুর্দারের দাফনের কাজ এখানেই সম্পন্ন হয়ে আসছে। আমাদের এলাকার পাঁচটি মসজিদ, চারটি মক্তব, একটি নূরানী মাদরাসা, একটি হাফিজিয়া মাদরাসা ও একটি প্রায় ৭০ বছরেরর পুরাতন ঐতিহ্যবাহী ঈদগাহ রয়েছে। যেগুলো ধর্মীয় কাজ ভালোভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

এখন মুহতারাম মুফতী সাহেবের নিকট আমাদের প্রশ্ন :

ক) এই ওয়াক্‌ফকৃত কবরস্থানে নতুন ঈদগাহ বানানো এবং মসজিদ-মাদরাসা গড়ে তোলা জায়েয আছে কি না?

খ) সমাজের একটি অংশ যদি কোনো আলেম থেকে এ কথা শোনে যে এই নতুন ঈদগাহে নামায পড়া ঠিক হবে না। এ কথার ওপর আমল করে যদি তারা অন্যত্র নামায আদায় করে তাহলে তাদের নির্যাতন করা কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তির জন্য শরীয়তসম্মত হবে কি না?

গ) কবরস্থানের উন্নয়নের জন্য তাতে বিলবোর্ড বসিয়ে কোনো ফোন কোম্পানির নিকট ভাড়া দেওয়া–যে বোর্ডের ওপর মেয়েছেলের ছবি থাকে শরীয়তের দৃষ্টিতে তা কেমন?

**উত্তর :** ক) ওয়াক্‌ফ সম্পদ যে কাজের জন্য ওয়াক্‌ফ করা হয়েছে সে কাজেই ব্যবহার হওয়া শরীয়তের নির্দেশ অন্য খাতে তার ব্যবহার নাজায়েয।

প্রশ্নে বর্ণিত কবরস্থানের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জায়গা যেহেতু দাফনের কাজে ব্যবহার হচ্ছে তাই সেখানে মসজিদ, মাদরাসা ও ঈদগাহ করা শরীয়তসম্মত হবে না।

খ) অন্যত্র নামায আদায় করার কারণে কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তির জন্য প্রশ্নে উল্লিখিত ব্যক্তিদের সমাজচ্যুত করা শরীয়তসম্মত হবে না।

গ) প্রশ্নোক্ত কবরস্থানের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জায়গা যেহেতু দাফনের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে, তাই সেখানে নারী-পুরুষের ছবিসম্বলিত বিলবোর্ড বসিয়ে ভাড়া দেওয়া ওয়াক্‌ফের উদ্দেশ্যের বহির্ভূত ও পবিত্রতা পরিপন্থী হওয়ায় সম্পূর্ণ অবৈধ। (১৬/৬৫০/৬৭৪৭)

📖 رد المحتار (ایچ ایم سعید) ٤ / ٣٩٥ : وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه، سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا اهـوهذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم، شرط الواقف كنص الشارع فيجب اتباعه.

📖 فيه أيضا ٤ / ٤٤٥ : على أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة.

📖 وفيه أيضا ٢/ ٢٤٥ : وفي خزانة الفتاوى وعن أبي حنيفة: لا يوطأ القبر إلا لضرورة، ويزار من بعيد ولا يقعد، وإن فعل يكره.

Scanned by CamScanner

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) (٦٠٧٦) : عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال»

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۷/ ۱۳۶ : جو زمین کہ قبرستان کے لئے واقف نے وقف کی ہے اس کو دفن کے کام میں ہی لانا چاہئے اس پر نماز پڑھ لینی (خالی زمین میں) تو جائز ہے مگر مسجد بنانی جائز نہیں۔

📖 حاشیۂ فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ۱۸/ ۵۰۸ : بلا وجہ کسی سے بائیکاٹ اور قطع تعلق شرعا جائز نہیں قطع تعلق کے لئے ضروری ہے کہ جس سے قطع کیا جائے اس سے کوئی گناہ اور خلاف شرع کام سرزد ہوا ہوا گر اس طرح نہ ہو تو قطع بھی ناجائز ہے۔

## পুরাতন কবরস্থানের এক কোণে মসজিদ করা

**প্রশ্ন :** বহু পুরাতন কবরস্থানের পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিম কোণে একখানা মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। এতে ইমামের পেছনে পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাতের সাথে কায়েম হয়েছে। এখন এই মসজিদখানা নতুন করে ওয়াক্ফ করতে হবে, নাকি কবরস্থানের ওয়াক্ফ দ্বারা চলবে?

**উত্তর :** ওয়াক্ফকারীর উদ্দেশ্য মতে ওয়াক্ফকৃত জায়গার ব্যবহার অপরিহার্য। সুতরাং যদি কবরস্থানটি ওয়াক্ফকৃত হয়ে থাকে এবং তথায় দাফনের কাজ অব্যাহত থাকে অথবা ভবিষ্যতে দাফনের কাজে প্রয়োজন হতে পারে তাহলে উক্ত স্থানে মসজিদ নির্মাণ করা শরয়ী দৃষ্টিকোণে বৈধ হবে না। তা সত্ত্বেও সেখানে কেউ মসজিদ নির্মাণ করে নামায আদায় করলে তা আদায় হলেও মসজিদের সাওয়াব পাওয়া যাবে না। পক্ষান্তরে কবরস্থানটি যদি মালিকানাধীন হয় তাহলে মালিকের অনুমতি সাপেক্ষে অথবা ওয়াক্ফকৃত কিন্তু দাফনের প্রয়োজন না থাকায় দাফনের কাজ সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করা হয়, তাহলে মসজিদ নির্মাণ বৈধ হবে। এ ক্ষেত্রে পুনরায় মসজিদের জন্য ওয়াক্ফ করার প্রয়োজন হবে না। (৯/২৯৮/২৬২০)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٤ / ٣٩٥ : وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه، سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا اهـ وهذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم، شرط الواقف كنص الشارع فيجب اتباعه.

Scanned by CamScanner

📖 فيه أيضا ٤ / ٤٤٥ : على أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة.

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ١/ ٢٤٦ : ولو بلي الميت وصار ترابا جاز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء عليه.

📖 كفايت المفتى (دار الاشاعت) ٧/ ١٣٦ : جو زمين كه قبرستان كے لئے واقف نے وقف كى ہے اس كو دفن كے كام ميں ہى لانا چاہئے اس پر نماز پڑھ ليني (خالى زمين ميں) تو جائز ہے مگر مسجد بنانى جائز نہيں۔

## কবরস্থানের জমি দিয়ে মাদরাসার জমির এওয়াজ-বদল

**প্রশ্ন :** একটি জায়গা কবরস্থানের জন্য ওয়াক্ফ করা হয়েছিল। এখনো সেখানে কোনো মৃত দাফন করা হয়নি। জায়গাটি মাদরাসার জন্য খুবই উপযোগী, তাই গ্রামবাসী চাচ্ছে সেখানে মাদরাসা বানিয়ে পাশের অন্য জায়গাতে কবরস্থান বানাতে। প্রশ্ন হলো, ওয়াক্ফের জমিকে এভাবে এওয়াজ-বদল করা জায়েয আছে কি না?

**উত্তর :** ওয়াক্ফকৃত বস্তু ওয়াক্ফকারীর শর্তানুযায়ীই ব্যবহার করা আবশ্যক। তার পক্ষ থেকে শর্ত সাপেক্ষে পরিবর্তনের অনুমতি দেওয়া না হলে অথবা তার উদ্দেশ্যগত কাজে ব্যবহারে সম্পূর্ণ অনুপযোগী না হলে তা পরিবর্তন করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ নয়। বিধায় প্রশ্নে বর্ণিত কবরস্থানের জমিকে পরিবর্তন করে সেখানে মাদরাসা বানানো বৈধ হবে না। (১৫/৪৪২/৬০৮৫)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٨٣ : اعلم أن الاستبدال على ثلاثة وجوه: الأول: أن يشرطه الواقف لنفسه أو لغيره أو لنفسه وغيره، فالاستبدال فيه جائز على الصحيح وقيل اتفاقا. والثاني: أن لا يشرطه سواء شرط عدمه أو سكت لكن صار بحيث لا ينتفع به بالكلية بأن لا يحصل منه شيء أصلا، أو لا يفي بمؤنته فهو أيضا جائز على الأصح إذا كان بإذن القاضي ورأيه المصلحة فيه. والثالث: أن لا يشرطه أيضا ولكن فيه نفع في الجملة وبدله خير منه ريعا ونفعا، وهذا لا يجوز استبداله على الأصح المختار.

Scanned by CamScanner

## কবরস্থানের জমি মসজিদের কাছে বিক্রি করা ও গাছপালা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা

প্রশ্ন : ক) আমাদের মাদরাসার সাথে মিশে বড় একটা ওয়াক্ফকৃত কবরস্থান রয়েছে। যার প্রচুর জায়গা এখনো কবরবিহীন রয়েছে। কিন্তু উক্ত কবরস্থানের কিছু অংশ মাদরাসার জন্য অত্যন্ত জরুরি, নতুবা মাদরাসার মসজিদ নির্মাণ করা খুবই দুষ্কর। অতএব উক্ত কবরস্থান থেকে কিছু অংশ মাদরাসার মসজিদ-মাদরাসার জন্য ক্রয় করে বা অন্য কোনো জমি দ্বারা পরিবর্তন করে নেওয়া যাবে কি না?
খ) উক্ত কবরস্থানের গাছপালা বা তার ডালপালা মাদরাসার বোর্ডিংয়ের জ্বালানির কাজে ব্যবহার করাতে কোনো প্রকার অসুবিধা আছে কি না?

উত্তর : ক) ওয়াক্ফকৃত জমি ওয়াক্ফকারীর নিয়্যাত ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থী কোনো কাজে ব্যবহার করা বৈধ নয়। হ্যাঁ, ওয়াক্ফকারী যদি ওয়াক্ফনামায় প্রয়োজনে বিক্রি বা পরিবর্তনের অনুমতি দিয়ে থাকে একমাত্র তখনই সে শর্তে বিক্রি বা পরিবর্তন করা যেতে পারে।
প্রশ্নে বর্ণিত বিষয়ে যদি কবরস্থানের ওয়াক্ফকারী বিক্রি বা পরিবর্তনের কোনো শর্ত না দিয়ে শুধু কবরস্থানের জন্যই ওয়াক্ফ করে থাকে এবং সে জায়গাটি দাফনের কাজে ব্যবহারের উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান থাকে তাহলে এ জায়গা মাদরাসা ও মসজিদের জন্য খরিদ বা এওয়াজ-বদল কোনোটাই বৈধ হবে না। অন্যত্র জায়গার ব্যবস্থা করে মসজিদ-মাদরাসা সম্প্রসারণের চেষ্টা করবে।
খ) কবরস্থানের গাছপালা যদি কোনো ব্যক্তির পক্ষ থেকে লাগানো হয় এমনিতেই না উঠে থাকে বা কবরস্থানের উন্নয়নের লক্ষ্যে না লাগিয়ে থাকে, তবে তার অনুমতিক্রমে মাদরাসায় ব্যবহার করা বৈধ হবে, অন্যথায় বৈধ হবে না। হ্যাঁ, বিনিময়ের মাধ্যমে সর্বাবস্থায় বৈধ হবে। উক্ত টাকা কবরস্থানের উন্নয়নকল্পে লাগাতে হবে। (৯/৪৩২/২৬৯৮)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٤ / ٤٩٥ : وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه، سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا اهوهذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم، شرط الواقف كنص الشارع فيجب اتباعه كما صرح به في شرح المجمع للمصنف.

📖 فيه أيضا ٤ / ٣٨٤ : اعلم أن الاستبدال على ثلاثة وجوه: الأول: أن يشرطه الواقف لنفسه أو لغيره أو لنفسه وغيره، فالاستبدال فيه جائز على الصحيح وقيل اتفاقا. والثاني: أن لا يشرطه سواء شرط عدمه أو سكت لكن صار بحيث لا ينتفع به بالكلية بأن لا يحصل منه شيء أصلا، أو لا يفي بمؤنته فهو أيضا جائز على الأصح إذا كان بإذن

Scanned by CamScanner

القاضي ورأيه المصلحة فيه. والثالث: أن لا يشرطه أيضا ولكن فيه نفع في الجملة وبدله خير منه ريعا ونفعا، وهذا لا يجوز استبداله على الأصح المختار-

📖 فتاوى قاضيخان (أشرفيه) ٤ /٣٠٨ : غرس شجر فى أرض موقوفة على الرباط وأقام عليها فى سقيها وتعاهدها حتى كبرت ولم يذكر وقت الغرس أنها للرباط، قال الفقيه أبو جعفر رح إن كان هذا الرباط يلى تعاهد الأرض الموقوفة على الرباط فالشجر يكون وقفا، وإن لم يكن إليه ولاية فالشجر يكون للغارس وله أن يرفعها-

📖 فتاوى رشیدیہ (زکریا) ص ۵۳۵ : جواب- جو قبرستان وقف قبور کے واسطے ہوا ہے اس میں مکان یا مسجد بنانا درست نہیں کہ وہ سب زمین قبور کے واسطے وقف ہوئی ہے خلاف شرط واقف کے کوئی تصرف درست نہیں۔

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲/ ۶۱۱ : الجواب- غارس سے پوچھنا چاہئے کہ کس نیت سے لگایا ہے اگر اپنے لئے لگایا ہے تو بدون اس کے اذن کے کسی کو کھانا درست نہیں اور اگر وقف للمسلمین کے لئے لگایا ہے تو سب کو کھانا جائز ہے اور اگر وقف للمسجد کے لئے لگایا ہے تو پھر اس کو فروخت کر کے مسجد ہی میں صرف کرنا واجب ہے اور در صورت نیت نفع نفسہ یا نفع للمسلمین متولی مسجد کو اختیار ہے جب چاہے اکھاڑ ڈالے۔

## কবরস্থান স্থানান্তর করা

**প্রশ্ন :** আমাদের একটি ওয়াক্‌ফকৃত পারিবারিক কবরস্থান দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। অনেক দিন ধরে সেখানে লাশ দাফন করা হচ্ছে না। কবরস্থানের চারদিকে বিভিন্ন কারখানা টাওয়ার ইত্যাদি নির্মাণ হতে চলছে, যার দরুন ভবিষ্যতে কবরস্থান অসংকুলান হয়ে পড়বে এবং কবরস্থান সম্প্রসারণ ও উন্নতিকল্পে এর চেয়ে উন্নত কোনো বিকল্প জায়গায় স্থানান্তর তথা পরিবর্তন করা জায়েয হবে কি না?

**উত্তর :** প্রশ্নপত্রের সাথে সংযুক্ত ওয়াক্‌ফনামায় ওয়াক্‌ফকারীগণ কবরস্থানকে ওয়াক্‌ফ প্রশাসক দপ্তরে তালিকাভুক্তকরত ভবিষ্যতে ওয়াক্‌ফ প্রশাসক উপযুক্ত কারণ দর্শিয়ে তার উন্নতি সাধন করতে পারবে মর্মে শর্তারোপ করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত বর্ণনার আলোকে শরীয়তের দৃষ্টিতে যদি ওয়াক্‌ফ প্রশাসক উক্ত কবরস্থানের উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে বিকল্প কোনো জায়গায় সঠিক পদ্ধতিতে হস্তান্তর করা সমীচীন বলে বিবেচনা করে, তাহলে তা করতে পারবে। (৬/৩৮০/১২৬৮)

Scanned by CamScanner

📖 فتاوى قاضيخان (أشرفيه) ٣/ ٣٠٦ : أما بدون الشرط أشار في السير أنه لا يملك الاستبدال إلا القاضي إذا رأى المصلحة في ذلك.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤ /٣٨٨ : قال العلامة البيري بعد نقله أقول: وفي فتح القدير والحاصل: أن الاستبدال إما عن شرط الاستبدال أولا عن شرطه، فإن كان لخروج الوقف عن انتفاع الموقوف عليهم، فينبغي أن لا يختلف فيه وإن كان لا لذلك بل اتفق أنه أمكن أن يؤخذ بثمنه ما هو خير منه مع كونه منتفعا به، فينبغي أن لا يجوز لأن الواجب إبقاء الوقف على ما كان عليه دون زيادة ولأنه لا موجب لتجويزه؛ لأن الموجب في الأول الشرط وفي الثاني الضرورة ولا ضرورة في هذا إذ لا تجب الزيادة بل نبقيه كما كان. اهـ

## সরকারের দখলে যাওয়া কবরস্থানে দ্বীনি প্রতিষ্ঠান খোলা

**প্রশ্ন :** আমাদের একটি ওয়াক্ফকৃত কবরস্থানে অনেক মৃতকে দাফন করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত জায়গার চতুর্পাশে সরকারি জায়গা হিসেবে একোয়ার করা হয়। অতঃপর প্রশাসনের পক্ষ হতে উক্ত কবরস্থানে দাফনকাজ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ধুলেরচরবাসী এলাকার অন্য স্থানে ওয়াক্ফকৃত কবরস্থান বানিয়ে অদ্যাবধি লাশ দাফন করে আসছি। এদিকে পূর্বের স্থানটি ১৯৬২ সালের পর হতে পরিত্যক্ত রয়েছে এবং কবরও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তাই আমরা এলাকার গণ্যমান্য লোকজন আলেম-উলামার সাথে পরামর্শ করে উক্ত স্থানে উসলামী আইন গবেষণা ও ফাতওয়ার প্রদান কেন্দ্র ধুলেরচর গোরস্তানে কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা নামের একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করতে চাচ্ছি। উক্ত স্থানে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা শরয়ীভাবে বৈধ হবে কি না? বৈধ হলে নির্মাণের পদ্ধতি কেমন হওয়া উচিত?

**উত্তর :** প্রশ্নে বর্ণিত জায়গায় কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা নির্মাণে শরয়ী দৃষ্টিকোণে বাধা নেই। (১৪/১৮৬/৫৫৮৭)

📖 عمدة القارى (دار إحياء التراث) ٤/ ١٧٩ : فإن قلت: هل يجوز أن تبنى على قبور المسلمين؟ قلت: قال ابن القاسم: لو أن مقبرة من مقابر المسلمين عفت فبنى قوم عليها مسجدا لم أر بذلك بأسا، وذلك لأن المقابر وقف من أوقاف المسلمين لدفن موتاهم لا يجوز لأحد أن يملكها، فإذا درست واستغنى عن الدفن فيها جاز صرفها إلى المسجد،

Scanned by CamScanner

لأن المسجد أيضا وقف من أوقاف المسلمين لا يجوز تملكه لأحد، فمعناهما على هذا واحد. وذكر أصحابنا أن المسجد إذا خرب ودثر ولم يبق حوله جماعة، والمقبرة إذا عفت ودثرت تعود ملكا لأربابها، فإذا عادت ملكا يجوز أن يبنى موضع المسجد دارا وموضع المقبرة مسجدا وغير ذلك، فإذا لم يكن لها أرباب تكون لبيت المال. وفيه: أن القبر إذا لم يبق فيه بقية من الميت ومن ترابه المختلط بالصديد جازت الصلاة فيه.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲/ ۵۷۹ : لأن المسجد أيضا وقف من أوقاف المسلمين لا يجوز تمليكه لأحد فمعناها على هذا واحد، آه- جواب مذکورسے بعلت اشتراک علت معلوم ہوا کہ انجمن کا مکان وقفی نفع عام کیلئے اس مقبرہ کی جگہ بنانا جائز ہے۔

## পুরাতন কবরের ওপর মসজিদ সম্প্রসারণ করা

**প্রশ্ন :** সিরাজগঞ্জ জেলা উল্লাপাড়া থানাধীন বাগমারা গ্রামে অনেক পূর্বে একটি দোতলা মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। উক্ত মসজিদে মাঝে মাঝে মুসল্লি সংকুলান হয় না। গ্রীষ্মকালে ভেতরে বেশ গরমও লাগে। তাই গ্রামের প্রধানগণ উক্ত মসজিদ ঠিক রেখে তার সাথে মিলিয়ে সামনে দিয়ে কিছু জায়গা বাড়াতে মনস্থ করেছেন। উল্লেখ্য, উক্ত মসজিদের চতুর্পাশে মসজিদের জমিতে অনেক লোক সমাধিস্থ হয়েছেন। সমাধীকাল নিম্নে ১০-১২ বছর পূর্বে। এমতাবস্থায় কোনোভাবে সে মসজিদ বাড়ানো বৈধ হবে কি না?

**উত্তর :** প্রশ্নে বর্ণিত মসজিদ সম্প্রসারণের প্রয়োজনে কবরের ওপর মসজিদঘর নির্মাণ করা জায়েয হবে। (৪/৩৩১/৭২৯)

📖 عمدة القاری (دار إحياء التراث) ٤/ ١٧٩ : فإن قلت: هل يجوز أن تبنى على قبور المسلمين؟ قلت: قال ابن القاسم: لو أن مقبرة من مقابر المسلمين عفت فبنى قوم عليها مسجدا لم أر بذلك بأسا، وذلك لأن المقابر وقف من أوقاف المسلمين لدفن موتاهم لا يجوز لأحد أن يملكها، فإذا درست واستغنى عن الدفن فيها جاز صرفها إلى المسجد، لأن المسجد أيضا وقف من أوقاف المسلمين لا يجوز تملكه لأحد، فمعناهما على هذا واحد. وذكر أصحابنا أن المسجد إذا خرب ودثر ولم

Scanned by CamScanner

يبق حوله جماعة، والمقبرة إذا عفت ودثرت تعود ملكا لأربابها، فإذا عادت ملكا يجوز أن يبنى موضع المسجد دارا وموضع المقبرة مسجدا وغير ذلك، فإذا لم يكن لها أرباب تكون لبيت المال. وفيه: أن القبر إذا لم يبق فيه بقية من الميت ومن ترابه المختلط بالصديد جازت الصلاة فيه.

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٢٤٥ : وتقدم أنه إذا بلي الميت، وصار ترابا يجوز زرعه، والبناء عليه، ومقتضاه جواز المشي فوقه.

## বিনা প্রয়োজনে কবরস্থানের জমিকে রাস্তা হিসেবে ব্যবহার করা

**প্রশ্ন :** আমাদের এলাকায় একটি কবরস্থান আছে। যার পাশে কবরস্থানের কিছু খালি জায়গা আছে। আমার প্রশ্ন হলো, লাশ বহন করা তথা লাশ আনার অন্য অনেক রাস্তা আছে। এমতাবস্থায় উক্ত খালি জায়গা এবং পার্শ্ববর্তী জমির মালিক থেকে কিছু জমি নিয়ে রাস্তা বানানো হয়েছে, যা দিয়ে লাশ বহন করার পাশাপাশি সাধারণ জনগণ ও ছোট ছোট গাড়ি চলাচল করে।
বিঃদ্রঃ. উক্ত রাস্তা কবরস্থানের জায়গা হয়ে মসজিদের সামনের মাঠ, যা মসজিদের নামে ওয়াক্ফকৃত জায়গা দিয়ে অতিক্রম করে যাবে। সুতরাং এখন আমাদের কী করণীয় তা জানিয়ে বাধিত করবেন।

**উত্তর :** যদি উক্ত কবরস্থান ওয়াক্ফকৃত এবং লাশ দাফন করার উপযোগী হয় তাহলে উক্ত কবরস্থানের জায়গায় রাস্তা বানানো জায়েয হয়নি। বিধায় কবরস্থানের জায়গা ফিরিয়ে দেওয়া আবশ্যক। তবে ওয়াক্ফকৃত না হলে প্রয়োজনে মালিকের অনুমতি নিয়ে রাস্তা বানানোর অবকাশ আছে। (১৯/২১৬/৮০৯৭)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٤ / ٣٩٥ : وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه، سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا اهوهذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم، شرط الواقف كنص الشارع فيجب اتباعه.

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٤ / ٣٥١ : (فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن).

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۴ / ۳۱۴ : اگر قبرستان وقف ہو تو وہاں کو راستہ سڑک بنانا درست نہیں۔

Scanned by CamScanner

## মালিকানাধীন কবরের ওপর রাস্তা সম্প্রসারণ করা

**প্রশ্ন :** আমাদের এলাকার একটি কলোনির চলাচলের জন্য একটি সংকীর্ণ রাস্তা রয়েছে, যা দ্বারা মানুষ মোটামুটি চলাচল করতে পারে। কিন্তু রাস্তাটি এত সংকীর্ণ যে উক্ত কলোনির ভেতর রিকশা-গাড়ি বাড়িতে যায় না। রাস্তার বাঁ পাশে মসজিদ। এখন যদি রাস্তা বাড়াতে হয় তাহলে একটি কবরের ওপর বাড়াতে হয়। কবরটির বয়স ৮-১০ বছর। আর কবরটির জায়গা ওয়াক্‌ফ নয়, নিজস্ব কবর এবং অংশীদাররাও রাজি। এখন উক্ত কবরের ওপর রাস্তা করা যাবে কি না?

**উত্তর :** ব্যক্তিমালিকানা জায়গায় কবর দেওয়া হলে পরবর্তীতে ওই জায়গাতে অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করতে চাইলে মৃতের দেহাবশেষ অবশিষ্ট না থাকার ওপর প্রবল ধারণা হতে হবে। তাই প্রশ্নের বিবরণে উক্ত কবরের ব্যাপারে যদি প্রবল ধারণা হয় যে বর্তমানে মৃতের কোনো দেহাবশেষ বাকি নেই, সম্পূর্ণ দেহ মাটির সাথে মিশে গিয়েছে, তাহলে সে ক্ষেত্রে কবরের ওপর রাস্তা নির্মাণ করা বৈধ হবে।

উল্লেখ্য, জায়গার ভিন্নতার কারণে দেহাবশেষ মিশে যাওয়ার নির্দিষ্ট কোনো মেয়াদ বলে দেওয়া মুশকিল বিধায় বিষয়টি এলাকার অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের ধারণার ওপর ন্যস্ত। (১৫/৯৭৮/৬৩৪৪)

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ١/ ٢٤٦ : ولو بلي الميت وصار ترابا جاز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء عليه.

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ٣/ ٢٨٥ : اگر زمین مقبرہ میں بحالت استغناء عن الدفن مدرسہ کا قیام باذن واقف ہوا ہے اگر واقف زندہ ہے یا باذن متولی وقف ہوا ہے یا باذن عامہ مسلماناں ہوا ہے اگر واقف موجود متعین نہیں ہیں مدرسہ کا تعمیر کرنا جائز ہے ورنہ نہیں، ... ... پس مقبرہ کو مدرسہ کرنا بھی جائز ہے قیاسا علی المسجد بشرطیکہ مردوں کا جسم بغلبۂ ظن خاک ہو گیا ہو اور نئی قبریں اس جگہ نہ ہوں جہاں مدرسہ بنایا گیا ہے۔

## কবরস্থ জমি রদবদল করে হাড়গুলো স্থানান্তর করা

**প্রশ্ন :** আমার এক জায়গায় কিছু জমি আছে। যার মধ্যে আজ থেকে সাত বছর পূর্বে আমার আব্বার দাফন করা হয়। এখন আমি ওই জায়গা অন্যের জমির সাথে পরিবর্তন করতে চাই, পারব কি না? এবং পারলে লাশের হাড়গুলো অন্য জায়গায় কবর দিতে পারব কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : মালিকানাধীন কবরস্থানে দাফনকৃত লাশ যদি মাটির সাথে বিলীন হয়ে যায়, তবে ওই কবরের স্থানকে ব্যক্তিমালিকানাধীন যেকোনো কাজে ব্যবহার করা জায়েয়। প্রশ্নে বর্ণিত সাত বছর পূর্বে দাফনকৃত লাশ মাটি হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। তাই ওই জমির পরিবর্তন এবং যেকোনো কাজে ব্যবহার করা জায়েয। হাড় বের করার জন্য কবর খনন করা অনুচিত। তবে নতুন মালিক যদি আপত্তি করে তখন খনন করার পর হাড় পাওয়া গেলে অন্য জায়গায় পুঁতে দেবে। (৭/৮৫০/১৯২৩)

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ١/ ٢٤٦ : (ولا يخرج من القبر) يعني لا يخرج الميت من القبر بعد ما أهيل عليه التراب للنهي الوارد عن نبشه. قال – رحمه الله –: (إلا أن تكون الأرض مغصوبة) فيخرج لحق صاحبها إن شاء، وإن شاء سواه مع الأرض وانتفع به زراعة أو غيرها، ولو بقي في الأرض متاع لإنسان قيل لم ينبش بل يحفر من جهة المتاع ويخرج، وقيل لا بأس بنبشه وإخراجه. ولو وضع الميت فيه لغير القبلة أو على شقه الأيسر أو جعل رأسه في موضع رجليه وأهيل عليه التراب لم ينبش، ولو سوي عليه اللبن، ولم يهل عليه التراب نزع اللبن، وروعي السنة، ولو بلي الميت وصار ترابا جاز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء عليه.

## ব্যক্তিগত কবরস্থানে চলাচলের রাস্তা করা

প্রশ্ন : আমি ১৯৭৮ সালে আমার বসতবাড়ির উত্তর-পূর্ব কোণে একটি পারিবারিক কবরস্থান প্রতিষ্ঠা করি। সেখানে ওই সালেই এক শিশুবাচ্চার দাফন করা হয় এবং ১৯৯১ ইং সালে আমার মায়ের দাফন করা হয় ও ১৯৯৬ ইং সালে আমার এক আদরের ছেলেকে দাফন করা হয়। এই পারিবারিক কবরস্থানে এ পর্যন্ত তিনজনই শায়িত আছে। ১৯৯৮ সালে এ কবরস্থানের জায়গা যাতে সরকারি সম্পত্তি হিসেবে ব্যবহার না হয় সে জন্য ঢাকা সিটি করপোরেশন কর্তৃক অনুমতিপত্র চেয়ে মেয়র মহোদয়ের নিকট আবেদন করলে তিনি তা আমার পারিবারিক কবরস্থান হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানপূর্বক একটি পত্র দেন। কবরস্থানটি ওয়াক্ফ করাও হয়নি বরং এখন পর্যন্ত ব্যক্তিমালিকানাধীন আছে।

বর্তমানে এই কবরস্থানের ওপর দিয়ে আমার পূর্ব পাশের লোকদের রাস্তা নেওয়ার তুমুল আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় মালিক সমিতি জনস্বার্থে রাস্তা নেওয়ার উদ্যোগ নেয়। এতে আমি আপত্তি জানাই। কারণ কবরের ওপর দিয়ে হাঁটাচলা জায়েয আছে

Scanned by CamScanner

কি না–সেটা আমার সঠিক জানা নেই এবং মায়ের কবরটা সেখানেই থাকুক এ হিসেবে দাফন করা হয়। অতএব আমার জানার বিষয় হলো :

১) ব্যক্তিগত কবরস্থানের ওপর দিয়ে চলাফেরা বা হাঁটার জন্য রাস্তা নির্মাণ করা যায় কি না? যদি কেউ হাঁটে তার পরিণাম কী?

২) বর্তমান জনগণের চাহিদার প্রেক্ষিতে উল্লিখিত কবরস্থানটি মানুষের চলাচলের জন্য স্থানান্তরিত করা জায়েয আছে কি? যদি জায়েয থাকে তাহলে স্থানান্তরিত করার পদ্ধতি কী? অবশ্য কবরস্থানটি ওয়াক্ফ করা নয়।

**উত্তর :** শরয়ী দৃষ্টিকোণে ওয়াক্ফকৃত কবরস্থানের ওপর চলাচলের রাস্তা নির্মাণ করা কোনোক্রমেই জায়েয নয় এবং যেকোনো কবরের ওপর বিশেষ কোনো প্রয়োজন ছাড়া রাস্তা বানিয়ে কবর সরানোর ব্যবস্থা করা লাশের সাথে বেয়াদবির শামিল। তবে মালিকানাধীন কবরস্থানে দাফনকৃত লাশ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে বা অভিজ্ঞ লোকদের দৃষ্টি মতে লাশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার মতো সময় অতিবাহিত হলে মালিকের অনুমতিক্রমে জনগণের চাহিদা ও প্রয়োজনের খাতিরে রাস্তা নির্মাণ করাতে শরয়ী দৃষ্টিকোণে গোনাহ নয়। উল্লেখ্য, সাধারণ অবস্থায় কবর স্থানান্তর করার অনুমতি শরীয়তে নেই।

অতএব আপনার প্রতিষ্ঠিত কবরস্থানের যে অংশে আপনার আম্মা ও শিশুদের কবর রয়েছে তার ওপর দিয়ে রাস্তা বানানো (লাশ মাটির সাথে মিশে না যাওয়া পর্যন্ত) বৈধ হবে না। তবে যে জায়গা খালি আছে আপনি ভালো মনে করলে তাতে রাস্তা বানানোর অনুমতি দিতে পারেন। (৯/১৫৩/২৫৪৩)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢/ ٢٣٨ : (ولا يخرجنه) بعد إهالة التراب (إلا) لحق آدمي ك (أن تكون الأرض مغصوبة أو أخذت بشفعة) ويخير المالك بين إخراجه ومساواته بالأرض كما جاز زرعه والبناء عليه إذا بلي وصار ترابا زيلعي.

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ١/ ٢٤٦ : ولو بلي الميت وصار ترابا جاز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء عليه.

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ٣/ ٢٤٩ : الجواب- بلا ضرورت اموات کو مکان سے منتقل کرنا جائز نہیں البتہ بوقت ضرورت جب کہ قبرستان کو پانی لگ رہا ہے اور مردہ کے بہہ جانے کا خطرہ ہو منتقل کرنا جائز ہے۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٤/ ٣٠٦ : قبروں کو ہموار کر کے راستہ بنانے کی گنجائش ہے جبکہ قبراتنی پرانی ہو کہ میت مٹی بن چکی ہو۔

Scanned by CamScanner

## কবরস্থানে চাষাবাদ ও উৎপাদিত ফসলের হুকুম

**প্রশ্ন :** আমাদের গ্রামের কবরস্থান যেখানে এখনো কোনো মানুষ মারা গেলে সে কবরস্থানে দাফন করা হয়। গত কয়েক মাস হলো উক্ত কবরস্থানের উন্নয়নের জন্য কবরস্থানকে কোদাল দ্বারা সমান করে তাতে চাষাবাদ করা হয়। এভাবে কবরস্থানকে সমান করে চাষাবাদ করা কতটুকু শরীয়তসম্মত? এবং সেখান থেকে উৎপাদিত ফসলের হুকুম কী?
উল্লেখ্য, চাষাবাদের সময় মৃতের হাড়ও পাওয়া যায় এবং কবরস্থানের জন্য ওয়াক্ফকৃত জায়গা যেখানে এখনো কোনো কবর দেওয়া হয়নি সেই স্থানের হুকুম কী?

**উত্তর :** শরীয়তের দৃষ্টিতে যে কাজের জন্য ওয়াক্ফ করা হয় তা সে কাজেই ব্যবহার হয়, অন্য কাজে ব্যবহার করার অনুমতি নেই। তাই ওয়াক্ফকৃত কবরস্থানকে লাশ দাফন করার কাজ ছাড়া চাষাবাদের কাজে ব্যবহার করা যাবে না। এমনকি খালি জায়গাকেও কবর দেওয়ার কাজে ব্যবহার করতে হবে। তা সমান করে চাষাবাদ করা অন্যায় ও গোনাহ। এতদ্‌সত্ত্বেও যদি কেউ ওয়াক্ফকৃত কবরাস্থানে অজ্ঞতাবশত চাষাবাদ করে ফেলে, তাহলে তার ফসলাদি কবরস্থানের উন্নয়নকাজে ব্যবহার করতে হবে, অন্যত্র নয়। (১৮/৬৮)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ / ٤٧٠ : وسئل هو أيضا عن المقبرة في القرى إذا اندرست ولم يبق فيها أثر الموتى لا العظم ولا غيره هل يجوز زرعها واستغلالها؟ قال: لا، ولها حكم المقبرة، كذا في المحيط فلو كان فيها حشيش يحش ويرسل إلى الدواب ولا ترسل الدواب فيها، كذا في البحر الرائق.

📖 وفى حاشيته ٢ / ٤٧١ : (قوله: لا) : هذا لا ينافى ما قاله الزيلعى فى باب الجنائز : من أن الميت إذا بلى وصار ترابا جاز زرعه والبناء عليه اه، لأن المانع هنا كون المحل موقوفا على الدفن فلا يجوز استعماله فى غيره، فليتأمل وليحرر اه، مصححه -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٥ /٣٠٥ : الجواب- جو قبرستان مردے دفن کرنے کے لئے وقف ہو اس میں کاشت کرنا جائز نہیں خواہ بالفعل اس میں قبریں موجود ہوں یا نہ ہوں لان شرط الواقف کنص الشارع کذا فی رد المحتار، اب جو دھان اس میں پیدا ہوا بہتر یہ کہ اس کو غرباء طلباء پر صدقہ کیا جائے۔

Scanned by CamScanner

## ব্যক্তিগত পুরাতন কবরস্থানে চাষাবাদ

**প্রশ্ন :** আমাদের গ্রামে একটি ব্যক্তিগত পুরাতন কবরস্থান আছে। মালিক ওই কবরস্থানকে চাষাবাদের উপযুক্ত করে চাষ করছে এবং চতুর্দিকে গাছ লাগিয়েছে। জানার বিষয় হলো, পুরাতন কবরস্থানে চাষ করা বা গাছ লাগানো শরীয়তের দৃষ্টিকোণে বৈধ আছে কি না?

**উত্তর :** প্রশ্নে বর্ণিত কবরস্থানটি যেহেতু ওয়াক্‌ফকৃত নয় তাই লাশ মাটির সাথে মিশে যাওয়ার পর উক্ত স্থানে চাষাবাদ করা বৈধ হবে। (১৭/৪২৩/৭০৮৪)

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ١/ ٢٤٦ : ولو بلي الميت وصار ترابا جاز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء عليه.

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ٧/ ١١٨ : جواب- قبر کی زمین اگر مملوک ہو اور مردے کو دفن کئے ہوئے اتنا عرصہ گزر گیا ہو کہ اس کے اجزائے بدن مٹی ہو گئے ہوں تو اس زمین کو اپنے استعمال میں لانا درست ہے —اذا بلی المیت فصار ترابا جاز الزرع والبناءعلیه.

## কবরের ওপর ফলের গাছ লাগানো

**প্রশ্ন :** আমাদের দেশে মানুষ মারা গেলে কবরের ওপরে আম, জাম, নারিকেল, সুপারি, কাঁঠাল ইত্যাদি ফলের গাছ লাগিয়ে ফলের বাগানে পরিণত করা হয়। এটা জায়েয আছে কি না?

**উত্তর :** শরয়ী দৃষ্টিকোণে কবরের ওপরে বৃক্ষরোপণ করার অনুমতি নেই। তবে খালি জায়গায় বৃক্ষরোপণ করতে কোনো অসুবিধা নেই। (৯/৪০৭)

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ٧ /١٢٠ : مقبرہ کی فارغ زمین میں ایسے طور پر درخت لگانا کہ اصل غرض یعنی دفن اموات میں نقصان نہ آئے جائز ہے، ان درختوں کے پھلوں کی بیع جائز ہوگی، اور پھلوں کی قیمت قبرستان کے کام میں لائی جائے گی، جواز کے لئے یہ شرط بھی ہے کہ درخت لگانے ان کی حفاظت کرنے پھلوں کے توڑنے اور اس کے متعلقہ کاموں میں قبروں کا روندا جانا پامال ہونا نہ پایا جائے۔

Scanned by CamScanner

## ঘরে মধ্যে কবর বা কবরের ওপর ঘর বানানোর হুকুম

প্রশ্ন : ঘরের ভেতর কবর বানানো এবং কবরের ওপর ঘর বানানো এ দুটির শরয়ী বিধান কী?

উত্তর : নবী-রাসূলগণ যে স্থানে ইন্তেকাল করেন সে স্থানেই তাঁদের দাফন করা শরীয়তের বিধান। এ কারণে তাঁরা যদি ঘরে ইন্তেকাল করেন তাহলে সে ঘরেই তাঁদের দাফন করার বিধান। সুতরাং ঘরের ভেতর কবর দেওয়ার বিধান একমাত্র নবী-রাসূলগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অন্য কারো ব্যাপারে এ বিধান প্রযোজ্য নয় বিধায় অন্য কাউকে ঘরে কবর দেওয়া নিষেধ। পক্ষান্তরে কবরের ওপর ঘর গম্বুজ ইত্যাদি নির্মাণ সম্পর্কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক হাদীসে সুস্পষ্ট নিষেধ এসেছে। এ কারণে কবরের ওপর ঘর নির্মাণ শরীয়তের বিধান লঙ্ঘন হওয়ায় অবৈধ। (১৭/১৫১/৬৯৬৯)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٧/ ٣٤ (٩٧٠) : عن جابر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه».

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٢٣٥ : وأما البناء عليه فلم أر من اختار جوازه. وفي شرح المنية عن منية المفتي: المختار أنه لا يكره التطيين. وعن أبي حنيفة: يكره أن يبني عليه بناء من بيت أو قبة أو نحو ذلك، لما روى جابر «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن تجصيص القبور، وأن يكتب عليها، وأن يبنى عليها» رواه مسلم وغيره.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢/ ٢٣٥ : ولا ينبغي أن يدفن) الميت (في الدار ولو) كان (صغيرا) لاختصاص هذه السنة بالأنبياء واقعات.

📖 عزیز الفتاوی (دار الاشاعت) ص ١١٧ : پس جب کہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ممانعت قبر کے پختہ کرنے اور گنبد وغیرہ بنانے کی ثابت ہو گئی اور اقوال فقہاء سے بھی ممانعت اس کی ہوئی تو اگر کسی نے سلاطین وغیرہم میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر گنبد بنایا یا اسی طرح دوسرے لوگوں نے بزرگوں کی قبر کو پختہ کیا تو یہ فعل بادشاہوں وغیرہم کا بمقابلہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعبارت کتب فقہ کے حجت نہیں ہو سکتا۔

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریا) ص ١٤٣ : اور اعتبار قرآن وحدیث واقوال مجتہدین کا ہے، نہ افعال مخالف شرع کا، اگر عرب اور حرمین میں امور غیر مشروع خلاف کتاب وسنت رائج ہو گئے، تو جواز ان کا نہیں ہو سکتا۔

Scanned by CamScanner

## কবরের ওপর ঘর সম্প্রসারণ করা

**প্রশ্ন :** বহু বছর আগে আমাদের বসতবাড়ির নির্ধারিত কবরস্থানে আমার বাবার এবং আমার বড় চাচির কবর দেওয়া হয়। এখন আমাদের জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় আমাদের বসতঘরটি সম্প্রসারণ করার প্রয়োজন। এখন আমাদের বসতঘরটি সম্প্রসারণ করতে গিয়ে উক্ত কবরদ্বয় স্থানান্তর করতে পারবে কি না?

**উত্তর :** প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় আপনার বাবার এবং আপনার বড় চাচির কবর স্থানান্তর করার কোনো সুযোগ নেই। তবে যদি উক্ত কবরদ্বয়ের লাশ মাটির সাথে মিশে যাওয়ার ব্যাপারে প্রবল ধারণা হয় তাহলে কবর নিশ্চিহ্ন করে প্রয়োজনে বসতঘর সম্প্রসারণ জায়েয আছে। অন্যথায় কবরের পবিত্রতা রক্ষার জন্য চতুর্দিকে বেষ্টনী দ্বারা সংরক্ষণ করে নেবে। (১৯/২২৮/৮০৮০)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢/ ٢٣٨ : (ولا يخرجنه) بعد إهالة التراب (إلا) لحق آدمي ك (أن تكون الأرض مغصوبة أو أخذت بشفعة) ويخير المالك بين إخراجه ومساواته بالأرض كما جاز زرعه والبناء عليه إذا بلي وصار ترابا زيلعي.

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٢٣٢ : وقال الزيلعي: ولو بلي الميت وصار ترابا جاز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء عليه اهـ قال في الإمداد: ويخالفه ما في التتارخانية إذا صار الميت ترابا في القبر يكره دفن غيره في قبره لأن الحرمة باقية، وإن جمعوا عظامه في ناحية ثم دفن غيره فيه تبركا بالجيران الصالحين، ويوجد موضع فارغ يكره ذلك.

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ٧/ ١١٨ : جواب- قبر کی زمین اگر مملوک ہو اور مردے کو دفن کئے ہوئے اتنا عرصہ گزر گیا ہو کہ اس کے اجزائے بدن مٹی ہو گئے ہوں تو اس زمین کو اپنے استعمال میں لانا درست ہے –اذا بلی المیت فصار ترابا جاز الزرع والبناءعلیه.

## ব্যক্তিগত পুরাতন কবরের স্থানে ঘর নির্মাণ করা

**প্রশ্ন :** আমার নিজস্ব জমিতে বাবাসহ আরো কিছু আত্মীয়স্বজনের কবর আছে। এগুলো আনুমানিক ১৫-২০ বছর পূর্বে দেওয়া হয়েছে। এখন জায়গার সংকুলান না হওয়ায় সেখানে ঘর বানানো আবশ্যকীয় হয়ে পড়েছে। জানার বিষয় হলো, উক্ত স্থানে ঘর নির্মাণ করা যাবে কি না?

Scanned by CamScanner

**উত্তর :** ব্যক্তিমালিকানা জমিতে মৃত দাফন করার পর উক্ত লাশ মাটির সাথে মিশে যাওয়ার পরিমাণ সময় অতিবাহিত হলে জমির মালিকের জন্য উক্ত জমি যেকোনো কাজে ব্যবহার করা বৈধ হবে। অতএব উক্ত মালিকানাধীন জমিতে দাফনকৃত লাশ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে সেখানে অন্য কিছু করতে পারবে। এমনকি বাড়িঘরও নির্মাণ করতে পারবে। লাশ নিশ্চিহ্ন হওয়া পর্যন্ত বাড়িঘর করা বৈধ হবে না। (১৫/৫৩৬/৬১৩৩)

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ١/ ٢٤٦ : ولو بلي الميت وصار ترابا جاز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء عليه.

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۷/ ۱۱۸ : جواب- قبر کی زمین اگر مملوک ہو اور مردے کو دفن کئے ہوئے اتنا عرصہ گزر گیا ہو کہ اس کے اجزائے بدن مٹی ہو گئے ہوں تو اس زمین کو اپنے استعمال میں لانا درست ہے –اذا بلی المیت فصار ترابا جاز الزرع والبناءعلیہ.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۰/ ۳۰۳ : الجواب- اگر وہ قبرستان وقف نہیں بلکہ مملوک ہے اور قبریں اتنی پرانی ہیں کہ میت بالکل مٹی ہو چکی ہو گی تو اس کے احکام قبرستان کے نہیں رہے وہاں مالک کو اور مالک کی اجازت سے دوسروں کو مکان بنانا شرعا درست ہے۔

## বাড়ির উঠান থেকে কবর স্থানান্তর করা

**প্রশ্ন :** আমার দাদি ১৯৮৮ ইং সালে মৃত্যুবরণ করায় ঝিনাইদহ শহরস্থ আমার পিতার বাড়ির উঠানে কবর দেওয়া হয়েছিল। বাড়ির উঠানে কবরটি থাকায় বর্তমানে আমাদের পরিবারের লোকজনের ভীষণ অসুবিধা হচ্ছে। তাই আমরা উক্ত কবরটি শহরের বাড়ি থেকে সরিয়ে আমাদের গ্রামের বাড়ির পারিবারিক কবরস্থান স্থানান্তর করতে চাই। এতে আমাদের পারিবারিক অন্য ওয়ারিশগণেরও সম্মতি আছে। উল্লেখ্য, সম্প্রতি বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান সাহেবের কবরটি বিদেশ হতে দেশে প্রত্যাবর্তনপূর্বক, অর্থাৎ স্থানান্তর করে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হয়।
অতএব এ ব্যাপারে কোরআন ও হাদীসের আলোকে সঠিক ব্যাখ্যা প্রদানকরত আমরা যাতে কবরটি শহর থেকে আমাদের গ্রামের বাড়ির পারিবারিক কবরস্থানে স্থানান্তর করতে পারি, তার জন্য প্রয়োজনীয় মতামত প্রদান করবেন।

**উত্তর :** কোনো এক স্থানে লাশ দাফন করার পর সাধারণ অবস্থায় তা অন্য জায়গায় স্থানান্তর করা শরীয়তের আলোকে নাজায়েয। বিশেষ কারণে যেমন–অন্যের জায়গায়

Scanned by CamScanner

তার অনুমতিবিহীন লাশ দাফন করা হলে বা কবর নদীর পানিতে ভেসে যাওয়ার প্রবল আশঙ্কা দেখা দিলে তখন লাশ স্থানান্তর করার অনুমতি আছে। অতএব প্রশ্নে বর্ণিত অসুবিধার কারণে মরহুমার লাশ সেখান থেকে স্থানান্তর করা শরীয়তের আলোকে বৈধ হবে না। তবে সাধারণত যত দিনে লাশ মাটির সাথে মিশে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় ওই পরিমাণ সময় পার হয়ে গেলে উক্ত জায়গা মালিকাধীন হওয়ায় মালিক ইচ্ছা করলে তা সমান করে যেকোনো কাজে ব্যবহার করতে পারবে। (১৯/৪০৩/৮২০৭)

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٢/ ١٠١ : ولا ينبش بعد إهالة التراب لمدة طويلة ولا قصيرة إلا لعذر.قال المصنف في التجنيس: والعذر أن الأرض مغصوبة أو يأخذها شفيع، ولذا لم يحول كثير من الصحابة وقد دفنوا بأرض الحرب إذ لا عذر ، فإن أحب صاحب الأرض أن يسوي القبر ويزرع فوقه كان له ذلك فإن حقه في باطنها وظاهرها. فإن شاء ترك حقه في باطنها. وإن شاء استوفاه ومن الأعذار أن يسقط في اللحد مال ثوب أو درهم لأحد.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢/ ٢٣٨ : (ولا يخرجنه) بعد إهالة التراب (إلا) لحق آدمي ك (أن تكون الأرض مغصوبة أو أخذت بشفعة) ويخير المالك بين إخراجه ومساواته بالأرض كما جاز زرعه والبناء عليه إذا بلي وصار ترابا زيلعي.

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ١/ ٢٤٦ : ولو بلي الميت وصار ترابا جاز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء عليه.

## ক্রয়কৃত জমি থেকে কবর স্থানান্তর করা

**প্রশ্ন :** আমি বসতবাড়ি নির্মাণের উদ্দেশ্যে একটি জমি ক্রয় করি। বিক্রেতার ভাইকে উক্ত স্থানে ৮ বছর পূর্বে কবর দেওয়া হয়েছিল, যা আমার কাছে গোপন রাখে। পরবর্তীতে জমি বুঝে নিতে গেলে বিষয়টি প্রকাশ পায়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, উক্ত ক্রয়কৃত জমিতে বসতবাড়ি নির্মাণের সময় কবরের জায়গায় নির্মাণের কাজ করা যাবে কি না? অথবা কবরটি স্থানান্তরিত করে একপাশে নিয়ে সংরক্ষণ করা যাবে কি না?

**উত্তর :** শরয়ী দৃষ্টিকোণে মালিকানাধীন কবরস্থানের কবর পুরাতন হয়ে লাশ মাটির সাথে মিশে যাওয়ার প্রবল ধারণা হলে ঘর নির্মাণ বা যেকোনো কাজে উক্ত জায়গাকে ব্যবহার করার অনুমতি আছে বিধায় প্রশ্নের বর্ণনায় লাশ মাটির সাথে মিশে যাওয়ার

Scanned by CamScanner

প্রবল ধারণা হলে উক্ত কবরের জায়গায় নির্মাণের কাজ করা জায়েয হবে এবং কবর অন্যত্র স্থানান্তর করার প্রয়োজন নেই। (১৮/৫০৬/৭৭০৬)

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ١/ ٢٤٦ : ولو بلي الميت وصار ترابا جاز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء عليه.

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٢/ ١٠١ : ولا ينبش بعد إهالة التراب لمدة طويلة ولا قصيرة إلا لعذر.قال المصنف في التجنيس: والعذر أن الأرض مغصوبة أو يأخذها شفيع، ولذا لم يحول كثير من الصحابة وقد دفنوا بأرض الحرب إذ لا عذر ، فإن أحب صاحب الأرض أن يسوي القبر ويزرع فوقه كان له ذلك فإن حقه في باطنها وظاهرها. فإن شاء ترك حقه في باطنها. وإن شاء استوفاه ومن الأعذار أن يسقط في اللحد مال ثوب أو درهم لأحد.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢/ ٢٣٨ : (ولا يخرجنه) بعد إهالة التراب (إلا) لحق آدمي ك (أن تكون الأرض مغصوبة أو أخذت بشفعة) ويخير المالك بين إخراجه ومساواته بالأرض كما جاز زرعه والبناء عليه إذا بلي وصار ترابا زيلعي.

## ভুলে অন্যের জমিতে কবর দিলে তা সরানোর হুকুম

**প্রশ্ন :** এক ব্যক্তিকে কবর দেওয়ার বহুদিন পর এ কথা প্রমাণিত হয় যে কবরটি অন্যের জমিতে দেওয়া হয়েছে। জমির মালিক পারিবারিক শত্রুতার দরুন জমি বিক্রি করতে রাজি নয়। আবার কবরের পবিত্রতা রক্ষা করতেও রাজি নয়। এদিকে মৃত ব্যক্তির ছেলেরা স্বীয় পিতার কবরের অসম্মানী হবে তা মানতে রাজি নয়। এহেন পরিস্থিতিতে আমি জানতে চাই যে মৃত ব্যক্তির দেহাবশেষ স্থানান্তরিত করে নিজের জমিতে নিয়ে আসা তাদের জন্য বৈধ হবে কি না?

**উত্তর :** একান্ত কোনো ওজর বা প্রয়োজন ছাড়া দীর্ঘদিনের পুরাতন কবর খনন করে দেহাবশেষ অন্যত্র স্থানান্তরিত করার অনুমতি শরীয়তে নেই। অন্যদিকে বিনা অনুমতিতে কারো মালিকানা জায়গায় কবর দেওয়া হলে মালিককে সে জায়গা নিজস্ব প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহারের অনুমতি শরীয়ত দিয়েছে। তাই প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় কবরের সম্মান বজায় রাখার লক্ষ্যে জমির মালিকের সাথে যেকোনো উপায়ে সমঝোতা করে নেওয়া উচিত। সমঝোতার সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে মৃত ব্যক্তির ছেলেদের জন্য মৃত

Scanned by CamScanner

ব্যক্তির দেহাবশেষ নিজের পছন্দের জায়গায় স্থানান্তরিত করতে কোনো বাধা থাকবে না। (১৫/৮২৪/৬২৭৯)

📖 الدر المختار (سعيد) ٢/ ٢٣٧ : (ولا يخرج منه) بعد إهالة التراب (إلا) لحق آدمي ك (أن تكون الأرض مغصوبة أو أخذت بالشفعة) ويخير المالك بين إخراجه ومساواته بالأرض كما جاز زرعه والبناء عليه إذا بلي وصار ترابا-

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ١٦٧ : إذا دفن الميت في أرض غيره بغير إذن مالكها فالمالك بالخيار إن شاء أمر بإخراج الميت وإن شاء سوى الأرض وزرع فيها، كذا في التجنيس.

📖 فتاوى محمودیہ (زکریا) ٢/ ٤١٢ : الجواب- ایسی صورت ہیں مالک زمین کو اختیار حاصل ہے کہ نعش کو نکالدے یا قبر کو زمین کے برابر کردے اگر نعش کو باہر نکالدیا تو عام مسلمانوں کو چاہئے کہ زید کی مملوکہ زمین یا عام موقوفہ قبرستان میں دفن کردیں۔

## কবর রেখে তার ওপর ভবন নির্মাণ করা

**প্রশ্ন :** আমার একটি প্লট আছে, যার পরিমাণ সোয়া পাঁচ কাঠা। এর মধ্যে আমি বিল্ডিং করতে চাই। কিন্তু উক্ত জায়গার এক অংশে আমার আব্বার পুরাতন একটি কবর আছে। কবরের অংশটি আমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে এজমালি। আমি কবরটিও ঠিক রাখতে চাই, কবরটিকে হেফাজতের জন্য বাউন্ডারি দিতে চাই। কবরের ওপরে আমার বিল্ডিংয়ের ছাদ পড়বে, যার সাথে উক্ত কবরের বাউন্ডারির কোনো সংযোগ থাকবে না। উক্ত কবরে আসা-যাওয়ার জন্য রাস্তা বন্ধ হবে না, কিন্তু খোলামেলা থাকবে না। প্রশ্ন হলো, উক্ত কবর রেখে তার ওপর বিল্ডিং করতে পারব কি না?

**উত্তর :** কবরস্থান যদি ব্যক্তিমালিকানায় থাকে এবং কবর পুরাতন হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে যায় তাহলে মালিক ইচ্ছা করলে ওই জায়গা নিজ ব্যবহারে নিতে পারে। তাই প্রশ্নের বর্ণনা মতে, কবরের ওপর ঘরের ছাদ দিয়ে কবরকে বহাল রাখাতে কোনো অসুবিধা নেই। তবে কবরের স্থানটি এজমালি হওয়ায় দ্বিতীয় ভাইয়ের অংশে ছাদ দেওয়ার জন্য তার সম্মতি নিতে হবে। (৬/৮০৩/১৪৫৭)

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ١/ ٢٤٦ : ولو بلي الميت وصار ترابا جاز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء عليه.

Scanned by CamScanner

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ٧/ ١١٨ : جواب- قبر کی زمین اگر مملوک ہو اور مردے کو دفن کئے ہوئے اتنا عرصہ گزر گیا ہو کہ اس کے اجزائے بدن مٹی ہو گئے ہوں تو اس زمین کو اپنے استعمال میں لانا درست ہے —اذا بلی المیت فصار ترابا جاز الزرع والبناءعلیه.

## বিনা অনুমতিতে অন্যের জমিতে দেওয়া কবর সরিয়ে নিতে বাধ্য করা

**প্রশ্ন :** আমাদের ল্যান্ড প্রকল্পের ভেতর সাবেক জমির মালিক হতে কোম্পানির ক্রয়কৃত জমিতে প্রায় ১০ বছর আগের তিনটি কবর ছিল এবং গত এক মাস যাবৎ ওই স্থানে বাইরের অন্য লোক এসে আরেকটি কবর দিয়েছে। এই কবরচারখানা উত্তোলন করে আমাদের প্রকল্পের যে স্থানে মসজিদ ও কবরস্থান রয়েছে সে স্থানে পুনরায় দাফন করা যাবে কি না?

**উত্তর :** কারো ব্যক্তিগত মালিকানা জায়গায় মালিকের বিনা অনুমতিতে কবর দেওয়া হলে যেকোনো সময় তা তুলে অন্য স্থানে নিয়ে যেতে বাধ্য করতে পারবে। নতুবা তা সমান করে সে স্থানে যেকোনো কাজ করা যেতে পারে।
উপরোক্ত বিধান অনুযায়ী যে মালিক থেকে কোম্পানি জায়গা খরিদ করেছে ভালো করে অনুসন্ধান চালিয়ে জেনে নিতে হবে যে উক্ত কবরগুলোর জায়গা ওয়াক্‌ফকৃত কি না? ওয়াক্‌ফকৃত হলে সে জায়গায় অন্য কিছু করা অবৈধ এবং কবর স্থানান্তর করাও অবৈধ হবে। ওয়াক্‌ফকৃত না হলে দীর্ঘদিনের পুরাতন কবরগুলো সমান করে তার ওপর যেকোনো কাজ করা বৈধ হবে। নতুন কবরটি কোম্পানির অনুমতি ছাড়া দেওয়া হলে স্থানান্তর করা বৈধ, অন্যথায় বৈধ নয়। (১৫/৪৬৬/৬১২২)

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ١/ ٢٤٦ : قال - رحمه الله -: (ولا يخرج من القبر) يعني لا يخرج الميت من القبر بعد ما أهيل عليه التراب للنهي الوارد عن نبشه. قال - رحمه الله -: (إلا أن تكون الأرض مغصوبة) فيخرج لحق صاحبها إن شاء، وإن شاء سواه مع الأرض وانتفع به زراعة أو غيرها، ولو بقي في الأرض متاع لإنسان قيل لم ينبش بل يحفر من جهة المتاع ويخرج، وقيل لا بأس بنبشه وإخراجه. ولو وضع الميت فيه لغير القبلة أو على شقه الأيسر أو جعل رأسه في موضع رجليه وأهيل عليه التراب لم ينبش، ولو سوي عليه اللبن، ولم يهل

Scanned by CamScanner

عليه التراب نزع اللبن، وروعي السنة، ولو بلي الميت وصار ترابا جاز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء عليه.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤٧٢ : ميت دفن في أرض إنسان بغير إذن مالكها كان المالك بالخيار إن شاء رضي بذلك وإن شاء أمر بإخراج الميت وإن شاء سوى الأرض وزرع فوقها.

## পুরাতন কবরের ওপর ঘর নির্মাণ করা

**প্রশ্ন :** আমাদের বাড়িতে আজ থেকে প্রায় ২১ বছর পূর্বে আমার আব্বাকে দাফন করা হয়েছে। এখন ওই কবরের স্থানে ঘর বানানোর মনস্থ করেছি। আর কবরের ওপরের জায়গায় যে কামরা হবে এই কামরাকে গুদাম হিসেবে ব্যবহার করার ইচ্ছা করেছি। প্রশ্ন হলো, শরীয়তের দৃষ্টিতে এ রকম কবরের ওপর কামরা বানানো এবং এ কামরাকে গুদাম হিসেবে ব্যবহার করা জায়েয হবে কি না?

**উত্তর :** নিজ মালিকানাধীন জায়গা যদি দাফনের কাজে ব্যবহার করা হয়েছিল এবং দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার কারণে লাশ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বলে ধারণা করা যায় তাহলে মালিক নিজ প্রয়োজনে ওই স্থানকে ঘর বা অন্য যেকোনো কাজে ব্যবহার করতে পারবে। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত যে কবরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে মালিকের জন্য ইচ্ছা করলে ওই স্থানে বাসস্থান কিংবা গুদাম তৈরি করা জায়েয হবে। (৭/৮৪২/১৯২২)

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٢٣٢ : وقال الزيلعي: ولو بلي الميت وصار ترابا جاز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء عليه اهـ قال في الإمداد: ويخالفه ما في التتارخانية إذا صار الميت ترابا في القبر يكره دفن غيره في قبره لأن الحرمة باقية، وإن جمعوا عظامه في ناحية ثم دفن غيره فيه تبركا بالجيران الصالحين، ويوجد موضع فارغ يكره ذلك.

📖 فتاوى محموديه (زكريا) ١٠/ ٣٠٣ : الجواب- اگروہ قبرستان وقف نہیں بلکہ مملوک ہے اور قبریں اتنی پرانی ہیں کہ میت بالکل مٹی ہو چکی ہو گی تو اس کے احکام قبرستان کے نہیں رہے وہاں مالک کو اور مالک کی اجازت سے دوسروں کو مکان بنانا شرعا درست ہے۔

Scanned by CamScanner

## কবরস্থানের আয়ের টাকায় কেনা জমিতে কলেজ স্থাপন করা

**প্রশ্ন :** আমাদের গ্রামবাসী গোরস্তান ফান্ড দ্বারা ক্রয়কৃত একটি জমিতে (যা গোরস্তান থেকে অনেক দূরে) সেবামূলক একটি প্রতিষ্ঠান কলেজ স্থাপন করতে আগ্রহ প্রকাশ করছে। ওই জমি যেকোনোভাবে উক্ত কাজে ব্যবহার করতে পারব কি না?

**উত্তর :** গোরস্তান ফান্ড দ্বারা ক্রয়কৃত জমি গোরস্তানেরই কল্যাণমূলক কোনো কাজে ব্যবহার করতে হবে। উক্ত জমি গোরস্তানের সম্পদ থাকা অবস্থায় অন্য কোনো সেবামূলক কাজে ব্যবহার করা জায়েয নেই। তবে গোরস্তানের প্রয়োজনে বিক্রি করতে হলে বিক্রি করতে পারবে, অন্যথায় নয়। (১৯/৬৯৬/৮৪১৩)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ / ٤١٧ : متولي المسجد إذا اشترى بمال المسجد حانوتا أو دارا ثم باعها جاز إذا كانت له ولاية الشراء، هذه المسألة بناء على مسألة أخرى إن متولي المسجد إذا اشترى من غلة المسجد دارا أو حانوتا فهذه الدار وهذا الحانوت هل تلتحق بالحوانيت الموقوفة على المسجد؟ ومعناه أنه هل تصير وقفا؟ اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى قال الصدر الشهيد: المختار أنه لا تلتحق ولكن تصير مستغلا للمسجد.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٤ / ٤١٧ : قلت: وفي التتارخانية المختار أنه يجوز بيعها إن احتاجوا إليه.

## সামাজিক কল্যাণার্থে ওয়াক্‌ফকৃত জমিকে কবরস্থানে রূপান্তরিত করা

**প্রশ্ন :** আমাদের সমাজে গত ২৯/০৪/৭২ ইং ওয়াক্‌ফ দলিলমূলে মোসাঃ আকিরম নেছা বিবি ২৮ শতাংশ ভূমি শর্ত সাপেক্ষে দান করেন। যার ফটোকপি প্রশ্নের সাথে সংযুক্ত করা হলো। দলিলের মতের আলোকে মুতাওয়াল্লী দ্বারা ভূমির আয় খরচ হয়ে আসছে। বর্তমান সমাজবাসীর জরুরি প্রয়োজন সামাজিক কবরস্থানের। কিন্তু সুবিধামতো স্থান না থাকায় বিভিন্ন সময় দাফন কার্যক্রম অর্থ ব্যয়সহ অনেক অসুবিধা পোহাতে হয়। এ ছাড়া দলিলের বর্ণিত মতে আয়ের খরচ তেমন সামাজিক ও ধর্মীয় উপকারে যতটুকু না আসে তার চেয়েও অধিক জরুরি কবরস্থান। কিন্তু বিষয়টি যেহেতু রেজিঃ দলিলমূলে ও ধর্মীয় ব্যাপার, তাই অত্র সমাজবাসী মুফতীগণের সিদ্ধান্তের আলোকে উক্ত জায়গায় কবরস্থান করার ইচ্ছা পোষণ করেন। প্রশ্ন হলো, উক্ত দলিল অনুযায়ী জমিটি কবরস্থানের কাজে ব্যবহার করা বৈধ হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উক্ত ভূমির আয় ১. মসজিদে দান করবে। ২. রোজাদারদের জন্য ইফতারির আয়োজন করবে। ৩. মাদরাসায় দান করবে। ৪. দ্বীন-দুঃখী ও গরিব লোকদের সাহায্য করবে। কিন্তু বর্তমান উক্ত সমাজে মসজিদ এবং মাদরাসার যাবতীয় কাজকর্ম সূচারুরূপে এবং ইমাম ও শিক্ষকদের বর্তমান বেতন ও আগাম বেতনের সুব্যবস্থা রয়েছে। উল্লেখ্য জমিদাতার দানের উদ্দেশ্যে উক্ত সমাজবাসীর কল্যাণার্থে। এখন উক্ত সমাজের মসজিদ-মাদরাসা স্বয়ং সম্পূর্ণ। তা ছাড়া উক্ত সমাজের দ্বীন-দুঃখী ও গরিব লোক এবং সমাজের সর্বস্তরের লোকের বুকভরা আশা উক্ত ভূমিটি তাদের সামাজিক কবরস্থানে রূপান্তরিত হওয়া।

**উত্তর :** ওয়াক্‌ফকারী যে উদ্দেশ্যে ও কাজের জন্য ওয়াক্‌ফ করে সে কাজেই ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির ব্যবহার করা জরুরি বিধায় মোসাম্মৎ আকিরম নেছা বিবি ২৮ শতাংশ জমি যে ৪টি খাতে ব্যয় করার উদ্দেশ্যে ওয়াক্‌ফ করেছেন, ওই খাতসমূহেই তাঁর জমির আয়-ব্যয় করা জরুরি। ওই জমি কবরস্থানে রূপান্তরিত করা বা এর আয় অন্য খাতে ব্যয় করা সহীহ হবে না। (১৮/১০৫/৭৪৭৩)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٤/ ٤٣٣ : (قوله: قولهم شرط الواقف كنص الشارع) في الخيرية قد صرحوا بأن الاعتبار في الشروط لما هو الواقع لا لما كتب في مكتوب الوقف، فلو أقيمت بينة لما لم يوجد في كتاب الوقف عمل بها بلا ريب لأن المكتوب خط مجرد ولا عبرة به لخروجه عن الحجج الشرعية.

📖 فيه أيضا ٤ / ٣٤٣ : فإن شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع وهو مالك، فله أن يجعل ماله حيث شاء ما لم يكن معصية.

📖 فيه أيضا ٤ / ٤٤٥ : على أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة.

## নিচে কবরস্থান বহাল রেখে ওপরে মাদরাসা করা অবৈধ

**প্রশ্ন :** ওয়াক্‌ফকৃত কবরস্থানের ওপর পিলার তৈরি করে এর ওপর মাদরাসা তথা হেফজখানা করা যাবে কি না? মাদরাসার নিচে কবরস্থান বহাল থাকবে?

**উত্তর :** প্রশ্নোল্লিখিত পদ্ধতিতে ওয়াক্‌ফকৃত কবরস্থানের ওপরে মাদরাসা নির্মাণ করা জায়েয হবে না। (১৮/১৬২/৭৫০৮)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٤ / ٤٤٥ : على أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤٧٠ : سئل القاضي الإمام شمس الأئمة محمود الأوزجندي عن مسجد لم يبق له قوم وخرب ما حوله واستغنى الناس عنه هل يجوز جعله مقبرة؟ قال: لا. وسئل هو أيضا عن المقبرة في القرى إذا اندرست ولم يبق فيها أثر الموتى لا العظم ولا غيره هل يجوز زرعها واستغلالها؟ قال: لا، ولها حكم المقبرة، كذا في المحيط فلو كان فيها حشيش يحش ويرسل إلى الدواب ولا ترسل الدواب فيها، كذا في البحر الرائق.

📖 خیر الفتاوی(زکریا) ۳/ ۲۲۷ : سوال-اگر مکان کے متصل کچھ قبریں ہوں تو ان کے اوپر چھت ڈال کر رہائش کیلئے کمرہ بنایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جبکہ موجود قبریں پوری طرح محفوظ ہوں گی۔

الجواب-وقف قبرستان میں ایسا نہیں کر سکتے۔

## মালিকানাধীন কবরস্থানের ওপর ছাদ দিয়ে মাদরাসা করা

**প্রশ্ন :** মালিকানা কবরস্থানে কবর দেওয়ার কার্যক্রম জারি রেখে ওপরে ছাদ দিয়ে দোতলা থেকে মাদরাসা করা জায়েয হবে কি না। মালিকের পক্ষ হতে যদি মালিক দোতলা থেকে মাদরাসার জন্য ওয়াক্‌ফ করে দেয় তাহলে শরীয়তে এমন ওয়াক্‌ফ গ্রহণযোগ্য হবে কি না?

**উত্তর :** কবরস্থানের জন্য ওয়াক্‌ফ নয়, এমন মালিকানা কবরস্থানে দাফনকৃত লাশ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে সেখানে মালিকগণের অনুমতিক্রমে যেকোনো কাজ করার অনুমতি শরীয়তে আছে। তবে যদি লাশ নিশ্চিহ্ন না হয় এবং ভবিষ্যতেও লাশ দাফনের পরিকল্পনা থাকে তখন এ কবরস্থান বহাল রেখে দ্বিতীয় তলা থেকে মাদরাসার জন্য ওয়াক্‌ফ করা শরীয়তসম্মত নয়। (৮/৪৫০)

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ١/ ٢٤٦ : ولو بلي الميت وصار ترابا جاز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء عليه.

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٢٣٣ : وقال الزيلعي: ولو بلي الميت وصار ترابا جاز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء عليه اهـ.

Scanned by CamScanner

📖 خیر الفتاوی(زکریا) ۳/ ۲۲۷ : سوال-اگر مکان کے متصل کچھ قبریں ہوں تو ان کے اوپر چھت ڈال کر رہائش کیلئے کمرہ بنایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جبکہ موجود قبریں پوری طرح محفوظ ہوں گی۔

الجواب-وقف قبرستان میں ایسا نہیں کر سکتے۔

## মসজিদসংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের জন্য কবরের ওপর ছাদ সম্প্রসারণ করা

**প্রশ্ন :** আমাদের মসজিদের পাশেই মালিকানাধীন কবরস্থান। মসজিদের সম্প্রসারণের জন্য আমরা মসজিদের সাথে লাগিয়ে কবরস্থানের অংশ হিসেবে ব্যবহার করব অথবা ইমাম-মুয়াজ্জিনের থাকার ব্যবস্থা করব। এ ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কী? উক্ত কবরস্থানের জায়গায় পিলার দিয়ে ওপরে জায়গা হিসেবে ব্যবহার করা যাবে কি না?

**উত্তর :** যেহেতু কবরের ওপর ঘর ইত্যাদি নির্মাণ করা হাদীসের আলোকে নিষেধ বিধায় দাফনের কাজে ব্যবহৃত কবরস্থানের ওপর ছাদ দিয়ে ওপরে কিছু করা শরীয়তের আলোকে বৈধ হবে না। অতএব প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে মালিকানাধীন দাফনের কাজে ব্যবহৃত কবরস্থানের ওপর ছাদ নির্মাণ করে সেখানে মসজিদসংক্রান্ত কোনো কর্মকাণ্ড করার অনুমতি দেওয়া যাবে না। তবে মসজিদ সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় স্থানে দাফনকৃত লাশ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে মালিকের অনুমতিক্রমে নির্দিষ্ট পরিমাণ জায়গাকে মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। (১৪/২০৬)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٧/ ٣٤ (٩٧٠) : عن جابر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه» -

📖 سنن الترمذي (دار الحديث) ٣ / ٢٣٩ (١٠٥٢) : عن جابر قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور، وأن يكتب عليها، وأن يبنى عليها، وأن توطأ» -

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢/ ١٩٤ : (قوله ولا يجصص) لحديث جابر «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه» وأن يوطأ والتجصيص طلي البناء بالجص بالكسر والفتح كذا في المغرب، وفي الخلاصة، ولا يجصص القبر ولا يطين، ولا يرفع عليه بناء -

Scanned by CamScanner

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ١/ ٢٤٦ : ولو بلي الميت وصار ترابا جاز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء عليه.

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٢/ ١٠١ : فإن أحب صاحب الأرض أن يسوي القبر ويزرع فوقه كان له ذلك فإن حقه في باطنها وظاهرها. فإن شاء ترك حقه في باطنها. وإن شاء استوفاه ومن الأعذار أن يسقط في اللحد مال ثوب أو درهم لأحد.

## পিলারের সাহায্যে কবরের ওপর মসজিদের হাউজ নির্মাণ করা

**প্রশ্ন :** ওয়াক্‌ফকৃত কবরস্থানের কবরের চারপাশে পিলার দিয়ে কবরের স্মৃতি বাকি রেখে সেই চারটি পিলারের ওপর মসজিদের হাউজ নির্মাণ করা যাবে কি না? এবং সেই কবরস্থান ২০-২৫ বছরের পুরাতন এবং সেখানে ভবিষ্যতে কোনো লাশ দাফনের সম্ভাবনা নেই।

**উত্তর :** ওয়াক্‌ফকৃত কবরস্থান যদি অনেক পুরাতন হয় এবং ওই জায়গা আর দাফনের জন্য ব্যবহৃত না হয়–এমতাবস্থায় ওই জায়গা মসজিদ-মাদরাসাসহ যেকোনো দ্বীনি কাজে অতি প্রয়োজনে ব্যবহার করার শরীয়তের দৃষ্টিতে অনুমতি আছে। তাই প্রশ্নে বর্ণিত বিবরণ অনুযায়ী, পুরাতন কবরের স্মৃতির জন্য পিলারের ওপর মসজিদের হাউজ করা বৈধ হবে। (৮/৫৭৪/২২৯১)

📖 عمدة القارى (دار إحياء التراث) ٤/ ١٧٩ : فإن قلت: هل يجوز أن تبنى على قبور المسلمين؟ قلت: قال ابن القاسم: لو أن مقبرة من مقابر المسلمين عفت فبنى قوم عليها مسجدا لم أر بذلك بأسا، وذلك لأن المقابر وقف من أوقاف المسلمين لدفن موتاهم لا يجوز لأحد أن يملكها، فإذا درست واستغنى عن الدفن فيها جاز صرفها إلى المسجد، لأن المسجد أيضا وقف من أوقاف المسلمين لا يجوز تملكه لأحد، فمعناهما على هذا واحد. وذكر أصحابنا أن المسجد إذا خرب ودثر ولم يبق حوله جماعة، والمقبرة إذا عفت ودثرت تعود ملكا لأربابها، فإذا عادت ملكا يجوز أن يبنى موضع المسجد دارا وموضع المقبرة مسجدا وغير ذلك، فإذا لم يكن لها أرباب تكون لبيت المال. وفيه: أن القبر إذا لم يبق فيه بقية من الميت ومن ترابه المختلط بالصديد جازت الصلاة فيه.

Scanned by CamScanner

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۶/ ۴۰۹ : الجواب-اس قبرستان میں اگر لوگوں نے اموات کو دفن کرنا ترک کر دیا ہو اور سابقہ قبروں کے نشان مٹ گئے ہوں تو وہاں مسجد بنانا جائز ہے۔

## সরকারি অনুমতিপ্রাপ্ত যৌথ জমিতে অবস্থিত মসজিদের নিচে কবর দেওয়া

**প্রশ্ন :** ডিআইটি কর্তৃক নির্ধারিত একটি জায়গার মধ্যখানে একটি পারিবারিক কবরস্থান। যার কারণে জায়গাটি প্লট করতে অযোগ্য হয়ে পড়ায় ডিআইটি আর বিক্রি করতে পারছে না। ফলে ওই জায়গাটি এলাকাবাসী অনুমতি ছাড়াই কবরস্থান হিসেবে ব্যবহার করতে থাকে। পরবর্তীতে স্থানীয় এক ব্যক্তি ওই জায়গাটি ডিআইটি থেকে কবরস্থান ও মসজিদের নামে মৌখিকভাবে অনুমতি নিয়ে নেয়। বর্তমানে ওই জায়গার কিছু অংশে পিলার করে ওপরে মসজিদ করা হয়েছে, যার নিচে কয়েকজনের কবরও আছে। ওই মসজিদে অন্যান্য মসজিদের ন্যায় পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও জুমু'আর নামায অব্যাহত আছে।

অতএব, এমতাবস্থায় ওই মসজিদে নামায পড়ার ও তার নিচে নতুন করে কবর দেওয়ার বৈধতা সম্পর্কে অবগতকরত সহীহ দ্বীন নিয়ে চলতে হুজুরের সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করছি।

**উত্তর :** প্রশ্নে বর্ণিত ভূমি সরকার থেকে মসজিদ ও কবরস্থানের জন্য বরাদ্দ নেওয়া হয়েছে বিধায় ভূমির যে অংশে পূর্বে থেকে কবর দেওয়া হচ্ছে সেই অংশ কবরস্থান হিসেবেই ব্যবহৃত হবে। অন্য অংশ মসজিদের জন্য নির্ধারিত থাকবে। পক্ষান্তরে নিচে কবরস্থান এবং ওপরে মসজিদ নির্মাণ করলে সেটা শরয়ী মসজিদ হিসেবে গণ্য হবে না। (১৩/৩২৮)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٥ / ٢٥١ : وحاصله أن شرط كونه مسجدا أن يكون سفله وعلوه مسجدا لينقطع حق العبد عنه لقوله تعالى {وأن المساجد لله} بخلاف ما إذا كان السرداب أو العلو موقوفا لمصالح المسجد فإنه يجوز إذ لا ملك فيه لأحد بل هو من تتميم مصالح المسجد فهو كسرداب مسجد بيت المقدس هذا هو ظاهر المذهب وهناك روايات ضعيفة مذكورة في الهداية وبما ذكرناه علم أنه لو بنى بيتا على سطح المسجد لسكنى الإمام فإنه لا يضر في كونه مسجدا لأنه من المصالح-

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ١ / ٦٥٦ : لو جعل الواقف تحته بيتا للخلاء هل يجوز كما في مسجد محلة الشحم في دمشق؟ لم أره صريحا، نعم سيأتي متنا في كتاب الوقف أنه لو جعل تحته سردابا بالمصالحة جاز تأمل.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٧/ ٢٢٢ : الجواب- شرعی مسجد کی شان یہ ہوتی ہے کہ نیچے کی منزل اور اوپر کی منزل مسجد رہے یہ صورت کہ نیچے کی منزل مدرسہ قرار دیا جائے اور اوپر کی منزل مسجد رہے اور لکڑی کی سیڑھی لگا کر اوپر جا کر نماز ادا کیا جائے شرعا درست نہیں۔

## কবরস্থানের জায়গা কবরের জন্য রেখে ওপরের অংশে মসজিদ নির্মাণ

**প্রশ্ন :** মসজিদের ওয়াক্ফকৃত জায়গার সংলগ্ন ওয়াক্ফকৃত কবরস্থানের নিচের জায়গাটুকু কবরের জন্য খালি রেখে তার ওপরের অংশে মসজিদ নির্মাণ করতে শরীয়ত মতে কোনো অসুবিধা আছে কি না?

**উত্তর :** শরীয়তের বিধান অনুসারে ওয়াক্ফকৃত জায়গাকে তার নির্দিষ্ট খাতে ব্যবহার করা জরুরি। সাধারণ অবস্থায় তার নির্দিষ্ট খাত ছাড়া অন্য খাতে ব্যবহার করার অনুমতি নেই। কবরস্থান ও মসজিদ ভিন্ন ভিন্ন খাত হওয়ার দরুন কবরস্থানের জায়গায় মসজিদ নির্মাণ করা অনুরূপভাবে মসজিদের জায়গায় কবরস্থান বানানো নাজায়েয। উপরন্তু কবরের ওপর নামায পড়া বা কবরের ওপর কোনো কিছু নির্মাণ করাও নিষেধ এবং মসজিদ শরয়ী হওয়ার জন্য মসজিদের ওপর-নিচ সম্পূর্ণ মসজিদের জন্য ওয়াক্ফ হওয়া শর্ত। উপরোক্ত নীতিমালাগুলোর ভিত্তিতে কবরস্থানে জন্য ওয়াক্ফকৃত জায়গায় এবং দাফনের কাজে ব্যবহার্য কবরস্থানের ওপর ছাদ দিয়ে ওপরে মসজিদ নির্মাণ করা বা মসজিদ সম্প্রসারণ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হবে না। (৮/৫৭৬ /২২৬২)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤ / ٤٣٣ : قولهم: شرط الواقف كنص الشارع أي في المفهوم والدلالة ووجوب العمل به -

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٤ / ٣٩٥ : وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه، سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا اهـ وهذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم، شرط الواقف كنص الشارع فيجب اتباعه.

Scanned by CamScanner

📖 البحر الرائق (سعيد) ٥ / ٢٥١ : وحاصله أن شرط كونه مسجدا أن يكون سفله وعلوه مسجدا لينقطع حق العبد عنه لقوله تعالى {وأن المساجد لله} بخلاف ما إذا كان السرداب أو العلو موقوفا لمصالح المسجد فإنه يجوز إذ لا ملك فيه لأحد بل هو من تتميم مصالح المسجد فهو كسرداب مسجد بيت المقدس هذا هو ظاهر المذهب وهناك روايات ضعيفة مذكورة في الهداية وبما ذكرناه علم أنه لو بنى بيتا على سطح المسجد لسكنى الإمام فإنه لا يضر في كونه مسجدا لأنه من المصالح-

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤٩٠ : ولا يجوز تغيير الوقف عن هيئته فلا يجعل الدار بستانا ولا الخان حماما ولا الرباط دكانا، إلا إذا جعل الواقف إلى الناظر ما يرى فيه مصلحة الوقف، كذا في السراج الوهاج.

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٢٣٥ : وأما البناء عليه فلم أر من اختار جوازه. وفي شرح المنية عن منية المفتي: المختار أنه لا يكره التطيين. وعن أبي حنيفة: يكره أن يبني عليه بناء من بيت أو قبة أو نحو ذلك، لما روى جابر «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن تجصيص القبور، وأن يكتب عليها، وأن يبنى عليها» رواه مسلم وغيره-

## কবরস্থানে বৃক্ষ ও ফল গাছ লাগিয়ে ভোগ করা

**প্রশ্ন :** কতিপয় কবরস্থান এমন আছে, যার যথাযথভাবে হেফাজত করা হয় না। কেননা অনেক লোককে দেখা যায় যে তারা কবরস্থানে বিভিন্ন প্রকারের ফলের গাছ রোপণ করে এবং এগুলো বড় হলে তা থেকে উৎপাদিত ফলফলাদি ভক্ষণ করে। অন্যদিকে বৃক্ষরাজি বড় হলে তা বিক্রয় করে টাকা ভক্ষণ করে। জানার বিষয় হলো, কবরস্থানে ফলফলাদির গাছ রোপণ করে তা থেকে উৎপাদিত ফল ভক্ষণ করা এবং বৃক্ষরাজি বড় হলে তা বিক্রয় করে টাকা ভক্ষণ করা শরীয়তে বৈধ কি না?

**উত্তর :** যদি কোনো ব্যক্তি ওয়াক্ফ কিংবা জনসাধারণের কবরস্থানে গাছ লাগায় তাহলে ওই ব্যক্তি গাছ লাগানোর সময়ের নিয়্যাতের ওপরই বিষয়টি নির্ভর করবে। অর্থাৎ যদি গাছ লাগানোর সময় ওয়াক্ফের নিয়্যাত করে তাহলে গাছ ওয়াক্ফ হবে। আর যদি নিজে উপকৃত হওয়ার জন্য নিয়্যাত করে তাহলে গাছ এবং ফল ওই ব্যক্তির অনুমতি

Scanned by CamScanner

ছাড়া অন্য কারো জন্য ওই গাছ থেকে ফল খাওয়া বা বিক্রি করা জায়েয হবে না। কিন্তু মুতাওয়াল্লী এবং জনসাধারণের জন্য পূর্ণ অধিকার আছে, যখনই ইচ্ছা ওই ব্যক্তিকে গাছ কাটা অথবা উঠানোর জন্য বাধ্য করা। (১৪/৪১০/৫২৩৮)

📖 فتاوى قاضيخان (أشرفيه) ٤ /٣٠٨ : غرس شجر فى أرض موقوفة على الرباط وأقام عليها فى سقيها وتعاهدها حتى كبرت ولم يذكر وقت الغرس أنها للرباط، قال الفقيه أبو جعفر رح إن كان هذا الرباط يلى تعاهد الأرض الموقوفة على الرباط فالشجر يكون وقفا، وإن لم يكن إليه ولاية فالشجر يكون للغارس وله أن يرفعها -

📖 امداد الفتاوى (زکریا) ٢/ ٦١١ : الجواب-غارس سے پوچھنا چاہئے کہ کس نیت سے لگایا ہے اگر اپنے لئے لگایا ہے تو بدون اس کے اذن کے کسی کو کھانا درست نہیں اور اگر وقف للمسلمین کے لئے لگایا ہے تو سب کو کھانا جائز ہے اور اگر وقف للمسجد کے لئے لگایا ہے تو پھر اس کو فروخت کر کے مسجد ہی میں صرف کرنا واجب ہے اور در صورت نیت نفع نفسہ یا نفع للمسلمین متولی مسجد کو اختیار ہے جب چاہے اکھاڑ ڈالے۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٥ /٣٠٥ : جو قبرستان مردے دفن کرنے کے لئے وقف ہو اس میں کاشت کرنا جائز نہیں، خواہ بالفعل اس میں قبریں موجود ہوں یا نہ ہو، لان شرط الواقف کنص الشارع۔

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ٧ /١٢٠ : مقبرہ کی فارغ زمین ایسے طور پر درخت لگانا کہ اصل غرض یعنی دفن اموات میں نقصان نہ آئے جائز ہے، ان درختوں کے پھلوں کی بیع جائز ہوگی، اور پھلوں کی قیمت قبرستان کے کام میں لائے جائے گی، جواز کے لئے یہ شرط بھی ہے کہ درخت لگانے ان کی حفاظت کرنے پھلوں کے توڑنے اور اس کے متعلقہ کاموں میں قبروں کا روندا جانا پامال ہونا نہ پایا جائے۔

## দূরের কবরস্থান বিক্রি করে কাছে কবরস্থান কেনা অবৈধ

প্রশ্ন : আমাদের এলাকার লোকজন বিভিন্ন স্থানে মৃত দাফন করত। তাই এলাকার লোকজন মিলে কবরস্থান করার পরামর্শ করল। পরামর্শে একজন ব্যক্তি প্রায় ৩০ শতক জমি কবরস্থানের জন্য ওয়াক্ফ করল। সকলেই খুশিমনে কবুল করেছিল এবং পরবর্তী মৃতদের উক্ত স্থানে দাফন করতে থাকে। এভাবে প্রায় ২০-২৫টি কবর সেখানে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কবরস্থানের জায়গাটি এলাকার এক কোণে হওয়ায় সেখানে লোকজন খুব কমই যায়। অনেকে সেখানে যেতে ভয় পায়। সে জন্য অনেকে আগ থেকেই

Scanned by CamScanner

অসিয়ত করে যায় আমার কবর যেন সে স্থানে না হয় বরং বাড়ির পাশে দাফন করা হয়। এভাবে অধিকাংশ ধনীর দাফন বাড়ির পাশেই হয়। কিছুদিন পূর্বে আমাদের এলাকার মেম্বার সাহেবের আম্মাজান মারা গেলে তাঁকে দাফন করার জন্য এলাকার মসজিদে মাদরাসার পাশের একটি জমি, যা মাদরাসা ও কবরস্থানের জন্য ওয়াক্ফ করেছে, সেখানেই তাঁকে দাফন করেছে। বর্তমান উক্ত জমি কবরস্থানের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে।

এখন পূর্বের কবরস্থানের কবরের জায়গাগুলো রেখে বাকি জমি বিক্রি করে নতুন কবরস্থানের পাশের জমি ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এমতাবস্থায় আমার প্রশ্ন হলো :

১) প্রথম কবরস্থানের ওয়াক্ফকৃত জায়গা বিক্রি করা বৈধ হবে কি?

২) আমি একটি চিন্তা করেছি যে পূর্বের স্থানে যেহেতু কেউ যেতে চায় না, তাই ওই কবরস্থানে শুধুমাত্র ওই সমস্ত মৃত দাফন দেওয়া হবে, যারা বিষপান করে আত্মহত্যা করে মারা যায়। তাদের মসজিদ-মাদরাসার পাশে দাফন না দিয়ে ওই দূরের কবরস্থানে দাফন দেওয়া হবে। এটা ঠিক হবে কি না?

উল্লেখ্য, পূর্বের কবরস্থানে যাদের পিতা-মাতাকে দাফন দেওয়া হয়েছে তাদের অনেকেই কবরস্থান পরিবর্তন করতে কিছুতেই রাজি নয়। কিন্তু বেশির ভাগ লোকজন কবরস্থান পরিবর্তন করতে খুবই ইচ্ছুক। এমনকি ওয়াক্ফকারীগণও কবরস্থান পরিবর্তন করতে খুবই আগ্রহী। এমতাবস্থায় শরয়ী সমাধান কী?

**উত্তর :** যে জমি যে কাজের জন্য ওয়াক্ফ করা হয় তা ওই কাজের জন্যই ব্যবহার করতে হয়। এর বিক্রি ও পরিবর্তন কারো জন্য জায়েয হবে না। এমনকি ওয়াক্ফকারীর জন্যও কোনো প্রকারের হস্তক্ষেপ ও পরিবর্তন বৈধ হয় না। তাই প্রশ্নে উল্লিখিত পূর্বের ওয়াক্ফ কবরস্থানটি বিক্রি করে এর অর্থে নতুন কবরস্থানের পাশে জমি কেনার সিদ্ধান্ত শরয়ী দৃষ্টিকোণে বৈধ হবে না। আত্মহত্যাকারীদের দাফন ওই কবরস্থানে করা যেতে পারে। (১৪/৮২২/৫৮৩৩)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٨٤ : اعلم أن الاستبدال على ثلاثة وجوه: الأول: أن يشرطه الواقف لنفسه أو لغيره أو لنفسه وغيره، فالاستبدال فيه جائز على الصحيح وقيل اتفاقا. والثاني: أن لا يشرطه سواء شرط عدمه أو سكت لكن صار بحيث لا ينتفع به بالكلية بأن لا يحصل منه شيء أصلا، أو لا يفي بمؤنته فهو أيضا جائز على الأصح إذا كان بإذن القاضي ورأيه المصلحة فيه. والثالث: أن لا يشرطه أيضا ولكن فيه نفع في الجملة وبدله خير منه ريعا ونفعا، وهذا لا يجوز استبداله على الأصح المختار-

Scanned by CamScanner

📖 البحر الرائق (سعيد) ٥/ ٢٠٦ : وظاهر قولهم أن الوقف لا يملك ولا يباع يقتضي أن الوقفية لا تبطل بالخراب ولا تعود إلى ملك الواقف ووارثه وأنه لا يجوز الاستبدال ولذا قال الإمام قاضي خان ولو كان الوقف مرسلا لم يذكر فيه شرط الاستبدال لم يكن له أن يبيعها ويستبدل بها وإن كانت أرض الوقف سبخة لا ينتفع بها لأن سبيل الوقف أن يكون مؤبدا لا يباع-

## প্রাচীন কবরস্থানে মাটি ভরাট করে ঈদগাহে রূপান্তরিত করা

**প্রশ্ন :** আমাদের গ্রামে একটি প্রাচীন কবরস্থান ছিল। আমরা তার ওপর নতুন করে তিন হাত উঁচু করে মাটি ভরাট করে ১৫ বছর যাবৎ ঈদের নামায পড়ছি। কোনো কোনো আলেমের মতে, এ স্থানে পাহাড়সমান মাটি উঁচু করলেও নামায পড়া জায়েয হবে না। উক্ত বিষয়টি নিয়ে আমরা গ্রামবাসী বিভ্রান্তিতে আছি। আপনাদের কাছে সমাধান চাই।

**উত্তর :** প্রাচীন কবরস্থান, যা দীর্ঘদিন ধরে কবরস্থান হিসেবে ব্যবহার হয়ে আসছে তার ব্যাপারে ব্যক্তিমালিকানার কোনো দাবিদার না থাকলে তা ওয়াক্‌ফকৃত কবরস্থান হিসেবে ধর্তব্য হবে। এ ধরনের কবরস্থান দাফনের কাজে ব্যবহার না হয়ে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকলে দাফনকৃত লাশ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে এলাকাবাসীর ঐকমত্যে সেটাকে ঈদগাহ বানানো জায়েয আছে। (১৪/৯৩৪/৫৭৪০)

📖 عمدة القارى (دار إحياء التراث) ٤/ ١٧٩ : فإن قلت: هل يجوز أن تبنى على قبور المسلمين؟ قلت: قال ابن القاسم: لو أن مقبرة من مقابر المسلمين عفت فبنى قوم عليها مسجدا لم أر بذلك بأسا، وذلك لأن المقابر وقف من أوقاف المسلمين لدفن موتاهم لا يجوز لأحد أن يملكها، فإذا درست واستغنى عن الدفن فيها جاز صرفها إلى المسجد، لأن المسجد أيضا وقف من أوقاف المسلمين لا يجوز تملكه لأحد، فمعناهما على هذا واحد.

📖 احسن الفتاوى (سعيد) ٦ / ٤٠٩ : الجواب- اس قبرستان میں اگر لوگوں نے اموات کو دفن کرنا ترک کر دیا ہو اور سابقہ قبروں کے نشان مٹ گئے ہوں تو وہاں مسجد بنانا جائز ہے ایسے ہی اگر قبرستان کسی کا مملوک ہے اور اس میں قبور مٹ چکی ہوں تو مالک کو اجازت سے مسجد وہاں بنانا جائز ہے۔

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱/ ۴۸۹ : اور اگر زمین وقف ہے اور قبریں پرانی نہیں تب بھی شامل کرنا درست نہیں اور اگر قبریں پرانی ہو چکیں کہ میت بالکل مٹی بن گئی، نیز وہاں اور مردوں کو دفن نہ کیا جاتا ہو تو اس کو مسجد میں شامل کرنا درست ہے۔

## কবরস্থানের ঘাস কেটে বা চরিয়ে পশুকে খাওয়ানো

**প্রশ্ন :** ঈদের মাঠের এবং কবরস্থানের ঘাস কেটে নিয়ে গরুকে খাওয়ানো এবং গরু চরিয়ে ঘাস খাওয়ানোর হুকুম কী?

**উত্তর :** ঈদগাহ এবং কবরস্থানে গরু চরানো নিষেধ আর সেখান থেকে সবুজ ঘাস কেটে গরুকে খাওয়ানো মাকরূহ। তবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার খাতিরে কাটার প্রয়োজন হলে কেটে নিয়ে গরুকে খাওয়ানো যাবে। (১৬/৩৮৫/৬৫৬৮)

📖 رد المحتار (سعيد) ٢ /٢٤٥ : يكره أيضا قطع النبات الرطب والحشيش من المقبرة دون اليابس كما في البحر والدرر وشرح المنية وعلله في الإمداد بأنه ما دام رطبا يسبح الله - تعالى - فيؤنس الميت وتنزل بذكره الرحمة اه ونحوه في الخانية.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ /١٦٦-١٦٧ : ويكره أن يبنى على القبر أو يقعد أو ينام عليه أو يوطأ عليه أو تقضى حاجة الإنسان من بول أو غائط أو يعلم بعلامة من كتابة ونحوه، كذا في التبيين-

📖 فيه أيضا ١/ ١٦٧ : ويكره قطع الحطب والحشيش من المقبرة فإن كان يابسا لا بأس به، كذا في فتاوى قاضيخان.

📖 وفيه أيضا ٤٧١/٢ : فلو كان فيها حشيش يحش ويرسل إلى الدواب ولا ترسل الدواب فيها، كذا في البحر الرائق -

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۷ /۱۱۶ : ... ... ہاں خودرو گھاس اگر سبز ہو تو اس کا کاٹنا مکروہ تنزیہی ہے۔

📖 فیہ ایضا۷/ ۱۲۴ : جواب... قبرستان میں جانوروں کو گھاس چرانے کیلئے چھوڑنا اور قبروں کو پامال کرانا جائز نہیں۔

Scanned by CamScanner

## ব্যক্তিগত কবরস্থানের এক কোণে নামাযঘর করা

**প্রশ্ন :** আমার আব্বাকে আমাদের পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। উক্ত কবরস্থান তিনি তাঁর মৃত্যুর কয়েক মাস আগে নির্মাণ করেছিলেন। বর্তমানে তিনি একাই সেখানে শায়িত আছেন। গোরস্তানটি পাকা রাস্তার পাশে অবস্থিত। সংগত কারণেই ওই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন শত শত লোক যাতায়াত করে। আমরা উক্ত গোরস্তানের এক পাশে ক্ষুদ্র আকারে নামায পড়ার একটি জায়গা নির্দিষ্ট করে দিতে চাই। অবশ্য তা শরয়ী মসজিদ নয়। আমাদের উদ্দেশ্য পথচারী বা অন্য যে কেউ সেখানে নামায পড়বে এবং যেহেতু নামাযের জায়গাটি কবরের পাশেই, তাই হয়তো নামাযীরা আল্লাহর দরবারে আব্বার জন্য দু'আ করবে এবং তাতে আমার আব্বা উপকৃত হবেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা কি কবরস্থানের এক পাশে নামাযের জন্য জায়গা নির্দিষ্ট করে দিতে পারি?

**উত্তর :** ওয়াক্‌ফবিহীন মালিকানাধীন কবরস্থানের যে জায়গা এখনো দাফনকাজে ব্যবহৃত হয়নি মালিকগণ ইচ্ছা করলে সে জায়গা যেকোনো ধরনের কল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করতে পারে। তাই আপনাদের পারিবারিক কবরস্থানের এক পাশে নামাযঘর নির্মাণ করতে শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো আপত্তি নেই। (৯/৪৬৫/২৭১৬)

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٦٥٤ : أو كان في المقبرة موضع أعد للصلاة ولا قبر ولا نجاسة فلا بأس كما في الخانية. اه

📖 مجموعۃ الفتاوی (سعید) ۱/ ۱۹۹ : مقبرۃ میں نماز پڑھنے میں کچھ حرج نہیں ہے جبکہ اس میں کوئی جگہ نماز کیلئے مقرر ہو اور اس میں کوئی قبر نہ ہو کیونکہ کراہت کی علت اہل کتاب کی تشبہ ہے اور یہ حالت مذکورہ میں منتفی ہے۔

## কবরের ওপর মসজিদ সম্প্রসারিত হলে সেখানে নামায বৈধ

**প্রশ্ন :** আজ হতে প্রায় ৬০ বছর পূর্বে আমার দাদা ইন্তেকাল করেন। মসজিদের পশ্চিম পাশে দাফন করা হয়। পরবর্তীতে মসজিদের আয়তন বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে মসজিদের পশ্চিম দিকে মসজিদ বাড়ানো হয়। ঘটনাক্রমে আমার দাদার কবরটি মসজিদের ভেতরে পড়ে যায় এবং মসজিদের সম্মুখভাগে এমন জায়গায় যেখানে সিজদা পড়ে। এখন এলাকার লোকজনের মাঝে এ নিয়ে চরম বিতর্ক লেগে যায়। এক পক্ষের মতামত এই যে যেহেতু কবরের ওপর সিজদা করা অবৈধ, তাই কবরের জায়গাটিকে প্রাচীর দ্বারা ঘিরে চিহ্নিত করতে হবে, যাতে কবরস্থানে সিজদা না পড়ে।

Scanned by CamScanner

অন্য পক্ষের মতামত এই যে যেহেতু কবর অনেক পুরাতন, তাই তথায় সিজদা করার দ্বারা কোনো অসুবিধা নেই। চিহ্নিত করার কোনো দরকার নেই। প্রশ্ন হলো, উক্ত মতামত দুটির মধ্যে কোনটি সঠিক?

**উত্তর :** বহু পুরাতন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া কবরের ওপর প্রয়োজনে মসজিদ নির্মাণ করা জায়েয আছে এবং নামায পড়লে নিঃসন্দেহে সহীহ হবে। তাই প্রশ্নোক্ত মসজিদে নামায পড়া বৈধ হবে। ৬০ বছরের পুরাতন কবরের জায়গায় সম্প্রসারণ করায় সে জায়গা মসজিদের রূপ নিয়েছে বিধায় সেখানে সিজদা করলে কবরকে সিজদা করা হচ্ছে বলা হবে না। বায়তুল্লাহ শরীফের পাশে তাওয়াফ ও নামাযের জায়গায় বহু কবর ছিল বলে ইতিহাসে পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, কবরস্থানটি যদি সম্পূর্ণরূপে মালিকানাধীন হয় তাহলে সেটাকে মালিকের অনুমতি সাপেক্ষে মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করা বৈধ। (৯/৫৫০/২৭২৯)

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ١/ ٢٤٦ : ولو بلي الميت وصار ترابا جاز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء عليه.

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۷/ ۱۳۵ : اگر یہ زمین مملوکہ ہے قبرستان کے لئے وقف نہیں اور قبروں کے آثار مٹ گئے تو اس پر مالکوں کی اجازت سے مسجد یا عید گاہ بنائی جا سکتی ہے اور اس میں نماز جائز ہے۔

## সম্প্রসারিত মসজিদে কবর পড়লে তা মাটির সাথে মিটিয়ে দেবে

**প্রশ্ন :** আমাদের গ্রামে হযরত শাহ কবির (রহঃ)-এর নামে ওয়াক্ফকৃত প্রায় ১১ বিঘা জমির ওপর তাঁর নামে প্রাচীন মাজার, মসজিদ, মাদরাসা ও এতিমখানা অবস্থিত। উক্ত জায়গাটি হযরত শাহ কবির (রহঃ)-এর মাজার নামে প্রসিদ্ধ। মসজিদের পেছনে বিবি শাহ নামে একটি পাকা কবর রয়েছে। উক্ত মসজিদটি বর্তমানে এলাকাবাসী বড় করতে গিয়ে পাকা কবরটি মসজিদের মাঝখানে পড়ে যায়। এমতাবস্থায় পাকা কবরটি স্থানান্তর করা যায় কি না? আর যদি মসজিদের মাঝখানে রেখে দেওয়া হয় তাহলে শরীয়ত মতে কোনো সমস্যা আছে কি না?

**উত্তর :** যে স্থানটি কবরস্থানের জন্য ওয়াক্ফকৃত নয় বা ওয়াক্ফকৃত হলেও বর্তমানে দাফনের জন্য প্রয়োজন নেই, এতে প্রয়োজনে মসজিদ সম্প্রসারণ করার অনুমতি আছে। এমতাবস্থায় ওই স্থানে পুরাতন কবর থাকলে তাকে সমতল করে মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করা জায়েয আছে। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত পাকা কবরটি স্থানান্তর অথবা কবরের

Scanned by CamScanner

আকৃতিতে বহাল না রেখে মসজিদের ফ্লোরের সাথে মিলিয়ে দিয়ে মসজিদ সম্প্রসারণ করা শরীয়তসম্মত হবে। (১৩/২৪৮)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢/ ٢٣٨ : (ولا يخرجنه) بعد إهالة التراب (إلا) لحق آدمي ك (أن تكون الأرض مغصوبة أو أخذت بشفعة) ويخير المالك بين إخراجه ومساواته بالأرض كما جاز زرعه والبناء عليه إذا بلي وصار ترابا زيلعي.

📖 عمدة القارى (دار إحياء التراث) ٤/ ١٧٩ : فإن قلت: هل يجوز أن تبنى على قبور المسلمين؟ قلت: قال ابن القاسم: لو أن مقبرة من مقابر المسلمين عفت فبنى قوم عليها مسجدا لم أر بذلك بأسا، وذلك لأن المقابر وقف من أوقاف المسلمين لدفن موتاهم لا يجوز لأحد أن يملكها، فإذا درست واستغنى عن الدفن فيها جاز صرفها إلى المسجد، لأن المسجد أيضا وقف من أوقاف المسلمين لا يجوز تملكه لأحد، فمعناهما على هذا واحد. وذكر أصحابنا أن المسجد إذا خرب ودثر ولم يبق حوله جماعة، والمقبرة إذا عفت ودثرت تعود ملكا لأربابها، فإذا عادت ملكا يجوز أن يبنى موضع المسجد دارا وموضع المقبرة مسجدا وغير ذلك، فإذا لم يكن لها أرباب تكون لبيت المال. وفيه: أن القبر إذا لم يبق فيه بقية من الميت ومن ترابه المختلط بالصديد جازت الصلاة فيه.

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٢٤٥ : ولو بلي الميت وصار ترابا جاز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء عليه .

## কবরস্থানের গাছ বিক্রীত টাকা মসজিদের কাজে লাগানো

**প্রশ্ন :** আমাদের এলাকায় একটি বিরাট কবরস্থান আছে। এতে বহু পুরাতন গাছ রয়েছে। এর এক পাশে একটি মসজিদ ও একটি মাজার আছে। এখন প্রশ্ন হলো, উক্ত বৃক্ষাদি অথবা এর বিক্রিলব্ধ টাকা সে মসজিদে ব্যবহার করা জায়েয হবে কি না?

**উত্তর :** কবরস্থানটি যদি ব্যক্তিমালিকানা হয় তাহলে গাছ মালিকের সম্পদ বলে গণ্য হবে। আর যদি ওয়াক্ফ বা সরকারি সম্পদ হয় তাহলে রোপণকারী মালিক হবে যদি জানা থাকে। অন্যথায় কবরস্থান তত্ত্বাবধায়কগণ গাছ বিক্রি করে কবরস্থানের প্রয়োজনে

Scanned by CamScanner

খরচ করতে পারে। যদি সেখানে দরকার না হয় তাহলে মসজিদে খরচ করতে পারবে। (১/২৯/২৩)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤٧٣ : مقبرة عليها أشجار عظيمة فهذا على وجهين: إما إن كانت الأشجار نابتة قبل اتخاذ الأرض أو نبتت بعداتخاذ الأرض مقبرة. ففي الوجه الأول المسألة على قسمين: إما إن كانت الأرض مملوكة لها مالك، أو كانت مواتا لا مالك لها واتخذها أهل القرية مقبرة، ففي القسم الأول الأشجار بأصلها على ملك رب الأرض يصنع بالأشجار وأصلها ما شاء، وفي القسم الثاني الأشجار بأصلها على حالها القديم. وفي الوجه الثاني المسألة على قسمين: إما إن علم لها غارس أو لم يعلم، ففي القسم الأول كانت للغارس، وفي القسم الثاني الحكم في ذلك إلى القاضي إن رأى بيعها وصرف ثمنها إلى عمارة المقبرة فله ذلك، كذا في الواقعات الحسامية.

📖 فيه أيضا ٢/ ٤٧٦ : سئل نجم الدين في مقبرة فيها أشجار هل يجوز صرفها إلى عمارة المسجد؟ قال: نعم، إن لم تكن وقفا على وجه آخر قيل له: فإن تداعت حيطان المقبرة إلى خراب يصرف إليها أو إلى المسجد قال: إلى ما هي وقف عليه إن عرف -

## কবরস্থান পরিষ্কার করা ও আয়ের লক্ষ্যে সারিবদ্ধ গাছ লাগানোর হুকুম

**প্রশ্ন :** আমাদের এলাকায় একটি কবরস্থান আছে। নতুন-পুরাতন সব ধরনেরই কবর আছে। যেমন–আজ থেকে ২০, ১০, ৫ বছর; এমনকি ৮-৯ মাস আগেরও কবর আছে। কিন্তু কবরস্থানটি গাছপালা-তরুলতা দিয়ে জঙ্গলে পরিণত হয়ে গেছে। তাই এলাকার লোকজন ওই কবরস্থানটির গাছপালাগুলো পরিষ্কার করার জন্য দা, কুড়াল, খোন্তা নিয়ে যায় এবং তা পরিষ্কার করে। অতঃপর গরুর হাল দিয়ে মই দেয়, ফলে কবরস্থানটি সাধারণ আবাদি জমির মতো মনে হচ্ছে। এ নিয়মে পরিষ্কার করার নিয়্যাত ছিল, কবরস্থানটিতে সারিবদ্ধভাবে কয়েক শত গাছের চারা কবরস্থানের আয়-উন্নতির লক্ষ্যে লাগিয়ে দেওয়া।

প্রশ্ন হলো, উক্ত নিয়মে পরিষ্কার করা ঠিক হয়েছে কি না? এবং কবরস্থানে উক্ত নিয়মে সারিবদ্ধভাবে অথবা শুধু চতুর্দিকে সীমানা রক্ষার্থে গাছ লাগানো জায়েয আছে কি? এবং কবরস্থানে যে জায়গায় এখনো কবর দেওয়া হয়নি সেখানে কোনো শস্য আবাদ করা

Scanned by CamScanner

যাবে কি না? পরিশেষে কবরস্থানের গাছপালা ও তরুলতাগুলো কী করবে? তাবলীগ জামাতের লোকদের রান্নার কাজে দেওয়া যাবে কি?

**উত্তর :** স্বাভাবিক অবস্থায় কবরস্থানের সজীব তরুলতা ও গাছপালা কাটার অনুমতি নেই। কারণ জীবিত গাছের জিকিরে মৃতদের উপকার হয়। অবশ্য জঙ্গল, শুকনা তরুলতা ও গাছপালা কেটে পরিষ্কার করতে আপত্তি নেই। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও কবরের পবিত্রতা খেয়াল রাখতে হবে। গরু দ্বারা মই দেওয়া জায়েয হয়নি। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে তরুলতা ও গাছ কাটা এবং গরু দ্বারা মই দিয়ে এভাবে কবরস্থানকে সমান করা সহীহ হয়নি। এর জন্য অনুতপ্ত হয়ে তাওবা-ইস্তেগফার করতে হবে। (৯/৭৯৪)

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٢٤٥ : [تتمة] يكره أيضا قطع النبات الرطب والحشيش من المقبرة دون اليابس كما في البحر والدرر وشرح المنية وعلله في الإمداد بأنه ما دام رطبا يسبح الله - تعالى - فيؤنس الميت وتنزل بذكره الرحمة اهـ ونحوه في الخانية.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤٧٠ : فلو كان فيها حشيش يحش ويرسل إلى الدواب ولا ترسل الدواب فيها، كذا في البحر الرائق.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ٨/ ١٨١ : آپ کے یہاں کا وقف قبرستان بہت قدیم ہے آپ حضرات اسی کی صفائی اور ہموار کرنا چاہتے ہیں لیکن ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہئے کہ جس سے مردوں اور قبروں کا احترام باقی رہے قبروں کی بے حرمتی اور بے ادبی کرنا قبروں کے اوپر چلنا بیٹھنا ٹیک لگانا جائز نہیں ہے حدیث میں ہے عن جابر رضی الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه رواه مسلم -

কবরস্থানের চতুর্পাশে তার হেফাজত ও আয়ের জন্য গাছ লাগানোতে আপত্তি নেই। গাছপালা মূল্যবান হলে বিক্রয় করে কবরস্থানের স্বার্থে ব্যয় করতে হবে, অন্য কোথাও ব্যয় করা যাবে না।

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١۵/ ٣٠۵ : الجواب-جو قبرستان مردے دفن کرنے کیلئے وقف ہو اس میں کاشت کرنا جائز نہیں، خواہ بالفعل اس میں قبریں موجود ہوں یا نہ ہوں۔

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ٦/ ٤٧ : الجواب- قبرستان وقف نہ ہو کسی کی ملک ہو تو اس کی اجازت سے درست ہے اگر قبرستان وقف ہے تو غیر ضروری درختوں کو کٹوا کر اس کی قیمت قبرستان کا کمپاؤنڈ بنانے اور اس کی مرمت میں اور قبرستان کی صفائی اور سایہ دار درختوں کے لگانے وغیرہ کاموں میں صرف کرنا چاہئے بلا قیمت دوسری جگہ دینے کی اجازت نہ ہو گی -

Scanned by CamScanner

## ব্যক্তিগত কবরের গাছের ফল বা বিক্রীত টাকা ভোগ করা

**প্রশ্ন :** আমার জমির ওপর আমার বাবার কবর আছে। বাবার কবরের ওপর একটি গাবগাছ আছে। গাবগাছটিতে যথেষ্ট গাব হয়। তা থেকে গাব পেড়ে বাজারে বিক্রি করা হয়। তা জায়েয কি না? এবং এই বিক্রীত টাকা মসজিদ-মাদরাসায় দান করা অথবা নিজে ভোগ করা যাবে কি না? উক্ত গাছটি রেখে দেওয়া ভালো নাকি কেটে ফেলা ভালো? গাবগাছে উঠে গাব পাড়াতে কবরের অবমাননা হবে কি না?
কতিপয় আলেম বলে থাকেন যে যেহেতু গাবগাছ জিকির করে এবং কবরবাসী ফায়দা পায়, তাই গাবগাছটি কাটা ঠিক হবে না, তা সঠিক কি না?

**উত্তর :** প্রশ্নে বর্ণিত কবরের জায়গা ব্যক্তিমালিকানাধীন হওয়ার কারণে কবরস্থানের ওই গাছ থেকে গাব পেড়ে খাওয়া, বিক্রি করা জায়েয হবে এবং বিক্রীত মূল্যের টাকা মসজিদ-মাদরাসায় দান করা এবং নিজে ভোগ করা সবই জায়েয হবে। ওই গাছে উঠে গাব পাড়ার দ্বারা কবরের অবমাননা হবে না। তবে সর্বাবস্থায় কবর যেন পদদলিত না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। জীবিত তাজা গাছ থাকার দ্বারা মৃতের উপকার হয়, তাই বিনা প্রয়োজনে গাছটি না কাটাই উত্তম। (৫/১৮৯/৮৮০)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤٧٦ : سئل نجم الدين في مقبرة فيها أشجار هل يجوز صرفها إلى عمارة المسجد؟ قال: نعم، إن لم تكن وقفا على وجه آخر قيل له: فإن تداعت حيطان المقبرة إلى خراب يصرف إليها أو إلى المسجد قال: إلى ما هي وقف عليه إن عرف -

📖 البحر الرائق (دار الكتاب الاسلامى) ٢/ ٢٠٩ : وفي المجتبى ويكره أن يطأ القبر أو يجلس أو ينام عليه أو يقضي عليه حاجة من بول أو غائط أو يصلى عليه أو إليه ثم المشي عليه يكره، وعلى التابوت يجوز عند بعضهم كالمشي على السقف. اهـ.

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٢٤٥ : [تتمة] يكره أيضا قطع النبات الرطب والحشيش من المقبرة دون اليابس كما في البحر والدرر وشرح المنية وعلله في الإمداد بأنه ما دام رطبا يسبح الله - تعالى - فيؤنس الميت وتنزل بذكره الرحمة اهـ ونحوه في الخانية.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۵/ ۴۱۱ : اور پھل کے کھانے میں اس وجہ سے کہ وہ قبر پر ہے کچھ حرج نہیں ہے۔

Scanned by CamScanner

## জোরপূর্বক কবরস্থানের জমি চাষ করে ভোগ করা হারাম

**প্রশ্ন :** আমাদের এলাকার একটি কবরস্থান, যা বহু পূর্ব থেকেই কবরস্থান হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। মোট সম্পত্তি হলো ১৪ কানি। সাড়ে আট কানি পাহাড়ের ওপরে ও ঢালুতে অবস্থিত। বাকি জমিসমূহ সমতল ভূমিতে অবস্থিত, যা চাষাবাদের উপযোগী। উক্ত পুরা জমির আসল মালিক আমার নামে কবরস্থানের জন্য ওয়াক্ফ করে দিয়েছে। কিন্তু এখন সমতল ভূমির অংশটি আমার অন্য ভাইয়েরা জবরদস্তির মাধ্যম স্বীয় ব্যবস্থাপনায় ফসল উৎপাদন করে ভোগ করে আসছে। যেমন : কাঁঠাল, কলা, পানের বরজ ইত্যাদি। এদিকে আমার দখলে যে অংশটুকু রয়েছে এর উৎপাদিত ফসলের আয় দ্বারা ওয়াক্ফ অফিসের বার্ষিক ট্যাক্সও আদায় হয় না। আর যদি আমি ভাইদেরকে ট্যাক্স আদায় করার জন্য জমি ছেড়ে দিতে বলি, তখন তারা আমার সাথে ঝগড়া করতে চায়। জমি দেওয়া তো দূরের কথা।

এখন আমার প্রশ্ন হলো, শরীয়তের দৃষ্টিতে ওয়াক্ফ সম্পত্তির হুকুম কী? এবং সেগুলোর উৎপাদিত ফসলের খাত কী? আর তারা জমিগুলো ছেড়ে দিলে ট্যাক্স আদায় করার পর অবশিষ্ট আয়ের হুকুম কী? মসজিদের কাজে লাগানো যাবে কি না?

**উত্তর :** যে কাজের উদ্দেশ্যে কোনো জায়গা ওয়াক্ফ করা হয় ওই জায়গা ওই কাজে ব্যবহার করা এবং ওই কাজের জন্য হেফাজত করে রাখা জরুরি। জোর করে তা ভোগ করা সম্পূর্ণ অবৈধ।

প্রশ্নোক্ত কবরস্থানের ওয়াক্ফকৃত পুরা জায়গাটিকে কবরস্থান হিসেবে ব্যবহারের উপযোগী করে হেফাজত করে রাখা মুতাওয়াল্লীর জন্য জরুরি। এর কোনো অংশকে উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা যাবে না যদি ওয়াক্ফকারীর নিয়্যাত শুধু দাফনের কাজে ব্যবহার হয়ে থাকে। অবশ্য ওই জায়গার হেফাজত বাবদ খরচের পরিমাণ অর্থের ব্যবস্থাকল্পে প্রয়োজনীয় পরিমাণ জায়গাতে উৎপাদন করে ওই খরচ মেটানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এমতাবস্থায় অতিরিক্ত কিছু থাকলে তা কবরস্থানের উন্নয়ন, বাউন্ডারিওয়াল ইত্যাদিতে খরচ করা যাবে।

বর্তমানে যারা ওই জমিতে উৎপাদন করে ভোগ করছে তাদের এ কাজ বৈধ নয়। এদের গোনাহ থেকে বাঁচার জন্য এর দখল ছেড়ে দেওয়া এবং পূর্বের বছরগুলোর ন্যায্য পরিমাণ ভাড়া আদায় করে তা কবরস্থানের স্বার্থে ব্যবহার করতে দেওয়া জরুরি। কবরস্থানের আয়ের অতিরিক্ত অর্থ ভবিষ্যতে প্রয়োজন থাকলে মসজিদ বা অন্য কোনো কাজে খরচ করা যায় না। (৮/৪৭/১৯৭৮)

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٥/ ٤٤٩ : ومن سكن دار الوقف غصبا أو بإذن المتولي بلا أجرة كان عليه أجرة مثله سواء كان ذلك معدا للاستغلال أو غير معد له۔

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٥٧٦ : سئل نجم الدين في مقبرة فيها أشجار هل يجوز صرفها إلى عمارة المسجد؟ قال: نعم، إن لم تكن وقفا على وجه آخر قيل له: فإن تداعت حيطان المقبرة إلى خراب يصرف إليها أو إلى المسجد قال: إلى ما هي وقف عليه إن عرف.

📖 فيه أيضا ٢ / ٤٧٠ : وسئل هو أيضا عن المقبرة في القرى إذا اندرست ولم يبق فيها أثر الموتى لا العظم ولا غيره هل يجوز زرعها واستغلالها؟ قال: لا، ولها حكم المقبرة.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٩٥ : وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه، سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا اهـ وهذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم، شرط الواقف كنص الشارع فيجب اتباعه.

## কবরস্থানের আয় কোনো ব্যক্তির ভোগ করা অবৈধ

**প্রশ্ন :** কোনো ব্যক্তি কবরস্থান ও মসজিদের জন্য কিছু জমি মৌখিকভাবে ওয়াক্ফ করে, যার কিছু অংশে মসজিদ এবং কিছু অংশে কবরস্থান রয়েছে। ওয়াক্ফকারী ইন্তেকাল করেছে। তার ইন্তেকালের পর থেকে এ পর্যন্ত কয়েক যুগ যাবৎ কবরস্থানের উৎপাদন ওয়ারিশগণ দাবি করে ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করতে পারবে কি না?

**উত্তর :** লিখিতভাবে না হলেও মৌখিক ওয়াক্ফ্ করলে ওয়াক্ফ্ হয়ে যায়। ওয়াক্ফকৃত কবরস্থানের উৎপাদিত দ্রব্যাদি কবরস্থানের প্রয়োজনে খরচ করবে। যদি কবরস্থানে প্রয়োজন না হয় মসজিদে খরচ করতে পারবে। তবে ওয়াক্ফকৃত কবরস্থানের উৎপাদন ওয়াক্ফকারীর ওয়ারিশদের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা জায়েয হবে না। (২/৫১)

📖 الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥١ : (فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن).

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥٢ : (قوله: لا يملك) أي لا يكون مملوكا لصاحبه ولا يملك أي لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٣٤٣- ٣٤٤ : (والملك يزول) عن الموقوف بأربعة بإفراز مسجد كما سيجيء و (بقضاء القاضي) لأنه

Scanned by CamScanner

مجتهد فيه، وصورته: أن يسلمه إلى المتولي ثم يظهر الرجوع معين المفتي معزيا للفتح (المولى من قبل السلطان) لا المحكم -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ / ٤٧٦ : سئل نجم الدين في مقبرة فيها أشجار هل يجوز صرفها إلى عمارة المسجد؟ قال: نعم، إن لم تكن وقفا على وجه آخر قيل له: فإن تداعت حيطان المقبرة إلى خراب يصرف إليها أو إلى المسجد قال: إلى ما هي وقف عليه إن عرف وإن لم يكن للمسجد متول ولا للمقبرة فليس للعامة التصرف فيها بدون إذن القاضي، كذا في الظهيرية.

## কবরস্থানের দল বিক্রীত টাকা মসজিদের খরচ করা

**প্রশ্ন :** আমাদের গ্রামে শত বছরের পুরনো টিলার ওপরে একটি কবরস্থান আছে এবং কবরস্থানসংলগ্ন জায়গায় গ্রামের জামে মসজিদ অবস্থিত। ওই কবরস্থানে আম, কাঁঠাল প্রভৃতি ফলের গাছ আছে। ওই ফল বিক্রি করে মসজিদের কাজে টাকা ব্যবহার করতে চাই। কিন্তু কিছুসংখ্যক গ্রামের মাতব্বর মৌলভীরা বাধা দিয়ে বলছেন, কবরস্থানের টাকা মসজিদে লাগানো নাজায়েয।

**উত্তর :** কবরস্থান ও তৎসংলগ্ন মসজিদের জায়গার যদি ওয়াক্‌ফনামা থাকে তখন তার আয় সে মোতাবেক ব্যয় করতে হবে। হ্যাঁ, যদি কবরস্থানের প্রয়োজন না থাকে এবং ভবিষ্যতেও প্রয়োজন হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে তাহলে তার আয় মসজিদের কাজে খরচ করা যেতে পারবে। (৪/১৭/৫৭২)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤٧٦ : سئل نجم الدين في مقبرة فيها أشجار هل يجوز صرفها إلى عمارة المسجد؟ قال: نعم، إن لم تكن وقفا على وجه آخر قيل له: فإن تداعت حيطان المقبرة إلى خراب يصرف إليها أو إلى المسجد قال: إلى ما هي وقف عليه إن عرف -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٥/ ٣٠٦ : موقوفہ قبرستان کی آمدنی کو کسی اور کام (مدرسہ وعیدگاہ) میں صرف کرنا درست نہیں، لأن شرط الواقف كنص الشارع، كذا فی رد المحتار، ہاں اگر قبرستان میں کوئی ضرورت نہ ہو مثلا حفاظت کیلئے چہار دیواری کی ضرورت نہ ہو آدمی رکھنے کی ضرورت نہ ہو وغیرہ وغیرہ تو پھر باہمی مشورہ سے مدرسہ وعیدگاہ میں جہاں ضرورت ہو تعمیر، تنخواہ، وظیفہ، خرید کتب وغیرہ میں صرف کر سکتے ہیں تاکہ آمدنی کی رقم ضائع نہ ہو اور اس پر کسی کی ملک نہ ہو اور غاصبانہ قبضہ نہ ہو جائے۔

Scanned by CamScanner

## কবরস্থানের আয়/ব্যয় করার খাত

**প্রশ্ন :** কবরস্থান থেকে উৎপাদিত দ্রব্যাদি বিক্রি করে যেসব অর্থ উপার্জন হয় তা কোনো কোনো খাতে ব্যয় করা জায়েয? এ অর্থ মসজিদের কাজে ব্যবহার করলে ক্ষতি হবে কি?

**উত্তর :** ওয়াক্‌ফকৃত কবরস্থানের উৎপাদিত দ্রব্যাদির বিক্রিমূল্য কবরস্থানের প্রয়োজনে খরচ করবে। যদি কবরস্থানে প্রয়োজন না হয় মসজিদে খরচ করতে পারবে। (২/১৮/২১৩)

📖 الفتاوى البزازية مع الهندية (زكريا) ٦ /٢٦١ : وفى مجموع النوازل : أشجار فى مقبرة يجوز صرفها إلى المسجد إن لم يكن وقفا على جهة أخرى فإن تداعت حوائط المقبرة إلى الخراب لايصرف إليه بل إلى الجهة الموقوفة إن عرفت-

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤٧٦ : سئل نجم الدين في مقبرة فيها أشجار هل يجوز صرفها إلى عمارة المسجد؟ قال: نعم، إن لم تكن وقفا على وجه آخر قيل له: فإن تداعت حيطان المقبرة إلى خراب يصرف إليها أو إلى المسجد قال: إلى ما هي وقف عليه إن عرف -

## মসজিদ-মাদরাসার ওয়াক্‌ফ ভূমিতে কবরের জায়গা রাখার অনুরোধ করা

**প্রশ্ন :** এক ব্যক্তি মসজিদ-মাদরাসার কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ রাখে–হুজুর, যদি সম্ভব হয় আমার ও আমার স্ত্রী দুজনের জন্য সামান্য জায়গা কবরের জন্য দিলে সেখানে আমরা কবর বানিয়ে নেব। যদি দানকৃত জায়গায় কবর দেওয়ার অনুমতি শরীয়ত কর্তৃক না থাকে তাহলে আমি অতটুকু জায়গা পাশে ওয়াক্‌ফ করে দেব, তার পরও দুজনের কবরের জায়গা চাই। এমতাবস্থায় উক্ত ওয়াক্‌ফকারীকে ওখানে দাফন করার জায়গা দেওয়া যাবে কি না?

**উত্তর :** শর্তবিহীন ওয়াক্‌ফ পরিপূর্ণ হওয়ার পর তার বিক্রি কিংবা পরিবর্তন, পরিবর্ধন ওয়াক্‌ফকারীর জন্যও বৈধ নয়। যে কাজের জন্য ওয়াক্‌ফ করা হয়েছে সে কাজেই তার ব্যবহার অপরিহার্য। মাদরাসা কর্তৃপক্ষ ও মসজিদ কমিটি ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির মালিক নয়। বরং তাদের হাতে শুধু পরিচালনার দায়িত্ব বিধায় তাদের অনুমতিক্রমে ওয়াক্‌ফ সম্পদ বেচা ও পরিবর্তন করা যাবে না। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত বিবরণ অনুযায়ী

Scanned by CamScanner

ওয়াক্ফকারীর জন্যও মসজিদ-মাদরাসার ওয়াক্ফকৃত জায়গায় কবরের জায়গা রাখা বৈধ নয়। (৮/৯৩/২০২৬)

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٥/ ٤٤٠ : والحاصل أن الاستبدال إما عن شرطه الاستبدال وهو مسألة الكتاب أو لا عن شرط، فإن كان لخروج الوقف عن انتفاع الموقوف عليهم به فينبغي أن لا يختلف فيه كالصورتين المذكورتين لقاضي خان، وإن كان لا لذلك بل اتفق أنه أمكن أن يؤخذ بثمن الوقف ما هو خير منه مع كونه منتفعا به فينبغي أن لا يجوز؛ لأن الواجب إبقاء الوقف على ما كان عليه دون زيادة أخرى، ولأنه لا موجب لتجويزه لأن الموجب في الأول الشرط وفي الثاني الضرورة، ولا ضرورة في هذا إذ لا تجب الزيادة فيه بل تبقيته كما كان، ولعل محمل ما نقل عن السير الكبير من قوله استبدال الوقف باطل إلا في رواية عن أبي يوسف هذا الاستبدال، والاستبدال بالشرط مذهب أبي يوسف المشهور عنه المعروف لا مجرد رواية، والاستبدال الثاني ينبغي أن لا يختلف فيه كما قلنا.

📖 وفي فتاوى قاضي خان: أجمعوا أن الواقف إذا شرط الاستبدال لنفسه يصح الشرط والوقف ويملك الاستبدال. أما بلا شرط أشار في السير إلى أنه لا يملكه إلا بإذن القاضي، ولا يخفى أن محل الإجماع المذكور كون الاستبدال لنفسه إذا شرطه له. وفي القاضي فيما لا شرط فيه لا في أصل الاستبدال، وإلا فهو قد نقل الخلاف.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٩٥ : وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه، سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا اهوهذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم، شرط الواقف كنص الشارع فيجب اتباعه.

## মাজারের দান বাক্সের টাকা ব্যয় করার খাত

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় মসজিদসংলগ্ন মাজার অবস্থিত। মাজারের সাথে একটি দানবাক্স আছে। মসজিদের সাথেও একটি দানবাক্স আছে। মাজারের দানবাক্সে বিভিন্ন নিয়্যাতে বা জিয়ারতের নিয়্যাতে টাকা-পয়সা ফেলা হয়। বাক্সগুলো বহুদিন যাবৎ অনিয়ন্ত্রিত থাকার পর বর্তমান মসজিদ কমিটির হাতে এসেছে। এখন প্রশ্ন হলো,

Scanned by CamScanner

মাজারের নামের দানবাক্সের টাকা মসজিদ নির্মাণ ও ইমামের বেতন ইত্যাদি কাজে ব্যয় করা যাবে কি না? না গেলে মাজারের নামে দেওয়া টাকা কোন খাতে ব্যয় করা হবে?

**উত্তর :** মাজারের নামে কিংবা জিয়ারতের নামে টাকা দেওয়া ও এরূপ টাকা-পয়সা নেওয়া সম্পূর্ণ অবৈধ। এ রকম অবৈধ কাজে কোনোভাবে জড়িত হওয়ার অনুমতি শরীয়তে নেই। সুতরাং শক্তি থাকলে মাজারের নামে বসানো বাক্স উঠিয়ে দেবে, অন্যথায় তার সাথে কোনো প্রকারের সম্পর্ক না রাখাই মুমিনের দায়িত্ব হবে। ইমামের বেতন বা মসজিদ নির্মাণ বা অন্য কোনো সাওয়াবের কাজে এ ধরনের টাকা ব্যয় করা কোনো অবস্থায় বৈধ নয়। কোনোভাবে এরূপ টাকা হাতে এলে মালিক জানা থাকাবস্থায় মালিককে ফেরত দিতে হবে। অন্যথায় সাওয়াবের নিয়্যাত ছাড়া যাকাত খাওয়ার উপযোগী মিসকিনদের দিয়ে দায়মুক্ত হতে হবে। (৮/১৪৩/২০৩১)

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۱/ ۲۰۱ : یہ چڑھاوا ترکہ کی قسم سے نہیں ہے اس چڑھاوے کا مالک وہی شخص ہے جس نے اس کو چڑھایا ہے اگر وہ معلوم ہو تو اس کو واپس کیا جائے اگر معلوم نہ ہو تو ان فقراء پر تصرف کر دیا جائے جو مضطر اور فاقہ زدہ ہیں جیسے یتامی اور بیوہ و مساکین وغیرہ۔

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (مکتبہ امدادیہ) ۳ / ۱۷۱ : سوال—مزاروں یا قبروں پر پیسے جمع کئے جاتے ہیں یہ کیسے ہیں؟

جواب- اولیاء اللہ کے مزارات پر جو چڑھائے چڑھاوے جاتے ہیں وہ ما اھل بہ لغیر اللہ میں داخل ہونے کی وجہ سے حرام ہیں اور ان کا مصرف مال حرام کا مصرف ہے۔

## কবরস্থানের জন্য বরাদ্দকৃত জায়গায় দোকান দেওয়া

**প্রশ্ন :** রাস্তার পাশে সরকারিভাবে কবরস্থানের জন্য জায়গা বরাদ্দ আছে। বর্তমানে কিছুসংখ্যক লোক জোরপূর্বক কিছু জায়গা দখল করে সেখানে দোকান দিয়েছে। তাদের এই দোকান দেওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে কতটুকু বৈধ?

**উত্তর :** কবরস্থানের জন্য সরকারিভাবে বরাদ্দকৃত জায়গা যেহেতু জনসাধারণের হকের সাথে সম্পৃক্ত তাই তা জোরপূর্বক দখল করে ভোগ করাটা জঘন্যতম অপরাধ। ব্যক্তিমালিকানাধীন জায়গা জোরপূর্বক দখল করে ভোগ করার চেয়েও অধিক মারাত্মক। সুতরাং কবরস্থানের জায়গা জোরপূর্বক দখল করে সেখানে দোকান দেওয়া সম্পূর্ণ অবৈধ। (৬/৪৭৮)

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥١- ٣٥٢ : (فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن) فبطل شرط واقف الكتب، الرهن شرط كما في التدبير.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥٢ : (قوله: لا يملك) أي لا يكون مملوكا لصاحبه ولا يملك أي لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه.

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٥/ ٤٤٩ : ومن سكن دار الوقف غصبا أو بإذن المتولي بلا أجرة كان على أجرة مثله سواء كان ذلك معدا للاستغلال أو غير معد له-

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٥٧٦ : فإن تداعت حيطان المقبرة إلى خراب يصرف إليها أو إلى المسجد قال: إلى ما هي وقف عليه إن عرف وإن لم يكن للمسجد متول ولا للمقبرة فليس للعامة التصرف فيها بدون إذن القاضي، كذا في الظهيرية.

## কবরস্থান থেকে কতটুকু দূরত্বে টয়লেট করা যাবে

**প্রশ্ন :** পায়খানা-প্রস্রাবখানা কবর থেকে কতদূর হওয়া উচিত? কাছে থাকলে কবরবাসীর কোনো আযাব হয় কি না?

**উত্তর :** মৃত ব্যক্তির মর্যাদা ও কবরস্থানের পবিত্রতা রক্ষার্থে কবরস্থানে প্রস্রাব-পায়খানা করা নাজায়েয ও গোনাহ। সুতরাং পায়খানা-প্রস্রাবখানা কবরস্থান থেকে এত দূরে হওয়া উচিত, যার দ্বারা কবরস্থানের পরিবেশ দূষিত না হয়। এর সাথে কবরবাসীর ওপর আযাব হওয়া না হওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। (৬/৬০৯/১৩৬০)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٧ / ٣٤ (٩٧٠) : عن جابر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه» -

📖 البناية (دار الفكر) ٣/ ٢٥٩ : وكره أبو حنيفة أن يبنى على القبر أو يوطأ عليه، أو يجلس عليه، أو ينام عليه، أو يقضى عليه حاجة الإنسان من بول أو غائط -

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۸/ ۳۱۹ : الجواب- حامداومصلیا، عین قبر پہ پیشاب یاپاخانہ کرنا حرام ہے، بزرگان دین کی قبر کازیادہ احترام کرناچاہئے، قبر سے فاصلہ پر ضرورت پوری کرنے کی گنجائش ہے۔

## জোরপূর্বক কবরের ওপর মসজিদের টয়লেট নির্মাণ করা অবৈধ

**প্রশ্ন :** ব্যক্তিমালিকানা কবরস্থানের ওপর জোরপূর্বক মসজিদের জন্য পায়খানা ও প্রস্রাবখানা নির্মাণ করা যাবে কি না?

**উত্তর :** কবরস্থানের পবিত্রতা রক্ষার্থে সেখানে পায়খানা ও প্রস্রাবখানা নির্মাণ করা নাজায়েয। (৫/৩২১)

📖 البناية (دار الفكر) ٣/ ٢٥٩ : وكره أبو حنيفة أن يبنى على القبر أو يوطأ عليه، أو يجلس عليه، أو ينام عليه، أو يقضى عليه حاجة الإنسان من بول أو غائط -

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۷/ ۱۲۵ : جواب- مسلمانوں کی قبریں اور قبرستان پاک صاف مقام پر ہونی چاہئیں، قبروں پر نجاست اور گندگی کاڈالنااوران کوناپاک کرناحرام ہے اس کیلئے صاف احکام شرعیہ موجودہیں۔

## প্রাচীন কবরস্থানের মাঝের খালি জায়গায় জানাযা ও ঈদগাহ বানানো

**প্রশ্ন :** আমাদের এলাকার কবরস্থান একটি টিলায় (প্রকাশ মসজিদ মুরা) অবস্থিত। এতে অনেক দিন আগে হতে মৃতের দাফনের কাজ হয়ে আসছে। তা CS/RS ও PS ও BS, অর্থাৎ সমস্ত জরিপে সর্বসাধারণের কবরস্থান হিসেবে রেকর্ড আছে। উক্ত কবরস্থান অনেককাল পর্যন্ত ঝোপ-জঙ্গলে ভর্তি থাকায় ভয়ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তাই বিগত ঈদুল ফিতরের দিন উপস্থিত মুসল্লিদের পরামর্শক্রমে ঝোপ-জঙ্গল পরিষ্কার করে মসজিদ উন্নয়নের লক্ষ্যে গাছ লাগানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এখন দেখা যায় যে টিলার চতুর্পাশে কবর দেওয়া হলেও তার মাঝখানে অনেক খালি জায়গা রয়েছে, যেখানে কোনো কবর নেই। স্থানীয় বয়স্ক লোকজন বলেন, এখানে একসময় আনুমানিক ১/৫/১৮৯২ ইং সালের মধ্যবর্তী সময়ে মসজিদ ছিল এবং তখনকার দিনে ফজর আলী দারোগা সাহেব মসজিদখানাকে নিচে নামিয়ে আনেন, তাই এই কবরমুক্ত টিলাকে মসজিদ মুরা এবং মসজিদকে দারোগা মসজিদ বলা হয় এবং এই পরিচিতিতে

Scanned by CamScanner

প্রসিদ্ধ। এ অবস্থায় মুসল্লিদের পক্ষ হতে পরামর্শ আসে যে উক্ত খালি স্থানকে জানাযা এবং ঈদগাহ করা হোক। এখন আমাদের প্রশ্ন হলো, উক্ত খালি স্থানকে জানাযা ও ঈদের নামাযের স্থান হিসেবে ব্যবহার করা এবং প্রয়োজনে নামাযের জন্য মসজিদ তৈরি করা বৈধ হবে কি না?

**উত্তর :** বর্ণিত প্রশ্ন পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয়েছে যে উক্ত টিলাটি সরকারি মালিকানাধীন ছিল, যাকে জনসাধারণ ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে যথা টিলার এক অংশকে কবরস্থান হিসেবে ব্যবহার করতে থাকে এবং বিশাল টিলার অন্য অংশকে মসজিদ নির্মাণ করে পরবর্তীতে তা অনুসরণ করা হয়। তাই কোনো ব্যক্তি উক্ত টিলার মালিকানা দাবি করতে পারে না এবং লিজও নিতে পারবে না। বরং টিলাটি ওয়াক্ফের সমতুল্য। অতএব টিলার যে অংশ কবরস্থান হিসেবে ব্যবহার হয়েছে/হচ্ছে সে অংশ কবরস্থানের জন্য নির্ধারিত থাকবে, আর যে অংশে মসজিদ নির্মিত ছিল সে অংশ মসজিদের জন্য নির্ধারিত থাকবে। তাই যে স্থানে মসজিদ ছিল উক্ত স্থানকে যথাযথ হেফাজত করা এবং সম্ভব হলে মসজিদ পুনর্নির্মাণ করা আশপাশের মহল্লাবাসীর ঈমানী দায়িত্ব। পক্ষান্তরে টিলার যে অংশ খালি ছিল/আছে সে অংশকে ঈদগাহ ইত্যাদি দ্বীনি কর্মকাণ্ডে ব্যবহার করা যেতে পারে। (১৩/৫১৪/৫৩৪৫)

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۷/ ۴۹ : لیکن اگر چبوترہ قدیم ہو اور اس کے بانی موجود نہ ہوں اور عرصہ سے اس پر نماز باجماعت ہو رہی ہے تو اس صورت میں ظاہر یہی ہے کہ وہ چبوترہ اجازت لے کر بنایا گیا ہو گا اور اس پر نماز باجماعت ہو جانے کی صورت میں وہ مسجد کا حکم رکھتا ہے اب نہ اس کو توڑنا جائز ہے۔

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۵/ ۷۳ : جو جگہ کسی کی ملک نہ ہو اور وقف بھی نہ ہو وہ سرکاری زمین ہے اور گورنمنٹ کو مذہبی کاموں میں دینے کا اختیار ہے لہذا جو جگہ سرکار کی طرف سے قبرستان کو ملی ہے وہ بھی وقف ہے۔

## খরিদকৃত কবরস্থানের জায়গায় ঈদগাহ, মাদরাসা ও মসজিদ নির্মাণ করা

**প্রশ্ন :** কোনো এক কবরস্থানের পাশে জনসাধারণের থেকে টাকা চাঁদা করে কবরস্থানের জন্য বেশ কিছু জমি ক্রয় করা হয়। অতঃপর সেই খরিদকৃত জমিটির একাংশে ঈদগাহ বানানো হয়। তখন কিছুটা মতভেদ দেখা দিলেও তা মুফতিয়ানে কেরামের ফাতওয়ার ভিত্তিতে মীমাংসা করা হয়। অতঃপর ঈদগাহের এক অংশে একটি মক্তবও বানানো হয়, তা প্রায় দীর্ঘদিন যাবৎ চলে আসছে। বছরখানেক পূর্বে ওই ঈদগাহের মেহরাব বরাবরে একখানা মসজিদ নির্মাণ করা হয়। মসজিদ নির্মাণের সময় দুই গ্রুপের মধ্যে মতানৈক্য দেখা যায়। এক গ্রুপ সেখানে ঈদের নামায ও ওয়াক্তিয়া নামায পড়ে না। তারা বলে,

Scanned by CamScanner

কবরস্থানের জায়গায় মসজিদ বানানো জায়েয নেই। আর দ্বিতীয় গ্রুপ সেখানে এক বছর যাবৎ জামাতের সহিত নামায পড়ে আসছে। এর বিধান কী? বর্তমান মসজিদ যদি শরীয়ত মোতাবেক বৈধ না হয় তবে তা স্থানান্তরিত করা যাবে কি না? আর যদি স্থানান্তরিত করা হয় তাহলে উক্ত জায়গার হুকুম কী?

**উত্তর :** সম্মিলিত চাঁদার দ্বারা খরিদকৃত জমি ঈদগাহের জন্য ওয়াক্ফ করে থাকলে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করলে তা শরয়ী মসজিদ বলে গণ্য হবে না।

আর ঈদগাহের জন্য ওয়াক্ফ না করে সবার সম্মতিক্রমে ওই জায়গা মসজিদের জন্য ওয়াক্ফ করে মসজিদ নির্মাণ করে থাকে, তাহলে তা শরয়ী মসজিদ বলে গণ্য হবে। সে ক্ষেত্রে ওই মসজিদ অন্যত্র স্থানান্তর করা জায়েয হবে না। (৪/৩৫১/৭৩৩)

📖 فتاوى قاضيخان (أشرفيه) ٣/ ٣٠٠ : المتولى إذا اشترى من غلة المسجد حانوتا أو دارا أو مستغلا آخر جاز؛ لأن هذا من مصالح المسجد فإن أراد المتولى أن يبيع ما اشترى وباع اختلفوا فيه، قال بعضهم لا يجوز هذا البيع؛ لأن هذا صار من أوقاف المسجد، وقال بعضهم يجوز هذا البيع وهو الصحيح؛ لأن المشترى لم يذكر شيئا من شرائط الوقف فلا يكون ما اشترى من جملة أوقاف المسجد-

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥١ : (فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن).

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٢ : (قوله: لا يملك) أي لا يكون مملوكا لصاحبه ولا يملك أي لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه، ولا يعار، ولا يرهن لاقتضائهما الملك درر-

📖 فتاوى محموديه (زكريا) ١٢ / ٢١٥ : الجواب- جو عمارت چندہ کرکے بنائی گئی ہو یا خریدی گئی ہو وہ ابھی وقف نہیں ہوئی جبتک اس کو وقف نہ کردیا جائے۔

Scanned by CamScanner

# كتاب البيوع

# অধ্যায় : ক্রয়-বিক্রয়

## باب أركان البيع وشروطه

## পরিচ্ছেদ : ক্রয়-বিক্রয়ের শর্ত ও বিধান

### ভালোটা বেছে নিলে ১০০ টাকা শর্তের বিধান

**প্রশ্ন :** ফল ব্যবসায়ীগণ খাঁচিতে ফল রেখে ৮০ টাকা কেজি বিক্রি করে। বিক্রির সময় ক্রেতা নিজ হাতে ভালোটা বেছে নিতে চাইলে মালিক বলে–ভাই, ভালোটা বেছে নিলে ১০০ টাকা। আর গড়েপদে নিলে ৮০ টাকা। এ পদ্ধতিটি কি সঠিক?

**উত্তর :** বেছে নিলে ১০০ টাকা, গড়ে নিলে ৮০ টাকা কেজি হিসেবে ক্রয়-বিক্রয় ওই সময় সহীহ বলে বিবেচিত হবে, যখন ক্রেতা কোন পদ্ধতিতে ক্রয় করবে, তা প্রথমে নির্ধারিত হয়ে যায়। অন্যথায় বিবাদের আশঙ্কা থাকায় এরূপ ক্রয়-বিক্রয় সহীহ হবে না। (১৩/২৩৩)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٥٠٥ : وهو شرائط الصحة فخمسة وعشرون: منها عامة ومنها خاصة، فالعامة لكل بيع شروط الانعقاد المارة؛ لأن ما لا ينعقد لا يصح، وعدم التوقيت، ومعلومية المبيع، ومعلومية الثمن بما يرفع المنازعة فلا يصح بيع شاة من هذا القطيع وبيع الشيء بقيمته -

### রেলওয়ের জমি ক্রয়

**প্রশ্ন :** সৈয়দপুর রেলওয়ের শত শত জমিতে সাধারণ মানুষ বাড়ি করে থাকছে। পৌরসভাকে হোল্ডিং চার্জ দেয়, সরকারের পক্ষ থেকে কিছুই বলে না। এ রকম কারো থেকে যদি ঘরসহ জায়গা কিনে বসবাস করি তা জায়েয হবে কি না?

**উত্তর :** সরকারের পক্ষ থেকে এরূপ বিনিময় নিয়ে হস্তান্তরের অনুমতি থাকলে জায়েয হবে, অন্যথায় জায়েয হবে না। (১০/৮৬৯)

Scanned by CamScanner

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٥/ ٢٠٢ : قال: "ومن باع ملك غيره بغير أمره فالمالك بالخيار، إن شاء أجاز البيع؛ وإن شاء فسخ" وقال الشافعي رحمه الله: لا ينعقد لأنه لم يصدر عن ولاية شرعية لأنها بالملك أو بإذن المالك وقد فقدا، ولا انعقاد إلا بالقدرة الشرعية. ولنا أنه تصرف تمليك وقد صدر من أهله في محله فوجب القول بانعقاده، إذ لا ضرر فيه للمالك مع تخييره، بل فيه نفعه حيث يكفي مؤنة طلب المشتري وقرار الثمن وغيره، وفيه نفع العاقد لصون كلامه عن الإلغاء، وفيه نفع المشتري فثبت للقدرة الشرعية تحصيلا لهذه الوجوه، كيف وإن الإذن ثابت دلالة لأن العاقل يأذن في التصرف النافع. قال: "وله الإجازة إذا كان المعقود عليه باقيا والمتعاقدان بحالهما" لأن الإجازة تصرف في العقد فلا بد من قيامه وذلك بقيام العاقدين والمعقود عليه.

## নির্দিষ্ট না করে একই দাগে অবস্থিত জমির কিছু অংশ ক্রয় করা

**প্রশ্ন :** আমাকে জমির মালিক একই দাগে অবস্থিত ৩-৪ কানিবিশিষ্ট একটি বড় আকারের জমি দেখিয়ে বলল, এখান থেকে এক কানি জমি তোমাকে বিক্রি করলাম। তোমার যে পাশ দিয়ে দরকার ওই পাশ থেকেই এক কানি জমি মেপে নাও। আমিও রাজি হলাম এবং সম্পূর্ণ দাম দিয়ে দিলাম। এখন জানার বিষয় হলো, এভাবে ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয হয়েছে কি না? কারণ পুরোটা জমি একই দাগে, আর যদি নাজায়েয হয় তাহলে আমার করণীয় কী?

**উত্তর :** প্রশ্নে উল্লিখিত ধরনের ক্রয়-বিক্রয় ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (রহ.)-এর মতে জায়েয। কিন্তু মেপে বুঝে না নেওয়া পর্যন্ত ওই চুক্তি কার্যকর হবে না। (১৮/৭২০/৭৮৩৫)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٥/٤٨٨ : وفي المعراج قال بعتك ذراعا من هذه الدار إن عين موضعه بأن قال من هذا الجانب إلا أنه لا يميز بعد والعقد غير نافذ حتى لا يجبر البائع على التسليم، وإن لم يعين فعلى قول أبي حنيفة لا يجوز وعلى قولهما يجوز وتذرع، فإن كانت عشرة أذرع صار شريكا بمقدار عشر الدار وبه قال الشافعي، ولو باع سهما من دار فله تعيين موضعه. وذكر الحلواني أنه لا يجوز إجماعا وفي نسخة فيه اختلاف المشايخ على قولهما والأصح أنه يجوز، كذا في المغني -

Scanned by CamScanner

## অনুমাননির্ভর পরিমাণের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয়

**প্রশ্ন :** চট্টগ্রাম বাঁশখালী থানায় লবণের চাষ হয়। সেখানে চাষিরা লবণ বিক্রি করে এভাবে যে একটি স্তূপে কিছু লবণ আছে, যা না মেপে চাষি বলে, এই স্তূপে ১০০ মণ লবণ। ক্রেতা বলে, এখানে ১০০ মণ হবে না। বরং ৯০ মণ হবে। একপর্যায়ে উভয়জন ৯০ মণের ওপর মাপা ছাড়া একমত হয়ে যায় এবং ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হয়। এ রকম ক্রয়-বিক্রয় জায়েয কি না?

**উত্তর :** প্রশ্নে বর্ণিত ক্ষেত্রে যেহেতু ক্রেতা-বিক্রেতা ৯০ মণের ওপর একমত হয়েছে তাই ৯০ মণের ওপরই ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হবে। মাপার পূর্বে তাতে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করা যাবে না। মাপার পর যদি ৯০ মণের চেয়ে বেশি হয় তাহলে অতিরিক্ত যা হবে তা বিক্রেতাকে ফেরত দিতে হবে। আর কম হলে ক্রেতা চাইলে ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করে দিতে পারে। অথবা যে পরিমাণ কম হয়েছে সে পরিমাণ মূল্য থেকেও কম দিতে পারবে। তবে যদি উক্ত ক্রয়-বিক্রয় মণ হিসেবে না হয় বরং স্তূপ হিসেবেই হয় তাহলে তা বৈধ হবে। (১৮/৭৫০)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٥/ ١٣ : قال: "ومن ابتاع صبرة طعام على أنها مائة قفيز بمائة درهم فوجدها أقل كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ الموجود بحصته من الثمن، وإن شاء فسخ البيع" لتفرق الصفقة عليه قبل التمام، فلم يتم رضاه بالموجود، "وإن وجدها أكثر فالزيادة للبائع"؛ لأن البيع وقع على مقدار معين والقدر ليس بوصف -

📖 فتاوى قاضيخان (أشرفيه) ٢/٣٤٣ : لو اشترى صبرة على أنها كذا قفيزا فوجدها أكثر رد الزيادة سمى لكل قفيز ثمنا أو لم يسم ولو وجدها انقص اخذ الموجود ويسقط عنه ثمن النقصان-

## পূর্বসূরির চুক্তিতে উত্তরসূরির অসম্মতি অগ্রহণযোগ্য

**প্রশ্ন :** প্রথম পক্ষের কিছু টাকার প্রয়োজন তাই দ্বিতীয় পক্ষকে বলল, আমার কিছু টাকার প্রয়োজন। আপনার অমুক স্থানে যে জমিটি আছে তা বিক্রি করে আমাকে ১৬০০০০০ টাকা দিন। এর বিনিময়ে অমুক স্থানে আমার যে বাড়িটি আছে তা উভয়ের মাঝে আধাআধি ভাগ করে নেব। এতে রাজি হয়ে দ্বিতীয় পক্ষ যখন তার জমিটি বিক্রির জন্য মাপ দেয় তখন নির্ধারিত মাপ থেকে কম পাওয়ায় জমির দাম নির্ধারণ করা হয় ১৫০০০০০ টাকা। এরপর টাকা হস্তান্তরের সঙ্গে সঙ্গে প্রথম পক্ষ বলে, আপনারা আমার অমুক স্থানে যে বাড়িটি করা আছে তার নিচতলা ভোগ করবেন। এর ৫ বছর

Scanned by CamScanner

পর দ্বিতীয় পক্ষের সন্তানগণ বলেন, আমরা উক্ত চুক্তির ওপর রাজি না। আমাদের জমির বদলা জমি দিতে হবে। এতে উভয় পক্ষ রাজি হয়। দ্বিতীয় পক্ষ প্রায় ১১০০০০০ টাকা ভাড়া ভোগ করেছে। কিছুদিন পর আবার দাবি করল, জমির বদলা জমি দিতে হবে না, বাড়ির ওপর রাজি আছি। এভাবে দ্বিতীয় পক্ষ মত পরিবর্তন করতে থাকে। এরপর দ্বিতীয় পক্ষের কেউ জমি দাবি করে, কেউ বাড়ি দাবি করে; কিন্তু প্রথম পক্ষ বাড়ি দিতে রাজি নয়। এখন প্রশ্ন হলো, প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে জমি, বাড়ি, না টাকা দেবে? কত টাকা বা কতটুকু জমি দেবে? আর দ্বিতীয় পক্ষ যে ভাড়া ভোগ করেছে আজ তার হুকুম কী?

**উত্তর :** শরীয়তের দৃষ্টিকোণে ক্রয়-বিক্রয়ের কার্য সম্পাদন হওয়ার জন্য সরকারি কাগজ রেজিস্ট্রি হওয়া অত্যাবশ্যকীয় নয়। বরং মৌখিকভাবে লেনদেন করা হলেও তা ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যথেষ্ট। উক্ত নীতিমালার পরিপ্রেক্ষিতে আপনার বিস্তারিত প্রশ্নপত্র পড়ে জানতে পারলাম যে প্রথম পক্ষ ১৫ লক্ষ টাকা নিয়ে দ্বিতীয় পক্ষকে কৃত চুক্তি অনুযায়ী বাড়ির প্রথম তলার ভোগদখলের অনুমতি প্রদান করেছে এবং দ্বিতীয় পক্ষও কৃত চুক্তি অনুযায়ী ভোগদখল করে নিয়ে এ পর্যন্ত উপকৃত হয়ে আসছে। সুতরাং ঘটনার বিবরণ যদি তা-ই হয় তাহলে ক্রয়-বিক্রয়ের কার্য সম্পাদন হয়ে উক্ত লেনদেন বেচাকেনার গণ্ডিতে এসে গেছে। বর্তমানে দ্বিতীয় পক্ষের কোনো দাবি গ্রহণযোগ্য নয়। (১৭/৮৯৫)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١٣٣/٥ : (وأما) ركن البيع: فهو مبادلة شيء مرغوب بشيء مرغوب، وذلك قد يكون بالقول، وقد يكون بالفعل -

📖 اسلامی فقہ ص ٢٩٣ : بیع صحیح وبیع جو اپنی ذات سے اپنی خارجی اوصاف کے اعتبار سے شریعت کے مطابق ہو یعنی وہ باطل نہ ہو نہ اس میں عدم تراضی پائی جائے اس میں بائع قیمت کا حد مشتری مبیع کا مالک ہو جائیگا۔ خرید وفروخت کا معاملہ کرنے کا جو طریقہ اوپر بتایا گیا قیمت کے بارے جو تفصیل کی گی ہے اگر اس طریقہ پر کوئی معاملہ طے کر لیا تو پھر بائع مشتری پر سے کسی کو اس سے انکار کرنے کا حق نہیں۔

## বায়নার টাকা ফেরত না দেওয়ার শর্ত করা

**প্রশ্ন :** একজন গাড়ি বিক্রেতা এ মর্মে চুক্তি করে তার ক্রেতার সাথে গাড়ি পছন্দ ও দাম-দর ঠিক হওয়ার পর কিছু টাকা বায়না করতে হবে এবং কোনো কারণে যদি ক্রেতা পুরা মূল্য পরিশোধ করে গাড়ি ডেলিভারি নিতে ব্যর্থ হয় তাহলে ক্রেতার বায়নাকৃত টাকার ওপর কোনো অধিকার থাকবে না। ক্রেতাকে এ সমস্ত শর্ত চুক্তি করার সময় জানানো হয়। প্রশ্ন হলো, এভাবে চুক্তিকৃত বায়নার টাকা ফেরত না দেওয়ার ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কী?

Scanned by CamScanner

উত্তর : বায়নার টাকা ফেরত না দেওয়ার শর্তে ক্রয়-বিক্রয় শরীয়ত সমর্থিত নয়। সুতরাং এ ধরনের চুক্তির ভিত্তিতে কৃত ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি রহিত করা জরুরি এবং বায়নার টাকা যেহেতু পণ্যের মূল্যেরই অংশ, তাই ক্রেতা যেকোনো কারণে পণ্য গ্রহণ না করলে উক্ত টাকা তাকে ফেরত দিতে হবে। (১৭/৮৪৬)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٥/ ٨٤- ٨٥ : (و) لا (بيع بشرط) عطف على إلى النيروز يعني الأصل الجامع في فساد العقد بسبب شرط (لا يقتضيه العقد ولا يلائمه وفيه نفع لأحدهما -

📖 فيه أيضا ٥/ ٩١-٩٠ : (و) يجب (على كل واحد منهما فسخه قبل القبض) ويكون امتناعا عنه ابن الملك (أو بعده ما دام) المبيع بحاله جوهرة (في يد المشتري إعداما للفساد) ؛ لأنه معصية فيجب رفعها بحر -

📖 النتف في الفتاوى (سعيد) ص ٢٨٨- ٢٩٠ : أنواع البيوع الفاسدة : وأما البيوع الفاسدة فهي على ثلاثين وجها ... ... ... والثاني والعشرون بيع العربان ويقال الأربان وهو أن يشتري الرجل السلعة فيدفع إلى البائع دراهم على أنه إن أخذ السلعة كانت تلك الدراهم من الثمن وإن لم يأخذ فيسترد الدراهم -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۴/ ۱۷۰ : الجواب- یہ بیعانہ جزء قیمت ہے جس کو پیشگی وصول کیا جاتا ہے پھر بقیہ قیمت معاملہ پختہ ہونے پر وصول کرلی جاتی ہے، اگر معاملہ بیع طے نہ ہو بلکہ ختم ہو جائے، تو یہ بیعانہ واپس کرنا ضروری ہے اس کا روکنا اور سوخت کر دینا درست نہیں بیعانے کی رقم واپس کرنا ضروری ہے۔

## ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার জন্য রেজিস্ট্রেশনের শর্ত নয়

প্রশ্ন : আমার ফুফুর ইন্তেকালের পর আমার আব্বা ফুফুর এক মেয়ে ছাড়া বাকি অন্য ছেলেমেয়ের অংশ ক্রয় করে। পরে ওই মেয়েকে আমার আব্বা বলে, তোমার অংশটুকু আমাকে বিক্রি করে দাও। এ কথা বলার পর সে তার অংশ বিক্রি করে টাকা-পয়সা বুঝে পেয়ে সে একটি সাদা কাগজে টিপসই করে। অনেক দিন পর সে এখন বলছে, আমার জমি সরকারি ধারা অনুযায়ী বিক্রি হয়নি বিধায় ওই জমি নতুন সূত্রে বিক্রি করব। জানার বিষয় হলো, ওই ফুফাতো বোনের জমি সাদা কাগজে টিপ সইয়ের মাধ্যমে ক্রয় করা সহীহ হয়েছে কি না? অন্যথায় করণীয় কী?

Scanned by CamScanner

**উত্তর :** শরীয়তের দৃষ্টিতে ক্রেতা-বিক্রেতা পরস্পর সন্তুষ্টচিত্তে কোনো বস্তু কেনাবেচা করলে তা সহীহ হয়ে যায়। সরকারি রেজিস্ট্রেশনের ওপর নির্ভরশীল নয় বিধায় প্রশ্নে বর্ণিত জমিটি একবার বিক্রির পর সরকারি ধারায় পুনরায় বিক্রয়ের দাবি অগ্রহণযোগ্য। তবে সরকারি কাগজপত্র তৈরি করতে কোনো আপত্তি নেই। (১৮/১৫৮/৭৫২৫)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٥/ ٦ : وإذا حصل الإيجاب والقبول لزم البيع ولا خيار لواحد منهما إلا من عيب أو عدم رؤية.

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥/ ٢٣٣ : (أما) الأول: فهو ثبوت الملك للمشتري في المبيع، وللبائع في الثمن للحال-

📖 الدر المختار (سعيد) ٥٢٨/٤ : (وإذا وجدا لزم البيع) بلا خيار إلا لعيب أو رؤية-

## কোনো অংশীদারের অনুপস্থিতিতে অন্য অংশীদারদের সম্পত্তি ক্রয় করা

**প্রশ্ন :** আমার পিতা, চাচা ও ফুফু–তিনজন তাঁদের সম্পত্তি ভাগ করে ফুফুর অংশ বুঝিয়ে দেন এবং তিনি তা ভোগ করতে থাকেন। এমতাবস্থায় ফুফাতো ভাইবোন উক্ত জমি বিক্রি করতে চাইলে আমি তাদের কয়েকজনের সাথে আলাপ করি এবং সকলের বড় বোনের সাথে মূল্য নির্ধারণ করে দেশে অবস্থানরত সকলের সম্মতিক্রমে তা ক্রয় করি। তবে তা দানপত্র দলিল হিসেবে সম্পাদন করি। উল্লেখ্য, বড় বোন বাংলাদেশে অবস্থানরত। ছয়জন ওয়ারিশ (যারা সকলেই দানপত্র দলিলে স্বাক্ষর করেছে) অন্য দুজন ওয়ারিশ যারা বিদেশে অবস্থান করছে, তাদের দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে বলে দলিলে বিস্তারিত উল্লেখ আছে।

এখানে উল্লেখ্য যে আমার ফুফুর সমুদয় জমি, যার পরিমাণ ১.৯ একর। একত্রে আটজন ওয়ারিশের ছয়জন স্বাক্ষর করে দানপত্র দলিল সম্পাদন করে এবং দুজন ওয়ারিশ দেশের বাইরে থাকায় বাকিরা তাদের দায়িত্ব নেয়। এমতাবস্থায় উপরোক্ত বিবরণ মোতাবেক বিক্রয় ইসলামী বিধান কী?

**উত্তর :** প্রশ্নের বর্ণনা মতে, উক্ত জমিতে যেহেতু আটজন অংশীদার, তন্মধ্যে ছয়জন সম্মতিসহ দলিলপত্রে স্বাক্ষর করেছে, তাই তাদের অংশে বিক্রয় সহীহ হয়ে গেছে। বাকি দুজন স্বাক্ষর করতে না পারলেও যদি তারা মৌখিকভাবে সম্মতি প্রদান করে তবে তাদের অংশেও বিক্রয় সহীহ হবে, অন্যথায় তাদের অংশের বিক্রয় শুদ্ধ হবে না। (১৮/৮৬১)

Scanned by CamScanner

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٥/ ٢٠٢ : قال: "ومن باع ملك غيره بغير أمره فالمالك بالخيار، إن شاء أجاز البيع؛ وإن شاء فسخ" -

📖 البحر الرائق (سعيد) ٥/ ١٦٧ : قوله (: وكل أجنبي في قسط صاحبه) أي وكل واحد من الشريكين ممنوع من التصرف في نصيب صاحبه لغير الشريك إلا بإذنه لعدم تضمنها الوكالة -

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٣٩٦/٦ : الجواب-مالکان کو زمین کے خریدار سے زمین کا اجر مثل یعنی ٹھیکے کی معروف رقم لینے کا حق تھا، بڑے بھائیوں کا معاف کرنا صرف ان ہی کے حق میں نافذ ہوگا، چھوٹے بھائیوں کا حصہ معاف نہیں ہوگا۔ لہذا مشتری کے ذمہ زمین کے اجر مثل سے ان کا حصہ ادا کرنا دیانۃ واجب ہے۔ یوں ہی بعد میں جو دو بڑے بھائیوں نے زمین مشتری کے ہاتھ فروخت کی تو یہ تصرف بھی صرف ان کے اپنے حصے میں صحیح ہے، چھوٹے بھائیوں کے حصہ میں صحیح نہیں۔

## বাকি চুক্তিতে মূল্য বেশি ধরা বৈধ

**প্রশ্ন :** আমি একজন সার ব্যবসায়ী। বাকি ও নগদ উভয়ভাবেই বিক্রি করে থাকি। তবে যখন ক্রেতা বাকি ক্রয়ের জন্য আসে তখন নগদের যে মূল্য (বাজার মূল্য) তার থেকে বাকি ক্রয়ে ৩০০-৪০০ টাকা বেশি মূল্য শর্ত করে থাকি। যেমন—এক বস্তা সারের নগদ মূল্য ১০০০ টাকা আর বাকিতে ১৩০০-১৫০০ নিয়ে থাকি। ক্রেতা এ শর্ত অনুযায়ী ক্রয় করে থাকে। উল্লেখ্য, টাকা কবে দেবে তা নির্দিষ্ট করা হয় না, এক মাস পরেও দিতে পারে বা এক বছর পরেও দিতে পারে। জানার বিষয় হলো, এ পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে কি না? যদি বৈধ না হয় তাহলে কোন পদ্ধতিতে বৈধ হবে?

**উত্তর :** শরীয়তের আলোকে কোনো জিনিস বাকিতে বিক্রি করলে তার মূল্য নগদ মূল্যের তুলনায় বৃদ্ধি করে নেওয়া জায়েয আছে। তবে শর্ত হলো, ক্রয়-বিক্রয়ের মজলিস খতম হওয়ার পূর্বেই বাকিতে বিক্রয়ের বিষয়টি স্পষ্ট করে নিতে হবে এবং মূল্য ও তা পরিশোধের সময় নির্দিষ্ট করে নিতে হবে। অন্যথায় উক্ত বেচাকেনা ফাসেদ বলে গণ্য হবে। (১৯/৮৬৬)

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/١٤٢ : ويزاد في الثمن لأجله إذا ذكر الأجل بمقابلة زيادة الثمن قصدا، فاعتبر مالا في المرابحة احترازا عن شبهة الخيانة، ولم يعتبر مالا في حق الرجوع عملا بالحقيقة بحر.

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٥/ ١٦١ : ألا يرى أنه يزاد في الثمن لأجل الأجل-

Scanned by CamScanner

📖 مجمع الأنهر (مكتبة المنار) ٣/ ١٣ : (و) يصح البيع (بثمن حال ومؤجل) لإطلاق قوله تعالى {وأحل الله البيع} (بأجل معلوم) معناه إذا بيع بخلاف جنسه ولم يجمعها قدر لأنه لو بيع بجنسه وجمعهما قدر لم يجز تأجيله كما في المنح قيد بمعلوم لأن جهالة الأجل تفضي إلى المنازعة فالبائع يطالب في مدة قريبة والمشتري يأباها فيفسد۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۵۰۴/۲ : اگر بیع مؤجل ہے تو تعیین اجل ضروری ہے البتہ اگر عاقدین کے درمیان تین دن یا ایک ماہ کی مدت معہود و معروف ہو تو عدم نزاع کی وجہ سے جائز ہے اور شرعا یہی مدت معتبر ہوگی، ورنہ یہ بیع فاسد ہوگی۔

## মাল আয়ত্তে না নিয়ে ভাউচারমূলে বিক্রি করা

**প্রশ্ন :** আমরা জেনেছি, যারা নিজের ক্রয়কৃত মাল নিজের আয়ত্তে না এনে ডিউ বা ভাউচারের মাধ্যমে মাল বিক্রি করে তাদের কাছ থেকে মাল কেনা জায়েয নেই। উল্লেখ্য, এই ডিউ যার কাছে থাকে মাল তার দখলে থাকে, যদিও মাল মিলে থাকে ডিউ নিয়ে যাওয়ায় সাথে সাথে ডেলিভারি দিয়ে দেয়। এখন জানার বিষয় হলো, যারা নিজের আয়ত্তে মাল না এনে ভাউচারের মাধ্যমে মাল বিক্রি করে তাদের কাছে থেকে বৈধ কোনো সুরতে মাল ক্রয় করার ব্যবস্থা আছে কি?

**উত্তর :** যেকোনো পণ্য কবজা বা হস্তগত কিংবা নিজের রিস্কে না আসা পর্যন্ত অন্যত্র বিক্রি করা শরীয়তসম্মত নয়। কবজার অর্থ হলো, পণ্যটিকে ক্রেতা হস্তগত করতে চাইলে বিক্রেতার পক্ষ থেকে কোনো বাধা থাকে না এবং পণ্যটি বিনষ্ট হয়ে গেলে তার দায়ভার ক্রেতার ওপর বর্তাবে, বিক্রেতার ওপর নয়। প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় ডিউ বা ভাউচারের মালিকগণ যদি উপরোক্ত নীতিমালা অনুযায়ী কবজা বা রিস্কের অধিকারী হয়, অর্থাৎ পণ্যে লাভ-ক্ষতির অধিকারী একমাত্র ডিউ বা ভাউচারের অধিকারী হয়, তাহলে এটা শরয়ী কবজা বলে ধর্তব্য হবে। অন্যত্র এ পণ্য বিক্রি করাও বৈধ হবে। অন্যথায় ডিউ বা ভাউচারের মালিকগণকে এর মাধ্যমে অন্যত্র পণ্য বিক্রি করা সম্পূর্ণ অবৈধ হবে। এ ক্ষেত্রে ডিউ বা ভাউচারের মালিকগণ নতুন ক্রেতার সাথে শুধু বিক্রয়ের ওয়াদা করতে পারে। ওয়াদা অনুপাতে বাস্তবে পণ্য তাদের রিস্কে এলে বিক্রয়ও করতে পারে। (১৭/৬৭/৬৯১০)

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٢/ ٩٤ (٢١٣٦) : عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه»، زاد إسماعيل: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه» -

Scanned by CamScanner

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥/ ٢٤٤ : (وأما) تفسير التسليم، والقبض فالتسليم، والقبض عندنا هو التخلية، والتخلي وهو أن يخلي البائع بين المبيع وبين المشتري برفع الحائل بينهما على وجه يتمكن المشتري من التصرف فيه فيجعل البائع مسلما للمبيع، والمشتري قابضا له، وكذا تسليم الثمن من المشتري إلى البائع، وقال الشافعي - رحمه الله -: القبض في الدار والعقار والشجر بالتخلية.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٦/ ٥٢٥ : سوال-ایک تاجر مال باہر سے منگواتا ہے اور مال پہنچنے سے پہلے ہی منافع پر فروخت کردیتا ہے یہ منافع اس کے لئے حلال ہے یا نہیں؟
الجواب-مال پر قبضہ کرنے سے قبل اس کی بیع جائز نہیں لہذا یہ منافع بھی حلال نہیں،اس کی تصحیح کی دو صورتیں ہیں... ... (۲) مال پہنچنے کے قبل بیع نہ کرے بلکہ وعدہء بیع کرے، بیع مال پہنچنے کے بعد کرے۔

## আলু তোলার আগেই বিক্রি করে দেওয়া

প্রশ্ন : বর্তমানে আমাদের এলাকায় আলু তোলার পূর্বে জমিতে থাকা অবস্থায় ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। এভাবে ক্রয়-বিক্রয় করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয কি না?

উত্তর : যদি জমিতে আলু উৎপাদন হওয়ার পর তার অস্তিত্ব জানা থাকে তাহলে প্রশ্নোল্লিখিত পদ্ধতিতে তার ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে। তবে ক্রেতার জন্য 'খেয়ারে রুইয়াত' তথা দেখার পর নেওয়া বা ফেরত দেওয়ার অধিকার বাকি থাকবে। পক্ষান্তরে আলু তোলার পর কিছু অংশ দেখে তা পছন্দ করলে উক্ত অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। (১৬/১৫৮)

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ٥/ ٥٠٤ : وإن باع ما هو مغيب في الأرض كالجزر والبصل وأصول الزعفران والثوم والشلجم والفجل إن باع بعدما ألقي في الأرض قبل النبات أو نبت إلا أنه غير معلوم لا يجوز البيع، فإن باع بعدما نبت نباتا معلوما يعلم وجوده تحت الأرض يجوز البيع ويكون مشتريا شيئا لم يره عند أبي حنيفة، ثم لا يبطل خياره ما لم ير الكل ويرضى به وعلى قول صاحبيه لا يتوقف خيار الرؤية على رؤية الكل وعليه الفتوى-

Scanned by CamScanner

📖 مجمع الأنهر (مكتبة المنار) ٣/ ٥٥ : وإن كان المبيع مغيبا تحت الأرض كالبصل والثوم بعد النبات إن عرف وجوده تحت الأرض جاز وإلا فلا فإذا باعه ثم قلع منه أنموذجا ورضي به فإن كان مما يباع كيلا كالبصل أو وزنا كالبقل بطل خياره عندهما وعليه الفتوى۔

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/٥٩ : (والمعدوم كبيع حق التعلي) ومنه بيع ما أصله غائب كجزر وفجل، أو بعضه معدوم كورد وياسمين وورق فرصاد. وجوزه مالك لتعامل الناس، وبه أفتى بعض مشايخنا عملا بالاستحسان، هذا إذا نبت ولم يعلم وجوده، فإذا علم جاز وله خيار الرؤية وتكفي رؤية البعض عندهما وعليه الفتوى۔

## অনুমানের ভিত্তিতে জমির আলু বিক্রি করা

**প্রশ্ন :** আমাদের এলাকায় আলু ক্রয়-বিক্রয়ের সময় ক্ষেতের মধ্যে মাটির নিচ হতে কিছু আলু উঠিয়ে ওই উঠানো আলুর ওপর ভিত্তি করে পুরা ক্ষেতের আলু ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় শরীয়তসম্মত কি না?

**উত্তর :** ক্ষেতের মধ্য হতে এক লাইনের আলু উঠিয়ে ওই আলুর গুণগত মান দেখে তার ওপর ভিত্তি করে বাকি আলুর ক্রয়-বিক্রয় অবৈধ হবে না। যদি ক্রেতা-বিক্রেতা সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে নেয়। (১৪/৮১৫)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/٥٩ : قال في الهندية إن كان المبيع في الأرض مما يكال أو يوزن بعد القلع كالثوم والجزر والبصل فقلع المشتري شيئا بإذن البائع أو قلع البائع، إن كان المقلوع مما يدخل تحت الكيل أو الوزن إذا رأى المقلوع ورضي به لزم البيع في الكل وتكون رؤية البعض كرؤية الكل إذا وجد الباقي كذلك۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۳/ ۳۳۷ : الجواب- آلو وغیرہ بغیر اکھاڑے خریدنے میں بسا اوقات دھوکا ہوتا ہے جس سے خریدار یا مالک کو نقصان ہوتا ہے اور نزاع بھی ہوتا ہے اس لئے اس طرح فروخت نہ کیا جائے نہ خریدا جائے۔ ہاں اگر دھوکہ نہ ہو اور نزاع نہ ہو تو درست ہے مثلاً خرید کر جب ہی سامنے اکھاڑ لیا جائے۔

Scanned by CamScanner

## পুকুরের মাছ না ধরে বিক্রি করা

**প্রশ্ন :** পুকুর থেকে মাছ না উঠিয়ে অনুমান করে ক্রয়-বিক্রয় করার হুকুম কী? যদি নাজায়েয হয় তাহলে পুকুরে মাছ রেখে ক্রয়-বিক্রয়ের কোনো বৈধ পন্থা আছে কি না?

**উত্তর :** পুকুরে পানির মধ্যে মাছ থাকাবস্থায় তা মোটেও হস্তান্তরযোগ্য নয় বিধায় পুকুরের মাছ না ধরে বিক্রি করা জায়েয হবে না। (১২/৭১২/৫০২৫)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٣/ ١١٣ : بيع السمك في البحر أو البئر لا يجوز.

📖 مجموعۃ الفتاوی (سعید) ٢/ ١٤٠ : مچھلی کا شکار سے پہلے بیچنا جائز نہیں ہے، پس اگر اس کی بیع عرض واسباب کے عوض میں ہوئی ہے تو فاسد ہے اور اگر دراہم و دنانیر کے عوض میں بیع ہوئی ہے تو باطل ہے۔

## খাস বিলের মাছ ধরার আগেই বিক্রি করা

**প্রশ্ন :** আমাদের গ্রামে একটি খাস বিল আছে। প্রতি বছর একবার করে উক্ত বিলের মাছ পানির মধ্যেই বিক্রি করে দেওয়া হয় এবং উক্ত টাকা গ্রামের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যয় করা হয়। সে মর্মে গ্রামবাসী এ বছরও উক্ত বিলের মাছ আগের ন্যায় বিক্রয় করে দিয়েছে। তবে টাকাগুলো গ্রামবাসী এ বছর গ্রামের একটি ওয়াক্তিয়া মসজিদ নির্মাণের জন্য উক্ত মসজিদ ফান্ডে জমা দিতে চায়।

**প্রশ্ন :**

১) পানির মধ্যে মাছ বিক্রয়ের টাকা বৈধ কি না?
২) মসজিদ কমিটির জন্য উক্ত টাকাগুলো মসজিদ ফান্ডে জমা নেওয়া বৈধ হবে কি না?
৩) টাকাগুলো নিয়ে মসজিদ সংস্কার বাবদ ব্যয় করা বৈধ হবে কি না?
৪) কোনো অবৈধ টাকা মসজিদ সংস্করণ বাবদ ব্যয় করা মসজিদের পবিত্রতা রক্ষার পরিপন্থী কি না?

**উত্তর :** পরিত্যক্ত খাসজমিতে কারো পরিশ্রম ও ব্যবস্থা ছাড়া যে মাছ উৎপন্ন হয়, সরকার কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞা না থাকাবস্থায় এলাকাবাসী এ মাছ ধরার পূর্বে কেউ মালিক হয় না বিধায় বিক্রি অবৈধ। উপরন্তু মালিকানাধীন পুকুর ও বিলের মাছও ধরার পূর্বে পানিতে থাকাবস্থায় বিক্রি করা জায়েয নেই। সুতরাং প্রশ্নোক্ত খাস বিলের মাছ ধরার পূর্বে বিক্রয় করা অবৈধ। ওই অবৈধ অর্থ মসজিদ সংস্কারের কাজে ব্যয় করা জায়েয হবে না। অবশ্য ওই মাছ ধরার পর বিক্রয় করে বিক্রিলব্ধ অর্থ মসজিদ বা যেকোনো দ্বীনি কাজে ব্যয় করা যাবে। (৪/২১৬/৬৬৮)

Scanned by CamScanner

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٥/ ٩٥ : قال: "ولا يجوز بيع السمك قبل أن يصطاد" لأنه باع مالا يملكه "ولا في حظيرة إذا كان لا يؤخذ إلا بصيد"؛ لأنه غير مقدور التسليم، ومعناه إذا أخذه ثم ألقاه فيها لو كان يؤخذ من غير حيلة جاز، إلا إذا اجتمعت فيها بأنفسها ولم يسد عليها المدخل لعدم الملك.

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٦٥٨ : (قوله لو بماله الحلال) قال تاج الشريعة: أما لو أنفق في ذلك مالا خبيثا ومالا سببه الخبيث والطيب فيكره لأن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب، فيكره تلويث بيته بما لا يقبله. اهـ

## ফল গাছে থাকাবস্থায় বিক্রি করা

**প্রশ্ন :** পুকুরের মাছ থাকা অবস্থায় ক্রয় করা, ফল গাছে থাকা অবস্থায় এবং ক্ষেতের আলু মাটির নিচে থাকা অবস্থায় ক্রয় করা জায়েয আছে কি না? না থাকলে এর বিকল্প পদ্ধতি কী?

বিঃদ্রঃ. পানির নিচের মাছ ও গাছের ফল এবং মাটির নিচের আলুর পরিমাণ কতটুকু হবে মোটামুটি ধারণা থাকে।

**উত্তর :** পুকুরের মাছ পানিতে থাকা অবস্থায় ক্রয়-বিক্রয় করা বৈধ নয়। তবে এর বৈধ পদ্ধতি হলো, পুকুর থেকে প্রথমে মাছ ধরে ওপরে উঠিয়ে অথবা জাল টেনে মাছ কোনো এক পাশে জড়ো করে পরিমাণ সম্পর্কে ধারণা অর্জন করবে, এরপর ক্রয়-বিক্রয় করবে। (১৮/৬২৭)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٥/ ٩٥ : قال: "ولا يجوز بيع السمك قبل أن يصطاد" لأنه باع مالا يملكه "ولا في حظيرة إذا كان لا يؤخذ إلا بصيد"؛ لأنه غير مقدور التسليم، ومعناه إذا أخذه ثم ألقاه فيها لو كان يؤخذ من غير حيلة جاز-

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۳/۴۹ : الجواب- جن صورتوں میں کہ مچھلی داخل ملک ہی نہیں ہوئی اس میں تو بدون پکڑے ہوئے بیع کرنا مطلقا جائز نہیں اور جن صورتوں میں داخل ملک ہوگئی اس میں دیکھنا چاہئے اگر پکڑنے کیلئے کچھ حیلہ تدبیر کی ضرورت ہے تب بھی بیع جائز نہیں، لانہ غیر مقدور التسلیم اور اگر بلا کسی تدبیر کے پکڑنا آسان ہو تو بیع جائز ہے۔

Scanned by CamScanner

আম, জাম, কাঁঠাল তথা ফলফলাদি যদি এতটুকু বড় হয় যে, তা দ্বারা উপকৃত হওয়া যাবে তাহলে গাছের ওপর রাখার শর্ত না করে ক্রয়-বিক্রয় করা বৈধ। এভাবেই ক্রয়-বিক্রয়ের পর মালিকের সুস্পষ্ট বা মৌন সম্মতির ভিত্তিতে ফল গাছে রাখাও বৈধ।

📖 فتح القدير (مكتبة حبيبيه) ٥/ ٤٨٩ : فإن باعه بشرط الترك فإن لم يكن تناهى عظمه فالبيع فاسد عند الكل، وإن كان قد تناهى عظمه فهو فاسد عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وهو القياس. ويجوز عند محمد استحسانا، وهو قول الأئمة الثلاثة، واختاره الطحاوي لعموم البلوى.

📖 احسن الفتاوى (سعید) ۴۸۶/۶ : پھل آنے کے بعد انسان یا حیوان کیلئے قابل انتفاع بھی ہو گیا تو بالاتفاق بیع جائز ہے۔

আলু মাটির নিচে থাকা অবস্থায় ক্রয়-বিক্রয় করার দ্বারা সাধারণত দেখা যায় যে ক্রেতা-বিক্রেতার ক্ষতি হয় এবং ঝগড়াও হয়। এ জন্য এভাবে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ নয়। হ্যাঁ, যদি এমন হয় যে মাটির নিচে আলু কতটুকু আছে তা মোটামুটি ধারণা থাকে বা এক অংশের আলু উত্তোলন করে অনুমান করা যায় এবং ক্রেতা-বিক্রেতা ধোঁকায় না পড়া এবং ঝগড়া না হওয়ার প্রবল ধারণা থাকে তাহলে এভাবে ক্রয়-বিক্রয় করা বৈধ।

📖 الفتاوى الولوالجية (مكتبة الحرمين) ١٥١/٣ : وإن باع شيئا مغيبا تحت الأرض كالبصل والجزر، وبصل الزعفران والثوم والشلجم والفجل، فهذا على ثلاثة أوجه : إن باع قبل أن ينبت أو نبت نبتا لا يفهم به وجوده تحت الأرض لا يجوز البيع فى هذين الوجهين؛ لأنه فيه غرر، وإن نبت نبتا يفهم به وجوده تحت الأرض جاز البيع، فإن قلع البعض، هل ثبت له الخيار حتى إذا رضى يلزم البيع فى الكل، فهذا على وجهين : إن كان المبيع المغيب مما يكال أو يوزن بعد القلع [كالجوز والبصل والثوم] فهذا على ثلاثة أقسام : إن قلع البائع أو المشترى بإذن البائع، وكان المقلوع مما يدخل تحت الكيل أو الوزن، يثبت له الخيار، حتى لو رضى لزمه البيع فى الكل؛ لأن رؤية بعض المكيل والموزون كرؤية الكل؛ لأنه شيء واحد-

Scanned by CamScanner

## মাছ শিকারের জন্য সরকারি মেইল দেওয়া

**প্রশ্ন :** পানির মধ্যে মাছ বিক্রি করা কি জায়েয আছে? যদি জায়েয না হয় তাহলে সরকারিভাবে যে বিল মেইল দেওয়া হয় তা কি জায়েয হবে?

**উত্তর :** পানির ভেতর মাছের বেচাকেনা জায়েয হবে না। সরকারি বিল যদি মাছ শিকার করার উদ্দেশ্যই মেইল দেওয়া-নেওয়া হয় তাহলে তা অবৈধ বলে বিবেচিত হবে। (৮/২১৫)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٥/ ٩٥ : قال: "ولا يجوز بيع السمك قبل أن يصطاد" لأنه باع مالا يملكه "ولا في حظيرة إذا كان لا يؤخذ إلا بصيد"؛ لأنه غير مقدور التسليم، ومعناه إذا أخذه ثم ألقاه فيها لو كان يؤخذ من غير حيلة جاز، إلا إذا اجتمعت فيها بأنفسها ولم يسد عليها المدخل لعدم الملك.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٥/٦٠ : (و) فسد (بيع سمك لم يصد) لو بالعرض وإلا فباطل لعدم الملك صدر الشريعة (أو) (صيد ثم ألقي في مكان لا يؤخذ منه إلا بحيلة) للعجز عن التسليم (وإن أخذ بدونها صح)-

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/ ٦١ : (قوله ولم تجز إجارة بركة إلخ) قال في النهر: اعلم أن في مصر بركا صغيرة كبركة الفهادة تجتمع فيها الأسماك هل تجوز إجارتها لصيد السمك منها؟ نقل في البحر عن الإيضاح عدم جوازها-

## হাউজের মাছ নিলামে বিক্রি করা

**প্রশ্ন :** আমাদের মসজিদের দুটি হাউজ রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হাউজ প্রায় ১২৫ বর্গহাতের, অপরটি মাত্র ৬৫ বর্গহাতের। উভয় হাউজ দুই হাত করে গর্তবিশিষ্ট একেবারে ওপর পর্যন্ত পানি দিয়ে ভর্তি। উভয় হাউজে মসজিদের মুনাফার জন্য মাছের চাষ করা হয়েছে। মাঝেমধ্যে পানিতে মাছ থাকাবস্থায় অনুমান করে নিলামে মাছ বিক্রি করা হয়, শরীয়তের দৃষ্টিতে এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি বৈধ না অবৈধ?

**উত্তর :** বিক্রীত মাল খরিদদারের নিকট সহজ পদ্ধতিতে হস্তান্তরযোগ্য ও তার পরিমাণ জানা থাকা ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হওয়ার পূর্বশর্ত। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত হাউজদ্বয়ের

Scanned by CamScanner

মাছগুলো সহজে ধরে হস্তান্তরযোগ্য হলে এবং মোটামুটি পরিমাণ জানা থাকলে বিক্রয় বৈধ হবে। অন্যথায় নয়। (৮/৩৬৯)

سنن أبي داود (دار الحديث) ٢/ ٧١٢ (١٦٤١) : عن أنس بن مالك، أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال: «أما في بيتك شيء؟» قال: بلى، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقعب نشرب فيه من الماء، قال: «ائتني بهما»، قال: فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وقال: «من يشتري هذين؟» قال رجل: أنا، آخذهما بدرهم، قال: «من يزيد على درهم مرتين، أو ثلاثا»، قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين فأعطاهما إياه، وأخذ الدرهمين وأعطاهما الأنصاري، الحديث -

الهداية (مكتبة البشرى) ٥/ ٩٥ : قال (ولا يجوز بيع السمك قبل أن يصطاد) لأنه باع مالا يملكه (ولا في حظيرة إذا كان لا يؤخذ إلا بصيد) ؛ لأنه غير مقدور التسليم، ومعناه إذا أخذه ثم ألقاه فيها لو كان يؤخذ من غير حيلة جاز، إلا إذا اجتمعت فيها بأنفسها ولم يسد عليها المدخل لعدم الملك مثل السمكة في جب، وإن لم يكن يؤخذ إلا بحيلة لا يجوز بيعه لعدم القدرة على التسليم عقيب البيع -

## গোবরের ক্রয়-বিক্রয় ও জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার

**প্রশ্ন :** গোবর বিক্রি করা এবং তা লাকড়ির সাথে মিশিয়ে এবং মেশানো ছাড়া জ্বালানির কাজে ব্যবহার করা জায়েয হবে কি না?

**উত্তর :** হ্যাঁ, শরীয়তের দৃষ্টিতে গোবর বিক্রয় করা জায়েয আছে। তেমনিভাবে লাকড়ির সাথে মিশিয়ে হোক বা না মিশিয়ে–উভয় অবস্থাতেই জ্বালানির কাজে ব্যবহার করা জায়েয আছে। (১৯/৬৮/৮০২০)

بدائع الصنائع (سعيد) ٥/ ١٤٤ : ويجوز بيع السرقين، والبعر؛ لأنه مباح الانتفاع به شرعا على الإطلاق فكان مالا، ولا ينعقد بيع العذرة الخالصة؛ لأنه لا يباح الانتفاع بها بحال، فلا تكون مالا إلا إذا كان مخلوطا بالتراب، والتراب غالب فيجوز بيعه؛ لأنه يجوز الانتفاع به.

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٣٨٥ : (كره بيع العذرة) رجيع الآدمي (خالصة لا) يكره بل يصح بيع (السرقين) أي الزبل -

📖 احسن الفتاوی(سعید) ٦/ ٥٢١ : الجواب- گوبر کی بیع جائز ہے اور پاخانہ کی ناجائز ہے الا یہ کہ مٹی سے مخلوط ہو اور مٹی اس پر غالب ہو۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ٥/ ١١٤ : سوال- گوبر کے کنڈے جلانا اور بیچنا کیسا ہے؟

الجواب- بیچنا اور جلانا سب درست ہے۔

## টাকার বিনিময়ে মোবাইল চার্জ দেওয়া

**প্রশ্ন :** এক ব্যক্তির মোবাইল আছে, কিন্তু তার ঘরে বিদ্যুৎ নেই। তাই এই ব্যক্তি দোকান থেকে শুধু চার্জ ক্রয় করে। অর্থাৎ দোকানদারকে কিছু টাকা দিলে চার্জ দিয়ে দেবে। এখানে ক্রয়কৃত পণ্য হলো শুধু চার্জ। এমন বেচাকেনা জায়েয হবে কি না? জানালে উপকৃত হব।

**উত্তর :** বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুমতি সাপেক্ষে বিক্রি করা জায়েয হবে, অন্যথায় নয়। (১৩/৭৯৩/৫৪২৩)

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ٦ / ١٠٩ : چونکہ مبیع کا عین ہونا ضروری نہیں اس لئے اگر کوئی چیز عین نہ ہو مگر عرفا وہ مال سمجھی جاتی ہو تو اس کی بیع جائز ہے لہذا بجلی اگرچہ عین نہیں لیکن اس کی بیع شراء جائز ہے اس لئے کہ اس قسم کی اشیاء مالیت میں داخل ہیں۔

## বিক্রীত জিনিস বিক্রেতার ব্যবহার করা

**প্রশ্ন :** ছাত্রদের মাঝে প্রচলন আছে যে বছর শেষ হওয়ার পূর্বেই সসমেন্ট, জগ, গ্লাস ইত্যাদি বিক্রি করে এবং ক্রেতা থেকে টাকা নিয়ে নিজেদের মাঝে ভাগ-বণ্টন করে নেয়। তারপর বছর শেষ হওয়া পর্যন্ত ওই সমস্ত আসবাব ব্যবহার করে–এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় শরীয়তে বৈধ হবে কি না?

**উত্তর :** প্রশ্নে বর্ণিত আসবাব বিক্রির সময় বিক্রেতা বছর শেষ হওয়া পর্যন্ত ব্যবহার করার শর্ত আরোপ করলে উক্ত ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে না, অন্যথায় বৈধ হবে। (১৯/২১২)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٥/ ٨٤- ٨٥ : (و) لا (بيع بشرط) عطف على إلى النيروز يعني الأصل الجامع في فساد العقد بسبب شرط (لا

Scanned by CamScanner

يقتضيه العقد ولا يلائمه وفيه نفع لأحدهما أو) فيه نفع (لمبيع) هو (من أهل الاستحقاق) للنفع بأن يكون آدميا، فلو لم يكن كشرط أن لا يركب الدابة المبيعة لم يكن مفسدا كما سيجيء (ولم يجر العرف به و) لم (يرد الشرع بجوازه) أما لو جرى العرف به كبيع نعل مع شرط تشريكه، أو ورد الشرع به كخيار شرط فلا فساد-

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/ ٨٥ : [تنبيه] المراد بالنفع ما شرط من أحد العاقدين على الآخر، فلو على أجنبي لا يفسد ويبطل الشرط، لما في الفتح عن الولوالجية: بعتك الدار بألف على أن يقرضني فلان الأجنبي عشرة دراهم فقبل المشتري لا يفسد البيع؛ لأنه لا يلزم الأجنبي ولا خيار للبائع اهملخصا. وفي البحر عن الملتقى قال محمد: كل شيء يشترطه المشتري على البائع يفسد به البيع فإذا شرطه على أجنبي فهو باطل؛ كما إذا اشترى دابة على أن يهبه فلان لأجنبي كذا، وكل شيء يشترطه على البائع لا يفسد به البيع، فإذا شرطه على أجنبي فهو جائز وهو بالخيار-

## ধার গ্রহণকারীর কাছে ধারকৃত বস্তু বিক্রয়ের একটি পদ্ধতি

**প্রশ্ন :** আমি একজন চাকরিজীবী। সাথে ব্যবসাও করি। ধান কিনে রাখি, ধানের দাম বাড়লে বিক্রি করি। আমি ২৮ হাজার মণ ধান কিনে রেখেছি। আমার এক বন্ধু বলল–ভাই, আপনার ধানগুলো দিন, আমি কাজে লাগাই। আপনার যেদিন মনে চায় যে আজকে ধানের দাম বেশি আজ বিক্রি করব, তো সেদিন বিক্রি করলে যত টাকা লাভ হয় আমি আপনাকে দিয়ে দেব। কয়েক মাস পর আমি তাকে জানালাম–ভাই, আমি এখন ধান বিক্রি করব। এদিনে বিক্রি করলে ৫ হাজার টাকা আমার লাভ হয়। কিন্তু সে এখন আমাকে টাকা দিতে পারছে না। এভাবে ধানের এক সিজন চলে গেছে এবং দ্বিতীয় সিজন যাচ্ছে। এ সময় সে আমাকে আসল টাকা ও তার সাথে ৫ হাজার টাকা দেয়। আমি বললাম–ভাই, আমি দ্বিতীয় সিজনে ব্যবসা করলে যা লাভ হতো তা তো হলো না। সে তখন বলল–ঠিক আছে, আমি খুশিমনে আপনাকে কিছু দেব।

প্রশ্ন হলো, এই লেনদেন সঠিক হয়েছে কি না? এবং দ্বিতীয় সিজনের জন্য সে যে আমাকে কিছু দিতে চাচ্ছে, তা নেওয়া ঠিক হবে কি না? যদি সঠিক না হয় তাহলে টাকাগুলো কিভাবে দিলে আমার জন্য গ্রহণ করা বৈধ হবে।

Scanned by CamScanner

**উত্তর :** বেচাকেনা শুদ্ধ হওয়ার জন্য একটি শর্ত হলো, বিক্রয়ের সময় পণ্য ও মূল্য নির্ধারিত হওয়া। অনুরূপভাবে বেচাকেনা বাকিতে হলে মূল্য আদায়ের সময়ও নির্দিষ্ট হওয়া জরুরি। আর প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতি এর বিপরীত হওয়ার কারণে শরীয়তসম্মত হয়নি। তাই প্রশ্নের বিবরণ সত্য হলে আপনার ধানগুলো বন্ধুর কাছে عاريت/ধার হিসেবে বিবেচ্য, তিনি ধানই প্রদান করতে বাধ্য। তবে ধান দিতে অপারগ হওয়ায় ধানের মূল্য আদায় করা জরুরি হয়ে পড়েছে। অতএব আপনাকে যেদিন টাকা প্রদান করেছেন সেদিন বাজার মূল্য যত হয় তত টাকা গ্রহণ করা আপনার জন্য বৈধ। এর চেয়ে বেশি দাবি করা শরীয়তসম্মত নয় বিধায় ক্রয়মূল্যের সাথে ৫ হাজার টাকা যদি সেদিনের ধানের বাজার মূল্য হয়ে থাকে তাহলে ওই টাকা আপনার জন্য বৈধ হয়েছে। আরো এক সিজন ক্ষতিপূরণের দাবি আপনার জন্য বৈধ হবে না, বরং তা সুদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে নাজায়েয হবে। (১৬/৩৮৭)

📖 الدر المختار (سعيد) ٥٢٩/٤ : (وشرط لصحته معرفة قدر) مبيع وثمن (ووصف ثمن)۔

📖 رد المحتار (سعيد) ٥٢٩/٤ : فإن علم المشتري بالقدر في المجلس جاز ومنه أيضا ما لو باعه بمثل ما يبيع الناس إلا أن يكون شيئا لا يتفاوت نهر. (قوله: ووصف ثمن) ؛ لأنه إذا كان مجهول الوصف تتحقق المنازعة فالمشتري يريد دفع الأدون والبائع يطلب الأرفع فلا يحصل مقصود شرعية العقد نهر.

📖 البحر الرائق (سعيد) ٥/ ٢٨١ : ومنه شرط الأجل في المبيع المعين والثمن المعين۔

## পিতা তার নাবালেগ সন্তানের জমি বিক্রি করতে পারে না

**প্রশ্ন :** আমি যখন নাবালেগ ছিলাম তখন আমার দাদা ৮ শতাংশ জমির একটি পুকুর আমার নামে রেজিস্ট্রি করে দিয়েছিলেন। এর কিছুদিন পর আমার দাদা ইন্তেকাল করেন। দাদা মারা যাওয়ার পর আমার আব্বা কাউকে না বলে ওই পুকুরটি এক মসজিদ কমিটির কাছে ছেলে বড় হলে পুকুর রেজিস্ট্রি করে দেবে বলে ১৯৮৫ সালে সাত হাজার টাকা দামে বিক্রি করে ফেলে। এর মধ্যে আমার বাবাকে মসজিদ কমিটি মাত্র ৩৬০০ টাকা দিয়েছিল। এ পর্যন্ত আর কোনো টাকা দেয়নি। ওই টাকা নিয়ে আমার বাবা হালাল পথে খরচ করেনি বলে আমি জানতে পেরেছি। মসজিদ কমিটি এখন আমাকে বলছে যে, তোমার বাবা পুকুরটি মসজিদের কাছে বিক্রি করেছে, বাকি

Scanned by CamScanner

টাকাগুলো দিচ্ছি, তুমি পুকুরটিকে মসজিদের নামে রেজিস্ট্রি করে দাও। পুকুরটি এখন আমাদের দখলে আছে। আমি ওই পুকুরে মাছের আবাদ করি। এখন আমার প্রশ্ন হলো, ওই টাকাগুলো আমি মসজিদ কমিটিকে ফেরত দিতে চাই, অথবা বর্তমান মূল্যে মসজিদ কমিটির কাছে বিক্রি করে দিতে চাই। এর সঠিক সমাধান কী?

**উত্তর :** পিতা কর্তৃক নাবালেগ সন্তানের জমি জমা বিক্রি করা সন্তানের প্রয়োজনীয় খরচের জন্য হলে বৈধ, অন্যথায় অবৈধ ও নাজায়েয বিধায় প্রশ্নের বর্ণনামতে পিতা কর্তৃক নাবালেগ ছেলের পুকুর বিক্রি করা সহীহ হয়নি। অতএব পিতার জন্য মসজিদ কমিটি থেকে তার নেওয়া টাকাগুলো ফেরত দিয়ে পুকুর ফেরত নেওয়া জরুরী। (১২/৯০৬)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ٣٤١ : " وإذا باع أبوه متاعه في نفقته جاز " عند أبي حنيفة رحمه الله وهذا استحسان " وإن باع العقار لم يجز " وفي قولهما لا يجوز في ذلك كله وهو القياس لأنه لا ولاية له لانقطاعها بالبلوغ ولهذا لا يملك في حال حضرته ولا يملك البيع في دين له سوى النفقة -

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢١٣/٤ : (قوله وصح بيع عرض ابنه لا عقاره للنفقة) والقياس أن لا يجوز له بيع شيء وهو قولهما؛ لأنه لا ولاية له لانقطاعها بالبلوغ ولهذا لا يملك حال حضرته ولا يملك البيع في دين له سوى النفقة، والمذكور في المختصر هو الاستحسان وهو قول الإمام - رحمه الله ؛ لأن للأب ولاية الحفظ في مال الغائب ألا ترى أن للوصي ذلك فللأب أولى لوفور شفقته وبيع المنقول من باب الحفظ ولا كذلك العقار؛ لأنها مختصة بنفسها قيد بالأب؛ لأن الأم وسائر الأقارب ليس لهم بيع شيء اتفاقا؛ لأنهم لا ولاية لهم أصلا في التصرف حالة الصغر ولا في الحفظ بعد الكبر، وإذا جاز بيع الأب فالثمن من جنس حقه وهو النفقة فله الاستيفاء منه كما لو باع العقار والمنقول على الصغير جاز لكمال الولاية، ثم له أن يأخذ منه نفقته؛ لأنه جنس حقه ومحل الخلاف في الابن الكبير أما الصغير فللأب بيع عرضه للنفقة إجماعا كما في شرح الطحاوي وله بيع عقاره، وكذا المجنون بخلاف غير الأب لا يجوز له بيع العقار مطلقا كما في فتح القدير وقيد بالنفقة؛ لأنه ليس للأب بيع عرض ابنه لدين له عليه سوى النفقة اتفاقا واستشكله الزيلعي بأنه إذا كان البيع من

Scanned by CamScanner

باب الحفظ وله ذلك فما المانع منه لأجل دين آخر وأجاب عنه في غاية البيان بأن النفقة لا تشبه سائر الديون؛ لأنه حينئذ يلزم القضاء على الغائب فلا يجوز بخلاف النفقة فإنها واجبة قبل القضاء وإنما قضى القاضي إعانة فجاز بيع الأب لعدم القضاء على الغائب اهـ

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۳/ ۴۲۹ ۴۳۰- : خلاصہ ان نقول کا یہ ہے کہ باپ اور وصی کو نابالغ کی جائیداد کی بیع کا حق حاصل نہیں، پس صورت مذکورہ میں چچا اور بھائی نے جو ولید کا حصہ بیع کیا یہ صحیح نہیں ہوا۔... ... رہا ولید کا بعد البلوغ ۱۸ سال تک بیع سے سکوت کرنا یہ اس کے حق میں دعویٰ کو مسقط نہیں۔

## নাবালেগ সন্তানকে দেওয়া জমি পিতা নিজেই বিক্রি করে দেওয়া

**প্রশ্ন :** জনৈক ব্যক্তি তার নাবালেগ ছেলের নামে কিছু জমি লিখে দেয়। পরবর্তীতে সে ব্যক্তি দরিদ্রতার কারণে তার নাবালেগ ছেলের জমি অন্যের কাছে বিক্রি করে দেয়। এখন ক্রেতা প্রায় ৩০ বছর ধরে সেই বিক্রীত জমি ভোগ করে আসছে। এদিকে বিক্রেতা ব্যক্তির ছেলে ৩০ বছর পর বিক্রীত জমির ওপর ক্রেতার কাছে এ কথা বলে দাবি করে যে এ জমির মালিক আমি। যদি না দাও তো জোরপূর্বক দখল করে নেব। তাই জানার বিষয় হলো, ওই ছেলের জন্য বিক্রীত জমির ওপর দাবি করা শরীয়তের দৃষ্টিতে কতটুকু বৈধ?

**উত্তর :** জমিটি নাবালেগ ছেলের প্রয়োজনে বিক্রি করে থাকলে তা সহীহ বলে গণ্য হবে। অন্যথায় সহীহ হয়নি। প্রথম পদ্ধতিতে তার দাবি গ্রহণযোগ্য নয়। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে গ্রহণযোগ্য হবে। (১৭/৬০২)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢١٣/٤ : إجماعا كما في شرح الطحاوي وله بيع عقاره، وكذا المجنون بخلاف غير الأب لا يجوز له بيع العقار مطلقا كما في فتح القدير وقيد بالنفقة؛ لأنه ليس للأب بيع عرض ابنه لدين له

📖 مرقاة المفاتيح (أنور بكڈپو) ٦/ ٢١ : (وإن أولادكم من كسبكم) : أي: من جملته لأنهم حصلوا بواسطة تزوجكم، فيجوز لكم أن تأكلوا من كسب أولادكم إذا كنتم محتاجين وإلا فلا، إلا أن طابت به أنفسهم - هكذا قرره علماؤنا - وقال الطيبي - رحمه الله: نفقة الوالدين على الولد واجبة إذا كانا محتاجين عاجزين عن السعي.

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١٧٤/٣ : باع الأب ضيعة أو عقارا لابنه الصغير بمثل قيمته فإن كان الأب محمودا أو مستورا عند الناس يجوز وإن كان مفسدا لا يجوز وهو الصحيح۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٥١٣/٦ : اگر والد کی بیٹے پر شفقت معروف ہو یا مستور الحال ہو تو بیع ہو سکتا ہے۔

## বাকি চুক্তিতে মূল্য বেশি নির্ধারণ করা বৈধ

**প্রশ্ন :** আব্দুল করিম আলাউদ্দিনের নিকট ১০০ বস্তা ময়দা বাকিতে ১২০০০০ টাকা বিক্রি করে। অর্থাৎ আলাউদ্দিনকে বলল, তুমি এর মূল্য ১ বছর পর আদায় করবে তা জায়েয হবে কি না? আলাউদ্দিন কিন্তু নগদ ক্রয় করলে ১০০০০০ টাকা দিয়ে ক্রয় করতে পারত।

**উত্তর :** বাকিতে বিক্রি করলে নগদ মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্যে নির্ধারণ করাতে আপত্তি নেই। তবে এ লেনদেন বাকিতে হলো নাকি নগদে, তা বেচাকেনার বৈঠকেই নির্দিষ্ট করে নিতে হবে। (৯/৭২২)

📖 مبسوط السرخسی (دار المعرفة) ١٣/ ٨ : العقد على أنه إلى أجل كذا بكذا وبالنقد بكذا أو قال إلى شهر بكذا أو إلى شهرين بكذا فهو فاسد؛ لأنه لم يعاطه على ثمن معلوم ولنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن شرطين في بيع وهذا هو تفسير الشرطين في بيع ومطلق النهي يوجب الفساد في العقود الشرعية وهذا إذا افترقا على هذا فإن كان يتراضيان بينهما ولم يتفرقا حتى قاطعه على ثمن معلوم، وأتما العقد عليه فهو جائز؛ لأنهما ما افترقا إلا بعد تمام شرط صحة العقد۔

## বাকি লেনদেনে মূল্য বেশি ধরা

**প্রশ্ন :** কামাল দুই হাজার টাকা দিয়ে একটা গরু ক্রয় করল। ওই গরু জামালের নিকট বাকিতে পাঁচ হাজার টাকায় বিক্রি করল। শর্ত হলো, দুই বছর পর টাকা দেবে। এ পদ্ধতিতে গরু বিক্রি করা জায়েয হবে কি না? উল্লেখ্য, গরু মারা গেলেও জামাল কামালকে টাকা পরিশোধ করতে হবে।

Scanned by CamScanner

**উত্তর :** মূল্য বাকিতে শোধ করা অবস্থায় কিছু মূল্য বেশি নির্ধারণ করা জায়েয। তবে তা যেমন ন্যায্য মূল্যের চেয়ে খুব বেশি অতিরিক্ত না হয়। সুতরাং প্রশ্নে উল্লিখিত পদ্ধতিতে বেচাকেনা করা জায়েযের আওতায় পড়লেও দুই হাজার টাকার মালে তিন হাজার টাকা লাভ করা ঠেকায় পড়া মানুষ থেকে সুবিধা ভোগের শামিল হয়। তাই এই লেনদেনকে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্বীকৃতি দেওয়া যায় না। (৮/১৮৭)

📖 مبسوط السرخسی (دار المعرفة) ١٣/ ٨ : العقد على أنه إلى أجل كذا بكذا وبالنقد بكذا أو قال إلى شهر بكذا أو إلى شهرين بكذا فهو فاسد؛ لأنه لم يعاطه على ثمن معلوم ولنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن شرطين في بيع وهذا هو تفسير الشرطين في بيع ومطلق النهي يوجب الفساد في العقود الشرعية وهذا إذا افترقا على هذا فإن كان يتراضيان بينهما ولم يتفرقا حتى قاطعه على ثمن معلوم، وأتما العقد عليه فهو جائز؛ لأنهما ما افترقا إلا بعد تمام شرط صحة العقد .

📖 البحر الرائق (سعيد) ٦ /١١٤ : لأن للأجل شبها بالمبيع ألا ترى أنه يزاد في الثمن لأجل الأجل -

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص ٧١٢ : الجواب-ادھار کی وجہ سے نرخ بازار سے زیادہ فروخت کرنا جائز ہے، مگر خلاف مروت اور مکروہ ہے۔

## সময়মতো পরিশোধ না করলে অতিরিক্ত মূল্য নেওয়া বা বাইয়ে সলম করা

**প্রশ্ন :** আমি ৪০ হাজার টাকার মাল খরিদ করে অন্য একজনের নিকট ৫৫ হাজার টাকা বিক্রি করে থাকি। আমাকে সে টাকা পরিশোধ করবে এক বছর পর। কিন্তু মাল বিক্রি করার সময় মাল হস্তগত করেনি। প্রশ্ন হলো, উক্ত ১৫ হাজার টাকা আমার জন্য গ্রহণ করা জায়েয হবে কি না? জায়েয কোনো সুরত আছে কি না?

আরেকটি কথা হলো, সে আমার থেকে নিয়েছে এক বছরের জন্য, কিন্তু এক বছর পর পরিশোধ করেনি, ৫ বছর হয়ে যায়। এখন প্রতি বছর ১৫ হাজার করে ৬০ হাজার টাকা হয়। এখন আমার প্রশ্ন হলো, বাড়তি ৪ বছরের টাকা আমি কিভাবে গ্রহণ করব? একজন আলেম বলেছেন, প্রথম সুরতের মধ্যে যদি আমি তার কাছ থেকে টাকা না নিয়ে ৫৫ হাজার টাকার মাল নিয়ে যাই, তাহলে জায়েয হবে। উক্ত আলেমের কথা কতটুকু সত্য? অথবা যদি আমি তার কাছ থেকে আমার আসল ৪০ হাজার টাকা নিয়ে নিই তার সাথে আবার পুনরায় ১৫ হাজার টাকার ওপর বাইয়ে সলম করে ১ মাস

Scanned by CamScanner

অথবা ১ সপ্তাহের ভেতরে লেনদেন শেষ করে থাকি, তাহলে এ রকম করে ১৫ হাজার টাকা গ্রহণ করা জায়েয হবে কি না?

**উত্তর :** শরয়ী দৃষ্টিকোণে ক্রয়-বিক্রয় সহীহ হওয়ার জন্য বিক্রীত মাল বিক্রি করার সময় বিক্রেতার আয়ত্তে থাকা শর্ত। হ্যাঁ, আয়ত্তের বর্তমানে বহু পদ্ধতি রয়েছে। যেহেতু বিক্রীত পণ্য প্রশ্নের বিবরণ মতে বিক্রেতার আয়ত্তে ছিল না বিধায় উক্ত ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হয়নি। তাই ৪০ হাজার মূল টাকা নিয়ে উক্ত ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করা জরুরি। অতিরিক্ত টাকা নেওয়া বা তার ওপর বাইয়ে সলম কোনোটাই বৈধ হবে না। বাকিতে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ। তবে ক্রেতা নির্দিষ্ট সময় টাকা পরিশোধ না করলে সময় বাড়ানোর ভিত্তিতে মূল্য বাড়ানো বৈধ হবে না। তা সুদের অন্তর্ভুক্ত বিধায় তা হারাম। (৯/৯৩৪)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥/ ٢٤٥ : ولا يجوز بيع المبيع المنقول قبل قبضه بتمامه كما لا يجوز قبل قبضه أصلا ورأسا ـ

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/١١١ : شراه ولم يقبضه حتى باعه البائع من آخر بأكثر فأجازه المشتري لم يجز؛ لأنه بيع ما لم يقبض.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۹/ ۲۶۱ : ادھار خریدنے کی صورت میں اگر خریدار معین شدہ مدت پر پیسے نہ دے سکا تو اس کی وجہ سے زیادہ رقم لینا جائز نہیں۔

## মূল্য পরিশোধে দেরি করলে অতিরিক্ত মূল্য দাবি করা

**প্রশ্ন :** একজন লোক ঢাকা মহানগরীর সন্নিকটে সিটি করপোরেশনের বাইরে পাঁচ কাঠা জমি একজনের কাছে বিক্রি করেছে এবং আংশিক মূল্য প্রদান বাবদ বায়না করেছে। বায়নানামার চুক্তি ছিল ছয় মাসের মধ্যে অবশিষ্ট টাকা দিয়ে জমি রেজিস্ট্রি করে নেবে। আর এ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ক্রেতা সমুদয় টাকা পরিশোধ করে দলিল রেজিস্ট্রি করে না দিলে অথবা বিক্রেতা দলিল রেজিস্ট্রি করে দিতে অপারগ হলে উভয় পক্ষের দাবি বাতিল হয়ে যাবে। বর্তমানে প্রায় চার বছর চলছে, এখনো ক্রেতা বাকি টাকা পরিশোধ করেনি। এমতাবস্থায় বিক্রেতার পক্ষের সকলে অথবা ২-১ জন অংশীদার ক্রেতার মিথ্যা বলা ওয়াদা ভঙ্গ করা এবং চুক্তিপত্র রদ করার কারণে জমির মূল্য বাবদ অতিরিক্ত টাকা দাবি করলে এবং আদায় করলে শরীয়তের দৃষ্টিতে অসুবিধা আছে কি না?

উল্লেখ্য, বিক্রীত জমির অংশীদার চারজন। চার বছরেও যদি বিক্রীত জমির টাকা না পাওয়া যায় তবে ঢাকার কাছে সবুজবাগ থানায় কেন জমি বিক্রি করবে? কী রকম দুরবস্থায় পড়ে মানুষ জমি বিক্রি করে তা একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায়। এভাবে

Scanned by CamScanner

মানুষকে কষ্ট দেওয়া, জুলুম করা কি আল্লাহ পছন্দ করবেন? এর জন্য দায়ী ব্যক্তিদের কি আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে না?

**উত্তর :** শরয়ী দৃষ্টিকোণে সময় নির্ধারণ করে কোনো জিনিস বাকিতে বিক্রির মধ্যে নগদ অপেক্ষা বেশি দাম নেওয়া যায়। তবে বাকি বিক্রির মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হওয়ার পর ক্রেতা সময়মতো মূল্য আদায় করতে না পারায় বিক্রেতা মূল দামের চেয়ে অতিরিক্ত টাকা দাবি করা অথবা আদায় করা শরীয়তসম্মত নয়। তাই প্রশ্নের বর্ণনায় বিক্রেতা ক্রেতার কাছে মূল দামের অতিরিক্ত দাবি করা অথবা আদায় করা জায়েয হবে না। তবে ক্রেতা যেহেতু শর্ত ভঙ্গ করেছে তাই তাদের প্রথম চুক্তি ভঙ্গ হয়ে গেছে। বিক্রেতা তার বায়নানামার টাকা ফেরত দিয়ে দেবে এবং জমি অন্যত্র বিক্রি করতে পারবে। তার কাছে বিক্রি করলে নতুনভাবে মূল্য নির্ধারণকরত বিক্রি করতে পারবে। (১০/৬২৫)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٥/ ٣٣ : "ولو اشترى على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما جاز. وإلى أربعة أيام لا يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: يجوز إلى أربعة أيام أو أكثر، فإن نقد في الثلاث جاز في قولهم جميعا". والأصل فيه أن هذا في معنى اشتراط الخيار إذ الحاجة مست إلى الانفساخ عند عدم النقد تحرزا عن المماطلة في الفسخ فيكون ملحقا به. وقد مر أبو حنيفة على أصله في الملحق به، ونفى الزيادة على الثلاث وكذا محمد في تجويز الزيادة. وأبو يوسف أخذ في الأصل بالأثر. وفي هذا بالقياس، وفي هذه المسألة قياس آخر وإليه مال زفر وهو أنه بيع شرط فيه إقالة فاسدة لتعلقها بالشرط، واشتراط الصحيح منها فيه مفسد للعقد، فاشتراط الفاسد أولى ووجه الاستحسان ما بينا.

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/ ١٤٢ : (قوله: لزم كل الثمن حالا) لأن الأجل في نفسه ليس بمال، فلا يقابله شيء حقيقة إذا لم يشترط زيادة الثمن بمقابلته قصدا، ويزاد في الثمن لأجله إذا ذكر الأجل بمقابلة زيادة الثمن قصدا، فاعتبر مالا في المرابحة احترازا عن شبهة الخيانة، ولم يعتبر مالا في حق الرجوع عملا بالحقيقة بحر.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۹/ ۲۶۰ : نقد بیچنے پر کم قیمت اور ادھار بیچنے پر زیادہ قیمت لے سکتے ہو مگر شرط یہی کہ معاملہ طئے کرنے کے وقت ایک ہی بات ہو اور دام بالکل متعین کر دیے جائیں... ادھار خریدنے کی صورت میں اگر خریدار معین شدہ مدت میں پیسے نہ دے سکا تو اس کی وجہ سے زیادہ رقم لینا جائز نہیں۔

Scanned by CamScanner

## বিনোদন পণ্যের ব্যবসা করা

**প্রশ্ন :** রেডিও, টেলিভিশন, ভিডিও, ভিসিডি ইত্যাদির ব্যবসা করা জায়েয হবে কি না?

**উত্তর :** রেডিও ও টেপরেকর্ডের ব্যবসায় মূলত কোনো দোষ না থাকলেও এসব সামগ্রী বেশির ভাগ অবৈধ গান-বাজনাতে ব্যবহৃত হয় বিধায় এসব ব্যবসা পরিহারযোগ্য। আর টেলিভিশন, ভিসিআর ইত্যাদিতে ফটোর মতো মারাত্মক গোনাহসহ আরো বহু অবৈধ কাজ যথা–গান-বাজনা, নাটক, সমাজ দূষণ চরিত্র ধ্বংসের মতো বহু অনৈসলামিক কর্মকাণ্ডের মূল উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয় বিধায় এসব বস্তুর বেচাকেনা ও ব্যবসা-বাণিজ্য নাজায়েয। (১০/৫১)

📖 سنن الترمذی (۳۱۹۰) : حدثنا قتيبة قال: حدثنا بكر بن مضر، عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي أمامة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام»، وفي مثل ذلك أنزلت عليه هذه الآية {ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله} إلى آخر الآية.

📖 جدید تجارت اور روز مرہ معاملات کے شرعی احکام ص ۸۱ : موجودہ حالات میں ٹیلی ویژن، وی سی آر اور ڈش انٹینا چونکہ بہت سے منکرات اور فواحش پر مشتمل ہیں اور ان منکرات اور فواحش کے بغیر اس وقت ان چیزوں کے استعمال کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا اس لئے فی الوقت یہی بات طے ہے کہ ان مذکورہ چیزوں کا کاروبار اختیار کرنا جائز نہیں۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۵۴۳/۶ : الجواب- ...لہذا ریڈیو اور ٹیلیویژن کی بیع اور مرمت قول راجح کے مطابق مکروہ تحریمی ہے اور اگر کراہت تنزیہیہ کا مرجوح قول بھی لے لیا جائے تو بھی یہ پیشہ اختیار کرنا مکروہ تحریمی ہے اس لئے کہ کراہت تنزیہیہ پر دوام مفضی الی الکراہت التحریمیہ ہوتا ہے۔

## প্রচলিত বাকি খাতার হুকুম

**প্রশ্ন :** বর্তমানে আমাদের এলাকায় প্রচলন আছে, কোনো ব্যক্তি চাকরি স্থলে যাওয়ার পূর্বে নির্দিষ্ট কোনো দোকানদারকে বলে, বাড়ি থেকে যখন যে মাল খরিদ করার জন্য আসে বাকিতে দিয়ে দেবে, টাকা আমি এসে দেব। অথবা কোনো কথাবার্তা ছাড়াই চলে যায় এবং দোকান থেকে যখন প্রয়োজন হয় তখনই মালামাল-সদাই বাকিতে নিয়ে আসি এবং বলি, সে এলে দেবে। দোকানদার কোনো হিসাব করে না। দাম বাড়লে

Scanned by CamScanner

বলে যে এত বাড়ল। মনে মনে বা বাড়িতে খাতায় হিসাব রাখা হয়। ওই ব্যক্তি এলে বাড়িতে হিসাব করে টাকা পরিশোধ করে। কোনো কোনো সময় দোকানদার বলে, টাকা আরো বেশি; কিন্তু ক্রেতারা বলে, না। উল্লেখ্য, তাদের মধ্যে এ নিয়ে কোনো ঝগড়া হয় না। এখন আমার প্রশ্ন হলো, এই বেচাকেনার নাম কী? এবং এ রকম বেচাকেনা শরীয়তে বৈধ কি না? যদি বৈধ না হয় তাহলে বৈধ পন্থা কী?

**উত্তর :** দোকানদার থেকে দৈনন্দিন নিত্যপ্রয়োজনীয় সদাই নিয়ে মাস শেষে তার মূল্য পরিশোধ করে দেওয়া এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়ের ও বেচাকেনাতে যদিও ইজাব কবুল মৌখিকভাবে হয় না, কিন্তু কাজে প্রকাশ পাচ্ছে এবং মাস শেষে তার মূল্য পরিশোধ করার সময় এ ধরনের বেচাকেনা সম্পন্ন হয়েছে বলে ধর্তব্য হবে। শরয়ী দৃষ্টিকোণে তা বৈধ বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু পরবর্তীতে কোনো প্রকারের সন্দেহ বা ঝামেলা যেন না হয় সেভাবে হিসাব-নিকাশের ব্যবস্থা রাখা অপরিহার্য। (১০/১২১)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٥١٦/٤ : فروع] ما يستجره الإنسان من البياع إذا حاسبه على أثمانها بعد استهلاكها جاز استحسانا.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٥١٦ : ثم قال: ومما تسامحوا فيه، وأخرجوه عن هذه القاعدة ما في القنية الأشياء التي تؤخذ من البياع على وجه الخرج كما هو العادة من غير بيع كالعدس والملح والزيت ونحوها ثم اشتراها بعدما انعدمت صح. اهـ فيجوز بيع المعدوم هنا. اهـ

وقال: بعض الفضلاء: ليس هذا بيع معدوم إنما هو من باب ضمان المتلفات بإذن مالكها عرفا تسهيلا للأمر ودفعا للحرج كما هو العادة، وفيه أن الضمان بالإذن مما لا يعرف في كلام الفقهاء حموي، وفيه أيضا أن ضمان المثليات بالمثل لا بالقيمة والقيميات بالقيمة لا بالثمن ط. قلت: كل هذا قياس، وقد علمت أن المسألة استحسان ويمكن تخريجها على فرض الأعيان، ويكون ضمانها بالثمن استحسانا وكذا حل الانتفاع في الأشياء القيمية؛ لأن قرضها فاسد لا يحل الانتفاع به، وإن ملكت بالقبض وخرجها في النهر على كون المأخوذ من العدس ونحوه بيعا بالتعاطي، وأنه لا يحتاج في مثله إلى بيان الثمن؛ لأنه معلوم. اهـ

واعترضه الحموي بأن أثمان هذه تختلف فيفضي إلى المنازعة. اهـ

قلت: ما في النهر مبني على أن الثمن معلوم، لكنه على هذا لا يكون من بيع المعدوم بل كلما أخذ شيئا انعقد بيعا بثمنه المعلوم-

Scanned by CamScanner

📖 بحوث في قضايا فقهية معاصرة (دار القلم) ١/ ٦٥- ٦٦ : أما الحالة الثالثة: فهي أن لا يكون الثمن معلوماً عند الأخذ، ولا يتفاوت المتبايعان في بداية تعاملهما على أساس منضبط لتحديد الثمن يؤمن معه النزاع، بل يتعاملان هملا، ولا يتعارضان للثمن أصلاً. وحينئذ، لاشك في أن الثمن مجهول عند أخذ الأشياء جهالة فاحشة ربما تؤدي إلى النزاع، فلا ينعقد البيع عند الأخذ، فتبقى هذه المعاملة فاسدة إلى أن يقع بينهما تصفية الحساب. ولكن ذكر المتأخرون من الحنفية أن هذه المعاملة تنقلب جائزة عند التّصفية إذا اتفقا على ثمن.

ثم ذكر بعضهم أن هذه المعاملة تصح عند التصفية بيعاً. فكأن بيع تلك الأشياء قد انعقد الآن بمعرفة ثمن كل واحد منها. ويستشكل هذا بأن كثيراً من الأشياء المأخوذة قد استهلكها المشتري بعد أخذها حتى انعدمت عند التصفية، فكيف يصح بيعها وهي معدومة؟ فأجابوا عنه بأنه وإن كان بيعاً للمعدوم، ولكن مثل هذا البيع جاز استحساناً للعرف، أو التعامل، أو عموم البلوى، وهو موقف ابن نجيم في البحر الرائق والأشياء والنظائر كما ذكرناه من قبل. وأما ما يورد عليه من أنه يستلزم تصرف المشتري في الأشياء المأخوذة من غير ملك ولا بيع، فينبغي أن لا يجوز، فأجابوا عنه بأنه تصرف بإذن من المالك، فلا مانع من جوازه.

وخرّج الآخرون صحة هذه المعاملة على أساس ضمان المتلفات لا على أساس البيع، فإن الثمن عند الأخذ مجهول، والمبيع عند التصفية معدوم، فلا يجوز البيع بحال، فكأن الآخذ أخذ الشيء قرضاً، واستهلكه، ثم ضمن قيمته على أساس ما اتفقا عليه عند التّصفية. ويستشكل هذا بأن القرض إنما يصح في المثليّات فقط، ولا يجوز اقتراض القيميّات عند الحنفية، مع أن الاستجرار ربما يجري في ذوات القيم. فأجابوا عنه بأن الاستجرار مستثنى من عدم جواز اقتراض القيميّات استحساناً، كما أجيز الاقتراض في الخبز والخميرة، مع أنها من ذوات القيم.

وهذه التخريجات كلّها ذكرها ابن عابدين رحمه الله تعالى في رد المحتار. والذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه أن التخريج الأول هو الراجح، وهو أن هذه المعاملة تصح بيعاً عند تصفية الحساب إذا اتفقا الفريقان على الثمن الإجماليّ للمأخوذات.

Scanned by CamScanner

## মধ্যস্থতাকারী নিজেই জমির দখল নেওয়া ও ক্ষতিপূরণ প্রসঙ্গ

**প্রশ্ন :** আমি খরিদ সূত্রে একখণ্ড জমির মালিক হই। পরবর্তীতে প্রয়োজনে উক্ত জমি এক লোকের মাধ্যমে বিক্রি করে দিয়েছি। উক্ত মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তি জমির মূল্য বাবদ কিছু টাকাও আমাকে প্রদান করে। কিন্তু জমির রেজিস্ট্রি হয়নি। পরে ওই মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তি মূল্য বাবদ আমাকে আর টাকা দেয়নি, বরং টালবাহানা শুরু করে দিয়েছে, এমনকি একপর্যায়ে উক্ত মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তি আমার ওই বিক্রীত জমির মধ্যে থাকার জন্য ঘর নির্মাণ করে ফেলেছে। পরে আমি নিরুপায় হয়ে বিক্রি করে দিয়েছি। তবে দ্বিতীয় খরিদদারের উক্ত জমির দখল নিতে বেশ টাকা-পয়সা লাগবে, সে হিসেবে উক্ত জমির মূল্য কম নিয়েছি। অন্যদিকে আমার ক্ষতি হয়েছে বেশি। এমতাবস্থায় উক্ত মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তির প্রদত্ত টাকা ক্ষতিপূরণ বাবদ আমি ভোগ করতে পারব কি না? না ওই টাকা ফেরত দিতে হবে?

**উত্তর :** প্রশ্নে বর্ণিত মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তি তথা উকিল যদি অন্যের কাছে জমি বিক্রি না করে সে নিজেই ক্রয় করে ফেলে, তাহলে শরয়ী দৃষ্টিকোণে তার উক্ত ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত হয়নি। দ্বিতীয় বিক্রয়, যা মালিক প্রভাবশালী ব্যক্তির সাথে করেছিল তা সম্পাদিত হয়েছে। আর মধ্যস্থতাকারী তথা উকিলের কারণে মালিকের যা ক্ষতি হয়েছে তার জন্য উকিলের আদায়কৃত টাকা থেকে ক্ষতিপূরণ নেওয়ার অনুমতি আছে। তবে বাস্তব ক্ষতির অতিরিক্ত নেওয়া বৈধ হবে না।

পক্ষান্তরে উকিল যদি অন্যের কাছে জমি বিক্রি করে ফেলে এবং এতে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় বাতিলের কোনো শর্ত না থাকে তাহলে উক্ত ক্রয়-বিক্রয় উভয়ের জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে গেছে। রেজিস্ট্রি করা বা না করা ধর্তব্য নয়। এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিক্রয় শরীয়তের দৃষ্টিতে সহীহ বলে গণ্য হবে না এবং বিক্রেতার জন্য তার মূল্যও বৈধ হবে না। (৯/২৯৪)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٦/٢٨ : وليس للوكيل بالبيع أن يبيع من نفسه؛ لأن الحقوق تتعلق بالعاقد فيؤدي إلى أن يكون الشخص الواحد في زمان واحد مسلما ومتسلما، مطالبا ومطالبا وهذا محال، وكذا لا يبيع من نفسه، وإن أمره الموكل بذلك لما قلنا؛ ولأنه متهم في ذلك-

📖 الفقه الإسلامى وأدلته (دار الفكر) ٤/ ٧٨٩ : ومجمل القول في سبب الحكم: هو أن الوكيل أمين فلا ضمان عليه لموكله إلا إذا حدث منه تعد أو تفريط، ويتحمل الموكل الخسارة العارضة إذا لم تكن بتعدٍ أو تفريط من الوكيل.

Scanned by CamScanner

## চোরাই কাঠ বা তার দ্বারা তৈরি ফার্নিচারের ক্রয়-বিক্রয়

**প্রশ্ন :** বিশাল এলাকাজুড়ে বন বিভাগ। এতে রয়েছে হরেক রকমের মূল্যবান কাঠের গাছ, যা কোনো ব্যক্তিমালিকানাধীন নয়, একমাত্র রাজস্ব সম্পদ। এই বন বিভাগ পাহারা দেওয়ার জন্য সরকারিভাবে লোকও মোতায়েন করা হয়েছে এবং তারা পাহারাও দিচ্ছে। তবে যদি মানুষ ওই বন থেকে চুরি করে কাঠগাছ এনে বিক্রি করে বা তদ্বারা ফার্নিচার তৈরি করে বিক্রি করে তা ক্রেতার ক্রয় করা জায়েয কি না? অথবা কোনো মানুষ ওই বন বিভাগের দায়িত্ববান ফরেস্টার থেকে ঘুষের মাধ্যমে গাছ এনে বিক্রি করে বা তদ্বারা আসবাব তৈরি করে বিক্রি করে, তবে ক্রেতা ও বিক্রেতার হুকুম কী? অথবা কোনো ব্যক্তির চুরি করা কাঠের আসবাব বা ফার্নিচার ক্রয় করেছে, তার থেকে তৃতীয় ব্যক্তি ওই আসবাব বা ফার্নিচার কিনতে পারবে কি না?

**উত্তর :** সরকারি কাঠ চুরি করা ও চুরি করা কাঠ দ্বারা তৈরি ফার্নিচার ক্রয়-বিক্রয় করা শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নাজায়েয। সরকার কর্তৃক নিয়োজিত পাহারাদারকে দিয়ে উক্ত সরকারি কাঠ আনাও অবৈধ। এ ধরনের কাঠ বা ফার্নিচার চুরি করা বলে জানা থাকলে তা ক্রয় করা জায়েয হবে না। প্রথম ক্রয় ও দ্বিতীয় ক্রয়ের একই হুকুম। অজান্তে কেউ খরিদ করে থাকলে তার জন্য ক্রয়কৃত বস্তু ব্যবহার করা জায়েয হবে। (৮/৩৩২)

📖 رد المحتار (سعيد) ٣٤٨/١ : (قوله: يعمل بخبر الحرمة إلخ) أي: إذا أخبره عدل بأن هذا اللحم ذبيحة مجوسي أو ميتة وعدل آخر أنه ذبيحة مسلم لا يحل؛ لأنه لما تواتر الخبران بقي على الحرمة الأصلية لا يحل إلا بالذكاة-

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۱۲/ ۲۰۴ : سوال-جو مالی سرکاری یا امیروں کے باغوں میں رہتے ہیں اگر وہ اپنی طرف سے کسی کو کچھ ترکاری یا کوئی پودہ دیویں تو درست ہے یا نہیں؟
الجواب-یہ جائز نہیں ہے (کیونکہ وہ محافظ ہے، مالک نہیں)۔

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۳/ ۱۳۶ : سوال-ایک شخص ملازم انگریزی رشوت دے کر ٹھیکہ بنانے ظروف آہنی کا لیتا ہے اور چند روز استعمال سرکاری کے بعد بلا ناقص ہوئے ان ظروف کو ناقص کرا کے ارزاں نیلام کرا دیتا ہے.... ...
الجواب- یہ فعل بھی حرام ہے اور ثمن بھی حرام ہے۔

Scanned by CamScanner

## কোম্পানির তরফ থেকে বিনা মূল্যে বিতরণের জন্য দেওয়া পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়

**প্রশ্ন :** বাংলাদেশের ওষুধ কোম্পানিগুলোর সাধারণ নিয়ম হলো, ওষুধের প্রচারের জন্য এমআরগণকে বিনা মূল্যে বিতরণের জন্য ইনডেক্স বা প্যাড খাতা দেওয়া হয়। কিন্তু তারা সম্পূর্ণ বিতরণ না করে অন্যের কাছে বিক্রি করে দেয়। আমরা সাধারণ ব্যবসায়ীরা তাদের থেকে ক্রয় করে পুনরায় খুচরা বিক্রয় করি। অথচ আমরা জানি, উক্ত খাতা বিনা মূল্যে বিতরণের জন্য কোম্পানির পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন হলো, আমাদের মতো সাধারণ ব্যবসায়ী তাদের থেকে ক্রয় করে বিক্রয় করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হবে কি না?

**উত্তর :** শরীয়তের দৃষ্টিতে জানা সত্ত্বেও চুরি বা আত্মসাৎকৃত পণ্যের বেচাকেনা জায়েয নেই। সুতরাং প্রশ্নোক্ত কোম্পানির প্যাড খাতা এমআরগণ আত্মসাৎ করে বিক্রয় করার কথা জানা থাকলে তার বেচাকেনা সম্পূর্ণ নাজায়েয ও গোনাহ। (১২/৮৭৪/৫১০১)

📖 الأشباه والنّظائر (المكتبة التوقيفية) ص ٢٩٢ : الحرمة تتعدى في الأموال مع العلم بها، إلا في حق الوارث، فإن مال مورثه حلال له وإن علم بحرمته منه، من الخانية، وقيده في الظهيرية بأن لا يعلم أرباب الأموال من قبل يد غيره فسق إلا إذا كان ذا علم وشرف، كذا في مكفرات الظهيرية.

## মুকুল আসার পর গাছেই ফলমূলের ক্রয়-বিক্রয়

**প্রশ্ন :** আমাদের দেশে বর্তমানে বিভিন্ন পদ্ধতিতে বাগানের মধ্যেই আম, লিচু ইত্যাদি ফলমূল ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে। আমাদের জামিল মাদরাসার লিচুবাগানের লিচুর মুকুল আসার পর ফল বা দানা হওয়ার পূর্বেই বিক্রয় করে । অতএব বাগানের লিচু বা ফল বিক্রয়সংক্রান্ত নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর শরয়ী বিধান জানতে ইচ্ছুক।

১. গাছে লিচুর মুকুল বা ফুল আসার পূর্বে ফল ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে কি না?

২. বাগানে মুকুল বা ফুল আসার পর ফলের বা দানার অস্তিত্ব প্রকাশ হওয়ার পূর্বে ফল বা লিচু ক্রয়-বিক্রয়ের শরয়ী বিধান কী?

৩. বাগানে ফলের অস্তিত্ব প্রকাশ হওয়ার পর তথা দানা হওয়ার পর ফল ক্রয়-বিক্রয়ের হুকুম কী?

**উত্তর :** ১. উক্ত লেনদেন সঠিক বলে বিবেচিত হবে।

Scanned by CamScanner

২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর কিছুটা তফসিলসাপেক্ষ। আহসানুল ফাতাওয়া, তাকমালায়ে ফাতহুল মুলহিম, তাকরীরে তিরমিযী ইত্যাদি কিতাবে অত্র সমস্যায় 'উমূমে বালওয়া' তথা ব্যাপক প্রচলনের কারণে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে জায়েয বলে ফাতওয়া দিয়েছেন।

ক) বাইয়ে সলমের অন্তর্ভুক্ত করে।

খ) অথবা প্রয়োজনের তাগিদে মালেকী মাযহাবের অনুসরণ করে।

গ) বাগানের জমি ভাড়া নেওয়া।

উমূমে বালওয়ার কারণে তৃতীয় পদ্ধতি অনুসরণ করা শ্রেয়। তবে কেউ যদি বাইয়ে সলম করে অথবা মালেকী মাযহাবের ওপর আমল করে, তারও অবকাশ আছে। (১৯/৯৩৫)

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/ ٥٥٥- ٥٥٦ : ومقتضاه أنها لو أثمرت بعد القبض يصح البيع في الموجود وقت البيع، فإطلاق المصنف تبعا للزيلعي محمول على ما إذا باع الموجود والمعدوم كما يفيده ما يأتي عن الحلواني، ما ذكره في الفتح من التفصيل محمول على ما إذا باع الموجود فقط، وعلى هذا فقول الفتح عقب ما قدمناه عنه، وكان الحلواني يفتي بجوازه في الكل إلخ، لا يناسب التفصيل الذي ذكره؛ لأنه لا وجه لجواز البيع في الكل إذا وقع البيع على الموجود فقط فاغتنم هذا التحرير. (قوله: وأفتى الحلواني بالجواز) وزعم أنه مروي عن أصحابنا وكذا حكى عن الإمام الفضلي، وقال: استحسن فيه لتعامل الناس، وفي نزع الناس عن عادتهم حرج قال: في الفتح: وقد رأيت رواية في نحو هذا عن محمد في بيع الورد على الأشجار فإن الورد متلاحق، وجوز البيع في الكل وهو قول مالك. اهـ قال: الزيلعي وقال: شمس الأئمة السرخسي: والأصح أنه لا يجوز؛ لأن المصير إلى مثل هذه الطريقة عند تحقق الضرورة ولا ضرورة هنا؛ لأنه يمكنه أن يبيع الأصول على ما بينا أو يشتري الموجود ببعض الثمن، ويؤخر العقد في الباقي إلى وقت وجوده أو يشتري الموجود بجميع الثمن: ويبيح له الانتفاع بما يحدث منه، فيحصل مقصودهما بهذا الطريق، فلا ضرورة إلى تجويز العقد في المعدوم مصادما للنص، وهو ما روي «أنه - عليه الصلاة والسلام - نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم» اهـ

قلت: لكن لا يخفى تحقق الضرورة في زماننا ولا سيما في مثل دمشق الشام كثيرة الأشجار والثمار فإنه لغلبة الجهل على الناس لا يمكن إلزامهم بالتخلص بأحد الطرق المذكورة، وإن أمكن ذلك بالنسبة

Scanned by CamScanner

إلى بعض أفراد الناس لا يمكن بالنسبة إلى عامتهم وفي نزعهم عن عادتهم حرج كما علمت، ويلزم تحريم أكل الثمار في هذه البلدان إذ لا تباع إلا كذلك، والنبي - صلى الله عليه وسلم - إنما رخص في السلم للضرورة مع أنه بيع المعدوم، فحيث تحققت الضرورة هنا أيضا أمكن إلحاقه بالسلم بطريق الدلالة، فلم يكن مصادما للنص، فلذا جعلوه من الاستحسان؛ لأن القياس عدم الجواز، وظاهر كلام الفتح الميل إلى الجواز ولذا أورد له الرواية عن محمد بل تقدم أن الحلواني رواه عن أصحابنا وما ضاق الأمر إلا اتسع ولا يخفى أن هذا مسوغ للعدول عن ظاهر الرواية كما يعلم من رسالتنا المسماة نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف فراجعها.

📖 تكملة فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراتشى) ١/ ٣٩٣ : والحاصل أن هذه الصورة وإن كانت غير جائزة فى أصل المذهب، غير أن فيها سعة عند عموم البلوى، وفى هذه الصورة يقول العلامة ابن عابدين الشامى رحمه الله : لا يخفى تحقق الضرورة فى زماننا، ولاسيما فى مثل دمشق الشام كثيرة الأشجار والثمار، فإنه لغلبة الجهل على الناس لا يمكن إلزامهم بالتخلص بأحد الطرق المذكورة، ... ... وفى نزعهم عن عادتهم حرج كما علمت، ويلزم تحريم أكل الثمار فى هذه البلدان، إذ لا يباع إلا كذلك والنبى ﷺ إنما رخص فى السلم للضرورة مع أنه بيع المعدوم، فحيث تحققت الضرورة هنا أيضا أمكن إلحاقه بالسلم بطريق الدلالة فلم يكن مصادما للنص، فلذا جعلوه من الاستحسان؛ لأن القياس عدم الجواز، وظاهر كلام الفتح الميل إلى الجواز، ولذا أورد له الرواية عن محمد رح بل تقدم أن الحلوانى رواه عن أصحابنا، وما ضاق الأمر إلا اتسع، ولا يخفى أن هذا مسوغ للعدول عن ظاهر الرواية، كما يعلم من رسالتنا المسماة نشر العرف فى بناء بعض الأحكام على العرف-

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۴۸۹/۶ : علامہ ابن عابدینؒ نے ابتلاء عام وضرورۃ شدیدہ کی وجہ سے الحاق بالسلم کی بحث بروز البعض کے بیان میں لکھی ہے مگر اس پوری بحث سے ظاہر ہے کہ قبل بروز الثمار بلکہ قبل بروز الازہار کا بھی یہی حکم ہے، جہاں اس میں ابتلاء عام کی وجہ سے ضرورۃ شدیدہ کا تحقق ہو جائے وہاں مذہب مالکؒ کے مطابق اس کو بیع سلم میں داخل کر کے جائز قرار دیا جائیگا، غور کرنے سے معلوم ہوا کہ اس مسئلہ کا حل خود فقہ حنفی میں موجود ہے لہذا

Scanned by CamScanner

دوسرے مذاہب کی طرف رجوع کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ آم اور اس قسم کے دوسرے پھلوں کی بیع درختوں پر پھول آنے کے بعد ہوتی ہے، اگر بعض ثمر بھی ظاہر ہو چکا ہو تو کوئی اشکال ہی نہیں، اور اگر ثمر بالکل ظاہر نہ ہوا ہو تو یہ بیع الاثمار نہیں بلکہ بیع الازہار ہے، اور یہ ازہار مال متقوم منتفع بہ للدواب بل لبعض حاجات الناس بھی ہے، بالفرض فی الحال منتفع بہ نہ بھی ہو تو فی ثانی الحال منتفع بہ ہے، کما نقل العلامۃ ابن عابدینؒ عن الامام ابن الھمامؒ فی صحۃ بیع الثمار بعد البروز قبل ان تکون منتفعا بھا حضرات فقہاء رحمہم اللہ تعالی نے بیع الثمر قبل انفراک الزھر کو بالاتفاق ناجائز قرار دیاہے مگر خود بیع الزھر کے عدم جواز کی کوئی وجہ نہیں، البتہ بیع قبل ظھور الازہار کی صورت میں عمل بمذہب مالکؒ کے سوا چارہ نہیں اور یہ جب جائز ہوگا کہ اہل بصیرت اس میں ابتلاء عام اور ضرورۃ شدیدہ کا فیصلہ کردیں۔

📖 تقریر ترمذی (میمن اسلامک بکس) ۱/ ۹۳ : اس قاعدے کا تقاضہ یہ ہے کہ 'ترک علی الأشجار' کی شرط کا جب رواج عام ہو گیا ہو تو اس وقت اگر عقد کے اندر صراحۃ 'ترک' کی شرط لگادی جائے تو بھی حنفیہ کے نزدیک یہ عقد درست ہو جائے گا، اور اس شرط کی وجہ سے وہ عقد فاسد نہیں ہوگا اس لئے کہ یہ شرط مفضی الی النزاع نہیں رہی۔

## মুকুল আসার আগেই ফলমূলের ক্রয়-বিক্রয়

**প্রশ্ন :** আমাদের অঞ্চলে আম, বরই লিচু ইত্যাদির গাছে মুকুল আসার পূর্বেই পাতা থেকে বিক্রয় করে দেওয়ার নিয়ম যথারীতি চালু রয়েছে। এ ক্ষেত্রে জানার বিষয় হলো :

১) এ ধরনের বিক্রয় শরয়ী দৃষ্টিকোণে বৈধ কি না?
২) কোনো কোনো আলেম জমি ভাড়া দেওয়ার ভিত্তিতে বৈধ বলে থাকেন। তা ছাড়া কেউ বাইয়ে সলমের ভিত্তিতে বৈধ বলে থাকেন। আসলে এসব পদ্ধতি বৈধ হবে কি না? যদি না হয় তাহলে এমন কোনো শরয়ী পদ্ধতি আছে কি না?
৩) এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে উপমহাদেশের বিজ্ঞ আলেমদের মতামত দলিলসহ উল্লেখ করবেন।

**উত্তর :** চার ইমামের ঐকমত্য গাছে ফল আসার পূর্বে ফলের বেচাকেনা করা নাজায়েয। তা সত্ত্বেও যদি কোনো বাগানের মালিক প্রয়োজনে বাগানকে কেন্দ্র করে টাকা নিতে চায়, সে ক্ষেত্রে কেবল প্রয়োজনের খাতিরে ওই বাগানের জায়গা, গাছসহ ইজারা দিয়ে দেবে, অথবা বাইয়ে সলম পদ্ধতিতে চুক্তি করবে। প্রথম পদ্ধতি হানাফী মাযহাবের অনুকূলে।

Scanned by CamScanner

উপমহাদেশের বড় বড় আলেম এই পদ্ধতিকে সঠিক বলেছেন। যেমন–মুফতী মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহী (রহ.), মাওলানা ইউসুফ লুদিয়ানভী (রহ.) প্রমুখ।

দ্বিতীয় পদ্ধতিও কোনো কোনো মুফতিয়ানে কেরাম জায়েয বলেছেন, যা প্রয়োজনে অনুমতি আছে। এ পদ্ধতিকে মুফতী রশীদ আহমদ লুদিয়ানভী (রহ.) গ্রহণ করেছেন। (১৭/৭৬৫/৭২৬১)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٥٥٤/٤ : (ومن باع ثمرة بارزة) أما قبل الظهور فلا يصح اتفاقا. (ظهر صلاحها أو لا صح) في الأصح. (ولو برز بعضها دون بعض لا) يصح. (في ظاهر المذهب) وصححه السرخسي وأفتى الحلواني بالجواز-

📖 رد المحتار (سعيد) ٥٥٥/٤ : قلت: لكن لا يخفى تحقق الضرورة في زماننا ولا سيما في مثل دمشق الشام كثيرة الأشجار والثمار فإنه لغلبة الجهل على الناس لا يمكن إلزامهم بالتخلص بأحد الطرق المذكورة، وإن أمكن ذلك بالنسبة إلى بعض أفراد الناس لا يمكن بالنسبة إلى عامتهم وفي نزعهم عن عادتهم حرج كما علمت، ويلزم تحريم أكل الثمار في هذه البلدان إذ لا تباع إلا كذلك، والنبي - صلى الله عليه وسلم - إنما رخص في السلم للضرورة مع أنه بيع المعدوم، فحيث تحققت الضرورة هنا أيضا أمكن إلحاقه بالسلم بطريق الدلالة، فلم يكن مصادما للنص، فلذا جعلوه من الاستحسان؛ لأن القياس عدم الجواز، وظاهر كلام الفتح الميل إلى الجواز ولذا أورد له الرواية عن محمد بل تقدم أن الحلواني رواه عن أصحابنا وما ضاق الأمر إلا اتسع ولا يخفى أن هذا مسوغ للعدول عن ظاهر الرواية-

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۴۸۹/۶ : علامہ ابن عابدینؒ نے ابتلاء عام وضرورۃ شدیدہ کی وجہ سے الحاق بالسلم کی بحث بروز البعض کے بیان میں لکھی ہے مگر اس پوری بحث سے ظاہر ہے کہ قبل بروز الثمار بلکہ قبل بروز الازہار کا بھی یہی حکم ہے، جہاں اس میں ابتلاء عام کی وجہ سے ضرورۃ شدیدہ کا تحقق ہو جائے وہاں مذہب مالکؒ کے مطابق اس کو بیع سلم میں داخل کر کے جائز قرار دیا جائیگا، غور کرنے سے معلوم ہوا کہ اس مسئلہ کا حل خود فقہ حنفی میں موجود ہے لہذا دوسرے مذاہب کی طرف رجوع کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ آم اور اس قسم کے دوسرے پھلوں کی بیع درختوں پر پھول آنے کے بعد ہوتی ہے، اگر بعض ثمر بھی ظاہر ہو چکا ہو تو کوئی اشکال ہی نہیں، اور اگر ثمر بالکل ظاہر نہ ہوا ہو تو یہ بیع الاثمار نہیں بلکہ بیع الازہار ہے، اور یہ ازہار مال متقوم منتفع بہ للدواب بل لبعض حاجات الناس بھی ہے، بالفرض فی الحال منتفع بہ نہ

Scanned by CamScanner

بھی ہو تو فی ثانی الحال منتفع بہ ہے، کما نقل العلامۃ ابن عابدینؒ عن الامام ابن الھمامؒ فی صحۃ بیع الثمار بعد البروز قبل ان تکون منتفعا بھا حضرات فقہاء رحمہم اللہ تعالی نے بیع الثمر قبل انفراک الزھر کو بالاتفاق ناجائز قرار دیا ہے مگر خود بیع الزھر کے عدم جواز کی کوئی وجہ نہیں، البتہ بیع قبل ظھور الازہار کی صورت میں عمل بمذہب مالکؒ کے سوا چارہ نہیں اور یہ جب جائز ہو گا کہ اہل بصیرت اس میں ابتلاء عام اور ضرورۃ شدیدہ کا فیصلہ کر دیں۔

## অর্ধপাকা ফল গাছে বিক্রি করা বৈধ

**প্রশ্ন :** বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায়, আমের মৌসুমে যখন আম পাকার কাছাকাছি তখন আম ব্যবসায়ীরা আমগাছের মালিকের কাছ থেকে গাছের আম ক্রয় করে নেয় এবং ব্যবসায়ীদের সুযোগ অনুযায়ী আমগাছের আমগুলো পেড়ে নিয়ে যায়। আর এই ক্রয় করা ও পেড়ে নেওয়ার মাঝে অনেক ফল গাছ থেকে পড়ে যায়, যা গাছের মালিক অথবা অন্যান্য লোক কুড়িয়ে নিয়ে খায়।

**উত্তর :** প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে ফল বেচাকেনা বৈধ। বিক্রয়ের পর ক্রেতার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুমতি ছাড়া ঝরে পড়া ফল কারো জন্য কুড়িয়ে নেওয়া বৈধ হবে না। (১৮/৯৮৫)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٥/ ٢٥ : وكذا إذا تناهى عظمها عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله لما قلنا، واستحسنه محمد رحمه الله للعادة، بخلاف ما إذا لم يتناه عظمها؛ لأنه شرط فيه الجزء المعدوم وهو الذي يزيد لمعنى من الأرض أو الشجر. ولو اشتراها مطلقا وتركها بإذن البائع طاب له الفضل، وإن تركها بغير إذنه تصدق بما زاد في ذاته لحصوله بجهة محظورة، وإن تركها بعدما تناهى عظمها لم يتصدق بشيء. لأن هذا تغير حالة لا تحقق زيادة-

📖 رد المحتار (سعيد) ٥٥٦/٤ : (قوله: كشرط القطع على البائع) في البحر عن الولوالجية: باع عنبا جزافا وكذا الثوم في الأرض والجزر والبصل، فعلى المشتري قطعه إذا خلى بينه وبين المشتري؛ لأن القطع إنما يجب على البائع إذا وجب عليه الكيل أو الوزن ولم يجب؛ لأنه لم يبع مكايلة ولا موازنة. (قوله: وبه يفتى) قال: في الفتح: ويجوز عند محمد استحسانا وهو قول الأئمة الثلاثة، واختاره الطحاوي لعموم البلوى.

Scanned by CamScanner

## ফলের বাগানের ক্রয়-বিক্রয়

**প্রশ্ন :** দুই-তিন বছরের জন্য ফলের বাগান ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয আছে কি না? যা আমাদের দেশে ব্যাপক প্রচলন আছে?

**উত্তর :** না, এভাবে দুই-তিন বছরের জন্য ফলের বাগান ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয নেই।তবে মালিক ব্যবসায়ীর সাথে সম্পূর্ণ বাগানে আনুপাতিক হারে বর্গা চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারে। সে ক্ষেত্রে ফলবাগানের সম্পূর্ণ দেখাশোনা ব্যবসায়ীর জিম্মায় থাকবে। আর ফল পাড়ার পর পূর্বনির্ধারিত চুক্তি অনুপাতে দুই পক্ষের মাঝে বণ্টন করা হবে। (১৮/৯৮৫)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٢/ ١٤٢ (٢٣٢٩) : عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: «عامل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع» -

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦/ ٢٨٥- ٢٨٦ : (وهي) المعاملة بلغة أهل المدينة؛ فهي لغة وشرعا معاقدة (دفع الشجر) والكروم، وهل المراد بالشجر ما يعم غير المثمر كالحور والصفصاف؟ لم أره (إلى من يصلحه بجزء) معلوم من ثمره وهي كالمزارعة حكما وخلافا (و) كذا (شروطا) تمكن هنا ليخرج بيان البذر ونحوه (إلا في أربعة أشياء) فلا تشترط هنا -

📖 رد المحتار (سعيد) ٢٨٦/٦ : فإنه لا يشترط بيان البذر هنا: أي بيان جنسه، وكذا بيان ربه وصلاحية الأرض للزراعة، فهذه الثلاثة لا تمكن هنا فلا تشترط، وكذا بيان المدة. وبقي من شروط المزارعة الثمانية الممكنة هنا أهلية العاقدين، وذكر حصة العامل، والتخلية بينه وبين الأشجار، والشركة في الخارج ويدخل في الأخير كون الجزء المشروط له مشاعا فافهم.

وفي التتارخانية: ومن شروط المعاملة أن يقع العقد على ما هو في حد النمو بحيث يزيد في نفسه بعمل العامل اهوأما صفتها فقدمنا أنها لازمة من الجانبين بخلاف المزارعة -

Scanned by CamScanner

## বাগানের ইজারা, বন্ধক, পত্তন ও ফল বিক্রির হুকুম

প্রশ্ন : আমাদের এলাকাটি ফলনির্ভর এলাকা। এ এলাকায় প্রচুর বাগবাগিচা বিদ্যমান। এলাকায় ক্রেতা-বিক্রেতাদের সুবিধার্থে বেচাকেনার নিম্নোক্ত কয়েকটি পদ্ধতি চালু আছে। এসব পদ্ধতিতে বেচাকেনায় শরয়ী দৃষ্টিকোণে কোনো অসুবিধা আছে কি না? অসুবিধা থাকলে তা থেকে বাঁচার সহজ ও সহীহ পদ্ধতি কী কী?

ক) সাধারণত জ্যৈষ্ঠ মাস শুরু হলে ক্রেতাদের আগমন ঘটে। তারা কাঁঠাল, লটকন, লিচু ইত্যাদি বাগান ঘুরে দেখে। কাঁঠালের ক্ষেত্রে কাঁঠাল গণনা করে একটা দাম নির্ধারণ করে গড়ে উক্ত দামে বিক্রি হয়। আর অন্যান্য ফল অনুমান করে দাম নির্ধারণ করা হয়। বিক্রির পর আনুমানিক এক-দেড় মাসের মধ্যে তারা ফল নিয়ে নেয়। এ সময় হতে কাঁঠাল পাকা শুরু হয়। তা ছাড়া তরকারি হিসেবে রান্না করে খাওয়ার উপযোগী অবশ্যই হয়ে যায়। অতএব এটা 'বুদুওয়ে সালাহ'-এর হুকুমে শামিল হবে কি না? কিংবা 'তাআমুলে নাস' বা 'উমূমে বালওয়া'-এর কারণে এই বিক্রয়কে সহীহ বলা যাবে কি না?

খ) কখনো ফল আসার পূর্বেই ইজারায় বাগানের লেনদেন করা হয়। যেমন–কারো এক লক্ষ টাকার প্রয়োজন। সে কারো নিকট বাগান ইজারা দিয়ে এক লক্ষ টাকা নিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করার পর মালিক তার বাগান ফেরত পায়। টাকা পরিশোধ করার আগ পর্যন্ত টাকা বিনিয়োগকারী উক্ত বাগানের সম্পূর্ণ ফল ভোগ করে। এ ক্ষেত্রে তিনটি পদ্ধতি চালু আছে :

১) টাকাদাতা বন্ধকগ্রহীতাকে কর্তন ছাড়াই সম্পূর্ণ টাকা ফেরত দিতে হয়।

২) চুক্তির সময় টাকা কর্তনের কথা উল্লেখ থাকে না, তবে পরিশোধের সময় সামান্য কিছু টাকা কম নেওয়া হয়।

৩) চুক্তির সময় প্রতি বছর কত টাকা কর্তন করা হবে তা নির্ধারণ করল। তবে তা অতি নগণ্য। যেমন–এক লক্ষ টাকার বাগান বন্ধক নিয়ে বছরে ২০০-৫০০ বা এক হাজার টাকা কর্তন করল।

উল্লেখ্য, তৃতীয় পদ্ধতিকে অনেকে জায়েয বলেন। এ ক্ষেত্রে জিজ্ঞাসা এই যে কর্তনের বিশেষ কোনো পরিমাণ শরীয়তে নির্ধারণ আছে কি না? বা সুদ থেকে বাঁচার জন্য অতি নগণ্য পরিমাণ কর্তন করলে তা ইজারাদাতার ওপর জুলুম হিসেবে সাব্যস্ত হবে কি না?

গ) কখনো একাধিক বাগানের মালিকগণ একত্রে ক্রেতাকে বাগান দেখিয়ে সবকটি বাগানের ফলের দাম নির্ধারণ করে বিক্রি করে। পরে মালিকগণ কাঁঠালের সংখ্যা অনুপাতে এবং অন্যান্য ফলের মূল্য অনুমান করে নিজেদের মধ্যে টাকা বণ্টন করে নেয়। আবার কখনো নিজেরাই মূল্য নির্ধারণ করে যৌথভাবে বিক্রি করে। আসল মূল্যের অধিক মুনাফাকে পরস্পরে নির্দিষ্টহারে ভাগ করে নেয়। আর লোকসান হলে মূল্য কমিয়ে সে অনুপাতে বণ্টন করে নেয়।

ঘ) যদি ফল পাকার এক-দেড় মাস পূর্বে ফলসহ জমি পত্তন দেওয়া হয় আর বাগানের যাবতীয় ফল সে গ্রহণ করে, যেমন–বলা হয় দুই-তিন মাসের জন্য এক বিঘা জমি

Scanned by CamScanner

বাগানসহ ৫০ হাজার টাকা পত্তন দেওয়া হলো। বর্তমানে গাছে অবস্থিত ফলসহ গ্রহীতা যেকোনো ফসল ফলালে সে তার মালিক হবে। মেয়াদ পূর্তির পর জমির মালিক তার জমির কর্তৃত্ব ফেরত পাবে। এ পদ্ধতিটি জায়েয আছে কি না?

**উত্তর :** বাগানের ফল মানবজাতি বা পশুপাখির খাদ্য উপযোগী হলে তা ক্রয়-বিক্রয় বা ফল পরিপক্ব হওয়ার এক-দেড় মাস পূর্বে সময় ও মূল্য নির্ধারণ করে ফলসহ বাগান ইজারা দেওয়া বৈধ ও জায়েয। কিন্তু ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কেউ যদি এরূপ শর্তারোপ করে যে ফল পরিপক্ব না হওয়া পর্যন্ত বাগানে থাকবে তা হলে সম্পূর্ণ নাজায়েয। তবে কোনো প্রকার শর্ত আরোপ না করে ক্রয়-বিক্রয়ের পর মালিকের অনুমতিক্রমে বাগানে ফল রাখলে শরীয়তের দৃষ্টিতে তা বৈধ বলে গণ্য হবে বিধায় প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতি কোনো প্রকার শর্তবিহীন হলে জায়েয, চাই একাধিক বাগানের মালিক একত্রে বিক্রয় করুক বা প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে। তবে একত্রে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পরবর্তীতে টাকা বণ্টনে ঝগড়া-ফ্যাসাদের আশঙ্কা না থাকার মতো ব্যবস্থা প্রথম থেকেই নেওয়া জরুরি। (১৪/২১/৫৫৩৫)

## মুকুল থেকে ফল পাকা পর্যন্ত একাধিক ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি

**প্রশ্ন :** আমাদের এলাকায় এ প্রথার প্রচলন আছে, যখন আমের মৌসুম আসে তখন শুধু আমের মুকুল কেনাবেচা হয়, অর্থাৎ গাছের মালিক ব্যাপারীর নিকট আমের মুকুল বিক্রি করল, কিছুদিন পর মুকুল থেকে ছোট ছোট আম এলে মুকুলের মালিক অন্য ব্যাপারীর নিকট উক্ত আম বিক্রি করে দিল, আবার যখন ছোট আম বড় হলো, অর্থাৎ পাকার উপক্রম হলো তখন ছোট আমের মালিক আরেক ব্যাপারীর নিকট বিক্রি করে দিল। প্রশ্ন হলো, মুকুল থেকে পাকা পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয় করল এ কেনাবেচা কি শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয হয়েছে? যদি না হয় তাহলে বৈধ পন্থা কী?

**উত্তর :** শরীয়তের মূল নীতিমালার বহির্ভূত হওয়ায় প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিকে নাজায়েয বলা হলেও বর্তমানে এ পদ্ধতির ব্যাপক প্রচলন হয়ে যাওয়ায় জাতি ও সমাজের বিশেষ প্রয়োজনের প্রতি বিবেচনা রেখে বিজ্ঞ ফকীহগণ এ পদ্ধতিতে বেচাকেনার অনুমতি প্রদান করেছেন বিধায় তা বৈধ বলা যায়। (১৭/১৪২/৬৯৫৪)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٥٥٥- ٥٥٦ : قلت: لكن لا يخفى تحقق الضرورة في زماننا ولا سيما في مثل دمشق الشام كثيرة الأشجار والثمار فإنه لغلبة الجهل على الناس لا يمكن إلزامهم بالتخلص بأحد الطرق المذكورة، وإن أمكن ذلك بالنسبة إلى بعض أفراد الناس لا يمكن

Scanned by CamScanner

بالنسبة إلى عامتهم وفي نزعهم عن عادتهم حرج كما علمت، ويلزم تحريم أكل الثمار في هذه البلدان إذ لا تباع إلا كذلك، والنبي - صلى الله عليه وسلم - إنما رخص في السلم للضرورة مع أنه بيع المعدوم، فحيث تحققت الضرورة هنا أيضا أمكن إلحاقه بالسلم بطريق الدلالة، فلم يكن مصادما للنص، فلذا جعلوه من الاستحسان؛ لأن القياس عدم الجواز، وظاهر كلام الفتح الميل إلى الجواز ولذا أورد له الرواية عن محمد بل تقدم أن الحلواني رواه عن أصحابنا وما ضاق الأمر إلا اتسع ولا يخفى أن هذا مسوغ للعدول عن ظاهر الرواية كما يعلم من رسالتنا المسماة نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف فراجعها.

📖 احسن الفتاوی(سعید) ۴۸۹/۶ : علامہ ابن عابدینؒ نے ابتلاء عام وضرورۃ شدیدہ کی وجہ سے الحاق بالسلم کی بحث بروز البعض کے بیان میں لکھی ہے مگر اس پوری بحث سے ظاہر ہے کہ قبل بروز الثمار بلکہ قبل بروز الازھار کا بھی یہی حکم ہے، جہاں اس میں ابتلاء عام کی وجہ سے ضرورۃ شدیدہ کا تحقق ہو جائے وہاں مذہب مالکؒ مطابق اس کو بیع سلم میں داخل کر کے جائز قرار دیا جائیگا، غور کرنے سے معلوم ہوا کہ اس مسئلہ کا حل خود فقہ حنفی میں موجود ہے لہذا دوسرے مذاہب کی طرف رجوع کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ آم اور اس قسم کے دوسرے پھلوں کی بیع درختوں پر پھول آنے کے بعد ہوتی ہے، اگر بعض ثمر بھی ظاہر ہو چکا ہو تو کوئی اشکال ہی نہیں، اور اگر ثمر بالکل ظاہر نہ ہوا ہو تو یہ بیع الاثمار نہیں بلکہ بیع الازہار ہے، اور یہ ازہار مال متقوم منتفع بہ للدواب بل لبعض حاجات الناس بھی ہے، بالفرض فی الحال منتفع بہ نہ بھی ہو تو فی ثانی الحال منتفع بہ ہے، کما نقل العلامۃ ابن عابدینؒ عن الامام ابن الھمامؒ فی صحۃ بیع الثمار بعد البروز قبل ان تکون منتفعا بھا حضرات فقہاء رحمہم اللہ تعالی نے بیع الثمر قبل انفراک الزھر کو بالاتفاق ناجائز قرار دیاہے مگر خود بیع الزھر کے عدم جواز کی کوئی وجہ نہیں، البتہ بیع قبل ظھور الازہار کی صورت میں عمل بمذہب مالکؒ کے سوا چارہ نہیں اور یہ جب جائز ہو گا کہ اہل بصیرت اس میں ابتلاء عام اور ضرورۃ شدیدہ کا فیصلہ کر دیں۔

## টেন্ডার ব্যবসা ও উপার্জিত মুনাফার হুকুম

**প্রশ্ন :** আমাদের দেশে প্রচলিত টেন্ডার ব্যবসা জায়েয আছে কি না? এ ব্যবসায় দরপত্র আহ্বানকারী ও অন্য সকলের এ কথা জানা সত্ত্বেও যে নির্দিষ্ট কাজটি ১০ লক্ষ টাকার নিচে সমাধান করা সম্ভব নয়। এ কথাও জানা থাকে যে এ কাজে সে অবশ্যই লাভ

Scanned by CamScanner

করবে, তার পরও মাত্র ৮ লাখ টাকায় টেন্ডার দেওয়া হয়। এখন ব্যবসায় লাভ করতে হলে দরপত্র আহ্বানকারীর নির্ধারিত মালামালের যেমন তিন বস্তা বালিতে এক বস্তা সিমেন্ট পরিমাণ কমিয়ে যেমন পাঁচ বস্তায় এক বস্তা কাজ করানো হয়। ১০ লক্ষ টাকার কাজ ৮ লাখে টেন্ডার আহ্বান করার পরও যে যত বেশি কমিশনে নিতে পারবে তাকেই কাজ দেওয়া হয়। দেখা যায়, ১০ লাখ টাকার কাজ আনুমানিক ছয় লাখ টাকায় দেওয়া হয় বিধায় ব্যবসায়ী ব্যক্তি ঘুষ দিতে ও নির্ধারিত মালামালে পরিমাণ কমাতে বাধ্য হয়। এমতাবস্থায় টেন্ডার ব্যবসার উপার্জিত টাকা তার জন্য হালাল হবে কি না?

**উত্তর :** দরপত্র আহ্বানকারীর পক্ষ থেকে টেন্ডারে যে সমস্ত শর্ত লেখা থাকে যদি ওই শর্তাদি লঙ্ঘন করা ব্যতিরেকে কাজ সমাধা করা হয় তাহলে টেন্ডার ব্যবসায় উপার্জিত টাকা তার জন্য হালাল হবে। আর যদি শর্ত লঙ্ঘন করা হয় তাহলে আসল খরচের অতিরিক্ত টাকা হালাল হবে না। (৪/১৭৪/৬৩৬)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥/ ٢١٠ : (وأما) حكم الاستصناع فحكمه في حق المستصنع - إذا أتى الصانع بالمستصنع على الصفة المشروطة - ثبوت ملك غير لازم في حقه حتى يثبت له خيار الرؤية -

📖 الفتاوى الاقتصادية ص ١١٤ : السؤال- ما هو الرأي في عقود المناقصات الحكومية وما يشبهها؟ إن المناقص يتقدم بسعره في المناقصة فإذا ما رسا عليه العطاء وقع العقد حيث يقوم بعد ذلك بشراء ما تقدم به من السوق فهل يدخل ذلك التعاقد في عموم النهي عن بيع ما لا يملك؟

الجواب- إن هذا من العقود المستحدثة التي جرى بها العرف والتعامل بناء على الرضا والاتفاق القائم على تحديد الوصف بما ينفي الجهالة والنزاع وهو لا يشتمل على غرر ولا ضرر ولا يتضمن محظورا شرعيا ولذلك فإنه من العقود الجائزة شرعا-

📖 الفقه الإسلامى وأدلته (دار الفكر) ٤/ ٣٩٧ : وقال أبو يوسف: العقد لازم إذا رأى المستصنع الشيء المصنوع ولا خيار له، إذا جاء موافقاً للصفة أو الطلب والشروط، لأنه مبيع بمنزلة المسلم فيه، فليس له خيار الرؤية، لدفع الضرر عن الصانع في إفساد المواد المصنوعة التي صنعها وفقاً لطلب المستصنع، وربما لا يرغب غيره في شرائه على تلك الصفة. ونوقش هذا الرأي بأن ضرر المستصنع بإبطال الخيار له أكثر من ضرر الصانع، إذ لا يتعذر على الصانع بيع المصنوع على أية حال،

Scanned by CamScanner

لأنه إذا لم يرض به المستصنع، يبيعه من غيره بمثل قيمته، وذلك ميسر عليه لكثرة ممارسته. ويجاب عنه بأن احتمال البيع الجديد مجرد أمل، ويغلب الضرر بالصانع، فيجب القول بلزوم البيع دفعاً للضرر عنه.

## আদায়কালীন সময়ের দরে মূল্য দেওয়ার শর্তে পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়

**প্রশ্ন :** আমার বাবা চালের ব্যবসা করেন এবং অনেক কৃষক তাঁর কাছে প্রতি সিজনে ধান জমা রাখে এ ভিত্তিতে—আড়তদার তা দ্বারা ব্যবসা করবেন, যখন আমাদের (কৃষকদের) যত মণ ধানের টাকার প্রয়োজন হবে তখন তত মণ ধানের টাকা তখনকার বাজার মূল্য হিসাবে দিয়ে দেবেন। এভাবে বাবার কাছে প্রায় ১০-১২ লাখ টাকার ধান-চাল থেকে যায় সারা বছরই। তন্মধ্যে প্রায় দুই লাখ নিজস্ব। তবে ব্যবসা চালু রাখতে সারা বছরই ২-৩ লাখ টাকা বাকি হিসেবে পাওনা থেকে যায়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এ পদ্ধতিতে ব্যবসা করা জায়েয হবে কি না?

**উত্তর :** আপনার পিতার সঙ্গে কৃষকদের চুক্তিটি শরীয়তসম্মত নয় বিধায় এ পদ্ধতিতে ব্যবসা করা বৈধ হবে না। হ্যাঁ, চুক্তির সময় যদি ধানের মূল্য নির্ধারণ করে ক্রয় করে অথবা গৃহীত ধান মজুদ থাকলে তার মূল্য আদায়ের প্রাক্কালে বেচাকেনা করে তাহলে বৈধ হবে।

শরীয়ত পরিপন্থী চুক্তির পরও ধানগুলো হস্তগত করায় সেগুলোর মালিকানা সাব্যস্ত হবে এবং এর হস্তগতকালীন বাজার মূল্য আপনার পিতার জিম্মায় ওয়াজিব থাকবে। (১৬/৩৯/৬৩৮৬)

📖 الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ٤/ ٥٣٩ : (قوله: وشرط لصحته معرفة قدر مبيع وثمن)... ... فإن علم المشتري بالقدر في المجلس جاز.

📖 فيه أيضا ٥/ ٨٩-٨٨ : (وإذا قبض المشتري المبيع برضا) عبر ابن الكمال بإذن (بائعه صريحا أو دلالة) بأن قبضه في مجلس العقد بحضرته (في البيع الفاسد) وبه خرج الباطل وتقدم مع حكمه وحينئذ فلا حاجة لقول الهداية والعناية: وكل من عوضيه مال كما أفاده ابن الكمال، لكن أجاب سعدي بأنه لما كان الفاسد يعم الباطل مجازا كما مر حقق إخراجه بذلك فتنبه. (ولم ينهه) البائع عنه ولم يكن

Scanned by CamScanner

فيه خيار شرط (ملكه)... ... (بمثله إن مثليا وإلا فبقيمته) يعني إن بعد هلاكه أو تعذر رده (يوم قبضه) ؛ لأن به يدخل في ضمانه فلا تعتبر زيادة قيمته كالمغصوب.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد) ۶/ ۲۷ : اگر کارخانہ والے مال وصول کر کے بطور امانت اپنے پاس رکھیں یا باقاعدہ طور پر نرخ طے کر کے اور رقم کی ادائیگی کی تاریخ طے کر کے اس کو استعمال میں لائیں تو اس میں شرعا کوئی حرمت یا فساد نہیں، لیکن اگر نرخ طے کرنے سے قبل ہی کارخانہ والے اس کپاس کو اپنے استعمال میں لائیں اور استعمال کے بعد نرخ مقرر کیا جائے تو یہ معاملہ (بیع) فاسد ہے، کپاس کے استعمال سے قبل نرخ مقرر کرنا لازمی ہے۔

Scanned by CamScanner

# باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
# পরিচ্ছেদ : বৈধ-অবৈধ ব্যবসা

## হারাম উপার্জন ও ব্যবসায় মিথ্যার আশ্রয় নেওয়ার হুকুম

**প্রশ্ন :** ১. ব্যবসায়ে মিথ্যা ও প্রতারণা করলে ওই উপার্জন হালাল হবে কি না?

২. কোনো ব্যক্তি ৫ হাজার টাকা উপার্জন করল, এর অর্ধেক হালাল উপায়ে অর্ধেক হারাম উপায়ে। হারাম উপার্জন দিয়ে খানাপিনা ও অন্যান্য খরচ করল, আর বাকি অর্ধেক হালাল টাকা দিয়ে ব্যবসা করল তা বৈধ হবে কি না?

**উত্তর :** ১. মিথ্যা বলা ও প্রতারণা করা মারাত্মক গোনাহ। আর উপার্জিত সম্পদ হালাল বা হারাম হওয়া নির্ভর করবে মিথ্যা ও প্রতারণার অবস্থার ওপর যেমন–দালালের মাধ্যমে দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাড়িয়ে বিক্রি করলে মাকরূহ হবে। আর হারাম দ্রব্যকে হালাল বলে বিক্রি করলে হারাম হবে। সর্বাবস্থায় মিথ্যা ও প্রতারণার মাধ্যমে অর্জিত অর্থ বর্জনীয়। (১৭/৮২/৬৯১৪)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٠/ ١٣٥- ١٣٦ (١٥١٣) : عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر» -

📖 سنن ابن ماجه (دار إحياء الكتب) ٢/ ٧٥٥ (٢٢٤٧) : عن واثلة بن الأسقع، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «من باع عيبا لم يبينه، لم يزل في مقت الله، ولم تزل الملائكة تلعنه» -

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ٥٢/٦ : جواب- جھوٹ بول کر سودا بیچنا حرام ہے اس میں ایک تو جھوٹ بولنے کا گناہ ہے دوسری مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ اور فریب کرنا-

২. ব্যবসা যেহেতু হালাল টাকা দিয়ে করে তাই ব্যবসা হালাল হবে। আর হারাম উপার্জন দ্বারা খানাপিনা ও অন্যান্য বাবদ খরচ করা জায়েয নেই।

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٧/ ٩٠ (١٠١٥) : عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: {يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم} وقال: {يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم} ثم ذكر

Scanned by CamScanner

الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، يا رب، يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟" -

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۶/ ۴۰ : جواب- منافع کا حکم وہی ہے جو اصل مال کا ہے اگر اصل حلال ہے تو منافع بھی حلال ہے اور اگر اصل حرام ہے تو منافع کا یہی حال ہوگا۔

## স্বর্ণ-রুপার অলংকার খাদের মিশ্রণ

**প্রশ্ন :** আমি একজন স্বর্ণকার। আমার জানা মতে, বাংলাদেশে অধিকাংশ জুয়েলার্স স্বর্ণ ও রুপার মধ্যে ভেজাল দিয়েই অলংকার তৈরি করে আসছে। এখন পরিস্থিতি এমন যে আমি যদি নির্ভেজাল স্বর্ণ-রুপা দ্বারা তৈরি করে ব্যবসা করি, এদিকে অন্য জায়গায় ভেজালযুক্ত জিনিস স্বল্পমূল্যে বিক্রয়ের কারণে মজুরি তো দূরের কথা, আসল দামও ওঠে না। এখন এ পরিস্থিতিতে আমার করণীয় কী? অলংকারে খাদ দিয়ে সম্পূর্ণ নির্ভেজাল স্বর্ণের মূল্য রাখা আমার জন্য বৈধ হবে কি না? অন্যথায় আমার বিকল্প কী?

**উত্তর :** ব্যবসায়িক পণ্যে ভেজাল মিশ্রিত করে বেচাকেনা করা প্রতারণা ও ধোঁকার শামিল। এ ধরনের প্রতারণা ও ধোঁকার ব্যাপারে কোরআন হাদীসে কঠোর ভয়-ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। তাই প্রত্যেক ব্যবসায়ীর ব্যবসায়িক পণ্যে ভেজালমিশ্রিত না করেই ব্যবসা করা শরীয়তের নির্দেশ। সুতরাং স্বর্ণ-রুপায় খাদ মিশ্রিত করে তৈরি অলংকারকে নির্ভেজাল বলে বিক্রয় করা ধোঁকা ও প্রতারণা শরীয়তের আলোকে নাজায়েয। তবে ক্রেতার নিকট খাদের কথা উল্লেখ করে বিক্রয় করলে শরয়ী দৃষ্টিতে কোনো আপত্তি নেই। (১৩/৪২৪)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ۲/ ۹۰ (۱۰۲) : عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللا فقال: «ما هذا يا صاحب الطعام؟» قال أصابته السماء يا رسول الله، قال: «أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني» -

📖 رد المحتار (سعيد) ٤٧/٥ : [تنبيه] قال في البحر، وإلى هنا ظهر أن خيار العيب يسقط بالعلم به وقت البيع، أو وقت القبض أو الرضا به بعدهما أو اشتراط البراءة من كل عيب، أو الصلح على شيء أو الإقرار بأن لا عيب به إذا عينه كقوله ليس بآبق فإنه إقرار بانتفاء الإباق،

Scanned by CamScanner

بخلاف قوله ليس به عيب كما مر. اهـملخصا (قوله؛ لأن الغش حرام) ذكر في البحر أو الباب بعد ذلك عن البزازية عن الفتاوى: إذا باع سلعة معيبة، عليه البيان وإن لم يبين قال بعض مشايخنا يفسق وترد شهادته، قال الصدر لا نأخذ به. اهـ قال في النهر: أي لا نأخذ بكونه يفسق بمجرد هذا؛ لأنه صغيرة. اهـ-

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ۱۱۹/۶ : الجواب- اگر خریدنے والے کو اس ملاوٹ کے متعلق بتادیا جائے اور پھر بھی خرید لیتا ہے تو یہ معاملہ لا بأس بہ ہوگا اور اگر خریدار کو اس ملاوٹ کے متعلق نہ بتایا جائے اور وہ اسے عمدہ اور ملاوٹ سے پاک کی سمجھ رہا ہو تو یہ معاملہ حدیث کی وعید میں داخل ہے من غشنا فلیس منا۔

## ভাউচারে বিক্রয়মূল্যের চেয়ে বেশি উল্লেখ করা

**প্রশ্ন :** আমি একজন কেমিক্যাল কোম্পানির মালিক। প্রতি কেজি কেমিক্যাল ১৫০ টাকায় বিক্রি করি। বর্তমান একটি ওষুধ কোম্পানির মালিকের ম্যানেজার চুক্তি করল যে, আমি আপনাকে প্রতি কেজি ১৫০ টাকা দেব, তবে ভাউচারে লিখতে হবে ২৫০ টাকা। জানার বিষয় হলো, এভাবে কেমিক্যাল বিক্রি করা জায়েয হবে কি না? যদি জায়েয না হয় তাহলে জায়েযের সুরত জানালে উপকৃত হব।

**উত্তর :** প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে কেমিক্যাল বিক্রি করা সহীহ হলেও ভাউচারে মিথ্যা লেখা এবং মালিককে ধোঁকা দেওয়ার কারণে ম্যানেজার এবং বিক্রেতা উভয়ে গোনাহগার হবে এবং কোম্পানির মালিক ক্রয়মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত টাকা গ্রহণ করা ম্যানেজারের জন্য বৈধ হবে না, বরং হারাম বলে সাব্যস্ত হবে। (১৭/১৬৮/৬৯৬৪)

📖 سورة المائدة الآية ٢ : ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٣/ ١٥٣١ (٣٥٣٥) : عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك» -

📖 شرح المجلة للأتاسى (رشيديه) ٤/ ٤٠٤ : والوكيل أمين فيما فى يده كالمودع-

Scanned by CamScanner

## সর্বাধিক বেশি পণ্য ক্রেতাদের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করা

**প্রশ্ন :** জনগণকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য বিভিন্ন স্থানে ইসলামী পুস্তক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হচ্ছে। ওই সকল প্রদর্শনীতে যদি ন্যায্যমূল্যে বা বাজারমূল্যের চেয়েও কিছু কম মূল্যে পুস্তক বিক্রয় হয় এবং ক্রেতাদেরকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে নিম্ন পদ্ধতিতে পুরস্কার ঘোষণা করা হয় যে−

১. ক্রেতাগণের মধ্যে যারা সবচেয়ে বেশি টাকার পুস্তক ক্রয় করবে এবং প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হবে তাদেরকে ১০০০ বা সমমূল্যের পুস্তক পুরস্কার দেওয়া হবে।

২. যারা ২০০ বা ততধিক টাকার পুস্তক ক্রয় করবে তাদের মধ্য হতে পাঁচজনকে লটারির মাধ্যমে ১০০০ বা সমমূল্যের পুস্তক পুরস্কার প্রদান করা হবে।

এ দুই পদ্ধতির কোনো পদ্ধতিতে পুরস্কার দেওয়া হরে শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয হবে কি না?

বিঃদ্রঃ. পুরস্কারদাতা বিক্রেতা হলে কী হুকুম এবং তৃতীয় পক্ষ হলে কী হুকুম?

**উত্তর :** জনগণকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে ইসলামী পুস্তক প্রদর্শনীর আয়োজন করা এবং ক্রেতাদের উৎসাহিত করার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা এবং ক্রেতাগণ পুরস্কার গ্রহণ করা নিম্নেবর্ণিত শর্তসমূহ বাস্তবায়িত হলে জায়েয।

ক. পুরস্কার ঘোষণার কারণে পণ্যের মূল্য বাজারমূল্যের অধিক নির্ধারণ না করা।

খ. পুরস্কার ঘোষণার মাধ্যমে ভেজাল মাল প্রচলন না করা।

গ. ক্রেতার মূল উদ্দেশ্য পণ্য ক্রয় হওয়া এবং পুরস্কার পাওয়া মূল উদ্দেশ্য না হওয়া।

প্রশ্নের বর্ণনা মতে, যেহেতু ন্যায্যমূল্যে বা তার চেয়ে কিছু কম মূল্যে পুস্তক বিক্রয় হয়, তাই প্রশ্নে বর্ণিত উভয় পদ্ধতিতে পুরস্কার দেওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয বলে বিবেচিত হবে। (১৭/১৮৯/৬৯৮৪)

📖 بحوث فى قضايا فقهية معاصرة ٢/ ٢٣٢ : إن حكم مثل هذه الجوائز أنها تجوز بشروط،

الشرط الأول : أن يقع شراء البضاعة بثمن مثله ولا يزاد فى ثمن البضاعة من أجل احتمال الحصول على الجوائز ... ...

الشرط الثانى : أن لا تتخذ هذه الجوائز ذريعة لترويج البضاعات المشغوشة لأن الغش والخداع حرام لايجوز بحال-

الشرط الثالث : أن يكون المشترى يقصد شراء المنتج للانتفاع به ولا يشتريه لمجرد ما يتوقع من الحصول على الجائزة.

Scanned by CamScanner

## ভাউচারে পণ্য বা মূল্যের পরিমাণ বেশি উল্লেখ করা

**প্রশ্ন :** আমি একজন সিমেন্ট ব্যবসায়ী। দোকানে এক লোক সিমেন্ট ক্রয় করতে আসে। লোকটি আমাকে বলে, আমি আপনার দোকান থেকে সিমেন্ট ক্রয় করব, তবে আপনাকে একটি কাজ করতে হবে। তা হলো, আমি ৯০ বস্তা সিমেন্ট নেব আর আপনি ভাউচারে ১০০ বস্তা লিখে দেবেন। বা প্রতি বস্তা যত টাকা করে ক্রয় করব আপনি ভাউচারে তা থেকে ৫ টাকা বেশি লিখে দেবেন। জানার বিষয় হলো, তার কাছে সিমেন্ট বিক্রি করা শরীয়তের দৃষ্টিতে কেমন? এবং এ অবস্থায় আমি কেনাবেচা করলে গোনাহগার হব কি না? এবং এ ব্যাপারে আমার করণীয় কী?

**উত্তর :** খরিদ করা পণ্য বা মূল্যের চেয়ে বেশি পণ্য বা মূল্যের ভাউচার তৈরি করা মিথ্যা, খিয়ানত ও গোনাহের কাজ। গোনাহের কাজ ও তার সহযোগিতা করা উভয়টিই হারাম। সুতরাং এ ধরনের মিথ্যা ও খিয়ানতের ভাউচার তৈরি করে দিয়ে পণ্য বিক্রি করা গোনাহের কাজে সহযোগিতা করার নামান্তর। তাই এ ধরনের মিথ্যা ভাউচার তৈরি করার অনুমতি দেওয়া যায় না। এ ধরনের বেচাকেনা সহীহ হলেও মিথ্যা ভাউচার তৈরি করায় অবশ্যই গোনাহ হবে। (১৭/৯৩৬)

📖 سورة المائدة الآية ٢ : ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٠/ ١٣٥- ١٣٦ (١٥١٣) : عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر».

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٥/ ١٤٢ : قال: "وكل ذلك يكره" لما ذكرنا، "ولا يفسد به البيع"؛ لأن الفساد في معنى خارج زائد لا في صلب العقد ولا في شرائط الصحة.

📖 آپ کے مسائل اوران کا حل (امدادیہ) ٥٦/٦ : جواب- جھوٹ بول کر سودا بیچنا حرام ہے اس میں ایک تو جھوٹ بولنے کا گناہ ہے دوسری مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ اور فریب کرنا۔

Scanned by CamScanner

## ক্যাশমেমোতে পণ্য বা মূল্যে বেশি দেখানো

**প্রশ্ন :** বিক্রেতা ৫০০ টাকার মাল ক্রেতার নিকট বিক্রয় করল। অথবা ৫ বস্তা সিমেন্ট বিক্রয় করল। ক্রেতা বলল, ক্যাশমেমোতে ৬০০ টাকা লিখে দিন, অথাবা ৫ বস্তা সিমেন্টের পরিবর্তে ৭ বস্তা লিখে দিন। বিক্রেতা ও ক্রেতার এভাবে উপার্জন জায়েয কি না?

**উত্তর :** ইসলামী শরীয়তের বিধান মতে, লেনদেনে খিয়ানত, মিথ্যা ও ধোঁকার আশ্রয় নেওয়া মারাত্মক অপরাধ ও গোনাহের কাজ। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত ব্যবসায় ক্রেতার জন্য ক্যাশমেমোতে বেশি লিখিয়ে ধোঁকাবাজি ও খিয়ানতের আশ্রয় নেওয়া ও বিক্রেতার জন্য বেশি লিখে তার সহযোগিতা করা উভয়টাই নাজায়েয ও হারাম। তবে বিক্রেতার জন্য এ ধরনের ব্যবসার মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ হারাম না হলেও ক্রেতার জন্য অতিরিক্ত অর্থ হালাল হবে না। বরং মালিকের নিকট ফেরত দিতে হবে। (১৫/৭২৫/৬২১৯)

📖 سورة الأنفال الآية ٢٧ : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

📖 سورة المائدة الآية ٢ : ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ١/ ١٧ (٣٣) : عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان " -

## বাকিতে বেশি মূল্যে কিনে বিক্রেতার কাছে কম মূল্যে নগদ বিক্রি করা

**প্রশ্ন :** ব্যবসায়িক প্রয়োজনে আমার নগদ টাকার প্রয়োজন হয়। কারো কাছ থেকে টাকা নিয়ে লাভ দিলে তা নাজায়েয। তাই আমার এক পরিচিত ব্যবসায়ীর নিকট থেকে তিনটি গাড়ি ৭০০০০০ × ৩ = ২১০০০০০ টাকা মূল্য ধরে বাকিতে কিনলাম এবং গাড়ি তিনটি ১৫ লক্ষ টাকায় বিক্রি করে টাকা আমি আমার ব্যবসায় বিনিয়োগ করলাম। ব্যবসায় লাভ করার তিন মাস পর তার গাড়ির মূল্য পরিশোধ করলাম ২১ লক্ষ টাকা। এভাবে ব্যবসা আমার জন্য জায়েয হবে কি না?

**উত্তর :** ক্রেতা বাকিতে ক্রয়কৃত গাড়ি যদি বিক্রেতার কাছে কম মূল্যে বিক্রি করে নগদ টাকা হাসিল করে তা বাইয়ে ঈনার অন্তর্ভুক্ত বিধায় নাজায়েয এবং হারাম বলে

Scanned by CamScanner

বিবেচিত হবে। পক্ষান্তরে ক্রয়কৃত গাড়ি তৃতীয় কোনো ব্যক্তির কাছে কম মূল্যে ক্যাশ টাকার বিনিময়ে বিক্রি করলে তা জায়েয বলে বিবেচিত। (১৯/৪৫২)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٣/ ١٥٠٢– ١٥٠٣ (٣٤٦٢) : عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم» -

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/ ٣٢٦ : ثم قال في الفتح ما حاصله: إن الذي يقع في قلبي أنه إن فعلت صورة يعود فيها إلى البائع جميع ما أخرجه أو بعضه كعود الثوب إليه في الصورة المارة وكعود الخمسة في صورة إقراض الخمسة عشر فيكره يعني تحريما، فإن لم يعد كما إذا باعه المديون في السوق فلا كراهة فيه بل خلاف الأولى، فإن الأجل قابله قسط من الثمن، والقرض غير واجب عليه دائما بل هو مندوب وما لم ترجع إليه العين التي خرجت منه لا يسمى بيع العينة -

📖 حاشية الطحطاوى على الدر (رشيديه) ٣/١٥٩ : وكما إذا أقرضه خمسة عشر ثم يبيعه ثوبا يساوى عشرة بخمسة عشر ويأخذ الخمسة عشر القرض التى دفعها له فلم يخرج منه إلا عشرة فقد عاد إليه بعض ما خرج منه يكون مكروها يعنى تحريما، وما لم ترجع إليه العين فلا كراهة فيه إلا خلاف الأولى -

## বাইয়ে ঈনার সুরত

**প্রশ্ন :** যদি কোনো ব্যক্তি আমার নিকট থেকে ২টি বাস ৫ লক্ষ টাকার বিনিময়ে বাকিতে ক্রয় করে এবং সে কবজও করে নেয়। অতঃপর ওই বাস আবার আমি তার থেকে ১ লক্ষ টাকা কমে, অর্থাৎ ৪ লক্ষ টাকা নগদ দিয়ে ক্রয় করি তাহলে এ বেচাকেনা জায়েয হবে কি না? নাকি এটা বাইয়ে ঈনার অন্তর্ভুক্ত হবে। বাইয়ে ঈনার সুরত কী কী?

**উত্তর :** প্রশ্নে বর্ণিত ক্রয়-বিক্রয় বাইয়ে ঈনার অন্তর্ভুক্ত। তা হচ্ছে কোনো ব্যক্তি কারো কাছ থেকে কোনো জিনিস বাকিতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ক্রয় করার পর আবার বিক্রেতার কাছে ক্রয়মূল্য থেকে কিছু কমে নগদ বিক্রি করা, যা শরীয়তে নিষেধ। সুতরাং এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় থেকে বিরত থাকা উচিত। (১৫/৫৬৩)

Scanned by CamScanner

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٣/ ١٥٠٢– ١٥٠٣ (٣٤٦٢) : عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم» -

📖 رد المحتار (سعيد) ٢٧٣/٥ : (قوله: في بيع العينة) اختلف المشايخ في تفسير العينة التي ورد النهي عنها. قال بعضهم: تفسيرها أن يأتي الرجل المحتاج إلى آخر ويستقرضه عشرة دراهم ولا يرغب المقرض في الإقراض طمعا في فضل لا يناله بالقرض فيقول لا أقرضك، ولكن أبيعك هذا الثوب إن شئت باثني عشر درهما وقيمته في السوق عشرة ليبيعه في السوق بعشرة فيرضى به المستقرض فيبيعه كذلك، فيحصل لرب الثوب درهما وللمشتري قرض عشرة-

## সুদ থেকে বাঁচার অবৈধ হিলা

**প্রশ্ন :** আমাদের দেশে কোনো কোনো সংস্থা অর্থ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সুদ থেকে বাঁচার জন্য এরূপ হিলার আশ্রয় নেয়। উদাহরণস্বরূপ, ২০ হাজার টাকার পণ্য দোকান থেকে কিনে ৩০ হাজার টাকার মূল্য হিসেবে বিনিয়োগ গ্রহীতাকে দিয়ে দেয়। আবার বিনিয়োগগ্রহীতা ওই দোকানদারের কাছেই ২০ হাজার টাকা বিক্রি করে টাকা নিয়ে চলে যায়। পরবর্তীতে সে কিস্তিতে ৩০ হাজার টাকা পরিশোধ করে। উল্লেখ্য, এ ক্ষেত্রে দাতা ও গ্রহীতা কারোরই ক্রয়-বিক্রয় উদ্দেশ্য হয় না এবং পণ্য তার আপন জায়গা থেকে সরানো হয় না। বরং শুধুমাত্র একটি মৌখিক অভিনয় করা হয় মাত্র। প্রশ্ন হচ্ছে, এ ধরনের হিলা শরীয়তে গ্রহণযোগ্য কি না? এবং উক্ত পদ্ধতিতে অর্থ বিনিয়োগ করলে সেটা সুদ হিসেবে বিবেচিত হবে কি না?

**উত্তর :** প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতি শরীয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ। বাইয়ে ঈনার অন্তর্ভুক্ত বিধায় উল্লেখিত পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করা শরীয়তসম্মত নয়। কারণ, উক্ত কারবারে ক্রয়-বিক্রয়ের অভিনয়ের মাধ্যমে সুদ গ্রহণের পলিসি করা হয়েছে মাত্র, যা পরিহারযোগ্য। (১৬/৭৫১)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٣/ ١٥٠٢– ١٥٠٣ (٣٤٦٢) : عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم» -

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ٢٧٣/٥ : (قوله: في بيع العينة) اختلف المشايخ في تفسير العينة التي ورد النهي عنها. قال بعضهم: تفسيرها أن يأتي الرجل المحتاج إلى آخر ويستقرضه عشرة دراهم ولا يرغب المقرض في الإقراض طمعا في فضل لا يناله بالقرض فيقول لا أقرضك، ولكن أبيعك هذا الثوب إن شئت باثني عشر درهما وقيمته في السوق عشرة ليبيعه في السوق بعشرة فيرضى به المستقرض فيبيعه كذلك، فيحصل لرب الثوب درهما وللمشتري قرض عشرة-

## বাইয়ে ঈনার একটি পদ্ধতি

**প্রশ্ন :** তিনি একজন হাফেজ ও আলেম। মাঝেমধ্যে নামের আগে মুফতী শব্দের ব্যবহারও দেখা যায়। তাঁর ব্যবসার পদ্ধতি হলো, তিনি বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংক থেকে লোন তুলে দরিদ্র লোকদের মাঝে ঋণের ওপর লগ্নিতে বিনিয়োগ করে থাকেন। বিনিয়োগের পদ্ধতি হলো, ফাল্গুন-চৈত্র মাসে প্রতি হাজারে ৩-৪ মণ ধান দরে লগ্নি করেন, যা আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে পরিশোধযোগ্য। সমস্যা দেখা দেয় পরিশোধের সময় গরিব বেচারা ধান পাবে কোত্থেকে, অথবা যারা ১-২ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ গ্রহণ করেছে তারা এত ধান পাবে কোথায়? এর সমাধানকল্পে মাওলানা সাহেব ঋণগ্রহীতাকে নিয়ে চলে যান তাঁর পূর্বনির্ধারিত ধানের আড়তে বা ধানবোঝাই নৌকায়, তারপর ঋণগ্রহীতা বাজার দর হিসাব করে ধানের যা মূল্য আসে মনে করুন, হাজারে তিন মণ দরে এক লক্ষ টাকার লগ্নি ধান তিন শ মণ ৫০০ টাকা দরে তিন শ মণ ধানের মূল্য ১৫০০০০। উক্ত টাকা ঋণগ্রহীতা নৌকা বা আড়তের ব্যাপারীকে দিয়ে বলেন যে, আমি আপনার নৌকা বা আড়ত থেকে তিন শ মণ ধান ক্রয় করলাম এবং তা লগ্নিদাতা মাওলানা সাহেবকে লগ্নি পরিশোধার্থে দিয়ে দিলাম। এবার মাওলানা সাহেব যেহেতু তিন শ মণ ধানের মালিক হয়ে গেলেন, তাই উক্ত ধান পুনরায় নৌকা বা আড়তের ব্যাপারীর কাছে এক হাজার টাকা কমে বিক্রি করে নগদ টাকা নিয়ে চলে আসেন। এতে মাওলানা সাহেব মুনাফা ও মূলধন মিলিয়ে এক লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার টাকা পেলেন। নৌকা বা আড়তের ব্যাপারী উক্ত কর্মটি সম্পাদন করে দেওয়ায় এক হাজার টাকা পেল। উল্লেখ্য, উক্ত ক্রয়-বিক্রয়ে কোনো মাপ বা ওজন কিছুই করা হয় না, এমনকি উক্ত নৌকা বা আড়তের তিন শ মণ ধান আছে কি না, এ ব্যাপারেও কোনো খোঁজখবর থাকে না। মাওলানা সাহেব বর্ণিত পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে ব্যাংকঋণ পরিশোধ বাদে বছরে এক-দেড় লক্ষ টাকা মুনাফা অর্জন করতে পারেন।

জনাব মুফতী সাহেবের নিকট আবেদন, উল্লিখিত প্রশ্নগুলোর কোরআন-সুন্নাহভিত্তিক সমাধান দিয়ে বাধিত করবেন।

Scanned by CamScanner

**উত্তর :** এ ধরনের ব্যবসার সঙ্গে যারা জড়িত তাদেরকে সুদি কার্যক্রমের সাথে জড়িত বলে গণ্য করা হয়। (১৯/৭৪৮/৮২৯৩)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٣/ ١٥٠٣ (٣٤٦٢) : عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم».

📖 رد المحتار (سعيد) ٥ /٣٢٦ : وقال محمد: هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال ذميم اخترعه أكلة الربا، وقد ذمهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ذللتم وظهر عليكم عدوكم» أي اشتغلتم بالحرث عن الجهاد. وفي رواية «سلط عليكم شراركم فيدعوا خياركم فلا يستجاب لكم» وقيل إياك والعينة فإنها اللعينة. ثم قال في الفتح ما حاصله: إن الذي يقع في قلبي أنه إن فعلت صورة يعود فيها إلى البائع جميع ما أخرجه أو بعضه كعود الثوب إليه في الصورة المارة وكعود الخمسة في صورة إقراض الخمسة عشر فيكره يعني تحريما-

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٥/ ٨٤- ٨٥ : (و) لا (بيع بشرط) عطف على إلى النيروز يعني الأصل الجامع في فساد العقد بسبب شرط (لا يقتضيه العقد ولا يلائمه وفيه نفع لأحدهما أو) فيه نفع (لمبيع)-

## মূল্য ফেরত দিলে পণ্য ফিরিয়ে দেওয়ার শর্ত করা

**প্রশ্ন :** যদি আমি কোনো ব্যক্তিকে বলি, আমার ৫০ হাজার টাকার প্রয়োজন। তাই আমি আমার এক বিঘা জমি তোমার কাছে ৫০ হাজার টাকার বিনিময়ে বিক্রি করলাম। অতঃপর বললাম, আমি যদি কোনো দিন উল্লিখিত টাকা তোমাকে দিয়ে দিই তাহলে তুমি পুনরায় আমাকে উক্ত জমি ফেরত দিয়ে দেবে। এ কথাগুলো শুধু স্ট্যাম্পের ওপর লেখা হয়েছে। এখন আমার জানার বিষয় হলো, উল্লিখিত সুরতে জমি বিক্রি করা বৈধ কি না? এবং পরে যদি আমি নির্ধারিত টাকা ফেরত দিই, তাহলে আমাকে উক্ত জমি ফেরত দেওয়া জরুরি কি না?

**উত্তর :** ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার আগে কিংবা পরে যদি ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে এ কথা হয় যে গৃহীত টাকা দিয়ে দিলে উক্ত জমি পুনরায় আমাকে ফেরত দেবে।

Scanned by CamScanner

এমতাবস্থায় ক্রয়-বিক্রয়টি ন্যায্যমূল্যে হওয়ার শর্তে উক্ত ক্রয়-বিক্রয় সহীহ বলে বিবেচিত হবে এবং ওয়াদা অনুযায়ী কাজ করা জরুরি হবে এবং ক্রেতার জন্য তা অন্যত্র বিক্রি করাও জায়েয হবে না। পক্ষান্তরে যদি এ বিষয়কেই শর্ত করে চুক্তি চূড়ান্ত করা হয় তখন তা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিষেধ করা ক্রয়-বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে নাজায়েয ও অবৈধ বলে বিবেচিত হবে। (১৭/৪১২)

📖 رد المحتار (سعيد) ٢٧٧/٥ : ونص في الحاوي الزاهدي أن الفتوى في ذلك أن البيع إذا أطلق ولم يذكر فيه الوفاء إلا أن المشتري عهد إلى البائع أنه إن أوفى مثل ثمنه فإنه يفسخ معه البيع يكون باتا حيث كان الثمن ثمن المثل أو بغبن يسير اهـ وبه أفتى في الحامدية أيضا، فلو كان بغبن فاحش مع علم البائع به فهو رهن -

📖 فتاوى قاضيخان (أشرفيه) ٣٥٣/٢ : وإن ذكر البيع من غيرشرط ثم ذكر الشرط على وجه المواعدة جاز البيع ويلزمه الوفاء بالوعد؛ لأن المواعيد قد تكون لازمة فتفعل لازمة لحاجة الناس -

## বাই ব্যাক (Buy back) অবৈধ

**প্রশ্ন :** জায়েদ তার ৫ শতক জমি খালেদ নামক এক ব্যক্তির নিকট ২০ হাজার টাকায় বিক্রয় করে জমির দলিলপত্র ক্রেতা খালেদের নিকট বুঝিয়ে দিয়ে দিলেন। তিনিও পূর্ণ টাকা বিক্রেতা জায়েদকে দিয়ে দিলেন এবং জমির দলিলপত্র বুঝে নিলেন। তারপর বললেন, আমি এখন এই জমি বিক্রি করে দেব। প্রথম বিক্রেতা জায়েদ বললেন, আমি ক্রয় করব। কিন্তু মূল্য এক বছর পর পরিশোধ করব। দ্বিতীয় বিক্রেতা খালেদ বললেন, এক বছর পর টাকা দিলে আমাকে বর্তমান মূল্য থেকে ৫ হাজার টাকা অতিরিক্ত লাভ দিতে হবে। ক্রেতা বললেন, ঠিক আছে দিয়ে দেব। তারপর দ্বিতীয় বিক্রেতা খালেদ পুনরায় এই দলিলপত্র প্রথম বিক্রেতার হাতে দিয়ে দিলেন। উল্লেখ্য, এই ক্রয়-বিক্রয় দুজন সাক্ষীর সামনে একই মজলিসে হয়েছে। এমতাবস্থায় প্রথম ক্রেতা খালেদ জমি ক্রয় করে ওই জমিতে যাননি এবং কোনো কিছু চাষও করেননি। বরং দলিল করে দেন। এখন প্রশ্ন হলো, উল্লিখিত ব্যবসাটি বিশুদ্ধ হয়েছে কি না?

**উত্তর :** একই ব্যক্তির নিকট হতে ক্রয় করে তাৎক্ষণিক তার নিকট বেশি মূল্যে বিক্রয় করা সুদি কারবারসমূহের এক প্রকার। যদি প্রথম ক্রয়-বিক্রয়ের সময় পুনরায় তাদের মাঝে ক্রয়-বিক্রয়ের শর্ত থাকে। প্রশ্নে বর্ণিত ক্রয়-বিক্রয়ের মাঝে এমন শর্তের কথা প্রশ্নে উল্লেখ না থাকলেও উক্ত ক্রয়-বিক্রয়টি একই বৈঠকে ও একই সাক্ষীদের সামনে

Scanned by CamScanner

হওয়ার কারণে সুদি কারবারের সাথে সাদৃশ্য পাওয়া যাওয়ায় তা নাজায়েয হবে। (১৪/৯৩২)

📖 اسلام اور جدید معیشت و تجارت (ادارۃ المعارف) ص ۱۴۱ : پاکستانی بنکوں میں ایسا بھی ہوتا رہا ہے کہ جس چیز پر عقد مرابحہ کیا جارہا ہے وہ چیز پہلے سے ہی اس شخص کے پاس موجود ہوتی تھی۔ جو بنک سے قرض لینے کے لئے آیا ہے۔ بنک اس سے اس چیز کو نقد کم قیمت پر خرید کر پھر نفع پر اسی کو دوبارہ ادھار بیچ دیتا ہے اس کو بائی بیک (Buy back) کہتے ہیں۔ اس طرح حقیقتا مرابحہ کی بجائے نفع (mark up) کو بائی بیک سے وابستہ کر دیا گیا، جو شرعی اعتبار سے بالکل ناجائز ہے کیونکہ ایک ہی شخص کم قیمت پر خرید کر فورا ہی اسے زیادہ قیمت پر ادھار بیچ دینا در حقیقت سودی قرض ہی ایک شکل ہے جبکہ پہلی خریداری میں یہ شرط ہوتی ہے کہ اسے دوبارہ بیچ دیا جائے گا۔

## বায়নাপত্র করে অন্যত্র জমি বিক্রি করে দেওয়া

**প্রশ্ন :** একজন ব্যক্তি জমি/ফ্ল্যাট বিক্রেতার নিকট ক্রেতা সেজে কিছু টাকা (প্রচলিত ভাষায় যাকে বায়না বলে) বিক্রেতাকে দেয়। অতঃপর বিক্রেতাকে জমি বা ফ্ল্যাটের সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ না করে এবং রেজিস্ট্রেশন না করেই আরেক ব্যক্তির নিকট উক্ত জমি/ফ্ল্যাট বিক্রি করে দেয়। মধ্যস্বত্ব ভোগকারী হিসেবে লাভ নেয়। পরে অবশ্য মূল বিক্রেতাকে জমি/ফ্ল্যাটের সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করে দেয়। এ ধরনের ব্যবসা সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কী? যেকোনো বস্তুর ক্ষেত্রে এ ধরনের ব্যবসা করা যাবে কি না?

**উত্তর :** জমি/ফ্ল্যাট ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মধ্যস্বত্ব ভোগকারী যদি জমি/ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট করে নিয়মতান্ত্রিকভাবে ক্রয়-বিক্রয় করার পর ইজাব কবুল করে নেয় তাহলে রেজিস্ট্রেশন করা না হলেও তার জন্য জমি/ফ্ল্যাট অন্যত্র বিক্রয় করা এবং ন্যায়সংগত বিনিময় গ্রহণ করা বৈধ হবে। অন্যথায় ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে না এবং অতিরিক্ত লাভ গ্রহণও শরীয়তসম্মত হবে না। যদি বিক্রয় পণ্য স্থানান্তরযোগ্য হয় সে ক্ষেত্রে তার কবজা বা দখল করা পর্যন্ত অন্যত্র বিক্রয় বৈধ হবে না। (১৭/৫৭১)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٦/ ١١٦ : قوله (صح بيع العقار قبل قبضه) أي عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد لا يجوز لإطلاق الحديث، وهو النهي عن بيع ما لم يقبض، وقياسا على المنقول وعلى الإجارة، ولهما أن ركن البيع صدر من أهله في محله ولا غرر فيه لأن الهلاك في العقار نادر بخلاف المنقول، والغرر المنهي غرر انفساخ العقد-

Scanned by CamScanner

## কাঁকড়ার চাষ ও ব্যবসার হুকুম

**প্রশ্ন :** বর্তমানে বাংলাদেশের অনেক অঞ্চলে কাঁকড়া চাষ করা হয় এবং তা বিদেশে রপ্তানি করা হয়। কাঁকড়া চাষিরা প্রচুর পরিমাণ মুনাফা অর্জন করছে। উক্ত কাঁকড়া বেশির ভাগই বিধর্মীরা ক্রয় করে থাকে। এমতাবস্থায় জানার বিষয় হলো, কাঁকড়া চাষ করা, খাওয়া ও বিক্রয় করার কী হুকুম?

**উত্তর :** কাঁকড়া চাষ করা, বিক্রয় করা ও খাওয়া সবই নাজায়েয। (১৮/৭৯২)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٣/ ١٤٤ : ولا يجوز بيع ما يكون في البحر كالضفدع والسرطان وغيره إلا السمك ولا يجوز الانتفاع بجلده أو عظمه كذا في المحيط.

## কাঁকড়ার ব্যবসা

**প্রশ্ন :** কাঁকড়া ব্যবসা করা জায়েয কি না? দলিলসহ জানলে উপকৃত হব।

**উত্তর :** কাঁকড়া বিক্রির বিষয়টি বিজ্ঞ মহলে, ফিকাহ ও ফাতওয়ার জগতে বিতর্কিত, পক্ষ-বিপক্ষে উভয় ধরনের দলিলই এ বিরোধের মূল, যাঁরা জায়েয বলে দাবি করেন তাঁদের পক্ষে দলিল-প্রমাণ রয়েছে। নাজায়েয ফাতওয়াদাতাদের কথাও ভিত্তিহীন নয়। এর পক্ষেও অনেক যুক্তি মেলে। আসল বিষয়টি অবস্থা ও বাস্তবতানির্ভর। যদি বাস্তবে এ জীবটির বেচাকেনা খাওয়ার জন্যই হয়ে থাকে, তখন এর বেচাকেনা সর্বসম্মতিক্রমে নাজায়েয, এতে কারো বিরোধ নেই। পক্ষান্তরে এর বেচাকেনা ও আদান-প্রদান খাওয়া ব্যতীত অন্য কোনো কাজ যথা জমির উর্বরতা বৃদ্ধি, কোনো ওষুধের উপাদানের জন্য হলে তখন এর বৈধতা সম্পর্কে বিরোধের কোনো সুযোগ নেই। এরূপ অবস্থায় বেচাকেনা জায়েয হওয়াসংক্রান্ত ফিকাহ ও ফাতওয়ার কিতাবে অনেক দলিল পাওয়া যায়। সারকথা হলো, খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে বেচাকেনা নাজায়েয, অন্য কাজে ব্যবহারের জন্য হলে জায়েয। কিন্তু যখন খাওয়াও হয় এবং এর কিছু অংশ অন্য কাজেও ব্যবহৃত হয় এরূপ অবস্থায় হুকুম সম্পর্কে বিরোধ দেখা দেয়। যারা খাওয়ার বিষয়টিকে এ জীবের আদান-প্রদানের প্রধান ও মূল বলে মনে করেন তাঁরা বেচাকেনা নাজায়েয বলে ফাতওয়া দিয়ে থাকেন। আর যাঁরা এর অন্য কাজে ব্যবহারের বিষয়টি দেখেন তাঁরা বেচাকেনা জায়েয বলে ফাতওয়া প্রদান করেন। কিন্তু এ বিষয়ে সার্বিক বিবেচনা করে, বাস্তব অবস্থা ও অভিজ্ঞ মহলের মতামতের ভিত্তিতে বর্তমান পরিবেশে মুসলমানদের এ ধরনের বস্তু বেচাকেনার মাধমে অর্থ উপার্জনের নাজায়েয হওয়ার ফাতওয়াই প্রদান

Scanned by CamScanner

কাঁকড়ার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হলেও এর বেচাকেনা ও রপ্তানির মূলের প্রধান উদ্দেশ্য খাওয়াই হয়। ওষুধ বা অন্য কিছু তৈরি করা নয়। তাই কিছু ক্ষেত্রে এসবের বেচাকেনা বৈধতার কারণ পাওয়া গেলেও তা একবারে গৌণ ও উদ্দেশ্যবহির্ভূত। আর অবৈধ হওয়ার কারণটিই প্রধান ও মূল। এমতাবস্থায় একটি প্রধান দিককে বিবেচনায় প্রধান ও মূলের বিপরীতে ফাতওয়া দেওয়া অবিবেচনা পরিচায়ক। তাই এর দিগ্বিদিক পক্ষ-বিপক্ষ বিবেচনা ও বাস্তবতার নিরীখে বর্তমান প্রেক্ষাপটে শরীয়তের দৃষ্টিকোণে কাঁকড়া বেচাকেনা মুসলমানের জন্য নাজায়েয হবে। অবস্থা ও পরিবেশের পরিবর্তনে ফাতওয়ার পরিবর্তন কোনো নতুন বিষয় নয়। জায়েয ও নাজায়েয এর সংঘাতকালে নাজায়েযের পক্ষই প্রাধান্য পায়। এতেই হবে সতর্কতা। (৬/৫৩৭)

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ٦/ ٣٤٧ : ولا يجوز بيع هوام الأرض كالحية والعقرب والوزغ، وما أشبه ذلك؛ لأن لانتفاع بهذه الأشياء حرام ومحليته يعتمد جواز الانتفاع بها، ولا يجوز بيع ما يكون في البحر كالصفدع والسرطان وغيره إلا السمك، وما يجوز الانتفاع بجلده أو عظمه، والحاصل: أن جواز البيع يدور مع حل الانتفاع -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٣/ ١١٤ : ولا يجوز بيع هوام الأرض كالحية والعقرب والوزغ وما أشبه ذلك. ولا يجوز بيع ما يكون في البحر كالضفدع والسرطان وغيره إلا السمك ولا يجوز الانتفاع بجلده أو عظمه كذا في المحيط. وفي النوازل ويجوز بيع الحيات إذا كان ينتفع بها في الأدوية وإن كان لا ينتفع بها لا يجوز والصحيح أنه يجوز بيع كل شيء ينتفع به كذا في التتارخانية.

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ٦/ ٥٤ : ولأنه اجتمع فيه المبيح والمحرم فيغلب فيه جهة الحرمة لقوله - عليه الصلاة والسلام - «ما اجتمع الحلال والحرام إلا وقد غلب الحرام الحلال» ؛ ولأن الحرام واجب الترك والحلال جائز الترك فكان الاحتياط في الترك -

## ছবির প্রিন্ট ও ডাউনলোড ব্যবসার হুকুম

**প্রশ্ন :** কম্পিউটারের মাধ্যমে ছবি, লেখা বের করে অথবা ছবি, লেখা, গান, রিংটোন ইত্যাদি মেমোরিতে লোড করে টাকা উপার্জন করা বৈধ কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : বাদ্যসংবলিত গান, মানুষ, প্রাণীর ছবি ভিডিও ফ্লিম ও অবৈধ চিত্র ইত্যাদির ডাউনলোড ব্যবসা নাজায়েয। কারণ এতে নিজের তো গোনাহ হয়ই, উপরন্তু অন্যের নিকট গোনাহের উপকরণ সরবরাহ করা হয়। তাই এ ধরনের কাজ থেকে উপার্জিত অর্থ হালাল হবে না। হ্যাঁ, প্রাণী ব্যতীত অন্য কোনো চিত্র, বাদ্য ছাড়া রিংটোন ও শরীয়তসম্মত গজল, ওয়াজ ইত্যাদির ডাউনলোডের ব্যবসা জায়েয এবং এ থেকে উপার্জিত টাকাও হালাল। (১৭/৮৭২/৭৩২৯)

📖 سنن الترمذي (دار الحديث) ٣/ ٣٧٤ (١٢٨٢) : عن أبي أمامة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تبيعوا القينات، ولا تشتروهن، ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام، في مثل هذا أنزلت هذه الآية: {ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله} إلى آخر الآية -

📖 البحر الرائق (سعيد) ٨/ ٢٠ : (ولا يجوز على الغناء والنوح والملاهي)؛ لأن المعصية لا يتصور استحقاقها بالعقد فلا يجب عليه الأجرة من غير أن يستحق عليه؛ لأن المبادلة لا تكون إلا عند الاستحقاق وإن أعطاه الأجر وقبضه لا يحل له ويجب عليه رده على صاحبه -

## চুলের বেচাকেনা অবৈধ

প্রশ্ন : এক জাতীয় ফেরিওয়ালারা আছে, যারা গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে ঘুরে মহিলাদের চিরুনি করা চুল, পরিত্যক্ত চুল ক্রয় করে বিভিন্ন খেলনার জিনিস দিয়ে। মহিলারা এ চুলগুলোর বেচাকেনা করে। কথা হচ্ছে, এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় বৈধ কি না?

উত্তর : সৃষ্টির সেরা মানুষের সকল অঙ্গই সম্মানিত। শরীরে যুক্ত থাকলে যেমন সম্মানের দাবি রাখে, শরীর থেকে পৃথক হয়ে গেলেও সম্মান করা জরুরি। তাই মানুষের কোনো অঙ্গকে ব্যবসায়িক পণ্য বানানো সম্মান পরিপন্থী বিধায় মহিলাদের চুল বেচা-বিক্রি করা নাজায়েয। তা ছাড়া মাথার চুল পরপুরুষের হাতে চলে যাওয়াতে বিভিন্ন রকম ফেতনার দিকও রয়েছে, যা শরীয়ত ও বাস্তবতা উভয়ভাবেই স্বীকৃত। (১৫/৪৭০/৬০৯৫)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٥/ ١٠٦ : "ولا يجوز بيع شعور الإنسان ولا الانتفاع بها" لأن الآدمي مكرم لا مبتذل فلا يجوز أن يكون شيء من أجزائه مهانا ومبتذلا -

Scanned by CamScanner

## রক্ত ও অঙ্গের ক্রয়-বিক্রয়

**প্রশ্ন :** মানুষের রক্ত ও বিভিন্ন অঙ্গের ক্রয়-বিক্রয় বৈধ কি না? যদি বৈধ হয়ে থাকে তাহলে কি সব অঙ্গের ক্রয়-বিক্রয় বৈধ? নাকি কিছু বৈধ আর কিছু অবৈধ?

**উত্তর :** মানুষকে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির সেরা, সম্মানিত ও মর্যাদাবান করেছেন। তাই মানুষের কোনো অঙ্গকে ব্যবসায়িক পণ্য বানানো সম্মান পরিপন্থী বিধায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও রক্তের ক্রয়-বিক্রয় নাজায়েয। তবে অসুস্থ ব্যক্তির প্রাণ রক্ষার্থে বিনা মূল্যে শুধু রক্ত দেওয়া জায়েয। বিনা মূল্যে নিতে অক্ষম হলে প্রয়োজনে বিনিময়ে খরিদ করার অবকাশ আছে। তবে এসব বিক্রয় করা বা বিক্রয়মূল্য ভোগ করা বিক্রেতার জন্য কোনো অবস্থাতেই হালাল হবে না। (১২/৭৭২/৫০৩২)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٥/ ١٠٦ : "ولا يجوز بيع شعور الإنسان ولا الانتفاع بها" لأن الآدمي مكرم لا مبتذل فلا يجوز أن يكون شيء من أجزائه مهانا ومبتذلا -

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥/ ١٤٥ : أن اللبن ليس بمال فلا يجوز بيعه، والدليل على أنه ليس بمال إجماع الصحابة - رضي الله عنهم -، والمعقول. أما إجماع الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - عنهم فما روي عن سيدنا عمر، وسيدنا علي - رضي الله تعالى عنهما - أنهما حكما في، ولد المغرور بالقيمة، وبالعقر بمقابلة الوطء، وما حكما بوجوب قيمة اللبن بالاستهلاك، ولو كان مالا لحكما؛ لأن المستحق يستحق بدل إتلاف ماله بالإجماع، ولكان إيجاب الضمان بمقابلته أولى من إيجاب الضمان بمقابلة منافع البضع؛ لأنها ليست بمال فكانت حاجة المستحق إلى ضمان المال أولى، وكان ذلك بمحضر من الصحابة - رضي الله عنهم -، ولم ينكر عليهما أحد فكان إجماعا. (وأما) المعقول فهو؛ لأنه لا يباح الانتفاع به شرعا على الإطلاق بل لضرورة تغذية الطفل، وما كان حرام الانتفاع به شرعا إلا لضرورة لا يكون مالا كالخمر، والخنزير، والدليل عليه أن الناس لا يعدونه مالا، ولا يباع في سوق ما من الأسواق دل أنه ليس بمال فلا يجوز بيعه، ولأنه جزء من الآدمي، والآدمي بجميع أجزائه محترم مكرم، وليس من الكرامة، والاحترام ابتذاله بالبيع، والشراء -

Scanned by CamScanner

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۸/ ۲۸۳ : ... ... بوقت ضرورت شدیدہ جان بچانے کیلئے عمل نقل دم جائز ہے، مگر خون کی خرید وفروخت جائز نہیں، اگر خون مفت نہ مل سکے اور سخت مجبوری ہو تو خریدنے کی گنجائش ہے، بیچنے والا بہر حال گنہگار ہوگا۔

## মৃত মানুষের হাড়গোড় বিক্রি করা অবৈধ

**প্রশ্ন :** বজ্রাঘাতে মৃত্যুবরণকারীর হাড় নাকি অনেক মূল্যবান। বর্তমান বাজারে কোটি কোটি টাকায় বিক্রয় হয়। ১০-২০ বছর পর এরূপ মৃত ব্যক্তির হাড় কবর থেকে তুলে বিক্রি করা ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয আছে কি না?

**উত্তর :** মানবজাতি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জাতি। মৃত বা জীবিত উভয় অবস্থায় তার প্রতি শরীয়তের পক্ষ হতে সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ এসেছে এবং উভয় অবস্থায় সম্মান বিনষ্ট হওয়ার মতো আচরণ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মানবজাতির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার নিকট শুধুমাত্র আমানত, মালিকানাধীন বস্তু নয়। তাই শরীয়তের দৃষ্টিতে মৃত বা জীবিত উভয় অবস্থায় মানব অঙ্গের ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি সম্পূর্ণ হারাম। অতএব প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে বজ্রাঘাতে মৃত ব্যক্তির হাড় কবর হতে উত্তোলন করা এবং তা বিক্রয় করা হারাম ও মারাত্মক গোনাহ। (৮/৫৮১)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٣/ ١٣٩٧ (٣٢٠٧) : عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كسر عظم الميت ككسره حيا» -

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥/ ١٤٢ : وأما عظم الآدمي وشعره، فلا يجوز بيعه لا لنجاسته؛ لأنه طاهر في الصحيح من الرواية لكن احتراما له والابتذال بالبيع يشعر بالإهانة -

📖 شرح السير الكبير ١ /١٢٨ : والآدمي محترم بعد موته على ما كان عليه في حياته. فكما يحرم التداوي بشيء من الآدمي الحي إكراما له فكذلك لا يجوز التداوي بعظم الميت. قال - صلى الله عليه وسلم -: «كسر عظم الميت ككسر عظم الحي-

## পণ্য মূল্য আদায়কালীন সময়ের দরে দেওয়ার শর্তে ক্রয়-বিক্রয় অবৈধ

**প্রশ্ন :** আমি বিভিন্ন পণ্য তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ধান একসাথে ৪০০-৫০০ মণ মিলওয়ালাদের নিকট এ বলে বিক্রি করি যে আমি যখন টাকা নেব তখন বাজার দর অনুযায়ী দিতে হবে। ৩-৪ মাস পর দেখা যায় প্রতি মণে ৩০০-৪০০ টাকা বেড়ে যায়।

Scanned by CamScanner

এতে আমার ভালোই লাভ হয় এবং ক্রেতারও বিশাল লাভ। কারণ ৩-৪ মাস পর্যন্ত আমার লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে ব্যবসা করে। জানার বিষয় হলো, এভাবে লেনদেন করা আমার জন্য শরীয়তসম্মত কি না?

**উত্তর :** ধান ক্রয়-বিক্রয়ের সময় মূল্য ও মূল্য পরিশোধের সময় নির্ধারণ না করে প্রশ্নে উল্লিখিত পদ্ধতিতে বেচাকেনা করা শরীয়তসম্মত নয়। (১৮/৭৩৮)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١٥٦/٥ : (ومنها) أن يكون المبيع معلوما وثمنه معلوما علما يمنع من المنازعة. فإن كان أحدهما مجهولا جهالة مفضية إلى المنازعة فسد البيع، وإن كان مجهولا جهالة لا تفضي إلى المنازعة لا يفسد -

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٥/ ٤٦٧ :ولا بد أن يكون الأجل معلوما؛ لأن الجهالة فيه مانعة من التسليم الواجب بالعقد، فهذا يطالبه به في قريب المدة، وهذا يسلمه في بعيدها.

📖 امداد المفتين (دار الاشاعت) ص ٧٩١ : سوال- زید نے اپنا غلہ فروخت کیا، مگر فی الحال خریدنے والوں کو غلہ دیدیا اور ان سے کہا کہ فلاں ماہ میں جو نرخ ہوگا اس نرخ پر روپیہ ادا کرنا یہ بیع جائز ہے یا نہیں؟
الجواب- یہ بیع بوجہ جہالت ثمن جائز نہیں۔

## মাছ ধরার জন্য বিল নিলামে বিক্রি করা

**প্রশ্ন :** আমাদের গ্রামে একটি বিল আছে। বর্ষাকালে বর্ষার পানি দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায়। বিলের মালিকগণ বিলের মাছ বিক্রি করে ওই টাকা গ্রামের মসজিদ উন্নয়ন প্রকল্পে ব্যয় করার অনুমতি দেয়। পরবর্তীতে মসজিদ কমিটি বিলটি বিক্রির ঘোষণা করে নিলামে বিক্রি করে দেয়। আর ক্রেতাগণ পানি সেচ করে মাছ বিক্রি করে দেয়। পরে জমিওয়ালারা জমি চাষ করে। প্রশ্ন হলো, এভাবে বিল বিক্রি করা শরীয়তসম্মত হবে কি না? আর না হলে বিলের উপার্জিত টাকা দ্বারা মসজিদের কোনো নির্মাণকাজ বা ইমাম সাহেবের সম্মানী দেওয়া যাবে কি না? এবং জায়েযের কোনো পদ্ধতি বাতিয়ে দিলে আমরা গ্রামবাসী উপকৃত হব।

**উত্তর :** শরীয়তের দৃষ্টিতে পানিতে অবস্থিত মাছের ক্রয়-বিক্রয় বৈধ নয়। তবে গ্রামবাসী দুটি পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারে :

এক. বিলের মাছ ধরার পর মাছ বিক্রি করে ফেলা।

Scanned by CamScanner

দুই. বর্ষাকালে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিলটি লিজ দিয়ে দেওয়া। অতঃপর যারা ভাড়া নেবে তারা মাছ শিকার বা অন্য যেকোনোভাবে উপকৃত হতে পারবে। উল্লিখিত পন্থায় উপার্জিত টাকা দ্বারা মসজিদ নির্মাণ করা ও ইমাম সাহেবের বেতন খাতে খরচ করা বৈধ হবে। (১৬/৩৫১)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٥/ ٩٥ : قال: "ولا يجوز بيع السمك قبل أن يصطاد" لأنه باع مالا يملكه "ولا في حظيرة إذا كان لا يؤخذ إلا بصيد"؛ لأنه غير مقدور التسليم، ومعناه إذا أخذه ثم ألقاه فيها لو كان يؤخذ من غير حيلة جاز إلا إذا اجتمعت فيها بأنفسها ولم يسد عليها المدخل لعدم الملك.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٥/٦٠ : (و) فسد (بيع سمك لم يصد) لو بالعرض وإلا فباطل لعدم الملك صدر الشريعة (أو) (صيد ثم ألقي في مكان لا يؤخذ منه إلا بحيلة) للعجز عن التسليم (وإن أخذ بدونها صح).

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/٦٣ : (قوله والنهر) هو مجرى الماء (قوله مع الماء) أي تبعا. قال في كتاب الشرب من البزازية: لم تصح إجارة الشرب لوقوع الإجارة على استهلاك العين مقصودا إلا إذا آجر أو باع مع الأرض فحينئذ يجوز تبعا،

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۴/ ۴۲۹ : مسجد کے مصالح کے لئے اگر کسی نے چیز وقف کردی ہے تو اس کی آمدنی کو امام کی تنخواہ مؤذن کی تنخواہ وغیرہ میں صرف کرنا شرعا درست ہے۔

## গাছের ক্রয়-বিক্রয় জমিতে কয়েক বছর থাকার শর্তে

**প্রশ্ন :** আমি এক ব্যক্তি থেকে ৭৫০০ টাকা দিয়ে ১০টি গাছ ক্রয় করি এ শর্তে যে গাছগুলো পাঁচ বছর থাকবে। কিন্তু গাছের দাম বর্তমানে আরো কম। আমরা যেহেতু পাঁচ বছর রাখব সে হিসেবে বেশি টাকা দিয়ে গাছ ক্রয় করেছি। প্রশ্ন হলো, গাছ রাখার শর্তের সাথে বেশি দাম দিয়ে ক্রয় করা জায়েয আছে কি না?

**উত্তর :** শরীয়তের দৃষ্টিতে ক্রয়-বিক্রয়ের মূলনীতি পরিপন্থী কোনো শর্তের সাথে সম্পৃক্ত করে পণ্য বেচাকেনা বৈধ নয় বিধায় প্রশ্নোল্লিখিত বর্ণনা অনুযায়ী ১০টি গাছ ৫ বছর রাখার শর্তের ওপর ক্রয়-বিক্রয় বৈধ নয়। হ্যাঁ, ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদন হওয়ার পর বিক্রেতা স্বেচ্ছায় অনুমতি দিলে কোনো অসুবিধা নেই। (১২/৩৬৫)

Scanned by CamScanner

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٥/ ١١٦ : وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط. ثم جملة المذهب فيه أن يقال: كل شرط يقتضيه العقد كشرط الملك للمشتري لا يفسد العقد لثبوته بدون الشرط، وكل شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين أو للمعقود عليه وهو من أهل الاستحقاق يفسده -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١٣٤/٣ : وإن كان الشرط شرطا لم يعرف ورود الشرع بجوازه في صورته وهو ليس بمتعارف إن كان لأحد المتعاقدين فيه منفعة أو كان للمعقود عليه منفعة والمعقود عليه من أهل أن يستحق حقا على الغير فالعقد فاسد -

📖 تكملة فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراتشى) ٣/ ٦٢٩ : شرط يقتضيه العقد أو يملائمه أو جرى به التعامل بين الناس... ... وأما الشروط الأخرى التى لا تدخل فى واحد من هذه الثلاثة، فإن كان فيها منفعة لأحد العاقدين أو للمعقود عليه فإنها فاسدة ويفسد بها البيع مثل أن يشترى الحنطة على أن يطحنها البائع أو أن يتركها فى داره شهرا أو ثوبا على أن يخيطه فالبيع فاسد -

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ٣/ ٤٢٧ : الجواب- قال فى الهداية وكل شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين أو المعقود عليه وهو من أهل الاستحقاق يفسده صورت مسئولہ میں یہ بیع فاسد ہے جس کا حکم یہ ہے کہ بائع ومشتری دونوں کو توڑ دینا دیانتاً واجب ہے لیکن اگر مشتری نہ توڑے تو اس پر جبر نہیں کیا جاسکتا قبضہ سے شئ مبیع اس کی ملک میں داخل ہو گی۔

## বিশেষ খাতে খরচ করার জন্য পণ্য মূল্য বেশি নির্ধারণ করা

**প্রশ্ন :** মাদরাসার ছাত্রছাত্রীদের থেকে কোরআন শরীফ এবং বাংলা বই, যার ন্যায্যমূল্য ১৩০ টাকা। এর সাথে প্রথম সবক অনুষ্ঠানে দু'আর মাহফিলের জন্য ১০ টাকা করে নেওয়ার নিয়্যাতে বলা হয়েছে তার মূল্য ১৪০ টাকা। এখন প্রশ্ন হলো, প্রথম সবক অনুষ্ঠানের জন্য ১০ টাকা করে বাড়তি নেওয়া জায়েয কি না? বা যদি ব্যবসার নিয়্যাতে কর্তৃপক্ষ নিয়ে তা অনুষ্ঠানে খরচ করে তা জায়েয হবে কি না?

**উত্তর :** পণ্যসামগ্রী বাজার দরে বিক্রি করাই শরীয়তের হুকুম। প্রতারণা করে বেশি মূল্যে বিক্রি করা গোনাহ। তবে যদি ক্রেতার সম্মতি ও সন্তুষ্টিতে বিক্রি করা হয়, তা

Scanned by CamScanner

অবৈধ নয়। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে ১০ টাকা বেশি মূল্যে বিক্রি করাকে নাজায়েয বলা যাবে না এবং উক্ত টাকা প্রয়োজনে অনুষ্ঠানে খরচ করতে আপত্তি নেই। (১১/৩৫৪)

📖 مبسوط السرخسى (دار المعرفة) ١٣/ ٨ : ومطلق النهي يوجب الفساد في العقود الشرعية وهذا إذا افترقا على هذا فإن كان يتراضيان بينهما ولم يتفرقا حتى قاطعه على ثمن معلوم، وأتما العقد عليه فهو جائز؛ لأنهما ما افترقا إلا بعد تمام شرط صحة العقد-

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ٤/ ٣ : ولنا أن العقد تم من الجانبين ودخل المبيع في ملك المشتري والفسخ بعده لا يكون إلا بالتراضي لما فيه من الإضرار بالآخر بإبطال حقه كسائر العقود.

📖 فتاوى محمودیہ (زکریا) ۳۴۹/۱۳ : الجواب- شرعا کوئی تعداد مقرر نہیں مگر زیادہ نفع لینا مروت کے خلاف ہے-

## গ্রাহক থেকে খুচরা মূল্য নিয়ে পাইকারি মূল্যে পণ্য কিনে দেওয়া

**প্রশ্ন :** আমি একজন নূরানী মাদরাসার শিক্ষক। ছাত্ররা প্রয়োজনীয় কিতাবপত্র আমার কাছ থেকে খরিদ করে। অনেক সময় আমার কাছে কিতাব থাকে না। তখন আমি তাদের থেকে খুচরা মূল্য হারে টাকা জমা নিয়ে নিই। পরবর্তীতে পাইকারি মূল্যে কিতাব এনে তাদের পৌঁছে দিই। পাইকারি ও খুচরা মূল্যে যা ব্যবধান তা আমার লাভ হয়। এ ধরনের বেচাকেনার লভ্যাংশ হালাল হবে কি না?

**উত্তর :** প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে ছাত্রদের সাথে আপনার বেচাকেনার লেনদেন হলে লভ্যাংশ হালাল হবে। পক্ষান্তরে প্রতিনিধিত্বের লেনদেন হলে লভ্যাংশ হালাল হবে না। (১৩/৪৩০)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥/٢٢٤ : ولو اشترى ثوبا بعشرة دراهم، ورقمه اثني عشر فباعه مرابحة على الرقم من غير بيان جاز إذا كان الرقم معلوما والربح معلوما ولا يكون خيانة-

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص۷۰۱ : الجواب- اس صورت میں اگر مدرس لڑکوں سے یہ کہے کہ لاؤ میں تمہیں یہ چیزیں خرید کر لادوں یا لڑکے کہیں کہ آپ بازار سے خرید کر ہمیں یہ چیزیں لادیں تاکہ ہمیں خسارہ نہ ہو۔ تو اب لڑکوں کے وکیل ہیں اور وکیل کو بیچ میں کوئی نفع لینا جائز نہیں بلکہ جس قیمت سے خریدیں گے اسی قیمت سے لڑکوں کو دینا پڑیگا، خواہ قیمت پیشگی دی

Scanned by CamScanner

یانہ دی ہو اور اگر یوں کہے کہ یہ چیزیں میں فروخت کرتا ہوں تم مجھ سے لے لو تو اب اس کو اختیار ہے کہ جتنا چاہئے نفع لگا کر دے خواہ پیشگی قیمت دیں یا نہ دیں۔

## ক্রেতার কাছে উত্তরসূরিদের বেশি মূল্য দাবি করা

**প্রশ্ন :** ১০-১২ বছর আগে এক ভদ্রলোক জমি বিক্রি করেন। ক্রেতা জমির দলিল করে নেননি, যদিও তাঁকে দলিল করে নেওয়ার জন্য তাগাদা দেওয়া হতো। ইতিমধ্যে বিক্রেতা মারা যান। এখন তাঁর ছেলেরা বলছে, জমি দলিল করে দেব তবে এ শর্তে যে পিতা জমি বিক্রি করেছেন তখন ৫ হাজার টাকা কাঠায়, এখন সরকারি নিয়ম হয়েছে যে বর্তমানে ৩২ হাজার টাকার কম মূল্য দেখিয়ে দলিল করতে পারব না। তাই যেহেতু সরকারি বেশি ফি দিয়ে জমি দলিল করতে হবে, তাই আমাদেরও বর্তমান বাজার দর অনুযায়ী বা কিছু কমে হলেও টাকা দিয়ে জমি দলিল করে নিতে হবে। বেশি টাকা না দিলে আমরা জমি দলিল করে দিতে রাজি, তবে আমরা সাবরেজিস্ট্রারের কাছে বাবা ৫ হাজার টাকায় জমি বিক্রি করেছেন আমরা এ দামে দলিলে উল্লেখ করে স্বাক্ষর দিতে রাজি। এখন আমার প্রশ্ন :

১) যেহেতু ক্রেতা সরকারকে বেশি টাকা দিয়ে দলিল করতে হবে, তা তারা দিতে রাজি। কিন্তু বিক্রেতার ছেলেদের বর্তমান বাজার অনুযায়ী বেশি টাকা দিতে রাজি নয়, অবশ্য কিছু লামছাম বেশি দিতে রাজি।

২) অন্যদিকে ছেলেরা বর্তমান বাজার অনুযায়ী আরো বেশি টাকা দিলে দলিল করে দিতে রাজি। এ বেশি টাকা নেওয়া জায়েয কি না?

**উত্তর :** ক্রেতা-বিক্রেতার সম্মতিক্রমে নির্ধারিত মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হওয়ার পর তাতে অতিরিক্ত মূল্যের দাবি বিক্রেতা বা বিক্রেতার ওয়ারিশগণ কারো জন্য বৈধ হবে না, চাই এ দাবি দলিল সম্পাদনের পূর্বেই হোক না কেন। সুতরাং সরকার কর্তৃক মৌজার নির্ধারিত মূল্য অনুযায়ী ক্রেতা দলিল সম্পাদন করতে বাধ্য হলে এতে বিক্রেতার ওয়ারিশগণ বিনিময় ছাড়াই রেজিস্ট্রি করে দেওয়া উচিত। এর বিনিময় গ্রহণ করা বৈধ হবে না। তবে বিনা দাবিতে ক্রেতা জমির মূল্য বেশি ধরে ঐচ্ছিকভাবে কিছু দিয়ে দিলে তা গ্রহণ করা অবৈধ বলা যাবে না। (১৫/৪০৩০)

📖 مسند أحمد (مؤسسة الرسالة) ٣٤/ ٢٩٩ (٢٠٦٩٥) : عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه، قال: كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق، أذود عنه الناس، فقال: " يا أيها الناس، هل تدرون في أي يوم أنتم؟ وفي أي شهر أنتم؟ وفي أي بلد أنتم؟ " قالوا: في يوم حرام، وشهر حرام، وبلد حرام، قال: " فإن دماءكم وأموالكم

Scanned by CamScanner

وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقونه "، ثم قال: " اسمعوا مني تعيشوا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه-

📖 مبسوط السرخسی (دار المعرفة) ١٣/ ٨ : ومطلق النهي يوجب الفساد في العقود الشرعية وهذا إذا افترقا على هذا فإن كان يتراضيان بينهما ولم يتفرقا حتى قاطعه على ثمن معلوم، وأتما العقد عليه فهو جائز؛ لأنهما ما افترقا إلا بعد تمام شرط صحة العقد-

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٦/ ٢٧٧ : فلو لم تكسد ولم تنقطع ولكن نقصت قيمتها قبل القبض فالبيع على حاله بالإجماع ولا يتخير البائع، وعكسه لو غلت قيمتها وازدادت فالبيع على حاله ولا يتخير المشتري ويطالب بالنقد بذلك العيار الذي كان وقت البيع.

📖 رد المحتار (سعيد) ٥٣٣/٤ : أما إذا غلت قيمتها أو انتقضت فالبيع على حاله ولا يتخير المشتري، ويطالب بالنقد بذلك العيار الذي كان وقت البيع-

## বেশি মুনাফার জন্য আলু মজুদ করা

**প্রশ্ন :** কোল্ডস্টোরে জমাকৃত আলু বেশি দামে বিক্রির জন্য অপেক্ষা করা যাবে কি না? বছরের মাঝামাঝি একটা সময় ধরে তখন যা দাম হবে, সেটাতে বিক্রি করা যাবে কি না?

**উত্তর :** কোল্ডস্টোরে যেকোনো ফসলের মতো আলু জমা করে রাখলে যদি সেখানকার জনসাধারণের আলু ক্রয় করতে না পারায় তাদের জীবিকা নির্বাহে সংকট সৃষ্টি হয় তাহলে বেশি দামে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে আলু জমা করে রাখা নাজায়েয। যে এভাবে জমা করে রাখবে সে গোনাহগার হবে। পক্ষান্তরে যদি জনসাধারণের কোনো সংকট না হয় তাহলে দাম বাড়ার উদ্দেশ্যে জমা করে রাখতে চাইলে রাখা যাবে এবং সময় হলে ব্যবসায়ী যেকোনো দামে বিক্রি করতে পারবে। তবে অতিরিক্ত বেশি দামে বিক্রি করা মানবতা পরিপন্থী। (১৬/৩৮৯)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٣٩٨/٦ : (و) كره (احتكار قوت البشر) كتبن وعنب ولوز (والبهائم) كتبن وقت (في بلد يضر بأهله) لحديث «الجالب مرزوق والمحتكر ملعون» فإن لم يضر لم يكره-

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٣/٢١٣ : وإن اشترى في ذلك المصر وحبسه ولا يضر بأهل المصر لا بأس به كذا في التتارخانية ناقلا عن التجنيس من مكان قريب من المصر فحمل طعاما إلى المصر وحبسه وذلك يضر بأهله فهو مكروه-

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۳/ ۳۴۹ : الجواب۔ شرعا کوئی تعداد مقرر نہیں مگر زیادہ نفع لینا مروت کے خلاف ہے۔

## অতি মুনাফার আশায় খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করা

**প্রশ্ন :** সস্তার বাজারে আলু বা চাল বেশি পরিমাণে ক্রয় করে কোল্ডস্টোরে বা গুদামে হেফাজত করে রেখে পরবর্তীতে বেশি দামে বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করা যাবে কি না? না হলে এগুলো ব্যবসা করার উপায় কিরূপ হতে পারে?

**উত্তর :** দ্রব্যমূল্যে অস্বাভাবিক প্রভাব পড়ার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি করে খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করা, যাতে করে জনগণের অসাধারণ দুর্ভোগ পোহাতে হয় এটা গোনাহ ও মানবিক দৃষ্টিকোণে অত্যন্ত নিন্দিত কাজ। এ রকম অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি না হলে সস্তার সময় খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করতে কোনো আপত্তি নেই। (৭/৫৭১)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١١/ ٣٩ (١٦٠٥) : عن يحيى وهو ابن سعيد، قال: كان سعيد بن المسيب، يحدث أن معمرا، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من احتكر فهو خاطئ»، فقيل لسعيد: فإنك تحتكر، قال سعيد: إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث، كان يحتكر-

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٣/ ٢١٣ : الاحتكار مكروه وذلك أن يشتري طعاما في مصر ويمتنع من بيعه وذلك يضر بالناس كذا في الحاوي، وإن اشترى في ذلك المصر وحبسه ولا يضر بأهل المصر لا بأس به كذا في التتارخانية ناقلا عن التجنيس من مكان قريب من المصر فحمل طعاما إلى المصر وحبسه وذلك يضر بأهله فهو مكروه هذا قول محمد - رحمه الله تعالى - وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - وهو المختار هكذا في الغياثية وهو الصحيح هكذا في الجواهر الأخلاطي.

Scanned by CamScanner

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۳/ ۱۹ : الجواب-اگراس کے روکنے سے لوگوں کو کچھ ضرر ہوا تو احتکار ہوا، ورنہ نہیں ہوا کیونکہ احتکار کے معنی روکنا غلہ کا وقت ضرورت خلائق بنظر گرانی۔

📖 کفایت المفتی (امدادیہ) ۸/ ۵۴ : غلہ کی تجارت جائز ہے بلکہ انسان اور حیوانات کے لئے حصول غذا میں آسانی پیدا کرنے کی نیت سے ہو تو موجب اجر ہے ہاں احتکار مکروہ ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ جبکہ مخلوق کو غلہ کی حاجت ہو ایسے وقت کوئی غلہ روک رکھے یا وہ جو نفع ملنے کے زیادہ گراں قیمت پر غلہ فروخت کرنے کے ارادہ سے بند کرلے اور مخلوق کو اس سے مالی اور جسمانی تکلیف پہنچے تو یہ فعل ناجائز ہے۔

## নিজস্ব জমির ফসল গুদামজাত করা

**প্রশ্ন :** ১) স্টক ব্যবসা জায়েয হবে কি না, অর্থাৎ কোল্ডস্টোরে আলু, পেঁয়াজ বা অন্য সামগ্রী রেখে ব্যবসার উদ্দেশ্যে পরবর্তীতে কয়েক মাস পর বিক্রি করে যে লাভ হয় সে লাভ নেওয়া জায়েয হবে কি না?
২) নিজের ক্ষেতের খাদ্যশস্য স্টক করে রেখে বেশি দামে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে কয়েক মাস পর বিক্রি করা জায়েয হবে কি না?

**উত্তর :** ১) খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করার দ্বারা যদি দ্রব্যের মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়ে সাধারণ জনগণের দুর্ভোগ পোহাতে হয় তাহলে তা মারাত্মক গোনাহ ও অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ। অন্যথায় তা জায়েয হবে এবং মুনাফাও হালাল হবে।
২) নিজের ক্ষেতের উৎপন্ন দ্রব্য জমা করে রাখাতে কোনো আপত্তি নেই। (৭/৫৮১)

📖 مرقاة المفاتيح (أنور بکڈپو) ٦/ ١١٢ : وعن ابن عمر قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: من احتكر طعاما أربعين يوما) : لم يرد بأربعين التوقيت والتحديد ; بل المراد به أن يجعل الاحتكار حرفته ويريد به نفع نفسه وضر غيره، وهو المراد بقوله (يريد به الغلاء) : لأن أقل ما يتمرن فيه المرء في حرفته هذه المدة، وقوله (فقد برئ من الله وبرئ الله منه) : أي: نقض ميثاق الله وعهده، وإنما قدم براءته على براءة الله تعالى ; لأن إيفاء عهده مقدم على إيفاء الله تعالى عهده كقوله تعالى {وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم} وهذا تشديد عظيم وتهديد جسيم في الاحتكار. (رواه رزين) : وروى أحمد، والحاكم، عن أبي هريرة رضي الله عنه: " «من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ وقد برئت منه ذمة الله ورسوله» ".

Scanned by CamScanner

📖 البحر الرائق (سعيد) ٨/ ٢٠٢ : وفي المحيط الاحتكار على وجوه: أحدها حرام وهو أن يشتري في المصر طعاما ويمتنع عن بيعه عند الحاجة إليه ولو اشترى طعاما في غير المصر ونقله إلى المصر وحبسه قال الإمام لا بأس به؛ لأن حق العامة إنما يتعلق بما جمع من المصر أو جلب من فنائه، وقال الثاني: يكره، وقال محمد: كل بقعة يمتد منها إلى المصر في العادة فهي بمنزلة فناء المصر يحرم الاحتكار منه وهذا في غاية الاحتياط اهـ

قال: - رحمه الله - (لا غلة ضيعته وما جلبه من بلد آخر) يعني لا يكره احتكار غلة أرضه وما جلبه من بلد آخر لأنه خالص حقه فلم يتعلق به حق العامة فلا يكون احتكارا ألا ترى أن له أن لا يزرع ولا يجلب-

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٣/ ٢١٣ : الاحتكار مكروه وذلك أن يشتري طعاما في مصر ويمتنع من بيعه وذلك يضر بالناس كذا في الحاوي، وإن اشترى في ذلك المصر وحبسه ولا يضر بأهل المصر لا بأس به كذا في التتارخانية ناقلا عن التجنيس من مكان قريب من المصر فحمل طعاما إلى المصر وحبسه وذلك يضر بأهله فهو مكروه هذا قول محمد - رحمه الله تعالى - وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - وهو المختار هكذا في الغياثية وهو الصحيح هكذا في الجواهر الأخلاطي.

## চোরাপথে আসা সামগ্রীর ক্রয়-বিক্রয়

**প্রশ্ন :** ১) সরকারি অনুমোদন ছাড়া সীমান্ত পথ দিয়ে আসা বিদেশি সাইকেল ক্রয়-বিক্রয় শরীয়তসম্মত কি না?

২) আমাদের দেশে সরকার অনুমোদিত বিদেশি খাদ্যদ্রব্য বাজারে বিক্রয় হয় এবং চোরাইপথে সরকারি ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে আসা খাদ্যদ্রব্য ও অন্য সামগ্রীও পাওয়া যায়। এমতাবস্থায় ওই সমস্ত খাদ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে কি না?

৩) ইন্ডিয়ান মাল ব্যবসার নিয়্যাতে আমাদের দেশে আনতে সরকারি ট্যাক্স ও পরিবহন খরচসহ যে মূল্য দাঁড়ায় তার চেয়ে অনেক কম মূল্যে বাজারে পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া যে পণ্য চোরাইপথে বাজারে আসে তার মূল্য কম বিধায় তা বেশি বিক্রয় হয় এবং তাতে লাভও অধিক হয়। এমতাবস্থায় ব্যবসার জন্য ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে

Scanned by CamScanner

চোরাইপথে মাল আনা বৈধ কি না? এবং আমাদের দেশের কোন কোন খাতের সরকারি ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া বৈধ?

**উত্তর :** ১, ২) শরীয়তের বিধান মতে, দেশের প্রত্যেক নাগরিকের জন্য সরকারি আইন-কানুন, যা শরীয়তবিরোধী নয়, তা মেনে চলা জরুরি ও অপরিহার্য। সরকারি অনুমতিবিহীন কিংবা বৈধ ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে বিদেশি পণ্য দেশে এনে ক্রয়-বিক্রয় করা বা এতে সহযোগিতা করা রাষ্ট্রীয় আইনবিরোধী হওয়ায় শরীয়ত পরিপন্থী।

উপরন্তু এতে দেশের অর্থনীতিতে মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে নিজের ইজ্জত-সম্মান বিনষ্ট করার নামান্তর বিধায় জেনেশুনে এ ধরনের পণ্য বেচাকেনা নাজায়েয ও পরিহারযোগ্য। (৭/৫৯০)

📖 تكملة فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراتشى) ٣/ ٣٢٣ : قوله : "إنما الطاعة فى المعروف" قد ثبت أحاديث الباب مبدءان عظيمان من مبادئ السياسة الإسلامية استعملها الفقهاء فى كثير من المسائل :

الأول : مبدأ طاعة الأمير وإن المسلم يجب عليه أن يطيع أميره فى الأمور المباحة؛ فإن أمر الأمير بفعل مباح وجبت مباشرته، وإن نهى عن أمر مباح حرم ارتكابه؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال : ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ فلو كان المراد من إطاعة أولى الأمر إطاعتهم فى الواجبات الشرعية فحسب، لما كان هناك داع لاستقلالهم بالذكر فى هذه الآية؛ لأن إطاعتهم فى الواجبات الشرعية ليست إطاعة لأولى الأمر، وإنما هو إطاعة لله ورسوله- فلما أفرد هم الله سبحانه بالذكر ظهر أن المراد إطاعتهم فى الأمور المباحة-

ومن هنا صرح الفقهاء بأن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية واجبة-

قال ابن عابدين فى باب الاستسقاء من رد المحتار ١ : ٧٩٢ : إذا أمر الإمام بالصيام فى غير الأيام المنهية وجب، لما قدمناه فى باب العيدين من أن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية واجبة -

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٨/ ٩٥ : اسمگلنگ کرنا اسمگلشدہ مال خریدنا بیچنا اور اس میں مدد کرنا کیسا ہے ان امور میں سے کسی کے مرتکب کے ہاں کھانا کھانا جائز ہے یا نہیں اسمگلنگ میں حکومت کے قانون کے خلاف ورزی ملک کا نقصان اور عزت کا خطرہ ہے اس لئے ناجائز ہے ایسے مال کی خرید وفروخت اور اس میں تعاون کرنا بھی ناجائز ہے، مگر اس کے منافع حرام نہیں، لہذا اس کے ہاں کھانے میں کوئی گناہ نہیں۔

Scanned by CamScanner

## অবৈধ পথে আসা পণ্যের ব্যবসা

**প্রশ্ন :** ১. সীমান্তরক্ষীদের জানা-অজানা উভয় অবস্থায় আসা ভারতীয় পণ্য বাংলাদেশের যেকোনো স্থানে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয কি না?

২. কোনো ব্যক্তি নিজস্ব ব্যবহারের জন্য ভিসা ব্যতীত ভারতে গিয়ে মালপত্র ক্রয় করে এনে তা ব্যবহার করা জায়েয হবে কি না?

**উত্তর :** ১, ২. শরীয়তের বিধান মতে, যেকোনো নাগরিকের জন্য তার দেশের শরীয়ত বিরোধি নয় এমন সকল রাষ্ট্রীয় আইন মেনে চলা জরুরি। লঙ্ঘন করা নাজায়েয ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ বিধায় সরকারি অনুমতিবিহীন বিদেশি পণ্য দেশে এনে ক্রয়-বিক্রয় আইন লঙ্ঘন হওয়ায় সম্পূর্ণ অবৈধ ও গোনাহ। এতে সীমান্তরক্ষীদের অনুমতি অকার্যকর। তবে ক্রেতা জানা সত্ত্বেও ক্রয় করাতে গোনাহগার হলেও খরিদ করা মালের ব্যবহার বিক্রয় ও দান–সবই তার জন্য বৈধ হবে। (৭/৩৯৭/১৬৫৯)

📖 تكملة فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراتشى) ٣/ ٣٢٣ : قوله : "إنما الطاعة فى المعروف" قد ثبت أحاديث الباب مبدءان عظيمان من مبادئ السياسة الإسلامية استعملها الفقهاء فى كثير من المسائل :

الأول : مبدأ طاعة الأمير وإن المسلم يجب عليه أن يطيع أميره فى الأمور المباحة؛ فإن أمر الأمير بفعل مباح وجبت مباشرته، وإن نهى عن أمر مباح حرم ارتكابه؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال : ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ فلو كان المراد من إطاعة أولى الأمر إطاعتهم فى الواجبات الشرعية فحسب، لما كان هناك داع لاستقلالهم بالذكر فى هذه الآية؛ لأن إطاعتهم فى الواجبات الشرعية ليست إطاعة لأولى الأمر، وإنما هو إطاعة لله ورسوله- فلما أفرد هم الله سبحانه بالذكر ظهر أن المراد إطاعتهم فى الأمور المباحة-

ومن هنا صرح الفقهاء بأن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية واجبة- قال ابن عابدين فى باب الاستسقاء من رد المحتار ١ : ٧٩٢ : إذا أمر الإمام بالصيام فى غير الأيام المنهية وجب، لما قدمناه فى باب العيدين من أن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية واجبة -

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٨/ ٩٥ : اسمگلنگ کرنا اسمگلشدہ مال خریدنا بیچنا اور اس میں مدد کرنا کیسا ہے ان امور میں سے کسی کے مرتکب کے ہاں کھانا کھانا جائز ہے یا نہیں اسمگلنگ میں حکومت کے قانون کے خلاف ورزی ملک کا نقصان اور عزت کا خطرہ ہے اس لئے ناجائز ہے

Scanned by CamScanner

ایسے مال کی خرید وفروخت اور اس میں تعاون کرنا بھی ناجائز ہے، مگر اس کے منافع حرام نہیں، لہذا اس کے ہاں کھانے میں کوئی گناہ نہیں۔

## চোরাই পথে আসা ওষুধের ব্যবসা

**প্রশ্ন :** ব্ল্যাক বা স্মাগলিংয়ের মাধ্যমে চোরাই পথে গোপনে ভারত থেকে যে ওষুধ বাংলাদেশে আসে সে ওষুধ ক্রয়-বিক্রয় বৈধ কি না?

**উত্তর :** ব্ল্যাক বা স্মাগলিং রাষ্ট্রীয়ভাবে নিষিদ্ধ বিধায় এ পথে আনা ওষুধ বা অন্য দ্রব্যবেচাকেনার অনুমতি নেই। (১৯/৬৫৫/৮৩৬০)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٢٦٤ : (قوله: افترض عليه إجابته) والأصل فيه قوله تعالى {وأولي الأمر منكم} وقال - صلى الله عليه وسلم - «اسمعوا وأطيعوا ولو أمر عليكم عبد حبشي أجدع» وروي «مجدع» وعن ابن عمر أنه - عليه الصلاة والسلام - قال«عليكم بالسمع والطاعة لكل من يؤمر عليكم ما لم يأمركم بمنكر» ففي المنكر لا سمع ولا طاعة ثم إذا أمر العسكر بأمر فهو على أوجه: إن علموا أنه نفع بيقين أطاعوه وإن علموا خلافه كأن كان لهم قوة وللعدو مدد يلحقهم لا يطيعونه، وإن شكوا لزمهم إطاعته،

📖 درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ٣ /٢٠١ : المادة (١١٩٢) - (كل يتصرف في ملكه كيفما شاء. لكن إذا تعلق حق الغير به فيمنع المالك من تصرفه على وجه الاستقلال.

📖 فتاوی عثمانی (مکتبۂ معارف القرآن) ۳/ ۸۹ : اسمگلنگ کا معاملہ یہ بھی ہے کہ اصلاً باہر کی ملک سے مال لے کر آنا یا یہاں سے لے جانا شرعی اعتبار جائز ہے لیکن چونکہ حکومت نے اس پر پابندی لگا رکھی ہے اور اس پابندی کی خلاف ورزی میں مذکورہ مفاسد پائے جاتے ہیں اس لئے علماء نے اس سے منع فرمایا ہے اور اس سے اجتناب کی تاکید کی گئی ہے۔

## ব্ল্যাকে ব্যবসা করার হুকুম

**প্রশ্ন :** আমার বাড়ির সাথেই বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত এলাকা। বাংলাদেশ সরকারের অনুমতি ছাড়া ভারত থেকে মালামাল আনা ও বাজারে তা বিক্রি করা রাষ্ট্রীয় অপরাধ বলে বিবেচিত হয়। দেখা যায়, সমাজের অসংখ্য গরিব লোক রাষ্ট্রের অনুমতি ছাড়াই

Scanned by CamScanner

ব্ল্যাকে ব্যবসা করে জীবনযাপন করে। এভাবে চলাটাই তাদের জন্য সহজ, অন্যথায় তাদের জন্য চলাফেরা অনেক কঠিন। তাদের এ ব্যবসা জায়েয হবে কি না?

**উত্তর :** মাদকদ্রব্য বা হারাম পণ্যের ব্যবসা কোনো অবস্থাতেই বৈধ নয়। হালাল পণ্য প্রকৃত মালিকের নিকট হতে ক্রয় করে ব্যবসা করলে তার আয় হালাল। কিন্তু ওই ব্যবসায় রাষ্ট্রীয় আইনের বিরুদ্ধাচরণ হলে ব্যবসায়ী গোনাহগার হবে। (১৪/৩৫৮)

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۲۷۸/۲ : الجواب۔ اگر وہ مال نجس ممنوع الاستعمال اور ممنوع البیع نہ ہو اور مالک سے خریدا ہو تو اس کی تجارت فی نفسہ حلال ہے لیکن چونکہ حکومت کے قانون کے خلاف ہے اور مجرم سزا کا مستحق اور ذلیل ہوتا ہے اور اپنے آپ کو ذلیل کرنا جائز نہیں ہے اس لئے ایسا معاملہ اختیار نہ کیا جائے۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۳۵۳/۱۳ : الجواب۔حامدا ومصلیا،جو شخص سامان خریدے وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے اس کو اپنے سامان کا حق ہو جاتا ہے کہ خود استعمال کرے یا کسی کو ہبہ کردے یا فروخت کرے اور پھر اس سے خریدنے والے کو اس کا استعمال جائز ہوتا ہے، کیونکہ وہ مالک ہو گیا، لیکن آدمی جب کسی حکومت کے ماتحت رہتا ہے تو اس کے قانون کی پابندی قانونا لازم ہوتی ہے اس کے خلاف کرنا قانونی چوری ہے جس سے عزت ومال دونوں کا خطرہ ہوتا ہے، اپنی عزت ومال کو خطرہ میں ڈالنا دانشمندی نہیں ہے۔

## চোরাই পথে আসা পণ্যসামগ্রীর ক্রয়-বিক্রয়

**প্রশ্ন :** যশোর জেলা রেলস্টেশনের নিকটে একটি হকার মার্কেট রয়েছে। সেখানে ভারত থেকে চোরাই পথে আসা শাড়ি, লুঙ্গি, থ্রিপিস ও কসমেটিক্স বিক্রি হয়। এ সমস্ত পণ্য বিক্রি করা এবং ক্রয় করা সম্পর্কে কোরআন ও হাদীসের দৃষ্টিভঙ্গি প্রমাণসহ জানালে উপকৃত হব।

**উত্তর :** শরীয়ত পরিপন্থী নয়, এমন রাষ্ট্রীয় আইন মানা প্রত্যেক জনসাধারণের জন্য জরুরি। যেহেতু চোরাই পণ্যসামগ্রী আনা বা বিক্রয় করা সরকারি আইনে নিষিদ্ধ, তাই এ ধরনের পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়া যায় না। (১২/২৮৬/৩৯১০)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۳۵۳/۱۳ : الجواب۔حامدا ومصلیا،جو شخص سامان خریدے وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے اس کو اپنے سامان کا حق ہو جاتا ہے کہ خود استعمال کرے یا کسی کو ہبہ کردے یا فروخت کرے اور پھر اس سے خریدنے والے کو اس کا استعمال جائز ہوتا ہے، کیونکہ وہ مالک ہو گیا، لیکن آدمی جب کسی حکومت کے ماتحت رہتا ہے تو اس کے قانون کی پابندی قانونا لازم

Scanned by CamScanner

ہوتی ہے اس کے خلاف کرنا قانونی چوری ہے جس سے عزت ومال دونوں کا خطرہ ہوتا ہے،
اپنی عزت ومال کو خطرہ میں ڈالنا دانشمندی نہیں ہے۔

## বাজেয়াপ্তকৃত ব্ল্যাকের মাল ছাত্র-শিক্ষকদের গ্রহণ করা

**প্রশ্ন :** প্রায় সীমান্ত এলাকায়ই দেখা যায় যে অবৈধভাবে ভারত থেকে বিভিন্ন পণ্য নিয়ে আসা হয়। কিন্তু বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী তা বাজেয়াপ্ত করে, কখনো এগুলো তারা নিলামে বিক্রয় করে দেয় আবার কখনো এগুলো কোনো দ্বীনি প্রতিষ্ঠানে দিয়ে দেয়। আর প্রতিষ্ঠানের পরিচালক এগুলো ছাত্র-শিক্ষকদের মাঝে বণ্টন করে দেন। প্রশ্ন হলো,

১. এ সকল মাল বাজেয়াপ্ত করা জায়েয কি না?
২. এ মাল নিলামে বিক্রয়ের হুকুম কী? কেউ কিনলে তা ব্যবহারের কী হুকুম?
৩. কোনো দ্বীনি প্রতিষ্ঠানে এ মাল গ্রহণ করা এবং তা ছাত্র-শিক্ষকদের মাঝে বণ্টন করা শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে বৈধ কি না?

**উত্তর :** অবৈধভাবে আনা মালামাল সরকার কর্তৃপক্ষ নিয়ম-নীতির অনুসরণে বাজেয়াপ্ত করলে তাতে কর্তৃপক্ষের মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে যায়। এমতাবস্থায় তারা নিয়মতান্ত্রিকভাবে বিক্রি বা দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা দানসূত্রে যাকেই মালিক বানিয়ে দেয় সে ওই মালামালের মালিক বলে বিবেচিত হবে। সুতরাং সরকারি নীতির অনুসরণে সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত বিডিআরদের বাজেয়াপ্ত করা বৈধ এবং ওই মাল নিলামে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয। তদ্রূপ এ রকম মাল দান হিসেবে মাদরাসার জন্য গ্রহণ করা বৈধ এবং মাদরাসার নিয়ম মোতাবেক ছাত্র-শিক্ষকদের মাঝে বণ্টন করতেও আপত্তি নেই। (১০/৩৭১/৪০১১)

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۳/ ۱۲۲ : سوال- جو چیز کہ نیلام ہوتی ہے تو وہ غیر کی ہوتی ہے، کم دام میں فروخت ہوتی ہے تو اس کا خرید نا جائز ہے یا نہیں؟
الجواب- خرید نا جائز ہے، اما اذا كان برضاء المالك فظاهر، إذا كان بغير رضاه فإن كان البائع حاكما مسلما فلما فى الدر المختار لا يبيع القاضي عرضه ولا عقاره للدين خلافا لهما، وبه يفتى، اختيار، وصححه في تصحيح القدوري وفى رد المحتار۔

Scanned by CamScanner

## কেনার পর জানতে পারল চোরাই মাছ, এখন কী করণীয়?

**প্রশ্ন :** কোনো ব্যক্তি বাজার থেকে মাছ ক্রয় করার পর জানতে পারল এগুলো চোরাইকৃত মাছ–এখন করণীয় কী?

**উত্তর :** কোনো জিনিস ক্রয় করার পর যদি জানতে পারে যে তা চুরির মাল, তাহলে তা বিক্রেতাকে ফিরিয়ে দেবে বা মালিককে পৌঁছে দেবে। অতএব প্রশ্নোল্লিখিত ক্রেতা উক্ত মাছ বিক্রেতাকে ফিরিয়ে দেবে বা মালিকের সন্ধান থাকলে তাকে পৌঁছে দেবে এবং বিক্রেতা থেকে টাকা ফেরত নিয়ে নেবে। অন্যথায় তা সদকা করে দেবে। (৮/৯৭৬)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۱/ ۲۸۰ : الجواب۔ جس شیٔ کے متعلق قرائن سے غالب خیال یہ ہو کہ یہ چوری کی ہے اس کو خرید نادرست نہیں اگر خرید چکا ہے تو واپس کردے اگر مالک کا علم ہو جائے تو اس کے حوالہ کردے پھر چاہے تو اس سے معاملہ کر کے خرید لے۔

## রেজিস্ট্রি ফি কম দেওয়ার জন্য জমির মূল্য কম দেখানো

**প্রশ্ন :** যায়েদ বলে, আমি আমর থেকে আট কাঠা জমি এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা একর হারে ছাপ্পান্ন হাজার টাকা মূল্যে খরিদ করেছি। যার দলিল খরচ আসে প্রায় ১৬ হাজার টাকা। কিন্তু সরকারি আইন হিসেবে প্রতি একর জমির নিম্ন হার ৬০ হাজার টাকা। তাতে দলিল খরচ আসে মাত্র ৪ হাজার টাকা। তাই আমর বিক্রেতা বলে, আমি ৪ হাজার টাকায়ই তোমার নামে ওই জমি রেজিস্ট্রি করে দেব। অথচ এতে বিক্রেতার কোনো লাভ নেই। ক্রেতা যায়েদ, অর্থাৎ আমি এই মিথ্যার আশ্রয় নেব না। বরং আমি ১৬ হাজার দিয়েই দলিল করব, যে মূল্য ধার্য করে বেচাকেনা হয়েছে। প্রশ্ন হলো, যায়েদ কি আমরের কথা অনুযায়ী ৪ হাজার টাকার ওপর দলিল গ্রহণ করলে গোনাহগার হবে?

**উত্তর :** যেসব রাষ্ট্রীয় আইন শরীয়তবিরোধী বা জুলুমের পর্যায়ে পড়ে না–ওই সব আইনের বিরোধিতা বা অমান্য করার অনুমতি ইসলামী শরীয়তে নেই, বরং তা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত। প্রশ্নে বর্ণিত জমি রেজিস্ট্রির ব্যাপারে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি শরীয়তবিরোধী বলে মনে হয় না। বাস্তব মূল্য উল্লেখ না করে কোটা নির্ধারিত মূল্য উল্লেখ করা মিথ্যার অন্তর্ভুক্তও বটে। তাই তা ফাঁকি দেওয়া কখনো বৈধ হবে না। বরং প্রকৃত বেচা কেনার রেজিস্ট্রি ফি সরকারকে আদায় করা জরুরি, অন্যথায় রাষ্ট্রীয় আইন লঙ্ঘনকারী ও শরীয়তের দৃষ্টিতে মিথ্যাবাদী বলে বিবেচিত হবে, যা সম্পূর্ণরূপে বর্জনীয়। (৯/৫৯৮)

Scanned by CamScanner

📖 مسند أحمد (مؤسسة الرسالة) ١١/ ٢١٦ (٦٦٤١) : عن عبد الله بن عمرو، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما عمل الجنة؟ قال: " الصدق، وإذا صدق العبد بر، وإذا بر آمن، وإذا آمن دخل الجنة "، قال: يا رسول الله، ما عمل النار؟ قال: " الكذب إذا كذب العبد فجر، وإذا فجر كفر، وإذا كفر دخل يعني النار " -

📖 تكملة فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراتشى) ٣/ ٣٢٣ : قوله : "إنما الطاعة فى المعروف" قد ثبت أحاديث الباب مبدءان عظيمان من مبادئ السياسة الإسلامية استعملها الفقهاء فى كثير من المسائل :

الأول : مبدأ طاعة الأمير وإن المسلم يجب عليه أن يطيع أميره فى الأمور المباحة؛ فإن أمر الأمير بفعل مباح وجبت مباشرته، وإن نهى عن أمر مباح حرم ارتكابه؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال : ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ فلو كان المراد من إطاعة أولى الأمر إطاعتهم فى الواجبات الشرعية فحسب، لما كان هناك داع لاستقلالهم بالذكر فى هذه الآية؛ لأن إطاعتهم فى الواجبات الشرعية ليست إطاعة لأولى الأمر، وإنما هو إطاعة لله ورسوله- فلما أفرد هم الله سبحانه بالذكر ظهر أن المراد إطاعتهم فى الأمور المباحة-

ومن هنا صرح الفقهاء بأن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية واجبة- قال ابن عابدين فى باب الاستسقاء من رد المحتار ١ : ٧٩٢ : إذا أمر الإمام بالصيام فى غير الأيام المنهية وجب، لما قدمناه فى باب العيدين من أن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية واجبة -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٣٥٢/٥ : والكذب محظور إلا في القتال للخدعة وفي الصلح بين اثنين وفي إرضاء الأهل وفي دفع الظالم عن الظلم، ويكره التعريض بالكذب إلا لحاجة كقولك لرجل كل فيقول أكلت يعني أمس فإنه كذب كذا في خزانة المفتين.

📖 فتاوى محموديه (زكريا) ٣٢٩/١٧ : رعایا کے ہر فرد کو اپنی حکومت کے ہر جائز قانون کی پابندی لازم ہے، خلاف قانون کرنا جرم ہے جس سے عزت اور جان ومال کا خطرہ ہے جس کی حفاظت ضروری ہے۔

Scanned by CamScanner

## ইক্ষু বিক্রয়ের সময় মূল্যের সাথে গুড়ের শর্তারোপ করা

**প্রশ্ন :** আমাদের এলাকায় প্রচলন আছে ইক্ষু চাষকারী ক্রেতাকে ইক্ষুর জমি দেখায়, ক্রেতা দেখে তা ক্রয় করে নেয়। অনেক সময় বলে, এই ইক্ষুর মূল্যের সাথে ১০-২০ সের গুড় দিতে হবে। জানার বিষয় হলো, এভাবে বিক্রি করা এবং ১০-২০-এর শর্ত করাটা জায়েয কি না?

**উত্তর :** ইক্ষুর জমি দেখা দ্বারা ইক্ষুর পরিমাণ বোঝা যায় বিধায় প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে ইক্ষু বিক্রি জায়েয হবে এবং ১০-২০ সের গুড় যদি ইক্ষুর মূল্যের অন্তর্ভুক্ত হয় তখনও এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় অবৈধ হওয়ার কোনো কারণ নেই। (১৩/৫১৭)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٥/ ٨ : قال: "والأعواض المشار إليها لا يحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز البيع" لأن بالإشارة كفاية في التعريف وجهالة الوصف فيه لا تفضي إلى المنازعة -

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ٣/٣٠ : وفى التجريد بيع جميع الثمار والزروع إذا كان موجودا جائز -

📖 الهداية (دار إحياء التراث) ٣/ ٤٨ : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط. ثم جملة المذهب فيه أن يقال: كل شرط يقتضيه العقد كشرط الملك للمشتري لا يفسد العقد لثبوته بدون الشرط، وكل شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين أو للمعقود عليه وهو من أهل الاستحقاق يفسده -

## বাকিতে ধান বিক্রয়ের দুটি পদ্ধতি

**প্রশ্ন :** আমাদের এলাকায় বাকি দরে ধান বিক্রয়ের একটি পদ্ধতি প্রচলিত আছে। তা হলো যেমন বিক্রেতা ক্রেতাকে বলে, আমি তোমাকে এখন (মাঘ মাস) দুই মণ ধান দিলাম এ শর্তে যে, আমাকে চৈত্র মাসে এ দুই মণের দাম যত হয় তত টাকা দেবে। আবার এমনও হয়ে থাকে যে, ধান বিক্রির সময় দামও নির্দিষ্ট করা হয়। উল্লেখ্য, পদ্ধতি দুটির মধ্যে টাকা আদায়ের জন্য শুধু মাসই নির্ধারণ করা হয়; দিন, সময় ইত্যাদি নির্ধারণ করা হয় না। প্রশ্ন হলো, উল্লিখিত উভয় পদ্ধতিতে বেচাকেনা জায়েয কি না? যদি নাজায়েয হয় এমতাবস্থায় একজন গরিব লোক, যার তাৎক্ষণিক খাদ্যের অভাব হয়ে গেছে, তার জন্য কোনো জায়েয পদ্ধতি আছে কি না? পরিস্থিতি এমন যে উল্লিখিত পদ্ধতি দুটি ব্যতীত বিক্রেতাগণ বাকি দরে ধান দিতে রাজি নয়।

Scanned by CamScanner

উত্তর : শরীয়তের নীতিমালানুযায়ী বাকি বিক্রিতে পণ্যের মূল্য ও আদায়ের সময় নির্ধারিত হওয়া ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হওয়ার পূর্বশর্ত, অন্যথায় পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় সহীহ হবে না। উপরন্তু বাকিতে নগদ অপেক্ষা বেশি মূল্যে বিক্রি করা জায়েয। সুতরাং যদি ধান বা যেকোনো পণ্যের মূল্যও আদায়ের সময় নির্ধারণকরত বিক্রয় করা হয় তা সহীহ হবে, অন্যথায় নয়।

প্রশ্নে বর্ণিত প্রথম পদ্ধতিতে ধানের মূল্য অনির্ধারিত হওয়ার কারণে তা সহীহ বলা যাবেনা। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় পদ্ধতিতে মূল্য এবং আদায়ের সময় নির্ধারিত বিধায় তা সহীহ হবে। আর এ ক্ষেত্রে শুধু মাস নির্ধারণ করলেই চলবে, দিন-তারিখ নির্ধারণ না করলে অসুবিধা নেই। (১২/২৬৪)

📖 رد المحتار (سعيد) ٥٣٦/٤ : فإنه قال معزيا إلى بيوع الخزانة: باع عينا من رجل بأصفهان بكذا من الدنانير فلم ينقد الثمن حتى وجد المشتري ببخارى يجب عليه الثمن بعيار أصفهان، فيعتبر مكان العقد. اهـ منح. قلت: وتظهر ثمرة ذلك إذا كانت مالية الدينار مختلفة في البلدين، وتوافق العاقدان على أخذ قيمة الدينار لفقده أو كساده في البلدة الأخرى، فليس للبائع أن يلزمه بأخذ قيمته التي في بخارى إذا كانت أكثر من قيمته التي في أصبهان وكما يعتبر مكان العقد يعتبر زمنه أيضا كما يفهم مما قدمناه في مسألة الكساد والرخص فلا يعتبر زمن الإيفاء: لأن القيمة فيه مجهولة وقت العقد وفي البحر عن شرح المجمع لو باعه إلى أجل معين وشرط أن يعطيه المشتري أي نقد يروج يومئذ كان البيع فاسدا.

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص ٧٩١ : سوال- زید نے اپنا غلہ فروخت کیا، مگر فی الحال خریدنے والوں کو غلہ دیدیا اور ان سے کہا کہ فلاں ماہ میں جو نرخ ہوگا اس نرخ پر روپیہ ادا کرنا یہ بیع جائز ہے یا نہیں؟

الجواب- یہ بیع بوجہ جہالت ثمن جائز نہیں۔"قال الشامی رح تحت مطلب يعتبر الثمن فى مكان العقد وزمنه : وكما يعتبر مكان العقد يعتبر زمنه أيضا كما يفهم مما قدمناه في مسألة الكساد والرخص فلا يعتبر زمن الإيفاء: لأن القيمة فيه مجهولة وقت العقد۔

Scanned by CamScanner

## বেশকম করে জমির পরিবর্তন জমির সাথে

**প্রশ্ন :** শহরের জমি, যার দাম বেশি। এই জমিকে মাঠের জমির সাথে জমির পরিমাণ কমবেশি করে পরিবর্তন করা যাবে কি না? প্রমাণসহ জানালে উপকৃত হব।

**উত্তর :** জমি সুদি দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত নয় বিধায় জমি কমবেশি করে পরিবর্তন করা জায়েযহবে। (১২/৩৯০)

📖 تنقيح الفتاوى الحامدية (دار المعرفة) ١/ ٢٥٢ : (سئل) فيما إذا كان لزيد قطعة أرض جارية في ملكه فباعها من عمرو بقطعة أرض مثلها بيع مقايضة بيعا باتا شرعيا مسلما لدى بينة شرعية فهل صح البيع المزبور؟
(الجواب) : نعم.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ۲۱۶/۲ : الجواب-اموال ربویہ میں زیادتی اس قوت حرام ہے جب جنس اور قدر ایک ہو ورنہ کسی ایک کی موجودگی میں تفاضل جائز ہے لہذا زمین کا زمین کے عوض فروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

## কোম্পানির সদস্য কার্ড নিয়ে পণ্য মূল্যে কমিশন গ্রহণ করা

**প্রশ্ন :** ১০০০ টাকা দ্বারা সদস্য হলে কোম্পানি তাকে সদস্য বানিয়ে একটি কার্ড দিচ্ছে। ওই কার্ড থাকলে ওই কোম্পানির মাল ৪০% কমিশনে পাওয়া যায় এবং পরিবহনেও ওই হারে কম নেবে। এটা জায়েয হবে কি না?

**উত্তর :** শরীয়তের দৃষ্টিতে কোম্পানি বা দোকানদারদের পক্ষ থেকে কোনো গ্রাহককে কমিশন দিয়ে পণ্য বিক্রয় করা জায়েয আছে। এখন এই কমিশন দেওয়ার জন্য কোম্পানি বা দোকানদার যদি গ্রাহক সদস্য হওয়ার শর্ত করে এবং সদস্য ফি কার্ড ফি নেয় তাহলে তাও জায়েয হবে। (১০/৭৮০)

📖 الحوافز التجارية التسويقية وأحكامها في الفقه الإسلامي ١٢ / ١٨٢ : حكم البطاقة المجانية : هذه البطاقات التخفيضية التى تمنح للمستهلكين مكافأة لهم على التعامل، أو تشجيعًا عليه جائزة، لا محذور فيها، فالأصل فى المعاملات الحل والإباحة ما لم يقم دليل مانع، وليس هناك ما يمنع من هذه البطاقات.

Scanned by CamScanner

وقد ذهب الى إباحة هذا النوع من بطاقات التخفيض، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فى المملكة العربية السعودية، ففى جواب لها عن هذا النوع قالت اللجنة: بطاقة التخفيض التى تحملها ليس لها مقابل، فلا حرج عليك فى استخدامها، والانتفاع بها.

## একই কবর বারবার বেচাকেনার হুকুম

**প্রশ্ন :** বর্তমান কবরের মালিকেরা একই কবরের জায়গাকে একাধিকবার বিক্রি করে থাকে। প্রথম ক্রেতা জানে এই কবরের জায়গাকে একাধিকবার বিক্রি করবে। তবে আকদের সময় এ কথা উল্লেখ থাকে না। শরীয়ত অনুসারে এই বিক্রির হুকুম কী?

**উত্তর :** কবরস্থানের জায়গা অন্যকে দেওয়া বিক্রয় চুক্তির ভিত্তিতে হলে তার স্থায়ী মালিক ক্রেতা বলে সাব্যস্ত হবে। এমতাবস্থায় ওই জায়গা অন্যের নিকট বিক্রি করা প্রথম বিক্রেতার জন্য সম্পূর্ণ হারাম এবং এর মূল্য তার জন্য হারাম। পক্ষান্তরে চুক্তির ভিত্তিতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এ জায়গা ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে থাকলে ওই সময় পার হওয়ার পর অন্যের নিকট বিক্রি করতে আপত্তি নেই। ইজারার মেয়াদের পূর্বে বিক্রি করলেও তা মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পরই বাস্তবায়ন করা যাবে, পূর্বে নয়। (১০/৮৬)

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٨٣ : (و) بخلاف (بيع ما آجره) فإنه أيضا ليس بدون لحوق دين كما مر ويوقف بيعه إلى انقضاء مدتها هو المختار، لكن لو قضى بجوازه نفذ وتمامه في شرح الوهبانية. وفيه معزيا للخانية: لو باع الآجر المستأجر فأراد المستأجر أن يفسخ بيعه لا يملكه هو الصحيح -

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٨٣ : قال الشرنبلالي في شرح الوهبانية: والمختار أنه موقوف فيفتى بأن بيع المستأجر والمرهون صحيح لكنه غير نافذ ولا يملكان فسخه في الصحيح وعليه الفتوى وإذا علم المشتري بكونه مرهونا أو مستأجرا عندهما يملك النقض، وعند أبي يوسف لا يملك مع علمه وبه أخذ المشايخ اهـ رحمتي -

📖 فيه أيضا ٦/ ٦٥ : وما ليس عنده فلا كبيع ما ليس عنده اهـ منح -

📖 احسن الفتاوى (سعید) ۲۷۱/۷

Scanned by CamScanner

## কম্পিউটারের ব্যবসা ও উপার্জিত অর্থের হুকুম

**প্রশ্ন :** কম্পিউটারের ব্যবসা করা জায়েয কি না? অর্থাৎ কম্পিউটারের ব্যবসায় উপার্জিত টাকা শরীয়তের দৃষ্টিতে কেমন?

**উত্তর :** জায়েয আছে এবং এর দ্বারা উপার্জিত অর্থ হালাল হবে। (৯/৭১৩০)

📖 رد المحتار (سعيد) ٢٦٨/٤ : (قوله: نهر) عبارته: وعرف بهذا أنه لا يكره بيع ما لم تقم المعصية به كبيع الجارية المغنية والكبش النطوح والحمامة الطيارة والعصير والخشب الذي يتخذ منه العازف.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۱۱۱/۳ : ... ... اس باب میں قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جس چیز کی عین سے معصیت قائم ہو اس کا بیع کرنا ممنوع ہے۔ اور جس چیز میں تغیر و تبدل کے بعد معصیت کا آلہ بنایا جاوے اس کی بیع جائز ہے۔

## অপরিশোধিত মূল্যের ওপর লাভ নেওয়া সুদের শামিল

**প্রশ্ন :** গোলাম কিবরিয়া বিক্রেতা, ফয়েজ নামের ক্রেতার নিকট ৪০ হাজার টাকার শাড়ি ১ বছর পর পরিশোধ করার শর্তে ৬৪০০ টাকা লভ্যাংশসহ সর্বমোট ৪৬৪০০ টাকা বিক্রি করেছে এবং ১ বছর পর তারিখ মতো বিক্রেতা তার লভ্যাংশের ৬৪০০ টাকা বেশিসহ) এবং মূল টাকার ১০০০০ টাকাসহ মোট ১৬৫০০ টাকা বুঝে (১০০ আদায় করে নিয়েছে এবং বাকি মূলধনের ৩০ হাজার টাকা পুনরায় আগের মতো শাড়ি বা অন্যান্য দ্রব্য ক্রয় করে লভ্যাংশসহ ১ বছর পর পরিশোধ করার শর্তে হিলা করার জন্য বিক্রেতা স্বয়ং ক্রেতাকে উকিল বানিয়ে গিয়েছে। তবে হাতে নগদ টাকার অভাবে ক্রেতা ব্যবসার মাল বিনে লভ্যাংশের হিলা করতে পারেনি। কিন্তু মৌখিকভাবে আগের মতো লাভ দেবে বা হিলা করবে বলছে, এবং বিক্রেতা মৌখিকভাবে তার মূল ৩০ হাজার টাকার লাভ প্রতি বছরে ৫ হাজার ২ বছরে ১০ হাজার টাকা লাভ দাবি করে এবং তারিখ মতে ১ বছরান্তে ক্রেতা টাকা পরিশোধ করতে পারেনি। তাই বিক্রেতা তার ২ বছরে ৩০ হাজার মূল টাকা ১০ হাজার লাভসহ ৪০ হাজার টাকা দাবি করে, তবে এই চলতি বছরে ক্রেতা তা কিস্তিতে তার মূল ৩০ হাজার টাকা পরিশোধ করে দিয়েছে। এখন বিক্রেতা তার ১০০০০ টাকা লাভ দাবি করে, আর ক্রেতা তার ব্যবসা লোকসান হওয়ার পরও ওয়াদা অনুযায়ী ২ বছরে ৫-৬ হাজার লাভ দিতে রাজি আছে। কিন্তু বিক্রেতা পূর্ণ ১০০০০ টাকা লাভ চায়। এখন উক্ত লাভ সুদে পরিণত হবে কি না এবং ইসলামী শরীয়তের আলোকে তা দিতে হবে কি না?

Scanned by CamScanner

**উত্তর :** গোলাম কিবরিয়া ও ফয়েজের মধ্যে সম্পাদিত প্রথম চুক্তি, অর্থাৎ ৪০ হাজার টাকার শাড়ি বাকিতে ৪৬০০০ হাজার টাকায় ক্রয়-বিক্রয় সহীহ হয়েছে। এর ভিত্তিতে গোলাম কিবরিয়া ফয়েজের নিকট ৪৬০০০ টাকা পাবে। পরবর্তী ৩০ হাজার অনাদায়ী টাকার পণ্য বেচাকেনার তদবির করা সহীহ হয়নি। সুতরাং এর ওপর লাভের নামে কিছু নেওয়া সম্পূর্ণ সুদ হবে, যা দেওয়া-নেওয়া–সবই হারাম। (৮/৪৫৩)

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/ ١٤٢ : لأن الأجل في نفسه ليس بمال، فلا يقابله شيء حقيقة إذا لم يشترط زيادة الثمن بمقابلته قصدا، ويزاد في الثمن لأجله إذا ذكر الأجل بمقابلة زيادة الثمن قصدا، فاعتبر مالا في المرابحة احترازا عن شبهة الخيانة، ولم يعتبر مالا في حق الرجوع عملا بالحقيقة بحر-

📖 البحر الرائق ٦ /١١٤ : لأن للأجل شبها بالمبيع ألا ترى أنه يزاد في الثمن لأجل الأجل-

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٥/ ١٦٨ : الربا هو لغة: مطلق الزيادة وشرعا (فضل) ولو حكما فدخل ربا النسيئة والبيوع الفاسدة فكلها من الربا فيجب رد عين الربا لو قائما لا رد ضمانه لأنه يملك بالقبض قنية وبحر (خال عن عوض).

## বাটা জুতা কেনার হুকুম

**প্রশ্ন :** বাটা একটি আন্তর্জাতিক জুতার কোম্পানি, যার মূল মালিক খুব সম্ভবত ইহুদি। আমরা সাধারণত বাটা জুতাই বেশি কিনি। কারণ অন্য জুতা সহজেই নষ্ট হয়ে যায়। তাই আর্থিক কথা বিবেচনা করে বাটা জুতা কেনা লাভজনক। প্রশ্ন হচ্ছে, এ জুতা ক্রয়ে কোনো গোনাহ হবে কি না?

**উত্তর :** মুসলিম কোম্পানি ও মুসলমানের দোকান থেকে কেনাকাটা করা উত্তম। এতে মুসলমান ভাইয়ের সহযোগিতার সাওয়াবও মেলে। এতদসত্ত্বেও অমুসলিম কোম্পানির নিকট থেকে ক্রয় করা বৈধ। সুতরাং বাটা কোম্পানির জুতা ক্রয় জায়েয হবে। (৬/১৮১/ ১১৪৬)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٤٦ : لا بأس ببيع الزنار من النصراني والقلنسوة من المجوسي كذا في السراجية.

Scanned by CamScanner

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۳/ ۱۴۱ : سوال- اہل ہنود کی دکان سے مٹھائی وغیرہ خریدنا اور ان کے یہاں کھانا جائز ہے یا نہیں اگر ہے تو کس طرح؟
الجواب- اگر ظاہرا کوئی نجاست نہ ہو تو جائز ہے لیکن اگر اس پر بھی اپنے بھائی مسلمان کو نفع پہنچاوے تو زیادہ بہتر ہے۔

## ইসলামবিদ্বেষীদের পণ্যের ব্যবহার ও ব্যবসা করা

**প্রশ্ন :** ইসলামবিদ্বেষী ও যারা ইসলাম ধ্বংসের পাঁয়তারা করে তাদের দ্রব্যপণ্য ব্যবহার ও ব্যবসা করার হুকুম কী?

**উত্তর :** ইসলামবিদ্বেষী কোম্পানির তৈরি পণ্য ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবহার না করাই শ্রেয়। তবে কেউ করলে অবৈধ বলা যাবে না। (১৯/৩৬৫/৮১৫৪)

📖 الهداية (دار إحياء التراث) ٤/ ٣٧٨ : قال: "ومن أجر بيتا ليتخذ فيه بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع فيه الخمر بالسواد فلا بأس به" وهذا عند أبي حنيفة، وقالا: لا ينبغي أن يكريه لشيء من ذلك؛ لأنه إعانة على المعصية. وله أن الإجارة ترد على منفعة البيت، ولهذا تجب الأجرة بمجرد التسليم، ولا معصية فيه، وإنما المعصية بفعل المستأجر، وهو مختار فيه فقطع نسبته عنه۔

📖 رد المحتار (سعيد) ٦ /٣٩٢ : (قوله وجاز إجارة بيت إلخ) هذا عنده أيضا لأن الإجارة على منفعة البيت، ولهذا يجب الأجر بمجرد التسليم، ولا معصية فيه وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فينقطع نسبيته عنه، فصار كبيع الجارية ممن لا يستبرئها أو يأتيها من دبر-

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۳/ ۱۴۱ : سوال- اہل ہنود کی دکان سے مٹھائی وغیرہ خریدنا اور ان کے یہاں کھانا جائز ہے یا نہیں اگر ہے تو کس طرح؟
الجواب- اگر ظاہرا کوئی نجاست نہ ہو تو جائز ہے لیکن اگر اس پر بھی اپنے بھائی مسلمان کو نفع پہنچاوے تو زیادہ بہتر ہے۔

## আমেরিকান পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়ের হুকুম

**প্রশ্ন :** মার্কিনিদের পণ্য ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে কি না?

Scanned by CamScanner

**উত্তর :** মার্কিনিদের পণ্যে হারাম বস্তু মিশ্রিত আছে বলে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তার ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবহার করা বৈধ। তবে তা থেকে বিরত থাকা উত্তম। (১১/৪৯৯)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٤٦ : لا بأس ببيع الزنار من النصراني والقلنسوة من المجوسي كذا في السراجية.

📖 جواہر الفقہ (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۱۸۳/۲ : الغرض شریعت اسلام کے معتدل قانون نے کفار وغیر مسلم لوگوں کے ساتھ نہ توایسا چھوت چھات کا برتاؤ روار کھا جب ہندؤوں میں ہے کہ جس کو کوئی عقلمند شریف الطبع انسان کسی دوسرے انسان کے لئے پسند نہیں کر سکتا اور نہ اب خلط ملط اور بے ضرورت اشتراک معاملات کو پسند کیا جس سے برادرانہ تعلقات کا اظہار ہو اور خداوند عالم کے نافرمان دشمنوں کا کوئی فرق اس کے فرماں بردار بندوں سے باقی نہ رہے۔ اسی بناء پر شریعت نے غیر مسلموں کے ساتھ خرید وفروخت اور معاملات اصل سے جائز رکھا ہے ان کے ہاتھوں اور برتنوں اور کپڑوں پر جب تک کسی نجاست کا تیقن یا ظن غالب نہ ہو جائے اس وقت تک طہارت ہی کا حکم دیا ہے لیکن ساتھ ہی بلاضرورت شدیدہ اس کو پسند نہیں کیا گیا۔

## কাদিয়ানীর কাছে জমি বিক্রি করা

**প্রশ্ন :** আমি ঋণ পরিশোধ করার জন্য গ্রামের বাড়িতে সামান্য পরিমাণ জমি বিক্রি করতে চাই। জমিটি একজন কাদিয়ানী কিনতে খুবই আগ্রহী। অন্য লোকেরা দাম অনেক কম বলে। বাংলাদেশ যেহেতু ইসলামী আইন অনুযায়ী পরিচালিত হয় না এবং কাদিয়ানীদের সরকারিভাবে অমুসলিম ঘোষণা করা হয়নি–সেই পরিপ্রেক্ষিতে কাদিয়ানীর নিকট জমি বিক্রয় করা শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো বাধা আছে কি না?

**উত্তর :** কাদিয়ানীকে সরকারিভাবে অমুসলিম ঘোষণা করা হোক বা না হোক, কাদিয়ানী কাফের এবং জঘন্যতম কাফের। হিন্দুদের থেকেও মারাত্মক। আসলে তারা শরীয়তের পরিভাষায় যিন্দীক বা মুরতাদ। এদের সাথে সামাজিক বয়কট করা মুসলমানদের নৈতিক দায়িত্ব। এ ছাড়া কাদিয়ানীদের সাথে লেনদেন করতে গিয়ে অনেক রকমের অসুবিধাও রয়েছে।

১) জনসাধারণ তাদের মুসলমানদেরই একটি দল মনে করতে পারে।

২) তারা তাদের অপকর্মের সুযোগ পেয়ে যাবে।

অতএব তাদের সাথে লেনদেনসহ সর্বপ্রকারের সম্পর্ক থেকে দূরে থাকা একান্ত অপরিহার্য। তাই জমির দাম বেশি পেলেও তাদের সাথে কোনো লেনদেন না করাই শরীয়তের নির্দেশ। (৭/৮৫৫)

Scanned by CamScanner

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۶/ ۵۳۴ : شیعہ اور قادیانی زندیق ہیں اس لئے ان کے ساتھ تجارت میں اشتراک بیع وشراء اور اجارہ واستجارہ وغیرہ کسی قسم کا کوئی معاملہ کرنا جائز نہیں۔ ۱/ ۴۶ تجارت وغیرہ معاملات کے علاوہ بھی قادیانیوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی میل جول رکھنا جائز نہیں، اس میں یہ مفاسد ہیں (۱) اس میں قادیانیوں کے ساتھ تعاون ہے (۲) اس قسم کے معاملات میں عوام قادیانیوں کو مسلمانوں کا ایک فرقہ سمجھنے لگتے ہیں (۳) اس طرح قادیانیوں کو اپنا جال پھیلانے کے مواقع ملتے ہیں اس لے قادیانیوں سے لین دین اور دیگر ہر قسم کے معاملات میں قطع تعلق ضروری ہے۔

## প্রাণ কোম্পানির এজেন্সি হওয়ার হুকুম

**প্রশ্ন :** বাংলাদেশের প্রাণ কোম্পানি কাদিয়ানী পরিচালিত কি না? যদি হয় তাহলে তার এজেন্সি নেওয়া শরীয়তসম্মত কি না?

**উত্তর :** লোকমুখে শোনা যায়, প্রাণ কোম্পানির পণ্য কাদিয়ানী পরিচালিত একটি পণ্য। সুতরাং যদি বাস্তবেই কাদিয়ানী পরিচালিত হয়ে থাকে তাহলে এজেন্সি নেওয়া জায়েয হবে না। যেহেতু কাদিয়ানী আকিদাধারী শরীয়তে ইসলামিয়ার দৃষ্টিতে মুরতাদ হয় মুরতাদের সঙ্গে কোনো মুসলমান কোনো ধরনের সম্পর্ক রাখতে পারে না, তাদের সঙ্গে ব্যবসা করা তাদের ভ্রান্ত আকীদার সহযোগিতা করার শামিল তাই নিষেধ করা হবে। (১৬/৫৩/৬৪০৪)

📖 سورة المائدة الآية ٢ : ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ۵ / ۳۳۳ : اگرچہ غیر مسلموں سے دنیوی معاملات کرنے میں کوئی حرج نہیں لیکن قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہ کر مسلمانون کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں جس سے بسا اوقات ان کے کفریہ عقائد مخفی رہ جاتے ہیں اس لئے یہ مرتدین کے حکم میں ہو کر ان سے کسی قسم کی تجارت کرنا جائز نہیں۔

## অমুসলিম কোম্পানির পণ্য নকল করে বাজারজাত করা

**প্রশ্ন :** কোনো অমুসলিম কোম্পানি, যারা মুসলমানের দেশে তাদের উৎপাদিত পণ্য মুসলমানদের নিকট বিক্রি করে তার লভ্যাংশ থেকে একটা অংশ মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্য তাদের ওই সকল জাতিভাই, যারা সমস্ত মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে গভীর

Scanned by CamScanner

ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে, এমনকি যারা বর্তমানেও সরাসরি মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে তাদের প্রদান করে। এমতাবস্থায় কোনো মুসলমানের জন্য ওই অমুসলমানদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাদের কোম্পানির উৎপাদিত পণ্যের লেবেলে পণ্যের গুণগত মান ঠিক রেখে অথবা সামান্য পরিবর্তন করে উল্লিখিত উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তাদের চেয়ে অনেক কম মূল্যে বাজারজাত করা ইসলামী শরীয়তে জায়েয আছে কি না?

**উত্তর :** ধোঁকা-প্রতারণা ইসলামে নিষিদ্ধ ও হারাম বিধায় ইসলামের শত্রুদের ব্যবসায়িক মোকাবেলায় এ পথ অবলম্বন শরীয়তসম্মত নয়। সুতরাং প্রশ্নে উল্লিখিত পন্থা অবলম্বন করে মাল বাজারজাত করা বৈধ হবে না। (১৩/৮৬২)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٣/ ١٢٠٠ (٢٧٥٩) : عن سليم بن عامر رجل من حمير قال: كان بين معاوية وبين الروم عهد وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد غزاهم، فجاء رجل على فرس أو برذون وهو يقول: الله أكبر، الله أكبر وفاء لا غدر، فنظروا فإذا عمرو بن عبسة فأرسل إليه معاوية فسأله، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء» فرجع معاوية -

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ٢/ ٥٧ : جواب-یہ جعل سازی اور دھوکہ دہی ہے غیر ملکی مارک لگانے والے بھی گنہگار ہیں اور جو لوگ حقیقت حال سے واقف ہونے کے باوجود اس کو غیر ملکی کہکر فروخت کرتے ہیں وہ بھی گنہگار ہیں آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ جو ہمیں یعنی مسلمانوں کی جماعت کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔

## সরকারের জুলুম থেকে বাঁচার জন্য জাল দলিল করা

**প্রশ্ন :** কোনো ব্যক্তির নামে ৯০ বিঘা জমি ছিল। সরকারি আইন অনুসারে ৩০ বিঘা জমি খাস খতিয়ানে নেওয়ার পূর্ব তারিখ উল্লেখ করে একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির নামে জাল দলিল করে নেয়, যেন সরকারকে দেখাতে পারে যে উক্ত জমি খাস হওয়ার পূর্বেই বিক্রি হয়ে গেছে। এভাবে সরকারকে ও তার আইন থেকে বাঁচার জন্য ৩০ বিঘা জমির মালিকানা বৈধ হবে কি না? এবং উক্ত ব্যক্তির আখিরাতে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করিতে হবে কি না?

Scanned by CamScanner

**উত্তর :** জমির বৈধ মালিককে উচ্ছেদ করা অন্যায় ও জুলুম। প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় সরকারের বাস্তব অন্যায় থেকে বাঁচার জন্যই যদি মিথ্যার আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়, তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে তা অবৈধ হবে না। অন্যায় থেকে বাঁচার তাগিদে এরূপ করা যায়। পারতপক্ষে মিথ্যা ও জাল পরিহার করা সকলের জন্য জরুরি। (৬/৩৩০)

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٢/ ٤٦ (٢٤٥٤) : عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين».

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١٢٧/٥ : ولو غصب دراهم أو دنانير فإن المالك يأخذها منه حيث وجده وليس له أن يطالبه بالقيمة وإن اختلفا في السعر-

📖 فتاوی محمودیہ ١٢ /٣١٤ : الجواب-حامدا ومصليا، اگر وہ اس زمین کا مالک ہے اور اس کی یہ مملوکہ زمین اس طرح بچ سکتی ہے تو اس کو بچانے کے لئے ایسی ترکیب اختیار کرنے کی گنجائش ہے۔

## রেজিস্ট্রি ফি কম দেওয়ার জন্য জমির মূল্য কম দেখানো

**প্রশ্ন :** এক ব্যক্তি ঢাকা থেকে ১২ মাইল দূরে একটি ধানের জমি বায়না করেছে। জমি এক বিঘা। দাম এক লাখ টাকা। আগামী মাসের পর জমি রেজিস্ট্রি করে নিতে হবে। বর্তমান সরকার নিয়ম অনুযায়ী রেজিস্ট্রি খরচ অত্যধিক বেশি। জমি এক বিঘা দাম এক লাখ হইলে রেজিস্ট্রি খরচ পঁচিশ হাজার টাকা। যদি রেজিস্ট্রি খরচ এত না হতো তবে ওই ব্যক্তি আরো দুই-তিন কাঠা জমি বেশি কিনতে পারত। আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় আশা করা যায় যে উক্ত এক বিঘা জমির মধ্যে কোনো শরীকি বা এজমালি ভেজাল নেই। বর্তমানে সরকারের নিয়মমতো যেহেতু রেজিস্ট্রি খরচ অনেক বেশি, তাই এখন অনেকেই রেজিস্ট্রির সময় জমির দাম কম করে লেখায়। যেমন জমির দাম এল এক লাখ টাকা এবং মালিককে এক লাখ টাকাই দিয়ে দিল, কিন্তু রেজিস্ট্রির সময় দাম লেখাল মাত্র ২০ হাজার টাকা। সুতরাং রেজিস্ট্রি খরচ লাগবে মাত্র ৫০০০ টাকা। সুতরাং এক লাখ টাকার ওপর ২৫ হাজার টাকার স্থলে রেজিস্ট্রি খরচ মাত্র ৫০০০ টাকা লাগল, অর্থাৎ ২০ হাজার টাকা বেঁচে গেল। অতএব সরকারি নিয়ম ভঙ্গ করে মিথ্যা লিখে (অধিক রেজিস্ট্রি খরচের জুলুম থেকে বাঁচার জন্য) জমি কেনা জায়েয আছে কি না?

উল্লেখ্য, সরকারকে ঠকানো উদ্দেশ্য নয়, বরং জুলুম থেকে বাঁচা উদ্দেশ্য। যদি রেজিস্ট্রির সময় পুরো দাম লেখাতে হয় এবং এটাই ফাতওয়া তাতেই আল্লাহর সন্তুষ্টি মনে করে মেনে নেব ইনশাআল্লাহ।

Scanned by CamScanner

**উত্তর :** প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রাসঙ্গিক বৈধ খরচ আঞ্জামদানের জন্য সরকার কর্তৃক জনগণের ওপর বৈধ নীতিমালার ভিত্তিতে ফি ও কর নির্ধারণ করার অনুমতি শরীয়তের দৃষ্টিতে আছে। এরূপ ফি ও কর আদায় করতে জনগণ বাধ্য। সুতরাং মৌজারেটের ভিত্তিতে সরকারি ধার্যকৃত রেজিস্ট্রি ফিকে সম্পূর্ণ অন্যায় ও জুলুম বলা যায় না বিধায় ওই ফিতে ফাঁকি দেওয়া যাবে না। তবে জমি ক্রেতা কোনো কারণে মৌজারেট থেকে বেশি দাম দিয়ে জমি খরিদ করে থাকলে মৌজারেটের অতিরিক্ত রেজিস্ট্রি ফি আদায় না করার অনুমতি আছে। এর জন্য অন্য কোনো পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। (৬/৬২২)

## সিম কিনে মোবাইল কোম্পানির বিশেষ সুবিধা ভোগ করা

**প্রশ্ন :** বর্তমানে বহু মোবাইল কোম্পানি সময়-সুযোগমতো অনেক ছাড় দিয়ে থাকে। কোনো কোম্পানি ঘোষণা দিয়েছে তাদের সিম ক্রয় করলে তারা এ রকম একটি কার্ড দেবে, যে কার্ড বড় বড় মার্কেটে দেখালে তাদের কোম্পানির মাল কিছু কম মূল্যে ক্রয় করা যাবে। প্রশ্ন হলো, এ পদ্ধতির লেনদেন শরীয়তে বৈধ কি না?

**উত্তর :** বিক্রেতা যদি ক্রেতাকে ক্রয়কৃত পণ্যের সাথে অতিরিক্ত কিছু দেয় এবং ক্রেতা তার দ্বারা উপকৃত হয় তাহলে শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে এতে কোনো অসুবিধা নেই। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় কোনো অসুবিধা নেই, তা শরীয়তসম্মত। (১৩/২১/৫১৫২)

📖 البناية (دار الفكر) ٧/ ٤٤٣ : زيادة البائع للمشتري في البيع جائزة ما دام المبيع قائما لأن المعقود عليه ما دام قائما كان العقد قائما لقيام أثره وهو الملك المستفاد في العين فإذا هلك لم تصح الزيادة لأن العدم لا يصح تغييره-

## রিচার্জ কার্ড ও লোড কমবেশিতে বিক্রি করা

**প্রশ্ন :** ৩০০ টাকার রিচার্জ কার্ড অথবা ৬০০ টাকার রিচার্জ কার্ড ২০ টাকা কম দিয়ে ক্রয় জায়েয হবে কি না? যেহেতু কার্ডগুলো নগদ টাকার নামান্তর। আবার এক মোবাইল থেকে অন্য মোবাইলে ৩০০ টাকার বিনিময়ে ৩৫০ টাকায় বিক্রি করা কতটুকু শরীয়তসম্মত?

**উত্তর :** মোবাইল কার্ডকে টাকায় আখ্যায়িত করা ঠিক নয়। কারণ এটা কোনো টাকা নয়। বরং তা কোম্পানির নির্দিষ্ট পরিমাণে সেবা ভোগ করার অধিকার লাভের একটি

Scanned by CamScanner

চুক্তিপত্র বা রসিদমাত্র। তাই তাকে গাড়ির টিকিট বা অন্যান্য বস্তুর মতো কমবেশিতে বিক্রি করা বৈধ হবে। অতএব প্রশ্নোক্ত ৬০০ টাকার কার্ডকে ২০ টাকা কম দিয়ে বিক্রি করা বৈধ হবে। অনুরূপভাবে চুক্তি অনুসারে এক মোবাইল থেকে অন্য মোবাইলে ৩০০ টাকাকে ৩৫০ টাকার বিনিময়ে ট্রান্সফার করাও বৈধ হবে। (১২/৮৮৪)

📖 تكملة فتح الملهم ۱ / ٣٦٤ : وأما إذا كانت الإجازة غير مخصوصة باسم رجل ، فينبغي أن يجوز بيع ورقة الإجازة ، مثل طوابع البريد ، فإنها لا تكون الرجل مخصوص ، وهي في الحقيقة عبارة عن استيجار البريد لإرسال الرسائل أو غيرها من الأشياء، فلو اشتراها رجل من مكتب البريد ثم باعها إلى آخر ، فلا وجه للمنع فيه ، وينبغي أن يجوز فيه الاسترباح أيضا ، إما لأن الطوابع عين قائمة ، وإما لأنها حقوق في ضمن الأعيان ، ففارقت الحقوق المجردة ، وإما لأن الربح الذي يحصل لبائعه أجرة ما عمل في الحصول على الطوابع ، فأشبهت أجرة السمسار . وكذلك حكم التذاكر التي لا تكون باسم مخصوص، بل تكون إجازتها مفتوحة لكل من يحملها .

## বেচাকেনা বেশি হওয়ার জন্য দোকানে টিভি রাখা

**প্রশ্ন :** আমি একজন ব্যবসায়ী। আমি আমার দোকানে বিভিন্ন মাল বিক্রয় করে থাকি। এর সাথে চা, পান, বিড়িও বিক্রয় করে থাকি। দোকানে কাস্টমার বেশি হওয়ার জন্য এবং চা, পান ইত্যাদি অধিক বিক্রয় হওয়ার জন্য দোকানে একটি টিভি নিয়ে এলাম। আমাদের গ্রামের একজন হুজুর বললেন, দোকানে টিভি চালানোর কারণে যে পরিমাণ অধিক উপার্জন হয়েছে তা সম্পূর্ণরূপে হারাম এবং এ টাকাগুলো যে টাকার সাথে সংযুক্ত হবে তাও হারামে পরিণত হবে। জানার বিষয় হলো, আমাদের হুজুরের কথা কতটা সঠিক?

**উত্তর :** টিভি অসংখ্য গোনাহ ও নাফরমানী এবং মানব চরিত্র ধ্বংসকারী একটি যন্ত্র। এতে বেহায়াপনা, বেপর্দা নারী-পুরুষের অশ্লীল দৃশ্য, গান-বাদ্য চালানো হয়। তাই যে ব্যক্তি এ ধরনের যন্ত্র কিনে মানুষকে দেখানোর ব্যবস্থা করে সে প্রত্যেক দর্শকের গোনাহের সমপরিমাণ ভাগী হবে এবং হাদীসে এমন ব্যক্তির জন্য কঠিন সতর্কবাণী

Scanned by CamScanner

এসেছে। সুতরাং টিভি দেখার কারণে অতিরিক্ত বিক্রীত মালের অর্থ সম্পূর্ণ হারাম বলা না গেলেও অসংখ্য গোনাহের জন্য দোকানের মালিক আল্লাহর কাছে দায়ী হবে। তাই হুজুরের কথার পিছে না পড়ে টিভি তাড়াতাড়ি ত্যাগ করে আল্লাহর দরবারে তাওবা করে নেওয়া উচিত। (১৮/৬১৮/৭৭৮৬)

📖 سورة لقمان الآية ٦ : ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٣٩٥ : (قوله وكره كل لهو) أي كل لعب وعبث فالثلاثة بمعنى واحد كما في شرح التأويلات والإطلاق شامل لنفس الفعل، واستماعه كالرقص والسخرية والتصفيق وضرب الأوتار من الطنبور والبربط والرباب والقانون والمزمار والصنج والبوق، فإنها كلها مكروهة لأنها زي الكفار، واستماع ضرب الدف والمزمار وغير ذلك حرام وإن سمع بغتة يكون معذورا ويجب أن يجتهد أن لا يسمع قهستاني -

📖 الدر المختار (سعيد) ٢٦٨/٤ : وأفاد كلامهم أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريما وإلا فتنزيها-

📖 رد المحتار (سعيد) ٢٦٨/٤ : وعرف بهذا أنه لا يكره بيع ما لم تقم المعصية-

## শোরুম দিতে গিয়ে বাধ্য হয়ে রেডিও-টিভি রাখা

**প্রশ্ন :** কেউ কোনো কোম্পানির শোরুম নিতে চাইলে তাকে সে কোম্পানির সকল আইটেম নিতে হবে। অন্যথায় তাকে শোরুম দেওয়া হয় না। এখন যদি ওই আইটেমগুলোর মধ্যে টিভি ও রেডিও থাকে, তবে তাকে অন্য আইটেমগুলো মানুষের উপকারে আসে যথা–ফ্রিজ, মোটরসাইকেল, কার ইত্যাদি তাহলে এমন কোম্পানির শোরুম নেওয়া বৈধ হবে কি না? টিভি ও রেডিও ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে শরীয়তে কোনো ছাড় আছে কি না? এবং এ দুটো মাল অবৈধ কি না?

**উত্তর :** রেডিও খবর শোনার কাজে ব্যবহারযোগ্য, টিভি খবর শোনার কাজে ব্যবহার হলেও গোনাহ ছাড়া তার ব্যবহার সম্ভব নয় বিধায় টিভির ক্রয়-বিক্রয় বা মেরামতকে উলামায়ে কেরাম নিষেধ বলে ফাতওয়া দিয়েছেন। সুতরাং যেসব কোম্পানি অবৈধ পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ে বাধ্য করে না সেসব কোম্পানির বৈধ পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করে তাদের শোরুম ও এজেন্ট নেওয়াতে আপত্তি নেই। পক্ষান্তরে যেসব কোম্পানি অবৈধ পণ্য

Scanned by CamScanner

ক্রয়-বিক্রয়ে বাধ্য করে ওই সব কম্পানির এজেন্ট নেওয়া শরীয়ত সমার্থিত নয় বিধায় টিভি বিক্রয়ে যেসব কোম্পানির বাধ্যবাধকতা রয়েছে ওই সব কোম্পানির এজেন্ট-শোরুম নেওয়া বৈধ হবে না। (১৪/২৬৪/৫৬০৩)

📖 الدر المختار (سعيد) ٢٦٨/٤ : وأفاد كلامهم أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريما وإلا فتنزيها-

📖 رد المحتار (سعيد) ٢٦٨/٤ : وعرف بهذا أنه لا يكره بيع ما لم تقم المعصية -

## রেডিও-টেলিভিশন, ভিডিও-ভিসিডি ইত্যাদির ব্যবসা

**প্রশ্ন :** রেডিও-টেলিভিশন, ভিডিও-ভিসিডি ইত্যাদির ব্যবসা করা জায়েয হবে কি?

**উত্তর :** রেডিও ও টেপরেকর্ডার ব্যবসায় মূলত কোনো দোষ না থাকলেও এ সব সামগ্রী বেশির ভাগ অবৈধ গান-বাজনাতে ব্যবহৃত হয় বিধায় এসব ব্যবসা পরিহারযোগ্য। আর ভিসিডি ইত্যাদি ফটোর মতো মারাত্মক গোনাহ এবং আরো বহু অবৈধ কাজ যথা–গান-বাজনা, সমাজ দূষণকারী বহু অসামাজিক কর্মের মাধ্যম, বিধায় এসব বস্তুর বেচাকেনা নাজায়েয ও অবৈধ। (১০/৫১/২৯৮০)

📖 سورة لقمان الآية ٦: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٣٩٥ : (قوله وكره كل لهو) أي كل لعب وعبث فالثلاثة بمعنى واحد كما في شرح التأويلات والإطلاق شامل لنفس الفعل، واستماعه كالرقص والسخرية والتصفيق وضرب الأوتار من الطنبور والبربط والرباب والقانون والمزمار والصنج والبوق، فإنها كلها مكروهة لأنها زي الكفار، واستماع ضرب الدف والمزمار وغير ذلك حرام وإن سمع بغتة يكون معذورا ويجب أن يجتهد أن لا يسمع قهستاني -

Scanned by CamScanner

## কম্পিউটার ও এর সাথে সম্পৃক্ত ব্যবসা

**প্রশ্ন :** কম্পিউটার যারা ব্যবহার করে তাদের প্রায় সবাই শরীয়তে নিষিদ্ধ কাজ—গান-বাজনা ও সিনেমার কাজে ব্যবহার করে। এ ক্ষেত্রে এর সাথে সম্পৃক্ত ব্যবসা জায়েয হবে কি না?

**উত্তর :** কম্পিউটারের আবিষ্কার গান-বাজনা ও সিনেমা দেখার জন্য নয়। বরং তা আবিষ্কার করা হয়েছে মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজগুলোর সহজ সমাধানের জন্য। তবে যদি কেউ তার অপব্যবহার করে, তখন তার দায় ও গোনাহ সম্পূর্ণ ব্যবহারকারীর ওপর বর্তাবে। তবে এরূপ ব্যবসা না করাই বাঞ্ছনীয়। (১২/৬২৪)

🕮 سورة اللقمان الآية ٦ : ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾

🕮 الدر المختار (سعيد) ٢٦٨/٤ : وأفاد كلامهم أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريما وإلا فتنزيها

🕮 رد المحتار (سعيد) ٢٦٨/٤ : وعرف بهذا أنه لا يكره بيع ما لم تقم المعصية -

🕮 فيه أيضا ٦/ ٣٩٥ : (قوله وكره كل لهو) أي كل لعب وعبث فالثلاثة بمعنى واحد كما في شرح التأويلات والإطلاق شامل لنفس الفعل، واستماعه كالرقص والسخرية والتصفيق وضرب الأوتار من الطنبور والبربط والرباب والقانون والمزمار والصنج والبوق، فإنها كلها مكروهة لأنها زي الكفار، واستماع ضرب الدف والمزمار وغير ذلك حرام وإن سمع بغتة يكون معذورا ويجب أن يجتهد أن لا يسمع قهستاني -

## চুক্তি পূরণ না করলে জামানত ফেরত না দেওয়ার শর্ত করা

**প্রশ্ন :** এক ব্যক্তির সাথে কোনো প্রতিষ্ঠানের চুক্তি হয় যে তুমি আমাকে চাহিদা মোতাবেক ইন্ডিয়ান গরুর গোশত দেবে। যে গরুর সর্বনিম্ন ওজন ৭০ কেজি এবং সর্বোচ্চ ১০০ কেজি হবে, গরুর মাথা, কলিজা, চামড়া, ভুঁড়ি ও পায়া সরবরাহকারী নিয়ে যাবে এবং প্রতি কেজিতে ১৪ পিস কাটিং করা হবে। সরবরাহকারী জামানত হিসেবে ৫০ হাজার টাকা আমাদের কাছে জমা রাখবে। রমাজানের প্রথম তারিখে জামানতের টাকা ফেরত দেওয়া হবে। প্রতি কেজি গোশতের মূল্য, বাজার দর ওঠানামা

Scanned by CamScanner

যা-ই হোক না কেন ১২০ টাকা। উল্লেখ্য, যদি উক্ত চুক্তির কোনো প্রকার ব্যতিক্রম হয় তবে সরবরাহকারী তার জামানত ফেরত পাবে না। এখন এ বিষয়ে শরীয়তের সিদ্ধান্ত চাই।

**উত্তর :** চুক্তিতে উল্লেখিত শর্তসমূহ পালনে উভয় পক্ষকে যত্নবান হতে হবে। যদি কোনো পক্ষ চুক্তি অনুযায়ী শর্ত পালনে যত্নবান না হয় তবে সে পক্ষকে চুক্তি পূরণে বাধ্য করা যেতে পারে। যদি পালন না করে তবে মাল সম্পূর্ণ ফেরত দেবে। অন্যথায় যে পরিমাণ লোকসান হয় সে পরিমাণ জামানতের টাকা থেকে কর্তন করা জায়েয হবে। তার অতিরিক্ত আদায় করা বা সম্পূর্ণ জামানত বাজেয়াপ্ত করা শরীয়তের দৃষ্টিকোণে বৈধ হবে না। কেননা ক্ষতির চেয়ে ক্ষতিপূরণ বেশি হওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ। (১২/৫৯৬/৪০৫৫)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٦/ ٣٧ : ولو ضمن له حصة ما يجده فيه من العيب جاز عند الإمامين إن رد رجع بالثمن كله وإن تعيب عنده رجع بحصة العيب على الضامن

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/٦١ : قال في الفتح: وعن أبي يوسف يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال. وعندهما وباقي الأئمة لا يجوز. اهـ ومثله في المعراج، وظاهره أن ذلك رواية ضعيفة عن أبي يوسف. قال في الشرنبلالية: ولا يفتى بهذا لما فيه من تسليط الظلمة على أخذ مال الناس فيأكلونه اهـومثله في شرح الوهبانية عن ابن وهبان (قوله وفيه إلخ) أي في البحر، حيث قال: وأفاد في البزازية أن معنى التعزير بأخذ المال على القول به إمساك شيء من ماله عنه مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي.

📖 وفي المجتبى لم يذكر كيفية الأخذ وأرى أن يأخذها فيمسكها، فإن أيس من توبته يصرفها إلى ما يرى. وفي شرح الآثار: التعزير بالمال كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ -

## এনজিওর কাছে জমি বিক্রি করা

**প্রশ্ন :** আমাদের দেশে প্রচলিত এনজিও যেমন–প্রশিকা, ব্র্যাক, গ্রামীণ ব্যাংক ইত্যাদি। তারা দেশের বিভিন্ন জায়গার জমি ক্রয় করে তাদের অফিস গড়ে তোলে এবং তাদের

Scanned by CamScanner

বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। এ সকল এনজিওর নিকট জমি বিক্রি করা জায়েয হবে কি না? দলিলসহ জানালে বিশেষ উপকার হবে।

**উত্তর :** আমাদের দেশে প্রচলিত এনজিওরা যেমন–প্রশিকা, আশা, ব্র্যাক, গ্রামীণ ব্যাংক ইত্যাদি দারিদ্র্যবিমোচন ও জনসেবার নামেই ইসলাম ও মুসলমানদের ঈমান বিনষ্ট করার অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। তাই এদের কোনো প্রকারের সমর্থন-সহযোগিতা করা মুসলিমদের জন্য বৈধ হবে না। প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় এদের নিকট জমি বিক্রি করা তাদের সহযোগিতার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় শরীয়তসম্মত হবে না। (১৩/৫৪৬/৫৩৩৯)

📖 سورة المائدة الآية ٢ : ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

📖 مبسوط السرخسي (دار المعرفة) ١٦ / ٣٨ : وإذا استأجر الذمي من المسلم بيتا ليبيع فيه الخمر لم يجز؛ لأنه معصية فلا ينعقد العقد عليه ولا أجر له عندهما، وعند أبي حنيفة - رحمه الله - يجوز والشافعي - رحمه الله - يجوز هذا العقد؛ لأن العقد يرد على منفعة البيت ولا يتعين عليه بيع الخمر فيه فله أن يبيع فيه شيئا آخر يجوز العقد لهذا، ولكنا نقول تصريحهما بالمقصود لا يجوز اعتبار معنى آخر فيه، وما صرحا به معصية -

📖 شرح مختصر الطحاوي (دار البشائر الإسلامية) ٦/ ٣٩١ : قال: (ولا بأس ببيع العصير من كل أحد: خاف البائع أن يتخذه المشتري خمرًا، أو أمن ذلك).

وذلك لأن العصير مباح جائز التصرف فيه، وإنما المأثم على من يتخذه خمرًا لشربها، فأما البائع فلا شيء عليه في ذلك، كبيع الحرير والحلي من الرجال: فهو جائز مباح وإن لم يأمن أن يلبسه الرجل، أو يستعمله فيما لا يجوز.

فإن قيل: فقد كرهتم بيع السلاح في الفتنة، وفي عساكر الفتنة، فهلا كان كذلك بيع العصير ممن يتخذه خمرًا؟

قيل له: الفصل بينهما: أن السلاح على هيئته هذه يستعان به على القتال، فإذا كان زمان الفتنة: كره بيعه ممن يستعين به عليها، كما يكره إعطاء صاحب الفتنة من الخوارج وأهل الحرب، وأما العصير

Scanned by CamScanner

فلا بأس بالانتفاع به على هيئته كيف شاء صاحبه، وإنما المحظور منه بعد استحالته خمرًا، وليست هي المعقود عليها في الحال.

📖 فتاوى رشيديه (زكريا) ص۵۱۲ : جواب- ایسے کو کرایہ پر دینا مکان کا درست نہیں حسب قول صاحبین کے، اور امام صاحب کے قول سے جواز معلوم ہوتا ہے کہ مکان کرایہ پر دینا گناہ نہیں گناہ بفعل اختیاری مستاجر کے ہے، مگر فتاوی اسی پر ہے کہ نہ دیوے کہ اعانت گناہ کی ہے۔

## এনজিওদের কাছে জমি বিক্রি করা

**প্রশ্ন :** বর্তমানে দেশে প্রচলিত এনজিও যেমন-প্রশিকা, আশা, ব্র্যাক, গ্রামীণ ব্যাংক ইত্যাদি। এ সকল এনজিও দেশের বিভিন্ন স্থানে জমি ক্রয় করে তাদের দুর্গ, অফিস গড়ে তোলে। এখন প্রশ্ন হলো, এদের নিকট জমি বিক্রয় করা বা এদেরকে যেকোনো ধরনের সহযোগিতা করা বৈধ হবে কি? এবং এদের দুর্গগুলো অজান্তে ভেঙে দেওয়া জায়েয হবে কি না? প্রমাণসহ জানালে উপকৃত হব।

**উত্তর :** প্রচলিত এনজিওগুলো দারিদ্র্যবিমোচন ও জনসেবার নামে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে নীরব যুদ্ধ বা তথ্য সন্ত্রাসেরই অন্তর্ভুক্ত। পর্দার মতো ফরয বিধান বিনষ্ট ও সুদের মতো হারাম নীতির প্রচলন থেকে শুরু করে যাবতীয় ইসলামী কৃষ্টি-কালচারবিধ্বংসী কর্মকাণ্ডেরই তারা অবিরাম কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তাই এদের কোনো প্রকারের সমর্থন-সহযোগিতা মুসলিম মিল্লাতের জন্য বৈধ বলা যায় না এবং এদের হাতে জমি বিক্রয় করাও কোনোক্রমেই শরীয়তসম্মত হবে না। তবে বিধিসম্মত পন্থা পরিহার করে এ ধরনের এনজিওর অফিস, দুর্গ ভাঙচুর করা শরীয়ত সমর্থিত নয়। (১৩/৫৫৪/৫২৮৯)

📖 سورة المائدة الآية ٢ : ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

📖 مبسوط السرخسي (دار المعرفة) ١٦ / ٣٨ : وإذا استأجر الذمي من المسلم بيتا ليبيع فيه الخمر لم يجز؛ لأنه معصية فلا ينعقد العقد عليه ولا أجر له عندهما، وعند أبي حنيفة - رحمه الله - يجوز والشافعي - رحمه الله - يجوز هذا العقد؛ لأن العقد يرد على منفعة البيت ولا يتعين عليه بيع الخمر فيه فله أن يبيع فيه شيئا آخر يجوز العقد لهذا، ولكنا نقول تصريحهما بالمقصود لا يجوز اعتبار معنى آخر فيه، وما صرحا به معصية.

Scanned by CamScanner

📖 شرح مختصر الطحاوي (دار البشائر الإسلامية) ٦/ ٣٩١ : قال: (ولا بأس ببيع العصير من كل أحد: خاف البائع أن يتخذه المشتري خمرًا، أو أمن ذلك). وذلك لأن العصير مباح جائز التصرف فيه، وإنما المأثم على من يتخذه خمرًا لشربها، فأما البائع فلا شيء عليه في ذلك، كبيع الحرير والحلي من الرجال: فهو جائز مباح وإن لم يأمن أن يلبسه الرجل، أو يستعمله فيما لا يجوز.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥ / ٣٥٣ : ويقال الأمر بالمعروف باليد على الأمراء وباللسان على العلماء وبالقلب لعوام الناس وهو اختيار الزندويستي كذا في الظهيرية.

الأمر بالمعروف يحتاج إلى خمسة أشياء، أولها: العلم لأن الجاهل لا يحسن الأمر بالمعروف. والثاني: أن يقصد وجه الله تعالى وإعلاء كلمته العليا. والثالث: الشفقة على المأمور فيأمره باللين والشفقة. والرابع أن يكون صبورا حليما. والخامس: أن يكون عاملا بما يأمره كي لا يدخل تحت قوله تعالى {لم تقولون ما لا تفعلون} -

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریا) ص۵۱۲ : جواب—ایسے کو کرایہ پر دینا مکان کا درست نہیں حسب قول صاحبین کے، اور امام صاحب کے قول سے جواز معلوم ہوتا ہے کہ مکان کرایہ پر دینا گناہ نہیں گناہ بفعل اختیاری مستاجر کے ہے، مگر فتاوی اسی پر ہے کہ نہ دیوے کہ اعانت گناہ کی ہے۔

## হারাম পণ্য বিক্রি হয়, এমন দোকানের চাকরি করা

**প্রশ্ন :** আমি এ পর্যন্ত পৃথিবীর প্রায় ২০টি দেশে ভ্রমণ করেছি এবং বিভিন্ন জায়গায় কাজ করেছি। প্রায় ২ বছর আগে আমেরিকায় গিয়েছিলাম। সেখানে আমি একটি দোকানে ক্যাশিয়ার হিসেবে কাজ করতাম। কিন্তু ওই দোকানে মদ, বিয়ার এবং শূকরের গোশত বিক্রি হতো। ওই দোকানের মালিক একজন মুসলমান বাঙালি। বিশেষ করে আমেরিকার বেশির ভাগ এ ধরনের দোকানে মদ বিক্রি হয়। হালাল রুজির ভয়ে আমি আমেরিকা থেকে চলে আসি। বর্তমান আমি সম্পূর্ণ বেকার। এমনকি আমার পরিবারে ভরণ-পোষণ করার ক্ষমতা নেই। তাই আমি আবার আমেরিকা যেতে চাচ্ছি, কারণ আমেরিকার ভিসা আমার আছে। তাই জানতে চাই, মদ, বিয়ার ও শূকরের গোশত বিক্রয়কারী দোকানে চাকরি করা জায়েয হবে কি না? এবং তা হতে উপার্জিত টাকা হালাল হবে কি না?

Scanned by CamScanner

**উত্তর** :দেশ-বিদেশে–সর্বাবস্থায় মদ, বিয়ার, শূকরের গোশত ইত্যাদি বিক্রয়কারী দোকানে চাকরি করা নাজায়েয। এতে উপার্জিত অর্থ হালাল নয়।

উল্লেখ্য, যদি দেশে বা মুসলিম দেশে স্বাভাবিক জীবিকা উপার্জন সম্ভব হয়, তাহলে অমুসলিম দেশে অর্থ উপার্জনের জন্য যাওয়া অনুচিত। (৯/৯০০)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦/ ٣٩١ : (و) جاز تعمير كنيسة و (حمل خمر ذمي) بنفسه أو دابته (بأجر)، لا عصرها لقيام المعصية بعينه.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٣٩١ ٣٩٢- : (قوله وحمل خمر ذمي) قال الزيلعي: وهذا عنده وقالا هو مكروه " لأنه - عليه الصلاة والسلام - «لعن في الخمر عشرة وعد منها حاملها» وله أن الإجارة على الحمل وهو ليس بمعصية، ولا سبب لها وإنما تحصل المعصية بفعل فاعل مختار، وليس الشرب من ضرورات الحمل، لأن حملها قد يكون للإراقة أو للتخليل، فصار كما إذا استأجره لعصر العنب أو قطعه والحديث محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية اهـ زاد في النهاية وهذا قياس وقولهما استحسان-

📖 مسند البزار (مكتبة العلوم والحكم) ١٤/ ٦٣ (٧٥١٦) : عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة: عاصرها والمعصورة له ومشتريها وبائعها والحامل والمحمولة إليه وشاربها وساقيها وآكل ثمنها.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۳/۳۷۷ : جن کی آمدنی بالکل حرام خالص ہے جیسے کسی مے فروش یا سود خوار وغیرہم ان کی نوکری کرنا ناجائز ہے، اور جو تنخواہ اس میں سے ملتی ہو وہ حلال نہیں اور اسی طرح اپنی چیز اس کے ہاتھ فروخت کر کے اسی مال حرام میں سے قیمت لینی بھی حلال نہیں قال الله تعالى: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب تو اپنی پاکیزہ مزدوری یا پاکیزہ چیز کو اس ناپاک مال سے بدلنا ناجائز ٹھہرا۔

## ফ্ল্যাট তৈরির আগেই তা বিক্রয় করে দেওয়া

**প্রশ্ন :** আমি একজন ডেভেলপারের নিকট থেকে ১০ লক্ষ টাকা দিয়ে একটি ফ্ল্যাট ক্রয় করি। ওই ডেভেলপার আবার আমার কাছ থেকে ১৫ লক্ষ টাকা দিয়ে ওই ফ্ল্যাটটি ক্রয় করে নগদে ১০ লক্ষ টাকা দিয়ে পাঁচ লক্ষ টাকা কিস্তিতে পরিশোধ করে। উল্লেখ্য,

Scanned by CamScanner

ফ্ল্যাটটি আমার নিকট বিক্রয় করেছে তা এখনো তৈরি হয়নি। জানার বিষয় হলো, এ অবস্থায় ওই পাঁচ লক্ষ টাকা শরীয়ত মতে গ্রহণ করতে পারব কি না?

**উত্তর :** শরীয়তের দৃষ্টিতে উক্ত ক্রয়-বিক্রয় সহীহ না হওয়ায় অতিরিক্ত পাঁচ লক্ষ টাকা গ্রহণ করা বৈধ হবে না। (১৯/৩৬৭)

📖 المعايير الشرعية ص ١٤٩ : لا يجوز بيع المصنوع قبل تسلمه من الصانع حقيقة أو حكما، ولكن يجوز عقد استصناع آخر على شيء موصوف فى الذمة مماثل لما تم شراءه من الصانع، ويسمى هذا الاستصناع الموازى-

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥/ ١٣٨ : (منها) : أن يكون موجودا فلا ينعقد بيع المعدوم، وماله خطر العدم كبيع نتاج النتاج بأن قال: بعت ولد ولد هذه الناقة وكذا بيع الحمل؛ لأنه إن باع الولد فهو بيع المعدوم-

📖 البحر الرائق (سعيد) ٤٣٣/٥ : وأن يكون مقدور التسليم فلم ينعقد بيع المعدوم وما له خطر العدم -

📖 فتاوی حقانیہ ۸۵/۲ : الجواب- اگرچہ اس صورت میں قرض دیکر ضرورت مند کی خیر خواہی کی بجائے مفاد پرستی نمایاں نظر آتی ہے لیکن بیع کی جملہ شرائط کی رعایت کی وجہ سے یہ عقد جائز ہے اس صورت میں مشتری کا مقصد اور ضروریات پوری ہو جاتی ہیں جبکہ بائع کو بوجہ سیئہ مروجہ قیمت سے زیادہ رقم ملتی ہے جس میں شرعا کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ نقد کی نسبت ادھار میں زیادہ قیمت لگانا جائز ہے۔

## না জানিয়ে ছেঁড়া নোট প্রদান করা

**প্রশ্ন :** আমার কাছে কোনো মারফতে ১০ টাকার একটি ছেঁড়া নোট আসছে। আমি এটাকে খরচ করার ব্যাপারে ভাবলাম যদি কোনো জিনিস ক্রয় করে মহাজনকে ছেঁড়া বলে উল্লেখ করে দিই তাহলে রাখবে না। এমতাবস্থায় আমার কাছে টাকারও সংকট। প্রশ্ন হলো, আমি যদি মহাজনকে ছেঁড়া টাকার কস্টেপ লাগানো অংশ ওপরে রেখে কিছু উল্লেখ না করেই দিই যেন সে না দেখতে পারে। এ রকমভাবে জিনিস ক্রয় করা বৈধ হবে কি না? এমন কোনো মাধ্যম আছে কি যে আমি ছেঁড়া টাকা কাজে লাগাতে পারি?

**উত্তর :** ছেঁড়া টাকা যদি অচল হয় অথবা তা চালাতে মহাজনের অসুবিধা হয় তাহলে তার অজান্তে ওই টাকা তাকে দেওয়া প্রতারণার শামিল হওয়ায় তা জায়েয হবে না। ছেঁড়া টাকা দিয়ে তার চেয়ে কম মূল্যের পণ্য ক্রয় করলে যদি তা চালানো যায় তাহলে

Scanned by CamScanner

এ পদ্ধতিতে তা চালানো যাবে। অথবা যদি কেউ অন্যায় বা অবৈধ পন্থায় টাকা নিতে চায় তাহলে তাকে না জানিয়ে ছেঁড়া টাকা দেওয়া যাবে। (১২/৮১৫)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٥/ ٤٧ : لا يحل كتمان العيب في مبيع أو ثمن؛ لأن الغش حرام إلا في مسألتين. الأولى: الأسير إذا شرى شيئا ثمة ودفع الثمن مغشوشا جاز إن كان حرا لا عبدا. الثانية: يجوز إعطاء الزيوف والناقص في الجبايات أشباه.

## আড়তদারির ব্যবসা সম্পর্কে কয়েকটি জিজ্ঞাসা

**প্রশ্ন :** ১. আড়তদারির ব্যবসায় কমিশন নেওয়া জায়েয আছে কি না?

২. আড়ত পার্টির মাল কোনো খুচরা ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করে দিল। খুচরা ব্যবসায়ী কিছু মাল পচা পেল। সে লোকসান এড়ানোর জন্য আড়তদারকে কম টাকা দিল। এমতাবস্থায় আড়তদার পার্টিকে লোকসান অনুযায়ী চুক্তিতে নির্ধারিত টাকা অনুযায়ী টাকা থেকে কেটে রাখতে পারবে কি না?

৩. কোনো খুচরা ব্যবসায়ী আড়তদার থেকে মাল নেওয়ার সময় এক লক্ষ টাকার মাল নিল। আড়তদার যে পার্টির মাল বিক্রি করেছে তারাও মালের দাম কিছু বলেনি। কিন্তু দেখা যায় খুচরা ব্যবসায়ী অনুনয়-বিনয় করে সব সময় ৫ হাজার টাকা বা ১০ হাজার টাকা কম দেয়। তাহলে এ অবস্থায় কি খুচরা ব্যবসায়ীর কাছে মাল বিক্রির সময় সে মাল এক লক্ষ ১০ হাজার টাকায় বিক্রয় করা যাবে কি না?

৪. দুই আড়তদার কমিশনে মাল বিক্রয় করে। একজনের সিন্ডিকেট বেশ শক্তিশালী, ফলে তারা তাড়াতাড়ি মাল বিক্রিও করতে পারে, আবার সম্পূর্ণ টাকা সময়মতো উঠিয়ে দিতে পারে। অপর আড়তদার তা পারে না। এমতাবস্থায় শক্তিশালী আড়তদার দুর্বলের তুলনায় বেশি কমিশন নিতে পারবে কি না?

**উত্তর :** ১. প্রশ্নে বর্ণিত আড়তদারির ব্যবসায় কমিশন নেওয়া জায়েয আছে।

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/٥٦٠ : وأما الدلال فإن باع العين بنفسه بإذن ربها فأجرته على البائع وإن سعى بينهما وباع المالك بنفسه يعتبر العرف وتمامه في شرح الوهبانية.

২. পণ্যের দাম একবার নির্ধারিত হওয়ার পর ক্রেতার কবজা সম্পূর্ণ হয়ে গেলে পণ্যের কোনো ত্রুটির কারণে মূল্যের মধ্যে কমবেশি করা জায়েয নেই। হ্যাঁ, বিক্রেতা স্বেচ্ছায়

Scanned by CamScanner

কম মূল্যে বহন করলে তাতে আপত্তি নেই বিধায় প্রশ্নে বর্ণিত আড়তদারের পার্টির সাথে নির্ধারিত টাকা থেকে কেটে রাখা বৈধ হবে না।

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٥/ ٦٤ : "وإذا اطلع المشتري على عيب في المبيع فهو بالخيار، إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده" لأن مطلق العقد يقتضي وصف السلامة، فعند فوته يتخير كي لا يتضرر بلزوم ما لا يرضى به، "وليس له أن يمسكه ويأخذ النقصان" لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن في مجرد العقد؛ ولأنه لم يرض بزواله عن ملكه بأقل من المسمى فيتضرر به-

৩. ক্রেতা-বিক্রেতা সন্তুষ্টচিত্তে যে মূল্যের ব্যাপারে একমত হয় তার ওপর ক্রয়-বিক্রয় শরীয়তসম্মত বিধায় প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিটিকে নাজায়েয বলা যাবে না।

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ٤/ ٢ : قال - رحمه الله - (هو مبادلة المال بالمال بالتراضي) وهذا في الشرع، وفي اللغة هو مطلق المبادلة من غير تقييد بالتراضي، وكونه مقيدا به ثبت شرعا لقوله تعالى {إلا أن تكون تجارة عن تراض} وهو جائز ثبت جوازه بالكتاب والسنة وإجماع الأمة -

৪.আড়তদারির ব্যবসায় কমিশন কমবেশি নেওয়া সম্পূর্ণ আড়তদারের এখতিয়ারভুক্ত।আড়তদার পার্টির সাথে যতটুকুর ওপর চুক্তি করবে, ততটুকুর ওপরেই কমিশন নেওয়াবা না নেওয়ার বিষয়টি প্রয়োগ হবে। এ ক্ষেত্রে বাজারের প্রতিপক্ষ ব্যবসায়ীদের অবস্থান ধর্তব্য হবে না। তাই প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় দুর্বল আড়তদারের তুলনায় শক্তিশালী আড়তদার পার্টির সাথে চুক্তিপূর্বক বেশি কমিশন নিলে শরয়ী দৃষ্টিকোণে এটাকে অবৈধ বলা যাবে না। (১২/৯৩৭/৫০৮)

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٧ / ٢٧٣ : الجواب—اجرت دلال میں فقہاء حنفیہ رحمہ اللہ تعالی کی عبارت مختلف ہیں مگر حاجت الناس کو مد نظر رکھتے ہوئے قول جواز مختار و مفتی یہ ہے تعیین اجرت ضروری ہے اور ایک آنہ فی روپیہ بھی صورت تعیین ہے۔

## এমব্রয়ডারির ব্যবসার হুকুম

প্রশ্ন : প্রচলিত এমব্রয়ডারির ব্যবসা জায়েয আছে কি না? যদি জায়েয হয়ে থাকে তাহলে কোন সুরতে তা জায়েয আছে বা কোন সুরতে নাজায়েয?

Scanned by CamScanner

উত্তর : যদি কোনো প্রাণীর ছবি বা প্রতিকৃতি অংকনের মাধ্যম না হয় এবং পুরুষের জন্য মহিলার বা মহিলার জন্য পুরুষের পোশাকের সামঞ্জস্য আকৃতি না হয় তাহলে সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য কাপড়ে কারুকার্য করা বৈধ। তাই প্রশ্নে বর্ণিত প্রচলিত এমব্রয়ডারির ব্যবসা উল্লিখিত শর্তদ্বয় সাপেক্ষে জায়েয হবে। (১৩/১৮৬)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٢/ ١١٢ (٢٢٢٥) : عن سعيد بن أبي الحسن، قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما، إذ أتاه رجل فقال: يا أبا عباس، إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير، فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمعته يقول: من صور صورة، فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدا، فربا الرجل ربوة شديدة، واصفر وجهه، فقال: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع، فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح-

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦/٣٥٣ - : وفي السراج عن السير الكبير: العلم حلال مطلقا صغيرا كان أو كبيرا قال المصنف: وهو مخالف لما مر من التقييد بأربع أصابع وفيه رخصة عظيمة لمن ابتلي به في زماننا-

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/٣٣٢ : لا بأس باعلم المنسوج بالذهاب للنساء فاما الرجال فقد اربع اصابع وما فوقه يكره -

📖 جامع الفتاوی ۱/۴۳۴ : الجواب۔ یہ بٹن نہ لگانا بہتر ہے لیکن بقصد زینت لگانا مباح ہے جیسے کامدار جوتوں پر سنہری و روپہلی کلابتوں کا کام جس سے صرف زینت مقصود ہوتی ہے یا جیسے سادہ کپڑوں کے بجائے چھینٹ کا استعمال صرف زینت کے قصد سے کیا جاتا ہے۔ اور یہ سب "قل من حرم زینۃ اللہ" کے ماتحت مباح میں داخل ہے فقہاء نے مکان کی برتوں کیساتھ تزیین کرنے کو مباح فرمایا ہے یعنی مکان کے طاقوں میں برتن قلعی دار یا چینی کے چن دنیا جس کے غرض صرف زینت ہوتی ہے اسے مباح فرمایا گیا ہے پس اسی زینت مباح میں یہ ٹین بھی داخل ہو سکتے ہیں۔

Scanned by CamScanner

# باب الخيار

# পরিচ্ছেদ : খেয়ার

## বিক্রীত মাল ফেরত নেওয়া হয় না শর্তে ক্রয়-বিক্রয়

**প্রশ্ন :** বর্তমানে আমাদের দেশে এমন কিছু দোকান আছে যে তারা বলে, সব মালের দাম একদর এবং বিক্রীত মাল ফেরত নেওয়া হয় না। এমন দোকান থেকে মাল ক্রয় করার পর যদি মালে কোনো ধরনের ত্রুটি পাওয়া যায় তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে খেয়ার সাব্যস্ত হবে কি না? এবং ওই সব দোকান থেকে মাল ক্রয় করতে শরীয়তের কোনো বাধা আছে কি না?

**উত্তর :** যে সমস্ত দোকানে একদর ও ফেরত হবে না বলে ঘোষণা দিয়ে পণ্য বিক্রি করে–ব্যবসায়ী সমাজে এর অর্থ এই হয় বিক্রীত মালটি দেখে নেবেন, তার মধ্যে ত্রুটি ধরা পড়লে পরবর্তীতে তা ফেরত নেওয়া হবে না। সুতরাং এ ধরনের ঘোষণা দ্বারা খেয়ারে আইব ক্রেতার থাকে না। তাই ত্রুটির কারণে বিক্রেতা তা ফেরত দিতে বাধ্য নয়। তার পরও যদি সে স্বেচ্ছায় মূল্য কম নেয় বা ফেরত নিয়ে ভালো মাল প্রদান করে তা তার উত্তম চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ হবে। তবে শরয়ী আইনগতভাবে সে বাধ্য নয়। এমন দোকান থেকে পণ্য ক্রয়ও অবৈধ নয়। (১৭/৭/৬৮৭৪)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٥/ ٨٧ : قال: "ومن باع عبدا وشرط البراءة من كل عيب فليس له أن يرده بعيب وإن لم يسم العيوب بعددها" -

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/ ٤٢ : (قوله وصح البيع بشرط البراءة من كل عيب) بأن قال بعتك هذا العبد على أني بريء من كل عيب ووقع في العيني لفظ فيه وهو سهو لما يأتي نهر. قلت: ولا خصوصية لهذا اللفظ، بل مثله كل ما يؤدي معناه.

## ওয়ারেন্টি দিয়ে ক্রয়-বিক্রয়

**প্রশ্ন :** বর্তমান বাজারে অনেক পণ্যসামগ্রী গ্যারান্টিসহ বিক্রি করা হয় এবং বলা হয়, এত সময়ের ভেতরে নষ্ট হলে ফেরত নেওয়া হবে। প্রশ্ন হলো, এভাবে ওয়ারেন্টি দিয়ে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয কি না? ওয়ারেন্টি সময়ের পূর্বে যদি ওই পণ্য নষ্ট হয়ে যায় তাহলে ক্রেতা বিক্রেতাকে টাকা ফেরত দিতে বাধ্য করতে পারবে কি না?

Scanned by CamScanner

**উত্তর :** ওয়ারেন্টি দিয়ে ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ আছে এবং সময়ের পূর্বে পণ্য নষ্ট হলে নিয়মতান্ত্রিকভাবে পণ্যটি পরিবর্তন করার অবকাশ রয়েছে। তবে ক্রেতা বিক্রেতাকে টাকা ফেরত দিতে বাধ্য করতে পারবে না। (১৯/৪৭১)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١٧٢/٥ : كذلك إن كان مما لا يقتضيه العقد ولا يلائم العقد أيضا لكن للناس فيه تعامل فالبيع جائز۔

📖 تكملة فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراتشى) ١/ ٦٣٥ : وقد كثرت فى عهدنا أنواع الشروط فى البيوع والإجارات وغيرها، فكل ما جرى به التعامل العام كان جائزا، مثل ما تعورف فى العالم كله أن مشترى الثلاجات والدافئات والماكينات الأخرى يشترط على البائع القيام بتصليحها كلما عرضها فساد فى حدود مدة معلومة كالسنة أو السنتين مثلا، فإن هذا الشرط جائز لشيوع التعامل بها۔

## জাহাজে মাল বিক্রি করে অগ্রিম টাকা নেওয়া

**প্রশ্ন :** আমি একজন আমদানিকারক। বিদেশ থেকে মাল আমদানি করি। আমার প্রতিনিধি আমার পক্ষ হয়ে বিদেশে টাকা লেনদেন করে এবং মাল চেক করে গোডাউনে রাখে। আমার প্রতিনিধি মাল চেক করে ও টাকার লেনদেন শেষ করে মাল জাহাজে উঠিয়ে দেয়। এ ক্ষেত্রে মাল জাহাজে থাকা অবস্থায় মালের দাম নির্ধারণ করে। বিক্রেতার কাছ থেকে অগ্রিম টাকা নেওয়া যাবে কি না? জাহাজে মাল থাকা অবস্থায় কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে দায় আমার থাকবে। যে কারণে মালের পুরো দায়িত্ব আমার হয়ে যায় জাহাজে উঠানোর পর। এ ক্ষেত্রে আপনাদের পরামর্শ ও সহজ উপায়ের আশাবাদী।

**উত্তর :** প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে ব্যবসার মাল জাহাজে থাকা অবস্থায় মালের দাম নির্ধারণ করে ক্রেতার কাছ থেকে অগ্রিম টাকা নেওয়া জায়েয হবে এবং উক্ত বেচাকেনা সহীহ হিসেবে গণ্য হবে। ক্রেতার জন্য ক্রয়কৃত মাল স্বচক্ষে দেখার পর তা গ্রহণ করা বা গ্রহণ না করে টাকা ফেরত দেওয়ার অধিকার আছে বা থাকবে। (১৯/৪৩৯/৮২৫২)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٥/ ٥١٣ : ولو أضاف العقد إلى الموكل تتعلق الحقوق بالموكل اتفاقا۔

Scanned by CamScanner

📖 فيه أيضا ٥/ ٥١٦ : (هلك المبيع من يده قبل حبسه هلك من مال موكله ولم يسقط الثمن) ؛ لأن يده كيده (ولو) هلك (بعد حبسه فهو كمبيع) فيهلك بالثمن، وعند الثاني كرهن -

📖 وفيه أيضا ٦/ ٢٣ : ويجوز التوكيل بالبيع والشراء؛ لأنهما مما يملك الموكل مباشرتهما بنفسه فيملك التفويض إلى غيره إلا أن لجواز التوكيل بالشراء شرطا، وهو الخلو عن الجهالة الكثيرة في أحد نوعي الوكالة دون النوع الآخر.

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٥/ ٥١ : قال: "ومن اشترى شيئا لم يره فالبيع جائز، وله الخيار إذا رآه، إن شاء أخذه بجميع الثمن "وإن شاء رده".

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٣/ ٢٤ : إذا اشترى الرجل مصراعي باب أو خفين أو نعلين فقبض أحدهما بغير إذن البائع ولم يقبض الآخر حتى هلك ما كان عند البائع هلك من مال البائع.

📖 احسن الفتاوی(سعید) ۶/ ۵۲۴ : سوال-آجکل بیرونی ممالک سے مال منگانے کی صورت میں خریدار مال کی قیمت بنک کے ذریعہ ادا کرتا ہے... ... اور باہر کا مال سامنے نہ ہونے کی صورت میں یہاں کے خریدار کا مال خریدارنا اور پھر محض بیجک دکھا کر اس مال کو دوسرے دوکاندار کے ہاتھ فروخت کرنا جائز ہے؟

الجواب- بنک خریدار کا وکیل ہے لہذا مال کے جاپانی شاخ کے قبضہ میں آجانے کے بعد اس کی بیع جائز ہے،فإن قبض الوكيل كقبض الموكل .

Scanned by CamScanner

# باب البيع بالتقسيط

## পরিচ্ছেদ : কিস্তিতে ক্রয়-বিক্রয়

### নির্দিষ্ট কিস্তিতে বেচাকেনা

**প্রশ্ন :** কোনো সংস্থা তাদের সংস্থার টাকা দিয়ে পণ্য ক্রয় করে। যেমন–১০ হাজার টাকা দিয়ে একটি বস্তু ক্রয় করে। অতঃপর ওই বস্তু তাদের নিজস্ব গোডাউনে রাখে। এরপর তার মূল্য ১২-১৩ হাজার টাকা নির্ধারণ করে ওই বস্তুটা গ্রাহককে সর্বনিম্ন ২০ আর সর্বোচ্চ ৪০ সপ্তাহ সময় নির্ধারণ করে বিক্রি করল এ বেচাকেনা জায়েয কি না? গ্রাহক যদি সর্বোচ্চ সময়ের ভেতর টাকা পরিশোধ করতে না পারে তাহলে তার ওপর কোনো প্রকার জবরদস্তি বা জরিমানা করা যাবে কি না?

**উত্তর :** প্রশ্নে বর্ণিত ১০ হাজার টাকার মাল বাকিতে নির্ধারিত সময় মূল্য পরিশোধের শর্তে মুনাফাসহ বিক্রি করা শরীয়তসম্মত। তবে সময়মতো মূল্য পরিশোধ করতে অক্ষম হলে তার ওপর জরিমানা বা মূল্য বৃদ্ধি করা কোনোটাই জায়েয হবে না। (১২/১৬১/৩৮৫৭)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥/ ١٨٧ : ولا مساواة بين النقد، والنسيئة؛ لأن العين خير من الدين، والمعجل أكثر قيمة من المؤجل -

📖 البحرالرائق (سعيد) ٥/ ٢٨٠ : وفي الخانية والتجنيس رجل قال لآخر بعت منك هذا الثوب بعشرة على أن تعطيني كل يوم درهما وكل يوم درهمين يعطيه عشرة في ستة أيام في اليوم الأول درهما وثلاثة في اليوم الثاني ودرهما في اليوم الثالث وثلاثة في اليوم الرابع ودرهما في اليوم الخامس ودرهما في اليوم السادس-

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٥/ ١٦١ : لأن الأجل لا يقابله شيء من الثمن.

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ٦/ ١٥٣ : نقد چیز کم قیمت خرید کر آگے اس کو زیادہ داموں پر قسطوں پر دینا جائز ہے۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ٣/ ١٧٥ : حامدا و مصلیا، اگر مجلس عقد میں ہی میں نقد یا ادھار کا معاملہ صاف ہو جائے کہ خریداری نقد ہے یا ادھار تو اس طرح تجارت درست ہے۔

Scanned by CamScanner

## বাকি লেনদেনে অতিরিক্ত মূল্য ও ব্যাংক লোনের মধ্যে পার্থক্য

প্রশ্ন : যেকোনো মাল নগদ খরিদ করলে ১০ টাকায়, আর বাকি খরিদ করলে সাত দিনের জন্য ১২ টাকায়, এক মাসের জন্য খরিদ করিলে ১৬ টাকায়, অনুরূপ ব্যাংক লোন নিলে প্রতি মাসে ১১ টাকা পড়ে। উল্লিখিত লেনদেন এবং ব্যাংকের মাসআলার মধ্যে পার্থক্য পরিষ্কার জানাবেন।

উত্তর : কোনো জিনিসের মূল্য ও তার আদায়ের সময়সীমা ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদনের পূর্বে নির্ধারণ করে বাকিতে বিক্রি করা এবং এতে নগদ মূল্য থেকে বেশি নেওয়া শরীয়ত পরিপন্থী নয়। মাল টাকার বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় করে নগদ বিক্রির তুলনায় বাকি বিক্রয়ে বেশি মূল্য নির্ধারণ করা সুদ নয়। পক্ষান্তরে টাকার বিনিময়ে টাকা নেওয়া এবং তাতে কমবেশি করা সুদের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং ব্যাংক লোন নিয়ে অতিরিক্ত প্রদান করা সুদ হবে। (১০/৫৫২/৩২২৯)

📖 المبسوط للسرخسي (دار المعرفة) ١٣/ ٨ : وإذا عقد العقد على أنه إلى أجل كذا بكذا وبالنقد بكذا أو قال إلى شهر بكذا أو إلى شهرين بكذا فهو فاسد؛ لأنه لم يعاطه على ثمن معلوم ولنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن شرطين في بيع وهذا هو تفسير الشرطين في بيع ومطلق النهي يوجب الفساد في العقود الشرعية وهذا إذا افترقا على هذا فإن كان يتراضيان بينهما ولم يتفرقا حتى قاطعه على ثمن معلوم، وأتما العقد عليه فهو جائز؛ لأنهما ما افترقا إلا بعد تمام شرط صحة العقد

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥/ ١٨٧ : ولا مساواة بين النقد، والنسيئة؛ لأن العين خير من الدين، والمعجل أكثر قيمة من المؤجل -

📖 فيه أيضا ٧/ ٣٩٥ : أو أقرضه وشرط شرطا له فيه منفعة؛ لما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه «نهى عن قرض جر نفعا»؛ ولأن الزيادة المشروطة تشبه الربا؛ لأنها فضل لا يقابله عوض، والتحرز عن حقيقة الربا، وعن شبهة الربا واجب هذا إذا كانت الزيادة مشروطة في القرض-

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ٦/ ١٤٣ : نقد اور ادھار کی صورت میں قیمت میں کمی بیشی مرخص ہے لیکن شرط یہ ہے کہ مجلس عقد میں مقدار اور ادائے قیمت کی میعاد مقرر کرلی جائے۔

Scanned by CamScanner

## কিস্তিতে জমি, বিল্ডিং ইত্যাদির ক্রয়-বিক্রয়

**প্রশ্ন :** কিস্তিতে জমি, বিল্ডিং, ফ্রিজ, হোন্ডা–এ সমস্ত জিনিস ক্রয়-বিক্রয় জায়েয আছে কি না?

**উত্তর :** প্রশ্নোল্লিখিত জিনিসগুলো কিস্তিতে বেচাকেনা করা জায়েয। তবে বেচাকেনার সময় তার মূল্য নির্ধারণ ও কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ করার পদ্ধতি ঠিক করতে হবে। সময়মতো কিস্তি পরিশোধ করতে না পারলে তার ওপর মূল্য বর্ধিত করা বা জরিমানা জায়েয হবে না। (৯/৭১৩)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٣/٣ : وأما الخاصة فمنها معلومية الأجل في البيع بثمن مؤجل فيفسد إن كان مجهولا۔

📖 مجلة الأحكام العدلية (كارخانه تجارتِ كتب) ص ٥٠ : (المادة ٢٤٥) البيع مع تأجيل الثمن وتقسيطه صحيح

📖 (المادة ٢٤٦) يلزم أن تكون المدة معلومة في البيع بالتأجيل والتقسيط

📖 (المادة ٢٤٧) إذا عقد البيع على تأجيل الثمن إلى كذا يوما أو شهرا أو سنة أو إلى وقت معلوم عند العاقدين كيوم قاسم أو النيروز صح البيع۔

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ٦/ ١٤٦ : اگر بیچنے والا گاڑی کے کاغذات مکمل طور پر خریدار کے حوالے کردے اور قسطوں پر فروخت کرے تو جائز ہے، اس میں ادھار پر بیچنے کی وجہ سے گاڑی کی اصل قیمت میں زیادتی کرنا بھی جائز ہے یہ سود کے حکم میں نہ ہوگی، لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ ایک ہی مجلس میں یہ فیصلہ کرلے کہ خریدار نقد لیگا یا کہ ادھار قسطوں پر لے تاکہ اسی کے حساب سے قیمت مقرر کی جائے۔

## বেশি মূল্যে ব্যাংক থেকে কিস্তিতে মাল কেনা

**প্রশ্ন :** ব্যাংক থেকে কোনো মাল, যা বর্তমান বাজার থেকে কিছু বেশি দিয়ে কিস্তিতে ক্রয় করা যাবে কি না?

**উত্তর :** ব্যাংক থেকে কিস্তিতে দাম পরিশোধের ভিত্তিতে বাজারের তুলনায় কিছু বেশি দাম দিয়ে মাল ক্রয় করতে পারবে। (৫/৩২৭)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٥/ ١٦١ : ألا يرى أنه يزاد في الثمن لأجل الأجل۔

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/ ١٤٢ : لأن للأجل شبها بالمبيع. ألا ترى أنه يزاد في الثمن لأجله، والشبهة ملحقة بالحقيقة -

## নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ফ্ল্যাটের বেচাকেনা

**প্রশ্ন :** বর্তমানে অনেক মালিকরাই বিশাল টাওয়ার বানানোর পূর্বে বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে যে ফ্ল্যাট বিক্রয় বা বুকিং চলছে। এতে ফ্ল্যাট ক্রেতাগণ টাওয়ার তৈরির পূর্বেই নির্ধারিত মূল্যের প্রায় সিংহভাগ কিস্তিতে পরিশোধের ভিত্তিতে অগ্রিম অথবা ৯৯ বছরের জন্য মালিকানা পেয়ে যায় এবং নিজে বসবাস করে, অথবা অন্যের কাছে ভাড়া দিয়ে দেয়। এ পদ্ধতির ব্যবসা সহীহ হবে কি না? কখনো ৯৯ বছর পর মালিকানা পেয়ে যায়, তা বৈধ কি না। ৯৯ বছর পর মূল মালিকের ওয়ারিশগণ মিরাছ বলে দাবি করতে পারবে কি না?

**উত্তর :** ক্রয়-বিক্রয় সহীহ হওয়ার জন্য ক্রেতাকে পুরোপুরি মালিক বানিয়ে দেওয়া জরুরি। প্রশ্নের বর্ণনা মতে, যদি ইজারাদাতা ক্রেতাকে উক্ত বস্তুর পুরোপুরি মালিক বানিয়ে দেয় অথবা ৯৯ বছর মেয়াদে মালিক বানায়, প্রথম পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় হবে এবং দ্বিতীয় পদ্ধতিকে ফিকাহের ভাষায় 'আকদে ইজারা' বলা হবে। শরীয়তে উভয় পদ্ধতিরই বৈধতা রয়েছে। ফ্ল্যাট ক্রেতা অন্যের কাছে ভাড়া দেওয়া বৈধ আছে। প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে ৯৯ বছর পর ক্রেতার মালিকানা বৈধ হবে। যদি ইজারাদাতা মালিকের পক্ষ থেকে উক্ত সম্পদের মালিক বানিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সে সম্পদের মধ্যে পূর্বের মালিকের ওয়ারিশগণ মিরাছ দাবি করতে পারবে না। (১৫/১৬০/৫৯)

📖 رد المحتار (سعيد) ٥١٦/٤ : ولو أعطاه الدراهم، وجعل يأخذ منه كل يوم خمسة أمنان ولم يقل في الابتداء اشتريت منك يجوز وهذا حلال وإن كان نيته وقت الدفع الشراء؛ لأنه بمجرد النية لا ينعقد البيع، وإنما ينعقد البيع الآن بالتعاطي والآن المبيع معلوم فينعقد البيع صحيحا -

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٦/ ٢٦٨ : والمنافع تارة تصير معلومة بالمدة كاستئجار الدور، للسكنى والأرضين للزراعة فيصح العقد على مدة معلومة أي مدة كانت"؛ لأن المدة إذا كانت معلومة كان قدر المنفعة فيها معلوما إذا كانت المنفعة لا تتفاوت. وقوله أي مدة كانت إشارة إلى أنه يجوز طالت المدة أو قصرت لكونها معلومة -

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ۶/ ۲۸ : متاخرین فقہاء نے صورت مذکورہ کے جواز پر تصریح کی ہے کیونکہ بیع کی نیت سے پیشگی رقم دینا بیع نہیں، بلکہ بیع کا وعدہ ہے جبکہ حقیقی بیع مبیع وصول کرنے کے بعد متحقق ہوتی ہے، لہذا بیع تعاطی کی وجہ سے بیع منعقد ہو کر صحیح ہو جاتی ہے۔

## আসল ও লভ্যাংশ উসুল করার পৃথক পৃথক সময় নির্দিষ্ট করা

**প্রশ্ন :** ১. আমি গার্মেন্টের কিছু তৈরি পোশাকসামগ্রী ৭০ হাজার টাকা দিয়ে ক্রয় করে তা অপর এক ব্যবসায়ীর নিকট এক বছরের বাকিতে ৯৯ হাজার টাকা দিয়ে বিক্রি করেছি। এখন লভ্যাংশ, অর্থাৎ ২৯ হাজার টাকা ১২টি কিস্তিতে পরিশোধ করবে এবং বাকি ৭০ হাজার টাকা এক বছর মেয়াদ শেষে প্রদান করবে। শরীয়তের দৃষ্টিতে আমার এ লেনদেন বৈধ কি না?

২) আমি ৫ হাজার টাকা মূল্যে একটি সিটিসেল ক্যাশকার্ড ক্রয় করে উক্ত কার্ডটি অপর এক মোবাইল ব্যবসায়ীর কাছে ৬ মাসের বাকিতে ৮৩০০ টাকায় বিক্রি করেছি। তার লভ্যাংশ ৩৩০০ টাকা ৬টি কিস্তিতে পরিশোধ করবে এবং বাকি ৫ হাজার টাকা ছয় মাসের মেয়াদ শেষে পরিশোধ করবে। এটা শরীয়তসম্মত কি না?

**উত্তর :** নিজ মালিকানাধীন পণ্য নগদ অপেক্ষা বাকিতে বৃদ্ধি মূল্যে বিক্রি করা এবং সময় নির্ধারণ করে কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ করা শরীয়তসম্মত। সুতরাং উল্লিখিত উভয় পদ্ধতির ক্রয়-বিক্রয় সহীহ ও জায়েয বলে বিবেচিত। (১৩/১৮২)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٥/ ١٦١ : لأن للأجل شبها بالمبيع؛ ألا يرى أنه يزاد في الثمن لأجل الأجل، والشبهة في هذا ملحقة بالحقيقة-

📖 الدر المختار (سعيد) ٤/ ٥٣١ : (وصح بثمن حال) وهو الأصل (ومؤجل إلى معلوم) لئلا يفضي إلى النزاع-

📖 رد المحتار (سعيد) ٥٣١/٤ : ومنها اشتراط أن يعطيه الثمن على التفاريق أو كل أسبوع البعض فإن لم يشرط في البيع بل ذكر بعده لم يفسد، وكان له أخذ الكل جملة وتمامه في البحر-

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٣/٣ : وأما الخاصة فمنها معلومية الأجل في البيع بثمن مؤجل فيفسد إن كان مجهولا -

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٥١٩/٦ : ادھار کی وجہ سے زیادہ قیمت لینا جائز ہے، مگر تمام اقساط ادا نہ کرنے کی صورت میں بیع کی واپسی اور ادا کردہ اقساط ضبط کرنے کی شرط فاسد ہے۔

Scanned by CamScanner

## সুদ দিয়ে রাজউকের প্লট কেনা

**প্রশ্ন :** রাজউক চাকরিজীবীদের স্বল্পমূল্যে প্লট প্রদান করা হয়। এ টাকা পরিশোধ করার সাধারণত দুটি পদ্ধতি হতে পারে। ইচ্ছা করলে নগদ টাকার বিনিময়ে ক্রয় করতে পারে অথবা বাকিও ক্রয় করতে পারে। নগদ সম্পূর্ণ টাকা একসাথে পরিশোধ করলে কোনো সুদের প্রয়োজন নেই। আর যদি কিস্তিতে পরিশোধ করে তাহলে দুই কিস্তিতে ১৬% সুদ আদায় করতে হবে। এ ক্ষেত্রে আমাদের জিজ্ঞাসা হলো, এভাবে সুদ দিয়ে প্লট নেওয়া জায়েয হবে কি না?

**উত্তর :** শরীয়তের বিধান মতে, দ্রব্যাদি নগদে কম মূল্যে এবং কিস্তিভিত্তিক বাকিতে বেশি মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় করার অনুমতি আছে বিধায় কিস্তিভিত্তিক বাকিতে ১৫% বেশি দেওয়া সুদ হবে না, বরং তা বেশি মূল্যের বিনিময়ে ক্রয় করা হয়েছে বলে পরিগণিত হয়ে জায়েয হবে। তবে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে বেচাকেনার সময় বাকিতে ক্রয়-বিক্রয় ও কিস্তির পরিমাণ নির্ধারিতভাবে উল্লেখ থাকা একান্ত অপরিহার্য। (৮/১১৩)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٥/ ١٦١ : "ومن اشترى غلاما بألف درهم نسيئة فباعه بربح مائة ولم يبين فعلم المشتري، فإن شاء رده، وإن شاء قبل"؛ لأن للأجل شبها بالمبيع؛ ألا يرى أنه يزاد في الثمن لأجل الأجل.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٣/٣ : وأما الخاصة فمنها معلومية الأجل في البيع بثمن مؤجل فيفسد إن كان مجهولا -

## দৈনিক কিস্তি সদস্য ফি, প্রতিনিধিত্ব প্রসঙ্গ

**প্রশ্ন :** ১. কোনো দোকানদারকে তার দোকানের প্রয়োজনীয় মালামাল পাইকারি দোকান হতে ২০ হাজার টাকা দরে কিনে ২২ হাজার টাকা বিক্রি করা হলো। এই ২২ হাজার টাকা আদায়ের জন্য দৈনিক ১৫০ টাকা কিস্তি হিসেবে ধার্য করা হলো। এ পদ্ধতি শরীয়ত মোতাবেক সঠিক কি না?

২. আমরা যে ব্যবসায়ীকে বিনিয়োগ দেব তাকে বাধ্যতামূলকভাবে ৩০ টাকার বিনিময়ে প্রতিষ্ঠানের সদস্য হতে হয়। প্রশ্ন হলো, মাল বিক্রির পূর্বে প্রতিষ্ঠানের সদস্য করা শরীয়তসম্মত কি না?

৩. ব্যবসায়ীর কাছে মাল কেনার জন্য নগদ টাকা দেওয়া হয়, সে আমাদের প্রতিষ্ঠানের নামে মাল কিনে। প্রশ্ন হলো, ব্যবসায়ীকে নগদ টাকা দেওয়া যাবে কি না?

৪. প্রতিষ্ঠান হতে মাল কেনার চুক্তি হওয়ার পরপরই ১০% হারে প্রতিষ্ঠানে জমা রাখতে হয়। প্রশ্ন হলো, উপরোক্ত বিষয়টি শরীয়তসম্মত কি না?

Scanned by CamScanner

**উত্তর :** ১. প্রশ্নে উল্লিখিত পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় শরীয়তসম্মত।
২. সদস্য করানোর নামে টাকা নেওয়া বৈধ নয়।
৩. কোনো ব্যবসায়ীকে মাল কেনার জন্য উকিল হিসেবে নগদ টাকা দেওয়া জায়েয।
৪. বেচাকেনার মধ্যে এ ধরনের চুক্তি বৈধ নয়। (১২/৩০)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥٨١/٣ : وكله بأن يشتري له عبدا ووكله آخر بمثله ودفعا الثمن إليه فاشتراه فقال نويته لفلان يقبل.

📖 رد المحتار (سعيد) ٨٤/٥ : (قوله ولا بيع بشرط) شروع في الفساد الواقع في العقد بسبب الشرط «لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع وشرط» ، لكن ليس كل شرط يفسد البيع نهر. وأشار بقوله بشرط إلى أنه لا بد من كونه مقارنا للعقد؛ لأن الشرط الفاسد لو التحق بعد العقد، قيل يلتحق عند أبي حنيفة، وقيل: لا وهو الأصح كما في جامع الفصولين لكن في الأصل أنه يلتحق عند أبي حنيفة وإن كان الإلحاق بعد الافتراق عن المجلس، وتمامه في البحر. قلت: هذه الرواية الأخرى عن أبي حنيفة وقد علمت تصحيح مقابلها، وهي قولهما-

📖 شرکت ومضاربت عصر حاضر میں (مکتبۂ معارف القرآن) ص ۴۹۵ : مرابحہ یہ ہے کہ آدمی چیز کو فروخت کرتے وقت اس بات کی صراحت کردے کہ میں نے یہ چیز لاگت (cost) پر اتنے نفع کے ساتھ فروخت کی،... ... خریدار کی جانب قیمت کی ادائیگی نقد ادھار یا قسطوں میں کی جاسکتی ہے لیکن اگر ادائیگی ادھار یا قسطوں میں کی جائے تو اسے مرابحہ مؤجلہ کہا جائیگا۔

## বিক্রেতার সুদ ও ঋণ শোধ করার দায়িত্ব গ্রহণ

**প্রশ্ন :** আমি একটি প্লট খরিদ করতে চাই। সে প্লটের মূল্য ১০ লক্ষ টাকা ধার্য করা হয়েছে। এই প্লটের ওপর বর্তমান মালিকের নিকট হাউস বিল্ডিং কর্পোরেশন সুদে আসলে মিলে দুই লক্ষ টাকা পাবে এবং তা কিস্তিতে পরিশোধ করার সুযোগ রয়েছে। এখন আমি ক্রেতা যদি পাঁচ লক্ষ টাকা বর্তমান মালিককে প্রদেয় আর দুই লক্ষ টাকা মালিকের পক্ষ থেকে উকিল হয়ে কিস্তিতে পরিশোধ করে দিই তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে সুদের টাকা পরিশোধ করলাম এমন জটিলতা আছে কি না?

Scanned by CamScanner

**উত্তর :** ক্রেতা ক্রয়কৃত ফ্ল্যাটের মূল্য বিক্রেতাকে একসাথে বা কিস্তিতে দিতে পারবে, ঠিক তেমনিভাবে বিক্রেতার মহাজনকেও দিতে পারবে। তবে সুদ আদায় করে দিলে সুদের বিষয়ে সহায়তা করার গোনাহ হবে। (৮/৭২৭)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٦/١٦ : (وأما) وجوب الدين على المحال عليه للمحيل قبل الحوالة؛ فليس بشرط لصحة الحوالة، حتى تصح الحوالة، سواء كان للمحيل على المحال عليه دين، أو لم يكن، وسواء كانت الحوالة مطلقة أو مقيدة، والجملة فيه أن الحوالة نوعان: مطلقة، ومقيدة، فالمطلقة: أن يحيل بالدين على فلان، ولا يقيده بالدين الذي عليه، والمقيدة: أن يقيده بذلك، والحوالة بكل واحدة من النوعين جائزة؛ لقوله – عليه الصلاة والسلام -: «من أحيل على مليء فليتبع» من غير فصل-

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٣/ ٢٩٩ : أما الحوالة المقيدة بالدين الذي كان للمحيل على المحتال عليه فصورتها رجل له ألف درهم أحال المطلوب الطالب بالألف على رجل للمطلوب عليه-

## বিনিয়োগকৃত দোকান থেকে পণ্য কিনে গ্রাহকের কাছে লাভে বিক্রি করা

**প্রশ্ন :** আল ইফাদ সোসাইটি নামে একটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান প্রায় ১০ বছর যাবৎ বিনিয়োগ কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। বিনিয়োগ কার্যক্রমের ধরন হলো, এখান থেকে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে নগদ টাকা দেওয়া হয় না। বরং যেকোনো মাল ক্রয় করে দেওয়া হয়। তাই যাদের টাকার প্রয়োজন তারা কোনো নির্ধারিত মাল ক্রয় করে দেওয়ার জন্য সোসাইটি সভাপতি বরাবর দরখাস্ত করেন। সোসাইটির নির্বাহী পরিষদ উক্ত দরখাস্ত পর্যালোচনা করে তাঁকে উক্ত মাল নিকটস্থ কোনো দোকান থেকে নগদ টাকায় ক্রয় করে হস্তগত করার পর বিনিয়োগ গ্রহীতাকে ১৫% হিসাবে সাপ্তাহিক, ২০% হিসাবে মাসিক, এবং ৩০% মুনাফায় ১০ মাস মেয়াদে বাকিতে বিক্রি করে চলে আসেন। অতঃপর বিনিয়োগ গ্রহীতা উক্ত মাল ওই দোকানে অথবা নিকটবর্তী অন্য কোনো দোকানে বিক্রি করে টাকা নিয়ে চলে যান। জানার বিষয় হলো, এভাবে বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করা শরীয়তসম্মত কি না?

দ্বিতীয়ত, যে সকল দোকান হতে মাল ক্রয় করে বিনিয়োগ গ্রহীতাকে দেওয়া হয় সেসবের এক বা দুটি দোকানে নির্বাহী পরিষদের ব্যক্তিগত ফান্ডের টাকা মুদারাবা ব্যবসায় দেওয়া আছে। যেহেতু নির্বাহী পরিষদ সোসাইটির বিনিয়োগ কার্যক্রমে এ সকল দোকান থেকে মাল ক্রয় করে বিনিয়োগ গ্রহীতাকে মাল দেন। আবার মুদারাবা

Scanned by CamScanner

ব্যবসা হিসেবে মুদারিব মাল পুনরায় কিনে রাখেন তাই কোনো কোনো আলেম বলেন, এই দোকানে নির্বাহী পরিষদের ব্যক্তিগত ফান্ডের টাকায় মুদারাবা ব্যাবসা করা বৈধ হবে না। বিষয়গুলোর সুস্পষ্ট ইসলামী সমাধান জানানোর অনুরোধ রইল?

**উত্তর :** সুদের লানত হতে যারা বাঁচার চেষ্টা করে তাদের শরীয়তসম্মত সমাধান দেওয়া আমাদের ঈমানী দায়িত্ব মনে করি। তাই আমরা সর্বদা ইসলামী ব্যাংকগুলোকে সুপরামর্শ দিয়ে আসছি। যেহেতু তারা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারি আইন মেনে চলে। সুতরাং আল ইফাদ সোসাইটি যদি অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরকারি নীতিমালা মেনে চলে তাহলে আমাদের সহযোগিতা থাকবে, অন্যথায় নয়।
আল ইফাদের ধরন সম্পর্কে আমাদের জানা নেই; তবুও আপনার প্রশ্নে যা বর্ণনা দিয়েছেন তা সুদের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার একটি হিলা মাত্র। উক্ত হিলা বাহ্যিক দৃষ্টিতে জায়েয হলেও এর দ্বারা ইসলামী অর্থনীতির বিকাশ ঘটে না। বরং গরিব লোক শোষিত হয়। আর বিনিয়োগদাতা অর্থের পাহাড় গড়ে তোলে। কারণ বিনিয়োগ গ্রহীতার মালের কোনো প্রয়োজন নেই। তা সত্ত্বেও সে বেশি দামে মাল ক্রয় করে পুনরায় অন্য দোকানে প্রায় অর্ধেক দামে বিক্রি করে নগদ টাকা নিয়ে চলে যায়। তাই গরিব লোক সর্বাবস্থায় শোষিত হচ্ছে। আর বিনিয়োগদাতা হিলার মাধ্যমে লাভবান হচ্ছে। তাই এ ধরনের হিলা জায়েয হলেও আদর্শ পরিপন্থী।

দ্বিতীয় বিষয়ের ব্যাপারে ফিকাহবিদদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। কোনো কোনো ফকীহ নাজায়েয বলেছেন, তাই বিনিয়োগ গ্রহীতা যে দোকান থেকে মাল ক্রয় করতে আগ্রহী সোসাইটি মুরাবাহার ভিত্তিতে ওই দোকান থেকে মাল ক্রয় করে বিনিয়োগ গ্রহীতাকে দিয়ে দেবে। পরে যদি বিনিয়োগ গ্রহীতাকে ওই মাল ক্রয়কৃত মূল্য থেকে কম দামে বিক্রি করতে হয় তাহলে সে ওই দোকানে বিক্রি না করে অন্য দোকানে বিক্রি করতে হবে। (১৪/৪৬১/৫১৩৭)

📖 مبسوط السرخسي (دار المعرفة) ١٤/ ٣٦ : وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث عتاب بن أسيد - رضي الله عنه - إلى مكة وقال: انههم عن شرطين في بيع وعن بيع وسلف وعن بيع ما لم يقبض وعن ربح ما لم يضمن» وبه نأخذ، وصفة الشرطين في البيع أن يقول بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا وذلك غير جائز-

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٦/ ١٠٠ : ويجوز شراء رب المال من المضاربة، وشراء المضارب من رب المال، وإن لم يكن في المضاربة ربح في قول أصحابنا الثلاثة، وقال زفر - رحمه الله -: لا يجوز الشراء بينهما في مال المضاربة.

Scanned by CamScanner

(وجه) قول زفر أن هذا بيع ماله بماله، وشراء ماله بماله إذ المالان جميعا لرب المال، وهذا لا يجوز كالوكيل مع الموكل۔

(ولنا) أن لرب المال في مال المضاربة ملك رقبة لا ملك تصرف، وملكه في حق التصرف كملك الأجنبي، وللمضارب فيه ملك التصرف لا الرقبة، فكان في حق ملك الرقبة كملك الأجنبي حتى لا يملك رب المال منعه عن التصرف، فكان مال المضاربة في حق كل واحد منهما كمال الأجنبي، لذلك جاز الشراء بينهما۔

📖 البحر الرائق (سعيد) ٥ /٢٨٠ : رجل قال لآخر بعت منك هذا الثوب بعشرة على أن تعطيني كل يوم درهما وكل يوم درهمين يعطيه عشرة في ستة أيام في اليوم الأول درهما وثلاثة في اليوم الثاني ودرهما في اليوم الثالث وثلاثة في اليوم الرابع ودرهما في اليوم الخامس ودرهما في اليوم السادس -

📖 الدر المختار (سعيد) ٤/ ٥٣١ : (وصح بثمن حال) وهو الأصل (ومؤجل إلى معلوم) لئلا يفضي إلى النزاع -

📖 رد المحتار (سعيد) ٥٣١/٤ : ومنها اشتراط أن يعطيه الثمن على التفاريق أو كل أسبوع البعض فإن لم يشرط في البيع بل ذكر بعده لم يفسد، وكان له أخذ الكل جملة وتمامه في البحر -

## নগদ টাকায় কিনে বিক্রেতার কাছে বেশি দামে বাকিতে বিক্রি করা

**প্রশ্ন :** আমি এক ব্যক্তি থেকে ১০০০০ টাকা মূল্যে কিছু সামগ্রী ক্রয় করি। পুনরায় তার নিকট বিক্রি করি ১২০০০ টাকা মূল্যে। শর্ত হলো, আমাকে কিস্তিতে টাকা পরিশোধ করা। আর আমি যখন ক্রয় করি তখন টাকা পরিশোধ করি। জানার বিষয় হলো, প্রথমে তার টাকা পরিশোধ না করলে ও কিস্তিতে দেওয়ার শর্ত করলে লেনদেন সহীহ হবে কি না?

**উত্তর :** প্রথম খরিদদার ক্রয় করা মাল সামগ্রী পূর্ণ কবজায় না এনে এবং মালের মূল্য পূর্ণ পরিশোধ না করে ওই মাল বিক্রেতার নিকট বিক্রি করে মালের মুনাফা অর্জন করা বাস্তবে টাকার বিনিময়ে মুনাফা অর্জনই হয়। এ ধরনের লেনদেন সুদের পর্যায়ভুক্ত হয়ে হারাম বিধায় সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য। (৭/৪৭৩)

Scanned by CamScanner

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٢/ ٩٤ (٢١٣٦) : عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه»، زاد إسماعيل: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه» -

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/١١١ : شراه ولم يقبضه حتى باعه البائع من آخر بأكثر فأجازه المشتري لم يجز؛ لأنه بيع ما لم يقبض.

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥/ ٢٤٥ : ولا يجوز بيع المبيع المنقول قبل قبضه بتمامه كما لا يجوز قبل قبضه أصلا ورأسا -

Scanned by CamScanner

# باب بيع الحقوق
# পরিচ্ছেদ : স্বত্বাধিকারের ক্রয়-বিক্রয়

## প্রকাশনা স্বত্বের ক্রয়-বিক্রয়

**প্রশ্ন :** আমার একটি প্রকাশনা আছে। সেখান থেকে বিভিন্ন ইসলামী পুস্তক ছাপিয়ে বিক্রি করা হয়। আমার কিছু সাথী আমার প্রকাশনায় কিছু কিতাব প্রকাশ করার ইচ্ছা পোষণ করে। এখন জানার বিষয় হলো, আমি তাদের কাছে ওই কিতাবগুলো প্রকাশের অধিকার বিক্রি করতে পারব কি না?

**উত্তর :** প্রকাশের অধিকার ওই সমস্ত অধিকারের অন্তর্ভুক্ত যার ক্রয়-বিক্রয়কে অভিজ্ঞ মুফতীগণ বৈধ বলে মতামত দিয়েছেন। তাই প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে প্রকাশনার অধিকার বিক্রয় করে তার বিনিময় গ্রহণ করা বৈধ হবে। (১৭/৪১৬)

📖 شرح المجلة للأتاسى (رشيديه) ١٢٠/١ : أفتى بعض المتأخرين من العلماء بجوازه، فمنهم من استند فى جوازه إلى أنه قد تعورف ذلك فى بعض البلدان، والعرف الخاص قد اعتبره كثير من العلماء، ومنهم من استند فى ذلك إلى إلحاقه بنظائره المنصوص على جواز أخذ البدل فيها كحق القصاص وحق النكاح وحق الرق، فإنه قد جاز أخذ البدل فيها مع أنهما حقوق، فألحق بها النزول عن الوظائف -

📖 بحوث في قضايا فقهية معاصرة (مكتبة دار العلوم كراتشى) ١/ ١٢٢ : ومقتضى ذلك أن يجوز النزول عن حق الابتكار أو حق الطباعة لرجل آخر بعوض يأخذه النازل، ولكن هذا إنما يتأتى في أصل حق الابتكار وحق الطباعة، أما إذا قرن هذا الحق بالتسجيل الحكومي الذي يبذله المبتكر من أجله جهده وماله ووقته والذي يعطي هذا الحق مكانة قانونية تمثلها شهادة مكتوبة بيد المبتكر وفي دفاتر الحكومة، وصارت تعتبر في عرف التجار مالا متقوما فلا يبعد أن يصير هذا الحق المسجل ملحقا بالأعيان والأموال بحكم هذا العرف السائر، وقد أسلفنا أن للعرف مجالا في إدراج بعض الأشياء في حكم الأموال والأعيان، لأن المالية كما حكينا عن ابن عابدين رحمه الله تثبت بتمول الناس، وإن هذا الحق بعد التسجيل يحرز إحراز الأعيان،

Scanned by CamScanner

ويدخر لوقت الحاجة ادخار الأموال، وليس في اعتبار هذا العرف مخالفة لأي نص شرعي من الكتاب أو السنة، وغايته أن يكون مخالفا للقياس، والقياس يترك للعرف، كما تقرر في موضعه.

ونظرا إلى هذه النواحي أفتى جمع العلماء المعاصرين بجواز بيع هذا الحق، أذكر منهم من علماء القارة الهندية: مولانا الشيخ فتح محمد اللكنوي رحمه الله (تلميذ الإمام عبد الحي اللكنوي رحمه الله)، والعلامة الشيخ المفتي محمد كفاية الله والعلامة الشيخ نظام الدين، مفتي دار العلوم بديوبند، وفضيلة الشيخ المفتي عبد الرحيم اللاجبوري.

📖 نظام الفتاوی ۲ / ۳۱۴ : جواب—کسی مصنف کی کتاب جو شب وروز کی شدید محنت کے بعد بغرض وجود میں آئی ہے اس کو طبع کرنے کا سب سے پہلا حق خود مصنف کو حاصل ہے اور اس کا مقصد علم کی تبلیغ واشاعت کے ساتھ ہی مصنف کے لئے مالی منفعت کو حصول بھی ہے تو جب تک مصنف کا حق اس کے ساتھ وابستہ ہے دوسروں کو حق اس کے ساتھ متعلق نہ ہوگا، ایسے تاجران کتب جو مصنف کی طرف سے کتاب کی معتد بہ تعداد کی اشاعت کے باوجود درس کی کتاب کو بلا اجازت چھاپ لیتے ہیں وہ اس کتاب کی مقبولیت سے مالی اور تجارتی فائدے حاصل کرنے کے لئے ایسا کرتے ہیں اور ان کا یہ عذر غیر مسموع ہے کہ انہوں نے علم کی اشاعت کے لئے ایسا کیا ہے کیونکہ اگر ان کے دل میں علم کی وقعت اور اشاعت علم کا جذبہ ہوتا تو وہ بڑی تعداد میں مصنف سے کتاب خرید کر غریبوں میں مفت تقسیم کرے اور ثواب حاصل کرے۔

## প্রকাশনা স্বত্ব বিক্রির দুটি পদ্ধতি

**প্রশ্ন :** ১. লেখক তার লেখার সর্বস্বত্ব কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রি করে দেয়। এই সুরতে ওই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কেউ, এমনকি লেখকেরও ছাপানোর অধিকার থাকবে না। লিখে দেওয়ার তারিখ থেকে সর্বোচ্চ ১০ বছর পর্যন্ত সরকারি আইনে তা কার্যকর থাকে।

২. লেখকের স্বীয় সর্বস্বত্ব বিক্রি করা হয় না, বরং প্রকাশনা স্বত্ব দেওয়া হয় এই শর্তে যে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত যা ছাপানো হবে তা থেকে ৫% লাভ লেখক নেবে বা প্রতিটি বই থেকে লেখককে উদাহরণস্বরূপ এক টাকা করে লাভের অংশ দেওয়া হবে ইত্যাদি।

Scanned by CamScanner

উল্লিখিত দুই অবস্থায় সর্বস্বত্ব বা প্রকাশনা স্বত্ব বিক্রি করা শরীয়তসম্মত কি না?

**উত্তর :** লেখকের সর্বস্বত্ব বা প্রকাশনা স্বত্ব প্রকৃতপক্ষে বিক্রয়যোগ্য পণ্য না হওয়ায় শরীয়তের আলোকে তার ক্রয়-বিক্রয় অবৈধ হওয়ারই কথা। কিন্তু যুগের চাহিদা ও সমাজের প্রচলন অনুযায়ী ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন প্রকারের সর্বস্বত্বের বিনিময় গ্রহণ ও ক্রয়-বিক্রয়কে অনুমোদন করেছেন। অতএব প্রশ্নে উল্লিখিত উভয় পন্থায় লেখকের সর্বস্বত্ব বা প্রকাশনা স্বত্বের বিনিময় গ্রহণ বৈধ হবে। (১২/৬৫৩)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٥١٨ : وفي الأشباه لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة كحق الشفعة وعلى هذا لا يجوز الاعتياض عن الوظائف بالأوقاف، وفيها في آخر بحث تعارض العرف مع اللغة. المذهب عدم اعتبار العرف الخاص لكن أفتى كثير باعتباره وعليه فيفتى بجواز النزول عن الوظائف بمال-

📖 بحوث في قضايا فقهية معاصرة (مكتبة دار العلوم كراتشى) ١/ ١٢٢ : ومقتضى ذلك أن يجوز النزول عن حق الابتكار أو حق الطباعة لرجل آخر بعوض يأخذه النازل، ولكن هذا إنما يتأتى في أصل حق الابتكار وحق الطباعة، أما إذا قرن هذا الحق بالتسجيل الحكومي الذي يبذله المبتكر من أجله جهده وماله ووقته والذي يعطي هذا الحق مكانة قانونية تمثلها شهادة مكتوبة بيد المبتكر وفي دفاتر الحكومة، وصارت تعتبر في عرف التجار مالا متقوما فلا يبعد أن يصير هذا الحق المسجل ملحقا بالأعيان والأموال بحكم هذا العرف السائر، وقد أسلفنا أن للعرف مجالا في إدراج بعض الأشياء في حكم الأموال والأعيان، لأن المالية كما حكينا عن ابن عابدين رحمه الله تثبت بتمول الناس، وإن هذا الحق بعد التسجيل يحرز إحراز الأعيان، ويدخر لوقت الحاجة ادخار الأموال، وليس في اعتبار هذا العرف مخالفة لأي نص شرعي من الكتاب أو السنة، وغايته أن يكون مخالفا للقياس، والقياس يترك للعرف، كما تقرر في موضعه.

ونظرا إلى هذه النواحي أفتى جمع العلماء المعاصرين بجواز بيع هذا الحق، أذكر منهم من علماء القارة الهندية: مولانا الشيخ فتح محمد اللكنوي رحمه الله (تلميذ الإمام عبد الحي اللكنوي رحمه الله)، والعلامة الشيخ المفتي محمد كفاية الله والعلامة الشيخ نظام الدين،

Scanned by CamScanner

مفتي دار العلوم بديوبند، وفضيلة الشيخ المفتي عبد الرحيم اللاجبوري.

📖 تكملة فتح الملهم ١/ ٣٦٥

## 'সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত' পুস্তক অনুমতি ছাড়া ছাপানোর হুকুম

**প্রশ্ন :** "সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত" বাজারের বিভিন্ন বইয়ের শুরুতে বাক্যটি লেখা থাকে, যা দ্বারা এ কথা বোঝানো হয় যে বইটির মাঝে কোনো পরিবর্তন করা বা নির্দিষ্ট প্রকাশক ছাড়া অন্য কারো জন্য ছাপানোর অনুমতি নেই। সাধারণ বই, ইসলামী বই–সবগুলোর ক্ষেত্রেই এমনটি হয়ে থাকে। অনেক সময় দেখা যায় কোনো কোনো ইসলামী বইয়ের ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রচার-প্রসারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিচ্ছে। কিন্তু নির্দিষ্ট প্রকাশক কর্তৃক নির্ধারিত চড়া মূল্যের কারণে বেশি প্রচারে অক্ষমতার কারণে চাহিদানুযায়ী বইটির প্রচার-প্রসার ঘটছে না। এ ক্ষেত্রে কোনো দ্বীন-দরদি মুসলমান যদি শুধুমাত্র দ্বীনের-দরদে উক্ত বইটির ব্যাপক প্রচার-প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে নির্দিষ্ট প্রকাশকের অনুমতি ছাড়াই বইটি হুবহু/প্রয়োজনীয় অংশটুকু ছাপিয়ে স্বল্প মূল্যে বিক্রির মাধ্যমে বইটির ব্যাপক প্রচার-প্রসার ঘটায়, এতে দ্বীনের ফায়দাও হয়। তাহলে এ দ্বীন-দরদির জন্য এভাবে অনুমতি ছাড়াই ছাপিয়ে বিক্রি/ফ্রি বিতরণ করা জায়েয হবে কি না? অনেক সময় ছাত্রদের পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত বইয়ের ক্ষেত্রেও এমনটি হয়ে থাকে। গরিব ছাত্রদের চড়া মূল্যের কারণে কিনতে হিমশিম খেতে হয়। তাদের সহজের জন্য নির্দিষ্ট প্রকাশকের অনুমতি ছাড়াই কম দামে ছাপিয়ে বিক্রি/ফ্রি বিতরণ করা জায়েয হবে কি না?

**উত্তর :** প্রশ্নের বর্ণনা মতে, সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত সকল কিতাব/বই, কোনো অবস্থাতেই লেখকের অনুমতিপ্রাপ্ত প্রকাশক কর্তৃক অনুমোদন ছাড়া ছাপানো বৈধ হবে না। হ্যাঁ, কোনো দ্বীন-দরদি ব্যক্তি কোনো কিতাব/ইসলামী বইয়ের ব্যাপক প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে অনুমতিপ্রাপ্ত প্রকাশক থেকে ক্রয় করে গরিব জনসাধারণের মাঝে ফ্রি/স্বল্পমূল্যে বিতরণ করে, তাহলে সে ক্ষেত্রে সাওয়াবের অধিকারী হবে। (১১/৪৩৩/৩৬০৭)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٦ / ٢٠٠ : لا يجوز التصرف في مال غيره بلا إذنه ولا ولايته إلا في مسائل مذكورة في الأشباه.

📖 بحوث في قضايا فقهية معاصرة (دار القلم) ١/ ١٢٥ : وربما يقال: إن الاعتراف بحق الطباعة لفرد واحد يسبب كتمانا للعلم، ولكن كتمان العلم إنما يكون إذا منع المؤلف الناس من الاستفادة بما ألفه قراءة وتبليغا، ولكن الذي يحتفظ بحق الطباعة لا يمنع أحدا من

Scanned by CamScanner

قراءة الكتاب ولا دراسته ولا تعليمه ولا تبليغ ما فيه، حتى إنه لا يمنع من بيعه والتجارة فيه، ولكنه يمنع من أن يطبعه الآخر بغير إذن منه، ليكسب بذلك الأرباح، فليس ذلك من كتمان العلم في شيء.

والدليل الأخير للمانعين هو: أن الاحتفاظ بحقوق الطباعة يضيق دائرة انتشار الكتاب، ولو كان لكل أحد حق في طبع الكتاب ونشره، لكان انتشاره أوسع، وإفادته أعم وأشمل.

وهذا أمر واقع لا مجال لإنكاره، ولكن الدليل ينقلب إذا نظرنا من ناحية أخرى، وهي أن المبتكرين لو منعوا حق أسبقيتهم بالاسترباح مما ابتكروه لفشلت هممهم عن اقتحام المشاريع الكبيرة من أجل الاختراعات الجديدة حينما يرون أن ذلك لا يدر إلا ربحا بسيطا، وإن مثل هذه الأمور التي تحتمل وجهين لا تفصل القضايا الفقهية ما دام الشيء ليس فيه محظور شرعي، فإن جميع المباحات فيها ما يضر وينفع.

📖 نظام الفتاوی ۲ / ۳۱۴ : جواب— کسی مصنف کی کتاب جو شب و روز کی شدید محنت کے بعد بغرض وجود میں آئی ہے اس کو طبع کرنے کا سب سے پہلا حق خود مصنف کو حاصل ہے اور اس کا مقصد علم کی تبلیغ واشاعت کے ساتھ ہی مصنف کے لئے مالی منفعت کو حصول بھی ہے تو جب تک مصنف کا حق اس کے ساتھ وابستہ ہے دوسروں کو حق اس کے ساتھ متعلق نہ ہوگا، ایسے تاجران کتب جو مصنف کی طرف سے کتاب کی معتدبہ تعداد کی اشاعت کے باوجود درس کی کتاب کو بلا اجازت چھاپ لیتے ہیں وہ اس کتاب کی مقبولیت سے مالی اور تجارتی فائدے حاصل کرنے کے لئے ایسا کرتے ہیں اور ان کا یہ عذر غیر مسموع ہے کہ انہوں نے علم کی اشاعت کے لئے ایسا کہا ہے کیونکہ اگر ان کے دل میں علم کی وقعت اور اشاعت علم کا جذبہ ہوتا تو وہ بڑی تعداد میں مصنف سے کتاب خرید کر غریبوں میں مفت تقسیم کرے اور ثواب حاصل کرے۔

## প্রকাশকের অনুমতি ছাড়া কিতাব ফটোকপি করা

**প্রশ্ন :** অনেক মাদরাসার ছাত্রদের দেখা যায় কিতাবের আসল কপির মূল্য বেশি হওয়ার কারণে কিছু ছাত্র একসঙ্গে মিলে আসল কপি থেকে আর একটি কিতাব হুবহু ফটোকপি করে, এতে খরচও কম হয়। প্রশ্ন হলো, কিতাব থেকে লেখকের অনুমতি ছাড়া

Scanned by CamScanner

ফটোকপি করা জায়েয আছে কি না? অথচ প্রত্যেক কিতাবের প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা থাকে, "এই কিতাবের স্বত্বাধিকার লেখকের জন্য সংরক্ষিত"।

**উত্তর :** লেখকের মূল কিতাবে কোনো ধরনের পরিবর্তন-পরিবর্ধন ব্যতীত হুবহু তার ফটোকপি করা হলে তা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ বিবেচিত হবে, যদি তা ব্যক্তিগত অধ্যয়নের জন্য হয়, প্রচার-প্রকাশনা বা বিক্রির জন্য না হয়। (১৮/৭৯৮/৭৮৬৩)

📖 فقه البيوع (مكتبة معارف القرآن) ١/ ٢٨٦ : ولكن التعدى على هذا الحق إنما يتصور إذا أنتج أحد مثل ذلك المنتج أو الكتاب أو البرنامج بشكل واسع للتجارة فيه أو بقصد الاسترباح- أما إذا صوره لاستعلاله الشخصى أو ليهبه إلى بعض أصدقاءه بدون عوض ، فإن ذلك ليس من التعدى على حق الابتكار-

📖 نظام الفتاوی ۲ / ۳۱۴ : جواب–کسی مصنف کی کتاب جو شب وروز کی شدید محنت کے بعد بغرض وجود میں آئی ہے اس کو طبع کرنے کا سب سے پہلا حق خود مصنف کو حاصل ہے اور اس کا مقصد علم کی تبلیغ واشاعت کے ساتھ ہی مصنف کے لئے مالی منفعت کو حصول بھی ہے تو جب تک مصنف کا حق اس کے ساتھ وابستہ ہے دوسروں کو حق اس کے ساتھ متعلق نہ ہوگا، ایسے تاجران کتب جو مصنف کی طرف سے کتاب کی معتدبہ تعداد کی اشاعت کے باوجود درس کی کتاب کو بلا اجازت چھاپ لیتے ہیں وہ اس کتاب کی مقبولیت سے مالی اور تجارتی فائدے حاصل کرنے کے لئے ایسا کرتے ہیں اور ان کا یہ عذر غیر مسموع ہے کہ انہوں نے علم کی اشاعت کے لئے ایسا کیا ہے کیونکہ اگر ان کے دل میں علم کی وقعت اور اشاعت علم کا جذبہ ہوتا تو وہ بڑی تعداد میں مصنف سے کتاب خرید کر غریبوں میں مفت تقسیم کرے اور ثواب حاصل کرے۔

## টিঅ্যান্ডটি লাইন ঋণদাতাকে ব্যবহার করতে দেওয়ার হুকুম

**প্রশ্ন :** আমার আব্বা টেলিফোন লাইন আনার জন্য ৮০০০ টাকা জমা দেন। তারপর লাইন আনতে কিছুদিন বিলম্ব করেন। এখন লাইনের ব্যাপারে অফিসে কথা বললে তারা জানায় যে সরকারি নতুন সিস্টেম চালু হওয়াতে আরো ১০ হাজার টাকা জমা দিতে হবে। আমার আব্বার টাকা দিতে না পারায় লাইন আনা হয়নি। এখন আমাদের এক আত্মীয় প্রস্তাব দিয়েছে যে তার টেলিফোনের খুব প্রয়োজন। এ জন্য সে এখন একটি দরখাস্ত করে রাখবে। আর আমাদেরকে পূর্ণ ১৮০০০ টাকা দিয়ে লাইনটা

Scanned by CamScanner

তাদের ঘরে আনবে এবং এক বছর সময়ের মধ্যে আমরা তার প্রদত্ত টাকা পরিশোধ করতে পারলে লাইন আমাদের ফেরত দেবে। এই লেনদেনটা শরীয়তের দৃষ্টিতে কিরূপ? যদি নাজায়েয হয় তাহলে জায়েয পদ্ধতি কী?

**উত্তর :** আমাদের জানা মতে, টিঅ্যান্ডটি সরকারি আইন হিসেবে ১৮ হাজার ৪০০ টাকা ব্যাংকে জমা দিয়ে কাগজপত্র টিঅ্যান্ডটি অফিসে দাখিল না করা পর্যন্ত টেলিফোন লাইন আবেদনকারীর নামে বরাদ্দ হয় না।

দ্বিতীয়ত, টিঅ্যান্ডটি কোনো লাইন যার নামে বরাদ্দ করে অন্যের নামে টিঅ্যান্ডটিতে রেকর্ড করা ছাড়া অন্যের ব্যবহার বা অন্যের নিকট বিক্রি সরকারি আইনবিরোধী। অতএব প্রশ্নে বর্ণিত ৮০০০ টাকা জমা দেওয়ায় তার নামে বরাদ্দ হয়নি। বরাদ্দবিহীন লাইন অন্য স্থানে বিক্রির কোনো ব্যবস্থা নেই। আর অন্যের নিকট থেকে টাকা কর্জ নিয়ে নিজের নামে বরাদ্দ করার পর টিঅ্যান্ডটির অগোচরে অন্যের নিকট বিক্রি করলে তা সাধারণত বৈধ হলেও সরকারি আইন লঙ্ঘনের শামিল হওয়ায় তা গোনাহ হবে। অতএব আপনি ক্রয়-বিক্রয় পরিহার করে টিঅ্যান্ডটিতে দরখাস্তের মাধ্যমে ডিমান্ড নোটে নাম পরিবর্তন করিয়ে অন্যের নামে বরাদ্দ করে নিন। সে লোক থেকে আপনার প্রদানকৃত ৮০০০ টাকা আদায় করে নিন। অথবা কর্জে হাসানা গ্রহণ করে নিজের নামে বরাদ্দ করুন। অতঃপর ধীরে ধীরে কর্জ আদায় করুন। (৭/৭৭৩/১৮৫৩)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٤٦٠ : وفي شرح الجواهر: تجب إطاعته فيما أباحه الشرع، وهو ما يعود نفعه على العامة-

📖 فقه البيوع (مكتبة معارف القرآن) ١/ ٢٨١ : ولكن كل ذلك إنما يتأتى إذا كان القانون يسمح بنقل هذه الرخصة إلى رجل آخر- أما إذا كانت الرخصة باسم رجل مخصوص، أو شركة مخصوصة، ولا يسمح القانون بنقلها إلى رجل آخر أو شركة أخرى، فلا شبهة فى عدم جواز بيعها؛ لأن بيعه حينئذ يؤدى إلى الكذب والخديعة -

📖 حلال وحرام ص۳٦٨ : اس تفصیل کے مطابق حقوق ومنافع کی فروخت کی جو صورتیں فی زمانہ رائج ہو گئی ہیں وہ یہ ہیں، خلو یعنی حق اجارہ کی فروخت جس کو پگڑی سے تعبیر کیا ہے، حق ایجاد حق تالیف رجسٹر، ٹریڈ مارک اور ناموں کی فروخت نیز فضا کی فروخت اور یہ سب ہی جائز ہیں۔

Scanned by CamScanner

## দান করার শর্তে পজিশন ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমোদন

**প্রশ্ন :** ৪৮/১৪ ভাগলপুর লেন, হাজারীবাগে বায়তুর রহমান নামে একটি জামে মসজিদ অবস্থিত। উক্ত মসজিদের নিচতলায় কাঁচা বাজার। বর্তমানে মসজিদ সংস্কার করে বিল্ডিং করা হবে। তাই মসজিদ কমিটি নিচতলার দোকানের পজিশন বিক্রি করে যে টাকা আসবে তার মাধ্যমে দোকানঘর তৈরি করে দোকান মালিকদের বুঝিয়ে দেওয়া হবে। এভাবে প্রতি মাসে যে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা ভাড়া হিসেবে মসজিদকে দেবে এবং ভবিষ্যতে সেই দোকানদার ইচ্ছা করলে উক্ত পজিশন অন্যের কাছে বিক্রি করতে পারবে। তবে সে ক্ষেত্রে শর্ত হলো, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কেই একটা অংশ মসজিদকে দিতে হবে। এখন জানার বিষয় হলো, এভাবে পজিশন বিক্রি করা জায়েয কি না? বা শরীয়তে পজিশন বিক্রির কোনো জায়েয পন্থা আছে কি না?

**উত্তর :** প্রচলিত নিয়মে পজিশন বিক্রি শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয। মসজিদের নিচের দোকান ওই পদ্ধতিতে বিক্রি কোনো অবস্থায়ই সহীহ হতে পারে না। তবে গ্রাহকদের নিকট থেকে ভাড়া বাবদ অগ্রিম টাকা নেওয়া যাবে, মাসে মাসে ওই অগ্রিম টাকা থেকে ভাড়া বাবদ নির্দিষ্ট পরিমাণ চাঁদা দিতে থাকবে এবং ভাড়ার একটি অংশ নগদও নির্ধারণ করতে পারবে। অর্থাৎ মাসিক যে ভাড়া ধার্য করা হবে তা অগ্রিম ও নগদ দুই ভাবেই উসুল হতে থাকবে। (১০/৪৩০/৩১৬৪)

📖 بحوث في قضايا فقهية معاصرة (دار القلم) ١/ ١١٥ : بديل الخلو المتعارف: تحقق مما ذكرنا أن بدل الخلو المتعارف الذي يأخذه المؤجر من مستأجره لا يجوز، ولا ينطبق هذا المبلغ المأخوذ على قاعدة من القواعد الشرعية، وليس ذلك إلا رشوة حراما.

نعم: يمكن تعديل النظام الرائج للخلو إلى ما يلي:

١- يجوز للمؤجر أن يأخذ من المستأجر مقدارا مقطوعا من المال، يعتبر كأجرة مقدمة لسنين معلومة، وهذا بالإضافة إلى الأجرة السنوية أو الشهرية. وتجري على هذا المبلغ المأخوذ أحكام الأجرة بأسرها، فلو انفسخت الإجارة قبل أمدها المتفق عليه لسبب من الأسباب، وجب على المالك أن يرد على المستأجر مبلغا يقع مقابل المدة الباقية من الإجارة.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد) ۶ / ۳۵ : اس مروجہ پگڑی کے بارے میں علماء کرام نے عدم جواز کا قول فرمایا ہے کیونکہ یہ نہ تو نزول عن الحق ہے اور نہ اجرت معجلہ ہے بلکہ یہ حق مجرد کی فروخت ہے جو کہ ناجائز ہے اور یہ پیشگی کی رقم رشوت ہے جو کہ نص

Scanned by CamScanner

قطعی کی روسے حرام ہے لہذا مروجہ پگڑی کی رسم شرع کے خلاف ہے، البتہ یکمشت رقم کو ایک متعینہ مدت کی پیشگی اجرت قرار دیا جائے اور متعینہ مدت تک کرایہ بھی ختم ہو تو یہ جائز ہے کیونکہ یہ اجارہ میں شمار ہوگا اور اجارہ کے تمام احکام اس پر جاری ہو کر اس قسم کی رقم کا لینا جائز ہے اور مروجہ رسم پگڑی ناجائز ہے۔

## পজিশনের ক্রয়-বিক্রয়ের হুকুম

**প্রশ্ন :** প্রচলিত নিয়মে পজিশন বিক্রি করা জায়েয কি না? পজিশন ক্রয়-বিক্রয়ের বৈধ পন্থা কী হতে পারে?

**উত্তর :** বর্তমান প্রচলিত নিয়মে পজিশন বিক্রয় জায়েয নয়। কারণ পজিশনের নামে যে টাকার লেনদেন হয় তা শরীয়তের কোনো বৈধ বিধানের আওতায় পড়ে না বিধায় তা নাজায়েয হবে। তবে নিম্নে বর্ণিত পদ্ধতি অবলম্বন করা হলে পজিশন ক্রয়-বিক্রয় বৈধ বলে গণ্য হবে :

১. মালিক ভাড়াটিয়া হতে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য এককালীন টাকা নেবে, যা নির্দিষ্ট সময়ের অগ্রিম ভাড়া ধর্তব্য হবে। এই এককালীন ভাড়া মাসিক বা বাৎসরিক ভাড়া থেকে পৃথক গণনা করা হবে। আর এই টাকা গ্রহণের ফলে ভাড়ায় চলিত পদ্ধতির সমস্ত নিয়ম বহাল থাকবে।

২. যদি ভাড়া চুক্তি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য হয়ে থাকে তাহলে ভাড়াটিয়া তা নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে। অথবা অগ্রিম ভাড়া গ্রহণের চুক্তির ভিত্তিতে অন্যের কাছে হস্তান্তর করতে পারবে। উল্লিখিত মেয়াদ সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে তা হতে হবে।

উল্লেখ্য, এমতাবস্থায় নির্দিষ্ট মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বে কোনো শরয়ী ওজর ব্যতীত মালিক তার মালিকানা স্বত্ব ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার রাখবে না। (১৫/৫২২)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/ ٤١٣ : ولو عجل الأجرة إلى رب الدار لا يملك الاسترداد ولو كانت الأجرة عينا فأعارها أو أودعها إلى رب الدار فهو كالتعجيل ولا يملك الأجرة باشتراط التعجيل في الإجارة المضافة وتملك بالتعجيل، كذا في الغيائية.

📖 بحوث في قضايا فقهية معاصرة (دار القلم) ١/ ١١٥ : بديل الخلو المتعارف: تحقق مما ذكرنا أن بدل الخلو المتعارف الذي يأخذه المؤجر من مستأجره لا يجوز، ولا ينطبق هذا المبلغ المأخوذ على قاعدة من القواعد الشرعية، وليس ذلك إلا رشوة حراما.

Scanned by CamScanner

نعم: يمكن تعديل النظام الرائج للخلو إلى ما يلي:
١- يجوز للمؤجر أن يأخذ من المستأجر مقدارا مقطوعا من المال، يعتبر كأجرة مقدمة لسنين معلومة، وهذا بالإضافة إلى الأجرة السنوية أو الشهرية. وتجري على هذا المبلغ المأخوذ أحكام الأجرة بأسرها، فلو انفسخت الإجارة قبل أمدها المتفق عليه لسبب من الأسباب، وجب على المالك أن يرد على المستأجر مبلغا يقع مقابل المدة الباقية من الإجارة.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۳/ ۳۹۸ : الجواب- ١-مالک مکان اگر کرایہ پر دیتے وقت کہے کہ اتنی رقم یکمشت پیشگی لوں گا اور پھر اتنی ماہانہ اور پھر اتنی سالانہ لونگا تو اس کی گنجائش ہے، لیکن کرایہ دار مکان خالی کرنے کے لئے یا دوسرے کرایہ دار کو اپنی طرف سے دینے کے لئے پگڑی لے تو اس کی اجازت نہیں۔

## মসজিদের দোকানের পজিশনের ক্রয়-বিক্রয়

**প্রশ্ন :** বর্তমানে দোকানের যে পজিশন ক্রয়-বিক্রয় হয় ইসলামে তা কতটুকু বৈধ? এবং মসজিদের দোকানের পজিশন বিক্রয় করা যাবে কি না?

**উত্তর :** মসজিদের নামে ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তি স্বয়ং ওয়াক্ফকারী বা মুতাওয়াল্লী কারোরই মালিকানাধীন নয়। তাই মসজিদের দোকানের পজিশন বিক্রি জায়েয হবে না। (৫/২০১/৮৭০)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٤ / ٣٥١ : (فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن).

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٤ / ٣٥٢ : (قوله: لا يملك) أي لا يكون مملوكا لصاحبه ولا يملك أي لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه، ولا يعار، ولا يرهن لاقتضائهما الملك.

## পজিশন কিনে অন্যের কাছে বিক্রি করা

**প্রশ্ন :** মসজিদের কিছু ওয়াক্ফকৃত দোকান আছে। সে দোকান পজিশনে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক মাসে মাসেই ভাড়া নেওয়া হবে। সেই পজিশন নেওয়া দোকান

Scanned by CamScanner

অন্যের কাছে দ্বিতীয়বার অধিক লাভে বিক্রয় করা যাবে কি না? পজিশন নেওয়া শরীয়ত মতে কতটুকু সঠিক?

**উত্তর :** মসজিদের নামে ওয়াক্‌ফকৃত সম্পদ কারো মালিকানাধীন নয় বিধায় মসজিদের দোকানের পজিশন বিক্রি কমিটি হোক বা দানকারী হোক, কারো জন্য বৈধ হবে না। (৬/১৮০)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥١ : (فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن).

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٥٢ : (قوله: لا يملك) أي لا يكون مملوكا لصاحبه ولا يملك أي لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه، ولا يعار، ولا يرهن لاقتضائهما الملك.

📖 فيه أيضا ٤/ ٤٠٠ : (قوله: وقيل تقيد بسنة) لأن المدة إذا طالت يؤدي إلى إبطال الوقف، فإن من رآه يتصرف بها تصرف الملاك على طول الزمان يظنه مالكا إسعاف -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/ ٥١٤ : إذا استأجر وقفا من الأوقاف من المتولي مدة طويلة فإن كان الواقف شرط أن يؤاجر أكثر من سنة يجوز شرطه لا محالة وإن كان شرط أن لا يؤاجر أكثر من سنة يجب مراعاة شرطه لا محالة ولا يفتى بجواز هذه الإجارة أكثر من سنة إلا إذا كانت إجارتها أكثر من سنة أنفع للفقراء فحينئذ يؤاجر أكثر من سنة. كذا في التتارخانية. وإن كان لم يشترط شيئا نقل عن جماعة من مشايخنا أنه لا تجوز أكثر من سنة واحدة وقال الفقيه أبو جعفر أنا أجوز في ثلاث سنين ولا أجوز فيما زاد على ذلك والصدر الشهيد حسام الدين كان يقول في الضياع نفتي بالجواز في ثلاث سنين إلا إذا كانت المصلحة في عدم الجواز وفي غير الضياع نفتي بعدم الجواز فيما زاد على سنة واحدة إلا إذا كانت المصلحة في الجواز -

## ট্রেডমার্কের ক্রয়-বিক্রয়

**প্রশ্ন :** আমি একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মালিক। আমার কোম্পানি থেকে অনেক মানসম্পন্ন পণ্য তৈরি হয়। তাই অল্প দিনেই আমার কোম্পানির সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে এবং মার্কেটে পণ্যের চাহিদা খুব বেড়ে গেছে। তাই কিছু ব্যবসায়ী আমার কোম্পানির

Scanned by CamScanner

ব্যবসায়ী নাম ও ট্রেডমার্ক বিক্রয় করার প্রস্তাব দিয়েছেন। প্রশ্ন হলো, আমি আমার কোম্পানির, কারখানার নাম ও ট্রেডমার্ক বিক্রয় করতে পারব কি না?

**উত্তর :** প্রশ্নে বর্ণিত ট্রেডমার্ক ক্রয় বিক্রয় করা দুটি শর্তে বৈধ :

১. ট্রেডমার্ক সরকারি রেজিস্ট্রিকৃত হতে হবে। কেননা ট্রেডমার্ককে ব্যবসায়ীদের ভাষায় মাল বলা হয় না, শরীয়তে বিক্রয়যোগ্য বস্তু মাল হওয়া আবশ্যক।

২. ক্রেতার পক্ষ থেকে ঘোষণা থাকতে হবে যে এই পণ্যগুলো পূর্বে যে প্রতিষ্ঠান থেকে তৈরি হয়েছিল এখন তা ওই প্রতিষ্ঠান থেকে তৈরি হচ্ছে না। বরং পূর্বের নামেই অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে তৈরি হচ্ছে এবং ট্রেডমার্ক ক্রয়কারী এ নিয়্যাতে ক্রয় করবে যে ওই পণ্যগুলো গুণ ও মানের দিক দিয়ে আগের মতো অথবা তার চেয়ে উন্নত করার চেষ্টা করবে। (১৭/৩৯২)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٥٢٠ : بناء على أن المذهب عدم اعتبار العرف الخاص، وأنه لا يجوز الاعتياض عن مجرد الحق لما علمت من أن الجواز ليس مبنيا على اعتبار العرف الخاص، بل على ما ذكرنا من نظائره الدالة عليه وإن عدم جواز الاعتياض عن الحق ليس على إطلاقه. ورأيت بخط بعض العلماء عن المفتي أبي السعود أنه أفتى بجواز أخذ العوض في حق القرار والتصرف، وعدم صحة الرجوع بالجملة فالمسألة ظنية والنظائر المتشابهة للبحث فيها مجال وإن كان الأظهر فيها ما قلنا فالأولى ما قال في البحر من أنه ينبغي الإبراء العام بعده والله سبحانه وتعالى أعلم.

📖 بحوث في قضايا فقهية معاصرة (دار القلم) ١/ ١٢٠ : فكذلك الاسم التجاري أو العلامة التجارية أصبحت بعد التسجيل الحكومي ذات قيمة بالغة في عرف التجار، ويصدق عليها أنها تحرز بإحراز شهادتها المكتوبة من قبل الحكومة، وإحراز كل شيء بما يلائمه، ويصدق عليها أيضا أنها تدخر لوقت الحاجة، فالعناصر اللازمة التي تمنح الشيء صفة المالية متوفرة فيها، سوى أنها ليست عينا قائمة بنفسها، فيبدو أنه لا مانع شرعا من أن يسلك بها مسلك الأموال في جواز بيعها وشرائها.

وذلك بشرطين:

الأول: أن يكون الاسم أو العلامة مسجلة عند الحكومة بصفة قانونية، لأن ما ليس بمسجل لا يعد مالا في عرف التجار.

Scanned by CamScanner

والثاني: أن لا يستلزم هذا البيع الالتباس أو الخديعة في حق المستهلكين، وذلك بأن يقع الإعلان من قبل المشتري أن منتج هذه البضاعة غير المنتج السابق، وإنما يستعمل هذا الاسم أو العلامة بعد شرائهما بنية أنه سيحاول بقدر الإمكان أن يكون إنتاجه بمستوى الإنتاج السابق أو أحسن منه.

وأما بغير هذا الإعلان، فإن انتقال الاسم أو العلامة التجارية إلى منتج آخر سبب اللبس والخديعة للمستهلكين، واللبس والخديعة حرام لا يجوز بحال. والله سبحانه وتعالى أعلم.

## লাইসেন্সের ক্রয়-বিক্রয়

**প্রশ্ন :** আমরা তড়িৎ প্রকৌশলী হিসেবে লাইসেন্সিং বোর্ড হতে সরকারি অনুমোদনপ্রাপ্ত বৈদ্যুতিক লাইন তদারকি লাইসেন্স পেয়ে থাকি। যা বৈদ্যুতিক ঠিকাদারগণ (কন্ট্রাক্টর) আমাদের নিকট থেকে ক্রয় করে থাকেন। দেশের সামাজিক লেনদেন হিসেবে ঠিকাদারগণের আর্থিক লেনদেন ও কাজের ধরন ভালো নয়, যার কারণে আমরা ঠিকাদারি করি না। তাই আমরা লাইসেন্স চুক্তিতে এক বছরের জন্য বিক্রি করি এবং এর মূল্য ১০ হাজার টাকা ধরা হয়। তবে তারা আমাদের তাদের অফিসে চাকরির শর্তে নিয়োগপত্র দেয়। আমরাও তাদের অফিসে এক দিন বা দুই দিন ছাড়া যেতে পারি না। কারণ আমরাও অন্য কোনো কোম্পানিতে চাকরিতে থাকি। এমতাবস্থায় উক্ত লাইসেন্স বিক্রির টাকা পায়খানা মেরামত কাজে ব্যয় হলে জায়েয হবে কি না? অথবা পারিবারিক কাজে ব্যয়ের কোনো শর্ত জানতে পারলে খুশি হব।

**উত্তর :** প্রশ্নে উল্লিখিত লাইসেন্সিং বোর্ডের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত লাইসেন্স অন্যের নিকট টাকার বিনিময়ে হস্তান্তর করার অনুমতি থাকলে তার বিক্রি বৈধ হবে। অন্যথায় বৈধ হবে না এবং যাদের নিকট বিক্রি করা হয় তাদের উপার্জিত অর্থের অধিকাংশ হালাল হলে বিক্রিলব্ধ টাকা বিক্রেতার জন্য ভোগ করাও হালাল হবে। অন্যথায় ওই ধরনের টাকা নেওয়াই জায়েয হবে না। অজান্তে নিলে প্রকৃত মালিকের সন্ধান করে পৌঁছিয়ে দেবে। তা না পারলে যাকাত খাওয়ার উপযুক্ত গরিব-মিসকিনকে দেবে। পায়খানা ইত্যাদি মেরামতের কাজে ব্যয় করা যাবে না। (৯/৫/২৪৮৭)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٣ / ٢ : ومنها في البدلين وهو قيام المالية حتى لا ينعقد متى عدمت المالية هكذا في محيط السرخسي ومنها في المبيع وهو أن يكون موجودا فلا ينعقد بيع المعدوم وما له خطر العدم كبيع

Scanned by CamScanner

نتاج النتاج والحمل كذا في البدائع وأن يكون مملوكا في نفسه وأن يكون ملك البائع فيما يبيعه لنفسه فلا ينعقد بيع الكلإ ولو في أرض مملوكة له ولا بيع ما ليس مملوكا له.

📖 فقه البيوع (مكتبة معارف القرآن) ١/ ٢٨١ : فصارت هذه الرخصة فى عرف التجار ذات قيمة كبيرة يسلك بها مسلك الأموال، فلا يبعد أن تلتحق بالأعيان فى جواز بيعها وشراءها- ولكن كل ذلك إنما يتأتى إذا كان القانون يسمح بنقل هذه الرخصة إلى رجل آخر- أما إذا كانت الرخصة باسم رجل مخصوص، أو شركة مخصوصة، ولا يسمح القانون بنقلها إلى رجل آخر أو شركة أخرى، فلا شبهة فى عدم جواز بيعها؛ لأن بيعه حينئذ يؤدى إلى الكذب والخديعة -

## ফার্মেসি লাইসেন্স বিক্রি করা

**প্রশ্ন :** আমি ওষুধ ফার্মেসির মালিক। আমাদের এলাকার বড় একটি বাজারে ফার্মেসি দেওয়ার জন্য একটি লাইসেন্স বানাই। কেননা বড় বাজারে ফার্মেসি করতে লাইসেন্স আবশ্যক। সরকারিভাবে যেকোনো সময় চেক আসার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু যেকোনো কারণে বড় বাজার থেকে ফার্মেসিটি ছোট বাজারে নিয়ে আসি, যেখানে চেক আসার সম্ভাবনা নেই। এখানে আর লাইসেন্সের প্রয়োজন নেই। অনেক ফার্মেসিওয়ালা লাইসেন্সটি বিক্রি করতে বলছে। এটা এখন আমার কাছে থাকাটা অনর্থক। কোনো কাজে আসছে না। আর আমার টাকারও প্রয়োজন। তাই জানার বিষয় হলো, এই লাইসেন্স কারো কাছে বিক্রি করতে পারব কি না?

**উত্তর :** বর্তমানে লাইসেন্স একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। এর দ্বারা অনেক সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়, যা লাইসেন্স ছাড়া সম্ভব নয়। এ লাইসেন্স করতে অনেক টাকা-পয়সা, শ্রম ও সময় ব্যয় হয়। তাই ব্যবসায়ীদের নিকট এটা একটি মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হওয়ায় বর্তমান সময়ে এটাকে মালের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা হয়। অতএব লাইসেন্সটি যদি সরকারের পক্ষ থেকে অন্যত্র বিক্রি করার অনুমতি না থাকে বরং অন্যত্র হস্তান্তর করতে গেলে মিথ্যা বা প্রতারণার আশ্রয় নিতে হয় তাহলে তা বিক্রয় করা বৈধ হবে না, অন্যথায় বৈধ হবে। তাই প্রশ্নে বর্ণিত লাইসেন্সটি অন্যত্র বিক্রি করতে আইনগত বিধিনিষেধ না থাকলে আপনি বিক্রি করতে পারেন। (১৬/৪২১/৬৫৭৯)

📖 فقه البيوع (مكتبة معارف القرآن) ١/ ٢٨١ : فصارت هذه الرخصة فى عرف التجار ذات قيمة كبيرة يسلك بها مسلك الأموال، فلا يبعد أن

Scanned by CamScanner

تلتحق بالأعيان فى جواز بيعها وشراءها- ولكن كل ذلك إنما يتأتى إذا كان القانون يسمح بنقل هذه الرخصة إلى رجل آخر- أما إذا كانت الرخصة باسم رجل مخصوص، أو شركة مخصوصة، ولا يسمح القانون بنقلها إلى رجل آخر أو شركة أخرى، فلا شبهة فى عدم جواز بيعها؛ لأن بيعه حينئذ يؤدى إلى الكذب والخديعة-

📖 فتاوى حقانيه (مكتبہ سيد احمد) ۶/ ۲۴: چونکہ حامل لائسنس کو یہ حق اصالۃً ثابت ہے تو اگر وہ عوض لیکر اپنے حق سے دستبردار ہو کر کسی دوسرے کے نام منتقل کردے تو شرعا اس میں کوئی حرج نہیں۔

## পার্টনারশিপ ব্যবসায় লাইসেন্সকে মূলধন হিসেবে গণ্য করা

**প্রশ্ন :** ১. আমার নিজস্ব লাইসেন্সের ওষুধ প্রস্তুতের জন্য টাকার সংকটের দরুন মাল উঠাতে পারি না। অন্য লোককে এই লাইসেন্সের অথরাইজ করে দিলে সে মালের অর্ধেক লাভ নেবে, তা জায়েয হবে কি না?

২. আমার ওষুধের ইম্পোর্ট লাইসেন্স ভারত বা পাটনা থেকে মসলাজাত জিনিস আনার জন্য কাউকে অর্ধেক লাভ দিয়ে এরূপ করা জায়েয কি না?

৩. আমার ওষুধের প্রতিষ্ঠানের নামে সরকারি বরাদ্দকৃত জমি থেকে এরূপ ব্যক্তিকে দেওয়া যে খরচাদি দেবে তা জায়েয কি না?

৪. আধুনিক রুচিসম্মত করার প্রচারকল্পে সরকারি সহযোগিতার জন্য ঋণ নেওয়া জায়েজ কি না? যদি সুদের ভিত্তিতে ঋণ নেওয়া হয় তবে কেমন হবে?

**উত্তর :** ১, ২. পার্টনারশিপ ব্যবসায় এক পক্ষের টাকা অপর পক্ষের লাইসেন্স এভাবে ব্যবসা করা শরীয়ত অনুমোদিত নয়। তাই প্রথম ও দ্বিতীয় প্রশ্নে যে সমস্যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার সমাধান এভাবে হতে পারে–কোনো ব্যক্তিকে নিজের পক্ষ থেকে মালামাল উত্তোলনের জন্য উকিল বানাবে। মাল উত্তোলনের পর ওই মাল সে ব্যক্তির নিকট রেওয়ায়েতি মূল্যে বিক্রয় করবে যাতে তারও লাভ হয়। অথবা লাইসেন্সের মালিক কারো নিকট হতে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে টাকা নিয়ে মাল উত্তোলন করবে। বিক্রির পর উভয়ে লভ্যাংশ পূর্ব নির্দিষ্ট হারে ভাগাভাগি করে নেবে।

৩. কোনো নির্দিষ্ট কাজের জন্য বরাদ্দকৃত সরকারি জায়গা অন্যকে পয়সা নিয়ে দেওয়া সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ না হলে শরীয়ত মতে তা অন্যকে দেওয়া যাবে।

৪. সুদের ভিত্তিতে ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়া হারাম। সুদদাতা-গ্রহীতা উভয়ের ওপর আল্লাহর লানত হবে বলে স্পষ্ট হাদীসে উল্লেখ আছে। বর্তমানে বাংলাদেশে

Scanned by CamScanner

কিছুসংখ্যক ব্যাংক অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিনিয়োগ করে থাকে। সম্ভব হলে ওই ধরনের ব্যাংক হতে অর্থ নেওয়া যেতে পারে। (৪/১৯৮/৬৩২)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٥/ ٦٤٥ : المضاربة (هي) لغة مفاعلة من الضرب في الأرض وهو السير فيها وشرعا (عقد شركة في الربح بمال من جانب) رب المال (وعمل من جانب) المضارب.

📖 تكملة فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراتشى) ١/ ٣٦٥ : ويمكن الطريق الشروع فيه أن يجعل حامل الرخصة من يريد شراءها وكيلا له فى استعمالها فإذا وردت البضاعة باعها منه بربح -

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٤٣٢ : (قوله وقالا يملكها بلا إذنه) مما يتفرع على الخلاف ما لو أمر الإمام رجلا أن يعمر أرضا ميتة على أن ينتفع بها، ولا يكون له الملك فأحياها لم يملكها عنده، لأن هذا شرط صحيح عند الإمام، وعندهما يملكها ولا اعتبار لهذا الشرط اهـ ومحل الخلاف: إذا ترك الاستئذان جهلا، أما إذا تركه تهاونا بالإمام كان له أن يستردها زجرا أفاده المكي أي اتفاقا ط، وقول الإمام: هو المختار-

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١١/ ٢٥ (١٥٩٧) : عن عبد الله، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله»، قال: قلت: وكاتبه، وشاهديه؟ قال: «إنما نحدث بما سمعنا» -

📖 السنن الكبرى (دار الحديث) ٥/ ٧٤١ (١٠٩٣٣) : عن فضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا " - موقوف -

## গুডউইল ও ট্রেডমার্কের ক্রয়-বিক্রয়

**প্রশ্ন :** বর্তমান বাজারে গুডউইল এবং ট্রেডমার্কের ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে, এগুলোর ক্রয়-বিক্রয় বৈধ কি না?

**উত্তর :** ফুকাহায়ে কেরামের নীতিমালা হচ্ছে, যুগের পরিবর্তনে অনেক ক্ষেত্রে হুকুমের পরিবর্তন ঘটে, আর গুডউইল এবং ট্রেডমার্কের পর্যায়ভুক্ত। কারণ গুডউইল এবং ট্রেডমার্ক যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিক্রয়যোগ্য পণ্য নয়, কিন্তু বর্তমান বিশ্বে উভয়টি বড় মূল্যবান পণ্য হিসেবে ব্যবসায়ীদের কাছে সুপরিচিত। সমাজে যেসব বস্তু মূল্যবান

Scanned by CamScanner

শরীয়তে সুস্পষ্টভাবে তার ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা না থাকলে এসব বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়কে নাজায়েয বলা যায় না। সুতরাং গুডউইল এবং ট্রেডমার্ক যদি সরকারি নিয়ন্ত্রণে রেজিস্ট্রেশনভুক্ত এবং প্রতারণামুক্ত হয় তবে তার ক্রয়-বিক্রয় জায়েয, অন্যথায় জায়েয হবে না। (১৪/৩৪৯)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٤ / ٥١٨ : وفي الأشباه لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة كحق الشفعة وعلى هذا لا يجوز الاعتياض عن الوظائف بالأوقاف، وفيها في آخر بحث تعارض العرف مع اللغة. المذهب عدم اعتبار العرف الخاص لكن أفتى كثير باعتباره وعليه فيفتى بجواز النزول عن الوظائف بمال.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۳/ ۱۱۹ : نام ایک حق محض ہے جو شرعا متقوم نہیں اور اس کا عوض لینا بھی جائز نہیں کحق الشفعۃ لیکن علامہ شامیؒ نے حموی سے بعض حقوق کے عوض لینے کے جواز کی بعض فروع سے تائید کی ہے۔

📖 بحوث في قضايا فقهية معاصرة (دار القلم) ١/ ١٢٠ : فكذلك الاسم التجاري أو العلامة التجارية أصبحت بعد التسجيل الحكومي ذات قيمة بالغة في عرف التجار، ويصدق عليها أنها تحرز بإحراز شهادتها المكتوبة من قبل الحكومة، وإحراز كل شيء بما يلائمه، ويصدق عليها أيضا أنها تدخر لوقت الحاجة، فالعناصر اللازمة التي تمنح الشيء صفة المالية متوفرة فيها، سوى أنها ليست عينا قائمة بنفسها، فيبدو أنه لا مانع شرعا من أن يسلك بها مسلك الأموال في جواز بيعها وشرائها.

وذلك بشرطين:

الأول: أن يكون الاسم أو العلامة مسجلة عند الحكومة بصفة قانونية، لأن ما ليس بمسجل لا يعد مالا في عرف التجار.

والثاني: أن لا يستلزم هذا البيع الالتباس أو الخديعة في حق المستهلكين، وذلك بأن يقع الإعلان من قبل المشتري أن منتج هذه البضاعة غير المنتج السابق، وإنما يستعمل هذا الاسم أو العلامة بعد شرائهما بنية أنه سيحاول بقدر الإمكان أن يكون إنتاجه بمستوى الإنتاج السابق أو أحسن منه.

وأما بغير هذا الإعلان، فإن انتقال الاسم أو العلامة التجارية إلى منتج آخر سبب اللبس والخديعة للمستهلكين، واللبس والخديعة حرام لا يجوز بحال. والله سبحانه وتعالى أعلم.

Scanned by CamScanner

## কোটা পদ্ধতির ক্রয়-বিক্রয়

**প্রশ্ন :** সরকারের পক্ষ থেকে রপ্তানি করার জন্য একটি কোটা নির্ধারিত থাকে। অমুক কোম্পানি এ পরিমাণ রপ্তানি করতে পারবে। এখন এক ব্যক্তি মালামাল রপ্তানি করতে চায়, কিন্তু তার জন্য কোনো কোটা নির্ধারিত নেই। তখন অনুমতিপ্রাপ্ত অন্য কোম্পানি থেকে কোটা ক্রয় করে মাল পাঠিয়ে দেয়। প্রশ্ন হলো, এভাবে কোটা বিক্রয় করা এবং রপ্তানির জন্য এ রকম কোটা নির্ধারিত করে দেওয়া বৈধ কি না?

**উত্তর :** সরকারের জন্য দেশের স্বার্থে রপ্তানির জন্য কোটা নির্ধারণ করে দেওয়া জায়েয হবে। আর সরকার কর্তৃক কোটার অনুমতিপ্রাপ্ত কোম্পানির জন্য অন্য কোম্পানির কাছে কোটা বিক্রয় করার ওপর নিষেধাজ্ঞা না থাকলে তা জায়েয হবে, অন্যথায় জায়েজ হবে না। (১১/৩৫৭)

📖 فقه البيوع (مكتبة معارف القرآن) ١/ ٢٨١ : فصارت هذه الرخصة فى عرف التجار ذات قيمة كبيرة يسلك بها مسلك الأموال، فلا يبعد أن تلتحق بالأعيان فى جواز بيعها وشراءها- ولكن كل ذلك إنما يتأتى إذا كان القانون يسمح بنقل هذه الرخصة إلى رجل آخر- أما إذا كانت الرخصة باسم رجل مخصوص، أو شركة مخصوصة، ولا يسمح القانون بنقلها إلى رجل آخر أو شركة أخرى، فلا شبهة فى عدم جواز بيعها؛ لأن بيعه حينئذ يؤدى إلى الكذب والخديعة -

📖 جدید فقہی مسائل ۳۳۸/۲ : تجارتی لائسنس وغیرہ جو کئے قسم کے ہوسکتے ہیں ایک وہ جو عمومی نوعیت کا ہو اور قانونا کوئی بھی شخص اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہو اس کو فروخت کرنا درست ہونا چاہئے دوسری صورت یہ ہے کہ لائسنس کسی شخص معین ہی سے تعلق ہو اور قانونا وہی اس سے فائدہ استفادہ کر سکتا ہے ایسی صورت میں کسی دوسرے کو لائسنس منتقل کرنے کا وہ مجاز نہ ہوگا اور لائسنس کی خرید فروخت نہ ہوگی کہ اس میں دھوکہ اور غرر ہے۔

## বিনিময় নিয়ে সরকারি বিশেষ ছাড়পত্রের ক্রয়-বিক্রয়

**প্রশ্ন :** আমি একজন সংসদ সদস্য। আমার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে একটি গাড়ি বরাদ্দ করা হয়েছে ২০ লক্ষ টাকায়, যে গাড়িটির ট্যাক্সসহ আসল মূল্য প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা। সাধারণ লোকের নিকট এই মূল্যেই বিক্রি করা হয়। কিন্তু আমি সংসদ সদস্য হওয়ায় আমার নিকট ২০ লক্ষ টাকায় বিক্রি করা হয়েছে এবং গাড়ির কাগজপত্র আমাকে হস্তান্তর করা হয়েছে। কিন্তু আমার নিকট টাকা না থাকায় গাড়িটি নিতে পারছি

Scanned by CamScanner

না। তাই আমি ওই কাগজটি গাড়ি বিক্রেতা বা ডিলারের নিকট ৩০ লক্ষ টাকায় বিক্রি করে দিই এবং ডিলার আবার অন্য লোকের কাছে ৪০ লক্ষ টাকায় বিক্রি করে।

এখন আমার প্রশ্ন হলো, আমি যে উক্ত কাগজটি ১০ লক্ষ টাকা লাভ নিয়ে ৩০ লক্ষ টাকা বিক্রি করলাম, এটা কি আমার জন্য বৈধ হয়েছে? এবং যদি গাড়িটিতে কোনো ত্রুটি দেখা দেয় তাহলে কার নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ নেওয়া হবে?

**উত্তর :** সরকারের পক্ষ থেকে সংসদ সদস্যদের জন্য গাড়ি কেনার ব্যাপারে যে ছাড় দেওয়া হয় তা বিনিময় নিয়ে হস্তান্তর করার সরকারি অনুমতি থাকলে প্রশ্নে উল্লিখিত পদ্ধতিতে ১০ লক্ষ টাকা লাভ নিয়ে অন্যকে দেওয়া সংসদ সদস্যের জন্য জায়েয হবে। গাড়ি হস্তান্তর করতে গিয়ে কোনো প্রকারের মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া জায়েয হবে না। এভাবে দ্বিতীয় পক্ষ গাড়ি উদ্ধারের পর তৃতীয় পক্ষকে ১০ লক্ষ টাকা লাভে বিক্রি করা সহীহ হবে। শুধু কাগজ হস্তান্তর করে ১০ লক্ষ টাকা লাভ করা দ্বিতীয় পক্ষের জন্য সহীহ হবে না।

গাড়িতে ত্রুটি দেখা দিলে ওই ত্রুটি প্রথম বিক্রির সময় ছিল বলে প্রমাণিত হলে প্রথম ক্রেতা বিক্রেতার নিকট থেকে ক্ষতিপূরণের দাবি করতে পারবে। (১০/৩১৯/৩০৪২)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٥١٨ : وفي الأشباه لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة كحق الشفعة وعلى هذا لا يجوز الاعتياض عن الوظائف بالأوقاف، وفيها في آخر بحث تعارض العرف مع اللغة. المذهب عدم اعتبار العرف الخاص لكن أفتى كثير باعتباره وعليه فيفتى بجواز النزول عن الوظائف بمال.

📖 البحر الرائق (سعيد) ٦ / ٤٨ : وحاصل ما إذا نقص المبيع أنه لا يخلو إما أن يكون في يد البائع أو يد المشتري فإن كان الأول فعلى خمسة أوجه بفعل البائع أو بفعل المشتري أو أجنبي أو المعقود عليه أو بآفة سماوية فإن بفعل البائع خير المشتري وجد به عيبا أو لا إن شاء تركه وإن شاء أخذه وطرح من الثمن حصة النقصان.

📖 بحوث في قضايا فقهية معاصرة (دار القلم) ١/ ١٣ : وللبائع أن يبيع بضاعته بما شاء من ثمن، ولا يجب عليه أن يبيعها بسعر السوق دائما، وللتجار ملاحظ مختلفة في تعيين الأثمان وتقديرها فربما تختلف أثمان البضاعة الواحدة باختلاف الأحوال، ولا يمنع الشرع من أن يبيع المرء سلعته بثمن في حالة، وبثمن آخر في حالة أخرى.

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٤٦٠ : وفي شرح الجواهر: تجب إطاعته فيما أباحه الشرع، وهو ما يعود نفعه على العامة.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد) ٦/ ٦٣ : چونکہ حامل لائسنس کو یہ حق اصالۃ ثابت ہے تو اگر وہ عوض لیکر اپنے حق سے دستبردار ہو کر کسی دوسرے کے نام منتقل کردے تو شرعا اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ فقہاء نے تصریح فرمائی ہے کہ مال کے بدلے اپنے وظائف اور حقوق سے دستبرداری شرعا مرخص ہے، البتہ اگر لائسنس کی مخصوص فرد یا مخصوص کمپنی کا ہو جس کی کسی دوسرے فرمایا کمپنی کو انتقال کی کی بالکل اجازت نہیں ہو تو چونکہ ایسے لائسنس کو کسی دوسرے کے نام منتقل کرنے کی صورت میں جھوٹ دھوکہ اور فریب لازم آتا ہے لہذا یہ بیع ناجائز ہو گیا۔

## বিনিময় নিয়ে রেশন কার্ড অন্যকে ভোগ করতে দেওয়া

**প্রশ্ন :** সরকার সেনাবাহিনীর সদস্যদের যে রেশন কার্ড দিয়ে থাকে, ওই কার্ড দ্বারা অল্প দামে চাল, চিনি, তেল ক্রয় করেন, তথা ৫০০ টাকায় যে পণ্য ক্রয় করেন তা খোলা বাজারে প্রায় ১৫০০ টাকা মূল্য হয়।

প্রশ্ন হলো, রেশন কার্ডের মালিককে আনুমানিক ১৫০০০ টাকার সিকিউরিটি দিয়ে কার্ডটি বছরে ৫০০-৬০০ টাকার বিনিময়ে ভোগ করা বৈধ কি না? না হলে বৈধ হওয়ার কোনো উপায় আছে কি না?
উল্লেখ্য, সিকিউরিটিকৃত টাকা থেকে ভোগ করা বাবদ মালিক বছরে ৫০০-৬০০ টাকা কর্তন করেন এবং অবশিষ্ট টাকা ফেরত দিয়ে দেন। আলোচনা সাপেক্ষে কার্ড ভোগ করার সময়সীমা কমবেশি করা হয়ে থাকে।

**উত্তর :** শরীয়তের দৃষ্টিতে দ্রব্যাদির ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হওয়ার জন্য উক্ত দ্রব্য বিক্রেতার নিয়ন্ত্রণে থাকা শর্ত। প্রশ্নে বর্ণিত রেশন কার্ড বিক্রি করার অর্থ হলো, রেশন কার্ডের মাধ্যমে পাওয়া মালামাল বিক্রি করা। যেহেতু কার্ড বিক্রির সময় উক্ত মালামাল বিক্রেতার নিয়ন্ত্রণে থাকে না তাই রেশন কার্ড বিক্রি করা জায়েয হবে না। পক্ষান্তরে মালামাল উত্তোলনের পর কমবেশি যেকোনো মূল্যে বিক্রি করা জায়েয হবে। (১১/১৪৬/৩৪৬৬)

📖 صحيح مسلم (دار الغ الجديد) ١٠/ ١٤٨ (١٥٢٨) : عن أبي هريرة، أنه قال لمروان: أحللت بيع الربا، فقال مروان: ما فعلت؟ فقال أبو هريرة: «أحللت بيع الصكاك، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن

Scanned by CamScanner

بيع الطعام حتى يستوفى»، قال: فخطب مروان الناس، «فنهى عن بيعها»، قال سليمان: فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس.

📖 الدر المختار مع الرد (ايج ايم سعيد) ٤ / ٥١٦ – ٥١٧ : بيع البراءات التي يكتبها الديوان على العمال لا يصح بخلاف بيع حظوظ الأئمة، لأن مال الوقف قائم ثمة ولا كذلك هنا أشباه وقنية. ومفاده: أنه يجوز للمستحق بيع خبزه قبل قبضه من المشرف بخلاف الجندي بحر وتعقبه في النهر، وأفتى المصنف ببطلان بيع الجامكية، لما في الأشباه بيع الدين إنما يجوز من المديون-

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٤ / ٥١٦ : (قوله: بيع البراءات) جمع براءة وهي الأوراق التي يكتبها كتاب الديوان على العاملين على البلاد بحظ كعطاء أو على الأكارين بقدر ما عليهم وسميت براءة؛ لأنه يبرأ بدفع ما فيها ط.

📖 فتاوى محمودیه (زکریا) ۱۲ / ۳۴۰ : راشن کارڈ کے ذریعہ سے خرید کر آدمی مالک ہو جاتا ہے مالک کو اپنی چیز فروخت کرنے کا حق ہے جس قیمت پر چاہے فروخت کرے، لیکن اس کا لحاظ بھی ضروری ہے کہ اگر یہ خلاف قانون ہے تو پھر عزت اور مال کا خطرہ ہے نفع کی خاطر عزت اور مال کو خطرہ میں ڈالنا دانشمندی کی بات نہیں، فقط۔

## টিকিট কিনে যাত্রীদের কাছে বেশি দামে বিক্রি করা

**প্রশ্ন :** কিছুসংখ্যক লোক যানবাহনের টিকিট কাউন্টার থেকে ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয় করে নেয়। কাউন্টারে টিকিট শেষ হওয়ার পর যানবাহন ছাড়ার পূর্বমুহূর্তে টিকিট লিখিত ও নির্ধারিত ভাড়ার চেয়ে বেশি টাকায় বিক্রি করে। অন্যদিকে কেউ যদি পূর্বে ক্রয়কৃত টিকিট ফেরত দেয় তখন তার পূর্ণ টাকা দেওয়া হয় না। কর্তৃপক্ষ ঘোষিত নিয়মাবলি অনুসারে টাকা কর্তন করা হয়। প্রশ্ন হলো, শরীয়তের দৃষ্টিতে উক্ত পদ্ধতিতে টিকিট ব্যবসা বৈধ না অবৈধ?

**উত্তর :** যে সমস্ত যানবাহনের টিকিট নির্দিষ্ট যাত্রীর সাথে সম্পৃক্ত করে বিক্রি করা হয়; যথা–বিমান ভ্রমণের টিকিট, সে ক্ষেত্রে তা অপরের নিকট বিক্রি করা বৈধ নয়। আর যেসব টিকিট ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত নয় বা ব্যক্তির নাম উল্লেখ থাকলেও কর্তৃপক্ষের নিকট তা সে ব্যক্তির সাথে নির্দিষ্ট বা বরাদ্দ বলে মনে করা হয় না। যেমন–ট্রেন ও বাসের টিকিট। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে অন্যের নিকট নির্ধারিত ভাড়ার বেশি বিক্রি

Scanned by CamScanner

করা যাবে। পক্ষান্তরে প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে টিকিট বিক্রয় সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হওয়ায় তা বৈধ নয়। তবে ক্রয়কৃত টিকিট ফেরত দিলে কর্তৃপক্ষ ঘোষিত নিয়মানুযায়ী টাকা কর্তন করতে পারবে। তাই প্রশ্নোল্লিখিত যানবাহন বাস-ট্রেন টিকিটের ব্যবসায় নির্ধারিত ভাড়ার বেশি নিতে পারবে। তবে ভারসাম্য রক্ষা ও সহজ পন্থায় জনগণের হাতে পৌছিয়ে দেওয়ার নিয়্যাত হলে সাওয়াবও পাবে। আর প্রচুর টিকিট সিন্ডিকেট করে রাখা যাতে জনসাধারণের হয়রানি হয় এবং অধিক মূল্য দিয়ে টিকিট নিতে বাধ্য হয়, তাতে গোনাহ হবে। (৮/২৬৩/২০৩৮)

📖 تكملة فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراتشى) ١/ ٣٦٤ : وأما إذا كانت الإجازة غير مخصوصة باسم رجل فينبغى أن يجوز بيع ورقة الإجازة مثل طوابع البريد، فإنها لا تكون لرجل مخصوص، وهى فى الحقيقة عبارة عن استيجار البريد لإرسال الرسائل أو غيرها من الأشياء، فلو اشتراها رجل من مكتب البريد ثم باعها إلى آخر فلا وجه للمنع فيه، وينبغى أن يجوز فيه الاسترباح أيضا، إما لأن الطوابع عين قائمة، وإما لأنها حقوق فى ضمن الأعيان، ففارقت الحقوق المجردة، وإما لأن الربح الذى يحصل لبائعه أجرة ما عمل فى الحصول على الطوابع فأشبهت أجرة السمسار - وكذلك حكم التذاكر التى لا تكون باسم مخصوص بل تكون إجازتها مفتوحة لكل من يحملها -

📖 بحوث في قضايا فقهية معاصرة (دار القلم) ١/ ١٠٣ : فخلاصة الحكم في بيع حق الأسبقية أنه وإن كان بعض الفقهاء يجوزون هذا البيع، ولكن معظمهم على عدم جوازه، ولكن يجوز عندهم النزول عنه بمال على وجه الصلح والله سبحانه أعلم.

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥ / ١٢٩ : ثم الاحتكار يجري في كل ما يضر بالعامة عند أبي يوسف - رحمه الله - قوتا كان أو لا وعند محمد - رحمه الله - لا يجري الاحتكار إلا في قوت الناس وعلف الدواب من الحنطة والشعير والتبن والقت. (وجه) قول محمد - رحمه الله - أن الضرر في الأعم الأغلب إنما يلحق العامة بحبس القوت والعلف فلا يتحقق الاحتكار إلا به (وجه) قول أبي يوسف - رحمه الله - إن الكراهة لمكان الإضرار بالعامة وهذا لا يختص بالقوت والعلف (وأما) حكم الاحتكار فنقول يتعلق بالاحتكار أحكام (منها) الحرمة لما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «المحتكر ملعون والجالب مرزوق».

Scanned by CamScanner

## গাড়ির টিকিট ও রিচার্জ কার্ড বেশি দামে বিক্রি করার হুকুম

**প্রশ্ন :** আমার জানা মতে, কোনো জিনিস পাইকারি দামে ক্রয় করার পর বেশি দামে বিক্রি করা জায়েয। সুতরাং কেউ যদি মোবাইল পাইকারি দামে ক্রয় করে বেশি দামে বিক্রি করে সেটাও জায়েয হবে। কিন্তু নির্ভরযোগ্যসূত্রে জানতে পারলাম যে মোবাইল কার্ড বেশি দামে বিক্রি করা নাজায়েয। যেভাবে গাড়ির টিকিট ক্রয় করে তা আবার বেশি দামে বিক্রি করা নাজায়েয। প্রশ্ন হলো, বাস্তবে কি তাই? রেলগাড়ি বা যেকোনো গাড়ির টিকিট ক্রয় করার পর বেশি দামে বিক্রি করা কি জায়েয?

**উত্তর :** প্রিপেইড কার্ড বা গাড়ির টিকিট যদি কোনো ব্যক্তিবিশেষের জন্য নির্দিষ্ট না হয়, বরং যে কেউ তা গ্রহণ করে তা থেকে উপকৃত হওয়ার অনুমতি থাকে এবং ক্রয়মূল্যের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি করার অনুমতি থাকে, তাহলে বেশি দামে বিক্রি করা জায়েয হবে, অন্যথায় নয়। (১৩/৯০৫)

📖 تكملة فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراتشى) ١/ ٣٦٤ : وأما إذا كانت الإجازة غير مخصوصة باسم رجل فينبغى أن يجوز بيع ورقة الإجازة مثل طوابع البريد، فإنها لا تكون لرجل مخصوص، وهى فى الحقيقة عبارة عن استيجار البريد لإرسال الرسائل أو غيرها من الأشياء، فلو اشتراها رجل من مكتب البريد ثم باعها إلى شخص فلا وجه للمنع فيه، وينبغى أن يجوز فيه الاسترباح أيضا، إما لأن الطوابع عين قائمة، وإما لأنها حقوق منه ضمن الأعيان، ففارقت الحقوق المجردة، وإما لأن الربح الذى يحصل لبائعه أجرة ما عمل فى الحصول على الطوابع فأشبهت أجرة السمسار - وكذلك حكم التذاكر التى لا تكون باسم مخصوص بل تكون إجازتها مفتوحة لكل من تحملها -

## কর্তনের শর্তে বিক্রীত টিকিট ফেরত দেওয়া

**প্রশ্ন :** টিকিট কর্তৃপক্ষের পূর্বঘোষিত নিয়মাবলি অনুসারে কিছু টাকা কর্তন করে বিক্রীত টিকিট ফেরত দেওয়া বৈধ, না অবৈধ?

**উত্তর :** ক্রয়কৃত মাল ফেরত দিয়ে টাকা পাওয়া না পাওয়ার ব্যাপারে কোনো নীতিমালা থাকলে তা অনুসরণ করবে যদি নীতিমালা শরীয়তবিরোধী না হয়। আর নীতিমালা না থাকলে পক্ষদ্বয়ের সম্মতিভিত্তিক বিধান হবে। (৮/২৬৩/২০৩৮)

Scanned by CamScanner

📖 سنن الترمذي (دار الحديث) ٣/ ٤٠٩ (١٣٥٢) : عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا، أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حراما».

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٥/ ١٢٥ : (و) الثاني (تصح بمثل الثمن الأول وبالسكوت عنه) ويرد مثل المشروط ولو المقبوض أجود أو أردأ.

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/ ١٢٥ : (قوله: وبالسكوت عنه) المراد أن الواجب هو الثمن الأول سواء سماه أو لا، قال في الفتح: والأصل في لزوم الثمن، أن الإقالة فسخ في حق المتعاقدين، وحقيقة الفسخ ليس إلا رفع الأول كأن لم يكن فيثبت الحال الأول، وثبوته برجوع عين الثمن إلى مالكه كأن لم يدخل في الوجود غيره وهذا يستلزم تعين الأول، ونفي غيره من الزيادة والنقص وخلاف الجنس اهـ (قوله: ويرد مثل المشروط إلخ) ذكر هذا هنا غير مناسب؛ لأنه ليس من فروع كونها فسخا بل من فروع كونها بيعا.

## বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানির সরবরাহ ক্রয়-বিক্রয়ের শামিল

**প্রশ্ন :** বর্তমান প্রচলিত বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানির সরবরাহ ক্রয়-বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত, নাকি ইজারার?

**উত্তর :** এগুলো সব ক্রয়-বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত। (১২/৭৭৭/৫০২১)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٥٠١ : (قوله: مالا أو لا) إلخ، المراد بالمال ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة، والمالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم، والتقوم يثبت بها وبإباحة الانتفاع به شرعا.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد) ٦ / ١٠٩ : چونکہ مبیع کا عین ہونا ضروری نہیں اس لئے اگر کوئی چیز عین نہ ہو مگر عرفا وہ مال سمجھی جاتی ہو تو اس کی بیع جائز ہے لہذا بجلی اگرچہ عین نہیں لیکن اس کی بیع وشراء جائز ہے اس لئے کہ اس قسم کی اشیاء مالیت میں داخل ہیں۔

Scanned by CamScanner

## লাইনে দাঁড়ানোর অধিকারের ক্রয়-বিক্রয়

**প্রশ্ন :** পাসপোর্ট অফিসে পাসপোর্ট ফরম জমা দেওয়ার সময় বেশ লম্বা লাইন ধরতে হয়। দীর্ঘ লাইনের কারণে এক দিনেও ফরম জমা দেওয়া সম্ভব হয় না। তাই এহেন অবস্থাকে কাজে লাগিয়ে কিছুসংখ্যক দালাল প্রত্যহ আগে আগে এসেই লাইন ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। তারা ফরম জমা দেওয়ার জন্য লাইন ধরে না, বরং তারা লাইনের স্থানগুলোকে পিছের লোক বা অন্য লোকের নিকট ১০০-২০০ টাকায় বিক্রি করে দেয়। প্রশ্ন হলো, বিক্রির উদ্দেশ্যে লাইন ধরা জায়েয হবে কি না? এ ধরনের লাইন ক্রয়-বিক্রয় করা শরীয়তের দৃষ্টিতে কতটুকু বৈধ?

**উত্তর :** প্রশ্নে বর্ণিত ব্যবসা নির্দিষ্ট লোকের পক্ষ হতে আজির বা শ্রমিক হলে পারিশ্রমিক নেওয়া দেওয়া বৈধ হবে। অনির্ধারিত হলে এটা অবৈধ বেচাকেনার অন্তর্ভুক্ত হয়ে নাজায়েয হবে। (১২/৮৬)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٦ / ٥١٨ : وفي الأشباه لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة.

📖 تحفة الفقهاء ١ / ٣٥٧ : المستأجر إذا كان مجهولا أو الأجر مجهولا أو العمل أو المدة فالإجارة فاسدة.

📖 الفقه الإسلامى وأدلته (دار الفكر) ٤ / ٥٦١ : الإجارة على الأعمال: هي التي تعقد على عمل معلوم كبناء وخياطة قميص وحمل إلى موضع معين وصباغة ثوب وإصلاح حذاء ونحوه.

Scanned by CamScanner

# باب الصرف والأوراق والسندات
# পরিচ্ছেদ : মুদ্রা ও আর্থিক পেপার

## সোনা-রুপার বাকিতে বেচাকেনা

**প্রশ্ন :** আমি একটি স্বর্ণকারের দোকান থেকে এক তোলা স্বর্ণ ও দুই তোলা রুপা মূল্যের অর্ধেক নগদ ও অর্ধেক বাকিতে খরিদ করে অলংকার বানিয়েছি। আমার দেবর মাওলানা সাহেব বলছেন, স্বর্ণ ও রুপা নগদ মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয; কিন্তু বাকিতে জায়েয নেই। জানার বিষয় হচ্ছে, আসলেই কি আমার লেনদেন অবৈধ ও সুদি লেনদেনের শামিল হয়েছে?

**উত্তর :** শরীয়তের দৃষ্টিতে স্বর্ণ-রুপা যদি কোনো মুদ্রার বিনিময়ে বেচাকেনা করা হয় তবে বাকি বা নগদ–উভয় ধরনের লেনদেন বৈধ। তাই আপনার লেনদেনটি শরীয়তসম্মত হয়েছে। (১৭/৯৬৪)

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/١٨٠ : سئل الحانوتي عن بيع الذهب بالفلوس نسيئة. فأجاب: بأنه يجوز إذا قبض أحد البدلين لما في البزازية لو اشترى مائة فلس بدرهم يكفي التقابض من أحد الجانبين.

📖 بحوث فى قضايا فقهية معاصرة (دار القلم) ١/١٤٥ : و لكن هناك رأيا آخر، وذلك أن هذه الأوراق قد أصبحت اليوم أثمانا عرفية بنفسها فدفعها دفع للمال أو للثمن وليس حوالة للدين فتتأدى بأدائها الزكاة ويجوز شراء الذهب والفضة .

📖 فتاوى حقانيه ٦/ ١٢٤ : الجواب۔ اگر سونے کی تجارت اس طریقہ سے ہو کہ سونا نقد ہو اور روپیہ ادھار جیسا کہ سوال میں ہے تو پھر یہ تجارت جائز ہے اس لئے کہ یہ دونوں مختلف الاجناس اشیاء ہیں اور اگ دونوں ادھار پر ہو تو پھر ناجائز ہے۔

## ফরেন কারেন্সির ব্যবসা

**প্রশ্ন :** বিদেশি মুদ্রা; যেমন–ডলার, রিয়াল ইত্যাদি তার মানের চেয়ে অল্প মূল্যে ক্রয় করে বেশি মূল্যে বিক্রয় করা বৈধ হবে কি না?

Scanned by CamScanner

**উত্তর :** বিদেশি মুদ্রা তার মানের চেয়ে কম মূল্যে খরিদ করে বেশি মূল্যে বিক্রয় করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয। তবে সরকারিভাবে নিষিদ্ধ হলে এ ধরনের ব্যবসায় মান-সম্মান ও মালের ক্ষতির আশঙ্কা থাকায় তা পরিহারযোগ্য। (৭/৪৩৮/১৬৬২)

📖 بحوث في قضايا فقهية معاصرة (دار القلم) ١/ ١٦٩-١٦٨ : فتبين أن عملات الدول المختلفة أجناس مختلفة، ولذلك تختلف أسماؤها وموازينها ووحداتها المنشعبة منها. ولما كانت عملات الدول أجناسا مختلفة جاز بيعها بالتفاضل بالإجماع، أما عند الشافعي رحمه الله فلأنه يجوز بيع الفلس بالفلسين في عملة واحدة، ففي العملات المختلفة أولى، وهو رأي في مذهب الحنابلة كما قدمنا، وأما عند مالك رحمه الله فلأنه يجعل هذه العملات من الأموال الربوية فإذا اختلفت أجناسها جاز التفاضل، وأما عند أبي حنيفة وأصحابه فلأن تحريم بيع الفلس بالفلسين مبني عندهم على كون الفلوس أمثالا متساوية قطعا، فيبقى عند التفاضل فضل خال عن العوض، ولكن عملات البلاد المختلفة لما كانت أجناسا مختلفة، لم تكن أمثالا متساوية، فلا يتصور الفضل الخالي عن العوض. فيجوز إذن أن يباع الريال السعودي مثلا بعدد أكثر من الربيات الباكستانية.

ثم إن أسعار هذه العملات بالنسبة إلى العملات الأخرى، ربما تعين من قبل الحكومات، فهل يجوز بيعها بأقل أو أكثر من ذلك السعر المحدد؟ والجواب عندي أن البيع بخلاف هذا السعر الرسمي لا يعتبر ربا؛ لما قدمنا من أنها أجناس مختلفة، ولكن تجري عليه أحكام التسعير، فمن جوز التسعير في العروض، جاز عنده هذا التعسير أيضا، ولا ينبغي مخالفة هذا السعر، إما لأن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية واجب، وإما لأن كل من يسكن دولة فإنه يلتزم قولا أو عملا بأنه يتبع قوانينها، وحينئذ يجب عليه اتباع أحكامها، مادامت تلك القوانين لا تجبر على معصبة دينية.

## মানিচেঞ্জার ব্যবসার হুকুম

**প্রশ্ন :** মানিচেঞ্জার ব্যবসা, অর্থাৎ এক দেশের মুদ্রাকে অন্য দেশের মুদ্রা দ্বারা কিছু কমবেশির সাথে পরিবর্তন করা, এমনিভাবে দেশি মুদ্রাকে দেশি মুদ্রার বিনিময়ে পরিবর্তনের শরয়ী হুকুম কী?

Scanned by CamScanner

**উত্তর :** শরীয়তের দৃষ্টিতে একই প্রকারের দুটি জিনিসকে কমবেশিতে ক্রয়-বিক্রয় করলে সুদ হয়ে যায় বিধায় তা নিষিদ্ধ। তবে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের দুটি জিনিস কমবেশিতে ক্রয়-বিক্রয় সুদের অন্তর্ভুক্ত হয় না বিধায় বৈধ। প্রশ্নোল্লিখিত এক দেশের মুদ্রা ভিন্ন দেশের মুদ্রার সাথে প্রকার ভিন্ন হওয়ার কারণে কমবেশিতে ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয আছে যদি কমপক্ষে কোনো এক পক্ষ মুদ্রার ওপর কবজা করে থাকে, অন্যথায় তা অবৈধ। পক্ষান্তরে দেশি মুদ্রা একই প্রকারের হওয়ার কারণে পরস্পর কমবেশিতে ক্রয়-বিক্রয় শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষেধ। অতিরিক্তটা সুদ হিসেবে গণ্য হবে। (১৭/৩৩৯)

📖 سنن الترمذي (دار الحديث) ٣/ ٣٥٠ (١٢٤٠) : عن عبادة بن الصامت، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل، والتمر بالتمر مثلا بمثل، والبر بالبر مثلا بمثل، والملح بالملح مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد» -

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٥/ ١٧١- ١٧٢ : (وعلته) أي علة تحريم الزيادة (القدر) المعهود بكيل أو وزن (مع الجنس فإن وجدا حرم الفضل) أي الزيادة (والنساء) بالمد التأخير فلم يجز بيع قفيز بر بقفيز منه متساويا وأحدهما نساء (وإن عدما) بكسر الدال من باب علم ابن مالك (حلا) كهروي بمرويين لعدم العلة فبقي على أصل الإباحة (وإن وجد أحدهما) أي القدر وحده أو الجنس (حل الفضل وحرم النساء) ولو مع التساوي، حتى لو باع عبدا بعبد إلى أجل لم يجز لوجود الجنسية.

📖 بحوث فى قضايا فقهية معاصرة (دار القلم) ١/ ١٦٣ : المبادلة بين الأوراق الأهلية: قدمنا أن النقود الورقية في حكم الفلوس سواء بسواء، فتجري على مبادلتها أحكام بيع الفلوس بعضها ببعض. فلو بيعت هذه الأوراق على التساوي، بأن تكون قيمة البدلين متساوية، فهذا جائز بالإجماع، بشرط أن يتحقق قبض أحد البدلين في المجلس قبل أن يتفرق المتبايعان، فإن تفرقا ولم يقبض أحد شيئا، فسد العقد عند الحنفية وبعض المالكية؛ لأن الفلوس لا تتعين بالتعيين عندهم، وإنما تتعين بالقبض، فصارت دينا على كل أحد، والافتراق عن دين بدين لا يجوز.

Scanned by CamScanner

وأما بيعها على التفاضل بأن تكون قيمة أحد البدلين أكثر من الآخر، كبيع الربية بالربيتين، والريال بالريالين، والدولار بالدولارين، فتجري فيه أحكام الفلوس بالتفاضل، وفيه خلاف مشهور للفقهاء.

📖 بحوث فى قضايا فقهية معاصرة (دار القلم) ١/ ١٦٧– ١٦٨ : مبادلة عملات الدول المختلفة: ثم الذي يظهر أن عملة الدولة الواحدة الرمزية كلها جنس واحد، وعملات الدول المختلفة أجناس مختلفة؛ وذلك لأن العملة اليوم لا يقصد بها مادتها، وإنما هي عبارة عن عيار مخصوص لقوة الشراء، وإن ذلك العيار يختلف باختلاف البلاد، كالربية في باكستان والريال في المملكة السعودية والدولار في أمريكا، وما إلى ذلك، وأن عيار كل دولة ينبني على قائمة أسعارها، وقدر إيرادها وإصدارها، وليس هناك شيء مادي ينبئ عن نسبة ثابتة بين هذه العيارات، وإنما تختلف هذه النسبة كل يوم، بل كل ساعة، بناء على تغير الظروف الاقتصادية في شتى البلاد، ولذلك لا يوجد بين عملات البلاد المختلفة علاقة ثابتة تجعل هذه العملات جنسا واحدا، بخلاف عملة الدولة الواحدة، فإن أنواعها المختلفة مرتبطة بينها بنسبة ثابتة لا تتغير، كالربية والبيسة في باكستان، بينهما نسبة الواحد والمائة، وأنها نسبة ثابتة لا تتأثر بتغير أسعار الربية. وأما الربية الباكستانية والريال السعودي، فليس بينهما نسبة ثابتة، بل إنها تتغير كل حين بتغير أسعار هذا أو ذاك.

فتبين أن عملات الدول المختلفة أجناس مختلفة، ولذلك تختلف أسماؤها وموازينها ووحداتها المنشعبة منها. ولما كانت عملات الدول أجناسا مختلفة جاز بيعها بالتفاضل بالإجماع .

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٧/ ٧٠ : (ملکی کرنسی نوٹوں کا آپس میں تبادلہ) جیساکہ پیچھے بیان کیا گیا کہ عام معاملات میں کرنسی نوٹ کا حکم بعینہ سکوں کی طرح ہے جس طرح سکوں کا آپس میں تبادلہ برابر سرابر کرکے جائز ہے۔ اسی طرح ایک ہی ملک کے کرنسی نوٹوں کا تبادلہ برابر سرابر کرکے بالاتفاق جائز ہے بشرطیکہ مجلس عقد میں فریقین میں سے کوئی ایک بدلہ میں سے ایک پر قبضہ کرلے، لہذا اگر تبادلہ کرنے والے دو شخصوں میں سے کسے ایک نے بھی مجلس عقد میں نوٹوں پر قبضہ نہیں کیا حتی کہ وہ دونوں جدا ہوگئے تو اس صورت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بعض مالکیہ کے نزدیک یہ عقد فاسد ہو جائیگا۔

Scanned by CamScanner

## এক টাকার কয়েন অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রি করা

**প্রশ্ন :** বর্তমানে বাংলাদেশে এক টাকার মুদ্রা (লাল রঙের) এক টাকার চেয়ে বেশি মূল্যে বিক্রি হচ্ছে, অথচ বাংলাদেশ সরকার এটার অবৈধতার ঘোষণা করছে এবং এই ব্যবসার সাথে জড়িত কয়েকজনকে গ্রেফতারও করেছে। জানার বিষয় হলো, এক টাকার মুদ্রাকে এক টাকার চেয়ে অধিক মূল্যে বিক্রি করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ কি না?

**উত্তর :** শরীয়তের দৃষ্টিতে একই দেশের মুদ্রাকে হোক তা কয়েন রূপে বা নোটেরই বিনিময়। কমবেশি করে বিক্রয় করা সুদের অন্তর্ভুক্ত বিধায় তা হারাম বলে বিবেচিত। প্রশ্নে বর্ণিত এক টাকার লাল রঙের এক টাকা কমবেশি করে ক্রয়-বিক্রয় করা বৈধ হবে না। বরং অতিরিক্ত টাকা সুদ হিসেবে গণ্য হওয়ায় হারাম হবে। (১৭/৬৫৬)

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/١٧٥ : (قوله وفلس بفلسين) هذا عندهما وقال محمد: لا يجوز، ومبنى الخلاف على أن الفلوس الرائجة أثمان، والأثمان لا تتعين بالتعيين، فصار عنده كبيع درهم بدرهمين .

📖 بحوث فى قضايا فقهية معاصرة (دار القلم) ١/ ١٦٣- ١٦٦ : المبادلة بين الأوراق الأهلية: قدمنا أن النقود الورقية في حكم الفلوس سواء بسواء، فتجري على مبادلتها أحكام بيع الفلوس بعضها ببعض. فلو بيعت هذه الأوراق على التساوي، بأن تكون قيمة البدلين متساوية، فهذا جائز بالإجماع، بشرط أن يتحقق قبض أحد البدلين في المجلس قبل أن يتفرق المتبايعان، فإن تفرقا ولم يقبض أحد شيئا، فسد العقد عند الحنفية وبعض المالكية؛ لأن الفلوس لا تتعين بالتعيين عندهم، وإنما تتعين بالقبض، فصارت دينا على كل أحد، والافتراق عن دين بدين لا يجوز.

وأما بيعها على التفاضل بأن تكون قيمة أحد البدلين أكثر من الآخر، كبيع الربية بالربيتين، والريال بالريالين، والدولار بالدولارين، فتجري فيه أحكام الفلوس بالتفاضل، وفيه خلاف مشهور للفقهاء. وذلك أن بيع الفلس بالفلسين حرام مطلقا، وهو من الربا المحرم شرعا عند الإمام مالك بن أنس، ومحمد بن الحسن الشيباني من الحنفية، وهو أشهر الوجهين عند الحنابلة، وبه يقول الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف، إذا كان البدلان غير متعينين.

فأما الإمام مالك بن أنس رحمه الله، فلأنه يعتبر الثمنية علة لتحريم التفاضل والنسيئة، سواء كانت الثمنية جوهرية، كما في الذهب

Scanned by CamScanner

والفضة، أو عرفية مصطلحة، كما في الفلوس، فلا يجوز التفاضل والنسيئة في مبادلتها بجنسها. ... ... ...

الرأي الراجح في هذا الباب: كان اختلاف الفقهاء هذا في زمن يسود فيه الذهب والفضة كعيار للأثمان، وتتداول فيه النقود الذهبية والفضية بكل حرية، ولا تستعمل الفلوس إلا في مبادلات بسيطة.

وأما الآن فقد فقدت النقود المعدنية من الذهب والفضة، ولا يوجد اليوم منها شيء في العالم كله، واحتلت النقود الرمزية محلها في سائر المعاملات كما بينا في بداية هذه المقالة.

فيجب الآن - فيما أرى - أن يختار قول الإمام مالك أو الإمام محمد رحمهما الله تعالى في مسألة بيع النقود الرمزية بعضها ببعض؛ وذلك لأنه لو وقع الحكم اليوم بمذهب الإمام الشافعي، أو الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله، لانفتح باب الربا على مصراعيه، وصارت كل معاملة ربوية حلالا تحت هذا الستار، فإن المقرض أن أراد الربا باع نقوده الرمزية من الآخر بنقود رمزية أكثر من قيمة ما دفعه. والذي يغلب على الظن أن هؤلاء الفقهاء لو كانوا أحياء في هذا الزمان، وشاهدوا من تغير أحوال النقود ما نشاهده، لأفتوا بحرمة الفلس بالفلسين، وقد رأينا ذلك فعلا من بعض الفقهاء المتقدمين، إذ حرم مشايخ ما وراء النهر التفاضل في العدالي والغطارفة، وهي النقود التي كان يغلب عليها الغش، ولم تكن فيها الفضة إلا بنسبة ضئيلة، وكان أصل مذهب الحنفية في مثل هذه النقود جواز التفاضل، صرفا للجنس إلى خلاف الجنس، ولكن مشايخ ما وراء النهر أفتوا بحرمة التفاضل فيها، وعللوا ذلك بقولهم: أنها أعز الأموال في ديارنا، فلو أبيح التفاضل فيها ينفتح باب الربا.

## এক টাকার কয়েন ১০০-৫০০ টাকায় বিক্রি করা

প্রশ্ন : কিছুদিন পূর্বে আমাদের দেশে এক টাকার লাল পয়সা ১০০-৫০০ টাকা মূল্যে বিক্রি হয়েছিল। এ ব্যাপারে উলামাদের শরণাপন্ন হলে কেউ জায়েয এবং কেউ নাজায়েয উক্তি পেশ করেন। জানার বিষয় হলো, কোরআন-হাদীসের আলোকে প্রকৃত সমাধান কী?

Scanned by CamScanner

**উত্তর :** শরীয়তের দৃষ্টিতে একই দেশের মুদ্রাকে কমবেশি করে ক্রয়-বিক্রয় করা সুদের অন্তর্ভুক্ত বিধায় তা হারাম বলে বিবেচিত। প্রশ্নে বর্ণিত এক টাকার লাল পয়সা রাষ্ট্রীয়ভাবে দেশীয় মুদ্রা হিসেবে স্বীকৃত। তাই এই লাল রঙের এক টাকার কয়েনকে বেশি টাকার বিনিময় ক্রয়-বিক্রয় করা সুদি কারবার গণ্য হয়ে অবৈধ হবে। (১৭/৬৭৫/৭২৩৪)

📖 فتح القدير (دار الكتب العلمية) ٧/ ٢١ : والرابع أن يبيع فلسا بعينه بفلسين بعينهما فيجوز خلافا لمحمد. وأصله أن الفلس لا يتعين بالتعيين ما دام رائجا عند محمد، وعندهما يتعين، حتى لو هلك أحدهما قبل القبض بطل العقد. وجه قول محمد أن الثمنية ثبتت باصطلاح الكل فلا تبطل باصطلاحهما وإذا بقيت أثمانا لا تتعين فصار كما لو كانا بغير عينهما وكبيع الدرهم بالدرهمين .

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٧/ ٢٢ : فقہاء حنفیہ فرماتے ہیں کہ ہم قیمت فلوس بازاری اصطلاح کے مطابق بالکل برابر اور قطعی طور پر مساوی اکائیاں ہوتی ہے۔ کیونکہ لوگوں کی اصطلاح نے ان کی جودت وردائت (عمدگی اور گھٹگی) کا اعتبار ختم کردیا ہے، لھذا اگر ایک اکائی کو دو اکائیوں سے فروخت کیا جائے گا تو دو میں سے ایک اکائی بغیر کسے عوض کے رہ جائے گی اور یہ عوض سے خالی رہ جانا عقد میں مشروط ہوگا، لہذا اس سے ربا لازم آجائیگا۔

## চেকের ক্রয়-বিক্রয়

**প্রশ্ন :** ১. আমরা পাঁচজন একটি কোম্পানির সাথে ব্যবসায় জড়িত থাকায় অত্র কোম্পানিটি আমাদের এক লক্ষ ১৯ হাজার টাকার একটি চেক প্রদান করে। আমরা পাঁচজনই অত্র টাকার সমান অংশীদার। এখন আমার বাকি চার অংশীদার তাদের ভাগ থেকে কিছু টাকা কম নিয়ে পুরো চেকটাই আমাকে দিয়ে দিতে চায় এবং আমি পূর্বোল্লিখিত চেকের এক লক্ষ ১৯ হাজার টাকা পরবর্তী সময় ব্যাংক থেকে তুলে নেব। এখন আমার জন্য উক্ত লভ্যাংশ বৈধ হবে কি না?

২. ৮০ হাজার টাকার বিনিময়ে এক লক্ষ টাকার চেক ক্রয় করা যাবে কি না? স্মর্তব্য, চেকের টাকা পরবর্তী নির্দিষ্ট সময়ের পরে তোলা যাবে। এখন আমার প্রশ্ন হলো, উক্ত ব্যবসা ও মুনাফা বৈধ হবে কি না?

**উত্তর :** প্রশ্নে উল্লিখিত লেনদেন বেচাকেনা হিসেবে করা হলে জায়েয হবে না। বৃদ্ধি অংশ সুদ বলে বিবেচিত হবে। তবে তারা প্রত্যেকে আপন চাহিদার টাকা আপনার নিকট থেকে কর্জ হিসেবে নিয়ে ওই কর্জের টাকা ব্যাংক থেকে উসুল করার দায়িত্ব আপনার ওপর অর্পণ করে অতিরিক্ত টাকাকে আপনার মেহনতের বিনিময় হিসেবে ধার্য

Scanned by CamScanner

করলে আপনার জন্য ওই বৃদ্ধিকৃত টাকা মেহনতের বিনিময় হিসেবে গ্রহণ করা জায়েয হবে।

২. সর্বাবস্থায় নগদ টাকার বিনিময় হিসেবে বেশি অঙ্কের চেক গ্রহণ করা জায়েয হবে না। (৭/৫৪১/১৭৪২)

📖 تكملة فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراتشى) ١/ ٣٦٢ : إن البائع يبيع بضاعته بثمن مؤجل فيكتب له المشترى وثيقة بأنه يؤدى الثمن يوم كذا فى شهر كذا تسمى هذه الوثيقة كمبيالة، ويسمى تاريخ أداء الثمن يوم نضج الكمبيالة، فيأخذ البائع هذه الكمبيالة ويذهب بها إلى البنك فيشتريها البنك منه بأقل من الثمن المكتوب فيها،... ... وهذه المعاملة غير جائزة لكونها بيع الدين من غير من عليه الدين، أو لكونها مبادلة النقود بالنقود متفاضلة ومؤجلة، وحرمته منصوصة فى أحاديث ربا الفضل؛ ولكن هذه المعاملة يمكن تصحيحها بتغيير طريقها وذلك أن يؤكل التاجر البنك باستيفاء دينه من المشترى ويدفع إليه أجرة على ذلك ثم يستقرض منه مبلغ الكمبيالة ويأذن له أن يستوفى هذا القرض مما يقبض من المشترى بعد نضج الكمبيالة فتكون هناك معاملتان مستقلتان، الأولى : معاملة التوكيل باستيفاء الدين بالأجرة المعينة، والثانية : معاملة الاستقراض من البنك والإذن باستيفاء القرض من الدين المرجو وصوله بعد نضج الكمبيالة ولا يجوز أن تكون إحدى المعاملتين شرطا للأخرى لئلا تكون صفقة فى صفقة فتصح كلتا المعاملتين على أسس شرعية.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ٣/ ٣٢٢ : زید نے بعوض کچھ اپنے گزشتہ حساب کتاب کے مثلاچار سو پچاس روپے نقد کے دلار پانے کی ڈگری ایک انگریز پر باقاعدہ حاصل کرلی ہے انگریز چند ماہ میں بالاقساط مبلغان مذکور ادا کریگا زید چونکہ کسی دور دراز جگہ کا باشندہ ہے یہاں مقیم نہیں رہ سکتا، لہذا وہ کسی دوسرے شخص مثلا خالد کو جو یہاں کا مقیم ہے وہ ڈگری مذکور بدیں شرط حوالہ کرتاہے کہ خالد اس کو مثلا دو صد روپیہ نقد یکمشت ابھی ادا کردے اور بعد میں دو صد پنجاہ روپیہ بالاقساط وصول کرکے اپنے قبضہ وتصرف میں لاوے زید کو اس رقم کے کوئی واسطہ نہ ہوگا، آیا خالد جو یہاں کا مقیم ہے زید کی شرط مذکورہ بالا کو شرعا کرلینے کامجاز ہے یا نہیں؟

الجواب- یہ تو جائز نہیں، مگر یوں کرے کہ خالد کو وکیل بنادے کہ تم اس انگریز سے تقاضا کر کے وصول کرو اور اڑھائی سو روپے اس کام پر تمہاری اجرت ہے اور دو سو روپے تم ہم کو قرض دیدو وہ بھی وصول کرکے اپنے قبضہ میں رکھ لینا۔

Scanned by CamScanner

## অতিরিক্ত দিয়ে ভাংতি সংগ্রহ করা

**প্রশ্ন :** আমার একটি দোকান আছে। অধিকাংশ সময় ক্রেতারা নোট দিয়ে থাকে, তাই ভাংতি টাকার প্রয়োজন হয়, অন্যথায় দোকান চালানো দুষ্কর। অন্যদিকে অতিরিক্ত টাকা দেওয়া ব্যতীত ভাংতি সংগ্রহ করা যায় না। এমতাবস্থায় জায়েযের কোনো পদ্ধতি আছে কি না?

**উত্তর :** ৫০০-১০০০ টাকার নোট দিয়ে খুচরা টাকা নেওয়াকে শরীয়তের পরিভাষায় 'বাইয়ে সরফ' বলে। উভয় দিকে টাকা সমান হওয়া এবং নগদ নগদ হওয়া বাইয়ে সরফ শুদ্ধ হওয়ার জন্য অন্যতম শর্ত। সুতরাং ভাংতি সংগ্রহ করতে গিয়ে অতিরিক্ত টাকা দেওয়া সুদের নামান্তর বিধায় অতিরিক্ত টাকা দিয়ে ভাংতি সংগ্রহ করার অনুমতি দেওয়া যায় না। বিশেষ প্রয়োজনে ব্যাংক থেকে ভাংতি টাকা সংগ্রহ করার সুযোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। (১৭/৭৭১)

📖 تكملة فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراتشى) ١/٥٨٨ : بيع فلوس معينة بالتفاضل كبيع الفلس الوحد بعينه بالفلسين الاخرين بعينهما وفيه خلاف مشهور فقال محمد ؒ إنه لا يجوز أيضا، لأن الفلوس عنده لا تتعين بالتعيين فى حال من الأحوال؛ لأنها أثمان والأثمان لا تتعين، ولا يجوز للمتعاقدين أن يبطلا ثمنيتها؛ لأنها ثبتت باصطلاح الكل فلا تسقط باصطلاح البعض، فصار كبيع فلوس غير متعينة ... ... والذى يظهر لهذا العبد الضعيف أن قول محمد ؒ أولى بالأخذ فى زماننا فإنه قد نفدت اليوم دراهم أو دنانير مضروبة بالفضة أو الذهب وصارت الفلوس بمنزلتها فى كل شيئ، فلو أبيح التفاضل فيها ولو بتعينها لانفتح باب الربا بمصراعية لكل من هب ودب فينبغى أن يختار قول محمد ؒ كما منع المشايخ التفاضل فى العدالى والغطارفة.

## ছেঁড়া-ফাটা নোটের পরিবর্তন কমবেশি করে

**প্রশ্ন :** আমাদের দেশে একটা নতুন কাজ চালু হতে দেখা গেছে। তা হলো, যে সমস্ত টাকা অচল তার পরিবর্তে ভালো টাকা নিতে চাইলে দাতারা অর্ধেক টাকা দেয়, অর্থাৎ ভালো ৫০ টাকার পরিবর্তে ফাটা-ছেঁড়া ১০০ শত টাকা দিতে হয়। কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক ও এলাকার অনেক মানুষও তার উল্টা, অর্থাৎ সমানভাবে পরিবর্তন করে এক টাকাও বিয়োগ দেয় না। এমতাবস্থায় উক্ত প্রথা শরীয়ত দৃষ্টিতে বৈধ হবে কি না?

Scanned by CamScanner

**উত্তর :** ছেঁড়া-ফাটা টাকা পরিমাণে বেশি দিয়ে ভালো টাকা কম নেওয়ার আদান-প্রদান শরীয়তে বৈধ নয়, বরং সমান সমান আদান-প্রদান হতে হবে এবং নগদে করতে হবে বাকি করা যাবে না। (১১/১২৬)

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۹/۲۷۸ : الجواب-پھٹے ہونے نوٹوں اوراچھے نوٹوں کاتبادلہ کمی بیشی کے ساتھ جائز نہیں ہے، جتنے پھٹے ہونے نوٹ ہوں اتنے ہی اچھے نوٹ اس کے بدلہ میں ہونے ضروری ہیں، نیز یہ بھی ضروری ہے کہ اسی مجلس میں لین دین ہوجائے ادھار معاملہ نہ ہو۔

## প্রাইজবন্ডের হুকুম

**প্রশ্ন :** প্রাইজবন্ডের টাকা হালাল কি না? শ্রমবিহীন টাকা কিংবা মাল নেওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে কেমন? এই প্রশ্নটা তো প্রাইজবন্ডের খেলার মধ্যে ধরা যায়?

**উত্তর :** প্রাইজবন্ড সুদ ও জুয়ার সমন্বয়ে গঠিত একটি ব্যবসা, যা শরীয়ত পরিপন্থী এবং অবৈধ বিধায় মুসলমানদের জন্য প্রাইজবন্ড বা লটারির মাধ্যমে প্রাপ্ত পুরস্কার গ্রহণ করা কোনোটাই জায়েয হবে না।
শ্রমবিহীন টাকা নেওয়া ক্ষেত্রবিশেষ অবৈধ হলেও ক্ষেত্রবিশেষ বৈধ ও জায়েয। তাই তার বিস্তারিত বিশ্লেষণ ছাড়া ফতওয়া দেওয়া যায় না। (১১/৬৮০)

📖 سورة البقرة الآية ٢٧٥ : ﴿وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

📖 أحكام القرآن للجصاص (دار إحياء التراث) ٢/ ١١ : ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم القمار وأن المخاطرة من القمار قال ابن عباس إن المخاطرة قمار وإن أهل الجاهلية كانوا يخاطرون على المال والزوجة وقد كان ذلك مباحا إلى أن ورد تحريمه وقد خاطر أبو بكر الصديق المشركين حين نزلت الم غلبت الروم، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم زد في الخطر وأبعد في الأجل، ثم حظر ذلك ونسخ بتحريم القمار ولا خلاف في حظره إلا ما رخص فيه من الرهان في السبق في الدواب والإبل والنصال إذا كان الذي يستحق واحدا إن سبق ولا يستحق الآخر إن سبق وإن شرط أن من سبق منهما أخذ ومن سبق أعطى فهذا باطل -

Scanned by CamScanner

📖 فيه أيضا ٤/ ١٢٧ : وقال قوم من أهل العلم القمار كله من الميسر وأصله من تيسير أمر الجزور بالاجتماع على القمار فيه وهو السهام التي يجيلونها فمن خرج سهمه استحق منه ما توجبه علامة السهم فربما أخفق بعضهم حتى لا يخطئ بشيء وينجح البعض فيحظى بالسهم الوافر وحقيقته تمليك المال على المخاطرة وهو أصل في بطلان عقود التمليكات الواقعة على الأخطار كالهبات والصدقات وعقود البياعات ونحوها إذا علقت على الأخطار.

📖 احسن الفتاوى (سعید) ٧/ ٢٦ : سوال- انعامی بانڈ خرید نا جائز ہے یا نہیں؟
الجواب- جائز نہیں سود اور جوا کا مجموعہ ہے اور حرام در حرام ہے۔

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ٦/ ٢٧٣ : لہذا پرایز بانڈز کا انعام ہر اعتبار سے ناجائز اور حرام ہے اور یہ در حقیقت سود اور جوئے دونوں کا مرکب ہے، اگرچہ بنک اسے انعام ہی کہتا ہے، زہر کو اگر کوئی تریاق کہے تو وہ تریاق نہیں بنتا بلکہ زہر اپنی جگہ زہر ہی رہتا ہے۔ یہ وہی پرانی شراب ہے جو نئی بوتلوں میں بند کر کے نئے لیبل کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کی جارہی ہے۔

## প্রাইজবন্ডের ক্রয়-বিক্রয় ও পুরস্কার গ্রহণ করা

**প্রশ্ন :** বাংলাদেশ সরকার অনুমোদিত প্রাইজবন্ড ক্রয়-বিক্রয় ও তার পুরস্কার গ্রহণ শরীয়তসম্মত কি না?

**উত্তর :** সরকার কর্তৃক অনুমোদিত প্রাইজবন্ড সুদ ও জুয়ার সমন্বয়ে গঠিত এক ব্যবসা। তাই শরয়ী দৃষ্টিকোণে তার ক্রয়-বিক্রয় এবং লটারির মাধমে প্রাপ্ত পুরস্কার গ্রহণ বৈধ নয়। তবে অজ্ঞতাবশত কেউ যদি ক্রয় করে থাকে সে তার মূল টাকা নিয়ে নেবে, অতিরিক্ত নয়। (১১/৫৫৯/৩৬৪০)

📖 أحكام القرآن للجصاص (دار إحياء التراث) ٢/ ١١ : ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم القمار وأن المخاطرة من القمار قال ابن عباس إن المخاطرة قمار وإن أهل الجاهلية كانوا يخاطرون على المال والزوجة وقد كان ذلك مباحا إلى أن ورد تحريمه وقد خاطر أبو بكر الصديق المشركين حين نزلت الم غلبت الروم، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم زد في الخطر وأبعد في الأجل، ثم حظر ذلك ونسخ بتحريم القمار ولا خلاف في حظره إلا ما رخص فيه من الرهان في السبق في الدواب

Scanned by CamScanner

والإبل والنصال إذا كان الذي يستحق واحدا إن سبق ولا يستحق الآخر إن سبق وإن شرط أن من سبق منهما أخذ ومن سبق أعطى فهذا باطل -

📖 فيه أيضا ٤/ ١٢٧ : وقال قوم من أهل العلم القمار كله من الميسر وأصله من تيسير أمر الجزور بالاجتماع على القمار فيه وهو السهام التي يجيلونها فمن خرج سهمه استحق منه ما توجبه علامة السهم فربما أخفق بعضهم حتى لا يخطئ بشيء وينجح البعض فيحظى بالسهم الوافر وحقيقته تمليك المال على المخاطرة وهو أصل في بطلان عقود التمليكات الواقعة على الأخطار كالهبات والصدقات وعقود البياعات ونحوها إذا علقت على الأخطار -

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٧/ ٢٦ : سوال- انعامی بانڈ خرید نا جائز ہے یا نہیں؟
الجواب- جائز نہیں سود اور جوا کا مجموعہ ہے اور حرام در حرام ہے-

## বন্ড ক্রয় করে সরকার থেকে সুদ গ্রহণ

**প্রশ্ন :** আমি একজন সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে জাতিসংঘ বাহিনীতে বিদেশে চাকরি করে কয়েক লক্ষ টাকা আয় করে তা দিয়ে এক প্রকার বন্ড ক্রয় করি, যা খোদ বাংলাদেশ সরকার প্রদান করে। এতে ১২% সুদ সরকার প্রদান করে। যেহেতু এটা সরকারপ্রদত্ত বিশেষ সুবিধা, তাই এটা জায়েয হবে কি না?

**উত্তর :** বন্ড ক্রয় করার বাস্তবতা হলো সরকারকে ঋণ দেওয়া। আর ঋণের পরিবর্তে ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ সুদের অন্তর্ভুক্ত বিধায় সরকারপ্রদত্ত অতিরিক্ত ১২% অর্থ সুদ বলে গণ্য হবে এবং তা গ্রহণ করা হারাম বলে বিবেচিত হবে। (১৯/৬৮৩)

📖 سورة البقرة الآية ٢٧٨، ٢٧٩ : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾

📖 السنن الكبرى (دار الحديث) ٥/ ٧٤١ (١٠٩٣٣) : عن فضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا" موقوف -

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/ ١٦٦ : (قوله كل قرض جر نفعا حرام) أي إذا كان مشروطا كما علم مما نقله عن البحر، وعن الخلاصة وفي الذخيرة وإن لم يكن النفع مشروطا في القرض، فعلى قول الكرخي لا بأس به.

📖 فتاوی عثمانی (مکتبۂ معارف القرآن) ۳/ ۱۷۱ : فارن کرنسی دے کر سرٹیفکیٹ حاصل کرنا دراصل حکومت کو فارن کرنسی قرض دینا ہے اور یہ سرٹیفکیٹ اس کی سند ہے قرض پر نفع حاصل کرنا حرام ہے اور قرض کو حوالے کرنا جائز ہے لہذا ان سرٹیفکیٹ کو نفع حاصل کرنے کی نیت سے لینا ناجائز اور حرام ہے اور یہ حاصل ہونے والا نفع سود ہونے کے حکم میں ہوگا۔

## প্রাইজবন্ডের লটারিতে অংশগ্রহণ

**প্রশ্ন :** আমাদের দেশে প্রচলিত প্রাইজবন্ড, যা ব্যাংকের মাধ্যমে বিক্রি হচ্ছে এবং প্রতি মাসেই খেলা হচ্ছে। যদি খেলায় কারো বন্ডের নম্বরের সাথে ড্রর সময় মিলে যায় তাকে বিভিন্ন ধরনের নির্ধারিত পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হয়। এমতাবস্থায় এই খেলায় অংশগ্রহণ করা ও তার পুরস্কার নেওয়া বৈধ কি না?

**উত্তর :** প্রাইজবন্ড খরিদ করে ড্র খেলায় অংশগ্রহণ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ ও নাজায়েয। প্রাইজবন্ডের মাধ্যমে পুরস্কারের নামে যে টাকা প্রদান করা হয় তা সুদের অন্তর্ভুক্ত বিধায় গ্রহণ করা জায়েয নেই। (৪/১২২)

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷/ ۲۶ : سوال-انعامی بانڈ خریدنا جائز ہے یا نہیں؟ الجواب-جائز نہیں سود اور جوا کا مجموعہ ہے اور حرام در حرام ہے۔

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۹/ ۱۴۱- ۱۴۲ : الجواب-بلاشبہ مذکورہ اسکیم اور معاملہ سود اور قمار پر مشتمل ہے لہذا حرام ہے یہ اسکیم چلانا یا اس میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے۔

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص ۸۵۳ : اور سود کو اس لئے حاصل کرنا کہ اس کو کسی رفاہ عام کے کام میں خرچ کیا جائیگا جائز نہیں جیسے اسی غرض کیلئے چوری اور ڈاکہ جائز نہیں ہو سکتا۔

## প্রাইজবন্ডের শরয়ী হুকুম

**প্রশ্ন :** প্রাইজবন্ডের শরয়ী হুকুম কী?

**উত্তর :** প্রাইজবন্ড সুদ ও জুয়া উভয়টির সমন্বয়ে হয়ে থাকে বিধায় তার ক্রয়-বিক্রয় এবং তার ওপর দেওয়া পুরস্কার গ্রহণ করা জায়েয হবে না। (১৭/৬৮৯/৭২৬৩)

Scanned by CamScanner

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١١/ ٢٥ (١٥٩٨) : عن جابر، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه»، وقال: «هم سواء» -

📖 احسن الفتاوی(سعید) ٧ /٢ : الجواب-انعامی بانڈ جو سود اور جوا کا مجموعہ ہے لہذا یہ حرام در حرام ہے۔

## প্রাইজবন্ডের পুরস্কার অবৈধ

**প্রশ্ন :** প্রাইজবন্ডের টাকা যদি কেউ পুরস্কার পায় তাহলে কি তা বৈধ হবে?

**উত্তর :** প্রাইজবন্ডের মাধ্যমে প্রাপ্ত পুরস্কার নামের টাকা গ্রহণ করা অবৈধ। এ সব টাকা সুদের অন্তর্ভুক্ত। ব্যক্তিগত কোনো কাজে এ ধরনের টাকা ব্যবহার করা জায়েয নয়। সাওয়াবের নিয়্যাত ছাড়া অসহায়-গরিবদের মধ্যে বিতরণ করে দায়মুক্ত হওয়া জরুরি। (২/২০৩)

📖 احسن الفتاوی(سعید) ٢٦/٧ : انعامی بانڈ خرید نا جائز ہے یا نہیں؟
الجواب-جائز نہیں، سود اور جوا کا مجموعہ ہے اور حرام در حرام ہے۔

📖 فیہ ایضا٧/ ١٦ : الجواب-بینک کے سودی کھاتے میں رقم جمع کرانا جائز نہیں، اگر کسی نے جہالت یا غفلت سے جمع کرادی بعد میں متنبہ ہو کر اس عمل پر نادم ہوا تو اس پر واجب ہے کہ اس سے توبہ واستغفار کر کے فورا اپنی پوری رقم مع سود بینک سے نکال لے اور سود کی رقم بلا نیت ثواب مساکین پر صدقہ کردے۔

Scanned by CamScanner

# باب السلم

## পরিচ্ছেদ : বাইয়ে সলম

### আলুর ওপর সলম করা

**প্রশ্ন :** আমাদের এলাকায় নিয়ম আছে যে কার্তিক মাসে কৃষকরা বিত্তশালী বা ব্যবসায়ীর কাছ থেকে আলু উঠানোর পূর্বে আলুর ওপর দাম ধরে অগ্রিম টাকা নেয়। এর বিনিময়ে ফাল্গুন মাসে আলু উঠানোর সময় শতকরা হারে এক মণ করে আলু দিয়ে থাকে। বাজারে আলুর দাম কম হোক বা বেশি হোক, এর প্রতি কোনো লক্ষ রাখা হয় না। শরীয়তের দৃষ্টিতে তা কি বৈধ?

**উত্তর :** মূল্য অগ্রিম প্রদান এবং পণ্য বাকিতে গ্রহণ করাকে শরীয়তের পরিভাষায় 'বাইয়ে সলম' বলা হয়। বাইয়ে সলমের জন্য শরীয়তে নির্ধারিত কিছু শর্ত রয়েছে। শর্তগুলো হলো, পণ্যের জাত, গুণাগুণ, আকৃতি ও পরিমাণ নির্ধারণ করে পণ্য আদায়ের মেয়াদ ঠিক করা এবং চুক্তির দিন থেকে শুরু করে পণ্য আদায় করার দিন পর্যন্ত বাজারে পণ্য বিদ্যমান থাকা এবং পূর্ণমূল্য চুক্তির সময়ে আদায় করা ইত্যাদি। যেহেতু প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতি বাইয়ে সলমের অন্তর্ভুক্ত, তাই বাইয়ে সলমের উপরোক্ত শর্তাদি পাওয়া যাওয়ার শর্তে প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতি সহীহ ও জায়েয হবে। (১২/৮৭৮)

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٢/ ١١٦ (٢٢٤١) : عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: «من أسلف في شيء، ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم» .

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥/ ٢٠١ : (وأما) الذي يرجع إلى البدل فأنواع ثلاثة: نوع يرجع إلى رأس المال خاصة، ونوع يرجع إلى المسلم فيه خاصة، ونوع يرجع إليهما جميعا (أما) الذي يرجع إلى رأس المال، فأنواع.

(منها) بيان جنسه كقولنا: دراهم أو دنانير أو حنطة أو تمر. (ومنها) بيان نوعه إذا كان في البلد نقود مختلفة كقولنا: دراهم فتحية أو دنانير نيسابورية أو حنطة سقية أو تمر برني. (ومنها) بيان صفته كقولنا: جيد أو وسط أو رديء؛ لأن جهالة الجنس والنوع والصفة مفضية إلى

Scanned by CamScanner

المنازعة، وإنها مانعة صحة البيع لما ذكرنا من الوجوه فيما تقدم.
(ومنها) بيان قدره.

📖 فيه أيضا ٥/ ٢٠٧ : وأما الذي يرجع إلى المسلم فيه فأنواع أيضا.
(منها) أن يكون معلوم الجنس كقولنا: حنطة أو شعير أو تمر.
(ومنها) أن يكون معلوم النوع. كقولنا: حنطة سقية أو نحسية، تمر برني أو فارسي هذا إذا كان مما يختلف نوعه، فإن كان مما لا يختلف فلا يشترط بيان النوع. (ومنها) أن يكون معلوم الصفة. كقولنا: جيد أو وسط أو رديء. (ومنها) أن يكون معلوم القدر بالكيل أو الوزن أو العد أو الذرع؛ لأن جهالة النوع، والجنس، والصفة، والقدر جهالة مفضية إلى المنازعة وأنها مفسدة للعقد، وقال النبي: - عليه الصلاة والسلام - «من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم». (ومنها) أن يكون معلوم القدر بكيل، أو وزن، أو ذرع يؤمن عليه فقده عن أيدي الناس، فإن كان لا يؤمن فالسلم فاسد -

📖 کفایت المفتی ۸/ ۴۵ : جواب-روپیہ اول دیدینااور غلہ کانرخ معین کرکے ٹھہرالینااسے اصطلاح فقہ میں بیع سلم کہتے ہیں بیع سلم ان شروط کے ساتھ جائز ہے، جس قدر غلہ لیناہواس کی پوری قیمت کاروپیہ جوان کے باہمی طے شدہ نرخ سے ہوتاہے پہلے ہی یعنی بوقت عقد دیدیا جائے۔جو غلہ لیناہے اس کی جنس،نوع وصفت بیان کردی جائے مثلاً گیہوں فلاں قسم کے اعلی درجے کے نرخ معین کرلیاجائے، اجل یعنی مدت معین کرلی جائے کہ کب غلہ لیاجائے گا، مکان استیفاء کہ غلہ کس جگہ پر حوالہ کیاجائے گامعین کردیاجائے اس کے بعد یہ بھی دیکھنا چاہئے کہ جس غلہ میں بیع سلم کی ہے وہ وقت عقد سے وقت استیفاء تک بازار میں موجودرہے ورنہ سلم صحیح نہیں ہوگی۔

## বাইয়ে সলমে পণ্য না নিয়ে মূল্য নেওয়া

**প্রশ্ন :** এক ব্যক্তি আমার থেকে এক হাজার টাকা নেয় এ শর্তে যে আমাকে চার মাস পর ৫ মণ ধান দেবে। সে যদি আমাকে ধান না দিয়ে ওই সময় ৫ মণ ধানের যে মূল্য হয়, তা দিয়ে দেয় তাহলে এটা সুদ হবে কি না?

Scanned by CamScanner

**উত্তর :** এক হাজার টাকার পরিবর্তে চার মাস পর ৫ মণ ধান দেওয়ার চুক্তি শরীয়তের ভাষায় 'বাইয়ে সলম'-এর অন্তর্ভুক্ত। এ লেনদেনটি কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে জায়েয। তার মধ্যে একটি শর্ত হলো, যে বস্তুর সাথে এ লেনদেনটি হয়েছে মেয়াদ শেষে ওই বস্তুই গ্রহণ করা জরুরি। বস্তুর পরিবর্তে তার মূল্য নেওয়ার অনুমতি নেই। (১২/৩৭৪/৩৯৩৭)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٢١٤/٥ : لا يجوز استبدال المسلم فيه قبل قبضه بأن يأخذ رب السلم مكانه من غير جنسه لما ذكرنا أن المسلم فيه، وإن كان دينا فهو مبيع ولا يجوز بيع المبيع المنقول قبل القبض-

📖 الفتاوى الخانية مع الهندية (زكريا) ١١٩/٢ : ولا يجوز الاستبدال بالمسلم فيه ولا عن راس المال

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۶/ ۴۸۱ : مدت معینہ تک اگر مسلم الیہ مسلم فیہ ادانہ کر سکا تو اس کے عوض کوئی دوسری چیز لینا یا ثمن سے زیادہ لینا جائز نہیں، لہذا مشتری کو چاہئے کہ یسر تک بائع کو مہلت دے یا اپنا ثمن واپس لے لے بائع کی رضاء سے بھی استبدال یا ثمن سے زائد لینا جائز نہیں۔

## সলম পণ্য চালের পরিবর্তে টাকা নেওয়া

**প্রশ্ন :** যদি কোনো ব্যক্তি ১০ হাজার টাকা ধার নেয় এ শর্তের ওপর যে সে ঋণদাতাকে ছয় মাস পর ২০ মণ চাল দেবে। এখন উল্লিখিত সময় হওয়ার পর ঋণদাতার চালের প্রয়োজন না থাকায় বা ক্রয়-বিক্রয়ের ঝামেলা থেকে বাঁচার জন্য উভয়ের সম্মতিক্রমে চালের পরিবর্তে বাজার দর হিসেবে উক্ত চালের মূল্য গ্রহণ করা ঋণদাতার জন্য জায়েয হবে কি না?

**উত্তর :** মেয়াদ ধার্য করে মাল দেওয়ার শর্তে টাকা নিলে তা শরীয়ত মোতাবেক হওয়ার জন্য নিম্নলিখিত শর্তগুলো উল্লেখ থাকতে হবে। যেমন–বস্তু নির্ধারণ করা, প্রকার নির্ধারণ করা, গুণাগুণ বর্ণনা করা ইত্যাদি। প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে যদি ওই শর্তগুলো থাকে তাহলে শুধুমাত্র চাল নিতে হবে, বিনিময় নিতে পারবে না। আর যদি ওই শর্তগুলো উল্লেখ না থাকে তাহলে ঋণদাতা কেবল ঋণ ফেরত পাবে, অতিরিক্ত কিছু পাবে না। (৫/১০০/৮৩৭)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٢٠١/٥ : (وأما) الذي يرجع إلى البدل فأنواع ثلاثة: نوع يرجع إلى رأس المال خاصة، ونوع يرجع إلى المسلم فيه خاصة، ونوع يرجع إليهما جميعا (أما) الذي يرجع إلى رأس المال، فأنواع.

Scanned by CamScanner

(منها) بيان جنسه كقولنا: دراهم أو دنانير أو حنطة أو تمر. (ومنها) بيان نوعه إذا كان في البلد نقود مختلفة كقولنا: دراهم فتحية أو دنانير نيسابورية أو حنطة سقية أو تمر برني. (ومنها) بيان صفته كقولنا: جيد أو وسط أو رديء؛ لأن جهالة الجنس والنوع والصفة مفضية إلى المنازعة، وإنها مانعة صحة البيع لما ذكرنا من الوجوه فيما تقدم. (ومنها) بيان قدره.

📖 فيه أيضا ٥/ ٢٠٧ : وأما الذي يرجع إلى المسلم فيه فأنواع أيضا.

(منها) أن يكون معلوم الجنس كقولنا: حنطة أو شعير أو تمر. (ومنها) أن يكون معلوم النوع. كقولنا: حنطة سقية أو نحسية، تمر برني أو فارسي هذا إذا كان مما يختلف نوعه، فإن كان مما لا يختلف فلا يشترط بيان النوع. (ومنها) أن يكون معلوم الصفة. كقولنا: جيد أو وسط أو رديء. (ومنها) أن يكون معلوم القدر بالكيل أو الوزن أو العد أو الذرع؛ لأن جهالة النوع، والجنس، والصفة، والقدر جهالة مفضية إلى المنازعة وأنها مفسدة للعقد، وقال النبي: - عليه الصلاة والسلام - «من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» .
(ومنها) أن يكون معلوم القدر بكيل، أو وزن، أو ذرع يؤمن عليه فقده عن أيدي الناس، فإن كان لا يؤمن فالسلم فاسد -

📖 وفيه أيضا ٥/ ٢٠٣ : (وأما) الاستبدال بالمسلم فيه بجنس آخر فلا يجوز أيضا-

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٥/ ٢١٢ : ولو انقطع بعد الاستحقاق خير رب السلم بين انتظار وجوده والفسخ وأخذ رأس ماله -

📖 فيه أيضا ٥/ ٢١٨ : (ولا يجوز التصرف) للمسلم إليه (في رأس المال و) لا لرب السلم في (المسلم فيه قبل قبضه بنحو بيع وشركة) ومرابحة (وتولية) ولو ممن عليه حتى لو وهبه منه كان إقالة إذا قيل وفي الصغرى إقالة بعض السلم جائزة (ولا) يجوز لرب السلم (شراء شيء من المسلم إليه برأس المال بعد الإقالة) في عقد السلم الصحيح فلو كان فاسدا جاز الاستبدال كسائر الديون (قبل قبضه) بحكم الإقالة لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا تأخذ إلا سلمك أو رأس مالك» ) أي إلا سلمك حال قيام العقد أو رأس مالك حال انفساخه فامتنع الاستبدال -

Scanned by CamScanner

## বাইয়ে সলম পদ্ধতিতে বিনিয়োগ

**প্রশ্ন :** আমাদের এলাকায় একটি কওমি মাদরাসার ছাত্র এবং ভক্তবৃন্দদের নিয়ে একটি সংগঠন করি। উক্ত সংগঠনের সদস্যগণ থেকে মাসিক যে চাঁদা পাই ওই চাঁদা থেকে আমরা একটা আয়ের উৎস করি, যা নিম্নরূপ :

কোনো ব্যক্তিকে আমরা ১০০০ টাকা দিই এ শর্তে যে আমরা তোমার কাছ থেকে ১০০০ টাকার পরিবর্তে আগামী ৬ মাস বা ১ বছর পর ৫ মণ ধান ক্রয় করলাম। ৬ মাস বা ১ বছর পর শুধু ৫ মণ ধান নিয়ে আসি। প্রশ্ন হলো যে উক্ত সুরতে ধান ক্রয় করা জায়েয হবে কি না? যদি না হয় তাহলে তার জায়েযের পদ্ধতি কী?

**উত্তর :** প্রশ্নে বর্ণিত ব্যবসার যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে তা মূলত বাইয়ে সলমের পদ্ধতি। তবে বাইয়ে সলম সহীহ হওয়ার জন্য শরীয়ত কর্তৃক বর্ণিত শর্তসমূহ পাওয়া যাওয়া জরুরি, অন্যথায় তা সহীহ-শুদ্ধ হবে না। যেমন–কোনো বস্তুর যথাযথভাবে নির্ধারণকরত তথা তার নাম, প্রকার, ধরন, গুণগত মান ইত্যাদি নির্ধারণ করে তার মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করে দেওয়া এবং ক্রয়কৃত পণ্য আদায় করার সময় নির্ধারণ করে তা নির্দিষ্ট জায়গায় ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করার কথা পরিষ্কার করলে বাইয়ে সলম সহীহ হবে, অন্যথায় নয়। প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতি উপরোক্ত শর্ত মোতাবেক হলে সহীহ হবে, অন্যথায় হবে না। (১১/৮২/৩৪৫৭)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٥/ ٢١٤- ٢١٥ : (وشرطه) أي شروط صحته التي تذكر في العقد سبعة (بيان جنس) كبر أو تمر (و) بيان (نوع) كمسقي أو بعلي (وصفة) كجيد أو رديء (وقدر) ككذا كيلا لا ينقبض ولا ينبسط (وأجل وأقله) في السلم (شهر) به يفتى وفي الحاوي لا بأس بالسلم في نوع واحد على أن يكون حلول بعضه في وقت وبعضه في وقت آخر ... ... (و) بيان (قدر رأس المال) إن تعلق العقد بمقداره كما (في مكيل وموزون وعددي غير متفاوت) واكتفيا بالإشارة كما في مذروع وحيوان قلنا ربما لا يقدر على تحصيل المسلم فيه فيحتاج إلى رد رأس المال ابن كمال: وقد ينفق بعضه ثم يجد باقيه معيبا فيرده ولا يستبدله رب السلم في مجلس الرد فينفسخ العقد في المردود ويبقى في غيره فتلزم جهالة المسلم فيه فيما بقي ابن مالك فوجب بيانه (و) السابع بيان (مكان الإيفاء) للمسلم فيه (فيما له حمل) أو مؤنة ومثله الثمن والأجرة والقسمة وعينا مكان العقد -

Scanned by CamScanner

## বাইয়ে সলমে বিলম্বের কারণে পণ্য বেশি নেওয়া বৈধ নয়

**প্রশ্ন :** আমি এক ব্যক্তিকে ১০ হাজার টাকা দিয়েছি এ শর্তে যে আমাকে এক বছর পর ৫০ মণ ধান দেবে। যদি তা না পারে তাহলে মূল ৫০ মণ থেকে যা বাকি থাকবে সেগুলোর ওপর যত বছর অতিক্রম করবে মূল ধানের তত গুণ বাড়তে থাকবে। উদাহরণত, এক বছর পর ১০ মণ পরিশোধ করল। অতঃপর এক বছর অতিক্রম করল, তাহলে ৮০ মণ দিতে হবে। এগুলোর অর্থাৎ ৮০ মণ থেকে ১০ মণ পরিশোধ করল। আরো এক বছর অতিক্রম করল এখন টাকা গ্রহণকারী ১০০ মণ ধান দিতে হবে। অতঃপর আবার টাকা গ্রহণকারী ১০০ মণ হতে ১০ মণ পরিশোধ করল এবং এক বছর অতিক্রম করল তাহলে ১২০ দিতে হবে। অতঃপর আবার ১২০ থেকে ১০ মণ পরিশোধ করল তাহলে পুনরায় পরবর্তী বছরে ১২০ মণ দিতে হবে। অতঃপর টাকা গ্রহণকারী ১০ মণ পরিশোধ করল। তাহলে পরবর্তী বছরে ১১০ মণ ধান দিতে হবে। এতে পরবর্তী বছর থেকে আর বৃদ্ধি হবে না, কারণ মূলধন শেষ হয়ে গেছে। আর সর্বমোট বছরে সম্পূর্ণ ধান পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবে। জানার বিষয় হচ্ছে, এ চুক্তি শরীয়তসম্মত কি না?

**উত্তর :** এক বছর পর ৫০ এই ধান দেওয়ার চুক্তিতে ১০ হাজার টাকা দেওয়াকে শরীয়তের পরিভাষায় বাইয়ে সলম বলে। এমতাবস্থায় নির্ধারিত সময়ে ধান পূর্ণ দিতে না পারলে অবশিষ্ট মূল টাকাই ফিরিয়ে নিতে পারে মাত্র। বাকি ধানের হিসাব করে টাকা নেওয়া বা সময় দিয়ে অতিরিক্ত ধান নেওয়া জায়েয হয় না। (১২/১৫০/৩৮৫৪)

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ٣/ ٦٠ : رجل باع شيئا على أنه بالنقد بكذا أو بالنسيئة بكذا أو الى شهر بكذا أو الى شهرين بكذا لم يجز-

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٦/ ١٤٩ : قال: "ولو كانت له ألف مؤجلة فصالحه على خمسمائة حالة لم يجز" لأن المعجل خير من المؤجل وهو غير مستحق بالعقد فيكون بإزاء ما حطه عنه، وذلك اعتياض عن الأجل وهو حرام "-

📖 المعايير الشرعية ص ١٣٤ : لا يجوز الشرط الجزائى عن التأخير فى تسليم المسلم فيه -

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ٨/ ٤٩ : جواب-اگر کوئی رقم اس طور پر لی جائے کہ اس کے بدلہ میں فلاں جنس اس نرخ سے فلاں تاریخ کو ادا کردوں گا، تو شرط تعیین قسم وصفت ونرخ ووقت ادائیگی کے ساتھ یہ معاملہ جائز ہے اس کو بیع سلم کہتے ہیں، اور وقت پر جنس ادا نہ ہو تو دی ہوئی رقم واپس دینی ہوتی ہے، اس سے زیادہ دینا اور دائن کو لینا حرام ہے اور زیادہ دینے کی شرط سے معاملہ کیا جائے تو معاملہ ہی ناجائز ہوگا۔

Scanned by CamScanner

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۲/ ۴۸۱ : الجواب - مدت معینہ تک اگر مسلم الیہ مسلم فیہ ادانہ کرسکا تواس کے عوض کوئی دوسری چیز لینا یا ثمن سے زیادہ لینا جائز نہیں، لہذا مشتری کو چاہئے کہ یسر تک بائع کو مہلت دے یا اپنا ثمن واپس لے لے بائع کی رضاء سے بھی استبدال یا ثمن سے زائد لینا جائز نہیں۔

## বাইয়ে সলমভিত্তিক বিনিয়োগ

**প্রশ্ন :** আমরা ৩০ জন মিলে একটি সমিতি গঠন করি। সমিতির তহবিলে বর্তমানে প্রায় ৫০,০০০ টাকা আছে। টাকাগুলো আমরা নিম্নোক্ত তিনটি পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে থাকি :

ক. সমিতির সভাপতি একজনকে উকিল নিযুক্ত করে সমিতির সমস্ত ক্যাশ তাকে হস্তান্তর করেন। এরপর গ্রাহক টাকা নিতে এলে সভাপতি পাশে এক বস্তা চাল রেখে গ্রাহককে বলেন যে আমার কাছে টাকা নেই। আপনি এই চাল নিয়ে যান। তবে আমরা এই চালই বাকিতে এ শর্তে বিক্রয় করব যে এর বর্তমান বাজার দর এক হাজার টাকা। তুমি ছয় মাস পর যখন টাকা আদায় করবে তখন ১২০০ টাকা নেব। অতঃপর গ্রাহক চালগুলো ওই উকিলের নিকট এক হাজার টাকায় বিক্রয় করল, কারণ গ্রাহকের টাকার প্রয়োজন। উল্লেখ্য, সকল গ্রাহক এটা ভালোভাবেই জানে যে এটা কেবল কৌশল অবলম্বন করা হচ্ছে এবং এই এক বস্তার ওপর হাজার হাজার টাকা ঋণ দেওয়া হচ্ছে।

খ. বাইয়ে সলমের ভিত্তিতে টাকা প্রয়োগ করা হয়, এভাবে যে এখন এক হাজার টাকা নিয়ে যাও, নির্ধারিত সময়ে চার মণ ধান আদায় করবে। অতঃপর নির্ধারিত সময় আসার পর সমিতি থেকে তাকে বলা হয়, ধানের পরিবর্তে বাজার দর হিসেবে চার মণ ধানের দাম আদায় করো। অতঃপর সে বাজার দর হিসেবে চার মণ ধানের মূল্য আদায় করে।

গ. একজন আলেম বলেছেন যে বাইয়ে সলমের পণ্য কবজা করা জরুরি। তাই সমিতির সভাপতি ও গ্রাহক ধানের আড়ত যেখানে শত শত মণ বিদ্যমান সেখানে গিয়ে গ্রাহক আড়ত মালিককে বলেন, আমাকে এই জমাকৃত ধান হতে ৫০ মণ ধান বিক্রয় করেন, মালিক বিক্রয় করলে গ্রাহক সভাপতিকে বলেন যে আমি এই ধানের মালিক আপনি এই ধান কবজা করুন। অতঃপর সভাপতি ধানে হাত রেখে বলেন যে আমি কবজা করলাম। পুনরায় সভাপতি আড়ত মালিকের কাছে কিছু লাভসহ ধানগুলো বিক্রয় করেন।

এখন আমার প্রশ্ন হলো, উল্লিখিত সুরতে কোনটি জায়েয আর কোনটি নাজায়েয? নাজায়েয হলে জায়েযের কোনো সুরত আছে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : ক. প্রশ্নে বর্ণিত সমিতি থেকে টাকা ঋণ নেওয়ার নামে মধ্যখানে পণ্যকে চড়া মূল্যে ক্রয় করে পুনরায় তাদের নিকটই স্বল্প মূল্যে বিক্রি করার পদ্ধতিটি শরীয়তসম্মত নয়। এটা কেবল সুদ খাওয়ার কৌশলমাত্র। অতএব পদ্ধতিটি সুদের নামান্তর হওয়ায় তা বর্জনীয়।

খ. বাইয়ে সলম করার সময় উভয়ের সম্মতিক্রমে যে প্রকারের পণ্যকে নির্ধারণ করা হয়েছে, নির্দিষ্ট সময় তাই আদায় করা জরুরি। তার মধ্যে কোনো প্রকারের পরিবর্তন করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ নয়। তাই প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে ধানের পরিবর্তে বাজার দর হিসাবে তার মূল্য নেওয়াটা বৈধ হবে না। তবে টাকা প্রদানকারীর জন্য ওই পণ্যই নিতে হবে, টাকা নয়। (১২/৪৩৩)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٣ / ١٨٦ : ولا يجوز الاستبدال بالمسلم فيه ولو أعطاه السلم جيدا مكان الرديء يجبر رب السلم على القبول عندنا، وإن أعطاه رديئا مكان الجيد لا يجبر -

📖 البحر الرائق (سعيد) ٦/ ١٥٨ : ولو انقطع عن أيدي الناس بعد المحل قبل أن يوفي المسلم فيه فرب السلم بالخيار إن شاء فسخ العقد وأخذ رأس ماله وإن شاء انتظر وجوده -

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٦/ ٤٨١ : مدت معینہ تک اگر مسلم الیہ مسلم فیہ ادانہ کر سکا تو اس کے عوض کوئی دوسری چیز لینا یا ثمن سے زیادہ لینا جائز نہیں، لہذا مشتری کو چاہئے کہ یسر تک بائع کو مہلت دے یا اپنا ثمن واپس لے لے بائع کی رضاء سے بھی استبدال یا ثمن سے زائد لینا جائز نہیں۔

গ. বাইয়ে সলমের পণ্য কবজা করা ব্যতীত কোনো প্রকারের হস্তক্ষেপ জায়েয নেই। বর্ণিত পদ্ধতিতে ওই ব্যক্তি ধানের গোলা থেকে ৫০ মণ ধান কেবল হাত দ্বারা কবজা করলেই যথেষ্ট হবে না, বরং তা মেপে মালিক থেকে বুঝে তার আয়ত্তে নিয়ে নিতে হবে। অতঃপর তা বিক্রি করলে বৈধ হবে, অন্যথায় নয়।

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٥/ ٢٢٩ : "ولا يجوز التصرف في رأس مال السلم والمسلم فيه قبل القبض" أما الأول فلما فيه من تفويت القبض المستحق بالعقد. وأما الثاني فلأن المسلم فيه مبيع والتصرف في المبيع قبل القبض لا يجوز.

📖 فيه أيضا ٥/ ٢٣١ : "ومن أسلم في كر حنطة فلما حل الأجل اشترى المسلم إليه من رجل كرا وأمر رب السلم بقبضه قضاء لم يكن قضاء، وإن أمره أن يقبضه له ثم يقبضه لنفسه فاكتاله له ثم اكتاله لنفسه جاز" -

Scanned by CamScanner

الدر المختار مع الرد (سعيد) ٥/ ٢١٨ : (ولا يجوز التصرف) للمسلم إليه (في رأس المال و) لا لرب السلم في (المسلم فيه قبل قبضه بنحو بيع وشركة) ومرابحة (وتولية).

رد المحتار (سعيد) ٥/ ٢٢٠ : (قوله ولو شرى المسلم إليه في كر إلخ) صورته أسلم رجلا مائة درهم في كر حنطة فاشترى المسلم إليه كرا وأمر رب السلم بقبضه لم يصح، حتى يكتاله رب السلم مرتين مرة عن المسلم إليه، ومرة عن نفسه.

## ঠকার আশঙ্কায় পণ্য বেশি চাওয়া

**প্রশ্ন :** হাবিব আনিসকে ১০০০ টাকা প্রদান করে বলে যে ৮ মাস পর আমাকে ৬ মণ ধান দেবে। আনিস তা কবুল করে। পরদিন হাবিব আনিসকে বলে যে আমার তো ঠকা হবে মনে হয়, তাই ধানের পরিমাণ ৭ মণ করো। আনিস বলে যে ৬ মণই থাক, তোমার ঠকা হবে না। যদি ঠকার আশঙ্কা দেখা দেয় তা তখন দেখা যাবে। এ প্রকৃতির ক্রয়-বিক্রয়ের হুকুম কী? ঠকার আশঙ্কা থাকায় আমি যদি পরবর্তীতে ৭ মণ বা তার থেকে কিছু কমবেশি পরিমাণ ধান দিই, তা হাবিবের জন্য হালাল হবে কি না?

**উত্তর :** বাইয়ে সলমের শর্তাবলি যথাযথ পালনের মাধ্যমে লেনদেন করলে তা শুদ্ধ হবে। প্রশ্নে উল্লিখিত পদ্ধতিতে আনিস ও হাবিবের মধ্যে যে লেনদেন হয়েছে তা বাইয়ে সলমের অন্তর্ভুক্ত বিধায় তা জায়েয ও সহীহ হবে। আনিস যদি হাবিবকে বিনা শর্তে স্বেচ্ছায় কিছু ধান অতিরিক্ত দেয় তা হাবিবের জন্য গ্রহণ করা বৈধ হবে। (১১/৩৯৬/৩৫৮৩)

الدر المختار مع الرد (سعيد) ٥/ ١٥٣- ١٥٥ : (وصح الزيادة فيه) ولو من غير جنسه في المجلس أو بعده من المشتري أو وارثه خلاصة. ولفظ ابن مالك أو من أجنبي (إن) في غير صرف و (قبل البائع) في المجلس فلو بعده بطلت خلاصة وفيها لو ندم بعدما زاد أجبر (وكان المبيع قائما) فلا تصح بعد هلاكه ولو حكما على الظاهر بأن باعه ثم شراه ثم زاده. زاد في الخلاصة وكونه محلا للمقابلة في حق المشتري حقيقة فلو باع بعد القبض أو دبر أو كاتب أو ماتت الشاة فزاد لم يجز لفوات محل البيع بخلاف ما لو أجر أو رهن أو جعل الحديد سيفا أو ذبح الشاة لقيام الاسم والصورة وبعض المنافع. (و) صح (الحط منه) ولو بعد هلاك المبيع وقبض الثمن (والزيادة) والحط (يلتحقان بأصل

Scanned by CamScanner

العقد) بالاستناد فبطل حط الكل وأثر الالتحاق في تولية ومرابحة وشفعة واستحقاق وهلاك وحبس مبيع وفساد صرف لكن إنما يظهر في الشفعة الحط فقط (و) صح (الزيادة في المبيع) ولزم البائع دفعها (إن) في غير سلم زيلعي و (قبل المشتري) -

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۳/ ۲۲ : الجواب- یہ زیادة فی المبیع ہے اور حسب تصریح فقہاء مباح ہے بشرط تراضی۔

## অগ্রিম টাকা দিয়ে ধান ক্রয় করা

**প্রশ্ন :** অগ্রিম টাকা দিয়ে ধান ক্রয় করা যাবে কি না?

**উত্তর :** শরীয়ত মোতাবেক শর্তসমূহের ভিত্তিতে অগ্রিম টাকা দিয়ে ধান ক্রয় করাকে 'বাইয়ে সলম' বলে। শর্তাদি বাস্তবায়ন করা হলে তা জায়েয হবে। (৭/৫৮৮)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٥/ ١١٢ : السلم: عقد مشروع بالكتاب وهو آية المداينة، فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: أشهد أن الله تعالى أحل السلف المضمون وأنزل فيها أطول آية في كتابه، وتلا قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ}. وبالسنة وهو ما روي "أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم", والقياس وإن كان يأباه ولكنا تركناه بما رويناه. ووجه القياس أنه بيع المعدوم إذ المبيع هو المسلم فيه.

قال: "وهو جائز في المكيلات والموزونات" لقوله عليه الصلاة والسلام: "من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" والمراد بالموزونات غير الدراهم والدنانير لأنهما أثمان، والمسلم فيه لا بد أن يكون مثمنا فلا يصح السلم فيهما -

## মূল্য নগদ পণ্য বাকি

**প্রশ্ন :** প্রতি হাজারে আট মণ ধান, টাকা ফেরত নয়, টাকার বিনিময়ে ধান বা ফসল। কিন্তু সময় ছয় মাস ধার্য করা হলো। ছয় মাস পর টাকার পরিবর্তে আট মণ ধান পরিশোধ করবে। এটা কি ইসলামের দৃষ্টিতে জায়েয?

Scanned by CamScanner

উত্তর : এ ধরনের বেচাকেনা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে জায়েয। যথা :
১) পণ্যের সার্বিক পরিচয় ও গুণ বর্ণনা করা যেমন–গম, ধান, চিকন, মোটা, উৎকৃষ্ট, নিম্নমান ইত্যাদি।
২) পণ্য ও মূল্যের পরিমাণ নির্ধারণ করা।
৩) পণ্য পরিশোধের সময়সীমা ঠিক করা।
৪) পণ্য আদায়ের স্থান নির্দিষ্ট করা।
৫) এ সমস্ত শর্ত মানার পর ওই স্থানেই মূল্য পরিশোধ করা। (১/৩৮১/১৮৫)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥/ ٢٠١ : (وأما) الذي يرجع إلى البدل فأنواع ثلاثة: نوع يرجع إلى رأس المال خاصة، ونوع يرجع إلى المسلم فيه خاصة، ونوع يرجع إليهما جميعا (أما) الذي يرجع إلى رأس المال، فأنواع.

(منها) بيان جنسه كقولنا: دراهم أو دنانير أو حنطة أو تمر. (ومنها) بيان نوعه إذا كان في البلد نقود مختلفة كقولنا: دراهم فتحية أو دنانير نيسابورية أو حنطة سقية أو تمر برني. (ومنها) بيان صفته كقولنا: جيد أو وسط أو رديء؛ لأن جهالة الجنس والنوع والصفة مفضية إلى المنازعة، وإنها مانعة صحة البيع لما ذكرنا من الوجوه فيما تقدم. (ومنها) بيان قدره.

📖 فيه أيضا ٥/ ٢٠٧ : وأما الذي يرجع إلى المسلم فيه فأنواع أيضا.

(منها) أن يكون معلوم الجنس كقولنا: حنطة أو شعير أو تمر. (ومنها) أن يكون معلوم النوع. كقولنا: حنطة سقية أو نحسية، تمر برني أو فارسي هذا إذا كان مما يختلف نوعه، فإن كان مما لا يختلف فلا يشترط بيان النوع. (ومنها) أن يكون معلوم الصفة. كقولنا: جيد أو وسط أو رديء. (ومنها) أن يكون معلوم القدر بالكيل أو الوزن أو العد أو الذرع؛ لأن جهالة النوع، والجنس، والصفة، والقدر جهالة مفضية إلى المنازعة وأنها مفسدة للعقد، وقال النبي: - عليه الصلاة والسلام - «من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم». (ومنها) أن يكون معلوم القدر بكيل، أو وزن، أو ذرع يؤمن عليه فقده عن أيدي الناس، فإن كان لا يؤمن فالسلم فاسد-

📖 الدر المختار (سعيد) ٥/ ٢١٤- ٢١٥ : (وشرطه) أي شروط صحته التي تذكر في العقد سبعة (بيان جنس) كبر أو تمر (و) بيان (نوع)

Scanned by CamScanner

كمسقي أو بعلي (وصفة) كجيد أو رديء (وقدر) ككذا كيلا لا ينقبض ولا ينبسط (وأجل وأقله) في السلم (شهر) به يفتى وفي الحاوي لا بأس بالسلم في نوع واحد على أن يكون حلول بعضه في وقت وبعضه في وقت آخر... ... (و) بيان (قدر رأس المال) إن تعلق العقد بمقداره كما (في مكيل وموزون وعددي غير متفاوت)-

## বাইয়ে সলমের একটি পদ্ধতি

**প্রশ্ন :** অনেক গ্রামাঞ্চলে দেখা যায়, ধান ব্যবসায়ীরা কৃষকদের অগ্রিম টাকা দেয় এ মর্মে যে যখন ধান কেটে বাড়িতে আনবে তখন বর্তমানে উভয় পক্ষের চুক্তি হিসেবে নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রয় করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, ৭০০ টাকা হিসাবে দিতে হবে, তখন বাজার দর ৬০০ হোক বা ৯০০ টাকা। উক্ত পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় করা শরীয়তসম্মত কি না?

**উত্তর :** ধানের ধরন নির্ধারণ করলে প্রশ্নে বর্ণিত চুক্তি শরীয়তসম্মত। (১৮/৭৪০)

📖 رد المحتار (سعيد) ٢٠٩/٥ : (قوله ويصح فيما أمكن ضبط صفته) لأنه دين وهو لا يعرف إلا بالوصف فإذا لم يمكن ضبطه به يكون مجهولا جهالة تفضي إلى المنازعة، فلا يجوز كسائر الديون-

📖 البحر الرائق (سعيد) ٦/ ١٦٠ : قوله (وشرطه بيان الجنس والنوع والصفة والقدر والأجل) كقوله حنطة سقية جيدة عشرة أكرار إلى شهر؛ لأن الجهالة تنتفي بذكر هذه الأشياء-

## কোরবানীর চামড়ায় বাইয়ে সলম করা

**প্রশ্ন :** কোরবানীর পশুর চামড়া তার শরীর থেকে পৃথক করার পূর্বে বাইয়ে সলম হিসেবে ক্রয়-বিক্রয় করা, অর্থাৎ ক্রেতা পশুর মালিককে ১০০০ টাকা দিয়ে বলল যে আপনি আগামীকাল সকাল ১০টায় আমাকে একটি গরুর চামড়া দেবেন। এভাবে হিলা করার দ্বারা এ ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে কি না?

**উত্তর :** হানাফী মাযহাব মতে উট, গরু, বকরি এগুলোর চামড়ার ওপর বাইয়ে সলম সহীহ হয় না। (১৪/৯৫)

Scanned by CamScanner

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٥/ ٢١٥ : "ولا يجوز السلم في الحيوان" وقال الشافعي رحمه الله: يجوز لأنه يصير معلوما ببيان الجنس والسن والنوع والصفة، والتفاوت بعد ذلك يسير فأشبه الشياب. ولنا أنه بعد ذكر ما ذكر يبقى فيه تفاوت فاحش في المالية باعتبار المعاني الباطنة فيفضي إلى المنازعة، بخلاف الشياب لأنه مصنوع العباد فقلما يتفاوت الثوبان إذا نسجا على منوال واحد. وقد صح "أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن السلم في الحيوان" ويدخل فيه جميع أجناسه حتى العصافير.

قال: "ولا في أطرافه كالرءوس والأكارع" للتفاوت فيها إذ هو عددي متفاوت لا مقدر لها. قال: "ولا في الجلود عددا -

## একই সাথে সলম ও ঋণ চুক্তি

**প্রশ্ন :** আমাদের এলাকায় প্রচলন আছে, কোনো ব্যক্তি কাউকে এক হাজার টাকা এ শর্তে দেয় যে দুই-তিন মাস পর দেবে এবং দুই মণ ধান দেবে। এ লেনদেন কি শরীয়তসম্মত?

জনৈক আলেম বলেন, তা জায়েয নেই। বরং এভাবে জায়েয হতে পারে যে উদাহরণত, এক হাজার টাকা থেকে ৯০০ টাকা এ চুক্তিতে দেওয়া বৈশাখ মাসের ১৫ তারিখে তা ফেরত দিয়ে দেবে। তখন কর্জ হিসেবে বৈধ হবে, আর ১০০ টাকা বাইয়ে সলম হিসেবে দেওয়া হবে এ শর্তে যে সে ১০০ টাকার বিনিময়ে বৈশাখ মাসের ১৫ তারিখে এক মণ ধান দেবে, টাকা দেবে না। উক্ত আলেমের বাতলানো পদ্ধতিতে বাইয়ে সলম করা জায়েয হবে কি না?

**উত্তর :** শরীয়তের দৃষ্টিতে ঋণ দেওয়া জায়েয, বরং সওয়াবের কাজ। তবে ঋণ পরিশোধ করার সময় মূল টাকার সাথে অন্য কোনো কিছুর শর্ত করা এবং তা গ্রহণ করা সুদের অন্তর্ভুক্ত বিধায় তা হারাম হবে। প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে যেহেতু কর্জ ও বাইয়ে সলমের চুক্তির বাইরে আকদ একই সাথে সম্পাদন করা হচ্ছে বিধায় তা নাজায়েয বলে বিবেচিত হবে। সুতরাং বাইয়ে সলম করতে হলে তার সাথে কর্জের চুক্তি থাকতে পারবে না। তাই উক্ত আলেমের বাতলানো পদ্ধতিকে জায়েয বলা যায় না। (১৪/৯০৫)

Scanned by CamScanner

📖 مسند أحمد (مؤسسة الرسالة) ٣٢٤/٦ (٣٧٨٣) : عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود،، عن أبيه، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة "-

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١٦٦/٥ : وفي الخلاصة القرض بالشرط حرام والشرط لغو بأن يقرض على أن يكتب به إلى بلد كذا ليوفي دينه. وفي الأشباه كل قرض جر نفعا حرام، فكره للمرتهن سكنى المرهونة بإذن الراهن.

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٣٩٥/٧ : (وأما) الذي يرجع إلى نفس القرض: فهو أن لا يكون فيه جر منفعة، فإن كان لم يجز، نحو ما إذا أقرضه دراهم غلة، على أن يرد عليه صحاحا، أو أقرضه وشرط شرطا له فيه منفعة؛ لما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه «نهى عن قرض جر نفعا»؛ ولأن الزيادة المشروطة تشبه الربا؛ لأنها فضل لا يقابله عوض، والتحرز عن حقيقة الربا، وعن شبهة الربا واجب هذا إذا كانت الزيادة مشروطة في القرض-

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۱ / ۲۸۹ : الجواب-حامداومصلیا،اگر روپیہ قرض دیا جائے تو پھر اس روپیہ کی واپسی لازم ہیں اس میں زیادتی کی شرط کرنا سود ہے۔البتہ اگر واپسی کے وقت روپیہ موجود نہ ہواور روپیہ کے عوض غلہ وغیرہ دینا چاہئے تو دیتے وقت جو معاملہ کر لیا جائے وہ درست ہے مثلا جس وقت روپیہ قرض لیا اس وقت غلہ کا نرخ تیرہ ۱۳ روپیہ کا تھا اور جب روپیہ واپس کرنے کا وقت آیا تو غلہ کا نرخ دس روپیہ کا ہو گیا اور دس کے حساب سے بجائے روپیہ دینے کے غلہ دیدیا تو یہ سود نہیں بلکہ درست ہے اگر روپیہ قرض نہیں دیا بلکہ غلہ خریدا اس طرح کہ روپیہ اب دیدیا اور غلہ دینے کا قوت فصل کا موقع تجویز کر لیا اور غلہ کا نرخ ابھی تجویز کر لیا کہ اس کے حساب سے غلہ لیں گے اور فلاں قسم کا غلہ ہو فلاں جگہ پہونچانا ہو گا تب بھی درست ہے اگر روپیہ دیتے وقت غلہ کا نرخ تیرہ کا ہو، جو روپیہ دیا گیا ہے وہ اس صورت میں پیشگی قیمت ہے قرض نہیں یہ بھی سود نہیں۔

Scanned by CamScanner

## বাইয়ে সলমের অশুদ্ধ একটি পদ্ধতি

**প্রশ্ন :** কোনো এক এলাকায় কয়েক সদস্যবিশিষ্ট একটি ব্যবসায়ী সমিতি আলুর চাষাবাদ শুরু করে। একপর্যায়ে তারা অর্থের অভাবে পড়ে অন্য এক ব্যক্তি, যিনি সমিতির প্রধান দায়িত্বশীল তাঁর কাছ থেকে ৩০ হাজার টাকা গ্রহণ করে এ শর্তে যে উক্ত টাকার আলু ফসল ওঠার পর দেওয়া হবে এবং খরচাদি বাদে লাভ হলে উক্ত লাভের অর্ধেকাংশ সমিতির লোকজন পাবে, আর বাকি অর্ধেক ৩০ হাজার টাকার মালিক পাবে। কারণ ওই ব্যক্তি সমিতির কোনো সদস্য নয়। দুঃখের বিষয় হলো, আলুর ফসল ওঠার পর সমিতিপ্রধান ও সদস্যরা উৎপাদিত আলুর কোনো হিসাব বা আলু মালিককে না দিয়ে সমিতিপ্রধান ব্যক্তি সদস্যদের যোগাযোগে মালিকের অনুমতি ব্যতীত তার পাওনা আলু কোল্ডস্টোরে জমা করে। একপর্যায়ে সমিতিপ্রধান মালিকের আলু বিক্রি করতে চাইলে মালিক বাধা দেওয়াতে সমিতিপ্রধান বলে–ঠিক আছে, আপনার আলু আপনিই বিক্রি করবেন। কিন্তু পরবর্তীতে তারাই গোপনে আলু বিক্রি করে দেয়। পরে যখন মালিক আলু বিক্রি করবে বলে সমিতিপ্রধানের কাছে আলু চায়, তখন সে বলে–সদস্যদের অনুমতিক্রমে আপনার আলু বিক্রি করেছি, তবে আপনার অনুমতির প্রয়োজন নেই। এ নিয়ে মালিকের সাথে কথা-কাটাকাটি হয়। কিন্তু আলুর মালিক তাদের বিক্রির ওপর কোনো অবস্থাতেই রাজি নয়। এখন প্রশ্ন হলো :

মালিকের অনুমতি ছাড়া আলু বিক্রি করা বৈধ কি না এবং তার হুকুম কী?
উল্লেখ্য, সমিতির সদস্যরা উক্ত আলু বাকিতে বিক্রি করে এবং সেই বিক্রির মূল্য পায়নি, বরং বিক্রিতে লোকসান হয়েছে বলে জানায়।
জানার বিষয় হলো, উক্ত সমিতির লোকজন বিক্রীত টাকা পাক বা না পাক তাই বলে কি ৩০ হাজার টাকার মালিক আলু বা তার মূল্য থেকে বঞ্চিত হবে? এবং লভ্যাংশ থেকে কি বঞ্চিত হবে? অর্থাৎ উক্ত মালিক শরীয়ত অনুযায়ী সমিতির কাছে তার ৩০ হাজার টাকার আলু বা তার মূল্য বা তা বিক্রিতে লাভ হলে লভ্যাংশ থেকে নির্ধারিত অংশ পাওয়ার হকদার হবে কি না?

**উত্তর :** প্রশ্নে বর্ণিত লেনদেনটি বাইয়ে সলমের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু সলমের সকল শর্ত যেমন, ৩০ হাজারে কী পরিমাণ আলু পাবে ইত্যাদি পাওয়া না যাওয়ার কারণে সলম শুদ্ধ হয়নি। আর বাইয়ে সলম ফাসেদ হলে 'রাব্বুস সলম' অর্থাৎ মূলধনদাতা তার মূলধন ফেরত পায়। তাই প্রশ্নোক্ত ৩০ হাজার টাকার মালিক শুধু তার মূলধন ৩০ হাজার টাকা ফেরত পাবে। সে চুক্তিকৃত আলুর মালিক বলে গণ্য হবে না। তাই সে

Scanned by CamScanner

সংগঠন কর্তৃপক্ষকে আলু দেওয়ার ওপর চাপ প্রয়োগ করতে পারবে না, বরং তাদের আলু বিক্রি শুদ্ধ হয়ে গেছে। সে তার টাকা সমিতির লোকদের থেকে যেকোনো পদ্ধতিতে আদায় করা বৈধ হবে এবং সমিতিরও দায়িত্ব তার মূলধন আদায় করে দেওয়া। (১৩/১৮৮)

📖 الفتاوى الخيرية ٢٤٣/١ : وحكم سلم الفاسد : وجوب رد مثل رأس ماله على المسلم إليه لرب السلم ووجوب قيمة المقبوض من الجلود على رب السلم للمسلم إليه -

📖 الدر المختار (سعيد) ٥/ ٢١٤- ٢١٥ : (وشرطه) أي شروط صحته التي تذكر في العقد سبعة (بيان جنس) كبر أو تمر (و) بيان (نوع) كمسقي أو بعلي (وصفة) كجيد أو رديء (وقدر) ككذا كيلا لا ينقبض ولا ينبسط (وأجل وأقله) في السلم (شهر) به يفتى وفي الحاوي لا بأس بالسلم في نوع واحد على أن يكون حلول بعضه في وقت وبعضه في وقت آخر... ... (و) بيان (قدر رأس المال) إن تعلق العقد بمقداره كما (في مكيل وموزون وعددي غير متفاوت)-

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۳۵۱/۱۳ : الجواب- بیع سلم کی صحت کیلئے چند شرائط ہیں جس چیز میں بیع سلم کی جارہی ہے اس کی جنس معلوم ہو مثلاً گیہوں یا جو نیز اس گیہوں وغیرہ کی کیفیت اس طرح بیان کردیجائے کہ لیتے وقت جھگڑا نہ ہو، مثلاً فلاں قسم کا گیہوں ہو بہت پتلا نہ ہو نہ پالا مارا ہو عمدہ ہو خراب نہ ہو اس میں دیگر شئ چنے مٹر ملی نہ ہو مقدار مبیع معلوم ہو، تاریخ ادائیگی کی تعیین ہو اور کم از کم ایک مہینہ کی مدت ومہلت ہو راس المال کی مقدار متعین ہو اگر مبیع وزنی شئ ہو جس کے لے جانے میں مزدوری لگتی ہو تو دینے کی جگہ معلوم ہو جس چیز پر بیع سلم کی جارہی ہے وہ چیز ایسی ہو کہ لینے اور وصول پانے کے زمانہ تک بازار میں ملتی ہو نایاب نہ ہو مجلس عقد ہی میں راس المال حوالہ کردیا گیا ہو شرائط مذکورہ میں سے کسی ایک کا فقدان بیع سلم کے فساد کو مستلزم ہوگا- ہکذا فی کتب الفقہ-

Scanned by CamScanner

## মসজিদের টাকায় বাইয়ে সলম

**প্রশ্ন :** মসজিদের টাকা দ্বারা বাইয়ে সলম জায়েয কি না? এবং তার থেকে আয়কৃত টাকা মসজিদের কাজে লাগানো যাবে কি না?

**উত্তর :** মসজিদ কর্তৃপক্ষ মসজিদের অতিরিক্ত টাকা দাতাদের অনুমতি সাপেক্ষে যেকোনো হালাল ব্যবসায় লাগাতে পারে, যদি তাতে লাভের প্রবল সম্ভাবনা থাকে। তাই বাইয়ে সলমের শর্তসমূহ পাওয়া গেলে তাতে টাকা দিয়ে ব্যবসা করা ও আয়কৃত টাকা মসজিদের কাজে ব্যবহার করা জায়েয হবে। (১৭/৩৯১)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/٤٦٢ : القيم إذا اشترى من غلة المسجد حانوتا أو دارا وأراد أن يستغل ويباع عند الحاجة جاز إن كان له ولاية الشراء وإذا جاز أن يبيعه،

📖 العلم والعلماء ص ٣٥٤ : سوال- مدرسہ کی امدادی رقم سے مدرسہ کے لئے تجارت کرنا درست ہے یا نہیں؟

الجواب- باذن معطین درست است، چندہ دینے والوں کی صراحۃ یادلالۃ اجازت سے جائز ہے۔

Scanned by CamScanner

## باب المرابحة

## পরিচ্ছেদ : মুরাবাহা

### কবজার পর লাভ করে পণ্য অন্যের কাছে বেচা

**প্রশ্ন :** কারীমিয়া ইসলামী সোসাইটির কার্যক্রম হচ্ছে, কোনো গ্রাহক ঋণের আবেদন করলে তাকে নগদ অর্থ না দিয়ে ঋণগ্রহীতার ইচ্ছাধীন সোসাইটির পক্ষ থেকে মালামাল ক্রয় করে সোসাইটির জিম্মায় আনা হয়। যেমন–ধান, চাল, সেলাই মেশিন ইত্যাদি। অতঃপর ঋণ গ্রাহকের কাছে এক বছর বা দুই বছর মেয়াদি মাসিক কিস্তির মাধ্যমে বাকিতে কিছু বেশি মূল্যে বিক্রি করা হয়। যেমন–শফিক সাহেব সোসাইটির কাছে পাঁচ হাজার টাকা ঋণের আবেদন করল। তাকে নগদ অর্থ না দিয়ে তার ইচ্ছানুযায়ী সোসাইটির পক্ষ থেকে পাঁচ হাজার টাকার চাল ক্রয় করে সোসাইটির জিম্মায় এনে শফিক সাহেবের কাছে উক্ত পাঁচ হাজার টাকার চাল এক বছর মেয়াদে ১২ কিস্তিতে আদায়ের শর্তে ছয় হাজার টাকায় তার কাছে বিক্রি করে। উক্ত লেনদেন শরীয়তসম্মত কি না?

**উত্তর :** ক্রয়কৃত মাল জিম্মায় এনে এক বছর বা দুই বছর মেয়াদি মাসিক কিস্তির মাধ্যমে লাভে বিক্রি করা শরীয়তসম্মত। তবে গ্রহীতা নির্দিষ্ট সময়ে আদায় না করার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত টাকা আদায় করা শরীয়তসম্মত নয়। (১৬/৭৬৩)

📖 بحوث في قضايا فقهية معاصرة (دار القلم) ١/ ١١-١٢ : ولكن المعمول به في الغالب أن الثمن في (البيع بالتقسيط) يكون أكثر من سعر تلك البضاعة في السوق، فلو أراد رجل أن يشتريها نقدا، أمكن له أن يجدها في السوق بسعر أقل ولكنه حينما يشتريها بثمن مؤجل بالتقسيط، فإن البائع لا يرضى بذلك إلا أن يكون ثمنه أكثر من ثمن النقد، فلا ينعقد البيع بالتقسيط عادة إلا بأكثر من سعر السوق في بيع الحال.

زيادة الثمن من أجل التأجيل:

ومن هنا ينشأ السؤال: هل يجوز أن يكون الثمن المؤجل أكثر من الثمن الحال؟ وقد تكلم الفقهاء في هذه المسألة قديما وحديثا، فذهب بعض العلماء إلى عدم جوازه، لكون الزيادة عوضا من الأجل، وهو الربا، أو فيه مشابهة للربا، وهذا مذهب مروي عن زين العابدين

Scanned by CamScanner

علي بن الحسين، والناصر والمنصور بالله، والهادوية، كما نقل عنهم الشوكاني رحمه الله -

أما الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء والمحدثون، فقد أجازوا البيع المؤجل بأكثر من سعر النقد، بشرط أن يبت العاقدان بأنه بيع مؤجل بأجل معلوم، وبثمن متفق عيه عند العقد -

📖 فيه أيضا ١/ ١٤ : ومما يجب التنبيه عليه هنا: أن ما ذكر من جواز هذا البيع إنما هو منصرف إلى زيادة في الثمن نفسه، أما ما يفعله بعض الناس من تحديد ثمن البضاعة على أساس سعر النقد، وذكر القدر الزائد على أساس أنه جزء من فوائد التأخير في الأداء، فإنه ربا صراح -

## শতকরা হারে লাভ নির্ধারণ করে মুরাবাহা

**প্রশ্ন :** আমরা ৪-৫ জন মিলে একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান খুলেছি। সেখান থেকে মুরাবাহার ভিত্তিতে মানুষের সাথে ব্যবসা করা হয়। আমাদের প্রতিষ্ঠানে কোনো মাল স্টক বা জমা থাকে না। দোকানির চাহিদা অনুযায়ী বাজার থেকে কিনে দিই এবং ওই মালের টাকার ওপর শতকরা ১০ টাকা হারে লাভে বিক্রি করি। সুতরাং ক্ষতির কোনো আশঙ্কা থাকে না। উপরোক্ত পদ্ধতিটি শরীয়তসম্মত কি না?

**উত্তর :** বাইয়ে 'মুরাবাহায় এ ধরনের মুনাফা নির্ধারণ করা যদিও বর্তমান সুদি লেনদেনের মতো মনে হয়; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এটা সুদ নয় বিধায় উল্লিখিত পন্থায় শতকরা ১০ টাকা হারে লাভে বিক্রি করাতে আপত্তি নেই। (১১/৯৮৮)

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ٦/ ١٤٤ : بیع مرابحہ میں فیصد کے ساتھ منافع کے تعین کا حکم

: ... ...

الجواب- عقد مرابحہ میں اس نوعیت سے منافع کا تعین کرنا اگرچہ آج کل کے سودی لین دین کیساتھ مشابہ ضرور ہے مگر حقیقت میں یہ سود نہیں، لہذا صرف مشابہت کی بناء پر اس کو حرام قرار نہیں دیا جاسکتا اس لئے صورت مسئولہ کے مطابق منافع کا تعین کرنا فیصد کے اعتبار سے کرنا جائز ہے، اس لئے کہ اس عقد میں بیع مرابحہ کی جملہ لوازمات کا پورا لحاظ رکھا گیا ہے۔

Scanned by CamScanner

## কমিশন বাবদ কর্তিত মূল্য মুরাবাহাকালে পণ্য মূল্যে হিসাব করা

**প্রশ্ন :** অনেক দোকানে এমন নিয়ম আছে যে অনেক মাল একসাথে ক্রয় করলে কিছু কমিশন দিয়ে থাকে। সুতরাং কোনো ব্যক্তি একটি কোম্পানি থেকে ১০০০ টাকা করে ১০০টি পাখা (ফ্যান) ক্রয় করল এবং টাকাও পরিশোধ করে দিল। অতঃপর বিক্রেতা ক্রেতাকে প্রতি পাখা বাবদ ২০ টাকা করে কমিশন হিসেবে ফেরত দিল, ফলে এখন প্রতি পাখার দাম ৯৮০ টাকা করে হলো। প্রশ্ন হলো, ক্রেতা বিক্রি করার সময় এ কথা বলে বিক্রি করতে পারবে কি না যে আমার ক্রয়মূল্য ১০০০ টাকা পড়েছে আমি এর ওপর ১০০ টাকা লাভ নিচ্ছি। অনুরূপভাবে ১০০টি ফ্যান ১০০০ টাকা করে ক্রয় করল। কিন্তু এখনো টাকা পরিশোধ করেনি বরং পরে ২০ টাকা হারে কমিশন বাদ দিয়ে প্রতি ফ্যানের দাম ৯৮০ টাকা পরিশোধ করবে। প্রশ্ন হলো, এ সুরতেও ১০০০ হাজার টাকা ক্রয়মূল্য বলে বিক্রি করতে পারবে কি না?

**উত্তর :** প্রশ্নে বর্ণিত উভয় পদ্ধতিতে কমিশনগুলো বাদ দিয়ে উক্ত পণ্যের ক্রয়মূল্য উল্লেখ করে সামনে বেচাকেনা করতে হবে। উল্লেখ্য, বিক্রীত পণ্যের মূল্য হ্রাস পণ্যের মূল্য পরিশোধ করার আগে ও পরে উভয় অবস্থায় হতে পারে–এটাই ফিকাহবিদদের গ্রহণযোগ্য মত। (১০/২৪৯/৩০৯৮)

📖 الدر المختار (سعيد) ٥/ ١٥٤ : (و) صح (الحط منه) ولو بعد هلاك المبيع وقبض الثمن (والزيادة) والحط (يلتحقان بأصل العقد) بالاستناد -

📖 رد المحتار (سعيد) ٥ /١٥٤ : (قوله: وقبض الثمن) بالجر عطفا على هلاك،وإن حط البعض أو وهبه بعد القبض صح-

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٣/ ١٧٣ : إذا وهب بعض الثمن عن المشتري قبل القبض أو أبرأه عن بعض الثمن فهو حط فإن كان البائع قد قبض الثمن ثم حط البعض أو وهب بأن قال وهبت منك بعض الثمن أو قال حططت بعض الثمن عنك صح ووجب على البائع رد مثل ذلك على المشتري -

📖 المعايير الشرعية ص ٩٦ : إذا حصلت المؤسسة على حسم من البائع على السلعة المبيعة نفسها ولو بعد العقد، فإن العميل يستفيد من ذلك الحسم بتخفيض الثمن الإجمالى بنسبة الحسم-

📖 جدید فقہی مسائل ٢/ ٣٥٧ : فقہاء نے تصریح کی ہے کہ بعد تکمیل بیع کے بھی تراضی متعاقدین سے ثمن میں بھی اور مبیع میں بھی زیادہ جائز ہے اور حط یعنی کمی بھی جائز ہے جیسا کہ زیادہ کے خریدار کو کمیشن واپس کرنا جس کی حقیقت حط ثمن ہے عام طور سے رائج ہے۔

Scanned by CamScanner

## সময়মতো মূল্য পরিশোধ না করলে আর্থিক জরিমানা করা

**প্রশ্ন :** ইসলামী শরীয়াভিত্তিক পরিচালিত একটি সমিতি তার সদস্য থেকে মাসভিত্তিক মুদারাবা সঞ্চয় গ্রহণ করে। সঞ্চয়ী যে অর্থ জমা হয় সে অর্থ দ্বারা ওই সকল সদস্যের মধ্যে থেকে কারো কোনো মালের প্রয়োজন হলে মুরাবাহার ভিত্তিতে ওই মাল তার কাছে বাকিতে বিক্রয় করা হয়, যার মূল্য নির্ধারিত মাসিক কিস্তিতে পরিশোধের শর্ত থাকে। প্রশ্ন হলো, কোনো সদস্য মাল গ্রহণ করে মালের মূল্যের কিস্তি ঠিকমতো পরিশোধ না করে টালবাহানা করে, নির্ধারিত সময় থেকে বেশি সময় পাওনা আটকে রাখে। তাই এ ধরনের টালবাহানা কমাতে সমিতি একটি নিয়ম চালু করতে চায় যে সদস্যের সঞ্চিত টাকার মুনাফা ওই পরিমাণ কম দেওয়া হবে যে পরিমাণ সে কোম্পানির পাওনা পরিশোধ না করে কোম্পানির ক্ষতি করেছে। অতএব, কিস্তি খেলাফ করে ক্ষতি করায় তার সঞ্চয়ের অনুকূলে অর্জিত মুনাফা কম করে দেওয়া শরীয়তসম্মত কি না?

উল্লেখ্য, মুদারাবা ও মুরাবাহা চুক্তি দুটি সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা হয়ে থাকে উভয়ের কোনো যোগসূত্র থাকে না।

**উত্তর :** সাধারণত আর্থিক জরিমানা শরীয়তে নাজায়েয। আর মালের মূল্যের কিস্তি সময়মতো আদায় না করার কারণে সরাসরি জরিমানা করা অথবা তার সঞ্চয়ের অনুকূলে অর্জিত মুনাফা কম করে দেওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয হবে। সময়মতো কিস্তি পরিশোধে বাধ্য করতে প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতি অবলম্বন না করে শরীয়তসম্মত কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে। যেমন মুদারাবা চুক্তির সময় সদস্য এ মর্মে অঙ্গীকার করবে যে সময়মতো কিস্তি পরিশোধ করতে টালবাহানা করলে কোম্পানির যে পরিমাণ ক্ষতি হয় সদস্য সে পরিমাণ টাকা সদকা করতে বাধ্য থাকবে। এ টাকাগুলো সে নিজে সদকা না করে সমিতির নিকট হস্তান্তর করবে এবং সমিতি এ টাকাগুলো সদস্যদের মুনাফায় শামিল না করে গরিব-মিসকিনদের সদকা করবে। (১৯/৪৭২/৮২৫৩)

📖 مسند أحمد (مؤسسة الرسالة) ٣٤/ ٢٩٩ (٢٠٦٩٥) : عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه، قال: كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق، أذود عنه الناس، فقال: " يا أيها الناس، هل تدرون في أي يوم أنتم؟ وفي أي شهر أنتم ؟ وفي أي بلد أنتم؟ " قالوا: في يوم حرام، وشهر حرام، وبلد حرام، قال: " فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقونه "، ثم قال: " اسمعوا مني تعيشوا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه، الحديث-

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/٦١: (لا بأخذ مال في المذهب) بحر. وفيه عن البزازية: وقيل يجوز، ومعناه أن يمسكه مدة لينزجر ثم يعيده له، فإن أيس من توبته صرفه إلى ما يرى. وفي المجتبى أنه كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ.

## বাকিতে মুরাবাহাকালে চড়া মূল্য ধরা

**প্রশ্ন :** আমাদের এলাকায় একটি সমিতি আছে, যাতে টাকা বিনিয়োগ এভাবে হয়ে থাকে যে, কোনো সদস্য টাকা নিতে চাইলে তাকে টাকা না দিয়ে টাকার পবিবর্তে মাল ক্রয় করে দেয়। যেমন–৫০০০ টাকা নিতে চাইলে এর পরিবর্তে ৫০০০ টাকার মাল ক্রয় করে দেওয়া হয় এবং বলা হয় যে ২ মাস পর ৫০০০ টাকার পরিবর্তে ৭-৮ হাজার টাকা দিতে হবে। এখন জানার বিষয় হলো, উক্ত পদ্ধতিতে এভাবে বাকিতে এত বেশি করে বিক্রয় করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয আছে কি না?

**উত্তর :** ঋণগ্রহীতা যে বস্তু ক্রয় করার উদ্দেশ্যে ঋণ নিতে চায় ওই বস্তু সমিতি নিজের জন্য ক্রয় করে ঋণগ্রহীতার নিকট মুরাবাহা হিসেবে বেশি মূল্যে বিক্রয় করার অধিকারপ্রাপ্ত হলেও তাতে অতিরিক্ত চড়া মূল্য ধরে মুনাফা করা মানবিকতা ও বিবেক বিচারের পরিপন্থী কাজ বলে বিবেচিত। তাই প্রশ্নে বর্ণিত লেনদেনটি বাহ্যিকভাবে মুরাবাহা হওয়ায় বৈধ হলেও এত চড়া মূল্যে মুনাফা নেওয়া মানবতাবিরোধী। (১৫/৪১১/৬১১২)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٥/ ١٦١ : لأن للأجل شبها بالمبيع؛ ألا يرى أنه يزاد في الثمن لأجل الأجل، والشبهة في هذا ملحقة بالحقيقة-

📖 البحر الرائق (سعيد) ٦/ ١١٤ : لأن للأجل شبها بالمبيع؛ ألا ترى أنه يزاد في الثمن لأجل الأجل-

## মুরাবাহার ভিত্তিতে ঘর তৈরির আসবাব কি না?

**প্রশ্ন :** আমার একটা জায়গা আছে, কিন্তু বাড়ি করার মতো পর্যাপ্ত পরিমাণ টাকা নেই। তাই আমি চাচ্ছি, পার্সেন্ট হিসেবে কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে আমার ঘর করার প্রয়োজনীয় মালামাল নেওয়ার জন্য। তাই প্রশ্ন হলো, বাড়ি করার জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে মালামাল কোন পদ্ধতিতে নিলে শরীয়তের নিয়মমতো বা নিয়মের কাছাকাছি এবং কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান এরূপ শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে লেনদেন করে থাকে, বিস্তারিত জানাবেন।

Scanned by CamScanner

**উত্তর :** আপনার বাড়িঘর করতে যে সমস্ত আসবাবের প্রয়োজন তা বাইয়ে মুরাবাহা পদ্ধতির অনুসরণে আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ক্রয় করতে পারেন। এধরণের আর্থিক লেনদেনের জন্য যেকোনো ইসলামি ব্যাংকের সাথে আলাপ করে শরয়ী পদ্ধতির মুরাবাহা বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে লেনদেন করা যেতে পারে। (১৩/১৮৪/৫২২২)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٣ /١٦٠ : المرابحة بيع بمثل الثمن الأول وزيادة ربح والتولية بيع بمثل الثمن الأول من غير زيادة شيء والوضيعة بيع بمثل الثمن الأول مع نقصان معلوم والكل جائز كذا في المحيط ولو باع شيئا مرابحة إن كان الثمن مثليا كالمكيل والموزون جاز البيع إذا كان الربح معلوما سواء كان الربح من جنس الثمن الأول أم لم يكن وإن لم يكن مثليا كالعروض إن باعه مرابحة ممن لا يملك العرض لا يجوز وإن باعه ممن يملك ذلك العرض إن باعه بالعرض الذي في يده وربح عشرة جاز وإن باعه بربح ده يازده لا يجوز إلا إذا علم الثمن في المجلس فيجوز وله الخيار فإذا اختار العقد يلزمه أحد عشر استحسانا-

## মুদারাবাসংক্রান্ত কয়েকটি প্রশ্ন

**প্রশ্ন :** ১. একটি ইসলামী সংস্থা (মুদারাবা পদ্ধতিতে) মালামাল ক্রয় করে ১০% বেশি দামে এক বছরের কিস্তিতে পরিশোধের নিমিত্তে সংস্থার সদস্যদের মধ্যে বিক্রি করে থাকে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, কোনো কোনো সদস্যের নিকট মালামাল ক্রয় করে বিক্রি করার পর

ক) সে দোকানদারের নিকট থেকে মালামাল না নিয়ে টাকা ফেরত নেয়, অর্থাৎ আগেই এ ব্যাপারে দোকানদারের নিকট আলাপ করে রাখে।
খ) কখনো কখনো কম দামে দোকানদারের নিকট বিক্রি করে দেয়। এমতাবস্থায় মাসআলা কী? ক্রেতা দায়ী থাকবে, না সংস্থা?

২. ক) সংস্থার সদস্যগণের মধ্যে একজন মালামাল ১০% বেশি দামে সংস্থার নিকট থেকে ক্রয় করতে আগ্রহী। সংস্থার চেয়ারম্যানসহ সকল সদস্যই একমত হয়ে তার হাতে টাকা দিয়ে দিল তার নিজের মালামাল নিজেই ক্রয় করার জন্য এবং সে ১০% লাভ ধরে এ ব্যাপারে কিস্তি করা হলে এটা জায়েয আছে কি না?

Scanned by CamScanner

খ) এমন কোনো মাসআলা আছে কি না যে সংস্থার সদস্যগণ নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখে ১০% বেশি দামে জিনিস না নিয়ে টাকা নিতে পারে। এক মাওলানা সাহেব বলেছিলেন, এটা নাকি তিনি মাসিক মদিনায় দেখেছেন।

৩. কাঁচামাল যেমন–চাল, চিনি, লবণ, তেল ইত্যাদি দ্রবাদি মুদারাবা পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে কি না?

**উত্তর** : ১. কর্জের প্রয়োজনে প্রশ্নোক্ত পদ্ধতিতে বেচাকেনাকে মাধ্যম বানানো নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী বৈধ নয়। এ অবৈধ কাজ যে করবে বা সহযোগিতা করবে সবাই দায়ী থাকবে এবং গেনাহগার হবে। (১০/৩৬৬/৩১৩৭)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٣/ ١٥٠٢ (٣٤٦٢) : عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم» -

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ٤/ ١٦٣ : وصورته أن يأتي هو إلى تاجر فيطلب منه القرض ويطلب التاجر الربح ويخاف من الربا فيبيعه التاجر ثوبا يساوي عشرة مثلا بخمسة عشر نسيئة ليبيعه هو في السوق بعشرة فيصل إلى العشرة ويجب عليه للبائع خمسة عشر إلى أجل،... ... وسمي هذا النوع من البيع عينة لما فيه من السلف يقال باعه بعينة أي نسيئة من عين الميزان، وهو ميله؛ لأنها زيادة وقيل:؛ لأنها بيع العين بالربح وقيل: هي شراء ما باع بأقل مما باع وقيل: لما فيها من الإعراض عن الدين إلى العين، وهو مكروه لما فيه من الإعراض عن مبرة الإقراض مطاوعة لشح النفس، وهذا النوع مذموم شرعا اخترعه أكلة الربا وقال - عليه الصلاة والسلام - «إذا تبايعتم بالعين واتبعتم أذناب البقر ذللتم وظهر عليكم عدوكم».

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ٣/ ٨٧ : بیع عینہ کے ہے، جس کی نسبت ہدایہ میں ہے وھو مکروہ اور کفایہ میں ہے اخترعہ اکلۃ الربا اور فتح القدیر میں ہے وقال محمد ھذا البیع فی قلبی کامثال الجبال... ... اور مکروہ سے مراد ایسے مقام پر مکروہ تحریمی ہے جو قریب حرام کے اور عادت کرنا اس کا حرام ہے اور عادات ناس سے یہ امر متعین ہے کہ وہ اس کو بجائے سود کے استعمال کرتے ہیں اس لئے اس کو حرام لکھا جاوے گا۔

Scanned by CamScanner

২. ক) দ্বিতীয় পদ্ধতি স্পষ্ট সুদ ও হারাম।
খ) কোনো পদ্ধতি নেই।

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/ ١٦٦ : (قوله كل قرض جر نفعا حرام) أي إذا كان مشروطا كما علم مما نقله عن البحر، وعن الخلاصة وفي الذخيرة وإن لم يكن النفع مشروطا في القرض، فعلى قول الكرخي لا بأس به-

📖 فتاوى حقانيه (مكتبۂ سيد احمد) ٦/ ١٩٩ : الجواب-روپے بطور قرض دیکر اس پر دس فیصد یا کوئی بھی فیصد منافع مقرر کرنا سود ہے جو کہ شرعا ناجائز اور حرام ہے۔

৩. মুদারাবার অন্য সকল শর্ত পাওয়া গেলে কাঁচামালের ব্যবসায় মুদারাবা সহীহ হবে।

Scanned by CamScanner

# باب المضاربة

# পরিচ্ছেদ : মুদারাবা

## শতকরা হিসাবে লভ্যাংশ নির্দিষ্ট করা

**প্রশ্ন :** এক ব্যক্তি চুক্তির মাধ্যমে তার ব্যবসায় পণ্য কেনার জন্য আমাদের থেকে ৫০ হাজার টাকা নেয়। তার সাথে চুক্তি হয় ব্যবসার লভ্যাংশের ১ ভাগ আমাদের দেবে আর ৩ ভাগ সে নেবে। সে বলে, সাধারণত আমার ব্যবসায় ২০% লাভ হয়। সুতরাং ১৫% লাভ আমি নেব আর ৫% তোমাদের দেব। অর্থাৎ তার কথায় বোঝা যায় যে উক্ত টাকার লভ্যাংশ হবে ২৫০০ টাকা। জানার বিষয় হলো, এভাবে তার সাথে চুক্তি করে শতকরা হিসাবে টাকা নেওয়া বৈধ হবে কি না?

**উত্তর :** প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে আনুপাতিক হারে লভ্যাংশ টাকার মালিককে ১ ভাগ এবং ব্যবসায়ী ৩ ভাগ নেওয়ার চুক্তিতে ব্যবসায় টাকা লাগানো জায়েয। তবে হিসাব করেই টাকা বণ্টন করতে হবে, শুধু অনুমান করে টাকা বণ্টন করবে না। (১৯/৩১৩)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٦/ ٨٥ : (ومنها) أن يكون المشروط لكل واحد منهما من المضارب ورب المال من الربح جزءا شائعا، نصفا أو ثلثا أو ربعا، فإن شرطا عددا مقدرابأن شرطا أن يكون لأحدهما مائة درهم من الربح أو أقل أو أكثر والباقي للآخر لا يجوز، والمضاربة فاسدة-

📖 آپ کے مسائل اوران کا حل (امدادیہ) ٦/ ٨٧ : کسی کمپنی میں سرمایہ جمع کر کے اس کا منافع حاصل کرنادو شرطوں کے ساتھ حلال ہے ایک یہ کہ وہ کمپنی شریعت کے اصول کے مطابق جائز کاروبار کرتی ہو..... دوم یہ کہ وہ کمپنی اصول مضاربت کے مطابق حاصل شدہ منافع کا ٹھیک ٹھیک حساب لگا کر حصہ داروں کو تقسیم کرتی ہو پس جو کمپنی بغیر حساب کے محض اندازے سے منافع تقسیم کر دیتی ہے اس میں شرکت جائز نہیں۔

## অনুমাননির্ভর লভ্যাংশ দেওয়া

**প্রশ্ন :** আমি এক মাদরাসার জিম্মাদার। মাদরাসার সাধারণ তহবিলে এক লক্ষ টাকা আছে। অত্র মাদরাসারই একজন শিক্ষকের একটি দোকান আছে। আমি এই এক লক্ষ টাকা দোকানের মালিককে ব্যবসা করার জন্য দিই। দোকানের মালিক ব্যবসা করে এক লক্ষ টাকায় ১০ হাজার টাকা লাভ পেয়েছেন এবং লাভের ৫০% টাকা অর্থাৎ ৫ হাজার

Scanned by CamScanner

টাকা মাদরাসায় দিয়েছেন। প্রশ্ন হলো, কোনো মাসে লাভ কম হয় আবার কোনো মাসে লাভ বেশি হয়। দোকানের মাল প্রতি মাসে হিসাব করা অসম্ভব। তাই প্রথম মাসের লভ্যাংশ হিসাব করে ওই অনুযায়ী প্রতি মাসে দোকানের মালিক ৫ হাজার টাকা করে মাদরাসায় দিচ্ছেন, এটা জায়েয হবে কি না?

**উত্তর :** মুদারাবা চুক্তির ভিত্তিতে লভ্যাংশ বণ্টন শরীয়তসম্মত হওয়ার পূর্বশর্ত হলো, প্রকৃত লাভের মাসিক বা বাৎসরিক হিসাব করে লাভ বণ্টন করতে হবে, অনুমান করে লাভ দেওয়া শরীয়তসম্মত নয়। তবে মাসিক হিসাবে কিছু টাকা দিতে থাকা এবং বছর শেষে পূর্ণ হিসাবের পর অর্ধেক মুনাফা মিলিয়ে নেওয়া জায়েয হবে। (১২/৬৭৩)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٥ /٦٤٨ : (وكون الربح بينهما شائعا) فلو عين قدرا فسدت (وكون نصيب كل منهما معلوما) عند العقد.

📖 البحر الرائق (سعيد) ٧ /٢٦٨ : قوله (وما هلك من مال المضاربة فمن الربح فإن زاد الهالك على الربح لم يضمن المضارب) لكونه أمينا سواء كان من عمله أو لا قوله (وإن قسم الربح وبقيت المضاربة ثم هلك المال أو بعضه ترادا الربح ليأخذ المالك رأس ماله وما فضل فهو بينهما وإن نقص لم يضمن) لأن قسمة الربح قبل قبض رأس المال موقوفة فإذا قبض رب المال رأس ماله نفذت القسمة وإن هلك ما أعد لرأس المال كانت القسمة باطلة وتبين أن المقسوم كان رأس المال قوله (وإن قسم الربح وفسخت ثم عقداها فهلك المال لم يترادا) وهذه مفهوم قوله وبقيت المضاربة لأن الأولى قد انتهت بالفسخ وهي الحيلة النافعة للمضاربة والله أعلم.

📖 شرح المجلة للأتاسى (رشيديه) ٣٣٥/٤ : إذا فقد شرط من هذه الشروط المذكورة مثلا إذا لم تكن حصة العاقدين من الربح جزءا شائعا، بل تعين لأحدهما من الربح كذا غرشا تفسد المضاربة -

📖 احسن الفتاوى (سعيد) ٧ /٢٦٥ : الجواب- مضاربہ میں کسی ایک فریق کیلئے تعیین نفع جائز نہیں یہ مضاربہ فاسدہ ہے رب المال کا معین نفع وصول کرنا سود ہونے کی وجہ سے حرام ہے۔

## নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থসম্পদ লভ্যাংশ হিসাবে নির্দিষ্ট করা

**প্রশ্ন :** আমি একটি ধানের মিলের মালিককে তার ব্যবসায় লাগানোর জন্য ৩০ হাজার টাকা দিয়েছি। তার ব্যবসার কাজে আমার কোনো অংশ নেই। শুধু এই টাকার লাভ হিসাবে আমাকে প্রতি মাসে ৮০ কেজি চাল দেবে। উল্লেখ্য, তাদের সাথে আমার চুক্তি

Scanned by CamScanner

হয়েছে যে তার ব্যবসার ক্ষতি হলে আমাকে চাল দেবে না বা কম দেবে। এখন প্রশ্ন হলো, এ ধরনের লেনদেন করে চাল নেওয়া জায়েয হবে কি না? যদি জায়েয না হয় তাহলে জায়েয পদ্ধতি কী?

**উত্তর :** মুদারাবা তথা লাভ লোকসানের ভাগ-বাটোয়ারার চুক্তির ভিত্তিতে ব্যবসার মধ্যে রব্বুল মাল তথা মূলধনের মালিকের জন্য লাভের পরিমাণকে নির্ধারণ করে দেওয়া যথা লভ্যাংশ থেকে ১০০ টাকা নির্ধারণ করা অথবা প্রতি মাসে এক হাজার টাকা নির্ধারণ করা শরীয়তসম্মত নয়। তাই প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে মূলধনের মালিককে ৩০ হাজার টাকার লাভ হিসাবে প্রতি মাসে ৮০ কেজি চাল দেওয়ার চুক্তি শরীয়তসম্মত নয়।

শরীয়তসম্মত পদ্ধতি হলো, উভয়ে আনুপাতিক হারে লভ্যাংশ নির্ণয় করবে। অর্থাৎ যা মুনাফা হবে তার অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ মূলধনের মালিক নেবে এবং বাকিটা মুদারিব বা ব্যবসায়ী নেবে।

প্রশ্নে উল্লিখিত ব্যবসার ক্ষতি হলে চাল না দেওয়া বা কম করে দেওয়ার চুক্তি শরীয়তসম্মত নয়। বরং লাভ হলে নির্ধারিত অংশ পাবে। আর ক্ষতি হলে লাভ তো পাবেই না বরং ক্ষতি পরিমাণ টাকা তার মূল টাকা থেকে কর্তিত হবে। তবে যদি মুদারিবের অসতর্কতা অথবা তার কোনো অনিয়মের কারণে ক্ষতি হয় তাহলে তার ক্ষতিপূরণ মুদারিবকেই বহন করতে হবে। (১১/৩৮২/৩৫৯০)

📖 الدر المختار (سعيد) ٥/ ٦٤٨ : ومن شروطها: كون نصيب المضارب من الربح حتى لو شرط له من رأس المال أو منه ومن الربح فسدت، وفي الجلالية كل شرط يوجب جهالة في الربح أو يقطع الشركة فيه يفسدها، وإلا بطل الشرط -

📖 ردالمحتار (سعيد) ٥/ ٦٤٨ : (قوله: في الربح) كما إذا شرط له نصف الربح أو ثلثه بأو الترديدية س (قوله فيه) كما لو شرط لأحدهما دراهم مسماة.. وفي الجلالية كل شرط يوجب جهالة في الربح أو يقطع الشركة فيه يفسدها، وإلا بطل الشرط -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/ ٢٨٧ : (ومنها) أن يكون نصيب المضارب من الربح معلوما على وجه لا تنقطع به الشركة في الربح كذا في المحيط. فإن قال على أن لك من الربح مائة درهم أو شرط مع النصف أو الثلث عشرة دراهم لا تصح المضاربة كذا في محيط السرخسي.ولو شرط للمضارب ربح نصف المال أو ربح ثلث المال كانت المضاربة جائزة -

📖 المعجم الأوسط (دار الحرمين) ١/ ٢٣١ (٧٦٠) : عن ابن عباس قال: كان العباس بن عبد المطلب «إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه: لا

Scanned by CamScanner

يسلك به بحرا، ولا ينزل به واديا، ولا يشتري به ذات كبد رطبة، فإن فعل فهو ضامن، فرفع شرطه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجازه» -

📖 ملتقى الأبحر (دار الكتب العلمية) ١/ ٤٤٦ : وكون الربح بينهما مشاعا فتفسد إن شرط لأحدهما عشرة دراهم مثلا، وكل شرط يوجب جهالة الربح يفسدها وما لا فلا-

## একজনের শ্রম অন্যজনের শ্রম ও মূলধন

**প্রশ্ন :** শাব্বীর ও আঃ রহমান ব্যবসা করে এ চুক্তির ভিত্তিতে যে শাব্বীরের টাকা এবং শ্রম দুটিই বিনিয়োগ হবে এবং আঃ রহমানের শুধু শ্রম ও মেধা খাটানো হবে। কিন্তু সে কোনো টাকা বিনিয়োগ করবে না এভাবে ব্যবসা করলে জায়েয হবে কি না?
উল্লেখ্য, ব্যবসায় লাভ হলে সমান হারে বণ্টন হবে এবং ক্ষতি হলে টাকাওয়ালার হবে।

**উত্তর :** মূলধন জোগানদানকারী শ্রমদানকারীর সাথে শ্রম দেওয়ার চুক্তিতে আবদ্ধ হলে সে লেনদেন শরীয়তসম্মত হবে না। তবে চুক্তিতে তা উল্লেখ না থাকলে পরবর্তীতে শ্রমদাতার অনুমতিক্রমে মূলধনদাতা ও শ্রম দিতে চাইলে তা শরীয়তবিরোধী নয়। প্রশ্নের বিবরণে উভয়ের শ্রমের শর্ত চুক্তিনামায় উল্লেখ করায় এ লেনদেন শরীয়তসম্মত হয়নি বিধায় অবৈধ হবে।
উল্লেখ্য, উক্ত চুক্তিনামার অবশিষ্ট শর্তগুলো যেমন লভ্যাংশ সমান হারে বণ্টন ও ক্ষতি হলে মূলধনদাতার হবে শরীয়তসম্মত বলে বিবেচিত। (১৫/৩৭২)

📖 المعايير الشرعية ص ١٨٧ : لا يحق لرب المال اشتراط عمله مع المضارب حتى تكون يده معه فى البيع والشراء والأخذ والعطاء -

📖 احسن الفتاوى (سعيد) ٧ /٢٢٣ : سوال-زيد نے مبلغ چار ہزار روپے بکر اور عمرو کو تجارت کیلئے دئے اور یہ شرط لگائی کہ تجارت کا کچھ کام بکر کے ذمہ اور کچھ کام عمرو کے ذمہ ہوگا اور یہ کہ زید بھی ان کے ہمراہ کام کریگا شرعا یہ معاملہ جائز ہے یا نہیں؟
الجواب- مضاربہ میں رب المال پر کام کی شرط لگانا جائز نہیں یہ مضاربہ فاسدہ ہے-

## পণ্য ও পশু মুদারাবার মূলধন হতে পারে না

**প্রশ্ন :** আমাদের এলাকায় একটি প্রথা প্রচলিত আছে, কোনো পশু বা অন্য কোনো জিনিস আরেকজনের কাছে এভাবে রেখে দেয় যে উভয়ে ওই পশু বা জিনিসের বর্তমান বাজার মূল্য নির্ধারণ করে নেয়। যেমন–একটি গরু, যার বর্তমান মূল্য ৫০০০ বা এক

Scanned by CamScanner

মণ ধান, যার বর্তমান বাজার মূল্য ৭০০ টাকা। এটাকে অন্যের কাছে রেখে দেয় এ শর্তে যে সে এর দ্বারা ব্যবসা করবে পরবর্তীতে মূল মালিক ফেরত নেওয়ার সময় সে প্রথম সময়ের নির্ধারিত মূল্য বাদ দিয়ে অতিরিক্ত যা লাভ হবে সেটাকে উভয়ে বণ্টন করে নেবে সমানভাবে। প্রশ্ন হলো, এ ধরনের লেনদেন শরীয়তসম্মত কি না?

**উত্তর :** প্রশ্নে বর্ণিত বিষয়টি শরীয়তের কোনো বৈধ লেনদেনের আওতায় পড়ে না। কারণ কোনো পশু ও পণ্যের মধ্যে মুদারাবা চলে না বিধায় বৈধ বলা যায় না। তবে পশু বা ধানগুলো বিক্রি করে তার মূল্য দিয়ে ব্যবসা করার কথা বলে দিলে উক্ত ব্যবসার মাধ্যমে যা লাভ হবে উভয়ে সে লভ্যাংশ বণ্টন করে নিলে এ লেনদেন বৈধ হতে পারে। (১৫/৪৮৮/৬১১৩)

📖 مجلة الأحكام العدلية (كارخانه تجارتِ كتب) ص ٢٧٢ : المادة (١٤٠٩) يشترط أن يكون رأس المال مالا صالحا لأن يكون رأس مال شركة. انظر الفصل الثالث من باب شركة العقد فلذلك لا يجوز أن تكون العروض والعقار والديون التي في ذمم الناس رأس مال في المضاربة. لكن إذا أعطى رب المال شيئا من العروض وقال للمضارب: بع هذا واعمل بثمنه مضاربة، وقبل المضارب وقبضه وباع ذلك المال واتخذ بدله النقود رأس مال وباع واشترى فتكون المضاربة صحيحة، كذلك إذا قال: اقبض كذا درهما الدين الذي لي في ذمة فلان واستعمله في طريق المضاربة، وقبل الآخر فتكون المضاربة صحيحة.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/ ٢٨٦ : لو دفع إليه عرضا أو عبدا فقال بعه واقبض ثمنه واعمل به مضاربة فباعه بدراهم أو دنانير وتصرف فيها جازت المضاربة كذا في محيط السرخسي.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ٦/ ٣٥١ : ... ... حیوان کو مضاربت پر دینا عقد فاسد ہے ہاں اگر حیوان کو دیتے وقت یہ کہدے کہ اس جانور کو بیچ دو اور اس رقم پر عمل مضاربت کرو تو یہ جائز ہے۔

## লভ্যাংশ হিসাবে লগ্নি করা অর্থের দুই গুণ নির্ধারণ করা

**প্রশ্ন :** আমরা ৪ জন মিলে একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান খুলেছি। যথা : প্রতি মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমা নেওয়া হয় এবং ওই টাকা ব্যবসায় খাটিয়ে ৫ বছর জমাকৃত টাকার প্রায় দেড় গুণ এবং ৮ বছরে প্রায় দুই গুণ টাকা দেওয়ার চুক্তি করা শরীয়তে জায়েয আছে কি না?

Scanned by CamScanner

**উত্তর :** আকদে মুদারাবায় যেকোনো এক পক্ষের জন্য নির্দিষ্ট অঙ্কে মুনাফা নেওয়ার চুক্তি করা বৈধ নয় তথা রব্বুল মালের জন্য নির্দিষ্ট অঙ্কে মুনাফা নেওয়া সুদের নামান্তর বিধায় প্রশ্নে উল্লিখিত চুক্তিটি শরীয়তসম্মত নয়। (১১/৯৮৭)

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷/ ۲۴۵ : الجواب- مضاربہ میں کسی ایک فریق کیلئے تعین نفع کی شرط جائز نہیں یہ مضاربہ فاسدہ ہے رب المال کا معین نفع وصول کرنا سود ہونے کی وجہ سے حرام ہے۔

📖 آپ کے مسائل اوران کا حل (امدادیہ) ۶/ ۲۳۷ : ج: متعین شرح پر روپیہ دینا سود ہے یہ کسی طرح بھی حلال نہیں آپ اپنا سرمایہ کسی ایسے ادارے میں لگائیں جو جائز کاروبار کرتا ہو اور حاصل شدہ منافع تقسیم کرتا ہو۔

## নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দেওয়ার শর্তে মুদারাবা

**প্রশ্ন :** আমি মুদারাবার ভিত্তিতে এক ব্যক্তিকে কিছু টাকা দিয়েছি এ কথার ওপর যে সে লভ্যাংশ হিসাবে আমাকে প্রতি মাসে নির্ধারিত কিছু টাকা দেবে। এ চুক্তি দুই বছরের জন্য করা হয়েছে। দুই বছর পর সে আমাকে যে লভ্যাংশ দিয়েছিল তা তাকে ফেরত দেব এবং সে আমার মূলধন ফেরত দেবে এবং লভ্যাংশের যে টাকা হয়েছে তা দিয়ে অন্য বস্তু ক্রয় করে আমাকে দেবে। প্রশ্ন হচ্ছে, বাইয়ে মুদারাবার এ পদ্ধতি জায়েয আছে কি না? যদি না হয় পূর্বে যে টাকা নিয়েছি তার কী হুকুম? এবং জায়েয করার কোনো পদ্ধতি আছে কি না?

**উত্তর :** লাভ-লোকসানের সম্পূর্ণ ভার পুঁজিদাতা বহন করার শর্তে লাভের শতকরা হারে শরীক হওয়ার ভিত্তিতে অন্যকে ব্যবসা করার জন্য টাকা দেওয়াকে মুদারাবা চুক্তি বলা হয়। এ ধরনের লেনদেন করে লাভের অংশ ভোগ করা দুটি শর্তে সহীহ :

১) ব্যবসায় আর্থিক ক্ষতি হলে সম্পূর্ণ ক্ষতি পুঁজিদাতা গ্রহণ করা,

২) লাভের অংশ শতকরা হিসাবে নির্ধারণ করা।

এ দুটি শর্ত পাওয়া না গেলে এরূপ লেনদেন সহীহ হয় না। এর মাধ্যমে লাভ ভোগ করা সহীহ হয় না। আপনি যেহেতু মাসিক একটি পরিমাণ দেওয়ার শর্তে টাকা প্রদান করেছেন, তাই আপনার জন্য এ ধরনের লাভের টাকা ভোগ করা বৈধ হবে না। যা ভোগ করেছেন তা সওয়াবের নিয়্যাত ছাড়া সদকা করে দেবেন। পরবর্তীতে যদি এ ধরনের লেনদেনের মধ্যে প্রতি মাসের লভ্যাংশ থেকে শতকরা হিসাবে একটি অংশ গ্রহণ করার চুক্তি করেন তাহলে লেনদেনটি বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। (৮/২৭৬)

Scanned by CamScanner

📖 البحر الرائق (سعيد) ٧ /٢٦٤ : الرابع أن يكون الربح بينهما شائعا كالنصف والثلث لا سهما معينا يقطع الشركة كمائة درهم أو مع النصف عشرة الخامس أن يكون نصيب كل منهما معلوما فكل شرط يؤدي إلى جهالة الربح فهي فاسدة وما لا فلا مثل أن يشترط أن تكون الوضيعة على المضارب أو عليها فهي صحيحة وهو باطل السادس أن يكون المشروط للمضارب مشروطا من الربح حتى لو شرط له شيئا من رأس المال أو منه ومن الربح فسدت.

📖 فتح القدير (دار الكتب العلمية) ٧ /٤١٨ : وثانيهما: أن حكم المسألة الأولى فساد عقد المضاربة باشتراط دراهم مسماة لأحدهما۔

📖 احسن الفتاوى (سعید) ۷ /۲۴۵ : الجواب۔ مضاربہ میں کسی ایک فریق کیلئے تعیین نفع جائز نہیں یہ مضاربہ فاسدہ ہے رب المال کا معین نفع وصول کرنا سود ہونے کی وجہ سے حرام ہے۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۲ /۱۹۲ : سود کی رقم لے کر غریب حاجتمند کو دی جائے خود استعمال نہ کرے۔

## মুদারাবার টাকায় জমি লিজ নিয়ে চাষাবাদ করা

**প্রশ্ন :** ১. আমি একজন গরিব-দুঃখী চাষি মানুষ। আমার জায়গা-জমি নেই বিধায় আমি জহির মাস্টারকে বললাম, আপনি আমাকে ব্যবসার জন্য কিছু টাকা দেন আমি ব্যবসা করব। যা লাভ হবে দুজনে অর্ধেক অর্ধেক বণ্টন করব। তিনি আমাকে ৫ হাজার টাকা দিলেন। উক্ত টাকা দিয়ে আমি এক বিঘা জমি ইজারা নিলাম এবং সেখানে বেগুন ও মরিচের চাষাবাদ করে যা লাভ করলাম তার অর্ধেক লভ্যাংশ জহির মাস্টারকে দিয়ে বাকি অর্ধেক আমি ভোগ করলাম। উক্ত পদ্ধতিতে ব্যবসা করাটা আমার জন্য জায়েয হবে কি না?

২) যদি জহির মাস্টার সরাসরি আমাকে টাকা না দিয়ে জমির মালিককে আমার পক্ষে টাকা প্রদান করেন এবং উক্ত জমিতে আমি চাষাবাদ করে চুক্তিভিত্তিক লভ্যাংশ অর্ধেক অর্ধেক করি তাহলে তা জায়েয হবে কি না?

**উত্তর :** মুদারাবা ব্যবসায় মালিক পক্ষ কোনো ধরনের শর্তবিহীন ব্যবসার জন্য শ্রমদানকারীকে টাকা দিলে শ্রমদানকারীর জন্য সে টাকা দিয়ে অর্ধেক লভ্যাংশের চুক্তিতে বা উভয়ের চুক্তি অনুযায়ী লভ্যাংশ বণ্টনের ভিত্তিতে জমি ইজারা নিয়ে চাষাবাদ করা জায়েয। (৮/৬৯৬/২৩২৭)

Scanned by CamScanner

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٦ /٨٨ : وتصرف المضارب مبني على عادة التجار قال محمد: وله أن يستأجر أرضا بيضاء، ويشتري ببعض المال طعاما فيزرعه فيها، وكذلك له أن يقلبها ليغرس فيها نخلا أو شجرا أو رطبا، فذلك كله جائز، والربح على ما شرطا؛ لأن الاستئجار من التجارة؛ لأنه طريق حصول الربح، وكذا هو من عادة التجار فيملكه المضارب، وللمضارب أن لا يسافر بالمال؛ لأن المقصود من هذا العقد استنماء المال۔

📖 الفقه الإسلامي وأدلته (دار الفكر) ٤ / ٦٣٢ : المطلقة: هي أن يدفع شخص المال إلى آخر بدون قيد، ويقول: «دفعت هذا المال إليك مضاربة على أن الربح بيننا كذا مناصفة أو أثلاثاً، ونحو ذلك» أو هي أن يدفع المال مضاربة من غير تعيين العمل والمكان والزمان وصفة العمل ومن يعامله.

📖 والمقيدة: هي أن يعين شيئاً من ذلك أو أن يدفع إلى آخر ألف دينار مثلاً مضاربة على أن يعمل بها في بلدة معينة، أو في بضاعة معينة، أو في وقت معين، أو لا يبيع ولا يشتري إلا من شخص معين.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۴ /۲۷۵ : سوال- زید اپنا کھیت عمر کو بٹائی پر دیا اور بیج بھی دیا اور اب کل پیداوار کا نصف غلہ مقرر کیا یہ صورت جائز ہے یا نہیں؟ اگر بیج خود نہ دے تو کیا حکم ہے؟

الجواب- یہ دونوں شرطیں بٹائی کی جائز ہیں۔

২. টাকা প্রদানকারী মালিকপক্ষ জমি ইজারা নিয়ে শ্রমদানকারীকে চাষাবাদ করার জন্য দিলে অর্ধেক লভ্যাংশের চুক্তিতে বা উভয়ের চুক্তি অনুযায়ী লভ্যাংশ বণ্টনভিত্তিক চাষাবাদ করা জায়েয আছে।

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷ /۳۲۰ : سوال- زید نے بکر سے کہا کہ دس ہزار روپے میں دو سال کیلئے زراعت کے لئے زمین مقاطعہ پر مل رہی ہے میرے پاس اتنا روپیہ نہیں ہے آپ رقم دیدیں زمین کی کاشت اور نگہبانی سب میں کروں گا دونوں پیداوار سے آدھا آدھا کر لینگے تو شرعا یہ طریقہ جائز ہے یا نہیں؟

الجواب- یہ صورت جائز نہیں، رقم دینے والے کو پیداوار سے کچھ نہیں ملیگا اس کی صحیح صورت یہ ہے کہ بکر زمین ٹھیکے پر لے کر زید کو بصورت مزارعت دیدے۔

Scanned by CamScanner

## কোন কোন খরচ মুদারাবা খাত থেকে কর্তিত হবে?

**প্রশ্ন :** জামাল দোকানের মালিক। সে দোকানে জামাল আপন দুই ছেলেকে দিয়ে কামালের দেওয়া এক লক্ষসহ সর্বমোট ৫ লক্ষ টাকার ব্যবসা করিয়েছে। টাকা দেওয়ার সময় জামাল ও কামালের মধ্যে চুক্তি হয়েছিল এই যে, কামালের টাকা জামাল নিজের দোকানে খাটাবে এবং খরচ বাদ দিয়ে দোকানে যা লাভ হয় তা থেকে কামালের টাকার লাভের তিনের দুই অংশ জামাল এবং তিনের এক অংশ কামাল পাবে।

অতঃপর হিসাবের সময় উভয়ের মাঝে মতানৈক্য হয়ে যায়। জামালের হিসাব মতে লাভ থাকে ১০ হাজার টাকা। হিসাবটি নিম্নরূপ :
নগদ টাকা, বাকি পাওনা, মাল জমা ও দোকানে খরচসহ সর্বমোট ব্যয়–

| | |
|---|---|
| চা-নাশতা খাতে | ৬১৬৮ |
| বিদ্যুৎ খাতে | ১৪৬৯ |
| অন্যান্য খাতে | ৩১৮০ |
| ছেলেদের বেতন খাতে | ১৮০০০ |
| দোকানের ভাড়া খাতে | ৭২০০০ |
| মোট = | ১০০৯১৭ |
| আয় | ৬১০৯১৭ |
| খরচ | ১০০৯১৭ |
| বাকি | ৫১০০০০ |
| পুঁজি বাদ | ৫০০০০০ |
| অবশিষ্ট লাভ | ১০০০০ |

জামালের উক্ত হিসাবে ব্যয়ের তালিকায় ধৃত ভাড়ার নামে ৭২০০০ ও বেতনের নামে ১৮০০০ খরচ মেনে নিতে কামাল রাজি নয়। তার হিসাব মতে ওই ৯০০০০ ব্যয়ের নামে বিয়োগ হবে না। বরং এগুলো উভয়ের লাভের টাকা। সুতরাং সর্বমোট লাভ ১০০০০০ টাকা।
অতএব আমার জানার বিষয় হলো, বিতর্কিত ওই বেতন ও ভাড়া সম্পর্কে শরীয়তের ফাতওয়া কী? উল্লেখ্য, যেহেতু এ ব্যাপারে উভয়ের কিছু যুক্তিও রয়েছে। অনুগ্রহ করে দুই ভাইয়ের ঝগড়া মীমাংসার্থে দলিলসহ জানাবেন।

**উত্তর :** পূর্ব প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা ও পরিচালনায় যদি কারো টাকা লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে খাটানো হয় এবং চুক্তির সময় পূর্ব পরিচালনার কোনো পরিবর্তনের উল্লেখ হয়ে থাকে তখন বছর শেষে পরিবর্তন মোতাবেক লাভ-লোকসান হিসাব হবে। আর যদি পূর্ব পরিচালনার কোনো পরিবর্তন না হয়ে থাকে তাহলে পূর্ব অবস্থা বহাল রেখে বছর শেষে হিসাব হবে।

Scanned by CamScanner

প্রশ্নে বর্ণিত ঘটনায় দেখা যায়, জামালের প্রতিষ্ঠিত যে ব্যবসায় ও পরিচালনায় কামাল টাকা দিয়েছে সেখানে ভাড়াবিহীন দোকান ও বেতনবিহীন ছেলে কর্মরত ছিল। কামালের কাছ থেকে টাকা গ্রহণ করার সময় ভাড়া বা বেতনের কোনো উল্লেখ করা হয়নি।

অতএব বছর শেষে খরচ হিসাবে ভাড়া-বেতন যোগ করা যাবে না। হ্যাঁ, নতুন চুক্তিতে উল্লেখ করা হলে এবং কামালের সম্মতি হলে পরবর্তীতে তা হিসাব করা যাবে। (৩/২৫১/৫৩৮)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/ ٢٩٧ : الأصل أن رب المال متى شرط على المضارب شرطا في المضاربة، إن كان شرطا لرب المال فيه فائدة فإنه يصح ويجب على المضارب مراعاته والوفاء به، وإذا لم يف به صار مخالفا وعاملا بغير أمره وإن كان شرطا لا فائدة فيه لرب المال فإنه لا يصح ويجعل كالمسكوت عنه كذا في المحيط.

📖 الفقه الإسلامى وأدلته (دارالفكر) ٥/ ٣٩٥٣ : أـ تعيين المكان: وعلى هذا إذا كان القيد متعلقاً بالمكان، كأن دفع رجل إلى رجل مالاً مضاربة على أن يعمل به في بلدة معينة كدمشق مثلاً، فليس له أن يعمل في غير دمشق؛ لأن قوله «على أن» من ألفاظ الشرط، وهو شرط مفيد؛ لأن الأماكن تختلف بالرخص والغلاء، وفي السفر خطر.

📖 درر الحكام ٣/ ٤٤٨ ((المادة- ١٤١٧)) : (اذاخلط المضارب مال المضاربة بماله فيقسم الربح الحاصل على مقدار راس المال اى انه ياخذ ربح راس ماله و يقسم مال المضاربة بينه وبين رب المال على الوجه الذى شرطاه) -

📖 المعايير الشرعية ص ١٨٧ : ويجوز له أن يستأجر لأداء ما لم يجب عليه من الأعمال بحسب العرف على حساب المضاربة -

## লাভ অনির্দিষ্ট ও মূলধন স্থিতিশীল থাকার শর্তে মুদারাবা অবৈধ

**প্রশ্ন :** কোনো ব্যক্তি ব্যবসার নিয়্যাতে অপরকে কিছু টাকা দিয়ে বলল আমাকে মুনাফা দিতে হবে না, বরং আমার সংসারের খরচাদি দিতে হবে এবং মূলধনও পরিশোধ করতে হবে। তা শরীয়ত মোতাবেক বৈধ হবে কি না?

**উত্তর :** নিজের মাল অন্যের ব্যবসায় লাগানোর শরীয়তসম্মত পদ্ধতি হলো, মাল একজনের কাজ আরেকজনের এবং প্রথমেই লাভের অংশ অর্ধেক বা শতকরা হারে নির্দিষ্ট কোনো অংশ ধার্য করে নেওয়া। হিসাব করার পর যদি লাভ হয় তাহলে

Scanned by CamScanner

আনুপাতিক হারে লাভ পাবে। আর যদি ক্ষতি হয় তাহলে মালের মালিকই ক্ষতি বহন করবে। দ্বিতীয় পক্ষ ক্ষতির কোনো অংশ নেবে না। আর যদি দুজনের মাল দিয়ে ব্যবসা হয় তাহলে চুক্তি অনুসারে লাভের ভাগ হবে। আর ক্ষতি হলে মূলধনের অনুপাতে ক্ষতির ভাগ হবে। প্রশ্নে আপনি যা লিখেছেন এতে বোঝা যায় লাভের কোনো অংশ নির্ধারণ করেননি, তদুপরি মূলধন স্থিতিশীল থাকার শর্তও তার সঙ্গে জড়িত। এমতাবস্থায় এরূপ চুক্তি শরীয়তসম্মত নয়। আপনার সংসারের খরচ দেওয়ার শর্ত সুদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় অবৈধ। (১/৪২)

📖 الهداية (قاسميه) ٣ / ٢٥٠ : "وما هلك من مال المضاربة فهو من الربح دون رأس المال" لأن الربح تابع وصرف الهلاك إلى ما هو التبع أولى كما يصرف الهلاك إلى العفو في الزكاة "فإن زاد الهالك على الربح فلا ضمان على المضارب" لأنه أمين "وإن كانا يقتسمان الربح والمضاربة بحالها ثم هلك المال بعضه أو كله ترادا الربح حتى يستوفي رب المال رأس المال" لأن قسمة الربح لا تصح قبل استيفاء رأس المال لأنه هو الأصل وهذا بناء عليه وتبع له، فإذا هلك ما في يد المضارب أمانة تبين أن ما استوفياه من رأس المال، فيضمن المضارب ما استوفاه لأنه أخذه لنفسه وما أخذه رب المال محسوب من رأس ماله "وإذا استوفى رأس المال، فإن فضل شيء كان بينهما لأنه ربح وإن نقص فلا ضمان على المضارب" لما بينا "ولو اقتسما الربح وفسخا المضاربة ثم عقداها فهلك المال لم يترادا الربح الأول" لأن المضاربة الأولى قد انتهت والثانية عقد جديد، وهلاك المال في الثاني لا يوجب انتقاض الأول كما إذا دفع إليه مالا آخر.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤ /٢٨٨ : ولو دفع إليه مضاربة على أن يعطي المضارب رب المال ما شاء من الربح فهذه مضاربة فاسدة كذا في المبسوط. ولو قال على أن للمضارب ثلث الربح أو سدسه أو قال على أن لرب المال ثلث الربح أو سدسه فالمضاربة فاسدة لأنه شرط له أحد النصيبين كذا في محيط السرخسي.

📖 الدر المختار (سعيد) ٥ /٦٤٨ : (وكون نصيب كل منهما معلوما) عند العقد.ومن شروطها: كون نصيب المضارب من الربح حتى لو شرط له من رأس المال أو منه ومن الربح فسدت، وفي الجلالية كل شرط يوجب جهالة في الربح أو يقطع الشركة فيه يفسدها، وإلا بطل الشرط وصح العقد اعتبارا بالوكالة.

Scanned by CamScanner

## মুদারাবা সহীহ হওয়ার জন্য লভ্যাংশের হার নির্দিষ্ট হওয়া শর্ত

**প্রশ্ন :** যদি আমি কাউকে এক লক্ষ টাকা দিই এ শর্তে যে আপনি এ টাকা এক বছর খাটানোর পর ওই টাকার লাভ থেকে আপনার ইনসাফমতো আমাকে কিছু দেবেন। অথবা এর বিনিময়ে আমাকে এক মণ চাল দেবেন, অথবা আমাদের দেশে এক কানি জমি ভাড়া দিলে যে পরিমাণ টাকা আসে ওই পরিমাণ দেবেন এবং আসল টাকাও ফেরত দেবেন। তাহলে তা শরীয়তসম্মত হবে কি না?

**উত্তর :** মুদারাবার মধ্যে রব্বুল মাল তথা টাকার মালিক ও মুদারিব তথা ব্যবসায়ী উভয়ের জন্য লভ্যাংশ থেকে শতকরা হারে অংশ নির্ধারণ করা মুদারাবা ব্যবসা সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত। তাই প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিগুলো শরীয়তসম্মত নয়। (১৮/৬১৭/৭৭৫৮)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٥/ ٦٤٨ : (وكون الربح بينهما شائعا) فلو عين قدرا فسدت (وكون نصيب كل منهما معلوما) عند العقد.ومن شروطها: كون نصيب المضارب من الربح حتى لو شرط له من رأس المال أو منه ومن الربح فسدت، وفي الجلالية كل شرط يوجب جهالة في الربح أو يقطع الشركة فيه يفسدها، وإلا بطل الشرط وصح العقد اعتبارا بالوكالة-

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/ ٦٤٨ : كما إذا شرط له نصف الربح أو ثلثه بأو الترديدية س (قوله فيه) كما لو شرط لأحدهما دراهم مسماة-

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/ ٢٨٨ : ولو دفع إليه مضاربة على أن يعطي المضارب رب المال ما شاء من الربح فهذه مضاربة فاسدة كذا في المبسوط. ولو قال على أن للمضارب ثلث الربح أو سدسه أو قال على أن لرب المال ثلث الربح أو سدسه فالمضاربة فاسدة لأنه شرط له أحد النصيبين كذا في محيط السرخسي.

## চূড়ান্ত বণ্টনের আগে আনুপাতিক হারে মুনাফা বণ্টন করা

**প্রশ্ন :** বিনিয়োগকৃত সদস্যদের মধ্যে প্রতি মাসে লাখপ্রতি আনুমানিক ১০০০ টাকা করে মুনাফা দেওয়া হবে এবং বছর শেষে লাভ-ক্ষতির হিসাব করে বিনিয়োগকারীদের জানানো হবে। এ নিয়ম শরীয়তসম্মত কি না?

Scanned by CamScanner

**উত্তর :** আকদে মুদারাবায় মুনাফা প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে আনুমানিক করে মুনাফা বণ্টন করা যেতে পারে। তবে এটা চূড়ান্ত বণ্টন হিসাবে বিবেচিত হবে না বিধায় বিনিয়োগকৃত সদস্যদের মাঝে লাখপ্রতি ১০০০ টাকা করে মুনাফা বণ্টন করা যেতে পারে। তবে চূড়ান্ত বণ্টনে কমবেশিও হতে পারে। (১১/৯৮৭)

📖 شرکت و مضاربت عصر حاضر میں (ادارۃ المعارف) ص ۲۶۹ : اسی بناء پر فقہ کی قدیم کتابوں میں یہ اصول تقریبا مسلم سمجھا گیاہے کہ اگر اثاثوں کے نقد ہونے سے پہلے مضاربت کا نفع اندازے سے تقسیم کر بھی لیا گیا ہو تو یہ تقسیم محض عبوری وعارضی تو ہو سکتا ہے لیکن مستقل اور حتمی نہیں ہو سکتی جس کا مطلب یہ ہے کہ اس تقسیم کے تحت جو بھی ادائیگی ہو گی علی الحساب ہو گی چنانچہ بعد میں جب کبھی اثاثوں کو نقد بنانے کی نوبت آئے اس وقت کاروباری کا حتمی حساب ہوگا اور اس حتمی حساب کی رو سے عارضی تقسیم کے تحت دی ہوئی رقموں میں کمی بیشی کی جائیگی۔

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

# فتاوى فقيه الملة

# ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত

তত্ত্বাবধান ও দিকনির্দেশনায়

**ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান (রহ.)**

প্রতিষ্ঠাতা : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

বসুন্ধরা, ঢাকা।

৯

প্রকাশনায়

ফকীহুল মিল্লাত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

বসুন্ধরা, ঢাকা।

Scanned by CamScanner